INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

WEDNESDAY, April, 3. 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Wednesday, the 3rd April, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri Manindra Lal Bhowmik in the Chair. Chief Minister 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers, and 50 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—Question No. 370 Sir.

Shri S. M. Sengupta :—Question No. 370 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া সহরের বহুলোক দীর্ঘদিন যাবৎ নিজস্ব দোকান বা বাড়ীতে বিদ্যুত সরবরাহের জন্য আবেদন করার পরও বিদ্যুত সরবরাহ পাচ্ছেন না ?	হাঁ, মহাশয়।
২) সত্য হইলে কত লোকের দরখাস্ত সরকারের নিকট পেন্ডিং অবস্থায় আছে এবং কোন সাল থেকে এসকল দরখাস্ত সরকারের কাছে জমা আছে, এবং	৮৭ জনের দরখাস্ত আছে ১৯৬৮ইং সন হইতে।
৩) কি কারণে বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে না ?	বিদ্যুত স্বল্পতার জন্য।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ৮৭ জন'এর দরখাস্ত পেয়েছেন, তার মধ্যে আগেরটা আগে, পরেরটা পরে, এইভাবে দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লাই পজিশান করলে তখন সেই প্রশ্ন আসবে এবং বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কিছু সংখ্যক দরখাস্তকারী যারা পরে দরখাস্ত করেছে তার সরবরাহ পেয়েছে অথচ যারা আগে করেছে তারা না পেয়ে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোনীয়া সহরে বিদ্যুত সরবরাহ করার জন্য কোথায় জেনারেটার বসান হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বগাফায় বসান হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ বগাফা জেনারেটর থেকে কোথায় কোথায় বিদ্যুত সরবরাহ হয় বিলোনীয়া ছাড়া ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :- বগাফা থেকে সাবরুম, শান্তিরবাজার, এবং সমস্ত অঞ্চলে সাপ্লাই করা হয়ে থাকে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বগাফা জেনারেটার থেকে কত ইউনিট বিদ্যুত সরবরাহ করা হয় এবং তার কত ইউনিট বিলোনীয়া দেওয়া হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন আছে, তার জবাবে বলতে পারব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বিদ্যুত স্বল্পতার জন্য বিদ্যুত সরবরাহ করা যাচ্ছে না। নতুন বাজার প্রভৃতি জায়গায় এখান থেকে বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে বিদ্যুতের স্বল্পতার জন্য সব জায়গায় এক সাথে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এইজন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সাধারণত: আসামের উপর নির্ভর করতে হয় বাল্ক সাপ্লায়ের জন্য। আসাম থেকে আমরা বর্তমানে ২ মেগাওয়াট পাই। আমাদের ধর্মনগর যে ট্রান্সফরমার বনানোর কথা ছিল, সেটা কমিশণ্ড হয়ে গেছে, কাজেই এটা অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আর আগরতলায় যেটা বসানো হবে সেটা আগরতলা এসে পৌঁছেছে, আগরতলায়ও এটা বসে যাবে। তারপর আসামের বিদ্যুত সরবরাহ যদি নিয়মিত থাকে তাহলে আমাদের অসুবিধার কোন কারণ নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে কি আমরা একথা বুঝব যে আসাম থেকে যা বিদ্যুত আসছে বিলোনীয়া, সাবরুম অঞ্চলে বিদ্যুত পেয়ে যাবে এবং তারজন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আসাম লাইনের সঙ্গে এটাকে যোগ করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ট্রান্সফরমার কি এসেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আগরতলা এসে পৌঁছেছে এবং এই বছরের মাঝামাঝি কমিশন করা যাবে বলে আশা করা যায় এবং ধর্মনগরে যেটা আসার কথা ছিল, সেটা কমিশণ্ড হয়ে গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—লাইন টানা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যেটা বগাফা থেকে সাপ্লাই করা হয়, তার একটা লাইন আছেতো, নিশ্চয়ই, সেই লাইনটা ইমপ্রুভ করে কিভাবে করা যাবে তার কাজ চলছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বগাফাতে জেনারেটর মেশিন কয়টি আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার জন্য সেপারেট নোটিশের দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি এর জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করতে পারেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে যে জেনরেটর মেশিন আছে, যার থেকে ১২১ ইউনিট সাপলাই করা হয়, সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত খারাপ হয়ে আছে, সেটার জন্যই কি স্বল্পতা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটার জন্য নয়। ডিজেলের শর্টেজের জন্য মাঝে মাঝে এটার সাপ্লাইটা অনিয়মিত হয়ে যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে আসাম লাইন যেটা কমিশন করার কথা তিনি বলেছেন, এখানে করলে সাপ্লাই করতে পারবেন, তখন যে সমস্ত জেনারেটর আমাদের বেকার হবে তার দ্বারা বিলোনীয়া এবং সাবরুম টাউনে বিকল্প হিসাবে জেনারেটর সেট বসানো হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাপ্লাইটা যদি নিয়মিত থাকে, তাহলে অন্য কোথাও এইগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে প্রয়োজন অনুসারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : —মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা স্বীকার করছেন না, আসাম লাইন থাকা সত্ত্বেও ইলেকট্রিসিটি আনসার্টেন হয়ে যায়, সেইজন্য ইম্পোর্টেন্ট সাব-ডিভিশন এল টাউনগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থা থাকা দরকার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আসাম থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে সেটা বিলোনীয়া, সাবরুম এবং ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু আসাম বিদ্যুৎ ধর্মনগর সাবডিভিশন এবং আগরতলার প্রয়োজনই মেটাতে পারবেন না, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসাম বিদ্যুৎ এখন যেটা আমরা সাপ্লাই পাচ্ছি, সেটা ২ মেগাওয়াট। ওখান থেকে ৮ মেগাওয়াট সাপ্লাই করার কথা

এরপর যেটা লোক্টাক থেকে আসছে, সটাও আসাম লাইনের সংগে যোগ করা আছে এবং লোকটাক থেকে অংশ করা যাচ্ছে আগামী বছর সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

শ্রীনাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্গাফা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীনে যে কয়েকটা টেন হর্স পাওয়ারের লিফ্‌ট মেশিন আছে সেই লিফ্‌ট মেশিনগুলি প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ না পাওয়ার ফলে সময়মত চলতে পারছে না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান। এটা অন্যভাবে আসা উচিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় সদস্য তাপস বাবু বলেছেন যে যে সমস্ত আবেদনকারী আগে দরখাস্ত করেছে তারা আগে না পেয়ে যারা পরে দরখাস্ত করেছে তারা আগে পেয়েছে, এই সমস্ত অভিযোগ তিনি তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এইরকম কোন অভিযোগ এসে থাকে তাহলে সেটা আমরা দেখব আপাততঃ কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে হাউস কানেকশান দেওয়ার কোন নীতি আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে সেটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ দুই ক্ষেত্রেই হতে পারে। ডোমেষ্টিক কনজাম্পশানের জন্যও হতে পারে, কমার্শিয়াল কনজাম্পশানের জন্যও হতে পারে এবং ডোমেষ্টিক কঞ্জাম্পশান যেমন হয়, কমার্শিয়াল বা ইণ্ডাস্ট্রী ইত্যাদি যতই ইম্‌প্রুভমেন্ট করবে তাদেরকেও সাপ্লাই দিতে হবে। কাজেই সবটা মিলিয়ে আমাদের এখন যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডও আমরা আসাম থেকে সাপ্লাই করতে পারছি না এই। আর সেখানে আমরা দুই মেগাওয়াট পাচ্ছি, দুই মেগাওয়াট পেলে এখন যে পজিশান সেই পজিশানে বোধ হয় আমরা সাপ্লাই করে যেতে পারব যদি আসাম সরকার থেকে কোন গোলমাল না হয়। তার আমাদের ফিফ্‌থ প্ল্যানে যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তার জন্য আমাদের টোটেল ৬০ মেগাওয়াটের দরকার। আমরা বিভিন্ন সোর্সে যেটা পাব সেটা ৩০ মেগাওয়াট আসতে পারে, আর বাকীটা আমাদের এখানে একটা থার্মল প্রজেক্ট করার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যেটা ৩০ মেগাওয়াট তাদের দিয়ে আমরা ফিফ্‌থ প্ল্যানের কাজ চালিয়ে যেতে পারব।

শ্রীবি. দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে থার্মল লাইনটা যদি গোলমাল করে, উনি বলেছেন যে আসাম লাইনটা রোজই গোলমাল করে এবং কালকেও গোলমাল করেছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমাদের আওতায় নয়, এটা আসাম গভর্নমেন্টের মধ্যে। সেখানে যদি মেশিনারী কোন গোলমাল হয়ে থাকে তাও আমাদের আয়ত্বাধীন নয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ফিফ্‌থ প্ল্যানে থার্মল প্রজেক্ট একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। তার জন্য কোন সাইট সিলেক্‌শান হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এখনও প্রিপারেশন স্টেজেই আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাধারমন নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২।

প্রশ্ন

১) বিগত ১৯৬৬ ইং সন হইতে ১৯৭০ ইং সন পর্যান্ত ৮ বৎসরে ধর্ম্মনগর মহকুমায় মোট কতটি নামজারী হইয়াছে?

২) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে ১৯৭৪ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত ধর্ম্মনগর মহকুমায় চার হাজার থেকে অনুমান পাঁচ হাজার নামজারীর দরখাস্ত এস, ডি, ও, অফিসে বিবেচনাধীন অবস্থায় জমে আছে?

৩) যদি সত্য হয় তাহলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১) ২১,৩২৫টা।

২) ৩,৫৯০টা নামজারী দরখাস্ত পেণ্ডিং আছে।

৩) বিগত দুই বৎসর যাবত ধর্ম্মনগর মহকুমার ষ্টাফ খরা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যোপলক্ষে বাংলাদেশ হইতে আগত রিফিউজী রিলিফ কার্যে বেশীর ভাগ সময় নিয়োজিত থাকা হেতু এই কাজ একটু মন্থর হয়ে যায়।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— যারা নামজারী করেছে তহশীলদার বা মহকুমার এস, ডি, ও, আছে তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছে যে বিগত সেটেলমেন্টের পর আজ পর্যন্ত কোন নামজারী হয় নাই। এর কারণটা কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যেখানে ১৯৬৬ ইং সন থেকে ২১,৩২৫টা ছিল সেখানে আজকে পেণ্ডিং অবস্থায় আছে ৩,৫৯০টি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— ধর্ম্মনগর মহকুমায় যে ৩,৫৯০টি সেগুলি কতদিন যাবৎ পেণ্ডিং এবং ঠিক অনুরূপ ভাবে প্রতিটি মহকুমায় হাজার হাজার নামজারীর লিষ্ট পেণ্ডিং আছে কিনা এবং কত বৎসর যাবত আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য মহকুমার খবর জানতে হলে সেপারেট কোয়েশ্চান দরকার। আর ধর্ম্মনগরে কত বছর যাবত পেণ্ডিং, মানে কত দরখাস্ত কোন ইয়ারের সেই ইয়ার-ওয়াইজ আমি বলতে পারছি না। তবে যেটা পেণ্ডিং আছে সেটা আমি বলেছি। তবে এর মধ্যে তারপর একটু এক্সপ্লেন করে দেওয়া দরকার যে সার্ভে সেটেলমেন্ট হওয়ার পর যে রেকর্ড তৈরী হয় তাতে অনেকগুলি কেসের উপর সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ডিষ্ট্রীক্টগুলি ভাগ হয়ে যাওয়াতে রেকর্ডগুলি সব জায়গায় ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছায় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ১৯৭০ সন পর্যন্ত আমাদের যে খবর আছে তাতে দেখা যাচ্ছে। যে যে গুলি পেণ্ডিং আছে বলে এস, ডি, ও, দের কাছে বলেছেন তাও হয়ত এই রেকর্ড এস, ডি, ও, দের কাছে সব জ য়গায় পৌছায়নি এখনও, এই পেণ্ডিং কেসগুলির মধ্যেও দেখা যাবে যে অনেকগুলি রেকর্ড তৈরী হয়ে গেছে। তারপর এই দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যে সময়টা তার ছিল সেই সমটা দেওয়া সম্ভব হয় নি আমি আগেই বলেছি। সমস্ত কর্মচারীদের একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো হয়েছিল, যার ফলে এই দিকটা অবহেলিত হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে এটা কিছুদিনের মধ্যেই নামজারীর যে কেসগুলি পেণ্ডিং আছে সেইগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : -মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নামজারীর সম্পর্কে কম্পি-টেন্ট অথরিটি আগে কে ছিল এবং এখন কে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই সাব-ডেপুটি কালেক্টারকে কম্পিটেন্ট অথরিটি বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। এখন আগেই বলেছি যে সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের কাছে এখন পর্যন্ত অনেকগুলি সার্ভে রেকর্ড ঠিকমত গিয়ে পৌছায় নি। না পৌছার জন্য কিছুটা অসুবিধা হয়েছে নামজারীর ক্ষেত্রে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কম্পিটেন্ট অথরিটি রেভিনিউ অফিসারদের করে দিলে কি অসুবিধা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট অনুযায়ী ৪৬ ধারাতে সাব-ডেপুটি কালেক্টরকে এই সার্কেলের কম্পিটেন্ট অথরিটি বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ব্লক ওয়াইজ সাব ডেপুটি কালেক্টার রয়েছে এবং তাদেরকে কেন কম্পিটেন্ট অথরিটি করে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যত তাড়া-তাড়ি এটা শেষ করা যায় এবং তার জন্য কি কি প্রসিডিউর করা হবে তার মধ্যে আমরা মাননীয় সদস্য এর কথাটাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলেছেন যে রেকর্ড যথাসময়ে পৌছে নাই, সেজন্য অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে এই সেটেল্‌মেন্ট অপারেশন শেষ হওয়ার সংগে সংগে যে সব নাম জারী হয়েছে তারপর অদ্যাবধি একটি নামজারীও হয় নি কোন একটি মহকুমায়, এই কথাটা সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটেলমেন্ট অপারেশনটা শেষ হয়েছে ১৯৭০-৭১ সালে এবং তার-পর যে কাজটা সেখান থেকে আরম্ভ করার কথা ছিল ঠিক সময়ে বাংলাদেশ ট্রাবলস এবং পরে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই এই সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের এই কাজটার দিকে যে মনযোগ দেওয়ার কথা ছিল, সেই মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নামজারী করার জন্য বিভিন্ন সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে পেণ্ডিং নামজারীর কেস যেগুলি আছে, সেগুলি চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে কিনা, আমাদেরকে এমন আভাস দিতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটুকু বলতে পারি যে এর জন্য যথপোযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি এই নামজারী না হওয়ার ফলে আমাদের যে রাজস্ব বাবত আয়, সেটা অনেক কম হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা নামজারী হওয়ার পর বলা যাবে যে আয়টা বাড়ছে কি কমছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি যে এই নামজারী না হওয়ার জন্য কৃষকদের জমি মর্টগেজ দিয়ে টাকা পয়সা পেতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে আমিও মাননীয় সদস্যর এর সংগে এক মত এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তার জন্য বন্দোবস্ত করছি এবং আশা করছি শীঘ্রই এটার কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বন্যা এবং খরা পরিস্থিতির পূর্বে যে সমস্ত নামজারীর দরখাস্ত ছিল, সেগুলির কাজ শেষ হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এর আগে নামজারীর যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে সেটা সেটেলমেন্ট দিতে গেলে যা যা করবার দরকার, সেভাবে করা হচ্ছে। তবে আমার যতটুকু জানা আছে সেগুলি পেণ্ডিং ছিল এবং সেগুলি বিভিন্ন সাব ডিভিশন্যাল অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানে থাকলে যে কাজটা হত, সেটা এখন অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়াতে এটার মধ্যে একটা ডিস্‌লোকেশান হয়েছে। কাজেই প্রসেসটা লেঙ্গদি হওয়াতে আজকে কৃষক হউক আর অন্য সাধারণ মানুষই হউক তাদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, এটা আমরা বুঝি এবং সেজন্য এটাকে যাতে তাড়তাড়ি শেষ করার যায়, তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রশ্নটা হচ্ছে ধর্মনগর মহকুমার জায়গা জমির নামজারী সম্পর্কে। কিন্তু আমি জানতে চাই এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে তরান্বিত করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, আমি আগেও বলেছি যে এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে হবে।

শ্রীরাধারমন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নামজারীর প্রশ্নটা বিভিন্ন দুর্ঘটনা এবং দুর্যোগের জন্য বন্ধ ছিল। কিন্তু রেজিষ্ট্রি অফিসে তো জায়গা জমির রেজিষ্ট্রিশানটা বন্ধ

ছিল না। কাজেই নামজারী না হওয়ার দরুন যারা জমি বিক্রি করেছেন, তারা খাজনা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না, আবার যারা জমি ক্রয় করেছেন, তারাও খাজনা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এমতবস্থায় যখন নামজারীর কাজটা আরম্ভ করা হবে, তখন এই সব ফেক্টরগুলি বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— নামজারী না হওয়ার ফলে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি দূর করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮০০।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮০০, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে প্রবর্তিত বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধান অনুযায়ী যে সমস্ত শহর বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের নাম?

২) ঐ সমস্ত শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১) এই পর্যান্ত কোন শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর ও বিলোনীয়া মহকুমা শহরগুলিকে নোটিফায়েড এরিয়া বলিয়া ঘোষণা করার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল।

২) ঐ সমস্ত শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে একটি শহরকে নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করতে গেলে, সেই শহর বলতে তিনি কি বুঝেন?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হবে, সেই শহরের মোট জনসংখ্যার ৪/৩ অংশ কৃষি ভিন্ন অন্যান্য আয়ের উপর নির্ভর করতে হবে, আর সেই শহরের জনসংখ্যা ৩ হাজারের কম হলে চলবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে কোন কোন শহর এলাকাগুলি শহর বলে চিহ্নিত হয়েছে?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— স্যার, ১৯৭১ সালের সেন্সাসে আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর ও বিলোনীয়া ইত্যাদি মহকুমা শহরগুলিকে শহর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই বলতে পারেন যে এই সব শহরে কোন রকম সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান বা পাবলিক বডি আছে কিনা?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— না, এই রকম কিছু নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এই পাবলিক বডি না থাকার ফলে ঐ সব শহরগুলিতে বিভিন্ন দিক দিয়ে অসুবিধা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাসঃ— অসুবিধা কিছুটা হচ্ছে এবং সেজন্য আমরা ৪টি শহরকে নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করবার জন্য নটিফিকেশান দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন না যে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ তাদের পাবলিক বডি করার জন্য পঞ্চায়েতের নির্বাচন করতে পারে কিন্তু শহর এলাকার জনসাধারণের শহরাঞ্চলে পাবলিক বডি করার যে অধিকার আছে, তারা সেটার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস:— সরকার সেজন্যই তো চেষ্টা করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এজন্য কি আপনি একটা নির্দ্ধারিত তারিখ দিতে পারেন ? কারণ আপনি যে জবাব দিচ্ছেন, এটা গত বছরের জবাব।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— স্যার, নির্দ্ধারিত কোন তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা এই বিষয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৪টি শহরে মিউনিসিপালিটি করার জন্য নটিফিকেশান দিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য শহরগুলি আছে, সেগুলিকে নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করার বাদ দিলেন কেন জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে শহরগুলোকে নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করতে চাওয়া হয়েছে, সেগুলি আমরা আগে থেকে করেছি। অন্যান্য শহরগুলিকে পরবর্তী সময়ে আমরা ধাপে ধাপে করবার চেষ্টা করছি।

শ্রী**নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এলাকাগুলিতে নোটিফায়েড করবেন— আর বাকি এলাকাগুলিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে কি না ? কারণ সেগুলি গ্রামাঞ্চল সেখানে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে কি না ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর [illegible] নোটিশ

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ধর্মনগর টাউনে বর্তমান লোকসংখ্যা কত ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত সেনসাস অনুযায়ী ১৬,৮৫৮ জন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণার জন্য কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে। এবং সেই সমস্ত এরিয়াগুলি নোটিফায়েড এরিয়াতে আসবে কি না পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ধর্মনগরে মিউনিসিপ্যালিটি করার ব্যাপারে কোন পাবলিক কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন চিন্তা নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দাসঃ— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বিলোনীয়ার জন্য কোন সময় নোটিশ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বর্তমানে বিলোনীয়ার লোকসংখ্যা কত?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩-৫-১৯৬৮ ইং সালে। বিলোনীয়া শহরের গত সেনসাস অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১৩,৯২৪ জন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৬৮ ইং সালে নোটিফায়েড এরিয়া-গুলি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের পর থেকে কি কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি আমদানী করার জন্য?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নোটিফায়েড এরিয়ার কথা বলি নাই। নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণার জন্য ড্রাফট নোটিফিকেশান লাগে সেটার কথাই আমি বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ড্রাফট নোটিফিকেশানের ব্যাপারটা কি? আইনে ড্রাফট নোটিফিকেশানের কি কি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে এইগুলি সেটিসফায়েড করলে ফাইনেল নোটিফিকেশন দেওয়া হবে? ড্রাফট নোটিফিকেশানের কি কি কন্ডিশান সেটিসফাই করলে ফাইনেল নোটিফিকেশন হবে?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ড্রাফট নোটিফিকেশান এটা গভর্ণ-মেন্টের ডিক্লেয়ার্ড ইনটেনশান। এই রকম নোটিফিকেশান লাগে। এই নোটিফিকেশানের মধ্যে পাবলিকের তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠে কি না সেটা যাচাই করার জন্য।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ড্রাফট নোটিফিকেশান ১৯৬৮ সালে হয়েছে। এখন ফেয়ার নোটিফিকেশান কবে হবে?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ড্রাফট নোটিফিকেশানের পরে ফাইনেল নোটিফিকেশানের স্টেজে যেতে কি কি অসুবিধা হচ্ছে? মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কথা থেকে আমি জানতে ইচ্ছুক ড্রাফট নোটিফিকেশান থেকে ফাইনেলে যেতে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? এটা কি ঠিক যে পাবলিক আপত্তি করছেন? মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে পারবেন যে একটাও আপত্তি পেয়েছেন ড্রাফট নোটিফিকেশানের পরে জানাতে পারবেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নোটিফায়েড এরিয়া গঠন করতে গেলে সেখানকার লোকজনের কি আয় আছে এবং সেই আয় দিয়ে ঐ এরিয়া চলতে পারবে কিনা এটা যাচাই করা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমি দেখছি আপনার বক্তব্য রাজ্যপালের বাজেট ভাষণে তিনি বলেছেন যে ৫টি সহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করবেন। এখন আপনি বলেছেন যে এটা এখনও ড্রাফট পর্য্যায়ে আছে, ফেয়ার হয়নি। তাহলে রাজ্যপাল * দিয়েছেন, না আপনি * দিচ্ছেন?

* Expunged as ordered by the chair.

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, the word "ভাওতা" is unparliamentary (inturreption) this word is expunged.

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ড্রাফট নোটিফিকেশান ধর্ম্মনগরে দেওয়ার পর কিছু লোক আপত্তি দিয়েছে। ইহা সত্য কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন আপত্তি দিয়েছে ধর্ম্মনগর থেকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করেছেন—সেখানকার আয় দিয়েই সেই এরিয়া চলবে কিনা এটাই কি বেসিস ? আছে মিউনিসিপ্যালিটি করার সরকারের কোন সিদ্ধান্ত, কোন এরিয়ার আয় দিয়ে চললেই তা দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি হয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটাই বেসিস এই কথা আমি বলি নাই, এইগুলি দেখার দরকার আছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কি দেখতে হবে ? দেখতে হবে কি যে ঐ এলাকার যে আয় সেই আয় দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি চলে কিনা, এটাতো হতে পারে না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলি নাই যে সেখানকার লোকজনের ইনকাম কেমন আছে—এই রকম এলাকা আছে কিনা যেখানে জনসংখ্যা ৩ হাজারের কম হলে চলবে না প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা এক হাজারের কম হলে চলবে না ইত্যাদি ব্যাপারে আমি বলেছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪— তারপরও আর কতদিন লাগতে পারে ? একটা সিদ্ধান্তে আসতে স্যার, আর কতদিন লাগবে। এটা ক্যাটিগরিকেলী চাইছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি করার কোন ইচ্ছা নেই এটা শুধু কথার কথা (ইন্টারাপশান) আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৬৮ সালে উরা…

মিঃ স্পীকার :— ইচ্ছা আছে কিনা এই প্রশ্ন করছেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— হ্যাঁ, সরকারের ইচ্ছা আছে কিনা এবং কবে নাগাদ সেই ইচ্ছা ফলবতী হবে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— সরকারের ইচ্ছা আছে। তাই পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার উত্তর স্পষ্ট করে দিন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ইচ্ছা আছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কবে নাগাদ জিজ্ঞাসা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে কত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—ঘটনা থেকে কি বুঝা যাচ্ছে ? ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল —এতগুলি বছর চলে গেল তারপর কবে নাগাদ হতে পারে সেটা বলা উচিত। আমি জানতে চাই কবে নাগাদ—সরকারের ইচ্ছা আছে উনার আছে কিন্তু সেটি কবে নাগাদ ফলবর্তী হবে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি তারিখ জানতে চাচ্ছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি সময় সীমা দিতে পারেন কিনা সে কথা বলছেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নয় তবে আমরা তাড়াতাড়ি করবার জন্য চেষ্টা করছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে তার পক্ষে সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, তাড়াতাড়ি বলতে তিনি কি বুঝাতে চাইছেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল তাড়াতাড়ি বলতে কি ৬ বছর ৮ বছর বুঝায় না তার চেয়ে কম বুঝায়

ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— ৬ বছর ৮ বছর নয়, কমের মধ্যেই চেষ্টা করছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ১৯৬৮ সালে নোটিফায়েড হওয়ার পরেও আজ পর্য্যন্ত কেন হয় নাই ?

মিঃ স্পীকার :— কারণতো তিনি বলেছেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— অনেক বলেছি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— কারণ তো বলেছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ধর্ম্মনগরের একজনের আপত্তি আছে এবং ধর্ম্মনগরের লোকসংখ্যা ১৬ হাজারের উপর। এখন এই আপত্তির জন্য কি স্যার, নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করতে বাধা হচ্ছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— একজন আমি বলি নাই। একটা আপত্তি উঠেছিল সেইটা যখন প্রশ্ন করেছে তখন বলেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে আগরতলার মত ধর্ম্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর ইত্যাদি কয়েকটি টাউনের নাম মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রতিটি মহকুমা শহরেই মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা ? মিউনিসি-প্যালিটির প্রতিষ্ঠার কথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— প্রতিটি মহকুমা শহরেই আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ধর্ম্মনগর থেকে যে আপত্তি করেছে সেই আপত্তির বিবরণ কি এবং কে আপত্তি করেছে?

শ্রীক্ষিতীশ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আপাততো আমার এখানে নেই তবে একটা আপত্তি আছে। এইটা আমি আগে বলেছি যে একজন আপত্তি করেছিল।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানেই একটু বলছি যে দীর্ঘকাল প্রায় আট বৎসর এবং সেখানে ১০/১১ হাজার লোক, কাজেই একটা মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করতে আট বছর লাগছে এবং এখানে দেখা যায় আপত্তি আছে—দুই জনকে এই আপত্তি করলো, মানুষের সর্ব্বনাশ, একটা টাউনের ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক ব্যাহত করেছে। কাজেই আমি জানতে চাই কে আপত্তি করেছে?

শ্রীক্ষিতীশ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আপত্তির জন্য আটকিয়ে আছে, আমি এই কথা বলি নাই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উইল দি মিনিষ্টার কাইনডলি লেট আস নো দি আইডিয়া—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বাংলাতে এই প্রশ্নটা করুন। বুঝতে সহজ হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—দি আইডিয়া উইচ ওয়াজ কনসিভড ইন দি ইয়ার ১৯৬৮, উই আর ইন্টারেষ্টেড টু নো ওয়েন ইট উইল ফাইনেলি বি ডেলিবার্ড?

শ্রীক্ষিতীশ দাস :—হোয়েন ইট উইল বি ম্যাচুরড।

শ্রী বি. দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার ১৯৬৮ সালে কনসিভড করেছেন, উনি বলেছেন কিন্তু এখন ১৯৭৪, এইটা কি ম্যাচুরড হয় নি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি?

অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার উত্তরটা বুঝি নি। উনি যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এইটা আমরা বুঝি নি, কি বলেছেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে এই যে নটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করা, নোটিফাইড এরিয়া ঘোষণা করতে আমাদের কিছু সময় লাগছে এবং আমি বলছি এই হাউসকে যে যাতে তাড়াতাড়ি সম্ভব এইটা আমরা করবার চেষ্টা করছি এবং এখানে যে ম্যাচুর্ড আর ইমম্যাচুর্ডের প্রশ্ন উঠেছে সময় হয়নি এইটা আমি বলছি হাউসের সামনে যে যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেইদিকে আমরা চেষ্টা করবো।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে আমার প্রশ্ন ছিল যে পোষ্ট ম্যাচুরড হয়েছে কি না? এবং উনি বলেছেন যে যাতে তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় কিন্তু তাড়াতাড়ি করার আরেকটা ব্যবস্থা আছে স্যার, সিজারিং অপারেশন করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে স্যার, সেখানে মাননীয় মন্ত্রমশায় রাজী কি না?

ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আপনি জানবেন যেহেতু আপনি ডাক্তার। সিজারিং অপারেশন সেইটা আমরা পরে চিন্তা করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৪২।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে উদয়পুর বি, ডি, ও,র তত্ত্বাবধানে ধ্বজনগর হইতে শনিছড়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা হইতেছে?	ইহা সত্য নাহে। ১) এই রকম কোন রাস্তা ঐখানে নাই তবে একটা বাঁধ আছে সেই বাঁধটা হলো ধ্বজনগর হইতে ভদ্রাগাংগের মুখ পর্য্যন্ত একটা বাঁধ আছে সেখানে একটা বাঁধ দিয়েছে রাস্তা নাই।
২) সত্য হইলে ঐ রাস্তা তৈয়ারী করিতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে?	২) প্রশ্ন উঠে না;

শ্রীতাপস দে :—এখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেইটাতে স্যার ধ্বজনগর থেকে শনিছড়া না পদ্মাছড়া পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে রোড কাম এনবেংকমেন্ট ক্রেশ স্কীমে স্যার, এবং এইটা ধরা হয়েছিল এবং এইটা অ্যাবাউট টুবি কমপ্লিটেড। আর রাস্তা নাই এইটা অসত্য একটা রাস্তা আছে স্যার।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজেই বলছি যে এইটা রাস্তা নয় একটা বাঁধ দিয়ে লোক চলাচল করে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী: :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই রাস্তাটার গুরুত্ব অনুভব করছেন কি না?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাঁধ হিসাবে আমরা এইটার গুরুত্ব অনুভব করছি যেহেতু এখানে বহু লোকের জমি এই গোমতির জলে ক্ষতি হয়, বাড়ীঘর ক্ষতি হয় তার জন্য এখানে এইটা বাঁধ হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এইটা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাঁধের উপর দিয়ে তো মানুষ যায় আগরতলাতেও সব বাঁধের উপর দিয়ে মানুষ যায়, প্রশ্ন তা নয় প্রশ্ন হচ্ছে বাঁধ থাকে আর যাহাই থাক এই দিক দিয়ে লোক চলাচল করছে কি না এবং তার গুরুত্ব অনুভব করছেন কি না?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে বাঁধের উপর দিয়ে মানুষ চলাচল করে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ক্রেশ স্কীমে যে সমস্ত কাজ করানো হয় যেহেতু মেনটেনেনস খরচ ধরা থাকে না. এই ক্রেশ স্কীমের কাজগুলিতে সেই জন্য তা পি ডব্লিউর হাতে হ্যানড্‌ওভার করবেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ওয়ান মোর সাপ্লিমেন্টারী, স্যার মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই জায়গাটা বাঁধ বলুন বা রাস্তা বলুন এইজন্য কোন টাকা বরাদ্দ—হয়েছে বা খরচ হয়েছে কি না? এখন না, গত এক বা দুই বৎসরের মধ্য কোন টাকা খরচ হয়েছে কি না।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ক্রেশ প্রোগ্রামের স্কীমের টাকাতে এই বাঁধটা হয়েছে এর পূর্বে কোন টাকা খরচ হয়েছে কি না আমার জানা নাই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই টাকা ক্রেশ প্রোগ্রামে কত ছিল?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার. ৩৮,৫২৪ টাকা এই রাস্তাটায় খরচ করা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টাকাটা ঠিক ঠিক মত খরচ করা হয় নি এই রকম কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এসেছে কি না বা সরকারের কাছে এসেছে কি না?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এইরকম অভিযোগ নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রী পাখী ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫২ স্যার।

শ্রীমনছুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উদয়পুর বি, ডি, ওর তত্ত্বাবধানে উদয়পুর থেকে কিল্লা পর্যন্ত রাস্তা তৈয়রী হচ্ছে?

২) যদি সত্য হয় তবে এই রাস্তায় কোন জোত জমি পড়েছে কি? যদি পড়ে থাকে তবে তার পরিমাণ, এবং

৩) ঐ জোত জমি দখলের জন্য জমির মালিকদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সেটেলমেন্ট রেকর্ডভুক্ত ধুপাইছড়ি ঘাট হইতে কিল্লা পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে পুর্ব্বের এলাইনমেন্ট অনুসরণ করিয়া পুনঃ নির্ম্মাণ ও উন্নয়ন করা হইয়াছে। কাজ করার পর এই মর্মে দুইটি আপত্তি পড়িয়া যায় যে এই রাস্তায় জোত জমি পড়িয়াছে। বিষয়টি বর্ত্তমানে উদয়পুর এস, ডি,ওর তদন্তাধীন আছে।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, জোত জমি পড়েছে বলে এই রাস্তাটা তৈরী করতে বিলম্ব হচ্ছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে রাস্তা করার পর, আমরা একটি ব্যক্তিগত এবং আরেকটি একসঙ্গে পাঁচজনের দরখাস্ত পেয়েছি তাতে আপত্তি দিয়েছে। রাস্তাটা শেষ করার পর আপত্তি এসেছে। এখন সেটা উদয়পুর এস, ডি, ও'র তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা যদি প্রমানিত হয় যে জোত জমির মধ্য দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবেন কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উদ্দেশ্যেই এস, ডি, ও'র কাছে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি, সেটা আসলে পরে বলা যাবে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—রাস্তাটা শেষ হয়েছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৃষ্টি হলে সেটা নষ্ট হতে পারে। আমরা যতটুকু জানি, রাস্তাটা শেষ হয়েছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এই রাস্তা শেষ হয়ে গেছে অথচ জোত জমি যাদের আছে এটাতে, তাদের এখনও ক্ষতিপূরণ দেবার চিন্তা করছেন না কেন ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এটা তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৪।

শ্রীমনছুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় বর্তমানে (১৯৭৪ ফেব্রুয়ারী) কয়টি সরকারী পাম্পিং মেশিন চালু করে কৃষকের জমিতে জল সেচ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) পাঁচ অশ্বশক্তির তিনটি।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ঐ তেলিয়ামুড়ায় সরকারী পাম্পিং মেশিন কয়টি আছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাঁচ অশ্বশক্তির ১০টি, তার মধ্যে সাতটি খারাপ।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই ব্লকের মাধ্যমে আর কয়টি পাম্পিং সেট পাবলিককে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরার সময় আমরা ১০টি পাঁচ অশ্বশক্তি পাম্প সেট, আর চারটি ১৫ অশ্বশক্তির পাম্প সেট, মোট ১৪টি পাম্প সেট তেলিয়ামুড়া দিয়ে ছিলাম, তার মধ্যে সাতটি খারাপ। আর ১৫ অশ্বশক্তির চারটি পাম্পসেট কমলপুর নিয়ে গেছি তার কারণ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ইনষ্ট্রাকশান মতে এটার খরচ বাবদ যে টাকাটা সেটা আমরা গতবার নিজেরা দিয়েছি। বিল ডিজেল ইত্যাদি আমরা দিয়েছি। কিন্তু এবার আমরা দিচ্ছিনা। তেলিয়ামুড়ায় কৃষকরা সেই খরচটা নিজে করতে রাজী না হওয়ায়, যেখানে কৃষকরা সেই খরচ বহন করতে রাজী হয়েছে সেখানে সেগুলি পাঠান হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে পাম্পসেটগুলি খারাপ হয়ে আছে, কতদিন যাবত খারাপ হয়ে আছে বলবেন কি?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই যে তিনটি পাম্প মেশিন দিয়ে জমিতে জলসেচ করা হচ্ছে, কত একর জমিতে জলসেচ করে বোরো ধান করা হয়েছে?

শ্রীমনছুর আলী :—১৫ একর জমিতে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা স্বীকার করবেন কি, পেট্রল, ডিজেল, মবিল- যেগুলির দ্বারা এই মেশিনগুলি চালিত হয়ে থাকে, সেইগুলির দাম বাড়ার ফলে, চাহিদা কমে গেছে?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাই হলেও ভেরাইটিজ যারা করছে এবং এর দ্বারা যারা এর বেনিফিট পেয়েছে, ভাল ফসল ফলাতে পেরেছে, তাদের কাছে ডিজেলের দাম বাড়াতে, এই চাহিদা কমার কোন কারণ নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই মবিল, পেট্রল এবং ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে একজন কৃষককে একদিনের জন্যই বলুন আধ এক একর জমিতে জল সেচের কথাই বলুন আগে কত খরচ করতে হত এবং বর্তমানে কত খরচ লাগছে, তার হিসেব মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হিসেব আছে, তবে এক্ষুনি আমার কাছে নাই, মাননীয় সদস্য যদি চান আমি পরে উনাকে দেখাতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৪।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৪ ইং সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৭৯নং টিলায় অনুষ্ঠিত সাফাই মজদুর সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী (স্বায়ত্ব শাসন ও বন ইত্যাদি দপ্তর) মহোদয় সুইপারস ও সেক-ভেঞ্জারসদের প্রতি পরিবারকে জমি ও পাকা বাড়ীর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, ২) যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে, তবে সুইপার এর মধ্যে যাহাদের বাড়ী ঘর নাই, তাহাদের জমি ও পাকা বাড়ী করে দেওয়ার ব্যবস্থা কবে পর্যান্ত কার্যকরী হইবে ?	ঐ সভায় সুইপারস ও সেকভেঞ্জারসদের প্রতি পরিবারকে জমি ও বাড়ীর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয় নাই। সভায় আলোচনা হইয়াছিল যে এইরূপ একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তিনি যে সেখানে বলেছিলেন যে একটি সুইপার পরিবারকে ১০ কাণি জমি এবং একটি করে পাকা বাড়ী দেওয়া হবে, সেটা সত্য না এখন যেটা বলছেন যে একটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে, সেটা সত্য ? কোনটা সত্য ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইরকম বলিনি।

Mr. Speaker :— Question Hour is over. Hon'ble Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred questions which are not answered orally.

I have received motions from the following members. First Shri Ajoy Biswas regarding present mis-management and state of anarchy in the drilling operation of O. N. G. C Unit in Tripura. Second Shri Samar Choudhury regarding consideration of the Report of the Petition Committee placed be fore the House on 1.4.74. No 3, Shri Nripendra Chakraborty—regarding co nside-ration of the question of loss of property from Government stores as revealed during the question hour in relation to the Question of Shri Radharaman Nath.

I have not given consent to the motions of being raised. Regarding motion at serial number 1, it may be stated that O.N.G.C. unit is not a Central subject and State Government have no jurisdiction on it. And as such this cannot be discussed in our legislature. No. 2—Report of the Petition Committee cannot be discussed in the House as per Parliamentary Practice

and convention vide 607 of Parliamentary Practice & Procudures of Kaul and Shakdar. No. 3—regarding motion of Shri Nripendra Chakraborty, no explanatory notes, question No. etc. have been furnished as required under proviso of the Rule 63 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, প্রথম মোশনটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে আমরা রেল সম্পর্কে কি করে আলোচনা করি ? আমাদের যে ফর্মে মোশনটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা তো অন্য কিছু বলিনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ও, এন, জি, সি, এর ব্যাপারে ত্রিপুরার স্বার্থ জড়িত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অ্যালেগেশান অ্যাগেনষ্ট দিস ইউনিট, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু এই বিষয়টা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। অতএব এই বিষয়ে আলোচনা মোশন হিসাবে এখানে হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমাদের ত্রিপুরার উপর সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন একটা প্রতিষ্ঠান যদি কোন কাজ করে তাহলে আমাদের যে উদ্বেগ সেটা আমরা প্রকাশ করতে পারব না ? এটা তো আমরা জড়িত এর সংগে। যদি মাননীয় স্পীকার বলেন যে অন্য কোন ফর্মে এটা আনা যায় তাহলে সেটা বলতে পারেন। স্যার, আমি এইবারও সেক্রেটারীর আচরণ সম্পর্কে প্রতিবাদ করছি। আপনি যখন কথা বললেন তিনি আপনাকে বাধা দিবেন এটা হতে পারে না। আমি পড়ে দেখেছি, আপনি যে সমস্ত রুলিং দিয়েছেন তার প্রতিটি সেকশান আমি পড়ে দেখেছি, কোন জায়গায় বলেন নি যে হাউসের ডেকরাম তিনি রাখবেন না। আপনি যখন কথা বলবেন তখনি তিনি তো আপনাকে বাধা দিতে পারেন না আই অ্যাম অন মাই লেগস এবং অনারেবল স্পীকার যখন আমার সংগে কথা বললেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেখানে তিনি বাধা দিচ্ছেন। ইট ইজ ভেরী আনফরচুনেট। কোন পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে সেক্রেটারীকে এরকম করতে পারমিট করেনি।

মিঃ স্পীকার :— হী শুড নট ইন্টারাপট হোয়াইল আই অ্যাম টকিং।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, উনি যদি বার বার আপনাকে বাধা দেন, তাহলে এটা আমরা হাউসের অপমান বোধ করছি। এটা প্রিভিলেজের প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ে আমার মনে হয় মোশন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছিল ও,এন,জি,সি, সেটা মাননীয় সদস্যের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। নাউ আই অ্যাম গোয়িং টু দি নেকস্‌ড আইটেম অব বিজনেস।

Mr. Speaker :— There are two calling Attention Notices to which the Ministers concened agreed to make a statement today, the 3rd April, 1974. First, I would call on the Minister-in-charge of the Home Department to make a statment on the Calling Attention Notice of the K. P. Banerjee and Shri Sunil Ch. Dutta on—'উত্তর ত্রিপুরার ভাংমুন এলাকায় অতি সম্প্রতি বৈরী মিজো হানা ও তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে'

The name of another member is also there. The name of another Member is Shri Tapas Dey.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৪ইং সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় মংচুং অ উট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক আম্মড এ, এস, আই, অমূল্য চন্দ্র ভদ্র ও দুইজন কনষ্টেবল যথা—সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রিয়লাল দাস সহ সরকারী কাজে ভাংমুন থানার উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে রওয়ানা হন। শ্রীভদ্রের সাথে ছিল ০.৩৮ রিভলভার ও ৪ রাউণ্ড গুলি। ঐদিকে কনষ্টেবল দুজনের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটা করে ০.৩০৩ রিভলবার এবং পঞ্চাশ রাউণ্ড গুলি। প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটের সময় তারা লাক্সী গ্রামের নিকট পৌছে। এই সময়ে তারা দেখতে পায় যে তিনজন অপরিচিত লুসাই ঐ গ্রাম অতিক্রম করে কোট প্যান্ট পরে উত্তর দিকে যাইতেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে ঐ তিনজন লুসাই তাদের গতিবিধির কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। তখন এ, এস. আই, তাদেরকে তাদের সহিত ভাংমুন থানায় যাইতে বলে। ঐ তিনজন লুসাইর বয়স ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। যখন পুলিশ পার্টি ও লুসাইরা ভাংমুন থানার প্রায় এক মাইল দূরে তখন হঠাৎ লুসাই তিনজন ডেগার ও দাও নিয়ে পুলিশ পার্টির উপর অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দুর্বৃত্তরা এ, এস, আই, এর নিকট হইতে বার রাউণ্ড গুলি সহ রিভলভারটি এবং কনষ্টেবলের নিকট হইতে দুইটি রিভলবার ও ১০০ রাউণ্ড গুলি জোর করিয়া ছিনাইয়া নেয়। তাহারা এ. এস, আইকে মাথায় আঘাত করিয়া আহত করে এবং কনষ্টেবল সত্যেন্দ্র চক্রবর্তীর মাথায় আঘাত করে। ফলে সে আহত হয়। কনষ্টেবল প্রিয়লাল দাসও আহত হয়। এ.এস,আই, অমূল্য ভদ্রকে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে তাহার অবস্থা উন্নতির দিকে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্থানীয় মিলিটারীকে সতর্ক করা হইয়াছে এবং দূর পাল্লার টহলদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে সন্দেহ ভাজন দুইজন লুসাই-এর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মিজোরামের আই, জি, পি,এর নিকট পরিবেশন করে সন্দেহভাজন লুসাই দুইজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ঘটনাটি তদন্ত

চলিতেছে। ইহা সত্যি নয় যে বর্ডার আউট পোষ্ট ও পুলিশ পোষ্ট মিজোদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাও অবশ্য ঠিক নয় যে তিনজন পুলিশ কর্মচারী নিখোঁজ হইয়াছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আমাদের তিনজন পুলিশ কর্মচারী, একজন এ, এস, আই, উইথ রিভলবার এবং দুইজন কনষ্টেবল উইথ টু রিভলবাস উইথ ফুল আর্মস অ্যাণ্ড আমুনিশান, আর ঐ দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে খালি হাতে তিনজন লোক আমাদের এই তিন-জনকে, তিনজন জোয়ানকে আহত করে কি করে চলে যেতে পারে, এটা কিভাবে সম্ভবপর? তিনজন নিরস্ত্র লুসাইর পক্ষে তিনজন সশস্ত্র পুলিকে আহত করে চলে যাওয়া সম্ভবপর এটা আমি বুঝলাম না। এটার আমি ক্ল্যারিফিকেশান চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রাথমিক যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই সংবাদটা পরিবেশন করা হয়েছে। আর যেহেতু এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও একটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, সেহেতু এই সম্পর্কে একটা বিশদ তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত —জম্পুই এলাকায় পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা লুসাই বলুন আর মিজোই বলুন—তাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে এবং এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে মিজোরাম গভর্ণমেন্টের সংগে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হচ্ছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার মিজোরাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রত্যেকটা ঘটনা সম্পর্কে যেখানে মিজো বলে সন্দেহ করা হচ্ছে —যেমন মিজোরা আক্রমণ করেছে, হামলা করেছে ইত্যাদি তাই তাদের যে বর্ডার রয়েছে আমাদের সাথে সেজন্য আমরা তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি কারণ এই রকম হয়তো তাদের বর্ডারেও চলতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ঘটনাটা কতদূরে এবং বর্ডারের ওপার থেকে এই আক্রমণ করা হয়েছে, এই রকম মনে করার কোন কারণ আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা প্রায়, ৮ মাইল দূরে হবে—বর্ডার থেকে। এখন ঐ খান থেকে এসেছে কিনা বা এখানকার কোন কিছু এটা বলা মুস্কিল। তবে ওরা যদি ঐ দিকে পালিয়ে যায়, আমাদের এখানেও বিভিন্ন জায়গা থেকে চার্জ করা হয়েছে, তারা যদি বর্ডার অতিক্রম করে ঐ দিকে যেয়ে থাকে তাহলে যেন এরেষ্ট করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশাই, খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট বেড়িয়েছে যে ঐ দিক থেকে কয়েকজন চাকমা এসে এই ঘটনা করেছে, সম্ভবত ইউ, ইন, আই—এই দিকে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ঘটনার বিবরণ দিলাম, আমি পত্রিকার খবর দেখি নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার অবগত আছে কি যে গত ডিসেম্বর মাসে মিজো র‍্যাবল ইউনিয়ন, নেশানাল মিজো ইউনিয়ন এবং আরাকান মজলিস মুসলমান সমিতির যুক্ত গোপন বৈঠকে 'বিদ্রোহীদের নিজ নিজ এলাকায় ব্যাপক বৈরী তৎপরতা শুরু করার নির্দ্দেশ ছিল এবং এর ফলে আজকে সংগ্র উত্তর ত্রিপুরাতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেন্টের উপর আপনার এই প্রশ্ন নয়, আপনি তার ষ্টেটমেন্টের উপর ক্লেরিফিকেশান চান ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৩ জন লুসাই ছিল, আর মিজোরাম গভর্ণমেন্টের আই, জি, পি, ত্রিপুরা পুলিশ লিখেছে ২ জনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। কাজেই ৩ জনের মধ্যে বাকী যে ১জন রইল, তাকে কি এখানে পাওয়া গিয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সন্দেহ হওয়ার জন্য মিজোরামের আই' জি, পি, কে এলার্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর যাদেরকে সন্দেহ করা হয়েছে তারা লুসাই ভাষায় কথা বলেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছে। তারা আমাদের এলাকা ছেড়ে ঐ দিকে চলে যেতে পারে, তাই সেখানকার সরকারকে এলার্ট করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে, কিনা, সেটাও দেখা হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি জানতে চেয়েছি যে দুই জনের কথা বলা হল, তাদের বাড়ী কি আমাদের এখানে না ঐখানে যাদেরকে তল্লাসী করার জন্য বলা হয়েছে। আর বাকী যে একজন রয়েছে তাকে পাওয়া গিয়েছে বুঝতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, এটা তদন্তের পর জানা যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে তো ৩ জনের সংখ্যা দিলেন—তার মধ্যে ২ জনকে খোঁজ করা হচ্ছে আর বাকী ১ জনের কি হল ? তাদের বাড়ী কোথায় ? তাদের বাড়ি কি আমাদের ত্রিপুরাতে না মিজোরামে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্দেহ করা হয়েছে যে এই দুই জন এর সংগে জড়িত আছে। এবং ২ জনের আইডেনটিটি সম্পর্কে একটা আন্দাজ করে খবরটা মিজোরাম গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের এখানেও খোঁজ করা হচ্ছে। আর ১ জনের খবরও সেই রকম—তার আইডেন্টিটি এখনও বলা যাচ্ছে না। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই গভীর ভাবে দেখা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, বিষটা কি হল—আমি বুঝতেপারছি না। আমার মনে হয় এই ষ্টেটমেণ্ট করার জন্য যতটা তৎপরতা নেওয়ার দরকার ছিল, তা করা হয় নি। আমি জানতে চাইছি যে ৩ জন আক্রমণ করেছিল—তারা কি বৈরী মিজো না বৈরী লুসাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে প্রাথমিক রিপোর্ট যেটা পাওয়া গিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে আমি এই ষ্টেটমেন্টটা দিয়েছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ৩১ মার্চের ঘটনা এটা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না এই অঞ্চলে বিগত ডিসেম্বর মাস থেকে মিজোরাম যে ভাবে একটা আন্দোলন চালাচ্ছে সমস্ত পূর্বাঞ্চলে—এই কিছু দিন আগেও মিজোরামের লেঃ গভর্ণরকে গুলি করে যে টেরিরিজম সৃষ্টি করা হল তার সংগে কোন যোগাযোগ আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলিতে বিশেষ করে দৈনিক সংবাদে কোন সংবাদ বেড়িয়েছিল কিনা এবং বেড়িয়ে থাকলে সেই সংবাদের প্রতি সরকার কোন গুরুত্ব আরোপ করেছেন কি না, যদি করে থাকেন তাহলে কি করে এটা ঘটল এই বিষয় আমাদেরকে কিছু অবগত করাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো ষ্টেটমেন্ট আকারে প্রশ্ন হয়ে গিয়েছে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি যেটা বলছি, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। কারণ যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের রূপ। কাজেই এর মধ্যে কোন সত্যতা আছে, কি না, যদি থেকে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী আমাদেরকে ক্লেরিফাই করে বলতে পারেন—আর যদি না থাকে, তাহলেও বলতে পারেন যে, না এর মধ্যে কোন সত্যতা নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক নম্বর এটা পরিপূর্ণভাবে তদন্ত না করা পর্যন্ত কোনটার সঙ্গে কোনটা জড়িত এটা বলা সম্ভব নয়। দুই নম্বর হয়েছে পত্রিকায় যে সমস্ত খবর বেড়িয়েছে সেই সব খবর শুধু নয় আমাদের বর্ডার এলাকায় ইন্টেলিজেন্স বলুন বা যাই বলুন আছে তাদের খবরের ভিত্তিতেই এখন জোরদার তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন এই যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল এই অবস্থার মধ্যে এটা কি করে ঘটল সেই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ঘটনার ব্যাপারে আমি কিছু দিন আগে আসাম বিধান সভায় এই সম্পর্কে এক আলোচনা পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি যে আমে-,

রিকা সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে ভিত কিছু কিছু লোক আসাম এবং পূর্ব্বাঞ্চলে ঘুরা-ঘুরি করছে। আমাদের এই সমস্ত ঘটনার সাথে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের—ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র দিয়াগো গার্সিয়া থেকে আরম্ভ করে সেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক আছে কি না এই সম্পর্কে আমাদের সরকার সচেতন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য স্টেটমেন্টের উপর আপনি ক্লারিফিকেশান চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে আমি অনুরোধ করব এই হাউসকে আপনি এই সম্পর্কে একটা ধারণা দিন। যে ঘটনাটা কি আমরা এইভাবে ধরে নেব যে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনজন লোক প্রতিরোধ করলেন ? না কি একটা সংগঠিত প্রতিরোধের একটা অংশ হিসাবে, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কিছু আর্মস তারা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। এই আর্মস সংগ্রহ করা এটাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে মনে হবে এটা একটা সংগঠিত একটা প্রতিরোধের অংশ। আর নতুবা মনে করা হয় তারা এরেষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তা থেকে বাঁচবার জন্য তা হয়েছে। তাহলে আর এক রকম মনে করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে আমি অনুরোধ করব যে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি ধারণা নিচ্ছেন যে এটা একটা সংগঠিত আক্রমণের একটা অংশ না এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ধারণার প্রশ্ন নয়। আমরা ফ্যাক্টসটাই জানতে চাই। মাননীয় সদস্যেরা যে রকম উৎকণ্ঠিত এই ব্যাপারে আমরাও ঠিক ততটুকু উৎকণ্ঠিত। আমি হাউসকে এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের কাছে ম্যাটিরিয়েলস যখনই যে ভাবে আসবে ফারদার সেটা হাউসের সামনে রাখা হবে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান **:**— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে বার বার বিদ্রোহের ঘটনাগুলি হচ্ছে সেই ঘটনাগুলি তদন্ত করার পক্ষে উখানে মোটর চলার মত রাস্তা না থাকার দরুন ঐ তদন্ত খুব তাড়াতাড়ি করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেই রাস্তায় গাড়ী চলাচল করে। কাজেই সেই দিক থেকে কোন প্রশ্ন নাই কিন্তু ঘটনা একটা ঘটেছে এবং তার পিছনে কোন কোন শক্তি রয়েছে সেগুলি আমরা খুটিয়ে দেখছি। আমি আগেও বলেছি যে ম্যাটিরিয়েলস আসবে আমরা হাউসকে জানাব (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ফারদার ম্যাটিরিয়েলস আসলে তিনি হাউসের কাছে প্লেস করবেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীবাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— এই যে বলা হল রাস্তা আছে গাড়ী চলতে পারে আমি বলব যে দামছড়া এলাকায়, কাঞ্চনপুর এলাকা বা ছা'মনু সেইসব জায়গাতে রাস্তা আছে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত **:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে ঘটনা হয়েছে সেখানে রাস্তা আছে।** মাননীয় সদস্য যে **জায়গার কথা বলেছেন সেখানকার রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে।**

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই আশ্বাস দিয়েছেন তদন্ত করবেন। এবং তার পিছনে যেসব শক্তি কাজ করছে সেগুলি বের করবেন। কিন্তু স্যার সেসব ঘটনা আজকের নয়। এইসব ঘটনা অনেক দিন আগে থেকেই চলছে। তদন্ত আগে না করে আজকে কলিং এটেনশান নোটিশ পাওয়ায় তদন্ত করাটা, এটা কতটুকু হবে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। (ইন্টারাপশান) মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে তিনজন মিজো বা লুসাই আমাদের তিনজন জোয়ানকে আক্রমণ করেছিল তাদের বয়স কত এবং কোন লিঙ্গের ? (হাস্যধ্বনি)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা ষ্টেটমেন্টের উপর প্রশ্ন হচ্ছে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. উনি লিঙ্গ জানতে চেয়েছেন আমি পরীক্ষা করে দেখিনি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, পত্রিকাতে বেড়িয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পত্রপত্রিকার খবর ছাড়াও উনাদের নিজস্ব সোর্স আছে ইনটেলিজেন্স আছে সেইসব সূত্র থেকে খবর পান। এই যে ঘটনা ঘটল এর আগেও হয়েছে ডাকাতি হয়েছে এই অঞ্চলে মিজো ডাকাতি হয়েছে। এই যে ইনটেলিজেন্স আছে এই যে ঘটনা হবে এই খবর ছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না— ট্রাবলসের সৃষ্টি হতে পারে এই ধরণের ইনফর্মেশান ছিল এবং সেই অনুযায়ী পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একটা মিসহেপ হয়েছিল, মিসহেপ এইজন্য বলছি এটা যদি আনআর্মড হত তাহলে আমাদের কোন বক্তব্য থাকত না। যেহেতু আর্মস নিয়ে চলাফেরা করেছে সেই জন্যই এই ধরণের ঘটনা কিভাবে ঘটল কেন ঘটল আমাদের যারা ছিল যারা আহত হয়েছে কিভাবে আহত হয়েছে সমস্ত জিনিষটা খুটিয়ে দেখতে হবে। আর পিছনে অন্য কোন যোগা-যোগ আছে কি না এটা মিজোরাম গভর্ণমেনটের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করে জানতে হবে, যে উদের তরফ থেকে কিছু হয়েছে কি না. আমি হাউসের সামনে বলছি যখনই মেটিরিয়েলস আসবে—মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগ দেখে আমি হাউসের সামনে রাখব।

Mr. Speaker :—Next I would call on the Minister-in-charge of the Home Department to make a statement to the Calling Attention Notice by Shri Ajoy Biswas and Shri Bajuban Riyan on "গত ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ ইং কমলপুর মানিকভাণ্ডারে শ্রীঅনিল চক্রবর্তী নামক একজন শিক্ষকের উপর ছোরা ও বল্লম দিয়ে আঘাত করা সম্পর্কে"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩১৬, ১০৯ ধারায় নথিভুক্ত মোকদ্দমা নং ৩১-৩-৭৪ সম্পর্কে। গত ৩১-৩-১৯৭৪ ইং তারিখে কমলপুরের এস, ডি, এম, ও শ্রীএম. কে, রায় চৌধুরী টেলিফোনে কমলপুর থানায় এই মর্মে খবর পাঠায় যে মানিকভাণ্ডারের জনৈক অনিল চক্রবর্তীর পেটে বর্শার আঘাতে ভীষণভাবে আহত হয়। কমলপুর থানার ও, সি, এস, আই, শ্রী এম, কে, রায় এই ঘটনাটার তদন্তের ভার নিয়েছেন। ঐ দিন

রাত্র দশটায় তিনি সরজমিনে তদন্ত করেন ঘটনার স্থল থানা হইতে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণে। তদন্তক্রমে ইহা প্রকাশ পায় যে ৩১-৩-৭৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা ছয়টায় মৃত কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীরাজ বিহারী চক্রবর্তী, ওরফে মিহির চক্রবর্তী তার মাতা পুষ্পরাণী চক্রবর্তীসহ মাণিক ভাণ্ডারের নিকটবর্তী সর্বসাধারণের গ্রাম্য রাস্তা হইতে মাটি কাটিতে ছিলেন। হালাহালির বাসিন্দা মিহির চক্রবর্তীর মাতুল রাধিকা ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় তাহারা ঐ কাজ করতে ছিলেন। অনিল চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন গ্রামবাসী ইহাকে বাঁধা দেন। শ্রীরাজবিহারী চক্রবর্তী তাহার মাতার অনুপ্রেরণায় অনিল চক্রবর্তীকে প্রথমে লাঠি পরে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। ডাক্তারের মতে অনিল চক্রবর্তী তাহার পেটে ভীষণ আঘাত পায়। ভাড়াটিয়া রিক্সা করিয়া অনিল চক্রবর্তীকে তার আত্মীয়স্বজন দ্রুত কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অনিল চক্রবর্তীর নিকট সমস্ত ঘটনা জানিয়া ডাক্তার থানায় টেলিফোনে খবর দেন। তাহার আঘাত গুরুতর হয়। ডাক্তার সরকারী অ্যাম্বুলেন্স যোগে তাহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল। তদন্তে জানা যায় যে বিবাদের কারণ হলো অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিল চক্রবর্তীর বাড়ীর নিকটবর্তী সরকারী টিউবওয়েল হইতে পানীয় জল আনিতে সরাসরি শ্রীচক্রবর্তীর আংগিনার উপর দিয়ে যাতায়াত করতো বলিয়াই শ্রীচক্রবর্তীর আপত্তি করতেন। এই আপত্তিতে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে বিপদে ফেলিতে চাহিয়াছিল। এই ফল স্বরূপ তাহারা রাস্তা হইতে মাটি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১-৪-৭৪ ইং তারিখে বেলা একটায় তদন্তকারী অফিসার রাজ-বিহারী চক্রবর্তীর মাতা শ্রীমতি পুষ্পরাণী চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেন এবং কেবলমাত্র শ্রীমতি পুষ্পরাণী চক্রবর্তীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ১-৪-৭৪ তারিখ কমলপুর আদালতে অপর আসামী রাজবিহারী চক্রবর্তী আত্মসমর্পণ করেন। সে এখন হাজতে আছে বলে জানা যায়। তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মশায়, জানাবেন কি যে আহত ব্যক্তি কোন ষ্ট্যাটমেন্ট করেছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম অবস্থায় তিনি যখন আহত হয়ে যান তখন ষ্ট্যাটমেন্ট করার ক্ষমতা ছিল না। এইখানে আসার পর ষ্ট্যাটমেন্ট একটা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি সে ষ্ট্যাটমেন্টে কোন নাম উল্লেখ করা হয়েছে কি না। যদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে কি কি নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্ট্যাটমেন্টের কপি আমার কাছে নেই। কাজেই আমি এক্ষণেই দিতে পারছি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে, যে দুইজনকে হাজতে নেওয়া হয়েছিল তারা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বলে আপনার জানা আছে কি না ?

(মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটাতো ঠিক ষ্ট্যাটমেন্টের উপর বক্তব্য নয়।

Mr. Speaker :— I have received calling Attention notices from the following members—Sri Abdul Wazid, Sri Samar Choudhury & Sri Amarendra Sharma on :

"জিরাণীয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে অবস্থিত বহিরাগত ছাত্রেদের উপ মারধোর ও হোষ্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে

গত ১লা এপ্রিল থেকে রেভেনিউ ষ্ট্যাম্পের সরবরাহ বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সম্পর্কে।")

Mr. Speaker :— I have given consent to the motion of Sri Abdul Wazid, Sri Samar Choudhury and Sri Amarendra Sharma. Now I would request Hon'ble Minister, Incharge, to make a statement to day if possible and if not possible he may kindly give a speoific date on which the statement will be made.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ তার জবাব আমি ৫ তারিখ দেবো।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister will make a statement on the 5th April, 1974. Regarding Revenue Stamp.

শ্রীসমথির সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে ৫ তারিখ দেবো।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister will make a statement on the 5th April, 1974.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমার একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল। আমার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশটার কি হলো আমি জানতে পারি নি। আমার কলিং অ্যাটেনশনটা ছিল যে প্রায় দুই হাজার পদ এইগুলিকে অ্যাবোলিশ করে দেওয়া হচ্ছে এই সম্পর্কে। ৩১শে মার্চ চলে যাওয়ার পর প্রায় দুই হাজার পোষ্টকে অ্যাবোলিশ করে দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— ওটাকে আমি ডিস্অ্যালাউড করেছি। কাজেই সেইটা আসেনি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমাদের রোলস আছে, প্রেকটিস আছে এই অনুসারে এইগুলি অ্যাডমিট করা হয়। অনারেবল মেম্বার প্লীজ টেক ইওর সীট।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল যে আগরতলাতে গত ৩-৪-৭৪ ইং তারিখে পানীয় গোলা জল সরবরাহ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— ওটাকে আমি ডিসঅ্যালাউড করেছি।

Mr. Speaker :—Now, I would request Hon'ble Ministers to move all the demands at a time. Cut Motions of all the members which are present in the

House will be taken as moved. Out of 210 minutes for disposal of time, 90 minutes have been alloted for the opposition while 120 minutes for the Ruling Party. I shall now put to vote all the motions and cut motions carried over from yesterday.

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমাদের যেগুলি এইগুলিতো অ্যাস টেকেন অ্যাস মোভড্। মন্ত্রীদেরও তো ওটা মোভ করার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমার কোন আপত্তি নাই যদি মন্ত্রী এগ্রি করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— দিস ইজ পারমিসিব্‌ল আণ্ডার রোলস।

মিঃ স্পীকার :— সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে যে ডিমাণ্ডটা মন্ত্রী হাউসের সামনে মোভ করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— যদি তিনি তখন তার উপর বক্তৃতা করেন তাহলে তিনি মোভ করবেন আদারওয়াইজ—

Mr. Speaker :— I think Ministers concerned should move the demands first.

Now I am putting to vote demand for grant No. 5. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,42,000/— inclusive the sums specificd in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demand No. 5.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting Demand for grant No. 6 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,55,000/— inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 6.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am puting to vote the cut motion first on demand for grant No. 9. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Nripendra Chakraborty that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— I am putting the Demand for grant No. 9 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 36.63,000/— inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to

the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 9.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There is one cut motion on demand for grant no. 10. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Amarendra Sharma, that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা দপ্তরের স্থান নির্বাচনে ব্যর্থতায় জনগণের দুর্ভোগ।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 47,55,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 10.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There are two cut motions on demand for grant No. 22. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Niranjan Deb that the demand be reduced to Rs. 1 to discuss on—প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসনে ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Now the questions before the House is the cut motion moved by Sri Samar Choudhury that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—ভূমিহীন কৃষিমজুরদের পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,43,000/ inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 22.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There are two cut motions on the Demand for Grant No. 24. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Sudhwana Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on সস্তা দরে রেশনসোপের মাধ্যমে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put voice vote and lost.)

Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Samar Choudhury that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—সরকারী খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গরীব কৃষকের উপর জুলুম সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 24,17,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 24.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Ministers, Incharge, I have just come to know that without moving all the demands by the Ministers concerned, the demands can be moved. So, I accepted the suggestions offered by the Leader of the Opposition. So, the demands need not be moved for discussion and these can be taken as moved. So, discussion may start.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এইটা রোলিং না কি ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা রোলিং নয়। এইটা স্পেসিফিক দেখলাম, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— প্রেকটিস আছে, কিন্তু যদি মিনিষ্টার এইটা মোভ করতে চান তাহলে কোন আপত্তি আছে কি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মিনিষ্টার যদি মুভ করতে চান, তাহলে আপত্তি আছে ? যদি তিনি মুভ করেন তাহলেতো আপত্তি থাকার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :—আমি আগেই বলেছি মিনিষ্টার ইচ্ছা করলে মুভ করতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সময় বাঁচাবার জন্য মুভড হয়েছে বলে আমি নিচ্ছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— যে সমস্ত ডিমান্ড এখানে এসেছে, তার মধ্যে গভর্ণমেন্ট এর যদি কিছু বলার থাকে, তা মিনিষ্টাররা বলতে পারেন। এইগুলি যদি বলা হয়, তাহলে ডিবেট করার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ একটা ডিমান্ড মিনিষ্টার যখন পাশ করিয়ে নিচ্ছেন, হাউসের কাছ থেকে, তার মধ্যে ডিপার্টমেন্ট'এর কি বক্তব্য আছে সেটা সাধারণতঃ পার্লামেন্টারী কনভেশান, সেটা তিনি বলেন, তার উপর মেম্বাররা বা অপজিশান, যার যা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেটার সমালোচনা করেন। তার উত্তর মিনিষ্টার দেন, তারপর সেটা ভোটে দেওয়া হয়। কাজেই একটা জিনিষ যদি ওনলি টেকন এ্যাজ মুভড হয়, তাহলে বলার কি কিছু দরকার থাকে ?

মিঃ স্পীকার :— সেই সুযোগ থাকবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— কি করেছেন? ধরুন এই বছরে স্কীম এল, নূতন কাউন্ত ইয়ার প্ল্যানে কোন ডিপার্টমেন্ট কি করলেন, কিভাবে সেটা জানা যাবে? কিভাবে সেই জিনিষটা আসবে? যারা ডিবেট ইনিশিয়েট করবেন, তারাও তাঁদের যে সেলিয়েন্ট পয়েন্টস, সেগুলি তুলে ধরা উচিত, কি নিয়ে আমাদের কাছে তাঁরা এসেছেন, সব বইটাতো নয়, তার কতকগুলি সেলিয়েন্ট পয়েন্টস থাকে, সেটা যদি তার না থাকে, যারা ডিবেট করছেন, তাদের অসুবিধা হয়। অন্ততঃ আমি একথা মনে করছি এবং সেইজন্য আলোচনাটা নানাদিকে সরে যায়। ঠিক এটা কনভেনশানের জন্য, আইন যা-ই থাকুক, সাধারণতঃ ডিমাণ্ড মুভ করার সময় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তাঁর ডিপার্টমেন্টে বিগত বছরের যদি কিছু বক্তব্য থাকে সেটা বলেন এবং নূতন বছরে যদি কিছু এ্যাডিশান থাকে, তাহলে সেটা বলে ডিমাণ্ড মুভ করেন, তারপর এর উপর সমালোচনা হয়, তারপর তিনি তার উত্তর দিলেন, তাহলে ডিবেটা প্রাণবন্ত হয় বলে আমি মনে করি। হাউসের মধ্যে সুস্থ কনভেনশান করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা এসেছি হাউসে সময় বাঁচাবার জন্য নয়, সমস্ত জিনিষটা সমস্ত দিক থেকে সুন্দর ভাবে আলোচনা হওয়া, এটাই পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর। প্রত্যেক জায়গায় যে ভাবে হচ্ছে, সেটাকে ফলো করা উচিত বলে আমার অভিমত।

মিঃ স্পীকার :— এর মধ্যে লীডার অব দি হাউসের কোন বক্তব্য আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে, যখন কাট মোশান মুভ হবে তারপর ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখতে পারব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখবেন, আমরা কিসের উপর বক্তব্য রাখব? বাজেটের ভেতর কি আছে—আজকে পুলিশের বাজেটে কি আছে আমরা কি করে জানব? তড়িত বাবু যা বলেছেন এটাইতো নিয়ম কয়টি ডিষ্ট্রীক্ট, পোষ্ট হচ্ছে এস. পি, কোথায় এস. পি. নেই, সেটাতো এখানে লেখা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সেটা হচ্ছে আমরা এমন অল্প সময় রেখেছি যে একজন মিনিষ্টার তাঁর বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য প্রথমে রেখে এবং তারপর আমাদের বক্তব্যের রিপ্লাই দেওয়া, এটা হচ্ছে না। যত সংক্ষেপেই হউক, উনার বক্তব্য রাখবেন এবং রিপ্লাই দেবেন, এটা এই অল্প সময়ে হচ্ছে। যেহেতু আমরা ১৫ দিনের কাজ সাত দিনে শেষ করছি। কাজেই এখানে তো আর পুরো মন্ত্র বলা হচ্ছে না। এখানে লক্ষ্মী পূজো হচ্ছে। কাজেই এই পদ্ধতিটা কোন পার্লামেন্টারী পদ্ধতি নয়। এটা গায়ের জোরে বাজেট পাশ করার পদ্ধতি। সমগ্র হাউসই আমার সংগে একমত। প্রথমে আমি একা বলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মাননীয় সদস্য দাশগুপ্তও বলছেন। অন্যান্য সদস্যরাও বলছেন। এতে মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতিও জাষ্টিস করা হচ্ছে না কারণ এভাবে আমাদের টাইম টেবল করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— সময়ের যে স্বল্পতা সেটা হাউসের কোন কোন দিন হয়ত এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বাড়িয়েও বসতে পারে।

(ভয়েস—আপনারা বসুন—আমরা বসব না এক মিনিটও না)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আপনারা না বসতে পারেন। কিন্তু আমরা যে রীতিতে হাউস চলে আসছিল সেই রীতিতেই চলা উচিত বলে মনে করি।

মিঃ স্পীকার :— ইজ ইট দি সেন্স অব দি হাউস যে, যে রীতিতে এতদিন পর্য্যন্ত চলেছে সেই রীতিতেই এখনও চলবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, এই রীতিটা পার্লামেন্টারী রীতি। রীতিও তো স্যার বদলায়। আগে যদি বক্তৃতা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা না দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা তো রীতি হয়ে যায় না। পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে তো এটাও রীতি আছে যে মন্ত্রীরা ডিমাণ্ড দেন। আমাদের ত্রিপুরায় এটা এল কেন? এর আগে হয়ত সমস্ত ডিমাণ্ড ফিনান্স মিনিষ্টার মুভ করতেন, কারণ তিনি বাজেট পেশ করতেন। আমাদের হাউসের রীতি হল যে অল ডিমাণ্ডস হ্যাভ বীন মুভড বাই ফিনান্স মিনিষ্টার। কাজেই তিনি আর বক্তৃতা দেন নি। কারণ অন্য ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে তিনি তার অ্যাচিভমেন্ট জানেন না। তিনি বক্তৃতা দিবেন কি করে? সেজন্যই এই নিয়ম হয়েছে। এখন রেসপেকটিভ মিনিস্টার্স তাঁর তাঁর ডিপার্টমেন্টের ডিমাণ্ড তাঁরা নিজেরা মুভ করছেন। কাজেই তাঁর ডিপার্টমেন্টের যে অ্যাচিভমেন্ট আছে সেটা তো তিনি কিছুটা বলবেন। তাতে আমরা জানলাম, পাবলিকও জানবেন। যেমন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বাজেট হয়েছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট গত বছর কি করলেন, নূতন বছরে কি হবে সেটা যদি বলা হয় যে এবারে কি নূতন করে ইনট্রোডিউস করলেন তাহলে লোকে জানতে পারবে। সেটা উভয় পক্ষেরই ভাল। পার্টি ইন পাওয়ার যারা এটা তাদের অ্যাডভানটেজ স্যার, মিনিষ্টারের এটা প্রিভিলেজ, মিনিষ্টার এটাকে মুভ করবেন এবং পার্লামেন্টে এটাকে বলা হয় পাইলটিং অব দি ডিমাণ্ড। তিনি যেভাবে পরিচালনা করবেন কম বেশী আলোচনা সেদিকে যাবে। কাজেই এটার একটা সেন্টিমেন্ট দিক আছে। আমি ইম্পার্শিয়ালী মনে করি মিনিষ্টারা তাদের ডিমাণ্ড নিয়ে কিছুটা অন্তত: আমাদের কাছে বলুন। তাহলে বুঝা যায় যে সমালোচনা যেগুলি আছে সেগুলি বাদ পড়ে যাবে এবং অন্য সমালোচনা যারা করবেন তারা করবেন। আমি তো বলতে পারি বাজেটের অনেক জিনিষ বুঝি না। যখন বক্তৃতা হবে আমি বলব ক্ল্যারিফিকেশান দিন, ক্ল্যারিফিকেশান আমি পাব না কিন্তু আমরা বাজেট পাশ করে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড প্রসিডিউর ইন ফিনানসিয়াল ম্যাটার পড়ছি। Please refer to page 553. "Demands for Grants are not generally moved in the House concerned. The Demands are assumed to have been moved and are proposed from the Chair to save time of the House. Prior to 1947 it was the practice for the Ministers concerned to move each demand for grant in the House, Prior to 1947.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা হচ্ছে মুভ করা সম্পর্কে। কিন্তু বক্তব্য সম্পর্কে রাখা হয়েছে যে ইচ্ছা করলে তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন, না-ও রাখতে পারেন। কিন্তু মিনিষ্টার ইন চার্জ কেন বলছেন না, প্রথম কেন এই ডিমাণ্ড তিনি করলেন সেটা তিনি কেন

বলছেন না? এটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্তের বক্তব্য যা আমি বুঝেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কথা হচ্ছে মাননীয় মিনিষ্টাররা যখন মুভ করেন তখন যদি এই সম্পর্কে তাঁরা এক্সপ্লেনেটরী নোটে যে রকমভাবে থাকে সেই রকম ভাবে যদি তাঁরা বলে দেন তাহলে রুলিং পার্টির মেম্বারদের পক্ষেও কিছু বলা সহজ হয়। না হলে অপোজিশান মেম্বাররা কি ক্রিটিসিজম করছেন তার রিপ্লাই দেবার জন্য আমরা আসি না। অপোজিশান কি বলছেন সেটা মিনিষ্টাররা রিপ্লাই দেবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা কি করে বলা যাবে যদি না আমরা আগে কিছু জানতে পারি?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, এই বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

The House stands adjourned till 3 P. M. to-day.

Mr. Speaker :— Hon'bie members, as I have said before I have decided that all the demands and the cut motions may be taken as moved, now, hon'ble member may start their discussion.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সম্পর্কে আগে যদি কিছু বলেন, তাহলে আমরা যারা আছি আমাদের পক্ষে ডিসকাশনে অংশ গ্রহণ করতে সুবিধা হয়, বিশেষ করে আমরা যারা নূতন সদস্য হয়ে এসেছি। কাজেই এই ব্যাপারে একটা গাইড লাইন বা একটা প্রসপেক্টাস যদি মন্ত্রী মশাইরা দেন তাহলে আমাদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে অনেকটা সুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই সম্পর্কে আমি আমার ডিসিশান দিয়ে ফেলেছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মিঃ স্পীকার, স্যার,......

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনাদের ডিসকাশন স্টার্ট করার আগে আমি একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখছি যে যাদের দুইটি করে কাট মোশান আছে, তারা ১০মিঃ করে বলবেন, আর যাদের ১টা কাট মোশান আছে, তারা ১০ মিনিট করে বলবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, দুইটি কাট মোশানে ১০ মিনিটের মধ্যে বলা যাবে?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার তো ২টি আছে, তাতে ৩০ মিনিট সময়ের কম হবে না। বরং আপনি বলে দিন যে আমরা বলব না, তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আপনার কাজ। স্যার, এটা সম্ভব নয়—১৫ মিনিটে যদি একটা হয়, তাহলে ২টিতে ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি লীডার অব দি অপজিশান ২০ মিনিট বলবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ২০ মিনিট তো একটা কাট মোশানেই লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা স্টার্ট করুন না, দেখা যাবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রথম কাট মোশানটা হচ্ছে—ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স তৈরী করার নীতি সম্পর্কে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে—হোম

গার্ডদের বেতন ভাতার সমতা ও চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে। স্যার, আমি বাজেটে দেখলাম যে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স তৈরী করবার জন্য। আমার জানা নেই, যে ত্রিপুরাতে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স কি প্রয়োজনে লাগবে। তবে সারা ভারতের দিকে যদি আমরা তাকাই, আমরা দেখব যে বিভিন্ন জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স সেখানে তৈরী করা হচ্ছে এবং এটার নামটা শুনলে মনে হয় যেন ইণ্ডাষ্ট্রিকে রক্ষণ করবার জন্য এই ফোর্স তৈরী করা হচ্ছে কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে দেখা গিয়েছে ঐ ফোর্স মূলতঃ মালিকদের রক্ষা করবার জন্য সরকার ফোর্স গঠন করেছেন। এবং বিভিন্ন কল কারখানায় যেখানে শ্রমিকেরা তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রয়োগ করছে এবং তাদের নিজেদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে, সেখানে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্সের মাধ্যমে মালিকদের রক্ষা করবার জন্য বার বার ঐ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই ফোর্সকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটা বেশী কিছুদিনের ঘটনা নয়। আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে যে গান ফেক্টরী আছে, সেখানে শ্রমিকদের অধিকার আছে ট্রেড ইউনিয়ন করার, আন্দোলন করার, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সিকিউরিটি ফোর্স সেখানে যে গুলি চালিয়েছিল, তাতে ৫ জন শ্রমিককে সেখানে হত্যা করা হয়েছিল। শুধু ঐ গান ফেক্টরী নয় আজ পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কল কারখানাগুলির মধ্যে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্সকে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকার যে মালিক ঘেষা নীতি মালিকদের রক্ষা করার নীতিকে কার্য্যকর করার জন্য এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স সেখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা দেখছি বিভিন্ন পুলিশ আছে, সি, আর, পি আছে, এত থাকা সত্ত্বেও এই সরকার সেই যে মালিকদের রক্ষা করবে, তা তাদের উপর নির্ভর করতে পারছে না, আলাদা ফোর্স বা আলাদা বাহিনী ঐ শ্রমিক ঠেঙ্গানোর জন্য মালিক রক্ষা বাহিনী আজকে তৈরী করতে হচ্ছে এবং তার কি প্রয়োজন আছে ত্রিপুরাতে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে কোন কিছু এখানে এই মন্ত্রীসভা করতে পারেন নি দীর্ঘ ২৬ বছরের মধ্যেও কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে মালিকদের রক্ষা করার ব্যবস্থা আগ বাড়িয়ে সেখানে করে রাখা হচ্ছে। আমরা দেখছি যে এখানে যে কয়টা ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, তার প্রত্যেকটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোন টাকার বরাদ্দ নাই, কোন নজর নাই কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স তৈরী করার জন্য এখানে ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কেন? কি নীতিতে এই টাকা ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি যখন আন্দোলন হয়, তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে সি, আর, পি, বি, এস, এফ ইত্যাদি নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে দিয়ে গণ আন্দোলনকে দমন করবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই সরকার কি বলেন যে এই যে বি, এস, এফ, এই যে সি, আর, পি, এই যে বিরাট পুলিশ বাহিনী যাদের জন্য বিরাট একটা অংক বাজেটের মধ্যে হয়েছে, তা দিয়ে গণ আন্দোলনকে দমন করা যাচ্ছে না? এবং যেটুকু সুযোগ আছে, সেই সুযোগ দিয়ে আজকে পুলিশ বাহিনী, সি, আর, পি, বাহিনী এই যে গণ আন্দোলন, এই যে শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে তাকে দমন করবার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা স্পষ্ট। এই যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সিকিউরিটি ফোর্স এখানে যেটা তৈরী করা হবে

যেটার জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে, তার একটা উদ্দেশ্য যে ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে নাই তাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনও এখানে নাই, অথচ সেই ইণ্ডাস্ট্রীয়েল সিকিউরিটি ফোর্স এখানে তৈরী করা হচ্ছে ত্রিপুরাতে গণ তান্ত্রিক আন্দোলনকে—শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনকে দমন করবার জন্য। সেজন্য আমি এই যে প্রস্তাব, তার প্রতিবাদ করছি।

দ্বিতীয়তঃ হোম গার্ড সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে হোম গার্ডদের সম্পর্কে আমরা দেখছি যে এই বিধান সভাও বার বার আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছিল যে ওরা নাকি সরকারী কর্মচারী নয়। এখন ওরা যদি সরকারী কর্মচারী না হয় তাহলে সরকারী কর্মচারীর সঙ্গাটা কি? মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা এক একটা কাজ করছে, তাই আমি বলে যাচ্ছি। তাদের পুলিশ-এর মত ডিউটি করতে হয়, পুলিশের যে ডিউটি, সেই ডিউটি তাদের ২৭ ঘন্টা করতে হয়। তাদের ট্রেনিং কোর্স আছে, তাদের দেওয়া হয়—সেই বছরে একবার করে রিফ্রেসার কোর্সের ট্রেনিং তাদের দিতে হয়। থানায় সেন্ট্রির কাজ করতে হয়, ২৪ ঘন্টা তাদের থানায় পাহাড়া দিতে হয়। পুলিশের সংগে সংগে মফঃস্বলে, সহরের সর্বত্র তাকে পাহাড়া দিতে হচ্ছে। এই যদি তার ডিউটি হয়ে থাকে এই যদি তার কাজ হয়ে থাকে তাহলে সে সরকারী কর্মচারী হবে না? তার বেতন ভাতা সরকারী কর্মচারীদের মত হবে না? যখন খুশী তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে তাহলে নীতি, কোন নীতির ভিত্তিতে এটা হচ্ছে? কোন নীতি নেই, গায়ের জোরে করা হচ্ছে—যে হোম গার্ডকে তার যে সমস্যা আছে আমরা সেই সব সমস্যার সমাধান করব না। কত বেতন পায় একজন হোমগার্ড? ৯০ টাকা থেকে ১২০ টাকা এর বেশী বেতন পায় না। এবং ৯০ টাকায় যারা একই কাজ করছে একই সরকারের অধীনে—দুই রকম নীতি—৯০ টাকা ১২০ টাকা সেখানে তাদের দেওয়া হচ্ছে। ছুটি নেই যদি সে অসুস্থ হয়ে যায় ১০ দিন ১২ দিন অসুস্থ হয়ে রোগাগ্রস্ত হয়ে তারা যদি ডিউটিতে আসতে না পারে তাহলে তাদের সেই ১০ দিন ১২ দিন ১৫ দিনের হাজিরা কাটা হয়। তারা বেতন পায় না। আমরা দেখেছি কেবল এই নয় হোমগার্ড যারা আছে তাদের স্যার, মধ্যযুগীয় অবস্থার কথা আমরা জানতাম। সেই মধ্যযুগে নিয়ম ছিল বাজারে সেখানে বিক্রী করা হত মানুষকে। সেই মানুষকে কিনে আনত রাজা মহারাজারা। এনে তাদের নিজের সম্পত্তি মনে করা হত যা খুশী যেমন ভাবে খুশী তাকে খাটান হত। ১৮ ঘন্টা ২০ ঘন্টা খাটান হত এবং তাকে সামান্য খাওয়ার দেওয়া হত। আমি বলতে চাই মধ্যযুগের সংগে কোন পার্থক্য আছে? একই ধারায় একই নীতিতে মধ্যযুগে যেমন নিজের দাস নিজের সম্পত্তি বলে মনে করা হত এবং সামান্য খাবার দিয়ে কোন রকমে বেচে থাকার ব্যবস্থা করা হত। আজ এই হোমগার্ডদের সংগে সেই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। এবং বাড়ীতে খাটান হচ্ছে। আমি কতগুলি উদাহরণ রাখতে চাই। তাদের থানায় নিয়ে তাদের ডিউটিতে যাওয়ার পর সমস্ত অফিসার-দের বাড়ীতে তাদের বউয়ের কাপড় কাচতে হয়। বাড়ীতে সমস্ত কাজ কর্ম করতে হয়। এস, কে, মুখার্জী তার ওখানে অনাথ সরকার, রবীন্দ্র সাহা। ডেপুটী সুপারিনটেনডেন্ট বিনোদ দেববর্ম্মার বাসায় কাজ করে মঙ্গল দেববর্ম্মা। ডি, এস, পি, রমনী ভট্টাচার্য্যের বাসায় কাজ করে রবীন্দ্র বসু, বি, এম, পি, র ডি, এস, পি, তলাপাত্রের বাড়ীতে কাজ করে

দুলাল দাস, এস, পি, আর, দাসের বাসায় হরিপ্রসাদ শীল, এস, পি, আর, এন, ব্যানার্জীর বাড়ীতে কাজ করে। প্রতিটি বাড়ীতে একই কাজ করান হয়। এই রকম অসংখ্য। বউয়ের কাপড় কাচা থেকে বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে বাজার করা সমস্ত কাজ এই হোম-গার্ডদের দিয়ে করান হচ্ছে। তাহলে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি—বেতন তাকে দেব না সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে তাকে গনা করব না তাকে মধ্যযুগের দাস হিসাবে ব্যবহার করব। যেন কেনা গোলাম যা খুশী আমি তাই করাব এই অবস্থার মধ্যে আজকে এই হোমগার্ডদের রাখা হয়েছে। আমরা শুনেছিলাম ক'দিন আগে আমাদের অর্থমন্ত্রী তিনি বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন এই যে গণ আন্দোলন—বেয়নেট দিয়ে নাকি সেখানে ব্যবস্থা করা হবে। আমি বলতে চাই আজকে এই হোমগার্ড এই পুলিশ তাদের যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ তাদের মধ্যে যে ঘৃণা জন্মেছে তার উপর নির্ভর করে যদি তিনি এই কথা বলে থাকেন তাহলে আমি ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যে বেয়নেট ? যে ইয়াহিয়া খাঁ চেষ্টা করেছিলেন যে বেয়নেট-এর উপর দাঁড়িয়েই ঐ গন আন্দোলনকে দমন করার জন্য। কিন্তু সেই বেয়নেটই ঘুরিয়ে ধরে তুলেন সেখানকার মানুষ। ঐ রাশিয়ায় দেখুন সেখানকার মানুষই ঘুরিয়ে ধরেছিল সেই বেয়নেট। এবং আজকে হোমগার্ড, পুলিশ-এর ক্ষেত্রে যে ব্যবহার করা হচ্ছে—আগামী দিনে আসছে ঐ বেয়নেটই ঘুরিয়ে ধরবে আপনাদের বিরুদ্ধে। এর জবাব নিশ্চয়ই উরা দেবে। কারণ আজকে যখন গাড়ী করে বেড়িয়ে যান সেই হোমগার্ডরা দাঁড়িয়ে থেকে সেই হোমগার্ডরা যখন আপনাকে সেলাম তুলে দাঁড়ায়, ঘৃণা ভরে সেলাম করে। ঐ সেলাম জোর করে আপনারা আদায় করেন। মনে করবেন না

মিঃ স্পীকার — অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— ঐ সেলাম তাদের মনের দিক থেকে করছে ঘৃণা ভরে করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, —মাননীয় সদস্য যখন বক্তৃতা করেন তখন প্রায়ই আংগুল দিয়ে এই রকম এই রকম এই রকম করেন। এটা অশোভন...

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না মাননীয় সদস্য। এটা অভ্যাস উনার আংগুল দেখিয়ে কথা বলেন। (ইন্টারাপশান—হাস্যধ্বনি) শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তার সমর্থন করতে গিয়ে আমি ইণ্ডাস্ট্রীর বাজেটের উপর আমার বক্তব্য রাখব। আমি দেখে খুশী হলাম যে ইণ্ডাষ্ট্রীর বাজেটে জিয়োলজিষ্টের প্রভিশান করা হয়েছে। এটা আমি খুব গুরুত্ব-পূর্ণ বলে মনে করি। কারণ ত্রিপুরার যে প্রাকৃতিক সম্পদ তার সার্ভে কেন্দ্রীয় সরকারই করছেন—অয়েল এবং গ্যাস আছে কিনা তার জন্য পরীক্ষা নিরিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আরও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায় কিনা, এটা আমরা দেখছি যে কিছু কিছু কয়লা নিম্নমানের কয়লা ত্রিপুরাতে পাওয়া যাচ্ছে! এখন সেখানে তারি পরিমাণ কত এবং সেটি দিয়ে কাজে লাগান যায় কি না তার সমীক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন। এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে

মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারই এর দায়িত্ব নিয়েছেন তারাই করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিভাগ আছে তারা কাজ করছে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া এই ত্রিপুরায় এই ধরনের খনিজ দ্রব্য কি কি আছে সেটি যেমন অনুসন্ধানের বিষয় তার চাইতেও কৃষির সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে মাটির নিচের জলভাগ। আমরা শুনেছি তার সমীক্ষা হচ্ছে কিন্তু সেটিও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ত্রিপুরার কৃষিকে যদি আরও উন্নত করতে হয় এবং সত্যিই যদি জলের সরবরাহ করতে হয় তাহলে ত্রিপুরায় যেটি করতে হবে মাটির নিচে যে জলরাশি আছে তাকে আরও কিভাবে ভাল ভাবে ব্যবহার করা যায়। তাহলে ত্রিপুরার একটা সমস্যা আমরা দেখছি। ত্রিপুরায় কৃষির ক্ষেত্রে সেটি সেটি হচ্ছে এই আমাদের এখানে যখন বৃষ্টি হয় তখন প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং তখন বৃষ্টির জন্য আর্তনাদ করতে হয়। আর যখন বৃষ্টি কমে যায় তখন রবি শষ্যের সময় আসে তখন জলের আর তেমন কোন প্রয়োজন থাকে না। আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। এবং তার জন্য একটা নির্দিষ্ট মানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় শষ্য উৎপাদন করা যায় তার সুবিধা আছে। কিন্তু ঐ ভূতাত্বিক সমীক্ষা যদি হয়—কোথায় কি পরিমাণ জল পাওয়া যায় সেটি যদি নিরূপণ করা যায় তাহলে বড় বড় মেশিন দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে তার জলের অবস্থা অনুযায়ী কোথায় কি পরিমাণ জল আছে সেটি ভাল করে জানা যাবে। আমি মনে করি এই জিনিষটার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং সরকার দেখবেন এটা করে যদি এখানকার মিনারেলস এবং বিশেষ ভাবে কৃষির জন্য যে মাটির নিচের জলের ব্যবস্থা সেটা করা। এখানে বাজেটে এক জায়গায় আছে 'কনষ্ট্রাকশান অব লিংক রোড্স টু টী গার্ডেনস'—প্ল্যান' থেকে দেখা যাচ্ছে প্রভিশন করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছেনা। কারণ দেখা যাচ্ছে এই যে চা বাগানের ব্যাপারে কি করা হবে সেটির জন্য সরকার থেকে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। এবং সেটি পরিপূর্ণ ভাবে হয় নাই। সেই ক্ষেত্রে এই ক'টা টী গার্ডেনের লিংক রোড করার জন্য ইণ্ডাস্ট্রী থেকে কি দরকার পড়ল সেটি আমার বোধগম্য হচ্ছে না। যদি এটাই করা হত ঠিক অন্য ভাবেও করতে পারত। নর্মেল বাজেটের চাইতে পারেও যদি এটা হয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার খাত থেকে কেটে লিংক রোডের জন্য নেওয়া হল কেন? তার চেয়ে টী গার্ডেনের উন্নতির অন্য কোন ব্যবস্থা করা হত তাহলে ভাল হত—এর প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝতে পারছি না। তার জন্য প্রভিশন রাখার দরকার ছিল। আজকে আমরা প্রশ্নোত্তরকালে দেখেছি যে ত্রিপুরার বহু বাগান প্রায় ১৪ টার মত বাগান প্রেকটিকেলী বন্ধ হয়ে আছে এবং এই রকম কতকগুলি বাগান যখনই সামান্য কিছু ক্রাইসিস উপস্থিত হয় তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী তারা দেন না এবং বন্ধ করে রাখেন। তারপর যখন আবার পাতি উঠতে আরম্ভ করে তখন কিছু পাতি তারা তোলেন এবং তুলে যা পয়সা লাভ লোকসান হয় সেইটাকে তারা নিজেরা নিয়েছেন কিন্তু তাদের ন্যায্য যে সমস্ত পাওনা আছে সেইগুলিকে তারা বাকীর খাতায় লিখে দিয়ে তারা বছরের পর বছর জমিয়ে রাখছেন। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা উচিত যে সরকার থেকে তাদের যে বাগানগুলি আছে আমি এই কথা বলছি না যে সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা হোক কিন্তু তাদের পরিচালন ব্যবস্থায় এই ধরণের যে সমস্ত বাগান আছে, যারা অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে

ব্যাংকের কাছে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে এখান থেকে মুনাফা নিয়ে যাওয়া যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের যে ভূমিরাজস্ব খাতে যে পয়সা আছে তার একটা পয়সা তারা সরকারের কাছে জমা দিচ্ছেন না। শ্রমিকদের যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা যেটা জমা দেওয়ার কথা সেই টাকা যারা জমা না করে ভোগ করছেন এই ধরণের যে সমস্ত বাগান সেইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি কিছু প্রভিশন রাখা হতো তাহলে আমি আর একটু খুশী হতাম, এই দিক থেকে আমি ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করবো যে সমস্ত এই ধরণের দুর্বল বাগান আছে রিপোর্টটা বের হওয়ার পর যাতে এই সমস্ত বাগানের পরিচালনা ভার সরকার নিয়ে ভালভাবে পরিচালনা করে আদর্শ পরিচালকরূপে তারা নিজেদেরকে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং শ্রমিকদের যে সমস্ত ন্যায্য পাওনাগুলি আছে এই গুলো পরিপূর্ণভাবে তারা আদায় করে নিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো। আমি দেখলাম যে প্ল্যানের মধ্যেও টাকা রাখা হয়েছে। প্ল্যানের দিক থেকে সেইটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। সরাসরি ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেখানে এক লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে তাছাড়া ঋণের খাতে অন্যান্য বাজেটের জন্য হয়েছে সেইটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যানডলুম বিভাগের জন্য প্ল্যানের খাতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর ইত্যাদি করা হচ্ছে এবং আরেক জায়গায় আমি দেখলাম যে হ্যানডলুম কর্পোরেশন সরকার গঠন করছেন এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন। আজকে যদি একটা কর্পোরেশন গঠিত হয় তাহলে আর এত ডিরেক্টরের পদ বাড়াবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে একটা কর্পোরেশন যদি গঠিত হয় তাহলে সম্পূর্ণভাবে তাদের দিক থেকে হ্যাণ্ডলুমের যে সমস্ত কাজ করেন বা গাইডার রাখতে হয় বা তাদের যদি মাষ্টার অব ডিজাইনার রাখতে হয় সেইগুলি রাখা হচ্ছে তাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় কাজেই অলরেডী এই হ্যাণ্ডলোমের ক্ষেত্রে যা আছে তা দিয়ে চালানো উচিত। কিন্তু যদি ঠিকভাবে করতে হয় তাহলে সেইটা যে হ্যাণ্ডলোম কর্পোরেশন তৈরী হচ্ছে তাদের উপর সেই দায় দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হোক। কাজেই সেইটা আরেকবার খতিয়ে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করবো। এই দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরায় হ্যাণ্ডলুমের যতখানি সম্ভাবনা ছিল ডিপার্টমেণ্ট ততখানি করে উঠতে পারে নি। এখানে ভাল রংয়ের কাপড় তৈরী করতে পারছে না। আমরা সময় সময় দেখছি যে সূতোর অভাব আছে। যদি তাই হয় সূতো আমরা ঠিকভাবে না পাই তাহলে শুধু অ্যাসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর ইত্যাদি কাজ কি। কাজেই আগে দেখতে হবে যে সূতো কি ধরণের পাওয়া যাচ্ছে এবং ভাল কাপড় তৈরী করা যাচ্ছে কি না। কোয়ালিটি ক্লথ তৈরী করা যাচ্ছে কি না। তার যে সম্ভাবনা আছে এইগুলিকে আরও প্রচুরতর করা উচিত এবং তার আগে এইটা জানা উচিত যে সমস্ত মেশিন আছে তাতে করে তার বাজার চলছে কিনা (রেড লাইট) আমাকে সামান্য কিছু সময় দিতে হবে স্যার। কাজেই এই দিক থেকে যদিও পরিকল্পনা খাতে রাখা হয়েছে আমি আরেকবার সেইগুলিকে খতিয়ে দেখার জন্য বলবো। কারণ আমরা যদি পোষ্টগুলি করি তা যদি গুরুত্বপূর্ণভাবে এইগুলির ব্যবহার হয় তা না হলে যেভাবে ইকনমিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করার কথা সেইটা পরিপূর্ণ হবে না সেই জন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ উন্নয়নের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে সেইটাকে

আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এই দিক দিয়ে আমি বলবো যে এখানে কিছু কিছু অম্বর চড়কার উৎপাদন করে কাজ করা হচ্ছে এবং খাদি কমিশনের বেশ কিছু জিনিস বাইরে যাচ্ছে এবং কিছু কিছু লোক পয়সা পাচ্ছে এবং বাইরে একটা ডিমাণ্ড হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি দেখেছি খাদির এই যে কর্মক্ষেত্র সেইটা আদিবাসীর মধ্যে যথেষ্ট করে প্রসার হয় নাই যেটা হচ্ছে সেইটা কনভেনশনের ক্ষেত্রে যা হবার হচ্ছে। কিন্তু আদিবাসী যারা আছে তারা তাদের ট্রেডিশনেল চড়কায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ১০ | ১২ বছর আগে তারা ত্রিপুরায় উৎপন্ন তুলা দিয়ে তারা কাপড় তৈরী করতো যেমন পাছড়া ইত্যাদি। আজকে এই ধরণের যেহেতু তুলা ততটা নেই সেইজন্য তারা কিছুটা বঞ্চিত হয়ে গেছেন। আগের মত তুলাও নেই। কাজেই তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য আমার মনে হয় যে খাদি বোর্ড আছে সেইটা গ্রামে আদিবাসী অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ অম্বর চড়কা যেখানে দিয়েছে তাতে যেমন সিক্স পেণ্ডেল অম্বর চড়কা আছে আবার টু পেণ্ডেল অম্বর চড়কাও আছে এবং এই ধরণের চড়কা এইগুলি আদিবাসী অঞ্চলে যারা নাকি ট্রেডিশনেল চড়কা দিয়ে কাজ করত তাদের পক্ষে এইগুলি গ্রহণ করা খুব কঠিন হবে না। কাজেই আমি সরকারকে এই দিক দিয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলবো যে কাজগুলি হচ্ছে সেখানে অন্ততঃ কয়েকটা সেন্টারে পরীক্ষামূলক-ভাবে নেওয়া হোক। প্রথমে শহরের আশে পাশেই নেওয়া হোক সেখানে আদিবাসীরা এবং আমি কয়েকটা জায়গায় আলাপ করে দেখেছি তাদের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ আছে। এতে তাদের কিছু আর্থিক জীবিকারও সংস্থান হতে পারে। আমি বাজেটের মধ্যে দেখলাম যে গ্রাণ্ট ইন অ্যাড এবং নূতন নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি হলে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইউনিটগুলিকে গ্রাণ্ট ইন অ্যাড এবং সাবসিডি দেওয়ার জন্য দেড় লক্ষ টাকার প্রভিশন আছে এইটা তাদের দিক থেকে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আমি তাদের দিক থেকে সেটাকে আমি ভাল মনে করছি যে তাহলে কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন এবং যে সমস্ত নূতন প্রতিষ্ঠান হবে তারা যদি কিছুটা সাবসিডি পান তাহলে তারা কাজ করতে পারবেন। আরেকটা জায়গায় আমি দেখলাম যে রুরেল ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট করে একটা বিভাগ খোলা হচ্ছে। এইখানে রুরেল ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে কি ধরণের একটা নূতন বিভাগ খোলার জন্য প্রভিশন করা হয়েছে এইটা আসলে দেখতে হবে যে রুরেল ইণ্ডাষ্ট্রী বলে আমরা কি কি ইণ্ডাষ্ট্রী করতে চাই। সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণ সমীক্ষা হয়েছে কিনা। যদি সমীক্ষা না হয়ে থাকে তার থেকে একটা ডিপার্টমেন্ট চালু করা কতখানি লাভ-জনক হবে সেইটা সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ রুরেল ইণ্ডাষ্ট্রী বলতে ঠিক কি কি ধরণের কাজ আমরা চাচ্ছি এইটাকে গ্রামে যে সমস্ত ট্রেডিশনেল ইণ্ডাষ্ট্রী ছিল সেইগুলি তারা রাখতে চাচ্ছেন না গ্রামাঞ্চলে যে ছোট ছোট কলকারখানা আছে বা ছোট ছোট ফেক্টরী হচ্ছে বা একটা ষ্টীল ফেকটরী হচ্ছে তাকে আমরা কি বোর্ডের পর্য্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি সেই সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট নয়। কাজেই টাকাটা যাতে আরও বেশী পরিমাণে কেপিটেল খাতে ব্যয়িত হয় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এত স্টাফ না করে যাতে কেপিটেল খাতে যাতে আরও টাকা যায় সেইটা তারা বিবেচনা করে দেখবেন। যেহেতু আমার হাতে সময় অল্প সেই হেতু এই কয়েকটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করার

আগে গ্রান্টের মধ্যে তারা যে সমস্ত লোনের প্রভিশন রেখেছেন এবং কয়েকটা কর্পোরেশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ফাইনেনস করপোরেশান'এর জন্য যে অর্থের প্রাভিশান রেখেছেন, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশান এনেছি—'ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ বেটেলিয়ান তৈরী করার নীতির প্রতিবাদে।'

স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে বছর বছর পুলিশের শক্তি বারাবার দিকে এই সরকারের বড় বেশী নজর পুলিশের শক্তি তারা বাড়াচ্ছেন। একজন পুলিশ এ্যাডভাইসার এনেছেন, তারপর আবার ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার নূতন আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন তৈরী করবেন। অবস্থাটা কি? ৪ হাজার পুলিশ বর্তমানে রয়েছে, আরও ১৯'শ সি, আর, পি, এবং বি, এম, পি রয়েছে, ১৮'শ বি, এস, এফ, রয়েছে, তার উপর আরও ৪ হাজার। স্যার, আমরা হিসেব করে দেখেছি যে প্রতি ১৫ জনে একজন করে পুলিশ'এর ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ তার মধ্যে প্রতি ১৫ জনে একজন করে পুলিশ। প্রতি মৌজায় মৌজায় তাঁরা পুলিশ ক্যাম্প করবেন—প্রতিটি বিভিন্ন মৌজায়, অবস্থাটা সেই দিকেই যাচ্ছে। কিসের জন্য? ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশনের জন্য? কৃষির জন্য? জাতীয় আয় বাড়ানোর জন্য? দেশের সম্পদ বাড়াবার জন্য পুলিশ? একদিক থেকে এটাকে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা দুই বছর আগে দেখেছি ১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা ছিল, সেটা এখন হয়েছে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। স্যার তার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে মাইনর ইরিগেশনের বাজেটে লক্ষ্য করেছি সেখানে ছাঁটাই হয়ে গেল, যা ছিল, ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, এবং ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা তার ভিতর ২৪ লক্ষ টাকা, ১১ লক্ষ টাকায় নেমে এল। ঠিক সেইরকম ভাবে বেকারদের চাকুরী সম্পর্কে কর্তন করেছেন। হাফ এ মিলিয়ন জোব সেখানে আরম্ভ করেছেন, এখানে ছাঁটাই করেছেন, এটাকে কমিয়ে দিয়েছেন। স্যার, পুলিশ কিসের জন্য? ল্যাণ্ড ডিস্‌পিউটের যখন মামলা হয়, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে জমিদারের স্বার্থে, জোতদারদের স্বার্থে, সাধারণ মানুষ যারা বর্গাদার, যারা ক্ষেতমজুর, তাদের বিরুদ্ধে ঐ পুলিশ নিয়োগ করা হয়। আমরা দেখেছি লেবার ডিসপিউট এর ব্যাপারেও একই অবস্থা, লেবারদের বিরুদ্ধে এই পুলিশ। আমরা লক্ষ্য করেছি ছাত্ররা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য যে আন্দোলন করে, সেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়োগ করা হয়, এইতো ইতিহাস। বেকাররা মিছিল করে শান্তিপূর্ণ ভাবে, তার বিরুদ্ধে পুলিশ। ল্যাণ্ডলেস জুমিয়ারা খাসের জমি দখল করে আবাদ করছে, ২৫/৩০ বছর তারা সেই জমি দখল করে বসে আছে, সেখান থেকে তাকে উচ্ছেদ করার জন্য ঐ পুলিশ। মেয়েরা, পুরুষেরা খাদ্যের জন্য আন্দোলন করে, সমস্ত গ্রাম থেকে, কৃষকরা, জুমিয়ারা, উপজাতিরা, সমস্ত শহরে ঢুকে মিছিল করে ডেপুটেশান দেওয়ার জন্য, খাদ্য চাই, রেশানে খাদ্য চাই, তার বিরুদ্ধে সি, আর, পি, পুলিশ, বি, এম, পি, সেইজন্যই তাঁরা পুলিশ বাড়াতে চাচ্ছেন। গোলকপুর চা বাগানে ষ্ট্রাইক হল, ওদের ২·১৫ পয়সা মজুরী, অসহায় অবস্থা, রেশান নেই, কোনরকম অধিকার নেই,

তারা ইউনিয়ন করেছে, সেই ইউনিয়ানের ষ্ট্রাইক করার অধিকার আছে, ষ্ট্রাইক করেছে, সেখানে পুলিশ, সি, আর, পি পাঠান হল, অত্যাচার করা হল, এবং তারপর তাদের নামে মিথ্যা মামলা করে তাদের কেস এখনও কোর্টে ঝুলছে, আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি নেই। স্যার, শুধু কি তাই? পুলিশ সেই মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, শ্রমিকদের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, মিথ্যা মামলা করে তাদের জেলে পুরে রেখেছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যশমুড়াতে কতকগুলি উপজাতি পরিবার খাস জমি দখল করে বসেছিল, বিলোনীয়া শহর থেকে ব্যবসায়ী এনে, যারা নাকি অকৃষক, কেউ উকিল, কেউ মুক্তার, তারা এসে এখানে ঢুকল, সেই উপজাতি পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করার জন্য চক্রান্ত করল। বাঁইখুরাতে আজকে কি অবস্থা? বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে, পুলিশ কার সঙ্গে থাকে, কার সহায়? সেই অকৃষক, শহরের যারা জোতদার, শহরের যারা ব্যবসায়ী, শহরের উকিল, মুক্তার কারচুপি করে এইসব জমি থেকে ল্যাণ্ডলেস, বাঙালী, ভূমিহীন, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য যারা চক্রান্ত করছেন, তাদের সহায় হচ্ছে সেই পুলিশ এবং সি, আর, পি, তারা কৃষকদের উচ্ছেদ করার জন্য সমস্ত রকম শক্তি নিয়োগ করছে। এই হচ্ছে অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার কাটমোশান হচ্ছে—'ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান তৈরী করার নীতি সম্পর্কে।'

স্যার, আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান কেন তৈরী করা হবে? এইতো পুলিশের চরিত্র। আমি আরও বলছি স্যার, পুলিশের কি চরিত্র। মহাজনদের রক্ষা করার জন্য এই পুলিশ। গ্রামের ভিতর মহাজনরা পুলিশ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের দাদন কালেকশান করে, মানুষের ১০০ টাকায় ১৫০ টাকা পর্যন্ত সুদ আদায় করে, এই হচ্ছে পুলিশের কাজ। স্যার বর্গাদার তার জমি পাওয়ার জন্য, তার অধিকার রক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত কোন পুলিশের হেল্প পায়নি। পুলিশের কাছে থানায় ডাইরী করানো হয়েছে, প্রত্যেকটি অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পুলিশ সেখানে নিষ্ক্রিয়, পুলিশ সেখানে যায়নি। অথচ বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে হবে, টেলিফোনে থানায় খবর দেওয়ার সংগে সংগে সেখানে পুলিশ ছুটে যায়। এই হচ্ছে ইতিহাস। অখিল দেববর্ম্মা সেই মোহনভোগের, তার ১০/১২ কাণি জমি ছিল, সেই জমি থেকে ধীরে ধীরে তাকে মহাজনের শোষণে উচ্ছেদ করা হল, তার মাত্র এখন দেড় কাণি জমি ছিল, সেই খাসের জমি সে আবাদ করছিল, তাকে পুলিশ গিয়ে উচ্ছেদ করল। রাইমোহন সাহা, সে বে-আইনিতে বে-নামিতে সেই জমি এখনও দখল করে রয়েছে। এই হচ্ছে পুলিশের অবস্থা। পুলিশ ওদের সহায়, এদের জন্যই আর্মড পুলিশ বাহিনী গঠন করা হবে। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করছি, বি, এস, এফ, এদের কাণ্ড কারখানা, ত্রিপুরার আর্মড পুলিশ কিভাবে তাঁরা ব্যবহার করেন। স্যার মেলাঘরে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্ররা ভর্তির সমস্যা নিয়ে মিছিল করেছিল তারা হেডমাষ্টারের কাছে ডেপুটেশান দিতে এসেছিল, ২/৩ মিনিটও নয়, ডেপুটেশান ঢুকতেও পারেনি, পুলিশ গিয়ে সেখানে হাজির হল, তাদের পেটান হল, তারপর ডেপুটেশানিষ্টদের বিরুদ্ধে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মামলা এবং নানারকম মিথ্যা মামলা করে, চক্রান্ত করে, ছাত্রদের নামে কেস করা হল। শুধু মামলাই নয়, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, সেই স্কুলের ছাত্র সে

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার কেনডিডেট, এটা পরীক্ষার বছর, অনেক অনুরোধ করে তাকে মুক্ত করা হয়, কারণ তা না হলে লজ্জা, এই সমস্ত কেলেংকারী, তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন সেই গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে পরীক্ষায় বসার জন্য এমন সময় ছাড়া হল, যখন তাড়াতাড়ি করে সেণ্টারে উপস্থিত হওয়ার সময় নেই। এই হচ্ছে ও*দের চরিত্র স্যার, যার জন্য পুলিশ আরও বাড়াচ্ছেন। পুলিশ বিভিন্ন গণ আন্দোলনের কর্মীদের এরেষ্ট করে, বছরের পর বছর যাচ্ছে, আই, বি, রিপোর্ট দাখিল করা হয় না. কোন চার্জসীট করা হয় না, ৩/৪ বছর পর্যন্ত। আমি দেখেছি স্যার পুলিশদের, সি, আর, পি দের কণ্ডাক্ট রুলস এ আছে ১৫ দিনের ভেতর তাকে ইনভেষ্টিগেশান শেষ করতে হবে, রিপোর্ট প্লেস করতে হবে ৩/৪ বছর হয়ে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ বছর পাড় হয়ে গেছে, হাজার হাজার কেস ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে. চার্জসীট নেই। কি করে চার্জসীট দেবে ? মিথ্যা সাজান কেস দিয়ে কিভাবে আন্দোলন দমণ করা যায়, মানুষকে, ছাত্রকে পেটান যায়, এই হচ্ছে তাঁদের চরিত্র। স্যার, শুধু মেলাঘরেই নয়, সোনামুড়া মহকুমাতে ১৫টি কেস ছাত্রদের বিরুদ্ধে। ১০০ জনের মত যুবক, ছাত্র ঐ মুখ্যমন্ত্রী নিজে নেতৃত্ব দিয়ে সেই পুলিশ দিয়ে আটক করে রেখেছেন। সোনামুড়ায় আরেকটা ঘটনার কথা আমি টানছি। সেই কাজল বর্মণকে হত্যা করা হয়েছে। বেকার যুবকরা অফিসে ডেপুটেশান দিতে গিয়েছিল, সারা ত্রিপুরায় বন্ধ ডাকা হয়েছিল, হরতাল হয়েছিল, কিন্তু সেই রবীন্দ্র সোম. তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তিনি তখন এস, আই, ছিলেন, তারপর সরকার তাঁকে প্রমোশান দিয়ে দারোগা করেছেন। স্যার, এনকোয়েরী রিপোর্ট নেই। জুডিশিয়েল এনকোয়েরী করার দাবী করা হয়েছিল, তারপর ডিপার্টমেণ্টাল এনকোয়েরী, মেজিষ্ট্রেট এনকোয়েরী, সেই এনকোয়েরীর রিপোর্ট আজ পর্যন্ত নেই। কোন রিপোর্ট তাঁরা প্রকাশ করেন না জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে, সমস্ত জাল জুয়াচুরির সমস্ত কেস গোপন করে রাখেন, এই হচ্ছে তাঁদের ইতিহাস।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার আরও একটা কাট মোশান রয়েছে, আপনার সময়তো শেষ হয়ে এসেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, তাহলে কি আমরা আলোচনা করতে পারব না, কথাই বলতে পারব না ? আমার আরও একটা কাট মোশান, সেটাও বলতে হবে। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা তথ্য মাননীয় মন্ত্রী—ডিপার্টমেণ্টাল মিনিষ্টার ইন-চার্জ, এই হাউসে প্রকাশ করেছেন। গত ১১ মাসে, ৬৮টি ডাকাতি হয়ে গেল, ৬১টি নরহত্যা হয়ে গেল। গ্রামে কতরকম গরু চুরি, অন্যান্য চুরি হারমাদি, ছিনতাই, লুটপাট ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই লুটপাটের ইতিহাস কেন মন্ত্রীরা গোপন রাখেন ? কোনদিন তাঁরা সেগুলি প্রকাশ করেন না, কিন্তু যতটুকু প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখছি যে ৬৮টি ডাকাতি, ৬১টি নরহত্যা হয়ে গেছে, এইতো পুলিশ। যত পুলিশ, বি, এস, এফ, বি, এম, পি, বাড়াচ্ছেন, তারপর এই অবস্থা। সোনামুড়া মহকুমায় ৭ দিনে ৯টা ডাকাতি হয়ে গেল। কি করে হয় ? থানা থেকে এক কিলোমিটার, দেড় কিলোমিটার দূরে ডাকাতি হয়েছে। বি, এস, এফ, ক্যাম্পের কাছে ডাকাতি

হয়ে গেল। শ্রীমন্তপুর ক্যাম্প আট কিলোমিটার দূর সেখানে ডাকাতি হয়ে গেল। সি, আর, পি, ক্যাম্প বর্তমানে ধনপুরে করা হয়েছে। তার আট কিলোমিটার দূরে ডাকাতি হয়ে গেল। স্যার, এটা পুলিশ নয়। ডাকাতি লুঠতরাজের জন্য ওরা গ্যাং তৈরী করেছে, গ্রামে গ্রামে লাঠিয়াল বাহিনী তৈরী করেছে, গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করেছে ওরা। আর গুণ্ডা বাহিনী, সাঁজোয়া বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী রেখেছে এই সি. আর, পি. পুলিশ। স্যার, আমি একটা ঘটনা বলতে চাই। নুরুন্নেসা একটি মেয়ে। সেই মেয়েকে ধর্ষণ করল, রেপ করল প্রকাশ্যভাবে রাস্তার উপর। দুর্গাপুরে। তার কোলে শিশু ছিল। সেই শিশুকে সি. আর, পি. জোর করে টেনে ধানের ক্ষেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর রেপ করল। তার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত। আমাদের মনসুর আলী সাহেব, কৃষি উপমন্ত্রী, তার নিজের বাড়ী সেই গ্রামে। তার পাশের বাড়ীর লোক স্যার, গ্রামের লোকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দল বেঁধে তারা মহিলাকে নিয়ে এসেছিল সোনামুড়া ডাকবাংলোতে। দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী সেখানে বসেছিলেন। তার কাছ থেকে কি উপদেশ পেলেন? কোর্টে যাও। স্যার, এই তো এই সরকারের মন্ত্রীদের অবস্থা। স্যার, কোর্টে গিয়েছিল তারা। আজকে প্রতিটি বাড়ীতে সি, আর, পি, ঘুরছে। তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে তোমাদের কেস্ তুলে নাও। তুলে না নিলে তোমাদের সর্বনাশ করব। এই হল অবস্থা।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি স্যার। যদুলাল চৌধুরী, যিনি সোনামুড়ায় পরিচিত, আর কৃষি মন্ত্রীর যিনি নাকি পি, এ, হিসাবে পজিশান নিয়েছেন, কত করে বেতন পান জানি না, সেই যদুলাল চৌধুরী উনার খুঁটি। সেই খুঁটি বেনামী জমি দখল করেছেন নেপাল আচার্য্যের নামে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, এটা পুলিশ বাজেটের উপর পড়ে না।

শ্রীসমর চৌধুরী : —স্যার, এই তো পুলিশের কীর্তিগুলির উপর বলছি। এই পুলিশের জন্য টাকার বরাদ্দ বাড়াচ্ছেন। সরষের তেলের টীন তারা ধরল। সেই সরষের তেলের টিন নিয়ে যায়, জাহাঙ্গীর হোসেন, সামসু আলম তারা সমস্ত সেই টিন ধরতে চেষ্টা করলো। সাংঘাতিক গুণ্ডাবাহিনী। কাজেই তারা গুণ্ডাবাহিনীর সংগে পারবে কেন? তারা এসেছিল থানায়। দুদিন অপেক্ষা করার পরও সেই থানার পুলিশ তাদের ব্যবস্থা করে নি। বরং তারা পাহারা দিয়ে সেই তেলের টিন পাচার করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হয়েছিল সোনামুড়ার এস, ডি, ও এর কোর্টে নালিশ করতে এবং সেই এস ডি, ও, যখন পরে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন দুদিন পরে তখন সমস্ত তেলের টিন উধাও। ঠিক সেই সময়ে সারা ত্রিপুরাতে সরষের তেলের লিটার ১৪ টাকা ১৫ টাকা হয়ে গেছে। থানায় এজাহার দিয়েছে, সেই এজাহার গ্রহণ করে নি তারা। তাদের খুশীমত এজাহার গ্রহণ করে। স্যার, আমার আর একটা কাটমোশান হচ্ছে ছোট ছোট শিল্পকে কাঁচামাল সরবরাহ নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কুটির শিল্পগুলি কাঠ, দেশলাই, এলুমিনিয়াম, ছাতার বাঁট, মোম, সাবান, বিড়ি, এগ্রি ইণ্ডাস্ট্রী, এক একটি করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাঁচামাল সরবরাহেও এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। চা বাগানগুলি তো বন্ধ হয়ে আছে। ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এষ্টেট, সরকার থেকে যেগুলি পরিচালন

করা হয়। উদয়পুরে, কুমারঘাটে বিদ্যুত নেই। বন্ধ হয়ে আছে। এই হচ্ছে অবস্থা। উদয়পুরে যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেট আছে তাতে সি, আর, পি, নিয়ে রাখা হয়েছে। সি, আর, পি, ইণ্ডাস্ট্রি করবে। কৈলাসহরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটে সি,আর,পি,। আর স্যার, কুমারঘাটে? সেখানে নাকি শেয়াল প্রজনন কেন্দ্র করে রাখা হয়েছে। ফ্রুট ক্যানিং ইণ্ডাস্ট্রি লেভির সুগার পায় না। লেভির সুগার যায় স্যার সমস্ত মন্ত্রীদের বাড়ীতে আর মন্ত্রীদের কিছু মস্তান আছে, তাদের বাড়ীতে। ফ্রবেষ্ট বেজড ইণ্ডাস্ট্রির কোন প্রভিশান নাই। ধর্মনগরে স্মল ইণ্ডাস্ট্রি করতে আগ্রহী সমস্ত মানুষ। কিন্তু তারা কাঁচামাল পায় না কাজেই তারা কোন ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারে না। স্যার, সোপ ইণ্ডাস্ট্রি সাবানের কারখানা, ত্রিপুরাতে যেটা নাকি গড়ে উঠার চেষ্টা হয়েছিল, কেন পারছে না তারা? সমস্ত সোপ ইণ্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, ১৯৭৩—৭৪ সালে একটা অ্যালটমেন্ট ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকার অ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিবেন কি কয়টা ইণ্ডাস্ট্রিকে তাঁরা সরবরাহ করতে পেরেছেন? কোন ইণ্ডাস্ট্রিকে সরবরাহ নাই। বরং গোপনে শোনা যাচ্ছে যে স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন যেটা করা হয়েছে সেই কর্পোরেশন আসামে নিয়ে গিয়ে গোপনে বিক্রি করে দিচ্ছে। চীফ সেক্রেটারী এবং ডিরেক্টার অব ইণ্ডাস্ট্রিএর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছিল ফ্যাক্টরীর মালিককেরা তাদের সমিতির তরফ থেকে। তাদের কিছু ব্যবস্থা হয় নি স্যার। ট্যালোর মূল্য সরকার থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। বাজারে যেমন খুশী দাম। কালো বাজারে তাদের কিনতে হচ্ছে। স্টেনলেস স্টিল সরকারের নির্ধারিত মূল্য কত। কোন শিল্প সংস্থাকে তাঁরা সরবরাহ করছেন বলতে পারেন? সমস্ত কালো বাজারে কিনে এখানকার ইণ্ডাস্ট্রি-গুলিকে চলতে হচ্ছে এবং ধুকতে ধুকতে মরে যাচ্ছে সবগুলি ইণ্ডাস্ট্রি। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। তীর্থময়ী অ্যালুমিনিয়াম কি রকমভাবে কাঁচামালের অভাবে এই ইণ্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার সম্পূর্ণ বিবৃতিটা, কর্মচারীদের কাছে, শ্রমিকদের কাছে ফ্যাক্টরীর মালিকের যে নোটিশ দিয়েছেন সেটা আমি ফ্লুরে পড়ে দিয়েছি স্যার। ৫০ জন শ্রমিক সেখানে বেকার। স্যার উপজাতি সমস্ত মেয়েরা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তাঁত ছিল। আজকে সূতা নাই। সেখানে তাদের কোন প্রডাকশান নাই। সূতার সাপ্লাই দিতে তারা পারেন না যে তাঁত ছিল সমস্ত তাঁতগুলির প্রয়োজনে সমস্ত কাঁচ মাল সূতা রং সাপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেবনাথ যারা, যাদের ব্যবসা ছিল তাঁত চালানো তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, আমি সেগুলিকে সমর্থণ করছি আর বিরোধী দলের পক্ষ যে সব কাট মোশন এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য সমর বাবু এবং অজয় বাবুর বক্তৃতা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে এই কারণে যে ত্রিপুরা থেকে যদি পুলিশ উঠিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে আমার প্রচুর টাকা বেঁচে যেত এবং সেই টাকা যদি জনসাধারণ ও কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করা যেত তাহলে দুনিয়ার মেহনতী মানুষ বেঁচে যেত— এটা সত্যি কথা। এই রকম শান্তি আমরাও চাই। কিন্তু আজকের অশান্তি এবং অস্থিরতা থেকে

সমাজকে মুক্ত করতে হবে এবং তারই জন্য সাহায্য, সহযোগিতা ও চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের এই সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। এতে যদি আপনারা রাজি হন তো খুব ভাল কথা। কিন্তু অতীত কি তার সাক্ষ্য দেয়? না বর্তমান তার সাক্ষ্য দেয়? তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়- এই যে পুলিশ বাজেটের টাকা, এই টাকা রাখার প্রয়োজন আছে এবং প্রয়োজনে সেটা রাখতে হয়। সমাজের মধ্যে যারা সমাজ বিরোধী, যারা অত্যাচারী তারা ছলনা ও চাতুর্যের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিতে চায়, নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তারা ছলনা করে, মস্তানি করে এবং সেই মস্তানদের ট্রেনিং নেয় তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে। আর যারা শান্তিতে বসবাস করতে চায় তাদের শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে সমাজের মধ্যে যে অশান্ত মনগুলি আছে, সেগুলিকে দমন করবার জন্য এই পুলিশের প্রয়োজন আছে এবং সমাজের মধ্যে কোন সুস্থ ব্যক্তি বলতে পারে না যে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের সমাজের মধ্যে দিন দিন এই পুলিশের প্রয়োজনীয়তা বোধ বাড়ছে। এটা আমাদের কোন ইচ্ছাই ছিল না, এটার প্রয়োজন আমাদের মনের দিক দিয়ে নয়। বাস্তব অবস্থার সংগে আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তাই সরকারও বাধ্য হন যে এমনিভাবে পুলিশের খাতে বাজেট বৃদ্ধি করতে। তাদের চিন্তা আমরা বুঝতে পারি, তারা ব্যাপকভাবে অরাজকতার সৃষ্টি করতে পারে জনতার মধ্যে, এটা বিগত ১৯৬৭ ইং সনের নির্বাচনের পর নকশাল আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে আমরা লক্ষ্য করে আসছে যে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ বাঁচতে চাইছে—শান্তিতে। কিন্তু এই যেন অবস্থায় যে নকশাল আন্দোলন হয়েছিল, তাকে দমন করবার জন্য এই পুলিশের প্রয়োজন ছিল। এই কারণে যে তাদের হাতে অস্ত্র থাকে, তাই তাদেরকে ভয় পায় (বিরোধী পক্ষ থেকে—ওরা কারা?) আপনারা। কাজেই তারা ভয় পায়। মার্কসবাদের কমিউনিষ্ট পদ্ধতি যাদের আছে। আমি মার্কসের যে দর্শন তাকে বিশ্বাস করি। সেটা হচ্ছে, মানবতাবাদ বা মানবপ্রেমিক। কিন্তু সেই দর্শনকে তারা নিজেদের পার্টির উদ্দেশ্যে মার্কসের যে সুন্দর চিন্তা আছে সেটাকে বিকৃত করে তারা মানুষের উপরে প্রভুত্ব করবার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তাতে মানবতা বোধ বলে কিছু থাকে না। তারা একটা আসুরিক চিন্তার মধ্য দিয়ে জনমনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বা জনমনকে তাদের আয়ত্তে আনবার জন্য যাকে বলি টেররিজাম সে দিকেই তাদের লক্ষ্য থাকে। কাজেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, শান্তির জন্য বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বোধে আমাদের এই পুলিশকে রাখতে হবে। আর সেজন্য পুলিশ বাজেট দেখলেই অসম্ভবভাবে তাদের মাথা গরম হয়ে উঠে। কাজেই অজয়বাবু এবং সমরবাবু এই পুলিশের লাল পাগড়ি দেখলে ভয় পান এই কারনে, তাদের ভয় পাওয়ার জন্য কোন কারণ নেই। তবে পুলিশের মধ্যে যে দুর্নীতি নাই, এটা আমি নিশ্চয় বলব না। সরকার অবশ্যই এই দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু আমাদের আর্মড পুলিশের প্রয়োজন নাই, একথা ঠিক নয়। একটু আগেও আমাদের এখানে মিজোর আক্রমণ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে তারা আবার দাবী রাখছেন যে এই দিক দিয়ে সরকারের সতর্ক থাকা উচিত। তারাই আবার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করেন যে দেশের শান্তি রক্ষার জন্য, সীমান্ত রক্ষার জন্য। কাজেই তারাও এসব বুঝেন,

বুঝেন না এমন কথা আমরা বিশ্বাস করি না। তবুও তারা পুলিশের বিরুদ্ধে নানা কথা বলবেন, তাদের বলতে হবে কেন বলতে হবে না এই কারণে যে এই যে এই মানুষগুলিকে তাদের বলতে হবে যে দেখ পুলিশের জন্য বাজেটে কত টাকা রাখা হয়েছে, অথচ সেই টাকা দিয়ে দেশের দারিদ্র দূর করা যেতে পারে এই রকম অনেক কিছু করা যেতে পারে। এটা তো আমরাও বুঝি। আমরা বুঝি যে দেশের মধ্যে যুদ্ধ কিছু না থাকলে, দেশের জন্য বিদেশে কুটনীতি বিধ না থাকলে, কেউ যদি আমাদের আক্রমণ করতে না আসে, তাহলে মিলিটারী আমাদের বাড়াতে হত না। এটা তো গান্ধিরাজী বার বার বলেছেন। কিন্তু আজ রাষ্ট্রের মধ্যে এই যে আক্রমণ তার থেকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের এই পুলিশের প্রয়োজন। আর তা না হলে যদি আপনারাও আমাদের মত চিন্তা করতেন, তাহলে নিশ্চয় আমরাও পুলিশ বাজেট কমাতে পারতাম। মিলিটারী বাজেট কমাতে পারতাম বিশেষ করে যদি আমাদের বিরুদ্ধে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র না থাকত। যদি চীনারা এভাবে আমাদের উপর আক্রমণ না করত, তাহলে আমাদের সাথে চক্রান্ত করে আসত না। কাজেই ১৯৬২ সালের আক্রমণকে আমরা ভুলতে পারি না এবং ঐ নকশাল আক্রমণও আমাদের ভুলবার নয়। এই সবই আমাদের মনে আছে এবং জনতার প্রয়োজনে জনতার দ্বারা গঠিত সরকারকে আজকে এই কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার সময় অল্প, কাজেই আমি আর বেশী কিছু বলব না। তবে আমি ইণ্ডাষ্ট্রির সম্পর্কে কিছু বলব। আমাদের দেশ গরীব এবং জনবহুল আমরা শুধু বেকারীর অশান্তির মধ্যে নাই, আমাদের দেশে অগনিত বেকার আছে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং আমাদের গ্রামগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনীতিতে বা রোজি রোজগারের দিক দিয়ে আজকে স্বাবলম্বি ছিল। আমরা জানি যারা কামার আছে, যারা কুমার আছে, যারা সূতার আছে, যদিও সেদিন ছিল এগুলি সম্প্রদায়গত ব্যবসা, আজকে এটাকে আমার সম্প্রদায়গত ব্যবসা বলে ভাবতে পারি না। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলিকে যদি আমরা সুযোগ সৃষ্টি না করে দেই, আজকে যারা অসহায় মানুষ, যাদের জন্য আজকে আমাদের এই ক্রন্দন আর যাদের জন্য আমরা বাজেট বরাদ্দ রাখি, তাদের দিকে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা, তাদেরকে কুটির শিল্পের মাধ্যমে কতটা আনতে পারি, তাদের আর্থিক রোজি রোজগারের পথ কতটা খোলে দিতে পারি, সেদিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার। সেজন্য আমি বলব গ্রামের মধ্যে কুটির শিল্পকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে তার সাথে সাথে কৃষির দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কারণ শিল্প এবং কৃষি পরস্পরের উপর নির্ভর শীল। আজকে আমরা যদি কাঁচামাল এর যোগান না দিতে পারি তাহলে আমাদের গ্রামীন শিল্পকে গড়ে তোলা যাবে না। কৃষিতে যদি আমরা কাচামালের উৎপাদন করতে পারি এবং তার সাথে সাথে যদি ইণ্ডাষ্ট্রী করতে পারি তাহলে সেখানে কাঁচামালের সরবরাহ দিয়ে গ্রামের অর্থনীতিকে গড়ে তোলতে পারব এবং তাহলে পর শহরে আসার যে ঝোঁক, যেটা আমরা চিন্তা করি যে আমাদের গ্রামগুলি শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু মানুষের দৃষ্টি শহরের দিকে। কারণ চাকুরীর মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা কোন দিনই সম্ভব না। কাজেই উৎপাদন ভিত্তিক টাকা যদি আমরা বাজেটে

বরাদ্দ রাখি, তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতি বলিয়ান হয়ে উঠবে আর তাতে আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে, সেটাও দূর হবে তাছাড়া গ্রামের মধ্যে যে বেকার আছে, তাকে আমরা অনেক সময়ে চোখে দেখি না, কারণ আমরা তাদেরকে দেখি কৃষিতে সেখানকার কামার কুমার সুতার যারা আজকে কাজ পায় না, সূত্রধরেরা যে কাঠের কাজ শিখেছে, পুঁজি ছাড়া তারা সেই কাজ করতে পারছে না। তাই আমি মনে করি, এই দিক দিয়ে যে যারা নাকি কাঠের কাজ শিখেছে, যারা নাকি ব্রুকসমিথের কাজ শিখেছে আর যারা নাকি জুতা সেলাই করে—যাদেরকে আমরা মুচি বলি, আর যারা কাপড় বুনে আমাদের লজ্জা নিবারণ অথচ তাদের লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হয় না, তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, আর যারা জুতা বানায় অথচ নিজেরা সেই জুতা পায়ে দিতে পারে না, এই যে অসহায় মানুষগুলির জন্য আমরা কি করতে পারি? তাদের জন্য আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আর সেটা শুধু কাগজে কলমে থাকলেই চলবে না। আজকে আমাদের গরীবি হঠানোর চিন্তা, যে চিন্তার মাধ্যমে ইন্দিরাজী ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে একটা বিপ্লব আনতে চেয়েছেন, সেই বিপ্লবকে স্বার্থক করে তোলবার জন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। এই দিক দিয়ে বিরোধী দলের যারা আছেন, আমি আশা করব, সরকারের বিরোধীতাই যেন তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য না হয়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কর্তব্য যদি ক্ষমতা অধিকার করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু এবং ব্যক্তিত্বের চরিত্র হনন করে সরকারকে যেন তেন প্রকারে মানুষের হেয় করবার উদ্দেশ্যই যদি তাদের হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো আপনাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারে সাময়িক ভাবে। কিন্তু যাদের প্রয়োজনে আপনাদের এই চিন্তা সেটা কার্যকর রূপ নেবে না এবং মানুষ কোন দিনই তাকে সাহায্য করবে না। আমি আমার বক্তব্য এটুকু বলে শেষ করছি—ইণ্ডাষ্ট্রি—যেমন কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রামের মধ্যে যে তাঁতীরা আছেন, গ্রামের মধ্যে যারা কামার আছে, যারা সুতার আছে এবং ছোট ছোট আরও এই রকম অনেক আছে তাদের দিয়ে অনেক জিনিষ করতে পারি। আমি দেখছি একজন মুচিকে যদি একটা মেসিন দেওয়া হয়, টাকা দেওয়া হয় এবং চামরা দেওয়া হয় তাহলে তার একার রোজগারে গোটা পরিবার চলতে পারে। কিন্তু কোথায়? আমরা কয়টা লোন তাদেরকে দিতে পারি? কাজেই সেদিক দিয়ে যদি আমরা দৃষ্টি দেই—বিশেষভাবে এই দৃষ্টি কাগজে আছে, মন্ত্রীদের আছে, ইন্দিরা গান্ধীর আছে, আমাদের আছে এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব—যথাযথ ভাবে এই কাজ পরিকল্পনায় রূপায়িত না করতে পারলে—এই ব্যর্থতা যারা আনতে চায় সমাজে হতাশার সৃষ্টি করে তাদের মনোভাব আর সেই সব কর্মচারীদের মনোভাব একই। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এই লড়াই কঠিন কিন্তু লড়তে হবে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং সমস্ত বাজেটের ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি এবং কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাটমোশান এনেছি, ধর্মনগর মহকুমায় সি, আর, পি, অত্যাচার সম্পর্কে। কাটমোশান সম্পর্কে আলোচনা করতে

গিয়ে আজকে প্রথমেই কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বিনয়ভূষণ ব্যানার্জী যে বক্তব্য রেখেছেন সেই প্রসংগে ক'টি কথা বলতে চাই। পুলিশের প্রয়োজন নেই এমন কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বৃটিশ আমলে পুলিশের যে চরিত্র ছিল তাকে ঢেলে সাজান আজ পর্য্যন্ত হয়নি। স্বাধীনতার পর পুলিশকে যেভাবে ঢেলে সাজান প্রয়োজন ছিল জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করা সেই প্রচেষ্টা বা সেই প্রয়াস আমাদের ভারত সরকারের নীতিতে নেই। আর নেই বলেই আমরা দেখছি যে পুলিশকে লাগান হচ্ছে গণ আন্দোলন দমনের কাজে। পুলিশকে লাগান হচ্ছে যেখানে মানুষ তার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে সেই সব গণতান্ত্রিক মানুষের সমস্ত অধিকার হরণ করবার জন্য এই পুলিশকে কাজে লাগান হচ্ছে। এমনই অবস্থা আমরা দেখছি। আর আমরা যে জিনিষটা প্রত্যক্ষ করি—ত্রিপুরায় বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, প্রচুর পরিমানে রাখা হয়েছে। এদের জন্য টাকাও ধরা হয়েছে এবং বাজেটে টাকাও আছে--৬০ লক্ষ টাকা বাজেট প্রভিশান করা হয়েছে বি, এস. এফ, এবং সি, আর, পির জন্য কনট্রিবিউশান। অথচ এই সি, আর, পি, এবং বি, এস, এফ,কে রাখা হয়েছে সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই দেখার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখছি ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে এই সি, আর. পি, এবং বি, এস, এফ, নানাভাবে গণতান্ত্রিক মানুষের উপর অত্যাচার করছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, বিভিন্ন রিপোর্টে উঠেছে। আর আমি দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কাঞ্চনপুরের ছারমাছড়া গ্রামের প্রাকাংসাং রিয়াং চৌধুরী কুলডংমাইর একদল সশস্ত্র পুলিশ সেই গ্রামে গিয়ে পাঠা কেটে ভুরিভোজন করে এবং উপভোগের জন্য নারী দাবী করে। দৈনিক সংবাদে উঠেছিল এই খবরটা। কেবল এই জায়গায়ই নয় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি। সাতনালায় রিয়াং অ্যাসিস্ট অঞ্চলে তীর্থরাম রিয়াংয়ের বাড়ীতে সি, আর, পি, জোর করে ঢুকে সেখানে তারা মদ খায়। তীর্থরাম রিয়াং বাড়ীতে ছিলেন না। তার স্ত্রীকে ধরে টানে এবং শ্লীলতা হানীর চেষ্টা করে। সেখানে অনেক লোক গিয়েছিল পঞ্চায়েত সেক্রেটারী গোপেন্দ্র চক্রবর্তী নিজে সামনে এসেছিলেন সেটাকে প্রতিরোধ করতে। তাকে ভয় দেখান হল। এবং এর পর দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী ঘুরে তারা নারী শিকারের চেষ্টা করেছিল। গ্রামের মেয়েরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। এটাও পত্রিকায় বেরিয়েছিল। গ্রামের যুবকরা যখন বাধা দিল—সুরেন্দ্র রিয়াং, কৃষ্ণরাম রিয়াং, হারান রিয়াং--তারা বন্দুকসহ যে ক'জন সি, আর, এসেছিল তাদের আটক করেছিল তাদের পাকরাও করেছিল এবং ক্যাম্প কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিচার হয়নি। পি, ই, ও-কে জানান হল কাঞ্চনপুরের। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন বিচার হয়নি। সি, আর, পি, যে কাজ করেছে যে অন্যায় করেছে তার বিচার আজও হয় নাই। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয়নি। বহু ঘটনা এ ধরণের আছে। দশদায় এক উপজাতি মেয়ে—ভারতী রিয়াং গত ২৭-০-১৯৭৪ ইং তারিখে বি, এস, এফ, তার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করল। তার মা বাধা দিতে গেল তাকে লাথি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল এবং দেখা গেল তার স্বামী যখন বি, এস, এফ,এর কাছে গেল তখন তাকে বেধে পিটান হল। দল বেধে সেই গ্রাম তারা আক্রমণ করল। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দেখুন সেখানে এই ঘটনা বেরিয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন ঘটনা আমরা দেখছি পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং ঘটনাগুলি

সত্য। বি, এস, এফ-এর বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হচ্ছে সেই কেসের শাস্তি হবে কি হবে না বলা মুসকিল। বিভিন্ন জায়গায় এটা হচ্ছে। স্যার, কিছুদিন আগে রাঘনায়, তার স্বীকৃতি অর্থমন্ত্রী দিয়েছিলেন। বি, এস, এফ, জোর করে বাড়ীতে ঢুকে লোকজনদের বেধে রেখে অন্যায়ভাবে তাদের মারপিট করল। বলা হয়েছে তদন্ত হচ্ছে—বহু জিনিষের তদন্ত চলছে--বহু বি, এস, এফ,র এবং সি; আর, পি,র বিরুদ্ধে জি,ডি, এন্টি দেওয়া হয়েছে থানায়। ৭ জন সি, আর, পি, এবং ১৪ জন বি, এস, এফ'র বিরুদ্ধে থানায় জি, ডি, আছে কিন্তু শাস্তি এখনও পর্যন্ত একজনেও পায়নি। এই অবস্থা সেখানে দেখা যায় এই বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, রা কি করছে ত্রিপুরার মানুষের উপর সেটি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। স্যার, আর একটা ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। বিলোনীয়ায় কুয়াইপায় বি, এস, এফ, ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পের সামনে শ্রীকান্তবাড়ীর কাছে জুমিখা এলাকায় বি, এস, এফ, মদ মুর্গী খাওয়ার জন্য প্রায়ই গ্রামে এসে হানা দেয়, ওখানকার লোকদের জুলুম করে টাকা নেয়, তারপর একদিন ৭-১-১৯৭৪ ইং তারিখ একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে একজন দোকানদার, সুরেশ দাস, সে আপত্তি করেছিল সেজন্য তার কাছ থেকে জোর করে ২০০ টাকা আদায় করে নিল। এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। বি, এস, এফ, বিভিন্ন এলাকায় স্লেভ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করছে। স্যার, আমি সময় চাই—স্লেভ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করছে তারা। বিরোধী দলনেতা একটা জায়গার কথা উল্লেখ করেছিলেন অভিযোগ এনেছিলেন, দশদা, ফুলদংসাই—নারীচুরির আমি সেই সব কথা বলছি না। নূতন স্লেভ ক্যাম্প—করবুক জলাইয়া বর্ডার যেখানে আমরা দেখছি গ্রামের মানুষকে ধরে--মহান্ত রোয়াজা পাড়া, যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া, বীরেন্দ্র রোয়াজা পাড়া এই সব এলাকার লোকজনদের বিনা পয়সায় খাটান হচ্ছে। ছন কেটে বাঁশ কেটে ঘর তৈরীর জন্য তাদের খাটান হচ্ছে। ধর্মনগর হাফলংয়ে কি হল? পশ্চিম হাফলংয়ে গত ২৩,১১, ১৯৭৩ ইং তারিখে বাগানের মেনেজারের স্বার্থে দয়ারাম দাসের উপর আক্রমণ হল। পুলিশী আক্রমণ। সেই দয়ারামকে বলা হল রোজ তোমাকে থানায় যেতে হবে। সে অপরাধী নয় বাগানের মেনেজারের স্বার্থে তার উপর আক্রমন হল। থানায় গিয়ে তোমাকে প্রমান দিতে হবে যে তুমি এখানে আছ। তারপর সপ্তাহে ৪ দিন ৩ দিন যেতে হবে এই রকম বলা হয়েছে। এর পরেও থেকে থাকেনি। একটা বাঁধ—পশ্চিম হাফলংয়ে—বহুদিন ধরে সেটা আছে সেই বাঁধ। মেনেজার এসে সেই বাঁধ কাটতে চাইলে গ্রামের লোকেরা বাধা দিল। তখন দেখা গেল উল্টো এসে গ্রামের লোকের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে এস, ডি, ও'র কাছে এই ব্যাপারে বার বার পত্র দিয়েছি চিঠি দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না যে অপরাধীর শাস্তি হয়েছে। অথচ এই ধরণের কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে করা হচ্ছে এই জিনিষটা আমি লক্ষ্য করছি। স্যার, আমরা যে জিনিষটা দেখছি যে প্লেন চার্জের কথা যেটা বলেছিলাম, প্লেন চার্জ বি, এস, এফকে যেমন তৈরী করছে (রেড লাইট) স্যার, আমাকে আর কয়েকটা মিনিট সময় দেন স্যার। বি, এস, এফকে তৈরী করছে তা নয়, আমরা এস, পি, সাহেবের বিরুদ্ধে কোচার সাহেব যখন ছিলেন নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের এস, পি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল এই সম্পর্কে। অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি অর্ডিনারী সিপাহীকে স্লেভে পরিণত করেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদেরকে দিয়ে জুম চাষ করাচ্ছেন, ঘর বাড়ী তৈরা করানো এই

সব তিনি কমিয়ে নিচ্ছেন বিনা পয়সায়। সিপাহীরা যখন প্রতিবাদ করলো তখন ১১ জনকে টারমিনেট করা হলো সেই ১১ জনের মধ্যে একজন রঞ্জিৎ ঘোষ, সে আত্মহত্যা করেছে। আরেক ভদ্রলোককে দিয়ে কোচার হাজার দুই হাজার টাকা ড্র করিয়েছিলেন এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছিল কিন্তু কোন শাস্তি হয়নি তাকে শুধু ট্রেন্সফার করা হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা থেকে আগরতলায়। এই অবস্থাটা আমরা দেখছি। তাই যখন আমরা দেখি যে প্রাইম মিনিষ্টার আসবেন আসবার কথা যখন শোনা যায় তখন দেখা যায় সি, আর, পি, বি, এম, পি, বি, এস, এফ, দিয়ে একেবারে বন্যা বহিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগরে কয়েক দিন আগে আমি দেখেছি যে বি, এস, এফ এর বন্যা, সি, আর, পির বন্যা, বি, এম, পির বন্যা আর যার ফলে প্রাইম মিনিষ্টার অবশ্য ধর্মনগর থানটি কেনসেল হয়ে গিয়েছিল যার ফলে কয়েকটা স্কুল বন্ধ থাকলো. চন্দ্রপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল, গঙ্গানগর সিনিয়র বেসিক স্কুল, রাজবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল, কয়েক দিনের জন্য সেখানে লেখাপড়া বন্ধ থাকলো, কারণ সি, আর, পিরা সেখানে থাকবে, বি, এস, এফরা সেখানে থাকবে, তার কারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা দরকার, এই নিরাপত্তার জন্য পড়াশুনা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৪/৫ টা দিন স্কুল বন্ধ করা হয়েছে কোন অধিকারে? একটা রাজ্যের লেখাপড়া শিক্ষায়তনকে বন্ধ করেছেন। আর পুলিশ বিভাগে দিনের পর দিন তারা টাকা বাড়িয়ে যাচ্ছেন। স্যার, গত বছর যেখানে ছিল ৩,৫০,৪৪,৫০০ টাকা পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, হোমগার্ড, ট্রেন্সপোর্ট, কমুনিকেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এইবছর সেখানে ৩,৬২,২০,০০০। স্যার, কোন দিকে দেখুন ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৬, ২৫ হাজার টাকা, লোন টু এগ্রিকালচারাল লেবারার ৮৫ হাজার টাকা, তারপর ক্রেশ স্কীমে এর, এডুকেটেড আন-এ্যামপ্লয়মেন্ট কাফএর্মিলিয়ন জবে ৯০ হাজার টাকা মোট ১,৪০,০০০ টাকা। আর ডিমাণ্ড ২৬ এ প্রেডুসিয়াস রিলিফ, টেষ্ট রিলিফ কন্টিজেন্ট প্রেনিং এর জন্য ১০,৫০,০০০ টাকা ডিমাণ্ড ৩৪, ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজের জন্য ৭৪ লক্ষ ২৬৯ টাকা মোট ৮৬,১৬,০০ টাকা। পুলিশের বাজেটের সঙ্গে একবার তুলনা করে দেখুন এতগুলি বাজেট উল্লেখ করা হলো, পুলিশের বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন যে জনস্বার্থে এই সরকার কাজ করছে কি না না জনবিরোধী নীতি তারা গ্রহণ করছে। আমি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ড নং ১১, ২১, ২৬, ৩৪, ৩৮, ৪৪, ৪৬ এবং ৪৭ এই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সকল কাট মোশান এসেছে সেইটার আমি বিরোধীতা করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশের সম্পর্কে, পুলিশের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে কারও দৃষ্টিতে পুলিশ থাকা উচিত আবার কারও দৃষ্টিতে থাকা উচিত নয়। বিরোধী পক্ষ থেকে ঠিক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আমরা শুনছি। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ রাখা হয়। যদি দেশে শান্তি বিরাজ করে তাহলে পুলিশ খাতে টাকা না রাখাই উচিৎ। বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এই যে সেই দিন ধর্মনগরের যে ঘটনা নিয়ে একটু আগে কলিং এ্যাটেনশন এসেছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের ইন্টারনেল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বলেই পুলিশ রাখা হয়। কাজেই

যদি শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তাহলে সেখানে পুলিশের বাজেট রাখা দরকার, অর্থ বরাদ্দ দরকার সেই সব ক্ষেত্রে সরকার অর্থবরাদ্দ চেয়েছেন। এই পর্য্যন্ত হাউসকে কেউ আশ্বাস দেন নি যে দেশে সম্পূর্ণ শান্তি থাকবে, পুলিশ খাতে টাকার দরকার নেই সেইটা অন্য খাতে নেওয়া হোক। এমন কোন আশ্বাস কেউ দেন নি। কাজেই পুলিশ খাতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন আছে এইটা পরোক্ষভাবে তারা স্বীকার করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতদিন পর্য্যন্ত পুলিশের বরাদ্দের ব্যাপারে এত কথা বলার পর মাননীয় সদস্য অজয় বাবু উনি আবার পুলিশের জন্য যেন কান্নায় ভেসে যাচ্ছেন, হোমগার্ডের জন্য কান্নায় ভেসে যাচ্ছেন আবার আরেক জন বকে যাচ্ছেন। আবার উনি নিজে মুখে পুলিশের বিরুদ্ধে বলেছেন। কাজেই তাদের কথার মধ্যে কোন সারত্ব নেই বলার আছে তাই বলে যাচ্ছেন। এই যদি অর্থ হয় তাহলে বক্তৃতা করা যেতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের দরকার আছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, আভ্যন্তরীণ গোলমাল রক্ষার জন্য পুলিশের দরকার আছে। আমি পুলিশকে রিঅরগেনাইজেশান করে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দেখছি গ্রামে গ্রামে যে সব পুলিশ ষ্টেশন আছে পুলিশ অফিসার বা সাধরণ কনেষ্টবল আছে সেখানে থানা আছে, সেখানে কিছু পুলিশকে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকতে হয়। নিজস্ব কোন কোয়ার্টার নেই। পুলিশের যদি নিজস্ব কোয়ার্টার থাকতো তাহলে অফিসারদের কাছে থেকে তাদের কাছ থেকে সৎ বুদ্ধি নিয়ে পুলিশ কোথায় কোথায় অত্যাচার হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে তা দেখতে পারতো। কোথায়ও যে অত্যাচার হচ্ছে না সেই কথা আমি বলছি না হয় তো কোথাও ছোটখাট বিক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে সেইটাকে যদি ডাইরেক্ট কনট্রোলে রাখতে হয় তাহলে থানাতে প্রত্যেকটা পুলিশের জন্য কোয়ার্টার থাকা দরকার। সেই রকমভাবে কিছু অভাব আছে তাহলেও হচ্ছে কিছু কিছু অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় কম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি পুলিশকে ডাইরেক্ট কানট্রোল করতে গেলে প্রতিটি সাবডিভিশনে একজন করে ডি, এস, পি, থাকা দরকার আছে। সেখানে যাতে অফিসার পুলিশকে ডাইরেক্ট কনট্রোল করতে পারে। তাই আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে অফিস করা হোক। আমরা দেখছি যে অন্যান্য জায়গায় পুলিশের জন্য রেশনের ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তাদের রেশনের ব্যবস্থা নাই। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে আমাদের যে সব পুলিশ আছে সেই সব পুলিশকে যাতে রেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফায়ার সার্ভিসের কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। বিলোনীয়াতে ফায়ার সার্ভিসের একটা ইউনিট আছে। সেখানে যে গাড়ী আছে দমকল আছে সেই দমকলের যে গাড়ী সেই গাড়ীতে ওয়াটার ট্যাংক নেই। কোথাও আগুন যদি লাগে, গাড়ী যাচ্ছে কিন্তু পাশে কোন জলের ব্যবস্থা বা পুকুর বা কোন ব্যবস্থা নাই বলে তারা কাজ করতে পারছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করবো প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশনে ফায়ার সার্ভিসের যে ইউনিট আছে সেখানে ট্যাংক, ওয়াটার ট্যাংক বাহিনী গাড়ী যাতে দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইনডাসট্রি সম্পর্কে কিছু বলবো। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য সেখানে মেজরিটি হচ্ছে কৃষক। এখানকার উৎপাদিত জিনিষ দিয়ে যাতে এখানে শিল্প গড়ে উঠে যাতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠে সেইজন্য আমাদের চেষ্টা করা

দরকার। এখানে যে সব ছেলেমেয়ে বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে বেকার সমস্যা সমাধান করতে গেলে সেখানে কৃষি ভিত্তিক ইনডাসট্রি গড়ে তুলা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বগাফাতে দেখছি একটা ইনডাসট্রির ইউনিট আছে সেখানে একজন এক্সটেনশন অফিসার আছেন। বিগত দুই বছর যাবত এখানে আমরা দেখছি সেই বগাফায় নেই ইনডাসট্রি ইউনিট অচল, মৃতপ্রায় অবস্থায় পরে আছে। এখন একটু সচল হয়ে উঠছে কিন্তু যে এক্সটেনশন অফিসার আছেন উনার কোন কর্ত্তব্য আমি দেখেনি। গ্রামে কিছু স্মল ইনডাস্ট্রি হতে, সমস্ত ইনডাস্ট্রিই আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর পরে সেখানে একটা খাদি গ্রামদ্যোগ শিল্প ইননিট ছিল। সেইটাও মৃত প্রায় হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের লোকের দ্বারা যে সব শিল্প গড়ে উঠছে এই এক্সটেনশান অফিসার সেইগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি যদি কাজ করি তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে আসবে এবং কংগ্রেস অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করবে তাই আমি কাজ করবো না। আমি কাজ না করলে কংগ্রেসের বিপক্ষে আসবে। তাই উনি কোন কাজ করছেন না। আমি অভিযোগ করছি এই হেন কাজকর্ম যেখানে চলছে। তাই আমি বলছি এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যে তার কর্ত্তব্য তাকে করতে হবে। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত সে সেখানে কোন কিছু করে নাই, শুধু বসে বসে কুটনীতি চালছে। ভিতরে ভিতরে সরকারকে বেকায়দায় ফেলছে, সরকারকে হেমারিং করছে যাতে সরকার অচল হয়ে যান। কাজেই আমি বলছি এই সব শ্রেণীর যারা নাকি কর্ত্তব্যে সচল নয় তাদের শাস্তির বিধান করা হোক। এই ভাবে গ্রামীণ যে শিল্প গড়ে উঠেছিল সেইগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে টুকু দেখছি গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু সেন্টার যেগুলি ট্রেনিং কাম-প্রোডাকশন সেন্টার, এইগুলি করা যায় গ্রামে সেখানে যাতে চড়কার সিসটেম করা যায় সেখানে তাঁতীদের জন্য কো-অপারেটিভ করে তাঁত শিল্পের উন্নতি করা যায়, তাঁত শিল্প যাতে গড়ে উঠে, হরিপুরে প্রচুর তাঁতী আছে, বাইখুরার দিকে প্রচুর তাঁতী আছে, লালছি প্রচুর তাঁতী আছে, তাদের একমাত্র ব্যবসা ছিল তাঁত, পাকিস্তান হওয়ার আগেও ছিল, বাংলাদেশ থেকে তারা তাঁত নিয়ে এসেছে, আবার পাকিস্তানের অত্যাচার এর পরেও তারা তাঁত নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা সেখানকার যে একসটেনশান অফিসার, তাদের তরফ থেকে নাই। আমি বলছি তাঁতীদের জন্য কো-অপারাটিভ করে গ্রামীন শিল্প যদি গড়ে উঠে তাহলে বেকার ছেলেরাও সেই ছোট ছোট গ্রামীন শিল্পে কাজ করতে পারবে এবং গ্রামের কুটীর শিল্প ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে। তাছাড়া কামাড় আছে, কুমাড় আছে, ছুতার আছে, তাদের নিয়ে কো-অপারাটিভ করে এই শিল্পগুলির বিকাশ করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে বাজেটে যে প্রভিশান আছে, এইসব করার জন্য, শুধু বাজেটে টাকা ধরলেই হবেনা, যাতে এইগুলি কার্যকরী হয়, তার দিকে নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, ডিম্যাণ্ড এর উপর সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রথম কাট মোশানটি হল—'ত্রিপুরার বাহির থেকে আনিত পুলিশের তুলনায় ত্রিপুরা পুলিশকে কম ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে।'

স্যার, এখানে বাজেটে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার এই বছরের যে বাজেট বরাদ্দ, তার মধ্যে সেকেণ্ড বিগেস্ট বাজেট যেটা, সেটা পুলিশের জন্য। তবুও আমরা দেখেছি, ত্রিপুরার যে সাধারণ পুলিশ, তাদের সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে বেশী নিগলেক্টেড। যখন বাইরে থেকে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, আনা হয়, তখন ওরা রেশানের জন্য ৫৪ টাকা পায়, ডিটাচমেন্ট এলায়েন্স ৩৪·২০ পয়সা পায়, কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশ যারা, তাদের রেশনের সুবিধা নেই, ডিটাচমেন্ট এলায়েন্স, যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা নেই, ডেপুটেশান এলায়েন্স ইত্যাদি নেই এবং তাদের থাকার জন্য কোয়ার্টারের সুযোগ নেই। আমরা যতটুকু জানি কলিকাতা পুলিশের কোয়ার্টার আছে, তাদের ৫০ পয়সা কে, জি, রেশানে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানকার পুলিশকে সেটা দেওয়া হয় না এবং এর মধ্যে আরও দেখছি যে যারা নাকি হোমগার্ড, তাদের সুযোগ সবচেয়ে কম, তাদের বেতন মাত্র ৯০ টাকা। স্পেশাল ব্রাঞ্চে যারা কাজ করে, তাদের ঝড়, বাদলে, বৃষ্টিতে ২৪ ঘন্টা কাজ করতে হয়, তাদের ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স নেই। তারা কখন ডিউটিতে আসবে, কখন যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। তাদের যখন তখন হুকুম তামিল করতে হয়। বামপন্থীরা কোথায় গিয়েছে, কোথায় হাঁচি দিয়েছে, এইসব কাজগুলি তাদের করতে হয়, এমন কি, তাদের জন্য যে কাপড়চোপরের বরাদ্দ—৪টি ধুতি, চারটি গেঞ্জী এবং চারটি সার্ট পাওয়ার কথা, সেটা পর্য্যন্ত তাদের দেওয়া হচ্ছে না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল এই তিন বছরে তাদের মাত্র চারটি গেঞ্জী এবং চারটি ধুতি দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য যে একটা গরম কাপড় বরাদ্দ আছে, সেটা তারা পায় না। আমরা যতটুকু জানি, ষ্টোর রুম থেকে সেগুলি ব্ল্যাক হয় এবং বাজারে পাচার হয়। পুলিশের জন্য, হোমগার্ডের জন্য কোয়ার্টার নেই, অথচ আমরা যতটুকু জানি এই পুলিশ রিজার্ভের জনৈক বাদল দত্ত, পুলিশ অফিসার, তার ৮ শ' টাকা দামের একটা গাই আছে, সেটার জন্য তিনি হোমগার্ড ব্যবহার করছেন। পুলিশের জন্য, আজকে তাদের বাঁচতে হলে যে তার বেতন বাড়ানো দরকার, সেটা হলো না, তাদের সেই ১১২ টাকাই রয়ে গেল, অথচ তাদের দিয়ে ব্রিটিশরা যে নোংরা কাজগুলি করিয়েছিল, তাদের ফেলে দেওয়া ওভার কোট, সেই লাঠি, সেই গুণ্ডামীর রক্তমাখা ওভার কোট, কংগ্রেস আসার পর তাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আজকে পুলিশ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে জনগণের আন্দোলন দমন করার জন্য, এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। পুলিশ এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলে গেছে, পুলিশ একটা আতংকের বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে, অথচ এরা শান্তি বাহিনী, ল এণ্ড অর্ডার মেইনটেইন করা হচ্ছে এদের কাজ, কিন্তু শাসক গোষ্ঠি যে ভাবে তাদের ব্যবহার করছেন, তারা জনসাধারণের কাছে প্রব্লেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুর্জোয়া জমিদারদের ইন্টারেষ্টে, সহরের বড় বড় কন্ট্রাক্টারদের ইন্টারেষ্টে, কংগ্রেসের বড় বড় সর্দ্দারদের ইন্টারেষ্টে, তারা যখন জনসাধারণকে শোষণ করে, সেখানে যখন আঘাত আসে, সেখানে এই পুলিশকে প্রহরী হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য হচ্ছে পুলিশ। কাজেই তাদেরকে কতখানি ডিমরেলাইজড করা যায়, হ্যাংগিং পজিশানে রাখা যায়, তারই চেষ্টা চলছে। প্রতিমুহুর্ত্তে তাদের উপর ওয়ালাকে যদি সেলাম না দেওয়া যায়, তাহলে চাকুরী থাকবে না, তারা স্লেভের পর্য্যায়ে থাকবে না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জমিদারদের সংকটের দিনে প্রথম সাড়ির সামনেদাঁড়িয়ে সেই সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য যারা এগিয়ে

যাবে, তার হচ্ছে পুলিশ তাদের ডিজেনারেট করা যায়, সেই হচ্ছে তাদের চেষ্টা। কারণ তাঁরা যদি তাদের মরাল সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়, তারা যদি বুঝে যে আমি যাদের গুলি করছি, সেই গ্রামের কৃষক, আমিও তার ছেলে, উপোস থাকে বলে সে সংগ্রামে এসেছে, আমার মাহিনা কম, সেই চেতনায় প্রত্যেকটি পুলিশ যদি সঞ্জিবীত হয়ে যায়, তাহলে এটা হতে পারবে না। কাজেই তার জন্য কতকগুলি ডিমরেলাইজড সেন্টার করে রাখা হয়েছে, তার থেকে ঘুষ খেতে হবে। তা না হলে তার সেই যে ১১২ টাকার সীমা, তা ক্রস করতে পারবে না। ফ.ষ্ট'ক্লাশ অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাদের এই ১১২ টাকা আর ক্রস হচ্ছে না। যখন নাকি জিনিষ পত্রেরমূল্য বৃদ্ধি হয়, মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধি হয়, তখনও তাদের বেতন সেই ১১২ টাকাই থাকে। এমন একটা জায়গায় তাদের সীমা বেধে দিয়ে, তাদের এক একটা সেন্টারে ছেড়ে দেওয়া হয়, যা পরে দুর্নীতির অংশ 'এর শরিকদার হও, এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে, কারণ ওদের এমন একটা ক্রস বেল্ট করে রাখা হয়েছে, সেখানে দুর্নীতি ছাড়া তাদের চলে না। ওদের জন্য জুতো দেওয়া হয়, শুনেছি এমন গল্পও আছে পুলিশের জুতো নিয়ে যে পুলিশ যখন নূতন জুতো পড়ে তখন কুকুর নাকি পুলিশের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে যে জুতো দেওয়া হয়, সেই চামড়া বৃষ্টিতে ভিজে এমন পঁচা দুর্গন্ধ বেরুয়, যে তাদের পেছনে কুকুর ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ইউনিয়ন করার সুযোগ তাদের নেই—এবং সুযোগ নেই বলেই যখন দেখা গেল তারা সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তখনই নানারকম সার্কুলার ওদের কাছে আসে। কিন্তু এদের কাছে কি সার্কুলার গেছে তোমাদের কার কি গ্রিভেন্স আছে বল। সেই গ্রিভেন্স জানানর সুযোগ কোথা নেই। কিন্তু এই সাধারণ পুলিশকে দিয়ে, কনষ্টেবলকে দিয়ে যতরকমের নোঙরা এবং নেষ্টি কাজ করানো হচ্ছে, তাদের সেই সমস্ত কাজ করানোর জন্য তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু এই স্লেভ ড্রাইভারদের দিন দিন বদলের পালা এসেছে। কারণ আজকে এর খানিকটা এদের কিছু জীবন জীবিকার প্রশ্নে, খানিকটা সামাজিক মর্য্যাদার প্রশ্নে আজকে সচেতন হয়ে উঠেছে। অথচ এই পুলিশ বাজেট দেখা যায় সেকেণ্ড বিগেষ্ট বাজেট, আমার ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে অনেক বেশী, আমার দুধের থেকে অনেক বেশী বাজেট, কিন্তু সাধারণ কনষ্টেবল, তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। অথচ তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না। ইংরেজের আমলে, তারা রোজী রোজগার, শোষণ করার জন্য এই দেশে এসেছিল, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তাদের কোন সুযোগ সুবিধা নেওয়া হল না।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে চৌকিদার সম্পর্কে, তাদের বলা হয় ভিলেজ পুলিশ। কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ধারণা, তাদের গ্রামের চোর তাড়ানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। পাড়ার চুরি ডাকাতি, রাহাজানির তারা প্রহরা। তাদের হাতে একটা লাঠি, এই নিয়ে তারা সারা রাত্রি গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহাড়া দেবেন। কি তার সার্ভিস? দারোগার জন্য মুরগী সংগ্রহ করতে হবে, পুলিশ গেলে তার জুতা বহন করতে হবে, মন্ত্রীরা গেলে তাঁর যে সিকিউরিটি ষ্টাফ থাকে, তাঁরা ঘুমাবেন, তাদেরকে পাহাড়া দেবার জন্য তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ দিন, রাত, ঝড় নাই, বাদল নাই তারা হারিকেন হাতে নিয়ে ঘুরবে আর সারা রাত হাঁক দিয়ে বেড়াবে সজাগ হায়। অথচ ওদের জন্য মায়না বাড়াবার

নাম নাই। ওরা নাকি সরকারী কর্ম্মচারী নয়। তারা আজকাল চার টাকা করে রোজগার করে। একটা চৌকিদার সেও তো মানুষ। তাদেরও তো ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে হয়। তার পেটের সাইজ আমাদের মন্ত্রীদের পেটের সাইজের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাদের ভিলেজ পুলিশ বলা হয়। কিন্তু তাদের কোন বেতনের স্কেল পর্য্যন্ত নাই। আমার আর একটা কাট মোশন হচ্ছে আগরতলা শহরে পুলিশের গুণ্ডা দমন করতে পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে। আগরতলা শহরে ক্রমশঃ প্রতিটি লোক অনুভব করতে সুরু করেছে আমরা কোথায় আছি, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা আছে কি না। সন্ধ্যায় যে মেয়েটা সিনেমায় যায় রাত্রি ৯ টার বাসে সে ফিরে আসবে কি না? এটা কি রাজত্বে বাস করছি? পুলিশের বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে অথচ গুণ্ডা দমনে নজর নাই। সেখানে পুলিশ ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই আগরতলা শহরের মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায় দুইটা খুন হয়ে গেছে। এম, বি. বি, কলেজের স্কীর গোপাল নিহত হল, কই গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে কয়দিন রাখা হয়েছে? তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে সুবল পাল নিহত হল। কাউকে তো গ্রেপ্তার করা হল না। সেদিন অনন্ত দেবনাথের বাড়ীতে হানলা হল, তার বাড়ীতে ৯ মাসের গর্ভবতীকে লাথি দিল। দেখা গেল গ্রেপ্তার করেও রাতারাতি তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হল। একটা ন্যায় নীতি নাই। একটা বামপন্থী কর্মী কখন হাঁচে, কখন কাশি দিয়েছে সেই নাম পর্য্যন্ত পুলিশের খাতার মধ্যে পাওয়া যায়। আর যে খুন করল তার নাম জানা সত্ত্বেও তাকে গ্রেপ্তার করা হলো না। তাহলে আমরা এখানে কি বুঝব? পুলিশ গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কাজেই ল' এণ্ড অর্ডারের যে প্রব্লেম পিপ্‌ল বলছে সেটা কি সমাধান করতে পুলিশ চায়? আমরা বলছি পুলিশ চায় না। আগরতলা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্ডার হয়ে যাবার পর দেখা যায় হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয় না। তারপর ল' এণ্ড অর্ডারের কি প্রশ্ন থাকে? কাজেই আমরা কোথায়? জংগলের রাজত্বেও বাস করছি না? এই একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ১৩ তারিখে দুপুরে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে গভর্ণমেণ্ট ইজ ডিটারমাইণ্ড টু সী দ্যাট দি বন্ধ ইজ ডিফিটেড অ্যাণ্ড অলসো কংগ্রেস ইজ ডিটারমাইণ্ড টু সী দ্যাট দি বন্ধইজ ডিফিটেড। সিক্রেট সার্কুলার। অর্থাৎ সরকার চায় যে বন্ধ ব্যর্থ হোক। সে দেখতে চায় যে বন্ধ ব্যর্থ হবে। আর কংগ্রেসও বলছে যে বন্ধ ব্যর্থ করবে। যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার মাইন্যুটসের নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি—এফ/২৩/৩ এস ডি/১৩, এটা ১২ তারিখে ১২-১৫ মিনিট সময়ে আলোচনা হয়েছে সেক্রেটারিয়েট অফিসে। কাজেই এই সার্কুলার থেকে বুঝা যায় শাসক গোষ্ঠীর যে পুলিশ তাদের এমন একটা সার্কুলার দিয়েছে যে বন্ধ ফ্যাল্যুর করার জন্য যারা গুণ্ডামী করবে ১৪ই ডিসেম্বর তাদের যেন সাহায্য করে। কংগ্রেসও দেখতে চাইছে যে বন্ধ ফ্যালুর হোক। মহারাজগঞ্জ বাজারে সেদিন দেখা গেল বন্ধ ব্যর্থ করার জন্য দোকানপাট লুঠ করা হল। কিন্তু সেখানে গ্রেপ্তার করা হল না। কারণ সরকার দেখতে চায় যে বন্ধ ফেল করেছে। সেই গুণ্ডা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই সব আমরা লক্ষ্য করছি। আজকে পুলিশ, এই প্রশাসন, গুণ্ডা বাহিনীর প্রটেকশান দিচ্ছে। গত জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যার সময়ে চিলড্রেন্স পার্কে সেই বিপুল মজুমদার মার্ডার হল। সেই মার্ডার কেসের আসামী মিউনিসিপ্যালিটির রঞ্জিৎ সাহা সে

গ্রেপ্তার হল, তিন মাস জেল খাটল কিন্তু সে সাসপেনসান হল না। তার পাশাপাশি ছুটির দরখাস্ত দিতে পারল না সে জন্য সাসপেণ্ড করা হচ্ছে। রেশন দোকানে চুরির বিরুদ্ধে প্রটেষ্ট করেছিল একজন সেজন্য তাকে ফলস্ মার্ডার কেসে জড়িত করে দুবার জেল দেওয়া হয়েছিল, তাকে জামিন পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। আর আমরা দেখলাম ক্ষীর গোপাল দের হত্যাকারী, তাকে জামিন দেওয়া হল। তারপর দেখলাম কিংস রেজিমেন্টের পক্ষে রাস্তায় তারা ধর্মঘট ভাঙ্গে, বন্ধ ভাঙ্গে। শান্তির বাজারে এই মজুমদার ছেলেটাকে যে হত্যা করল তাদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। কাজেই এই ট্রিটমেণ্ট থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে গুণ্ডাদের সাহায্য করার জন্য। এলাহাবাদের কোর্টে পুলিশ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করতে গিয়ে কোর্ট বলতে বাধ্য হয়েছে যে কংগ্রেসের রাজত্বে ইল্লীগেল গুণ্ডারা লীগেল গুণ্ডা বাহিনীতে পরিণত হয়েছে ওদেরকে হেলপ করার জন্য। পুলিশকে লীগেল গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাতে আমরা লক্ষ্য করছি গত ২৪ মাসের রাজত্বের মধ্যে পুলিশের এই ভূমিকা। সেজন্য তাকে এই প্রশাসনের উপর তলায় যাঁরা বসে আছে এবং তার উপর যারা মন্ত্রী আছে তারা পুলিশকে ব্যবহার করছে। তার শ্রেণী দৃষ্টি ভংগীটা কি? পুলিশের সার্ভিসটা আনতে চাইছে এই শাসক গোষ্ঠির পক্ষে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সোনামুড়া মেলাঘরে গণতান্ত্রিক কর্মীদের উপর দীর্ঘকাল যাবত পুলিশ অত্যাচার জোর জুলুম চালাচ্ছে। সোনামুড়া গণতান্ত্রিক ফেডারেশনের যে সম্পাদক কমরেড সুবল রুদ্রপাল, তার বিরুদ্ধে পাঁচটা কেস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কোন মাস পড়ে না যে মাসে তিনটা তারিখে তাকে কোর্টে হাজিরা না দিতে হচ্ছে। তারপর ছাত্র ফেডারেশনের যে মহকুমা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, তার বিরুদ্ধে চারটা কেস। ননী ভট্টাচার্য্য, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী এবং দশরথ মল্ল বর্মণ, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী তাদের নামেও এই ধরণের কেস এবং প্রতি মাসে তাকে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়! সেটা কেন করা হচ্ছে? কারণ তারা আন্দোলন করে। কারণ একটা পদ্মশ্রী না রত্নেশ্বর এস, ডি, ও, যিনি সমস্ত করাপশনের সংঙ্গে জড়িত তার চামড়া রক্ষার জন্য একটার পর একটা কেস রাখা হচ্ছে। মেলাঘর স্কুলের একজন হেডমাষ্টার যে অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে টাকা চুরির ফাইল পত্র গায়েব করতে চায় সে সেখানে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সেখানে দুজন মন্ত্রী আছে এবং সোনামুড়ার এই জন্য বোধ হয় সবচেয়ে বেশী গৌরবান্বিত। সেই দুই জন মন্ত্রীর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর বোধ হয় সব চেয়ে বেশী অত্যাচার হচ্ছে। কাজেই এই পুলিশ বাজেটের উপর যে কাটমোশন এই কাট মোশনের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, পুলিশকে তারা ব্যবহার করতে চায়, তাদের শ্রেণী স্বার্থে। আর আমরা বলছি যে পুলিশের কোন রি-অরগানাইজেশান হল না, পুলিশের কোন পরিবর্ত্তন হল না, তারা বৃটিশ আমল থেকে যে সার্ভিস দিয়ে আসছে, আজও তাদের দিয়ে সেই নীচের তলার কাজগুলি করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আর সে জন্য প্রতি বছরই পুলিশের বাজেট বাড়ছে, কেন্দ্রীয় পুলিশের জন্য বাজেট বাড়ছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও পুলিশের বাজেট বাড়ছে, জেলখানার জন্য বাজেট বাড়ছে। অর্থাৎ বেশী করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করবার জন্য, তারা

তাদের সাঁজোয়া বাহিনী বা সিগেল গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করছে। সে জন্য আমরা দেখছি যে তারা যত বেশী সংকটাপন্ন হচ্ছেন, তত বেশী করে পুলিশ বাজেটে টাকা ধরছেন। কারণ তাদের শেষ কবরের উপর তাদের যে আশ্রয়, সেটা হচ্ছে ঐ পুলিশ, মিলিটারী এবং গুণ্ডা বাহিনী। এখানে অর্থ মন্ত্রী যখন নাকি বলেছিলেন যে বেয়নট দিয়ে মোকাবিলা করবেন, আমি যদিও সেই সময়ে হাউসে ছিলাম না, আমি সেটা পত্রিকাতে দেখলাম, তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ছবির সর্দারের ভাষা তার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। আর কালকে যখন নাকি চিফ মিনিষ্টার বলেছিলেন যে আমি কর্মচারী সংগঠন করে তার মোকাবিলা করব, তখন আমার মনে হয়েছিল যে হিটলার মুসোলিনীর লাষ্ট ডিচের উপর দাঁড়িয়ে যে ভাষায় কথা বলেছিলেন, এটা যেন সেই একই স্বর। তারা তো এই সব করছেন, অন্যদিকে প্রশাসনিক সমস্ত ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চড়ে বেড়াচ্ছেন তাদেরই একজন উপমন্ত্রী, তিনি শিক্ষা দপ্তরের মত একটা দপ্তর নিয়েও জায়গায় জায়গায় গুণ্ডাবাহিনী তৈরী করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কাজেই তাদের মুখ দিয়ে যখন এই সব কথা বেড়িয়ে আসে, তখন আমরা বুঝি, তারা এখন কোথায়, কিসের জোরেই বা তারা এত সব করে এবং এতে আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ আমাদের ফেট যে কোথায় নির্ধারিত হয়ে আছে, আমাদের জানা আছে। তার জন্য রক্তের ভয়, আক্রমণের ভয় ওরা যতটাই দেখান না কেন এটা আমাদের সংগ্রামের মধ্যে আছে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। তবে আমি তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তারাও যেন হিটলারের ইতিহাসটা খুব ভাল করে মনে রাখবেন এবং ছবির সর্দার এর ঐ কাজটার কথা যেন তাদের মনে থাকে। কাজেই তারা শেষ জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যে আতঙ্কের কথা বলেছেন বা যে চিৎকার করেছেন—বিবর্ণ, বিভৎস, তাদের মৃত্যুর আর্তনাদ এবং আর্তনাদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা পুলিশ বাজেটকে বাড়াচ্ছেন। তাই আমি আমার কাটমোশানের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেব বর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে তেলিয়ামুড়া, যতনবাড়ী, বিশালঘর, কুমারঘাট, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর বাজারগুলিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি ফায়ার কনেট্রোল করার জন্য যে ফায়ার ব্রিগেডগুলি রাখা হয়, সেগুলি শুধু মাত্র আগরতলা শহর এবং সাবডিভিশন্যাল ২।৩ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সেজ আমি এই ফায়ার ব্রিগেডের বিভিন্ন জায়গাতে সম্প্রসারণের জন্য কাট মোশনটা এনে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে এই ফায়ার ব্রিগেড রাখার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত হয় নি, যেমন ধরুন—অমরপুর গণ্ডাছড়া, বুলংবাসা, খিলাতলী, চৈলেংটা এবং মোহরছড়া। আর গ্রামগুলির মধ্যে যে এই ব্যবস্থা রাখা হইবে, সেই কথা তো এখানে বলাই যায় না যেখানে নাকি ছোট খাট শহরগুলি আছে, সেখানে এখন পর্যন্ত নাই। আমরা আরও দেখেছি বৃটিশ আমলে যেখানে নাকি বড় বড় বাজার বা ছোট খাট শহরগুলি আছে, সেখানে যাতে আগুন লেগে কোন কিছু বিশেষ ক্ষতি না করতে পারে, সেজন্য এ সমস্ত জায়গাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্তত: একটা করে ফায়ার কনট্রোল বালটির মধ্যে

দেওয়া হত, কিন্তু আজকে দেখছি সেই বাজতিটাও দেওয়া হয়না। আর ফায়ার ব্রিগেড যেটা আছে, সেটা অনেক সময়ে এ সমস্ত বাজার বা শহরগুলিতে যেতে পারে না। কারণ সেগুলিতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা অনেক জায়গাতেই নাই, যদিও বা কোথাও আছে কিন্তু রাস্তাতে বিভিন্ন নদী নালার উপর যে পুল থাকার কথা, সেগুলি না থাকার জন্য সময় মত ঐ ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সেখানে যেতে পারে না, ফলে ঐখানকার মানুষের ধন সম্পত্তিও জীবন হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং এই ধরনের বহু ঘটনা যে ঘটছে তা আমরা সবাই জানি। এমন কি সদরের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যেমন—বিশ্রামগঞ্জ বসন্ত দেববর্মার বাড়ী এবং রাজাছড়ার কালিপদ দেববর্মার বাড়ী কিছুদিন আগে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার থেকে তাদের কোন রকম সাহায্য দেওয়া হয় নি। তাছাড়া এই আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যারা আগে দরখাস্ত করেছিল, তারাও এখন পর্যন্ত কোন সাহায্য পায় নি। অথচ এই রকম ক্ষতিগ্রস্ত যারা হবে, তাদের সাহায্য দেওয়ার জন্য এই বাজেটের মধ্যে অনেক টাকা রাখা হয়, কিন্তু এই বরাদ্দ টাকাগুলি যে কিভাবে খরচ করা হয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। কাজেই ফায়ার ব্রিগেডের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা যেভাবে খরচ করা হয়, তার মধ্যে অনেক রকম কারচুপি করা করা হয়। কারণ আজকে যে ভাবে চারদিকে একটা বিক্ষোভের অবস্থা চলছে, সেই বিক্ষোভের আগুনে যাতে মন্ত্রীরা পুড়ে না যান, সেজন্য এই ফায়ার ব্রিগেডের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা তারা যেমন খুসী তেমন ভাবে খরচ করে চলেছেন ;

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার আর একটা কাট মোশান হচ্ছে—টেষ্ট রিলিফের মজুরীর হার বৃদ্ধি ও কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব সম্পর্কে। স্যার, আমরা দেখেছি এবং শুনেছি যে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে আরম্ভ করে রাণী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমল পর্যন্ত সমাজবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি অনেক কথাই বলে যাচ্ছেন, তারা আবার ইদানিং গরীবি হঠানোর শ্লোগানও তুলেছেন। কিন্তু তাদের বিগত ২৬ বছর রাজত্ব করার পরও আজকে আমাদের টেষ্ট রিলিফের জন্য দাবী করতে হচ্ছে, এটা সত্যি বড় মর্মান্তিক। এবং এই টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য আজও মানুষের বি, ডি, ওর কাছে ধর্ণা দিতে হয় এবং অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। আজকের গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ খেতে পায় না, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাজ করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, এমত অবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার বলছেন যে আমরা ত্রিপুরাতে সমাজতন্ত্র কায়েম করব এবং এটা তারা কোন্ সাহসে বলে, তা আমাদের পক্ষে বুঝা মুস্কিল হয়ে উঠে। কারণ তারা বলে আসছে যে আমরা গ্রো মোর ফুড স্কীম নিয়েছি, সেই স্কীমের মাধ্যমে আমাদের ফলন বাড়াতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই চৈত্র মাসটা এলেই ত্রিপুরাতে যেন একটা অভাব সব সময়ে দেখা দেয় এবং এই অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকার জনগণকে যে সাহায্য দিবেন, সেটা ঠিক মত অনেক সময়ে দেন না। আর যারা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদেরও এই সরকার এখন পর্যন্ত জমিতে পুনর্বাসন দিতে পারেন নি, অথচ আমরা

তাদেরকে সেই জুমের মধ্যে টেষ্ট রিলিফের কাজ করানোর জন্য বার বার বলে আসছি। এবং সেটা যদি করা হয়, তাহলে অনেক মানুষ জুমের মধ্যে কাজ করে বাঁচতে পারে। কিন্তু এই সরকার সেই রকম কোন ব্যবস্থা করছেন না। তাছাড়া যাদেরকে দিয়ে টেষ্ট রিলিফের কাজ করানো হচ্ছে, তাদেরকে ঠিকমত মজুরী দেওয়া হয় না, তাদের মজুরী বাকী হিসাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে। তারই কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরছি। যেমন উদয়পুরের জন্য টেষ্ট রিলিফের টাকা ধরা হয়েছে, অথচ যাদেরকে দিয়ে টেষ্ট রিলিফের কাজ করানো হয় তাদেরকে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আর খোয়াইর মধ্যে বগফুল কলোনীতে সেখানকার লোকেরা এক সপ্তাহ ধরে টেষ্ট রিলিফের কাজ করেছে, অথচ তাদের সেই কাজ করার জন্য টাকা দেওয়া হয় নি। এমন ভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে ১ সপ্তাহ ধরে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো সত্বেও তাদের টাকা দেওয়া হয় না, তাদের টাকা বকেয়া হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে কাজেই এই রকম দুর্নীতি সেখানে চলছে। তারপর টেষ্ট রিলিফের কাজ করানোর জন্য বর্ত্তমানে যে রেট আছে, সেটা অত্যন্ত কম, এই রেট মান্ধাতার আমলে ঠিক করা হয়েছিল। কাজেই এই রেট-টা আরও বাড়ানোর দরকার আছে। কারণ মানুষকে এখন এক কে.জি চাউল কিনতেই দুই টাকা আড়াই টাকা দিতে হয় আর অন্যান্য জিনিষ কেনা তো তাদের পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ে। কাজেই সেই দিক থেকে আরও ত্রুটি আছে গভর্ণমেণ্টের—প্রতি তিনদিন পর এক এক জন টেষ্ট রিলিফের কাজ পায়। এতে সপ্তাহের খোরাকী চলে না কাজেই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে টেষ্ট রিলিফের হার ৫ টাকা করা উচিত নতুবা ভর্তুকী দিয়ে ১০ টাকায় রেশন দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এমন কি যখন ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ভিতর দেখি সেখানে আমরা দেখছি কাজে নিরিখ অনুযায়ী তাদের কাজ বুঝে নেওয়া হয়। কিন্তু যে নিরিখ অনুযায়ী তাদের কাজ করতে হয় সেই নিরিখ অনুযায়ী তাদের কাজ করতে পারে না। কাজেই সেই নিরিখের পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে তারা কাজ করতে পারবে না এবং তাদের পাওনা টাকাও পাবে না। কাজেই সেই নিরিখটা যাতে কম হয় সেজন্য আমি বলছি যে তাদের মজুরী যাতে ৫ টাকায় হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এছাড়া আছে টেষ্ট রিলিফ এবং ক্র্যাশ প্রোগ্রাম-এ যে সমস্ত কাজ দেওয়া হয় সেখানে ডেইলী পেমেণ্ট করা হয় না। কোন কোন জায়গায় সপ্তাহে একদিন পেমেণ্ট করা হয়। কোন কোন জায়গায় তিন দিনে যেখানে বাজার আছে সেখানে বাজার বারে পেমেণ্ট দেওয়া হয়। তাও আবার কোন দিন দেওয়া হয় কোন দিন দেওয়া হয় না—টাকা আসে নাই সইএর অজুহাতে। সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখুন পঞ্চায়েতগুলিতে তাদের সেই সমস্ত পাওনা টাকা-গুলি অনতিবিলম্বে দেওয়া দরকার। আমরা দেখছি যে তারা সমাজবাদের বুলি আওড়ানি গণতন্ত্রের কথা বলে থাকেন—সেজন্য আমরা দেখছি যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আগে তিনি প্রতিটি মিটিংয়ে যেসব বক্তৃতা দিতেন এখন আর সেই সব কথা বলেন না। কিন্তু আজকে আমরা এটা দেখছি আমরা দেখছি যে আজকে মানুষের কি রকম চেতনা বেড়েছে। আর আমরা দেখছি কংগ্রেসের মধ্যে জিন্দাবাদ বলে থাকেন। কিন্তু ইনক্লাব বলতে পারেন না এখনও। সেই চেতনা এখনও আসে নাই তারা ইনক্লাব বলতে পারে না। কাজেই আমরা

কোন দিনই আশা করতে পারি না এই সরকার সমাজবাদ তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কাজেই সেই দিক সরকার যতদিন পর্য্যন্ত না পারবে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা কিছুই আশা করতে পারি না। কাজেই তারা এখন আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। এবং এই আগুনকে সরানোর জন্য তাদের পুলিশের দরকার কিন্তু পুলিশ যে তাদের বেয়নেট উল্‌টিয়ে ধরবে না তার কোন প্রমাণ নেই। কারণ ইয়াহিয়াও চলে গিয়েছে এই ভাবে—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা কাটমোশান এনেছি :— এম, বি, বি, কলেজের অধ্যাপক ও ২নং হোষ্টেলের ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে।"

আমি প্রথমে তথ্যের মধ্যে যেতে চাই। গত ৫-১২-১৯৭৩ ইং তারিখে রাত্রি ১২টার সময় একটা গুণ্ডা আক্রমন সংগঠিত হয় কলেজের অধ্যাপকদের বাড়ীতে—শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী, ভাইস প্রিন্সিপাল, রনেন দেব, প্রফেসার, এ, চ্যাটার্জী, প্রফেসার—তাদের বাড়ীর উপর হামলা হয়। এবং যারা আক্রান্ত তারা প্রিন্সিপাল অনিল ভট্টাচার্যাকে বললেন পুলিশকে জানান দরকার। প্রিন্সিপাল বললেন যে অসম্ভব, পুলিশকে জানাবেন না তাহলে গোলমাল লেগে যাবে। এবং অধ্যাপকরা বললেন যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ২ নম্বর হোষ্টেল থেকেই এই আক্রমনটা সংগঠিত হচ্ছে। এবং রাত্রি ১২ টার সময় সেই সময় হোষ্টেলের ছেলেদের বের হওয়ার কথা নয় এবং হোষ্টেলের ভিতরেও ছেলে আসার কথা নয়। এবং এটাও লক্ষ্য করেছেন সমস্ত ছেলেই হোষ্টেলের তা নয়। সংগঠিত বাইরের ছেলেও এই আক্রমণের মধ্যে অংশ গ্রহণ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ছাড়াও আরও একটা আক্রমন সংগঠিত হয়—ডাঃ এল, মুখার্জী, তিনিও অধ্যাপক, এ, আইচ, তিনি ওইমেন্স কলেজের অধ্যাপক। তার কোয়ার্টারে এসেছিলেন তাদের উপর আক্রমন করা হয়। এছাড়াও গত ৩১-১২-১৯৭৩ ইং তারিখে ডাঃ আর, এস, খাঁনের উপর আক্রমন হয় এবং এর সংবাদটি দৈনিক সংবাদে দিয়েছিলেন। এবং এর পর দিন অনিল চট্টোপাধ্যায় অনিল ভট্টাচার্য্য তিনি এসে গুণ্ডাদের সংগে বসলেন এবং ডাঃ খাঁনকে ডাকলেন—ডেকে তাকে বাধ্য করালেন যে আপনি যে খবর দিয়েছেন তাতে ২নং হোষ্টেলের নাম আছে উটা আপনাকে প্রত্যাহার করতে হবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রিন্সিপাল, গুণ্ডাদের সঙ্গে একত্র হয়ে ডাঃ খাঁনকে বাধ্য করালেন এবং সম্ভবতঃ এটাও ঠিক যে তিনি ভয়ে সেই কাগজে বলতে হয়ত বাধ্য হয়েছিলেন যে ২নং হোষ্টেল জড়িত কি না এটা আমি বলতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও অন্যান্য অধ্যাপক যারা অভিযোগ করেছেন—শ্রীমাণিক দে, সুধারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য। তারা রাস্তা দিয়েও যেতে পারে না। অশ্লীল গালাগাল করা হয় তাদের। এবং সমস্ত এলাকাতে কয়েকটি গুণ্ডা তাদের কেন্দ্র হচ্ছে ২নং হোষ্টেল সেখান থেকেই অপারেট করা হয়েছিল এবং এই ঘটনাগুলি বার বার ঘটেছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরে আমরা দেখলাম যে এই গুণ্ডাদের ভয়ে কিছু ছেলে ২নং হোষ্টেল থেকে চলে আসতে বাধ্য হল। ঘটনাটা কি, ঘটনাটা হচ্ছে কলেজের সংসদের নির্ব্বাচন, সেই সংসদ নির্ব্বাচনে তপন চক্রবর্ত্তী নামক একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল যা সেই

গুণ্ডাদের ইচ্ছামত নয়। তিনি এস, এফ, আই, প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই অপরাধে তাকে ডাকা হল রাত্রিতে। ডেকে তাকে বলা হল তোমাকে এক্ষণই আমাদের এই হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবং তার যারা সমর্থক তারা নিজেরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। তারা মনে করলেন হয়ত আমাদের উপর আক্রমন হতে পারে। আমরা যদি তোমাকে সমর্থন করি—তারা গেলেন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে কোন সমর্থন পেলেন না। কোন আশ্বাস পেলেন না যে থাকতে পারবে। তারা গেলেন প্রিন্সিপালের কাছে এবং আশ্বাস পেলেন না যে থাকতে পারবে। এবং পরদিন তারা বাধ্য হলেন সেই হোষ্টেল ছেড়ে আসতে কারণ তখনও ইলেকশন হয় নি এবং তারা স্বাধীনভাবে তাদের যে মতামত সেই ভোটের বাক্সে তারা দিতে পারবেন এইটা তারা সেখান থেকে কোন নিরাপত্তার কোন প্রতিশ্রুতি পান নি। ইলেকশনের পরে কি হয়েছে? ইলেকশনের পরে সেই ছেলেরা বহুবার গিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমি উনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আমি বার বার বলেছি যে সেই হোষ্টেলের ছাত্রদেরকে ডাকুন এই ছাত্রদেরকে নিয়ে বসুন ওরা যাতে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। তিনি প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেনকিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা করেন নি। এইটা অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে রাস্তার লোকের সঙ্গে যে ব্যবহার করা উচিত মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে সেই ব্যবহারও করেন নি। তিনি যখন তারিখ দিয়েছেন ২১শে মার্চ অনেক কষ্ট করে আমি তার সেখানে গিয়েছি এবং ২১শে মার্চ যখন তিনি বললেন যে সকালবেলা তাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি ছাত্রদেরকে বলেছি যে এইবার নিশ্চয়ই দেখা করবেন। তোমরা অনেকবার গিয়েছ তার কথা মত গিয়েছ তিনি তোমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি কিন্তু এইবার আমি বিরোধী দলের নেতা আমাকে কথা দিয়েছেন নিশ্চয়ই দেখা করবেন। ছেলেরা গিয়ে বললো এক মিনিটের জন্য আমরা দেখা করতে চাই। কিন্তু এক মিনিটের সময়ের জন্যও তিনি দেখা করেন নি। ছেলেরা আজকেও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কেন? এই কথা কি মানুষ জানেন না যে এই হোষ্টেল থেকে ক্ষীরগোপালকে হত্যার ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয়, দিনের বেলা এই গুণ্ডাদের মধ্যে থেকে এই হত্যা সংগঠিত হয়। যখন সমগ্র আগরতলা শহরে যখন বিক্ষোভ ফেটে পড়লো তারপর পুলিশ ঢুকলো। সেখান থেকে রক্তাক্ত ডেগার, বের করা হলো, রক্তাক্ত কাপড় বের করা হলো সেই হোষ্টেলের ভিতর থেকে এবং পরে কিছু গুণ্ডাদেরকে অ্যারেষ্ট করা হলো, কয়দিন? দুই দিন গুণ্ডাদেরকে রাখা হলো তারপর ফুলের মালা দিয়ে সেই গুণ্ডাদেরকে নিয়ে আসা হলো। ড: এল, ব্যানার্জী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তিনি ছিলেন এক নং হোষ্টেলে, আর ড: এস, তেওয়ারী তিনি ছিলেন দুই নং হোষ্টেলে, তারা বলেছিলেন আমরা গুণ্ডাদেরকে নিতে পারবো না ফিরিয়ে যারা অন্তত: পক্ষে এ্যারেষ্টেড হয়েছে এই ক্ষিরগোপালের কেসে তাদেরকে আমাদের হোষ্টেলে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তারা দেখেছিলেন ছাত্র না এইরকম ছেলেও দিনের পর দিন এইখানে থেকে গুণ্ডামী করেছে। তারা বুঝেছিলেন যে হত্যাকাণ্ডের ফলে এদেরকে এইখানে রাখা যায় না। ওরা বলছিল যে গুণ্ডারা দাবী করলো ঐ সুপারিনটেণ্ডেণ্টদেরকে চলে যেতে হবে, আমাদের স্থান যেন ঠিক থাকে। এই দুইজন সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে বদলি করতে হলো কারণ গুণ্ডাদেরকে স্থান করে

দিতে হবে। আমরা পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যতগুলি পরীক্ষা বন্ধ হয় এইগুলি এইখানে থেকে সংগঠিত হয়, পরীক্ষা হলো না বলে আমরা পাহাড়া দিতে যাই কিন্তু স্ট্রিক্ট ইনষ্ট্রাকশন আছে যে কাওকেও ধরতে পারবো না। আমরা দেখেছি বোমার বাক্স দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ধরবার উপায় নাই কারণ ইনষ্ট্রাকশন আছে ধরতে পারবো না। আমরা দেখছি দিনের পর দিন সমগ্র এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। একজন অধ্যাপকের কাছে গেছেন এই গুণ্ডাদের মধ্যে একজন, পরীক্ষার পত্রে কি আসবে তাকে বলে দিতে হবে। তিনি ভয়ে কাঁপছেন। তিনি জানেন না যে পরের দিন তার কি হবে এবং এখান থেকে যে ছাত্রটা আজকে বিতাড়িত হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি তাদের সঙ্গে মিট করেন তাহলে দেখবেন তাদের অভিযোগ কি, অভিযোগ কি এইটা? যে আমাদের ইলেকশনে স্বাধীনভাবে আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয় নি শুধু এইটা? তাদের অভিযোগ হচ্ছে যে যে কোন অপকর্ম, যে কোন গুণ্ডামীতে তাদেরকে বাধ্য করতে হবে যে তোমাদেরকে যেতে হবে নতুবা তোমাদেরকে হোষ্টেলে থাকতে দেবো না। সেই ছাত্রদেরকে আনুন যে কোন নিরপেক্ষ তদন্তের কাছে আনুন সেই ছেলেরা বলবে কি না যে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে এই নোংড়ামী কাজ করার জন্য। এই গুণ্ডারা কয়টা ২ কি ৩টা ছেলে হবে কিন্তু ভেরী পাওয়ারফুল। কারণ আজকে তারা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সাহস পাচ্ছেন না তপন চক্রবর্তীকে নিতে উনি স্বীকার করবেন এইখানে? তিনি বলেছেন আমার বাড়ীতে আসতে পারে, থাকতে পারে কিন্তু হোষ্টেলে না। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী তিনি গুণ্ডার ভয়ে এত আতঙ্কিত যে তিনি এই কথা বলতে পারেন না যে তাদের উপর যে আঘাত করবে তাকে আমি চরম শাস্তি দেবো, এই কথা বলার সাহস তার নেই। তিনি বলছেন তপন চক্রবর্তীকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন কিন্তু হোষ্টেলে না। অস্বীকার করতে পারবেন? আমার পাড়ার মধ্যে ছেলে খুন হলো দিনের বেলায়। এখানে বলা হয়েছে, ছেলেটার নাম সুবল পাল। মুখ্যমন্ত্রী জানেন না কারা খুন করেছে? বনমালী-পুরের খুব কম লোকই আছে যারা জানেন না দিনের বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষমতা আছে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যারেষ্ট করতে? ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা আছে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে? ক্ষমতা নেই এবং এই ঘটনা সমগ্র এলাকায় ঘটছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ একটা পড়েছে, তখন আলোচনা হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে ২০ তারিখে একটা ঘটনা ঘটে এবং ২১ তারিখ কিছু ছেলে বেরিয়ে আসে। তারা কারা আমি জিজ্ঞাসা করি? পুলিশের খাতা দেখুন তো। কয়েকদিন আগে তারা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কি করেছেন, প্রতিদিন সমাজবিরোধী কাজে তাদেরকে ব্যবহার করছেন কিনা? আজকে যেখানে সমগ্র শিক্ষক যেখানে বিক্ষুব্ধে ফেটে পড়ছে আজকে মুখ্যমন্ত্রীর সেই ক্ষমতা নেই তাদেরকে সেখানে বুঝাতে পারেন। যারা তাকে সাহায্য করেছেন তারাই আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে সেই ছেলেরা তার কথামত চলবে? একবার আমি যদি একটা ছেলেকে, একটা ভাল ছেলেকে গুণ্ডার পরিণত করি সে তো এর পরে কি করবে তার ঠিক নেই প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আজকে

দেখছি যাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছিল সি. পি. এম.কে খুন করার জন্য তারা আজকে কংগ্রেসের নেতাদেরকে, কর্মীদেরকে খুন করেছে। একটা এলাকায় নৈহাটিতে একটা এল কাতে এক মাসের মধ্যে ১০ জন কংগ্রেস নেতা খুন হয়েছে, চমৎকার, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা আমরা জানিনা কি করে খুন হয়েছে? কাজেই মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে এই পথ পরিত্যাগ করুন, এই পথ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে কোন স্থায়িত্ব দেয় নি অতএব তাকেও কোন স্থায়িত্ব দেবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হয়েছে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে নীতির কথা বলা হয়েছে যে পুলিশকে আমরা চাই কিনা। প্রশ্ন তো তা নয়। আমার দল যদি মন্ত্রীত্বে আসে সেখানে কি পুলিশ থাকবে না কিন্তু দেখতে হবে পুলিশ কার জন্যে। যুক্তফ্রন্টের আমলে কেরালাতে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ছিল কিন্তু আমাদের সরকার প্রথমে পুলিশকে যে কথা বলেছিল যে পুলিশ কায়েমী স্বার্থের হুকুমে কাজ করবে না। আমি টেলিফোন করে দেবো, আমি একজন ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, আমি টেলিফোন করলে পুলিশ আমার হুকুমের চাকরের মত আমার পেছনে পেছনে ঘুরবে এবং সেখানে যেয়ে যথেষ্ট অত্যাচার করবে। বিশালগড়ে কি হচ্ছে? কার বাহিনী? বিশালগড়ে ১৫ই জুন, গৌতম দত্ত বলে একটা ছেলেকে বি. এম. পি. মারধর করল, ২২শে জুন মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করল, ১১ই জুলাই গোপাল চক্রবর্তীকে পেটান হল, সে একজন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী, ১৭ই ডিসেম্বর শংকর রুদ্রপালের চোখে এ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারল, কোন রকমে সে জি. বি. হাসপাতালে যেয়ে রক্ষা পেল। বলতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী, তিনি জানেন না কারা এইসব কাজ করছে? তারা জেলে আছে না বাইরে আছে। আমি খুশি হয়েছি যে সেখানকার এম. এল. এ. দাবী করেছেন সি. বি. আই তদন্ত হউক, বিশালগড়ে সরকারী টাকা কত লুটপাট হয়েছে। আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু আমি সংগে সংগে বলছি সেই বি. ডি. ও এবং মুষ্টিমেয় লোক, যারা সরকারী টাকা লুট করেছে, তারাই এই গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করছে তাদের লুটের রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য, পুলিশ তাদের পাহারাদার। আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কার জন্য পুলিশ। তাদের লুটের জন্য পুলিশ, যারা বর্ডারে মাল পাচার করে তাদের জন্য পুলিশ, বর্ডারে মাল পাচার বন্ধ করার জন্য নয়। বর্ডারে গরু পাঁচার হয় সত্য, মাল পাঁচার হয় সত্য, কিন্তু সেইজন্য পুলিশ নয়, যারা মাল পাঁচার করে তাদের জন্য পুলিশ, যাতে বর্ডার দিয়ে আরও বেশী মাল পাচার করা যায়, তার জন্য পুলিশ। বিশালগড় থেকে কৈলাশহর যে সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার আছে, যে সমস্ত ক্যাটেল লিফটার আছে, বর্ডার ট্রেডার আছে, তারা এই গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমনি তৈরী করছে গ্রামের জোতদাররা। সেদিন খাঁইখোড়ার একজন গরীব কৃষককে উচ্ছেদ করা হল। কিন্তু পুলিশ কি তার পক্ষে গেছে? আমার গণতান্ত্রিক কর্মীরা সেই কৃষকের পক্ষে গেছে। সেই জোতদার খাঁইখোড়ার পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেই কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। আজকে মুখ্যমন্ত্রী একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন যে ভূমিহীনদের পক্ষ হয়ে পুলিশ একটা কিছু করেছে, কোন মহাজনকে এ্যারেস্ট করেছে? ক্ষমতা আছে মুখ্যমন্ত্রীর সেই তথ্য পরিবেশন করার? আমি যদি বলি যে জোতদারদের পক্ষ নিয়ে ক্যাম্প নিয়েছেন, জমিদারদের পক্ষ হয়ে আপনি ক্যাম্প নিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়, সমগ্র এলাকাতে—চড়িলামে

সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি? সমগ্র ত্রিপুরার কংগ্রেস রাজত্বের ইতিহাস হচ্ছে এই এবং তারই জন্য আজকে আরও চার হাজার টি. এ. পি চাওয়া হয়েছে এবং তার জন্য পুলিশ এ্যাডভাইসার চাওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তেমনি কলকারখানার মালিক। এখানে কলকারখানা নেই, শুধু চা বাগান আছে। আমরা কি দেখছি? ঐ গোলকপুর চা বাগানে একটা শক্ত শ্রমিক সংগঠন ছিল, তাদের মজুরী ২-১৫ পয়সা, পশ্চিম বঙ্গে যেখানে ১-১৫ পয়সা। কাছাড়ে আমি দেখেছি ২-৮২ পয়সা মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। মজুরী বৃদ্ধি, তার জন্য কোন মন্ত্রী নেই. মজুরী বৃদ্ধি দাবী করলে তাদের জেলে পাঠানোর জন্য তাদের নামে মিথ্যা মামলা সাজাবার জন্য পুলিশকে বাহাদুরি দেওয়া হয়. সেখানকার শ্রমিক মেয়েদের সেই কোর্টে টেনে আনার জন্য। কার জন্য পুলিশ? ঐ চা বাগানের শ্রমিকদের ঐ চা বাগানে মালিকদের জন্য আজকে পুলিশ। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য, তাদের মেয়েদের জন্য, তাদের বোনদের জন্য পুলিশ আছে, বলতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী? কোনদিন তাদের রক্ষা করেছেন? আমাকে দেখতে হবে কার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পুলিশ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি ছাত্র খুন হচ্ছে, শিক্ষক খুন হচ্ছে এবং খুনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তারই সংগে তাল দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে পুলিশের সংখ্যা। আর এখানকার সরকার বলছেন যে অপরাধ কমানোর জন্য ঐ পুলিশ বাড়াচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি পুলিশ বাড়াচ্ছেন জনতার সমর্থন পাওয়ার জন্য। এটা সমস্ত দেশেই হয় যেখানে শাসকগোষ্ঠির রাজত্ব আছে, সেখানে যতই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ততই শাসক গোষ্ঠির আতংক হয়, তাদের মিনিষ্টার চলতে পারেন না, সমস্ত দলকেই পুলিশ পাহাড়ায় নিয়ে যেতে হয়, তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেটা কোন শক্তির পরিচয় নয়, সেটা হচ্ছে দুর্বলতার পরিচয় এবং সেই পরিচয়ই আমরা বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা কাট মোশান হচ্ছে এ্যাডভারটাইজমেন্ট সম্পর্কে। আমি সরকারের যে বিজ্ঞাপন বিলি বন্টন ব্যবস্থা, তাতে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির সমালোচনা করছি বিজ্ঞাপন বিলি ব্যবস্থার কতগুলি নিয়ম আছে—তার সার্কুলেশান কত, কত দিনের পুরানো কাগজ, কি নীতির দ্বারা পরিচালিত, সবকিছু দেখে বিজ্ঞাপন বিলি বন্টন করা হয় এবং সরকার থেকে বর্তমানে একথা বেশী প্রচার করা হচ্ছে যে যেগুলি ছোট কাগজ, তাদের সাহায্য করার জন্য এই বিজ্ঞাপন বন্টনের সময়েতে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু কংগ্রেস দলের যে স্বার্থ, বিশেষ করে কংগ্রেস দলের মধ্যে মন্ত্রীসভার যে স্বার্থ, তারই একটা অংশ, সেই স্বার্থ দ্বারা বিজ্ঞাপন নীতি পরিচালিত হয়। পুরো কংগ্রেস নয়, আংশিক। আমি একটা ঘটনার কথা বলি। এখানকার সংবাদপত্রের মধ্যে যখন মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পেলেন যে এখানকার বর্তমান মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে—সংবাদ পত্রে, অল্প হলেও কিছু তাদের মুখ খুলছে, ভয়ানক চটে গেলেন। বন্দের দিনে বন্ধ হয়েছে, একথা বলার জন্য তাদের গালাগালি দেওয়া হল। স্বাভাবিক ভাবে সংবাদ পত্রতো আমাদের পক্ষে কথা বলেনা, সাধারণত: তারা কায়েমী স্বার্থ দেখেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থকে দেখতে গিয়েও অনেক সময় বস্তুব ঘটনা তাদের লিখতে হয় নতুবা সংবাদ পত্র যারা পড়েন, তারা সেটা পড়বেননা।

কাজেই ব্যবসার সার্থে, জনসাধারণের সার্থে, যতটুকু স্বাধীনতা ব্যবহার না করলে না হয় ততটুকু স্বাধীনতাই তাঁরা ব্যবহার করছেন। তাঁদের মালিক আছে, তাঁদের নীতি আছে, বিজ্ঞাপন পাওয়ার স্বার্থ আছে, সব স্বার্থ মিলিয়ে যতটুকু স্বাধীনতা তারা ব্যবহার করতে পারেন, সেইটুকু ব্যবহার করতেও দিতে মুখ্যমন্ত্রী দিতে রাজী নয়। তিনি সংগে সংগে কি করেছেন? একটা আলাদা সাংবাদিক সংঘ তিনি তৈরী করেছেন। ত্রিপুরার সাংবাদিক সম্মেলনে এ্যাডভাইসার করেছেন নন-সাংবাদিক—যেখানে যত দালাল আছে, তাদের দিয়ে এ্যাডভাইসারী কমিটি করে সাংবাদিকদের যাতে নাকি মুখ্যমন্ত্রীর কুক্ষিগত করে রাখা যায়, এবং রাখার একটা অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞাপন এবং একবার যদি ঐ রকম সাংবাদিক সংঘ তৈরী করা যায়, তাহলে বলবেন তার সার্টিফিকেট আনতে হবে তাহলে বিজ্ঞাপন পাবে—কাজেই একটা দালাল পার্টি সাংবাদিকের নাম করে তৈরী করে, যেমন তাঁরা করেছেন অন্য জায়গাতে। কালকে মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার নিজেই বলছেন যে তিনি ট্রেড ইউনিয়নকে এখানে কাজ করতে দেবেন না। তিনি নিজেই সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনকে ভাঙছেন। শুধু শিক্ষামন্ত্রী একা ভাঙছেন বলে তিনি একটু অসন্তুষ্ট। তিনি নিজেও এই বিষয়ে একটু সক্রিয় হতে চান। সাংবাদিকের অনেক বক্তব্য থাকে সরকারের বিরুদ্ধে। তারা স্বাধীন সেই অর্থে নয়, অন্ততঃ মন্ত্রীসভার থেকে একটু আলাদা একটা সাংবাদিক সংঘ থাকুক এটা অনেক সাংবাদিক চাইছেন। কিন্তু তিনি তাও হতে দেবেন না। তিনি মন্ত্রীদের তাঁবেদার সংঘ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠছেন। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে টোটেল টাকা বরাদ্দ হচ্ছে ১৮,৫৭৩ টাকা। রাজ্য হচ্ছে ১৬ লক্ষ লোকের। ১৮ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন। কেন বিজ্ঞাপন দরকার হচ্ছে? আপনারা তো সবাই একবার করে প্রত্যেক সাবডিভিশনে যাচ্ছেন। আপনারা কি কাজ করছেন তারা জানে না? আপনাদের সমগ্র চেহারা তারা দেখতে পাচ্ছে না? এই সরকারের? আপনারা ভাল কাজ করলে তাও দেখতে পাচ্ছে, খারাপ কাজ করলে তাও দেখতে পাচ্ছে। তারপর ১৮ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন কেন? শুধু এক জায়গায় রাখেন নি। শুধু পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট নয়। ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কাজেই মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে যে তোমরা যা দেখছ সেটা হচ্ছে বাঁধা। আমি যা লিখে দিচ্ছি সেটা পড়লেই বুঝতে পারবে যে এখানে কি হচ্ছে। কাজেই বিজ্ঞাপনের সংগে একটা লেখা যাবে। পাবলিসিটিকে বলা হয়েছে যে ডিস্‌প্লে বিজ্ঞাপন আলাদা যাবে না, তার সংগে লেখা বাধ্যতামূলক। স্যার, আমাদের বিরোধী দলের একটা কাগজ আছে, ছোট্ট একটা কাগজ আছে। সেই কাগজে একবার একটা ডিস্‌প্লে পাঠিয়ে দিয়েছে, কোনদিন পাঠায় না, ভুলে হয়ত পাঠিয়ে দিয়েছে। তার সংগে একটা লেখা আছে. সেই লেখাটাও ছাপতে হবে। আমি বললাম যে জিজ্ঞাসা করে এস তো লেখাটা না থাকলে বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে কিনা? পাবলিসিটি থেকে বলা হল না তাহলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। আমার মনে আছে বৃটিশের আমলে অমৃতবাজার পত্রিকায় তখনকার একজন আই, সি, এস, অফিসারের এডিটরিয়লে ছাপতেন। গোপনে ছাপতেন, কেউ জানত না। যখন সুভাষ চন্দ্র বেরোলেন জেল থেকে, যখন তিনি এই তথ্য জানতে পারলেন তখন সমগ্র দেশের মানুষকে তিনি ডাক দিয়ে বলেছিলেন যে যে কাগজ ঐ আই, সি, এস, অফিসারের,

কথা লিখে সেই কাগজকে বয়কট কর। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের জন্ম হল সেদিন থেকে। আমার সৌভাগ্য যে সেই সময়ে আনন্দবাজার কাগজে কাজ করার সুযোগ আমার ছিল। আমি দেখেছি সেই বিক্ষোভ সমগ্র দেশে যে আই, সি, এস, অফিসারের লেখা সেটা কিনা বেরুবে একটা স্বাধীন সংবাদ পত্রে ? অমৃতবাজার সেদিন থেকে কলঙ্কিত হয়ে আছে। আর আমরা এখানে মন্ত্রীরা লিখে দেবেন, অফিসার লিখে দিবেন, আর সেই লেখা না ছাপলে কাগজ বিজ্ঞাপন পাবে না। কোথায় পেয়েছে? কোন্ খানে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট বলে দিয়েছে যে লেখা না থাকলে বিজ্ঞাপন পাবে না এবং লেখার মধ্যে থাকবে রূপকার, যত অসত্য তথ্য। যেমন এখানে দেওয়া হয়েছিল একজন ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার লিখেছেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই ১৫ হাজার লোকের চাকরী হয়ে যাবে। আমি জানি না কেন অফিসারেরা তাদের নামে এই সমস্ত লিখবেন। এই নিয়ে লোকসভায় অনেক আলোচনা হয়েছে। যারা চাকরী চাইছে তাদের জন্য নয়, রিটায়ার্ড আই, সি, এস,দের বলা হয়েছে যে তোমরা লিখতে পারবে না। ওরা জানেন না যে অফিসারদের কাগজের মধ্যে এইভাবে লেখা অন্যায় এবং একজন ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার, তিনি আজকে মন্ত্রী সভার বিজ্ঞাপন চালাবার জন্য তো নন। অন্তত: কাগজে কলমে তো বলা হয় ওরা নিরপেক্ষ এবং ওদের সংগে দেখা করলে বলবেন আপনারা এলেও আমরা আছি আর সুখময় বাবুরা এলেও আমরা আছি। কিন্তু কার্যত কি করছেন ? সুখময় বাবুর বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন, এটা তো ঠিক নয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে কাকে ? আমরা তথ্য চেয়েছিলাম। ইনফরমেশান ইজ বিয়িং কালেকটেড। ওরা জানেন যে বাজেট সেসনে এই খবরটা দিলে হয়ত অসুবিধা আছে। কারণ একটা ল্যাংগট, গামছাও না, কাপড় তো দূরের কথা, একটা গামছাও নয়, একটা ল্যাংগট। মুখ্যমন্ত্রীর ল্যাংগট গণরাজ। সে হায়েষ্ট বিজ্ঞাপন পায়। নিয়ম আছে তো। আপনারা পড়ে দেখুন রিডিং ম্যাটেরিয়ালস কতটুকু থাকবে একটা কাগজের মধ্যে বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য। হিসাব নিন যে চার পাতার মধ্যে কয় পাতা রিডিং ম্যাটেরিয়ালস থাকে, কয় পাতা বিজ্ঞাপন থাকে। সাধারণভাবে নিয়ম হচ্ছে চার পাতার এক পাতায় বিজ্ঞাপন থাকতে হবে, তিন পাতায় রিডিং ম্যাটেরিয়ালস থাকতে হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে তিনি দেখে আসুন, কালকে এসে বলবেন যে কয় পাতা বিজ্ঞাপন আছে আর কয় পাতা রীডিং ম্যাটেরিয়ালস আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সব কাগজ ইরিগুলার কখনও বেরোয়, কখনও বেরোয় না, যেমন ভারত কল্যান, বিদীর্ণ, এইসব কাগজ ইরিগুলার কাগজ। সেই কাগজগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অথচ যে কাগজগুলি রেগুলার সেই কাগজগুলিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না বা কম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ত্রিপুরা একটা কাগজ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহ ধন্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও স্নেহ ধন্য। কিন্তু কি করে যে তিনি হঠাৎ তাঁর রোষে পড়লেন, সম্ভবত দুই একটা লেখায় তাঁর একটু সমালোচনা ছিল। বিজ্ঞাপন কেটে দিলেন। ভিকৃটিমাইজড, রুদ্রবীণা ভিকৃটিমাইজড। দৈনিক সংবাদ কতটুকু ভিকৃটিমাইজড জানি না। কিন্তু আমি শুনেছি যে কাগজ তার জন্ম লগ্ন থেকে বিজ্ঞাপন পাচ্ছে যেমন—পাক্ষিক বার্ত্তা। এটা

কার আমি জানি না, বা তার নাম বলতে আমার একটু অসুবিধা আছে। সেই পাক্ষিক বার্ত্তা পাড়ার লোকের সংগে সম্পর্কিত এবং সেই পাক্ষিক বার্ত্তা জন্ম লগ্ন থেকে যে হারে পেমেন্ট করতে হবে যেমন ধরুন এক ইঞ্চির জন্য ৩ টাকা দেওয়া হবে, সেটা দৈনিক সংবাদকেও দেওয়া হবে। এটা কোন দেশী বিচার যে জাগরণকেও তাই দেওয়া হবে আবার দৈনিক সংবাদকেও তাই দেওয়া হবে যেগুলি নাকি এষ্টাব্লিষড কাগজ, এগুলির বেশী সার্কুলেশান আছে। এই সব বিচার না করে, কাগজ বের করার জন্য আগে থেকে বিজ্ঞাপন ঠিক করে রাখা হয় যে তুই যদি একটা কাগজ বের করিস, তাহলে বিজ্ঞাপন দেব। তাই বেঙ্গের ছাতার মত কাগজ বেরুচ্ছে—বেঙ্গের ছাতা, আসল ছাতা নয়। আর আমাদের কাগজ দেশের কথা এটা একটা বিরোধী দলের মুখপাত্র, আমরা ভাল লিখি আর খারাপ লিখি মানুষ তো তার থেকে কিছু জানবার চেষ্টা করবে। ওরাও তো করে, যারা রুলিং পার্টি তারা তো করে কতটুকু গালাগাল দিলাম, কি আন্দোলন করতে যাচ্ছি, কত পুলিশ মবিলাইজেশান করতে হবে, সবই তো তাদের জানবার জন্য, কিন্তু সেই কাগজকে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। আজ পর্য্যন্তও জানলাম না যে কেন সেই কাগজ বিজ্ঞাপন পাবে না? আমরা জানতে চাইছি—বিজ্ঞাপন চাপাবো কি চাপাবো না, সেটা আমার ইচ্ছা, আমার কাগজে আমি এক লাইনও বিজ্ঞাপন না চাপতে পারি। কিন্তু আমাকে কেন অফার করা হবে না, কেন বলা হবে না যে তোমাকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। যদি পাক্ষিক বার্ত্তাকে বিজ্ঞাপন অফার করা যায়, যদি ঐ সমস্ত কাগজ যেগুলি ১০০/২০০ এর বেশী কপি ছাপে না, সেগুলিকেও যদি নাকি বিজ্ঞাপন অফার করা যায়, তাহলে আমি জানতে চাই দেশের কথাকে কোন বিচারে, কোন কারণে বিজ্ঞাপন অফার করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মফঃস্বলের কাগজগুলি সম্পর্কেও ঐ একই নীতি। ধর্মনগরের এক খানা আছে, আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে অগ্রদূত, যেটা মন্ত্রী মশাইর কাগজ সেটা বিজ্ঞাপন পায় আর একটা হচ্ছে প্রতিরোধ সরকারী কর্মচারীদের কাগজ, বিজ্ঞাপন পায় না। আমি বুঝতে পারলাম যে এটা সি, পি, এমের কাগজ তাই তোমরা বিজ্ঞাপন দাও না। কিন্তু ঐটা ঐখানকার সরকারী কর্মচারীদের কাগজ, সেটা বিজ্ঞাপন পাবে না? সেখানে আরও কাগজ আছে, সন্ধানি ইত্যাদি আছে। তারা বলেছেন—ঐখানে যখন আমরা গিয়েছিলাম একটা কমিটির কাজে, তারা বলেছে যে আমরা কে কে ভিকটিমাইজড হলাম? সেখানে মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু বলেছেন, আমরা তো তোমাদের এই ব্যাপারে আসি নি। তবু আমি বলব গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে যাতে তোমরা বিজ্ঞাপন পাও। এটা কি অন্যায়? সন্ধানি তো সি, পি, এমের কাগজ নয়, কংগ্রেসেরই কাগজ, মন্ত্রী মশাইদের তো কম প্রশংসা করেন না। আমি দেখেছি যে সেই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় মন্ত্রীদের সুন্দর সুন্দর ছবি চাপানো হয়, সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপনের আশায় চাপানো হয়, কিন্তু বিজ্ঞাপন সে পাচ্ছে না। কাজেই একটা নীতি নির্ধারণ করবার প্রয়োজন আছে। যে নীতি পকেটের মধ্যে রেখে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে তোমরা যদি আমার পিছনে লাগ, তাহলে বিজ্ঞাপন দেব না। আর যদি আমার পক্ষে সত্য, অসত্য অথবা আধা সত্য লিখতে পার তাহলে যেমন খুসী তেমন বিজ্ঞাপন দেব। এই ধরণের নীতি চলতে পারে না। আর যদি বলেন যে ভাবে আমরা সরকারী কর্ম্মচারীদের সংগঠন ভাঙ্গছি, আর যেভাবে

এখানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে রক্ত গংগা বয়ে দেব, এই রকম ফেসিষ্ট কায়দায় যদি শাসন কায়েম করার চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে আপনাদের কাছে আমরা আশা করি না যে আপনারা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র রক্ষা করবেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি রাখছি। তারপর আর একটা কথা আমি সাধারণ ভাবে ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু আমার পয়েন্টটা কি? এখানে বলা হয়েছে এবং আমি খুশী হয়েছি যে রুলিং পার্টির মধ্য থেকেও একটা অনুভূতি ক্রমশঃ হচ্ছে যে গ্রামীন শিল্পকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু অনুভূতি তো যথেষ্ট নয়? প্রথম যে কাজটা আমাদের করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কাপড়ের চাহিদা আছে কিনা, এবং কাপড়ের চাহিদা যদি থাকে, তাহলে তাদের চরকা চালু করতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাপড়ের চাহিদা আছে, তাহলে পর তাঁত এবং চরকা দুই চালু রাখতে হবে। এবং তার জন্য আমাকে যদি বছরে এক কোটি টাকা সাব-সিডি দিতে হয়, তাহলে আমি মনে করব যে এক কোটি টাকা গ্রামের মায়েরা বোনেরা যারা একখানি সাড়ী কিনতে পারে না বা যারা একখানি গামছা কিনতে পারে না, এই টাকা ত্রিপুরা সমস্ত গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে—যদি আমি এই কথাতে ষ্টিক করতে পারি। আমাদের যারা তাঁত চালু করবে—আমি তাদের ফিফটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট সাব-সিডি দেব। কারণ কাপড় তৈরী করতে হবে। সেখানে একটা মাত্র কন্‌ডিশান থাকবে যে কাপড় তুমি তৈরী করবে, সেটা তোমাকে ব্যবহার করতে হবে; তুমি সেটা বিক্রি করতে পারবে না। তুমি চরকা চালাও, তুমি কাপড় তৈরী কর—তোমাকে ফিফটি পার্সেন্ট সাব-সিডি দেওয়া হবে। এই টাকা ১৫ লক্ষ মানুষকে দিয়ে আমি মনে করব যে আমার আর দিল্লীতে যেতে হবে না ষ্টেণ্ডার্ড ক্লথের জন্য। কারণ আমার এখানে আমার লোক কাপড় তৈরী করছে। এখানে আমার ৪০ হাজার তাঁত আছে। দরকার হয় তো যদি মানুষ জানতে পারে যে সরকার সাব-সিডি দিচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে আরও ৫০ হাজার তাঁত আমার গ্রামের মধ্যে এসে যাবে। মানুষ বুঝবে যে না, আমি অন্তত: একখানি গামছা নিজে তৈরী করতে পারছি, একখানি কাপড় আমি নিজে তৈরী করতে পারছি। এটা তো মানুষকে কাজ দেওয়ার একটা পথ। যারা আধা বেকার, যারা বছরের মধ্যে ৮ মাস কাজ পায় না, যাদের মায়েরা হা হা করছে কাজের জন্য। আমি একটা ৫০০ টাকা মাইনের কর্মচারী, আমি যদি মনে করি যে আমার স্ত্রীর আয় ছাড়া আমার সংসার চলে না, তাহলে এটা ঠিক কথা। আমার কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কে আছে যিনি মনে করেন না যে আমার স্ত্রীর একটা চাকুরীর দরকার করে না। আর গ্রামের মানুষ যে দেড় টাকা মজুরীতে কাজ করে, সেই মায়েরা বোনেরা যারা কাজ করতে চায় এবং তারা অনেক সময়ে বলে যে আমাদেরকে মাটি কাটার কাজ দাও, আমাদেরকে একটা বাঁশ বেতের কাজ দাও, আমাদেরকে সুতা কাটার কাজ দাও, তখন আমি যদি তাদেরকে কাজ না দিতে পারি? কেন দিতে পারব না—আমাদের সেই পরিকল্পনা কোথায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি কোথায়? তবে কিছু লোককে টাকা পাঠিয়ে দেব, না তার জন্য ফিজিবিলিটি রিপোর্ট আন এবং তার জন্য তো শচীন বাবু খরচ করে গিয়েছেন আড়াই লক্ষ টাকা আর সুখময় বাবু এই পর্য্যন্ত খরচ করেছেন ডাবল টাকা,

তার মানে ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দিয়ে কি হবে? আমাদের ষষ্ঠ পরিকল্পনাতে কি হবে, তার জন্যও তো এখন থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি যে সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে এবং সমগ্র বাজেটের মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের শিল্প সম্পর্কেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি যে অল্প লোককে টাকা পাইয়ে দাও এবং টাকা-ওয়ালা লোকগুলিকে রক্ষা কর। কাজেই বড় লোকদের বাজেট, শোষকদের বাজেট, অত্যাচারীদের বাজেট এবং সেই অত্যাচারীদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ, গুণ্ডা রাখার এই যে বাজেট, সেই বাজেটকে কোন রকমেই সমর্থন করা যায় না, সেজন্য আমি এই কাট মোশানটা এনেছি।

"কক বরক"

শ্রীভদ্রমণি দেববর্ম্মা :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি কাট মোশান অওখা, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১১, যে বাংলাদেশ বর্ডারসমূহে গরু চুরি বন্ধ করায় পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে। এই যে কংগ্রেসনি শাসন আজকে মেহনতী বরক কৃষি খাইনাই-রগ যে তিনি তামথে তঙনানি যে আজচে দীর্ঘদিন বছর বছর তিনি আজকে পুলিশনি উপর বরক বেশী সময়ন নির্ভর খাই তঙন কালাই-অ। কিন্তু আজকে বর্ডার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রক্ষা বর্ডার, সে বর্ডার-তুই আজকে তিনি মুছুক থকমানি, যে পাচার অঙমনি, বিভিন্ন এলাকা তিনি ছাই মান। আজকে কালো বাজারি, ব্ল্যাক মার্কেট খাইনানি বাগুইথ পুলিশ, ই পুলিশ, বি, এম, পি, আর বর্ডার পাহাড়া রিনানি বাগুই ত-তঙ? কিন্তু আজকে তিনি সাধারণ বরক-রগ মুছুকনি উপরে বরা তিনি নির্ভর। কিন্তু আজকে এই যে পুলিশী সরকার, তিনি আজকে ক, বছর বার বার তিনি আছুক কৃষক মুছুক থকজাকমানি বাগুই বার বার অভিযোগ কালাই-অ। কিন্তু আজকে তিনি সে তদন্ত খায়া। আজ তিনি বর্ডার পুলিশনি চেহারা তিনি নুগ। আমি ১ নং কেন্দ্র তিনি সিমনা এলাকা তিনি নুগ যেখানে পুলিশ পাহাড়া রি-অ, পাহাড় রিছিঙগ তিনি অফিস ছিনুই তঙগ. তিনি থানা দারোগা তঙগ। সেখানে আজকে নুগ তিনি এই আগরতলা থেকে ট্রাক ট্রাক তিনি থাঙগানু কোয়াই- নারিকারানি থক, বিড়ি পাচার অঙমান রমনা বাগুই, কিন্তু মুছুক কুমামানি আবনি কোন পাহাড়া কুরুই। সবসময় আজকে তিনি মুছুক কুমাই থাঙগ। তিনি থানা এজাহার রিনা থাঙকাই অশ্লীল ভাষায় গালাগালি খাইমানি, আজকে বর্ত্তমাননি যে দারোগা, তিনি আজ সিধাই থানা যে তঙমানি, কিন্তু এই দারোগা আজকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি যে খাইমানি আর কোন দা তঙ তিনি আজকে মুছুক থকথানি, থাঙকা ছিনকাই। ডাকাতি খাইমানি সেই মোহনপুর এলাকাঅ, যে ডাকাতি খাইথানি দিন এজাহার রিমানি সাধারণ তিনি ব কৃষক, বন ছাঅ তিনি তদন্ত খাইনা থাঙনা খাইনা থাঙনা ছিনকাই জীপ গাড়ী, ট্যাক্সি, কাইছা নাঙগানু বা ট্যাক্সি ব্যবস্থা খাই রিফাইদি। তিনি ব জীপ ট্যাক্সি বাই তালাওখা তদন্তনি বাগুই, আবনি পরে ৬০/৭০ টাকা তিনি রাঙ তুবই কাইঅ। তিনি মুছুক-ব থকজাগ-নানি, ডাকাতি ব বুজাক-পানি, সন্ধ্যা সময় রাঙ-বলুমা রহনানি। আজকে ভালবাসা অব তিনি আলাদা তঙগন। এই অপদার্থতা, এই সরকারক হাই খালাই তঙগ জনতানি। সাধারণ তিনি কৃষক রগনি বুছুক দুঃখ দুর্দশা অঙখা তিনি আব

ছানানি কক কুরুই আপনিছও ছাই মান। যে মোহনপুর এলাকাঅ ৩/১/৭৪ ইং বৃহস্পতিবার দিন জিতেন্দ্র পাল ছিনুই মুছুক মাছা জাইমানি, তিনি বাংলাদেশ কালিকাপুর রিঅই রহকা পাচার খালাই মালিকনি থানি। ২১/৩/৭৪ তারিখ পাট্টানগর তিনি ছিকক অঙখা ১১ টা বলদ, কিন্তু আজকে মার বাগাছড়ানি গোপালচন্দ্র পাল এবং অশ্বিনী দারোগানি সংযোগিতা তঙগ ছিনুই আব রিপোর্ট অঙখা। আজ পর্যান্ত আপনি তদন্ত অঙগিয়া। সেই অবস্থা তিনি জন সাধারণনি চন্দ্রমনি দেব বর্মানি এগ, আজকে থানাই তিনি ফেব্রুয়ারী মাস ডাকাতি অঙখা, সেখানে আজকে ছয়টা মুছুক সব রিংচুম যতন ভালাই ধাওথাইগা। কিন্তু আজকে তিনি তদন্ত অঙগিয়া। যেদিন তদন্ত অঙখা, আ দিন ৪০ টাকা দারোগান মা রিফাইকা সেই জীপ গাড়ী ভাড়া, সেই তদন্তনি ছিনুই। বড় কাঠাল, সুরেন্দ্রনগর, আজকে শুক্রমনি ছিনুই হত্যা-মারামি, যেখানে একজন হিন্দুস্থানী থুইকা, সেখানে আজকে ৮০টাকা রাও তালাঙখা বর্তমান সিপাই থানানি দারোগা। আজকে এই অবস্থা সিমনা এলাকানি। যে সমস্ত ঘটনা ঘটিমানি, রাতমা শর্ম্মার তিনি বাংলাদেশ মুছুক পাচার অঙ তঙগ এবং আরনি দারোগা তিনি সংযোগীতা তঙগ। তিনি আর ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরানি মুছুক মাছা আর বাংলাদেশ থাই রহকা—তিনি আজকে গণ্ডাছড়া থানা রিপোর্ট রিখা। কিন্তু সেই দারোগা তদন্ত আবন তিনি খালাইয়া। তিনি তেব রুগ বিভিন্ন বিভাগ। কৈলাশহর, ছামুকছড়া, রাতাছড়া, ধর্মনগর সব জাগা তিনি একহ অবস্থা চলি তঙখা। এইভাবে পুলিশনি চরিত, পুলিশনি শাসন তিনি আব ছানানি কক-ইয়া। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার তিনি তে ফাইছা পরিস্কার তিনি হাউস ছানা নাহ-অ। সেই চড়িলাম এলাকাঅ, বিশালগড় থানানি চৌকিদার সুর্য্যমনি দেববর্মা, পিতা তিনি রতনমনি দেববর্মা, সাং সুতারমুড়া, পোঃ লালসিং মুড়া গরু চুড়ি করে কাঞ্চনমালা বাজারে বিক্রী করতে গিয়ে পাকড়াও হয়। গাঁওসভাঅ আবনি ব্যাপারে তিনবার তিনি মিটিং অঙখা। সূর্য্যমনি দেববর্মা মিটিং-এ যোগ দেয়নি পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশালগড় থানায় ডাইরী করানো হয় ১৫/৩/৭৪ তারিখে। কিন্তু প্রকৃত দোষীকে এরেষ্ট না করে সন্দেহমূলক ভাবে ৬ জনকে এরেষ্ট করা হয়। ২১/৬/৭৩ তারিখে যোগেন্দ্র দেববর্মার একটি বাছুর চুড়ি হয়। ২২/২/৭৪ তারিখে বংশী বাড়ীর অধীন দেববর্ম্মার গরু চুরি করে পলায়ন করে। পেছনে লোকজন ধাওয়া করলে আর একদল চোর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্য, বিভিন্ন এলাকাঅ, আজ যে অবস্থায় তিনি অঙগ। আজকে তিনি তদন্ত অঙগিয়া। আজকে মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী হরিচরণ চৌধুরী আজকে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মনছুর আলী, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বরগ ছাঅই মান যে মুছুকনি লাইসেন্স রিফন। আজকে সেই লাইসেন্সনি কয়শত তিনি হিসাব রিখা? সেখানে আজ মুছুকনি লাইসেন্স বরগ তিনি রিফন। সেইভাবে আজকে মন্ত্রীমণ্ডলী, পুলিশনি সরকার হিসাব রিঅই ফা মানখা? এই মন্ত্রীমণ্ডলী আছে, পুলিশনি সরকার আছে, বিভিন্ন রকম আজকে অবস্থা থাই তঙখা। এইতো আজকে সরকারনি সে তামাসা। আঙ ছাঅ তিনি যে বরগ সেইভাবে থাই ফাইকা। কিন্তু পুলিশ সেই সাধারণ কৃষকনি তিনি কোন উপকার পায়া। সেই তিনি দাবী-দাওয়ানি সগুই, দাদননি বাগুই দলে দলে মেয়েছেলে,

রাও রুটি, মাই রুটি ছিনুই রাস্তা দাবা দাওয়া থাইকাথে কিন্তু তিনি পুলিশনি দরকার। তখন ছিলাই জাথাম তিই-অই হাজার হাজার পুলিশ মোতায়েন তিনি তনখা। সেইভাবে তিন ত্রিপুরা রাজান শাসন থাইনানি বরগনি আবছে ক্ষমতা ফন। আর কৃষকবরগ যখন তিনি মুচুক কুমাঅ ছিনুই যখন দারোগা বাবুন থাঙ ছাকা ছিনকাই না, না, না। এইভাবে যে শাসন, দারোগাবরগনি যে ক্ষমতা, মন্ত্রীবরগনি যে চেহারা, দারোগবরগনি ব ঠিক সে চেহারা। সেই অবস্থায় তিনি কৃষকবরগ অনেক দীর্ঘদিন পর আজকে যে কোন মুহূর্তে জনসাধারণ ছাই মান যে আগে ২৬টি বছর পরে জাগো, জাগো, ছিনুই বরগ সাধারণ বরক-ন শোষণ থাই ফাইনা। আজকে মন্ত্রীমণ্ডলী পর্যন্ত গরীব শোষক অঙগুই থাংকা। থাছুক ছাঅই ন আঙ তিনি খানি কাট মোশন ন সমর্থন থাই অই আনি বক্তৃতা শেষ থাইকা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাটমোশন হচ্ছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ১১তে যে বাংলাদেশ বর্ডারসমূহে গরু চুরি বন্ধ করায় পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে। আজ দীর্ঘদিন যাবত এই যে কংগ্রেসী শাসনে যারা মেহনতী এবং কৃষক, তাদের পুলিশের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে চলতে হয়। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার খবর আমরা জানি যে সারা রাজ্যের যে বর্ডার সেই বর্ডার এলাকায় গরু চুরি হয়ে পাচার হচ্ছে। আজ কালো বাজার অর্থাৎ ব্ল্যাক মার্কেটকে সাহায্য করার জন্যই পুলিশ। এই পুলিশ, বি, এম, পি, এই বর্ডার পাহাড়া দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে কি? অথচ সাধারণ মানুষ যারা, তারা গরুর উপরই নির্ভরশীল। আজ কয়েক বছর যাবত কৃষকদের গরু চুরি যাওয়া সম্পর্কে বার বার এই পুলিশী সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির কোন তদন্ত হয় না। আজ বর্ডার এলাকায় পুলিশের চেহারা আমরা দেখেছি। আমার ১নং কেন্দ্র সিমনা এলাকায় পাহাড়ার জন্য পুলিশ আছে, সেখানে পাহাড়ের ভিতরে দারোগা এবং তাদের অফিসও আছে। সেখানে আজ আমরা দেখি সুপারী, নারিকেল তৈল, বিড়ি ইত্যাদির পাচার বন্ধ করার জন্য আগরতলা থেকে ট্রাক ট্রাক পুলিশ আনা হয়, কিন্তু গরু চুরি বন্ধ করার জন্য কোন পাহারার ব্যবস্থা নেই। কাজেই, গরু হারানো যাওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। সেই সম্পর্কে থানায়ও এজাহার দিতে গেলে উল্টো অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা হয়। বর্তমান সিধাই থানার যিনি দারোগা, তিনি এইভাবে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে থাকেন, অথচ গরু চুরি প্রতিরোধ করার জন্য তিনি কোন কিছু কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেন না। সেই যে মোহনপুর এলাকায় ডাকাতি হয়েছিল, সেদিন এজাহার করা হয়েছিল, সে সাধারণ একজন কৃষক, তাকে বলা হয়, যদি তদন্ত নিতে হয় তবে একটা জীপ গাড়ী কিংবা ট্যাক্সি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সে জীপ ট্যাক্সি দিয়ে তদন্তের জন্য পুলিশ নিয়ে যায়, এর পরেও পুলিশ তার কাছ থেকে ৬০/৭০ টাকা নিয়ে আসে। গরুও চুরি যাবে, ডাকাতিও হবে, আবার সন্ধ্যা সময় তদন্তের নামে টাকাও দিতে হবে। এই অপদার্থ সরকার জনসাধারণের উপর এইরূপ করে চলছে। আজ প্রীতি-ভালবাসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা তো আছেই।

আপনারাও জানেন সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা কিরূপ চরমে গিয়ে পেঁছেছে সেটা আজ বর্ণনাতীত। মোহনপুর এলাকার জিতেন্দ্র পাল নামে একজন লোক ৩।১।৭৪ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার একটি গরু কিনেছিল সেই গরুটি বাংলাদেশের কালিকাপুরে আগের মালিকটির বাড়ীতে পাচার হয়ে যায়। ২১।১।৭৪ তারিখেপাট্টিনগরে ১১টা চালের বলদ চুরি যায় এবং এই ব্যাপারে রাঙ্গাছড়ার গোপাল চন্দ্র পাল এবং অশ্বিনী দারোগার সহযোগিতা আছে বলে রিপোর্ট করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন তদন্ত হচ্ছে না। আজ জনসাধারনের এই রকম অবস্থা চলছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দ্রমনি দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং ৬টা গরু ও সব কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। কিন্তু এখনও সেটার তদন্ত হয় নি। যেদিন তদন্ত হয় সেইদিন তদন্তের জন্য এবং জীপ গাড়ী ভাড়া বাবতে ৪০ টাকা দারোগাকে দিয়ে যেতে হয়। বড় কাঠাল, সুরেন্দ্রনগর এবং হেজামারার শুক্রমানর বাড়ীতে, সেখানে একজন হিন্দুস্থানী মারাও যায়. সেইসব জায়গার চুরি ডাকাতির তদন্ত বাবতে বর্ত্তমান সিধাই এর দারোগা ৮০ টাকা করে নিয়ে যায়। সিমনা এলাকায় আজ এই অবস্থা চলছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে বাইশম্মা এলাকায়ও। সেখানেও সেখানকার দারোগার সহযোগিতায় বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছে। সেখানে বজেন্দ্র ত্রিপুরার একটি গরু বাংলাদেশে পাচার হয় এবং এই সম্পর্কে গণ্ডছড়া থানায় রিপোর্ট করা হয়। কিন্তু সেই থানার দারোগা সেটাকে তদন্ত করেন নি। আজ অন্যান্য বিভাগেও একটি ঘটনা দেখছি। কৈলাসহর, ছামুকছড়া রাতাছড়া ধর্মনগর এইসব এলাকায়ও একই ঘটনা ঘটছে। এইভাবে পুলিশের চরিত্র, পুলিশের শাসন—সেগুলি বলার মত নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর একটি বাস্তব ঘটনা এই হাউসকে জানাতে চাই। সেই চড়িলাম এলাকায়, বিশালগড় থানার চৌকিদার সূর্য্যমনি দেববর্ম্মা, পিতা রতনমণি দেববর্ম্মা, সাং সুতারমুড়া, পোঃ লালসিংমুড়া—সে গরু চুরি করে কাঞ্চনমালা বাজারে বিক্রী করতে গিয়ে পাকড়াও হয়। এই ব্যাপার নিয়ে গাঁওসভার তিনবার মিটিং হয়। সূর্য্যমনি দেববর্ম্মা উক্ত মিটিংগুলিতে যোগ দেয়নি। পরে গাঁওসভার মিটিংএর সর্বসম্মতি সিদ্ধান্তক্রমে ১৫।৩।৭৪ তারিখে বিশালগড় থানায় ডাইরী করা হয়। কিন্তু প্রকৃত দোষীকে এ্যারেষ্ট না করে সন্দেহমূলক ভাবে ৬ জন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে এ্যারেষ্ট করা হয়। ২১।৬।৭৪ তারিখে যোগেন্দ্র দেববর্মার একটি বাছুর চুরি হয়। ২২।২।৭৪ তারিখে বংশাবাড়ীর অধীন দেববর্ম্মার গরু চুরি করে পলায়ণ করার সময় পেছনে লোকজন ধাওয়া করলে আর একদল চোর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন এলাকার আজ এই অবস্থা চলছে। অথচ কোন তদন্ত হয় না। আজ মাননীয় উপজাতিমন্ত্রী হরিচরণ চৌধুরী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মনছুর আলী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তারা বলতে পারেন যে গরুর লাইসেন্স নাকি দেওয়া হয়। আজ সেই লাইসেন্সের কয়শত হিসাব দেওয়া হয়েছে? অথচ তারা নাকি গরুর লাইসেন্স দিয়ে থাকেন। সেই লাইসেন্স অনুসারে আজকে মন্ত্রীমণ্ডলী; পুলিশী সরকার হিসাব দিতে পেরেছেন কি? এই মন্ত্রী মণ্ডলী, পুলিশী সরকার আজ এইভাবে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই হলো আজকের সরকারের তামাসা। আজ আমি বলছি তারা এইভাবে চালিয়ে আসছেন। পুলিশ সেই সাধারণ মানুষের কোন উপকার করে না।

কিন্তু দাদন, টাকা, খাদ্যের দাবীতে যখন দলে দলে মেয়েছেলে মিছিল করে তখন পুলিশের প্রয়োজন হয়, তখন অস্ত্রশস্ত্রসহ হাজার হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সেইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে তারা শাসন করছেন—এটা নাকি তাদের ক্ষমতা। আর কৃষকরা যখন গরু হারিয়ে দারোগা বাবুকে গিয়ে বলে তখন বলেন—না, না, না। এইভাবে যে শাসন সেটা আসলে দারোগাদের ক্ষমতার নির্ভর শোষণ; মন্ত্রীদের যে চেহারা; দারোগাদের সেই একই চেহারা। সেই অবস্থায় আজকে কৃষক শ্রেণী দীর্ঘদিন এবং সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন পরে বুঝতে পেরেছে যে আজ ২৬ বছর যাবত "জাগো, জাগো" বলে তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এসেছে। আজ মন্ত্রীমণ্ডলী পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের শোষক পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছেন। এই বলেই আজ আমি আমার কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রী জিতেন্দ্র লাল দাস—

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শিল্প সম্পর্কিত বাজেটের স্বল্পতার উপর আমার কাট মোশান এনেছি। ত্রিপুরার শিল্পের অনগ্রসরতার দিক থেকে বিচার করে এবং যে ভাবে গ্রামীন শিল্পগুলি এবং অন্যান্য শিল্প—যে সমস্ত শিল্প আছে, গ্রামিন কুটির শিল্প আছে সেই সমস্ত শিল্পগুলিকে ভেংগে পড়ার দিক থেকে বিচার করে এবং কৃষির সংগে সম্পর্কযুক্ত যে সমস্ত শিল্প—আনারসের প্রিজার্ভেশান ইত্যাদি ব্যাপারে অগ্রগতির সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত দিকগুলি বিচার করে এবং কিছু মাঝারি ধরনের শিল্প আছে আমাদের এখানকার বেকার সমস্যার সমাধানের এবং ষ্টেটের অগ্রগতির দিক থেকেও বিচার করে এই যে সমস্ত শিল্পের প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছেন সেই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে শিল্পের বরাদ্দে যে টাকা ১৯৭৪—৭৫ সালের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে তা অত্যন্তই কম। কাট মোশানের উপর জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায়েরা অনেক সময় বলেন যে এক বছরের টাকা দিয়ে এক বছরের বরাদ্দ দিয়ে সব কিছু আশা করা যায় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রতি বারই এক বছরের বরাদ্দই আসবে। কাজেই এক সংগে ৫ বছরের বরাদ্দ এবং সমালোচনা করার সুবিধা নাই। প্রতিবারই এক বছরের সমালোচনা করতে হবে। সেই দিক থেকে বিচার করে আজকে শিল্পের ক্ষেত্রে যে বরাদ্দের স্বল্পতা সেই স্বল্পতা সম্পর্কে আমি দৃষ্টী আকর্ষণ করছি। আমাদের এই রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের কুটীর শিল্প—যেমন তাঁতের কথা অনেক সদস্যেরাই বলেছেন এবং অন্যান্য শিল্পের—আনারসের প্রিজার্ভেশানের ক্ষেত্রে—শিল্প কৃষি ভিত্তিক গড়ে উঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকা সত্বেও সেই সমস্ত শিল্পগুলি গড়ে উঠছে না এবং সেই সমস্ত শিল্প মাঝারী ধরণের শিল্প করার প্রতিশ্রুতি সরকারের আছে সেই সমস্ত শিল্প-এর ক্ষেত্রও আজকে কোন অগ্রগতি ঘটছে না। আমি এই সম্পর্কে আগেও বলেছি এবং এখনও আবার বলছি যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার এলাকায় খাণ্ডসারী চিনির যে শিল্প ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেই উপলক্ষে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কৃষক নূতনভাবে বর্দ্ধিত হারে আখের চাষ করছে এবং ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে। এই বৎসর যদি এই শিল্পটা প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং কানছারির যে শিল্প যদি এইখানে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে উঠে তাহলে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষকরা এই চিনির শিল্পের ভরসা করে যে বর্দ্ধিত হারে আখের

চাষ করেছে এবং ব্যাংক থেকে যে লোন তারা নিয়েছে সেই জন্য তারা সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত হবে যদি এই বৎসর এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হয় তাদের আগামী আখের চাষের মরশুমের মধ্যে। কাজেই এই অবস্থায় বিচার করে আজকে শিল্পের বরাদ্দকে বিবেচনা করা উচিত এবং সমগ্রভাবে আজকে অন্যান্য যে কুটির শিল্পগুলি, তাঁত শিল্পগুলি গ্রামে গ্রামে সমস্ত অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেই সমস্ত কুটির শিল্প যা আছে এইগুলিকে বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা করে গড়ে তুলার যে প্রয়োজন আছে সেই দিক থেকে আজকে এই শিল্প বরাদ্দ বাজেটের যে স্বল্পতা সেই স্বল্পতা আমাদের রাজ্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং সমস্ত দিক থেকে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাংঘাতিক-ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আরও কতকগুলি শিল্পের প্রতিশ্রুতি সরকারের আছে যেমন পাটের কল, কাগজের কল ইত্যাদি সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি কার্য্যকরী করার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। যার ফলে এক দিকে উন্নয়নের দিক থেকে এবং বেকার সমস্যার দিক থেকে এই সমস্ত দিক থেকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি একটা স্তব্ধতার মধ্যে এসে গেছে এবং তার ফলাফল আজকে রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং বেকারদের জীবনে সেইটা সাংঘাতিকভাবে অনুভূত হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে শিল্পের অগ্রগতির জন্য আমাদের এখানে ত্রিপুরা ষ্ট্যাটে ব্যাপকভাবে গ্রামীন কুটির শিল্পই হোক মাঝারী ধরনের শিল্পই হোক এই সমস্ত গড়ে তুলার জন্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে আজকে যে শিল্প খাতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালে সেই বরাদ্দ সাংঘাতিকভাবে কম এই দিক থেকে আমি কাট মোশনটা এনেছি। ১১নং ডিমাণ্ডের উপরে ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে যে বরাদ্দ আছে সেই সম্পর্কে আমি বলেছি যে বিভিন্ন জায়গায় ফায়ার সার্ভিসের মান বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে বিলোনিয়ায় একটা যে আগুন নির্বাপক গাড়ী আছে সেই গাড়ীর মধ্যে কোন জলের ট্যাংক না থাকার ফলে তা প্রয়োজন বোধে জলাভাবে আগুন নিবানোর ব্যাপারে অনেক রকম গণ্ডগোল ঘটে কাজেই ট্যাংকযুক্ত বড় বড় গাড়ী এই সমস্ত শহরে দেওয়া দরকার। আর উদয়পুর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের মধ্যে কোন একটা ফায়ার সার্ভিস নাই এবং এই অঞ্চলের যে কোন একটা বড় বাজারে যাতে দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলা করা যায় সেই সমস্ত বিচার করে বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝামাঝি অঞ্চলগুলিতে বড় বড় গেটগুলিতে ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা দরকার এবং দক্ষিণ অঞ্চলে উত্তর অঞ্চলের সমস্ত দিক থেকে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি করা দরকার বলে আমি সরকারকে ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা করার জন্য বলছি ডিমাণ্ড নং ১১ এর উপরে। সাবরুমে তো ফায়ার সার্ভিস নাই একটা শহর। আজকে সেই দিক থেকে এই জিনিসটা বিবেচনার মধ্যে আসা উচিত। পুলিশ খাতে বরাদ্দের মধ্যে হোমগার্ডের সম্পর্কে অনেক সদস্যই বলেছেন। আমিও এই জিনিসটাকে সরকারের দৃষ্টির মধ্যে আনতে চেষ্টা করছি। হোমগার্ডের যে বেতন ভাতা বা হোমগার্ডের কাজের যে অস্থায়িত্ব সেইটা সাংঘাতিক ভাবে একটা আপত্তিকর বিষয়। আজকে এই হোমগার্ডদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং পুলিশ কনসটেব্যলদের নানা রকম সুবিধা যেমন রেশন ইত্যাদি। এই রকম বিভিন্ন সুবিধা থেকে আজকে তারা বঞ্চিত। কাজেই সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। একটা রাষ্ট্র একটা ষ্টেট যেখানে উন্নয়নমূলক কাজ দাবী করে যেমন শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, তারপর শিল্প। এইগুলির

চাইতে পুলিশ বরাদ্দ কোন অবস্থায়ই, এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক বরাদ্দের চাইতে পুলিশ বরাদ্দ বাড়তি হওয়া উচিত নয়। এবং আমাদের পুলিশ ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই আমি ঢালাওভাবে সমস্ত পুলিশকে দুর্নীতি পরায়ণ বলছি না। কিন্তু বৃটিশ আমলে যে পুলিশী ব্যবস্থা ছিল সেই পুলিশী ব্যবস্থা আজকেও আমাদের দেশে নুতনভাবে একটা স্বাধীন দেশের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে একটা গণতন্ত্রের অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে পুলিশ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা দরকার। পুলিশ যাতে একটা আতঙ্কের বস্তু না হয় পুলিশ যাতে জনসাধারণের কাছে একটা সহযোগিতার বাহিনী হিসাবে হতে পারে সেই দিক সরকারের নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যেখানে পুলিশ বিনা কারণে অত্যাচার করে সেখানে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাতে মানুষ ভরসা পায় যে পুলিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং একটা এলাকায় কতকগুলি চুরি হয়, ডাকাতি হয়, খুন হয় তার কতটা পুলিশ কেস করতে পারে এবং কতটা পুলিশ বাহির করতে পারে সেই দিক থেকে পুলিশকে বিচার করা উচিত। সেইদিক থেকে আজকে বিচার করলে আমাদের পুলিশের ব্যর্থতাই প্রমাণ হয় বেশী। কাজেই সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সমর্থন আর অসমর্থনের মাত্রার মধ্যে নিয়ে যেন এই সব বিচার না করেন। পুলিশ আজকে তার দায়িত্ব পুরা পুরি পালন করতে পারছে কি না সেইটা বিবেচনার মধ্যে আসা দরকার এবং আজকে পুলিশের ব্যবহার, পুলিশের আচরণ, পুলিশের কর্ম্মপদ্ধতি সবদিকে একটা স্বাধীন দেশে একটা অগ্রগতির প্রয়োজনে পুলিশের সমস্ত পরিকল্পনাকে পরিবর্ত্তিত করে নুতন ভাবে রূপ দেওয়া দরকার। সেই দিক থেকে সরকার বিবেচনা করবেন এবং দেখবেন এবং তাদের ব্যর্থতাটাকে যাতে তারা কাভার আপ করতে পারে সেই চেষ্টা করবেন বলে আমি আশা করি এবং এই বলে এই বিষয়গুলির উপরে আমার কাটমোশানগুলি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দি হাউস ষ্ট্যাণ্ডস অ্যাডজর্নড টিল ১২-৩০ পি, এম, অন থার্স ডে, দি ফোর্থ এপ্রিল, ১৯৭৪।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 233

By Shri Chandrasekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিশোনীয়া শান্তির বাজার এলাকার বহুলোক আবেদন করার পরও বগাফা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইতেছে না, ইহা কি সত্য

২) সত্য হইলে কত আবেদন পত্র সরকারের কাছে আছে ; এবং

৩) কবে পর্য্যন্ত আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করা হইবে ?

উত্তর

১) হাঁা।

২) ১২টি আবেদন পত্র আছে।

৩) বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতি হইলে আবেদন পত্রগুলি বিবেচনা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 456
By Shri Chandrasekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ ইং এর ৯ই নভেম্বর এর তুফানে বিলোনীয়া মহকুমার কৃষি পণ্যের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে?

২, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কোন প্রকার সাহায্য করা হইয়াছে কি?

উত্তর

১) আনুমানিক ৩১৭ দশমিক ৫ মেট্রিক টন সম্ভাব্য আমন ধান উৎপাদন এবং ৯৪ দশমিক ৪ মেট্রিক টন রোপন করা আলু বীজ নষ্ট হইয়াছে।

(২) যে সমস্ত কৃষকদের আলুবীজ নষ্ট হইয়াছিল তাহাদিগকে অতিরিক্ত ৪০ মেট্রিক টন আলু বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 928
By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ধলেশ্বর নতুন পল্লী এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

(২) ১৯৭৩ সালে সেই সব পরিকল্পনা কতদূর শেষ করা হয়েছে এবং ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে কি কি কাজ করা হচ্ছে তার বিবরণ?

উত্তর

(১) ধলেশ্বর নতুন পল্লী এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ব্যাপারে আগরতলা পৌর সংস্থার তরফ থেকে এখনও কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই। উক্ত এলাকা ১৯৭২ ইং সনে পৌর এলাকাভূক্ত হয়েছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই পূর্ত বিভাগ ঐ এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ধলেশ্বর নতুন পল্লী এলাকায় ১৭টি রস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

(২) সেই সব পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ১৯৭৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ১ নং ও ৪ নং রাস্তার formation, soiling, metalling এবং carpetting এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে :-

১) ২ নং রাস্তা (আংশিক) formation.
২) ৩ নং রাস্তা (আংশিক) ,,
৩) ১০ নং রাস্তা— ,,
৪) ১২ নং রাস্তা— ,,
৫) ১৪ নং রাস্তা (আংশিক) ,,

STARRED QUESTION NO. 961
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাবরুমে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত এ সংবাদ সরকার অবগত আছেন কিনা, এবং

২। অবগত থাকলে উন্নতি বিধানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে সাবরুমে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থিতিশীল নহে।

২। ধর্মনগর ও আগরতলায় ১৩২ কে. ভি. শক্তিসম্পন্ন সাবষ্টেশন অতি দ্রুত স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ধর্মনগরের সাবষ্টেশন প্রায় সম্পূর্ণ এবং আগরতলারটি ১৯৭৪ ইং সনের মাঝামাঝি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই বৎসরের শেষার্দ্ধে অধিকতর বিদ্যুৎশক্তি আসাম থেকে পাওয়া যাইবে। তখন বগাফায় অধিকতর বিদ্যুৎশক্তি ৩৩ কে. ভি লাইনে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে। ১১ কে. ভি-তে বিদ্যুৎশক্তি রূপান্তরিত করিয়া সাবরুম ও অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করার জন্য বগাফায় একটি ৩৩ কে. ভি শক্তিসম্পন্ন সাবষ্টেশন বসানো হইতেছে। সাবরুম ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়নের জন্য এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 973
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত কাঁসারী রিজার্ভ (বড়পাথারী এলাকাস্থিত) ফরেষ্টের মধ্যে যে সমস্ত চাষাবাদ যোগ্য জমি আছে তাহাতে শত শত লোক বসবাস করে কিন্তু দখলীয় জমির কোন বন্দোবস্ত পায় না ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে রিজার্ভের মধ্যে যারা বসবাস করে এই সমস্ত পরিবারকে তাদের দখলীয় জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা আংশিক ভাবে সত্য যে কিছু সংখ্যক পরিবার কাসারী প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে মুল্যবান টিলা ও লুঙ্গা ভূমি বেআইনী ভাবে দখল করিয়া আছেন।

২) বেআইনী ভাবে দখলকারীদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া সম্পর্কে সরকারের আপাততঃ এমন কোন রকম পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO. 1001

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পূর্ত দপ্তরে সার্ভেয়ার ও ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্টদের বেতনহার শিক্ষা বিভাগ, বন বিভাগে কর্ম্মরত সার্ভেয়ার ও ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্টদের বেতন হারের সমান কি না ; এবং

২) সমান না হলে একই সরকারের অধীনে একই পদের জন্য বিভিন্ন বেতনহার হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1002

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরে কর্ম্মরত নন্-মেট্রিক ট্রেসারদের ৫ বৎসর কার্য্যকাল সমাপ্ত করলে ১২৫-২০০ টাকা বেতনহার দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রেসারদের Recruitment Rule এ কোন বিধান আছে কিনা ;

২) থাকলে ৫ বৎসরের উর্দ্ধে কর্ম্মরত সমস্ত ট্রেসারদের উক্ত বেতনহার দেওয়া হয় কিনা ;

৩) না দিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। দেওয়া যাইতে পারিতেছে না।

৩। যেহেতু রিক্রুটমেন্ট রুলের বিধান "ত্রিপুরা কর্ম্মচারী (বেতন ও ভাতার পুনর্বিন্যাস) বিধান, ১৯৬৩ ইং"র সহিত সঙ্গতিপুর্ণ নয় সেইজন্য নন্ মেট্রিক ট্রেসারদের ১২৫—২০০ বেতন হার দিতে পারা যায় নাই। ত্রিপুরা কর্ম্মচারী (বেতন ও ভাতার পুনর্বিন্যাস) বিধান, ১৯৬৩ইং সংশোধন করা হইতেছে যাতে নন্ মেট্রিক ট্রেসারদেরও উচ্চতর বেতন হার দেওয়া যাইতে পারে।

STARRED QUESTION No. 1003
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কতজনকে ওয়ার্ক এ্যাসিস্টেন্ট থেকে সার্ভেয়ার পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে ;

২। যাদের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে তাদের সকলেই সার্ভেয়ারের বেতন হার দেওয়া হচ্ছে কিনা ; এবং

৩। না দেওয়া হলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ৪ জন।

২। হ্যাঁ।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1007
By Shri Tapash Dey

Wiil the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার পরিচালিত শিল্প ও বানিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও প্রসারে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে ১৯৭৩ ৭৪ আর্থিক বৎসরে কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে কিনা ?

২) যদি পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তার পরিমাণ ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড (রাজ্য সরকার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আগরতলা শাখা হইতে "কেশ ক্রেডিটরূপে" আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে।

২) মং ৪,০০,২০০ টাকা।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXUR—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 573.
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস করপোরেশন সম্প্রতি কলিকাতা আগরতলার ভাড়া শতকরা ২৫ টাকা বৃদ্ধি করায় এবং আগরতলা কৈলাসহর লাইনে তাদের নিজের বিমান চালনা বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার আই, এ, সি কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রতিবাদ জানাইয়াছেন কি ?

২। যদি প্রতিবাদ জানিয়ে থাকেন তাদের প্রতিবাদের অনুলিপি ;

উত্তর

১। কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই তবে ত্রিপুরা সরকার আই, এ, সি কর্তৃপক্ষের নিকট ভাড়া বৃদ্ধি কমানো সম্পর্কে পুন: বিবেচনা অথবা ভর্তুকী দিয়ে ভাড়ার সমতা রক্ষার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহলে অতিরিক্ত জনতা সার্ভিস চালু করার জন্যও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অনুলিপি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 670.
By Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তাটি রিগ্রেডিং করার কারণ কি এবং এই বাবদ মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

২। ত্রিপুরার কোন কোন নিয়মিত পরিবহন রাস্তা রিগ্রেডিং এর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং ঐ বাবদে মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তাটিকে "ষ্ট্রেটিজিক" রাস্তার মানে উন্নীত করার জন্য 'রিগ্রেডিং' এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজটির জন্য ৯·৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং পুরা ব্যয়ভারই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন।

২। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির যে স্থানেই প্রয়োজন সে স্থানে রিগ্রেডিং সহ উন্নয়নের কাজ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ক) বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর—সাব্রুম রাস্তা।

খ) বিশ্রামগঞ্জ—মেলাঘর—সোনামুড়া রাস্তা।

গ) তেলিয়ামুড়া—অমরপুর—উদয়পুর—কাকড়াবন—মেলাঘর রাস্তা।

ঘ) আগরতলা বর্ডার রোড (এয়ারপোর্ট হইয়া সিঙ্গারবিল)

ঙ) কাকুলীয়াঘাট—মাগপারা জলায়া রাস্তা।

উন্নয়নের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। বিশ্রামগঞ্জ হইতে শান্তিরবাজার ট্রাইজাংসান পর্য্যন্ত প্রকল্পের জন্য মোট ৪৮·৫৯ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। অন্য রাস্তাগুলির মঞ্জুরীর জন্য প্রাথমিক স্তরের কাজ চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 675.

By 1. Shri Radha Raman Deb Nathh &
3. Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১৯৭২—৭৩, ১৯৭৩—৭৪ সালে যে সমস্ত বেকার যুবক চাকুরী পেয়েছেন তন্মধ্যে উপজাতি ও অউপজাতির সংখ্যা কত ?

Part—II

১৯৭১—১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত সংখ্যা কত ?

উত্তর

উপজাতি—৭০১, অউপজাতি—২৯৮৭ মোট—৩৬৮৮

Part—II

উপজাতি —১০৬০, অউপজাতি—৫০০৭, মোট—৬০৬৭

UNSTARRED QUESTION NO. 835.

By Sri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত টাকারজলা বাজার উত্তর বুড়িমা নদীর উপর পোল দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ১৯৭৪—৭৫ সালে কাজটি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

UNSTARRED QUESTION NO. 836.

By Sri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be plesed to state :—

প্রশ্ন

১। মাতাবাড়ী ব্লক অন্তর্গত লক্ষীপতি, পিত্রা, দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর, কিল্লা গাঁও সভার কৃষি উন্নয়নের জন্য কয়টি ওভার ফ্লো পাম্প স্যাট দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) কিল্লা গাঁও সভার অন্তর্গত্তি কাইপাং বুলাইতে ৯টি, কিল্লায় ৬টি ও তাইরূপাতে ৯টি ওভারফ্লো টিউবওয়েল সরকারী অনুদান শতকরা ৮৭½ ভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যয় শতকরা ১২½ ভাগ এই প্রথামত বসানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাইপাং বুলাইতে ১টি, কিল্লাতে ১টি এবং তৈরূপাতে ২টি ওভারফ্লো বসানো হইয়াছে।

লক্ষীপতি গাঁও সভায় ১টি এবং পিত্রা গাঁও সভায় ১টি ৫ অশ্বশক্তির পাম্পসেট সরকারী ভর্তুকীতে বিতরণ করা হইয়াছে।

লক্ষীপতি, পিত্রা ও দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগরে দুইটি করিয়া ওভারফ্লো টিউব-ওয়েলের জন্য পরীক্ষামূলক খনন করার প্রস্তাব আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 913

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অধিক বৃষ্টি হইলে ছৈলেংটা হইতে ছামনু পর্য্যন্ত রাস্তাটিতে গাড়ী চলাচল প্রায়ই বন্ধ থাকে ইহা সরকারের জানা আছে কি ? এবং

২) জানা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ঐ রাস্তাটির সংস্কার সাধন করা হইবে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) রাস্তাটিতে সোলিং এর কাজ ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে আরম্ভ করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1023

By Shri Krishnadas Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) যে সমস্ত প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রিপুরা সরকার হইতে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলে পেনসন পাইয়াছেন কি না ?

(২) যদি না পাইয়া থাকেন, কি কারণে পান নাই ?

উত্তর

(১) না, সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী এখনও পেনসন্ পান নাই।

(২) ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচলিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ১৯৪৭ ইং সনের পূর্ব্বে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে ৬ মাসের অধিক কাল কারা বরণ করিয়াছেন অথবা স্বগৃহে কিংবা অন্য কোথাও অন্তরীণ রহিয়াছেন, কেবল মাত্র তাঁহারাই ১৯৭২ ইং সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে পেনসন পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। উক্ত কারাবাসের প্রমাণ স্বরূপ তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় জেল সার্টিফিকেট অথবা এক সঙ্গে কারাবরণ করিয়াছেন এমন এম, পি, এম, এল, এ, অথবা প্রাক্তন এম, পি বা এম, এল, এ'র নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট পেনসনের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হয়। ভারত সরকার এই পেনসন মঞ্জুর করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী উপরোক্ত নিয়মের মধ্যে পড়েন না এবং যাঁহারা প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দাখিল করিতে পারেন না তাঁহাদের দরখাস্ত পেনসন প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 1034

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be leased to state—

প্রশ্ন

(১) ১৯৭৩ ইং মার্চ্চ হইতে ১৯৭৪ ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত কত জন Contingent menial appointment পেয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১।	শিক্ষা দপ্তর—	১৮৯
২।	কৃষি দপ্তর—	১৪
৩।	স্বাস্থ্য দপ্তর—	৮৪
৪।	পশুপালন দপ্তর—	২
৫।	পাবলিক রিলেসন ও ট্যুরিজম—	১১
৬।	উপজাতি ও তপশিল জাতি কল্যাণ দপ্তর—	১২
৭।	পঞ্চায়েত রাজ দপ্তর—	২
৮।	শিল্প দপ্তর—	৬৭
৯।	খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর—	১২
১০।	পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তর—	১
১১।	পরিসংখ্যান দপ্তর—	১
১২।	সরকারী ছাপাখানা—	৪
১৩।	মিউনিসি প্যালিটি—	৬
১৪।	কো-অপারেটিভ দপ্তর—	১
১৫।	জেলা শাসক— (পশ্চিম ত্রিপুরা)	১০৭
১৬।	জেলা শাসক— (দক্ষিণ ত্রিপুরা)	১০
১৭।	পুলিশ দপ্তর—	৩০
১৮।	ফায়ার সার্ভিস—	২
১৯।	পরিবহন দপ্তর—	×
২০।	সেক্রেটারীয়েট এড্‌মিনিষ্ট্রেশন—	৫
২১।	পাবলিক সার্ভিস কমিশন—	২
২২।	পে কমিশন—	৩
	মোট—	৫৬৫

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

the 4th April 1974.

The House met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 4th April, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, Cheif Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members were present.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Buisi ess are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question—Shri Chanda Sekhar Duttta.

Shri Chandra Sekhar Dutta:—Starred Question No. 231.

Shri Sailesh Ch. Some ;— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 231.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭০ হইতে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কত পরিমাণ রাবার উৎপাদন হইয়াছে ?	১) ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ রাবার উৎপন্ন হইয়াছে :— ১৯৭০-৭১—কোন রাবার উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৭১-৭২—৬১৭·০০ কেজি। ১৯৭২-৭৩—৩,৭৪৬·০০ কেজি। ১৯৭৩-৭৪—৭,৫২৪·০০ কেজি।
২) ত্রিপুরায় উৎপন্ন রাবারে ত্রিপুরার মোট আয় কত ?	২) ত্রিপুরায় উৎপন্ন রাবারে নিম্নলিখিত বৎসরে ত্রিপুরার আয় নিম্নরূপ :— ১৯৭০-৭১—কোন আয় হয় নাই। ১৯৭১-৭২— ৩,১৩১·২৫ টাকা ১৯৭২-৭৩—১৮,৬৪৬·২৫ টাকা ১৯৭৩-৭৪—৩৭,৬৪৫·৮০ টাকা

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই রাবার কোথাকার বাজারে বিক্রি হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই রাবার কলকাতায় বিক্রি হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রাবার টেপ করার জন্য কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক আমাদের এখানে আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ৫ জন লোক ট্রেনিং প্রাপ্ত আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বছর রাবার টেপ করতে গিয়ে অনেক গাছকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এমন কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে রাবার বোর্ডের লোক এসে এটা দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছে এবং বলেছেন যে এইভাবে গাছকে আপনারা সর্বনাশ করবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— রাবার বোর্ডের এইরকম কোন অবসারভেশান আছে কিনা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকারী পর্যায়ে ছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে রাবার প্ল্যানটেশানের কোন উদ্যোগ কেউ নিয়েছে কিনা এবং নিয়ে থাকলে বেসরকারী পর্যায়ে কতটুকু নিয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত বেসরকারী পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— বেসরকারী পর্যায়ে রাবার উৎপাদনের জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— জানা নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :— কলকাতায় রাবার নিয়ে বিক্রি করতে ঐ বছরগুলিতে কত খরচ হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— এই পর্যন্ত ত্রিপুরায় কি পরিমাণ রাবার গাছ লাগানো হয়েছে এবং কি পরিমাণ জীবিত আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কত হেক্টার জমি আছে এবং প্রতি হেক্টারে গড় পড়তা কত গাছ আছে বলতে পারি।

যে পরিমাণ প্ল্যানটেশান হয়েছে তাতে ১৯৬৩ সনে ৮·৯২ হেক্টার, ১৯৬৪ সালে ১১·৭০০ হেক্টার, ১৯৬৫ সালে মোট ৪০৮·৫০ হেক্টার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— রাবারটা কিভাবে বিক্রি হয় ? এখান থেকে লোক গিয়ে কলকাতার বাজারে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— হার্ডসেল কোম্পানীর কাছে বিক্রি করা হয়।

শ্রীতাপস দে :— রাবার দিয়ে ত্রিপুরাতে কোন ফ্যাক্টরী করার ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটা যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন করা হয় ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে তাহলে জবাব দেওয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে কাঁচা রাবার আমাদের ত্রিপুরায় ফ্যাক্টরী করে বিভিন্ন কাজে যদি লাগান তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কতগুলি সেন্টারে টেপিং হচ্ছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— দুটি সেন্টারে বিশেষ করে হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কয়টা সেন্টারে নেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— বিভিন্ন সেন্টারে নেওয়া হয়। সাধারণত আট বৎসরে টেপিং নেওয়া হয়। প্রশ্নটি ছিল ১০-১১ সালে ছিল কিনা এবং আমি বলেছি ১০-১১ সনে হয় নি তারপর থেকে হচ্ছে।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে রাবারের কোন ফ্যাক্টরী করা যায় কিনা সেজন্য এক বৎসর পূর্ব্বে বাইরের কোন ব্যবসায়ী যোগাযোগ করেছিল কিনা এবং করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটা পৃথক প্রশ্ন হবে বলে মনে হয়।

শ্রীতাপস দে :— ত্রিপুরাতে প্রত্যেক হেক্টারে ইল্‌ড কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত দুই দিন বা তিন দিন একটা গাছ থেকে আহরণ করা হয় এবং তাতে প্রতি গাছ থেকে দুই থেকে তিন আউন্স পর্যন্ত টেপিং পাওয়া যায় এবং ১৯৭১-৭২ সালে সেখানে রাবার ৫৫৯ কেজি, ১৯৭২-৭৩ সালে ৩,৫২১·৫০ কেজি, ১৯৭৩-৭৪ সালে ৭,৫৭৮ কেজি।

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন ছিল প্রত্যেক হেক্টারে ইলড কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেটা একটা গড় হতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সমস্ত রাবার গাছ থেকে কি রাবার উৎপাদন হচ্ছে ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে গভর্ণমেন্টের হিসাবে ম্যাচুর্ড করেছে এইরকম গাছের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা পৃথক করে এলে আমি বলতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে গভর্ণমেন্টের হিসাব মত মেচুর করেছে, এই রকম গাছের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে পৃথক করে প্রশ্ন করলে, আমি পরে জানাতে পারব।

শ্রীনবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৯৭।

শ্রীমুনছুর আলী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৯৭, স্যার।

প্রশ্ন

১) যে সব জলা (ফিসারী) ত্রিপুরা সরকারের হাতে আছে ঐগুলি প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) বর্তমানে প্রকৃত মৎস্যজীবিরা সরকারী জলাগুলিতে মাছ ধরার অধিকার পাচ্ছেন কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে নাই।

২) কোন কোন ক্ষেত্রে সর্তাধীনে পাচ্ছেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে যারা মৎস্যজীবি আছে, তাদের হাতে এগুলি না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের জায়গা সরকারের হাতে আছে, সেগুলি না দেওয়ার কারণ কি ? এটা আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্তমানে যে জলাশয়গুলি সরকারের হাতে আছে, সেগুলিতে মাছে চাষ করা হয় কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার মাছের চাষ করেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি সরকার থেকে লীজ দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোন জলাশয়ে সরকার নিজে মাছের চাষ করেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুদ্র সাগর জলা যেটা আছে, সেটাতে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে জনসাধারণ মাছের চাষ করেন। আর উদয়পুরেও কতগুলি দিঘী সরকারের হাতে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, জলা আর দিঘী কি এক কথা হল ? দিঘী ছাড়া এমন কোন জলা সরকারের হাতে আছে কিনা, যেটাতে সরকার মাছের চাষ করেন, এটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— স্যার, জলা বুঝি না। তবে আমাদের হাতে যেগুলি আছে, সেগুলি হচ্ছে, মরা গাঙ্গ আর বড় বড় দিঘী। আর জলা বলতে যেগুলিকে বুঝায়, সেগুলির প্রায়ই মানুষের বন্দোবস্ত করা জমি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন না, আবার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে সরকারের হাতে আছে। স্যার, তিনি নিজেই এটা স্বীকার করেছেন যে এন জলা সরকারের হাতে আছে।

শ্রীমুনছুর আলী :— স্যার, বহু জায়গা আছে যথা—দিঘী, পুকুর এবং মরাগাঙ্গ। আমি বলেছি যে সমস্ত জায়গাগুলিই সরকারের অধীনে আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল দিঘী ছাড়া এমন কোন জলাভূমি আছে কিনা যেখানে মাছের চাষ হয় ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে লীজ দিয়ে সেগুলিতে মাছের চাষ করা হচ্ছে। আর যেগুলি আছে, সেগুলির এখন রিক্লেমেশান করা হয় নি। এবং সেগুলিকে রিক্লেমেশান করে মৎস্য চাষের আওতায় আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জলাশয়গুলির কথা আপনি বলেছেন, সেগুলির ওয়াটার এরিয়া সার্ভে করা হয়েছে কিনা এবং যদি সার্ভে করা হয়ে থাকে, সেটার পরিমাণ কত এবং সেটাতে কি পরিমাণ মাছের চাষ হতে পারে ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জমির পরিমাণ কত সেটা সার্ভে করা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— তাহলে সেই পরিমাণটা কত, বলুন ?

শ্রীমুনছর আলী :— পশ্চিম ত্রিপুরাতে মোট ১১০·৪১ একর বিভাগীয় জলাশয় আছে। তার মধ্যে মৎস্যজীবি খামার—৩৭·১০ একর, মৎস্য খামার—১৯·১৫ একর, ইজারাকৃত—২২·১৩ একর, সংস্কারভুক্ত—৩৩·৯০ একর। আর ইজারাদারের টাকার পরিমাণ ৯, ১৬১ টাকা।

দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মোট ৩৮৬·৬৫ একর বিভাগীয় জলাশয় আছে। তার মধ্যে মৎস্যজীবি খামার—১৮৭·০০ একর, মৎস্য খামার—১৩৬·৭০ একর, সংস্কারভুক্ত—২৯·৬১ একর এবং ইজারাকৃত—৩৩·৩০ একর। আর ইজারাদারের টাকার পরিমাণ ৫,৬৮৭·৫০ পঃ।

উত্তর ত্রিপুরাতে মোট ২২১·২০ একর বিভাগীয় জলাশয় আছে। তার মধ্যে মৎস্যজীবি খামার—১৩·৩৬ একর, মৎস্য খামার—২৭·৯০ একর, সংস্কারভুক্ত—১৮·০০ একর, ইজারাকৃত—১৬২·০০ একর এবং ইজারাদারের টাকার পরিমাণ ১৭,৫০১ টাকা।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে আমতলী জলার অবস্থাটা কি ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমতলী জলা বলে কোন কিছু নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমতলী জলা নেওয়ার জন্য সরকার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

শ্রীমুনছর আলী :— এটা আমার জানা নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলেছেন যে জলাগুলি লীজ দেওয়া হয়। এখন এগুলি কাকে কাকে লীজ দেওয়া হয় জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বেশী টাকা দিতে পারে, তাদেরকে লীজ দেওয়া হয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বললেন যে যারা বেশী টাকা দিতে পারে, তাদেরকে লীজ দেওয়া হয় এবং যারা ধনিক সম্প্রদায় তারাই বেশী টাকা দিয়ে লীজ নিতে পারে। কিন্তু তাতে মৎস্যজীবিদের কি বেনিফিট হয়, জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ভাবে দেওয়ার নিয়ম আছে, সেই ভাবেই দেওয়া হয়। তবে আমাদের যে সমস্ত জলা আছে সেখানে তারা মাছ ধরতে পারে এবং সেজন্য তাদেরকে একটা ভাগ দেওয়া হয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলছেন যে যারা মৎস্যজীবি তারা ঐখানে কাজ করতে পারেন। এখন যদি কোন ধনী লোক এগুলি লীজ নিয়ে বাইর থেকে মৎস্যজীবি এনে সেগুলিতে মাছের চাষ করেন, তাহলে এখানকার যারা গরীব মৎস্যজীবি আছে তারা কি ভাবে বেনিফিট হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বাইর থেকে আনে, এটা আমাদের জানা নাই। তবে ত্রিপুরার বাইর থেকে যদি আনা হয়, তাহলে তার ইন্‌কোয়েরী করা উচিত।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মৎস্যজীবি যারা অকৃশান ডাকতে পারে না, তারা যাতে সহজ উপায়ে অকৃশান করতে পারেন এবং সেগুলিতে মৎস্য চাষ করতে পারেন, তার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন ব্যবস্থা এখন নাই। তবে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে বেশী মৎস্যজীবি আছে, আগে যেখানে মহারাজার আমলে ডাক হত, সেখানে তাদের পক্ষ থেকে আপত্তি আসায় আমরা সেগুলি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এমন কোন দরখাস্ত আপনারা মৎস্যজীবিদের কাছ থেকে পেয়েছেন কি না যে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে চান ?

শ্রীমুনছুর আলী :— না, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যেহেতু যারা বোনাফাইড কৃষক তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, ঠিক তেমনি যারা মৎস্যজীবি তাদেরকে জলাশয়গুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের এখন পর্য্যন্ত নাই, এটা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে কোন কোন এলাকায় ৪/৫ শত একর পর্য্যন্ত জলাশয় আছে কিন্তু এর মাত্র ২০/২৫ একর জলাশয়ে মাছের চাষ করা হয় আর বাকী অংশের মধ্যে মাছের চাষ না হওয়ার কারণ জানতে পারি কি ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে আমাদের যে সমস্ত জলাশয় আছে, সেগুলির কিছু সংস্কার করা হয়েছে এবং বাকীটারও সংস্কার করার পরিকল্পনা আমাদের আছে যাতে করে আমরা আর বেশী পরিমাণে মৎস্য চাষের আওতায় সেগুলিকে আনতে পারি।

শ্রীঅনিল সরকার :– যদি দেখা যায় যে আপনারা সেগুলি করতে পারছেন অথবা সেগুলি এমনিতে পড়ে আছে, তাহলে সেগুলিকে মৎস্যজীবিদের দেওয়া হয় না কেন যাতে করে সেগুলির সংস্কার করে তারা আরও বেশী পরিমাণে মাছের চাষ করতে পারে ?

শ্রীমুনছুর আলী :— এই রকম কোন পরিকল্পনা আমাদের নাই, এটা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবিলম্বে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা যে যারা পেশাগত ভাবে মৎস্যজীবি তাদেরকে সেই জলাশয়গুলিতে মৎস্য চাষের সুযোগ বিনা ইজরায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যারা মাছের চাষ করে তাদের মৎসজীবি বলা হয় এবং তারাও অনেকে জমি চাষ করে থাকে। কাজেই মৎস্যজীবি হিসাবে তাদেরকে জলাশয়গুলি বন্দোবস্ত দেওয়া কতটুকু ঠিক হবে, সেটা আমি জানি না। তবে যে নিয়ম আছে, সেভাবে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই একটা বিরাট বক্তৃতা রাখলেন— যারা মাছের চাষ করে তারাই মৎস্যজীবি—বাই প্রফেশান যারা মৎস্যজীবি এবং গরীব যারা তাদের জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ভূমিহীন গরীব যারা তাদের ভূমি দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনার মধ্যে মৎস্যজীবিরাও পরবে। মৎস্যজীবির মধ্যে যারা গরীব ভূমিহীন তারাও পারে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যারা মাছের চাষ করে তাদেরই আমরা মৎসজীবি ধরে নেই এর আগে সাপ্লিমেণ্টারীতে এই সব কথাগুলি উঠেছে। ধনী যদি ডেকে নেয় তাহলে গরীব মৎসজীবি যারা তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না এই কথার উত্তরে উনি না বলেছেন। এইবার উনি বলছেন যে যারা মাছের চাষ করে তারাই মৎসজীবি। আমার প্রশ্ন ছিল বাই প্রফেশান যারা মৎস্য-জীবি বংশপরম্পরায় যারা মৎসজীবি—যাদের মাছের চাষই এক মাত্র পেশা তাদের জন্য সরকা-রের কোন পরিকল্পনা করেছেন কি না। আমি বড় কথা জানতে চাইনি স্যার, যে সবার জন্যই বিরাট একটা কিছু করে ফেলেছেন কি না সেটা আমি জানতে চাইছি না। গরীব মৎসজীবি যারা তাদের জন্য উনাদের কোন পরিকল্পনা আছে কি না? সরাসরি আমি সেই কথার উত্তর জানতে চাই।

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের উত্তরেই বলা হয়েছে এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যারা মাছের চাষ করেন তারাই মৎস্যজীবি—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কি মৎস্যজীবিরা পেশাগত ভাবে—যারা মৎস্যজীবিরা ছাড়া মহারাজগঞ্জ বাজারে অন্য কেউ মাছের ব্যবসায় করে না এটা স্বীকার করবেন কি?

শ্রীমুনছুর আলী :— প্রশ্নটা আমি বুঝলাম না...

শ্রীঅনিল সরকার :— উনি বলেছেন যে যারা মাছের চাষ করে, পেশাগত ভাবে যারা মৎস্যজীবি তারাই মহারাজগঞ্জ বাজারে মাছ বিক্রী করে এছাড়া একজনও মাছ বিক্রী করে না এটা স্বীকার করেন কি? একমাত্র পেশাগত মাছের ব্যবসা করে তারাই প্রকৃত মৎস্যজীবি?

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হতে পারে মহারাজগঞ্জ বাজারে এটা হতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার :— তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মশাই নীতিগত ভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে পেশাগত ভাবে যারা মৎস্যজীবি তাদের মাছের চাষের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হবে না এই কথা আমি বলছি না। আমি বলেছি এই রকম পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ধরণের পরিকল্পনা এই সরকারের চিন্তায় আছে কি না ? তাদের বাঁচাবার জন্য সরকারের চিন্তা ধারায় সেটা আছে কি না এবং সেই রকম কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাছের চাষ বাড়ানোর চিন্তা সরকারের আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যারা গরীব মৎস্যজীবি যারা পেশাগত ভাবে মৎস্যজীবি বংশপরম্পরায় মৎস্যজীবি সেই রকম গরীব যারা, যারা ইজারা নিতে পারছে না তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আমরা মুখে বলছি যারা অনগ্রসর তাদের এগিয়ে নিয়ে যাব। এদের জন্য কোন চিন্তা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে বর্তমান পরিকল্পনার মধ্যে এটা নাই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভবিষ্যতে হবে কি না ? কোন চিন্তা আছে কি না ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এই পরিমাণ জলাশয় পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই পরিমাণ জলাশয় আমাদের নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি যে এই ২৬/২৭ বছর স্বাধীন হওয়ার পরেও ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ ভাবে অন্য দেশের উপর মাছের জন্য নির্ভরশীল কেন এবং মাছ ত্রিপুরার একটা প্রধান খাদ্য সেই দিকে গভর্ণমেন্ট প্রায় কিছুই করে নাই ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসতে পারে না তথাপি বলছি আমরা কিছুই করি নাই এই কথা ঠিক নয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা আসবে না এই প্রশ্নে উনি নিজে বলেছেন যে সমস্ত জলাশয়– ৯৫% ফেলো পরে আছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মৎস্যজীবির যে ডেফিনেশান মাননীয় মন্ত্রী মশাই দিলেন তাতে সরকার নিজেই মৎস্যজীবি হলেন এটা উনি স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরায় মাছের অভাব আছে এবং সরকার ত্রিপুরার মানুষকে মাছ দিতে চায় সেজন্য এটা করছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— একজন কথা বলুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মৎস্যজীবির যে ডেফিনেশান মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন এটা উনি কোথায় পেয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় এটা (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— হাঁা, নিশ্চয়ই উনি বলেছেন মৎস্যজীবি- যারা মাছের চাষ করবে তারাই মৎস্যজীবি—তাই হয় নাকি ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মৎস্যজীবি ছাড়াও মাছের চাষ করে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন—যারা মাছের চাষ করে জীবিকা অর্জন করেন তারাই মৎস্যজীবি এই অর্থেই উনি বলেছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— আমি প্রশ্নে যেখানে ধরেছিলাম, যারা মাছের চাষ করে এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন এবং সেটাই মাননীয় সদস্য কালাবাবু ধরেছিলেন। এই ডেফিনেশান তিনি কোথায় পেলেন ? যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় স্যার, তাহলে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে দেখুন উনি কি বলেছেন ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলেছিলাম যারা মৎস্যজীবি তারা ছাড়াও মাছের চাষ এক শ্রেণীর লোকে করে সেই অর্থেই আমি এই কথা বলেছিলাম।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় সদস্য কালাবাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন যারা মাছের চাষ করে তারাই মৎস্যজীবি সেখানেই আমরা ধরেছিলাম (ইন্টারাপশান) যারা বংশপরম্পরায় মৎস্যজীবি তাদের জন্য কি করেছেন (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— পরে করবেন আপনি। আপনার সুযোগ আসবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই মৎস্যজীবি বলে কোন সম্প্রদায় ত্রিপুরাতে আছে কি না আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আছে।

মিঃ স্পীকার :— বলুন আপনি ...

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমাদের ত্রিপুরাতে মাছের ডিমাণ্ড বেশী—যে সব ছড়াতে আমরা স্থায়ীভাবে বাঁধ দেওয়ার পর বিরাট জলাশয় পরে আছে আমি দুই একটির নাম বলছি—নলুয়াছড়া এইসব ছড়াতে মাছের চাষের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করবেন কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি এই সমস্ত জায়গায় আমরা করতেছি—আমরা লিজ দিয়ে করিতেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — স্যার, আমি আগেও একটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা হচ্ছে মাননীয় মশাই বলেছেন এখানে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে শতকরা ৯৫টি জলাজমি পতিত আছে। এটার কারণ কি ? যেখানে মাছের এত চাহিদা সেখানে ৯৫ ভাগ জলা পতিত থাকার কারণ কি—যেখানে মাছের চাষ হয়, হতে পারে শুধু প্রকৃত মৎস্যজীবির হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন। প্রকৃত মৎস্যজীবিরা জলা পাচ্ছে না সেগুলি পতিত পরে থাকছে তার কারণ কি ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লিজ দিয়ে দিচ্ছি। যেগুলি পতিত আছে সেই সমস্ত ছড়াতে মাছ হয় না ধানও হয় না। এগুলিতে মাছের চাষ হবে তবে সংস্কার করতে হবে সেজন্যই পতিত আছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আমার প্রশ্ন ছিল—মাননীয় মন্ত্রী মশাই নিজে গিয়েছেন, বিরাট জলাশয় উখানে মাছের চাষ করা যাবে এই বছর থেকে করা হবে কি না ?

মিঃ স্পীকার :— কোথায় ?

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— নলুয়াছড়া।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ছড়াতে বাধ দেওয়ার ফলে গত বছর—পরার বছর কিছুটা জলাশয় আছে এবং সেটি একটা জোত—পাবলিকের জোত সেটি আমি দেখেছি। সেটাতে মাছের চাষ করা যায় এবং সেজন্য আমি অফিসারকে বলেছি যে সেখানে মাছের চাষ হবে কি না ? সেটা দেখার পর সেটা হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার এই রকম জলাশয়ের সংখ্যা কত এবং ১৯৭২ সনের পর থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত এই রকম কয়টা জলাশয়ে মাছের পোনা এবং মাছের ডিম ছাড়া হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আলাদা প্রশ্ন, কত জায়গায় আছে আমি আগেই বলেছি সেইটা।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাসহরে জলাই হাওরে এবং আরও অন্যান্য জায়গায় কতকগুলি ফিসারী আছে সরকারের এইগুলি সম্বন্ধে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা প্রপোজেল দিয়েছিলাম যে কৈলাসহরে প্রচুর মৎস্যজীবি সম্প্রদায় আছে তাদেরকে একটা সহজ সর্তে বন্দোবস্ত দেওয়া যায় কি না এই রকম একটা প্রপোজেল দিয়েছিলাম সেই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী কোন কিছু চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমি প্রথমেই বলেছি যে এই রকম কোন পরিকল্পনা এখন নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ত্রিপুরায় মাছের চাহিদা কত এবং এই জলাশয়গুলি হইতে কি পরিমাণ মাছ সরবরাহ হয় ?

মিঃ স্পীকার :— দিস সুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান। এইটা মাছের চাহিদা কত এই প্রশ্নের আওতায় আসে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে জলাশয়-গুলিতে মাছের চাষের কথা তিনি উল্লেখ করেছে তাতে কি পরিমাণ জমি তার ভিতরে সিলিং এর উর্দ্ধে কত পরিমাণ জমি আছে বলতে ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটা এই প্রশ্নে আসে না। শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১১৫।

প্রশ্ন

১। উদয় বিভাগ হইতে জম্পুইজলা উদয়পুর—টাকারজলা রাস্তা পর্য্যন্ত নির্মিত রাস্তায় জম্পুইজলা ও অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত জোত জমি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একুইজিশন করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১। প্রশ্নে উত্থাপিত রাস্তার জমি একুইজিশন করার কাজ চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর—অমরপুর রাস্তায় রাজকাং ছড়া ও গাইজন ছড়ার এস, পি, টি ব্রীজ মেরামতের কাজে ১৯৭৩–৭৪ এ যে সকল পিলার ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হার্টওড ড্রেস না করে ব্যবহার করা হয়েছে ?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তর এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ছড়াতে জলের স্তরের উচ্চতার জন্য বিশদ ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে বাগন ছড়ার পুলে যে সব পাইল ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলি হার্টওড পর্য্যন্ত ড্রেস করা হইয়াছে। রাজকাং ছরার পুলের মেরামতের কাজে ব্যবহৃত কিছু পাইল হার্টওড পর্য্যন্ত পুরাপুরি ড্রেস করা হয় নাই। যাহা হউক এইসব পিলারের হার্টওড অংশের ব্যাস স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আছে। সেইহেতু এইসব ফাইল স্ট্রাকচারেটি নিরাপদ মনে করা হয়।

প্রশ্ন

২) সরকার এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

উত্তর

২) এ প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৯৭।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৯৭।

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩, এবং ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে ক) আউস

খ) আমন ও গ) বুরো ধানের মোট উৎপাদন।

উত্তর

২) এইসব শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার উচ্চ ফলনশীল জাত প্রবর্তনের জন্য কত এবং ধান চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কত ?

উত্তর

১) আউস ধান	আমন ধান	বুরো ধান
১৯৭০-৭১ সনে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭ শত ৮ মেট্রিক টন।	লক্ষ ৪৩ হাজার ৬ শত ২৫ মেট্রিক টন।	২৫ হাজার ২ শত ৫০ মেট্রিক টন।
১৯৭১-৭২ সনে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১ শত ৬৭ মেট্রিক টন।	২ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন।	৪১ হাজার ৪ শত ৮৩ মেট্রিক টন।
১৯৭২-৭৩ সনে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ১৭ মেট্রিক টন।	১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩ শত মেট্রিক টন।	৫৭ হাজার ৮ শত ৩৩ মেট্রিক টন।
১৯৭৩-৭৪ সনে ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত ৩৩ মেট্রিক টন	২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬ শত ৬৭ মেট্রিক টন।	১ লক্ষ মেট্রিক টন। (লক্ষ্য মাত্রা)

২) উচ্চ ফলনশীল জাত ধান প্রবর্ত্তনের এবং ধান চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হারের পৃথক পৃথকভাব তথ্য নাই। তবে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে ইহা ছাড়াও অনুকূল আবহাওয়া, উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ, সার ব্যবহার, জলসেচ, রোগ ও পোকা দমন প্রভৃতির উপরে নির্ভরশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার নিম্নরূপ :—

সাল	শতকরা বৃদ্ধির হার		
	আউস ধান	আমন ধান	বুরো ধান
১৯৭১-৭২	১৮ দশমিক ১৭ ভাগ	(—) ৭ দশমিক ২৭ ভাগ	৬৩ দশমিক ২৮ ভাগ
১৯৭২-৭৩	(—) ১৭ দশমিক ভাগ	(—) ৪৯ দশমিক ৩৯ ভাগ	১২৯ দশমিক ০৩ ভাগ
১৯৭৩-৭৪	৪৯ দশমিক ৯০ ভাগ	১৫ দশমিক ৬২ ভাগ	২৯৬ দশমিক ৩৭ ভাগ (অনুমিত)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কোন বছর বৃদ্ধি এবং কোন বছর হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি কি কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা অনেকটা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সেইটা কম বেশী হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা স্বীকার করবেন কি যে হাই ইল্ডিং ভেরাটিজটা সম্পূর্ণরকমে জলের উপর নির্ভরশীল ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাই ইল্ডিং জল না পাইলে এইটা হয় না এইটা আমি স্বীকার করি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ইরিগেশানের যে এক্রিয়েজ সেইটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ এর বৃদ্ধিটা বাড়ছে কি কমছে ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমি স্বীকার করি না যে এই হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজটা জলসেচের উপরে নির্ভর করে সেইটা বাড়ছে এবং হাই ইল্ডিং ভেরাটিজ যেহেতু বাড়ছে সেইজন্য ধানটা বাড়ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাতে পারবেন কি যে এই যে বৃদ্ধিটা হয়েছে তার মধ্যে ইরিগেটেড এরিয়াতে কত এবং নন-ইরিগেটেড এরিয়াতে কত ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জলসেচের মাধ্যমে যেটা বেড়েছে এই তিন বছরের মধ্যে সেইটা হলো ११,०११ একর। আমরা জলসেচের মাধ্যমে এইটাকে বছরের পর বছর বাড়িয়ে এক ফসল দুই ফসল এবং তিন ফসল করতে পারছি সেইজন্য আমরা অভারফ্লো, টিউবওয়েল এবং লিফ্‌ট ইরিগেশান ইত্যাদি সমস্ত কিছু মিলিয়ে এইটা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এইটা আমি আগেও প্রশ্নটা করেছিলাম যে এই ইরিগেটেড এরিয়া বাড়ার পরেও এই ভেরিয়েশনটার কারণ কি ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বেশ কম হচ্ছে যখন বৃষ্টি হয় না খরা হয় তখন আমাদের দেশে ধানটা কম হয় যদি জল যেতে পারে, তাহলে সেখানে হয় সেইজনাই ধানটা যে পরিমাণে হওয়ার কথা সেইটা কম হয় এইজন্য এইটা ভেরি করছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি তাহলে স্বীকার করছেন যে আমাদের সম্পূর্ণ উৎপাদনটা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ?

শ্রীমনসুর আলী :— তা নয়, জলসেচ যদি দেওয়া যায়, তাহলে উৎপাদন বাড়বে নিশ্চয়ই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১৩।

শ্রীমনসুর আলী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কৃষি জমিতে আর্টিজান টিউবওয়েলের পরীক্ষামূলক ভাবে বসাইবার যাবতীয় খরচ কৃষকদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে,	না।
২) গরীব কৃষকদের এই খরচ যোগানোর বর্ত্তমানে একেবারেই ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কিনা :	প্রশ্ন উঠে না।
৩) অবহিত থাকলে সরকারী ব্যয়ে পরীক্ষামূলক ও স্থায়ী আর্টিজান টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করবেন কি?	

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, যে জমির মালিকদের শতকরা ৭০ ভাগেরই পাঁচ একরের কম জমির মালিক এবং তাদের পক্ষে ওভারফ্লো বসানোর খরচ যোগানোর ক্ষমতা নেই?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্বে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ খরচ দিতেন। এই বছর সাড়ে বার ভাগ দেওয়ার কথা সরকার নির্দ্ধারণ করেছেন, আর বাকী ৮৭ ভাগ সরকার দেবেন। এতে একটা সুবিধা আছে বলে আমি মনে করি কারণ এই সাড়ে বার ভাগ দেওয়ার ফলে সেই টিউবওয়েলটা সংশ্লিষ্ট কৃষকের নিজস্ব হয়ে যায়। সেইদিক থেকে লক্ষ্য করলে আমি মনে করিনা যে এটা একটা অন্যায় কিছু হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে আগে যেগুলি দেওয়া হয়েনে, সেগুলি তাদের নিজস্ব করে দেওয়া হয়নি?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিজস্ব করে দেওয়া হয়নি। সরকারের জিনিষ সরকার যে কোন সময়ে উঠিয়ে আনতে পারেন। আর এখন যেটা হবে সেটা তাদের নিজস্ব হয়ে যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি এটা স্বীকার করেন না, যে ১৯৭৪-৭৫ অথবা ১৯৭৩-৭৪ সালে যেদিন থেকে সাড়ে ৮৭ ভাগ সাবসিডির ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার আগে ওভারফ্লো বসানো হয়েছে, তার প্রত্যেকটি থেকে এক শ', দেড় শ' টাকা করে আদায় করা হয়েছে?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের কাছে এমন খবর নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি, তাঁর নিজস্ব কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী রহিমপুর থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে আসা হয়েছে?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী, আমি জানি না। যদি কেউ দিয়ে থাকে, আমার অগোচরে দিয়েছে, উনার কাছে বলতে পারে। আমার জানা নেই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কৃষকরা সাধারণতঃ বলে থাকেন আমাদের গাই দিলে যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে সরকার খরচ বহন করেন, তা না হলে কৃষককে বহন করতে হবে, এটা সত্যি কি না ?

শ্রীমনসুর আলী :—সরকার থেকেই সেটা করা হয়ে থাকে।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭২ স্যার।

শ্রী এস. এম, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭২।

প্রশ্ন

ত্রিপুরাতে থার্মেল পাওয়ার ষ্টেশান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

উত্তর

হাঁা মহাশয়।

শ্রী অজিত রঞ্জন ঘোষ :—এটা কিসের সাহায্যে করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা গ্যাস, অথবা কোল'এর সাহায্যে করা হবে।

মি: স্পীকার :—শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯০।

শ্রীমনসুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯০ স্যার।

প্রশ্ন

১। কৈলাশহরের ছামনু টি, ডি, ব্লকের অধীনে কতটা ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে (১৯৭৪ জানুয়ারী পর্যান্ত)

২। জানুয়ারী পর্যান্ত কতটা ওভার ফ্লো বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

১। তিনটি।

২। একটিও না।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—না হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরীক্ষা করে তিনটি জায়গা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে যে সেখানে জল পাওয়া যাবে, এখনও সেখানে টিউব ওয়েল বসান হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল যে তিনটি জায়গায় টিউব ও য়েল বসান যাবে ?

শ্রীমনসুর আলী :—এই বছরই করা হয়েছে, তবে ঠিক টাইমটা আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন একটা ব্লকে এই হাউসেই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যে ১৬ শ' থেকে এক হাজার আর্টিজেন টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে, আরেকটি জায়গাতে সাকসেসফুল হওয়ার পরও কেন একটিও বসান হয় নাই ? এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কারণ কি ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি বসানোর টাইম লাগবে। যেখানে বেশী জায়গায় পাওয়া গেছে সেখানে বেশী টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে, যেখানে কম জায়গায় পাওয়া গেছে সেখানে কম বসান হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কয়টি জায়গায় পরীক্ষা করান হয়েছিল এবং কয়টি জায়গায় সাকসেসফুল হয়েছিল ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনটি জায়গায় টেষ্ট করে পাওয়া গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান, তিনটি জায়গায়ই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনটিই সাকসেসফুল হয়েছে ? তা যদি হয়ে থাকে, সমগ্র ট্রাইবেল ব্লকে কেন একটিও আর্টিজেন ওয়েল বসান হয় নাই ? এটা কি সত্য যে ট্রাইবেলদের দেওয়া হবেনা বলেই, এটা করা হয়েছে ?

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে ওভার ফ্লো দেওয়া দেওয়া যায়, সেখানে দেওয়া হয়েছে. যেখানে সিজন্যাল বাঁধ দেওয়া দরকার, সেখানে তা করা হয়েছে। ট্রাইবেলদের অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব জায়গায় ওভার ফ্লো করা হয়েছে তিনটা নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। সেগুলি ট্রাইবেল এলাকা কিনা সেটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। দক্ষিণ চিহ্নছড়া গাও সভার অন্তর্গত দক্ষিণ ধুমাছড়া, তারপর ভিতর ময়নারমা সেগুলি সফল হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—এইগুলি শুনতে চাই না কাজ চাই।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আপনি যদি মন্ত্রী মহোদয়দের কথা না শোনেন—

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার (দাঁড়াইয়া) :—অনারেবল মেম্বারস ফ্রম অপজিশান, আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু টেক ইউর সীটস্।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অভিযোগ এখানে করা হয়েছিল যে ট্রাইবেল এলাকায় দেওয়া হয় নি, আমি সেজন্যই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এখন যে সাপ্লিমেন্টারী এসেছে তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারা বলেছেন যে ট্রাইবেল এলাকায় দেওয়া হয়নি। আমি বলেছি যে ট্রাইবেল এলাকায় খনন করা হয়েছে।

(ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চ—এই কথা কে শোনে)

তা হলে না শুনতে চাইলে প্রশ্ন করবেন না। যেখানে বলা হয়েছে যে ট্রাইবেল এলাকায় দেওয়া হয় নি সেই অভিযোগ-এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল, আপনারা যদি শুনতে না চান, তাহলে শুনবেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, একটা কৃষি ঋণ যায় না। মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিতে পারবেন যে একটা কৃষি ঋণ দিয়েছেন টি, ডি, ব্লকে, এটা শুধু আর্টিজান ওয়েলের কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, কৃষি ঋণের প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আগে অ্যাটিচ্যুডের প্রশ্নে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে যদি হাউসের সময় নষ্ট করা হয়, একটা অসত্য ষ্টেটমেন্ট শুনে, তার উত্তর তাঁরা শুনবেন না, এটা আমি মনে করি হাউসের পাওয়ারকে একিউজ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার ?

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২৪।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া মহারাণীপুর রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা ;

২। করা হলে কবে পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। এপ্রিল '৭৪ এ কাজটি শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯।

প্রশ্ন

ক) আগরতলা পৌর এলাকায় মোট কাঁচা পায়খানার (সার্ভিস লেট্রিন) সংখ্যা কত ?

খ) ১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতটি সার্ভিস লেট্রিন সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করা হইয়াছে এবং সমস্ত সার্ভিস লেট্রিন সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

গ) এ উদ্দেশ্যে পৌর সংস্থার কোন কার্য্যকরী আইন আছে কি ?

উত্তর

ক) আগরতলা পৌর এলাকায় মোট ১৩৮৯টি কাঁচা পায়খানা (সার্ভিস লেট্রিন) আছে।

খ) ১৯৭৩ ইং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩০০টি কাঁচা পায়খানাকে সেনিটারী পায়খানায় পরিণত করা হইয়াছে এবং সমস্ত সার্ভিস লেট্রিনকে সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করার পরিকল্পনা আছে।

গ) না এমন কোন কার্য্যকরী আইন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে কাঁচা পায়খানা তাকে সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করার জন্য বাড়ীর মালিককে কোন সাহায্য দেওয়া হয় কিনা ? দেওয়া হলে বত করে দেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র সোম :—পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই যে এক হাজার টাকা করে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই টাকা এখন যে ভাবে সিমেন্ট ইত্যাদির দাম বেড়েছে তাতে এক হাজার টাকায় কিছুতেই হবে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যারা করে তারাই কন্ট্রিবুট করে।

শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা : —যারা কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করছেন তাদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও তারা সিমেন্ট পাচ্ছেন না সে জন্য তারা সেনিটারী পায়খানা করতে পারছেন না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হতে পারে, কারণ যে ভাবে সিমেন্টের ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে।

শ্রীবি, দাস :—১৩৮৯টি যে কাঁচা পায়খানা আছে তার মধ্যে ৩০০টি সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করা হয়েছে, বাকী যেগুলি পরিকল্পনায় আছে তাতে পৌর এলাকার জনসাধারণের যে স্বাস্থ্য হানি করছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র **সোম** :—কাঁচা পায়খানা থাকলে তার গন্ধ তো স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে।

শ্রীবি, দাস :—কাঁচা লেট্রিনকে অতি সত্বর যাতে সেনিটারী লেট্রিনে পরিণত করা যায় তার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে পরিকল্পনায় আছে যারা যারা করতে চায় তাদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—Question hour is over. The Mnister concerned may lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and the Starred Questions which were not replied orally.

There is one Calling Attontion notice to which Minister in-charge of the Department agreed to make a statement to-day, the 4th April, 1974 would, call on the Minister in-charge of the Food Deparment to make a statment on the Calling Attention notice of Shri Samar Choudhury on-

"গত ৩০-৩-৭৪ ইং তে নামুড়া মহকুমার উত্তর নবদ্বীপ চন্দ্রনগরের জনৈক খলিল মিঞার অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনাটা ২০ তারিখে তদন্ত করা হয়েছে তদন্তে প্রকাশ ৪০/৪৫ বছর বয়স্ক মৃত খলিল মিঞা, পিতা ত আবদুল হামিদ, গাং উত্তর নবদ্বীপ চন্দ্রনগর, থানা—সোনামুড়া দিন মজুরী ও রাজ মিস্ত্রির যোগালীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করত। বিগত ৬ মাস উর্ধ যাবত তিনি ক্রনিক গ্যাষ্ট্রিক পেইনে ভোগছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন স্থানীয় বে-সরকারী চিকিত্‌সকের চিকিত্‌সাধীন ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ২০-৩-৭৪ ইং তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় গ্যাষ্ট্রিক পেইন হয়ে যোরাটি টমেন্টোনাডিয়া রোগের চিকিত্‌সার জন্য সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি হন। বিগত ২২-৩-৭৪ ইং তারিখে সকাল ৭ ঘটিকায় তার নিজের অনুরোধে সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। খলিল মিঞা ৩০-৩-৭৪ ইং তারিখে তার নিজ বাড়ীতে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের দরুন মারা যায়। তদন্তে জানা যায় মৃত খলিল মিঞা চিকিতসকের পরামর্শ মত দুধ পান করিত। মৃত খলিল মিঞা এক স্ত্রী ও ৩ পুত্র বর্ত্তমান এবং তার জেষ্ট পুত্র স্থানীয় জীপ ট্যাক্সি সেণ্ডিকেটে ক্লিনারের কাজ করিতেছে। স্থানীয় তদন্তে আরও প্রকাশ যে মৃত খলিল মিঞা নবদ্বীপ চন্দ্রনগরে ৩ গণ্ডা জমি খরিদ করার উদ্দেশ্যে মৃত কালিবর্ধন এর পুত্র বিজয় বর্ধনকে মোট মূল্যের ৪৫০ টাকার মধ্যে বিগত ১৫-২-৭৪ ইং তারিখে ২০১ টাকা এবং তত্‌পূর্বে ১০০ টাকা বায়না দিয়াছে। কাজেই ইহা আদৌ সত্য নয় যে খলিল মিঞার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ অসত্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শ্রীসমর চৌধুরী :—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার। এই খলিল মিঞা গত ২৬-৩-৭৪ ইং তারিখে সোনামুড়া এস, ডি, ও অফিসে জি, আরের জন্য দরখাস্ত করে এবং জি, আর নিয়ে গিয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা আপনার পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তার ৩০০/৪০০ টাকা আছে। তাই আমরা এখানে জানতে চাইছি যে তিনি দুস্থ বলে এস, ডি, ও তাকে গ্রেচুয়াস রিলিফ দিয়েছেন, এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি গ্রেচুয়াস রিলিফ পেয়েছেন কিনা, সেই তথ্য আমার কাছে নাই। যদি তিনি নিয়েও থাকেন, তাহলেও বুঝতে হবে যে এস, ডি, ওর কাছে আসার ক্ষমতা তার ছিল না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে ওর এলাকায় কোন রেশন দোকান থেকে এখন চাউল দেওয়া হচ্ছে না এবং বাজারে চাউলের দাম অত্যন্ত বেশী?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : --মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি দুধ খেতেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে সে রেশন দোকান থেকে রেশন নিতে পারে নি এবং বাজারেও চাউলের দাম অনেক বেশী, এই তথ্যটি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

তিনি এক্সগ্রেসিয়াস রিলিফ নিয়েছিলেন, কিন্তু রেশন নিতে পারেন নি। আর যে ক্লিনারের কথা বলেছেন, সে নিজে যা পায় তা দিয়ে নিজেরই চলে না। কারণ সে তো বাড়ীতে থেকে ক্লিনারের কাজ করে না তাকে সোনামুড়া টাউনেআসতে হয় এবং এসে সে কাজ করে। তিনি অত্যন্ত অবস্থায় ছিলেন এবং বিনা চিকিতসায়, বিনা পথ্যে অনাহারে তার মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ হলে যে তার পথ্য লাগবে না, এটা তো ঠিক নয়। কাজেই বহু দিন যাবত তিনি অভাব অনটনে আছেন এবং অর্ধাহারে অনাহারে তার সমস্ত পরিবারকে দীর্ঘদিন যাবতে থেতে হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি যে আগামী দিনে যে খরা আসছে, তাতে এখনই ঐ খোয়াই চা বাগানে এই ধরণের শুরু হয়ে গেছে। এটা আপনি স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য আছে তাতে তার বাড়ী সোনামুড়া টাউন থেকে বেশী দূরে নয়, সেটা সোনামুড়া টাউনের এরিয়ার বলে ডিক্লার করা হয় নি। কাজেই টাউনের খুব কাছাকাছি এবং তিনি যদি তার এলাকায় রেশন দোকানে রেশন না পেয়ে থাকেন, তাহলে অন্ততঃ টাউনে এসে সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারতেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এটাকে অত্যন্ত অসত্যভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কারণ স্ত্রী এবং ৩টি পুত্র ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে সে মারা গিয়েছেন। অথচ মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে তার ছেলে নাকি কোন ট্যাক্সী সিন্ডিকেটে ক্লিনারের করছে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য। তিনি যে দীর্ঘদিন যাবত রোগ ভোগ করেছেন, এটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিসের জন্য রোগ হয় ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান চান। কিন্তু এটা তো আপনার বক্তৃতা হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—তার পরিবারের এখন কেউ কাজ করছেন না এবং দীর্ঘদিন যাবত তার পরিবারের সমস্ত লোক না খেয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং সে তার স্ত্রী এবং তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি যে তার ৩টি ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলেটি ক্লিনারের কাজ করে।

Mr. Speaker :— Now, debates on the demands for grants and cut motion will start.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি যোগান দিয়ে দেখছি যে কোন ফল হয় না। আগরতলা শহরের ২০ নং রেশন সপে আজকে রেশন পাচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ করব যে কি কারণে শহরে এখন রেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা নিয়মিত রেশন সরবরা করা যাচ্ছে না তার সম্পর্কে তিনি একটা ষ্টেটমেন্ট এই হাউসের সামনে রাখবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেশন সপে আজকে চাউল নাই, এই কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা হচ্ছে না। কারণ রেশন দোকান বৃহস্পতিবারে বন্ধ থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আজকে বৃহস্পতিবার, আগামীকাল শুক্রবার পাওয়া যাবে বলে আপনি বলছেন। কিন্তু ঐখানকার রেশন সপের যে ডিলার তিনি বলছেন যে শুক্রবারেও পাওয়া যাবে না। এটা সত্য কিনা, তথ্য নিয়ে আপনি দেখবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিলার কি বলেছেন সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে শুক্রবার থেকে পাওয়া যাবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল। সেটা হচ্ছে ব্যাপক বৃষ্টির ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের জুম চাষিরা জুম না করতে পারার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— ইউর কলিং এটেনশান নোটিশ হ্যাজ বীন ডিস্ এ্যালাউড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা প্রশ্ন তুলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে লিষ্ট অব বিজনেজ আজকে যেটা রাখা হয়েছে তাতে কতগুলি ডিমাণ্ডস আছে। কিন্তু আমাদের তো আর একটা ডিমাণ্ড যেটা আমরা কালকে শেষ করতে পারি নি, সেটা তো আজকের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অথচ সেটা আজকের লিষ্ট অব বিজনেসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— কোনটা বলুন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কেন, কালকে যেটার আলোচনা চলছিল ?

মিঃ স্পীকার :— কাল্কেরটা তো কেরিড ওভার করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আজকের যে লিষ্ট অব বিজনেস তার মধ্যে তো নাই।

মিঃ স্পীকার :— যেটা গতকাল চলছিল, সেটা আজকের জন্য কেরিড ওভার করা হয়েছে এবং সেটাকে আজকের লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আণ্ডার রুলস এটাকে কেরিড ওভার করা দরকার এবং আমি আশা করি পরে আপনি এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি কাল হাউসে এনাউন্স্ করেছি যে গতকালের বিজনেস ক্যারিড ওভার হয়েছে এবং সেটি আজকে হবে। কাজেই সেটা লিষ্টে দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এটা থাকা উচিত। এমনওতো হয় যে এলিভেন্থ আওয়ারে হয়ত কোন মেম্বার উপস্থিত নেই। কাজেই একটা যদি এজেণ্ডা হয় তাহলে পরবর্তী আর একটা সাপ্লিমেন্টারী এজেন্ডা দিয়ে আমাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত কাল কি কি আলোচনা হবে। এটা খুব একটা খারাপ কনভেনসান নয়। এটাকে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিবেচনা করে দেখব। অনারেবল মেম্বার শ্রীসুবল বিশ্বাস। মাননীয় সদস্য আপনাদের আগে থেকেই অনুরোধ করব আমাদের সময় খুব অল্প, অতএব অনুগ্রহ করে ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য শেষ করলে আমি খুশী হব।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসে ৮টী ডিমানড ছিল। আমি চেষ্টা করব ৮টী ডিমানডের মধ্যে দুই একটীর ব্যাপারে উল্লেখ করতে। প্রথমেই যে ডিমানডগুলি আমাদের কনসার্নিং মিনিষ্টার রেখেছেন সেগুলি আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে বর্তমানে আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা দেখে নজর রেখে তারা বিভিন্ন দপ্তরের অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং আমি মনে করি এই বরাদ্দ আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দেওয়া হয়েছে। আমি প্রথমে ইনডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে চাই। ইনডাষ্ট্রীতে আমরা দেখেছি যে আমাদের সরকার-এর বিশেষ করে আমাদের মন্ত্রী মনডলের যথেষ্ট ইচ্ছা এবং যথেষ্ট আগ্রহ আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা জর্জরিত লোকগুলিকে শিল্পের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদের আর্থিক বুনিয়াদ গড়ার জন্য তারা যথেষ্ট আগ্রহশীল। এবং সেই দিক দিয়ে একটা প্রশ্ন আগামী দিনের যে অর্থ খরচ হবে সেই অর্থটা খরচ করতে গিয়ে, আমি আশা করব এই অর্থটা সঠীক ভাবে খরচ হবে। কিন্তু এই খরচের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যেতে হবে। আমাদের পিছনের দিকে যদি যেতে হয় কারণ বিগত দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি সরকার যথেষ্ট রকমের বরাদ্ধ বিভিন্ন সময়ে রেখেছে কিন্তু কাজে কতটুকু হয়েছে সেগুলি আমরা আলোচনা না করি তাহলে আগামী দিনে আমাদের কি হবে সেটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারব। সেই সব দিক দিয়ে ইনডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে সরকার কি করেছেন সেটি আলোচনা প্রয়োজন আছে। আমি বলব যে ইনডাষ্ট্রীতে ছোট ছোট ইনডাষ্ট্রীগুলিরমধ্যে আমরা দেখছি যেমন পাওয়ারলুম, পাওয়ারলুম আমরা এই বার ভেবেছিলাম—আমরা কোয়েশ্চানের সরকার উত্তর দিয়েছেন যে ২০টি পাওয়ারলুম মেসিন এসেছে এবং সেগুলি সরকার থেকে যথাযথ ভাবে বসান হয়েছে। এই উত্তর পেয়েছি এই বর্ত্তমান সেসানেই। আমি যতটুকু জানি এখনও ক'টি মেসিন এই সরকারের গুদামে পরে আছে। কাজে কাজেই শুধু এটাই নয় গত ডিসেম্বর মাসে মুখ্য মন্ত্রী মশাই একবার গিয়েছিলেন কুমারঘাটে—করমছড়ায় যে রেশমের শিল্প করা হয়েছে উনি নিজে দেখে এসেছেন। তাতে দেখা যায় শিল্প আছে কিন্তু রেশম নাই আর আবার আমি এই কথা বলছি বিগত দিনের ইতিহাস টানা দরকার আছে নইলে মন্ত্রীদের কাজের অসুবিধা হবে এইজন্য বলছি। কুমারঘাটে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে একটা পার্টিকে লোন দেওয়া হয়েছে এলুমিনিয়াম ফেক্টরী চালানের জন্য। কিন্তু আজ দীর্ঘদিন যাবত সেই ফেক্টরী কি কারণে বন্ধ হয়ে আছে সেটি আমরা এখনও জানতে পারি নাই। যে জন্য বেশ কিছু কর্মী বেকার হয়ে আছে। এই ভাবে চলছে শিল্পের ব্যাপার। এইরকম অনেক কিছু আছে যা আমরা বাজেট এর জেনারেল ডিসকাশানে বলেছিলাম। এখন আমার বক্তব্য যে মন্ত্রীদের যে রকম আগ্রহই থাকুক না কেন আর সরকার পক্ষের এম. এল. এ. দের সহযোগীতা করি না কেন সেই বিগত দিনের জিনিষগুলি যদি না দেখি তাহলে আগামী দিনে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হবে। কাজেই আমার মনে হয় ইণ্ডাষ্ট্রী—সমগ্র ভাবে যদি ত্রিপুরার উন্নতি করতে হয়—একটা জায়গায় আমার খটকা লাগে এই ইণ্ডাস্ট্রী দপ্তর আছে সেই দপ্তর সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হয়। ইণ্ডাস্ট্রীতে অফিসারের অভাব নেই। অফিসার থেকে আরম্ভ করে কেরাণী পর্যন্ত সব রকমেরই আছে।

একটা প্রশ্ন আমরা শুনেছি এবং পত্রিকাতেও আমরা দেখেছি যে ইণ্ডাষ্ট্রি দপ্তরের একজন কেরাণীও বলতে সাহস পান—লোন দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন লোন দেওয়া হয় ইণ্ডিভিজুয়েল লোন—একজন কেরাণীও—আমি নাম বলব না কারণ নাম বলা ভাল হবে না। উনি বলেন যে লোন দেওয়ার ব্যাপারে তার কোন রেজিষ্ট্রী করা জায়গা থাক বা না থাক চন্দ্রালোকে জায়গা থাকলেও আমি লোন দিতে পারি যদি আমাদের সংগে যোগাযোগ ঠিক মত হয়। এই ধরণের কথা কোন কোন কেরানী করেন। সেজন্যই আমি বলতে চাই ইণ্ডাষ্ট্রি যদি আমাদের করতে হয় তাহলে পরে ঐ ইণ্ডাষ্ট্রির যে কতগুলি গেড়াকল রয়ে গিয়েছে এই দপ্তরে· এইটাকে সম্পূর্ণভাবে মানে এইটাকে মেশিনের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেমন সিমেণ্ট এবং আর ঐ কনক্রিট জোড়া মিলিয়ে টাইট করে কসে দেয় ঠিক সেইভাবে এই দপ্তরটাকে এইভাবে পিয়ে পিষে একেবারে নতুন করতে হবে। সমগ্র দপ্তরটাকে একেবারে নতুন করে সাজাতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের মানুষের উন্নয়নের জন্য যা প্রায়োজন, ইণ্ডাষ্ট্রি র করার জন্য যা প্রয়োজন মানুষের এবং বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন সেই ধরণের মনোবৃত্তি সম্পন্ন অফিসার এবং কর্মী সেখানে বসাতে হবে। এই সমস্ত বুর্জুয়ারা শ্রমিককে ছাঁটাই করে ত্রিপুরা থেকে সরিয়ে দেওয়া বাঞ্চনীয়। এদের দ্বারা ইণ্ডাষ্ট্রি হবে সেইটা আমি মনে করি না। কারণ আমরা জানি ইণ্ডাষ্ট্রির মত প্রয়োজনীয় অথচ এই ইণ্ডাষ্ট্রির মধ্যে র গেছে একটা ঘুনে ধরা কাজেই মন্ত্রী মশায়কে বলবো আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে, উদ্দীপনা আছে আমরাও সহ-যোগিতা করছি কাজেই এইটার দিকে নজর দিয়ে যদি দেখেন যাতে অন্ততঃ পক্ষে আগামী দিনে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে কিছু সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারি। ইনফরমেশন সেণ্টার সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই ইনফরমেশন সেণ্টারে এই পাবলিসিটি দপ্তর, পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট শুধু সরকারের কতকগুলি বক্তব্য বা সরকারের কতকগুলি নির্দেশ অনুসারে কাজ করলেই হয় না। গণতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দেশে প্রত্যেকটা সেণ্টারে এমন কিছু থাকা দরকার যারা নাকি সাধারণ মানুষের এই সমাজবাদ, এই গণতন্ত্রের কাঠামোর চোখে যা যা থাকা প্রয়োজন এবং সেই ধরণের চিন্তাধারা এব সেই ধরণের মনোভাব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এবং তাদেরকে এই ধরণের কাজ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করি। কিন্তু ত্রিপুরার যে ইনফরমেসন সেণ্টার, অনেকগুলি আছে নামে মাত্র সেণ্টার। আমি একটা জায়গায় নাম বলবো ফটিকরায় ইনফরমেশন সেণ্টার নামে একটি সেণ্টার আছে এইটা আমার বাড়ীর কাছে একেবারে লাগা মানে দুইশো গজের মধ্যে। আমি দেখেছি ১৯৬৩তে আমি যখন এসেছিলাম এই ফটিক রায়ে তখন আমি দেখেছিলাম একটা ইনফরমেশন সেণ্টার আছে এখানে গভর্ণমেণ্টের দেওয়া একটা রেডিও আছে, এখানে বই পত্র আছে, চেয়ার টেবিল আছে মেগাজিন যায় সবকিছু যায় দেখেছিলাম কিন্তু আজকে দশ বছর পরে যদি আমি বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখি কোথায় রেডিও কিছু নাই, কোথায় সেই চেয়ার টেবিল গেছে কিছু নেই, বইপত্র কোথায় গেছে কিছু নেই, আলমিরা কোথায় গেছে কিছু নেই, ঘরটা পর্য্যন্ত নেই। সেই ঘরটা ট্রেসলেস হয়ে গেছে যে ঘরটাতে এইগুলি ছিল। এখন কি আছে, ইনফরমেশন সেণ্টারটাতে কি আছে ? এখন কতকগুলি পত্রিকা যায় ফটিকরায় ইনফরমেশন সেণ্টারের নামে ডাকঘরে যায়। সেই ডাকঘরে যাওয়ার পর এখানে যে একটু বেশী মস্তানী করতে পারে, আমার কাছে পত্রিকা দিতে হবে এই পিওনটা তার বাড়ীতে দিয়ে আসে। অ্যাকচুয়েল পত্রিকা নেওয়ার অথরিটি-কে তার কোন কিছু ঠিক নেই। কাজেই এই ধরণের ইনফরমেশন সেণ্টারগুলি যদি, আমি যেটা অ্যাকসজাম্পল দিয়ে বললাম এই রকম আরও অনেক জায়গায় আছে নামে মাত্র ইনফরমেশন

সেন্টার। জানিনা এই জন্য সরকারের কত টাকা খরচ হয়। কিন্তু বাজেটে আমরা দেখেছি প্রচুর টাকা ইনফরমেশন সেন্টারের জন্য খরচ হচ্ছে। আমি এইজন্য বলছি এটা মন্ত্রীসভাকে দোষারূপের কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই কারণে আমরা যে টাকা খরচ করবো সেই টাকাটা যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে কি না সেইটার ইউটিলিটি মানুষ পাচ্ছে কি না সেইটার জন্য আমি একটা ইনসটেনস দিচ্ছি। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে যেখানে যে টাকাই খরচ হোক না কেন বাজেট অনুমোদন আমরা করে দেবো ভোট তো আমরা দিয়ে গেলাম কিন্তু এই টাকাটা যদি ঠিকঠিকভাবে খরচ না হয় তাহলে জনসাধারণ কতটুকু উপকৃত হবে? কাজেই যে টাকাটা আমরা খরচ করবো সেইটার উপরে কনসারনিং মিনিষ্টার বা দপ্তর যদি নজর না রাখে তাহলে গৌরী সেনের টাকাই খরচ হবে আর কিছু হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, টোরিজম সম্পর্কে আমরা দেখেছি বেশ কিছু টাকা ধরা হয়েছে। আমি আশা করবো যে টোরিজম বা পর্যটন বিভাগের দ্বারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পসিবিলিটি আছে। আমাদের ত্রিপুরায় যেমন উনুকুটি, তারপরে আমাদের উদয়পুরে এবং সোনামুড়ায় আমাদের রুদ্রসাগর এই কয়েকটা জায়গা আছে। এইগুলিকে আমরা যদি ত্রিপুরার বাহিরের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি তা হলে এই সব জায়গাতে ডেভেলাপমেন্ট করতে পারলে আমরা ত্রিপুরার মানুষের সংগে বহি ত্রিপুরার মানুষের একদিকে তাদের সংগে আমাদের সাংস্কৃতিক বিনিময় হচ্ছে অন্য দিকে আমরা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠবে যদি না কি আমরা এই সমস্ত জায়গা-গুলিকে সুন্দর করে গড়ে তুলি এবং এইটাকে যদি আমরা একটু মনোযোগের সাথে দেখি বিশেষ করে উনুকোটি উনুকোটিতে যে একটা বিরাট স্থাপত্য রয়ে গেছে এইটা ত্রিপুরার গৌরবের বিষয়। ত্রিপুরার মত একটা ছোট্ট জায়গাতে এই রকম একটা স্থাপত্য রয়ে গেছে। কাজেই এইটার উপর আমাদের সরকারের নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই উনুকোটির উপরে অনেকগুলি স্থাপত্য আছে। আমি বিশেষ করে ব্যক্তিগত ইন্টারেষ্টে আমাদের মন্ত্রীসভার অনেক মন্ত্রীকে আমি সেখানে নিয়ে গিয়েছি এবং দেখিয়েছি বর্ত্তমান অবস্থাটা। আমরা দেখেছি দুঃখের বিষয় বহু স্থাপত্য অনেকগুলি মূর্ত্তি এই উনুকুটিতে ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু সংস্কারের অভাবে। যদি সঠিকভাবে সংস্কার করা হতো তাহলে এই মূর্ত্তিগুলি সত্যিই দর্শণীয় বস্তু এবং এইগুলি একান্ত সংস্কারের অভাবে এবং যাতায়াতের অভাবে আমাদের একটা গৌরবের জিনিস অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি যে টোরিজমের উপরে যে টাকাটা ধরা হয়েছে সেই দৃষ্টি কোণ দিয়ে এইগুলিকে উন্নত করা দরকার তবে এইটা ঠিক টোরিজমের নাম নিয়ে আমি আর একটা অনুরোধ করবো মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে টোরিজমের নাম নিয়ে এই দপ্তরের টাকা নিয়ে যদি কোথাও কেউ বাহিরে সেই টাকা খরচ করে ভ্রমণ বিলাসে বেরুন সেইটা ত্রিপুরার কাছে সত্যিই একটা দুঃখজনক ব্যাপার হবে। মাননীয় মন্ত্রীমশায় খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কিছু লোক আছে বিশেষ করে এই দপ্তরের মধ্যেই আছে যারা টোরিজমের টাকা নিয়ে বাইরে ভ্রমণ বিলাসে বেরুন। এইটা অনুসন্ধান করে দেখবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাজেটে আমরা দেখছি যে টাকা রাখা হয়েছে এইটার উপরে বিরোধীরা অনেক কথাই বলেছেন যে পুলিশ এইটা হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নয় শুধু উনাদেরকে পিটানোর জন্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বামপন্থীদের পিটানোর জন্য তো পুলিশ নয়। পুলিশ হয়েছে যারা না কি দুষ্কর্ম করবে যারা না কি চুরি করবে তাদের জন্য হচ্ছে এই পুলিশ বাহিনী।

তাঁদের যে প্রিয় চীন দেশ, সেখানেও আছে, রাশিয়াতে আছে, পুলিশ বাহিনী সর্বত্র থাকবে এবং যে কোন সভ্যদেশে পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন রয়ে গেছে। কারণ সভ্য মানুষকে দুষ্কৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের দরকার আছে। কাজে কাজেই পুলিশ বাজেট এলেই যে উনাদের আতংক এসে যায়, তার কোন কারণ নেই। আপনাদের কোন ভয় নেই, আপনারা দুষ্কর্ম না করলে আপনাদের পুলিশ মারধর করবে না এই সম্পর্কে আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে। পুলিশের ব্যাপারে একটা কথা আছে, বিশেষ করে পুলিশের আর্থিক দিক থেকে এবং তাদের যে বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ভিত্তিতে যদি দেখি, তাহলে তাদের বেতন অত্যন্ত নগন্য এবং ঐ দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। আর পুলিশদের সার্ভিস রুল বলতে যেটা বুঝায় সেই সার্ভিস রুল ওদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে করা হয়নি বলে আমি মনে করি, এইগুলি করার প্রয়োজন রয়ে গেছে এবং রেশানের ব্যাপারে—বিশেষ করে সি. আর. পি, বি. এস এফ, বি. এম. পি, তাদের জন্য রেশানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশের সেইরকম ব্যবস্থা নেই। পুলিশ এবং একজন সিপাই —তারা যদি রেশান না পায়, তাহলে তাদের সামানা বেতনে তাদের পক্ষে চলা দুষ্কর। রেশান ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা যাতে তাদের দেওয়া হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর দেখবেন আশা করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সময় আমার অনেক কম, তাই এখানে ডিমাণ্ডগুলি যে এসেছে, সেই ডিমাণ্ড গুলির উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আই উড নাউ কল অন শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কয়টি ডিমাণ্ড হাউসের সামনে রেখেছেন, সেইগুলি আমি সমর্থন করি এবং যে সব কাট মোশান এসেছে, তার বিরোধীতা করি।

পুলিশ বাজেট সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য আলোচনা করেছেন, যাদের কাট মোশান ছিল, তাঁরা আলোচনা করেছেন। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশের প্রয়োজন আছে, জনসাধারণ সুখে, শান্তিতে যাতে বাস করতে পারে, তারজন্য পুলিশের দরকার আছে এবং সময়মত পুলিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মাননীয় বিরোধী দলনেতা তাঁর বক্তব্য শেষ করবার সময়ে একটা কথা বলেছেন যে পুলিশ গুণ্ডা বাহিনীর জন্য যে বাজেট সেটা তিনি সমর্থন করতে পারেন না, এই বাজেট আমি সমর্থন করিয়া একথা তিনি বলেছেন। বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী, তিনি বলেছেন পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার করে, পুলিশ গুণ্ডামী করে, পুলিশ গরু চুরি প্রশ্রয় দেয়, পুলিশ গণতন্ত্রকামী আন্দোলনের উপর আঘাত করে এবং যত রকমের দুষ্কর্ম, সমস্তগুলি পুলিশের উপর চাপিয়েছেন, আবার অপর দিকে তাঁদের দলেরই সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহাশয়, অজয় বিশ্বাস বলেছেন যে পুলিশের বেতন কম, ভাতা কম, তাদের বেতন, ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাঁদের কোন্ কথাটা সত্য ? একদিকে বলছেন পুলিশ গুণ্ডামী করছে, তাদের যন্ত্রণায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অতিষ্ঠ, আর আরেক-দিকে বলছেন তাদের বেতম, ভাতা বাড়িয়ে দাও। তাঁদের বক্তব্য কোনটা ? বক্তব্য দুইই সত্য তাঁদের—অর্থাৎ এক হাত তাঁদের পুলিশের ঘাড়ে এবং আরেকটা হাত পুলিশের পায়ের

দিকে। অর্থাৎ পুলিশকে শাসন করা দরকার, আবার তাকে তোয়াজ করাও দরকার। কাজেই এই ধরণের বক্তব্য তাঁরা এই হাউসে রেখেছেন। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহাশয় বলেছেন যে একটা মেয়ে রাত্রিতে সিনেমায় যায়, সেখান থেকে আর বাড়ীতে ফিরে যায়নি। কিন্তু সিনেমায় যেয়ে কোন মেয়ে ফিরে নি, এই রকম তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে রাত্রি ৯টার সময় একা মেয়ে সিনেমায় যাবে সেটা উচিত নয়। যে দেশে এখনও শতকরা ৭০ জন অশিক্ষিত, আমার দেশে কেন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ঐ সব দেশের সাহিত্যেও আমরা পাই যে রাত্রি ৯টা বা তার অধিক রাত্রিতে সেখানে মেয়েরা রাত্রে একা চলাফেরা করে না। আর ভারতবর্ষ তো দূরের কথা। আমাদের জানা দরকার যে আমাদের রাজ্য এতখানি উন্নত হতে পারেনি যে আমাদের মেয়েরা একা রাত্রিতে চলাফেরা করবে। অভিভাবকদের জানা দরকার যে আমার মেয়ে যদি রাত্রি ৯টায় সিনেমায় যায়, তার সংগে লোক নেওয়া দরকার। আমাদের নিজেদের এই সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় আরেকটি কথা বলেছেন যে স্কুলের ছাত্র ভর্ত্তি হতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়, এইরকম কথা আমরা শুনিনি। যদি কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে, হেড মাষ্টার যদি পুলিশ নিয়ে থাকেন, তাহলে ঠিকই করেছেন। স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলে অভিভাবক নিয়ে কোন ভাল ছেলে স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলে অভিভাবক নিয়ে যাবে, সে সেখানে পড়াশুনা করতে যাবে, কাজেই পুলিশ দেখলে তারা ভয় করবে কেন? তারতো পুলিশকে ভয় করার কোন কারণ নেই। পুলিশের বিরুদ্ধে এইসব রাজনৈতিক গালাগাল উচ্চারণ করা, উনারা নিজেরাই জানেন যে এইগুলি কত অসার আলোচনা। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয় আরেকটি কথা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে প্রায় প্রতি ১৫ জনে একজন করে পুলিশ। এই তথ্য যে তিনি কোথায় পেলেন আমি জানিনা। ত্রিপুরার জনসংখ্যা কত তাও তিনি জানেন, এবং পুলিশের সংখ্যা কত তাও তিনি জানেন। আমার মনে হয়, যে পারসেণ্টেজ, সেই সেই পারসেণ্টেজের অংক তিনি ভুলে গেছেন, কাজেই তিনি বলেছেন যে প্রতি ১৫ জনে একজন পুলিশ। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ মানুষ, সেই অনুপাতে আজকে তাহলে ত্রিপুরাতে এক লক্ষ পুলিশ কর্মচারী দরকার ছিল। কাজেই কি বক্তব্য তাঁরা এই হাউসের কাছে রাখেন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য করেন, তারা নিজেরাই ভুলে যান। শুধু এইটুকু ঠিক আছে, পুলিশের বিরুদ্ধে বলতে হবে, সমস্ত অপকর্মের নায়ক তারা, গরু চুরির নায়ক তারা, সমস্তই পুলিশ করছে, আবার অপর দিকে কি জানি পুলিশ ভাইয়েরা যদি বিরক্ত হয়, তাদের আন্দোলনে বাধা পড়ে, তাই অপর দিকে তাদের তোয়াজ করতে হবে—তাদের ভাতা, বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে, তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব দিতে হবে। একজন বলেছেন চৌকিদার সরকারী কর্মচারী নয়, এই তথ্য বা তাঁরা কোথায় পেলেন? চৌকিদার, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী। এই সম্পর্কে আমাকে একটা কথা বলতে হয় যে পুলিশ বিভাগে অফিসার যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সাধারণ পুলিশ সেই হারে বৃদ্ধি হয় নি, এদিকে আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে অফিসার যে হারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সাধারণ পুলিশ কনষ্টেবলও যাতে সেই হারে বৃদ্ধি করা হয়। তারপর চৌকিদার এর সংখ্যার কথা এখানে দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে চৌকিদার প্রায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য

বাহাদুরের আমলে যা ছিল, তাই আছে। চৌকিদার প্রত্যেকটি গ্রামে থাকা দরকার—এবং পুলিশ আইন মোতাবেকে দেখি আমাদের প্রতি গ্রামে কেন, প্রতিটি গাঁও সভাতে একজনও আজকে নেই। কাজেই সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব, পুলিশ বিভাগ যেখানে পুনর্গঠন করা হচ্ছে, সেই সময়ে চৌকিদারের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি করা যায়, সেইদিকে যাতে মন্ত্রী মহোদয় নজর দেন। গরু চুরি সম্পর্কে একজন সদস্য বলেছেন যে বর্ডার দিয়ে গরু পাচার হয়, পুলিশ নাকি তাদের সাহায্য করেন। যে ১২০ মাইল বর্ডার আমাদের বাঙলা দেশের সংগে এবং যে সংখ্যা আমাদের পুলিশ আছে, তারা যদি হাতে হাত ধরে দাঁড়ায়, তাহলেও গরু চুরি বন্ধ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক বর্ডার যেসব দেশের সংগে থাকে—অতি সুসভ্য দেশ—ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, নরওয়ে, ঐসব দেশে বর্ডার চেইন করে একদল লোক থাকে সেইসব দেশের কথা আমি বলছি, সেইসব বর্ডার দিয়েও এই ভাবে স্মাগলিং হয়। উনারা যে দেশ থেকে প্রেরণা পান, সেই চীন দেশ, সেই চীন দেশ থেকেও স্মাগলিং গুডস এসে ভারতবর্ষ ভরে গেছে, আমাদের সুদূর ত্রিপুরায়ও যার দূরত্ব ৫/৭ শ' মাইল, সেই ত্রিপুরাও চীন'এর স্মাগলিং গুডসে ভরে গেছে। একথা বললে হয়তো মাননীয় সদস্য বলবেন যে চীন দেশের স্মাগলিং গুডস মার্কসিজমের গঙ্গাজলে ধোয়া, তাহলে কোন কথা নেই। চীন দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস স্মাগলিং হয়ে আসছে এবং চীন দেশের কমরেড ভাইয়েরা—তারাই সেগুলি পাঠাচ্ছেন এবং তারাই সেটার মদত দিচ্ছেন। কাজেই স্মাগলিং সম্পর্কে বলতে গেলে এবং আমাদের পুলিশের উপর বিরূপ মন্তব্য করতে গেলে তাঁদের কমরেডরা কি করেন, সেইদিকে একটু মনে রাখবেন।

ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আমি একটা কথা বলব। বিরোধী দলের সদস্য অবশ্য এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমার দেশে তাঁত আছে, তাঁতীদের সুতা যাতে রীতিমত সরবরাহ করা হয়, সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কারণ সুতার অভাবে অনেক তাঁত বন্ধ হয়ে আছে। আদিবাসী যাহারা তাদের নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করে, তাদের তাঁতও বন্ধ হয়ে আছে। সেই সুতা বন্টন এবং আমদানীর ব্যবস্থা যাতে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার মাধ্যমে হয়, তার দিকে দৃষ্টি দিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমান তাঁত আছে, আমাদের ত্রিপুরার যে নীড সেটাও যদি আমরা মেটাতে পারি তাহলেও ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক বোঝা অনেকটা লাঘব হবে। আর ইণ্ডাষ্ট্রির বাজেটে আমি আর একটা জিনিষ দেখলাম যে সেরি কালচারের জন্য একজন এ্যাসিষ্টেন্ট ডিরেক্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সেরিকালচারে কাজ চলছে। সেটা এইভাবে এলোপাথারি কাজ না করে যদি আমরা অফিসের ব্যবস্থা করি এবং একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষভাবে এই কাজটা করা যায় তার দিকে যে সরকার নজর দেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় অল্প। কাজেই যে ডিমাণ্ডগুলি আমাদের সামনে এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করি আর যে কাটমোশানগুলি আছে তার বিরোধীতা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকের যে ডিমাণ্ড এসেছে তার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই পুলিশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে আজকে যারা পুলিশের বিরোধীতা করছেন তারা বলছেন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে

ব্যাহত করার জন্য পুলিশকে কাজে লাগানো হয়। সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমরা দেখেছি যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নাম করে জনসাধারণের বা সরকারী জিনিষ পত্র তচনচ করতে যায় সেখানেই পুলিশ জনস্বার্থের খাতিরে বাধা দিতে যায়। আজকে পুলিশের রেশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমার সংগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যতটুকু আলাপ হয়েছে, উনি এইটুকু অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে পুলিশের রেশনের ব্যাপারটা উনি বিবেচনা করবেন এবং অন্যান্য রাজ্যে যেমন পেয়ে থাকে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, বা ওয়েষ্ট বেংগলে সেই ভাবে যাতে করা যায় সেই দিকে উনি দেখছেন। সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই যে সমস্ত কারণে কিছু সংখ্যক আমলা বা ভেষ্টেড ইন্টারেষ্টেড অন্য যেখানে পুলিশের রেশন আরও অনেক আগে হওয়ার কথা কিন্তু হয়নি। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই দিকে নজর দিয়েছেন এবং সেটা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। সেটাকে আমি স্বাগত জানাই। আজকে জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের জন্য যে সার্ভিস রুল রয়েছে পুলিশের সেই রুল নাই। আজকে সেই সার্ভিস রুল সেই চক্রেরহাতে এমনভাবে গিয়ে পড়েছে যেখান থেকে এটা বের হচ্ছে না। আমি সেই দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাবলিসিটি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট আগে যেভাবে প্রতিটি সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে লোকেল পেপার দিতেন জানি না হঠাৎ কি কারনে সেই লোকেল পেপার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আজকে যেখানে গ্রামের মানুষ, সাধারণ মানুষকে সার্বিক ত্রিপুরার খবর দেওয়া উচিত এমন কি বাইরের খবর পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত সেখানে এটাকে এ ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। আমি প্রচার দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আগে যেভাবে লোকেল পেপার দেওয়া হত সেইভাবে যেন এখনও দেওয়া হয়। আমি পুলিশের বেলায়ও দেখেছি, পাবলিসিটির বেলায়ও দেখেছি যে আজকে এখানে ডেপুটি ডিরেক্টার, ডিরেক্টার এমন কি তাদের পি, এ, রাও পর্যাস্ত গাড়ী ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রামে যেখানে গাড়ীর দরকার রয়েছে সেখানে গাড়ী দেওয়া হয় না। থানাতে একটা গাড়ী নাই। একটা ডাকাতির খবর শুনলে তারা যেতে পারে না। গাড়ী ভাড়া নিয়ে তবে তারা যায়। আমি এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে মফঃসলে যাতে প্রত্যেকটি থানায় গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে সিনেমা শো দেখানের জন্য যে জেনারেটরের প্রয়োজন সেই জেনারেটার যেন রাখা হয়। আমি এটা বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উদয়পুরে যে সিনেমা জেনারেটর রয়েছে সেটা দিয়ে সোনামুড়া এবং উদয়পুর কাভার করা হয় যে কারণে সেই সমস্ত এলাকার কোন জায়গার লোকই ঠিকমত সিনেমা দেখতে পারে না। অথচ দেখা যায় যে আগরতলা শহরের মধ্যে দেখান হয় যেটা নিয়ম বর্জ্জিত। আজকে রুর‍্যাল রেডিও ফোরামে যেটা দেওয়ার কথা সেটা দেখা যায় শহরে প্রায় প্রতিটি ক্লাবে সেই রেডিও রয়েছে। কিন্তু যেখানে গ্রামের মানুষ ট্রাইবেল এরিয়া, ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া, ইন একসেসিবল এরিয়া সেখানে এইগুলি যায় না। আমি সেখানে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে বলতে হয় যে আজকে ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে শুধু সমালোচনা করা নয়, আজকে ত্রিপুরার অর্থনীতি, ত্রিপুরার জিনিষ পত্রের উৎপাদনের জন্য, ত্রিপুরার ফরেষ্টকে যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি রেকর্ড করা যায় সেইদিকে

লক্ষ্য রেখে এটাকে ষ্ট্রেনদেন করার জন্য আজকে ভিলেজ ইকনমির উপর আর একটু জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু এইটি নয়, আমি বলব এখানে যেখানি বোর্ড রয়েছে, আমরা দেখেছি খাদি বোর্ডে যে সমস্ত কাজ করা হয় সেগুলি সরকার কেনেন না। আমি খবর নিয়ে দেখেছি, খাদি বোর্ডের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বার বার চিঠি দেওয়া সত্বেও কোন জিনিষ সরকার সেখান থেকে কেনেন না। যেমন বলা যেতে পারে পর্দা, পড়নের কাপড়, উডেন পেন্‌সিল, বলা যেতে মাটির জিনিষপত্র। এইগুলি যদি কিনতেন তাহলে আজকে খাদি বোর্ডের সাহায্যে ভিলেজ ইকনমিক এ আর একটু উন্নতি হত, আর একটু এটাকে ষ্ট্রেনদেন করা যেত। অবশ্য না করার পেছনে কারণ রয়েছে। কারণ কন্‌ট্রাক্টরের সাপ্লাই এর মাধ্যমে এলে পরে কিছু একটা পাওয়া যায় একটা স্বার্থ থাকে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে খাদি বোর্ডটাকে যেন ব্যাপক আকারে কাজে লাগানো হয় এবং সরকারের জিনিষপত্র যেগুলি খাদি বোর্ডে পাওয়া যায় সেগুলি খাদি বোর্ডের মাধ্যমে যেন দেওয়া হয়। আজকে দেখা যায় আমার দেশে যে তুলা উৎপাদন হয় সেই তুলা জাপান যায় সেই তুলা পৌঁছে আবার কলকাতা হয়ে এবং অয়েল কেক্ যেটাকে আমরা খইল বলি সেটা আবার ত্রিপুরার মানুষের কাছে কলকাতা থেকে এসে বিক্রি হয় আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি এইগুলি এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টা করলে এইগুলিকে আরও কাজে লাগানো যেতে পারে। তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীকে বলব যে ম্যারিনো উলের সংগে আমাদের ষ্টেপ তুলা যেটা সেটা মিকস্‌ড করে একটা ইণ্ডাষ্ট্রি করা যেতে পারে এবং সেটা এখানে খুবই সাবষ্টেনসিয়্যাল। আমি বলব এখানে বিড়ি শিল্পের কথা। আজকে দেখেছি আমাদের ত্রিপুরার বাইরে থেকে অনেক বিড়ি আমাদানী করা হয় অথচ আমার ত্রিপুরায় অনেক বেকার রয়েছে তারা লোন পায় না, কোন সাহায্য পায় না। আজকে আমি জানি কয়েকটা বিড়ি শ্রমিক মালিক হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ওরা ছোট ছোট গ্রুপ-ওয়াইজ ফ্যাক্টরী খুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট ওদেরকে লোন দেয় না। কারণ তাদের সিকিউরিটি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেখানে স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিতে ৫০০০ টাকার জন্য দুইজন পার্সোন্যাল সিকিউরিটিতে টাকা দেওয়া হয়। অথচ আজকে বিড়ি শ্রমিকেরা সেই লোণ পায় না। আজকে তারা বাঁশ বেতের কাজ করে। আজকে আমাদের এখানে বাস্কেট, ম্যাট, কার্পেট বা কার্পেনটার, উইলস এরা আজকে লোন পায় না। আজকে লোন পায় যাদের ভেসটেড ইনটারেস্ট আছে। আজকে এখানে লেদার ইণ্ডাষ্ট্রি খুবই ভাল হতে পারে এবং আমি জানি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসটেটে লেদার ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে। শুধু খরিদ্দারের অভাব এবং ব্যবস্থার জন্য আজকে লেদার ইণ্ডাষ্ট্রি মৃতপ্রায়। আজকে যেখানে পুলিশ রয়েছে, হোমগার্ড রয়েছে, সরকারী কর্মচারী রয়েছে, সবই যদি ত্রিপুরার লেদার ইণ্ডাষ্ট্রীজের প্রডাক্ট ক্রয় করে তাহলে আজকে এখানে লেদার ইণ্ডাষ্ট্রী গ্রো করতে পারে। এটা একটু সাউণ্ড হতে পারে। আজকে দেখা যায় গ্লাস ফ্যাক্টরী। এখানে বিশ্রামগঞ্জের কাছে যে বালি পাওয়া যায় সেই বালিতে দৈনিক ৫ টন প্রডাক্ট হতে পারে। কিন্তু আজকে দেখা যায় সেই গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রী আজকে মৃত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টকে ঢেলে না সাজালে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের যে ভেসটেড

ইন্টারেষ্ট গ্রুপ রয়েছে, যে চক্র ওরা বেঁধে বসেছে সেইদিকে যদি লক্ষ্য না দেওয়া হয় তাহলে আমরা যতই বলি না কেন ইণ্ডাষ্ট্রি হবে কিনা সন্দেহ আছে। আজকে দেখা যায় এখানে গাড়ী অনেক বেড়েছে এবং এখানে অটোমবাইল সার্ভিস ইণ্ডাষ্ট্রি হতে পারে। আমি জানি অনেকগুলি অটোমবাইল সেন্টার, রিট্রেডিং সেন্টার এবং ওকার্কশপ করেছে তারা লোন পায় নি। আজকে যারা আন-এমপ্লয়েড ইঞ্জিনীয়ার, যারা আন-এমপ্লয়েড ওভারসীয়ার তারাও বলছে যে লোন পায় না। অথচ সরকারের নির্ধারিত নীতি রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব সরকারকে যে অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার ও রিট্রেডিং ওয়ার্কশপ এইগুলি যদি গভর্ণমেন্ট থেকে করা হয় তাহলে আমার এখানে যে সমস্ত বেকার এল. এম. ই, রয়েছে তাদের ভবিষ্যতে একটা ব্যবস্থা হতে পারে। আজকে যদি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো না করা যায় অথবা ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রীর যে সমস্ত প্রডাক্টস আছে সেগুলি যদি কাজে লাগানো না যায় তাহলে আমরা যতই বলি ভিলেজ ইকনমি ভেঙে পড়বে, পড়তে বাধ্য। আমি বলব ফ্রুট ক্যানিং সেন্টারের কথা। আজকে সে সমস্ত ফল উৎপাদান হয়, যেমন আনারস হয়, লেবু হয়, কমলা হয়, কাঠাল হয়, কাঠাল থেকে ভালরকম অ্যালকোহল হতে পারে। অথচ আজকে দেখা যায় যে কাঠাল বাজারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে ফ্রুট ক্যানিং সেন্টার হলে আনারস বাইরে যেতে পারে। কিন্তু সেই দিকে আমাদের এখানে যে ফ্রুট ক্যানিং সেন্টার রয়েছে সেটা আজকে বন্ধ প্রায়। অথচ প্রাইভেট সেকটারে যেটা চলেছে সেটা খুব ভালই চলছে। সে জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করব. আজকে আমাদের যে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তার জন্য উপর তলার দিকে শুধু ডাইরেক্টার অথবা ডেপুটি ডাইরেক্টারের পোষ্ট ক্রিয়েট করলেই হবে না, নীচের তলার দিকে ট্রেণ্ড আপ করে ভাল রকম অন্ততঃ যাদের ইন্টিগ্রেটি রয়েছে, যাদের চেষ্টা রয়েছে তাদেরকে যেন সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ইকনমিক স্বার্থে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় অত্যন্ত কম, তাই আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ডিমাণ্ডগুলির উপর বিরোধী পক্ষের থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি আছে, সেগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি এই বাজেটের মধ্যে লক্ষ করছি যে গত ১৯৭৩—৭৪ সনে ফায়ার ভিকটিম লোনের ব্যাপারে প্রায় ৪ ৭৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিল, কিন্তু সেটাকে রিভাইজড ৫ লক্ষ টাকা পর্যান্ত খরচ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে ফায়ার ভিকটিমের ব্যাপারে ১৯৭২ সনে অমরপুরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে এবং সরকারী হিসাব মত সেখানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার উপর ক্ষতি দেখানো হয়েছে। তবে আমার সেই ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেশী হবে। সরকার অবশ্য তার সাধ্য অনুযায়ী সেখানে সাহায্য দিয়েছে, কোন সাহায্য দেয় নি এমন নয় তার মধ্যে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে যে আমি সেখানকার জন্য ১০০ বাণ্ডেল টিন এবং কিছু পরিমাণে সিমেন্ট এর কথা বলেছিলাম, কারণ আমরা গত কয়েক বছর যাবত দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে ঘন ঘন অগ্নি কাণ্ডের ফলে অমরপুরের ব্যবসায়ী-দের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে এবং ১৯৭২ সালের ভয়াবহ অগ্নি কাণ্ডের পরবর্তী সময়ে

সরকার থেকে তাদেরকে তাবু দেওয়া হয়েছিল। আর যদি এই তাবু তাদেরকে দেওয়া না হত, তাহলে তারা এক রকম নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু সরকার থেকে যে তাবু দেওয়া হয়েছে, সেই তাবুর নীচে তারা আজও আছে। তাই আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অবিলম্বে আমার অমরপুরে যারা ফায়ার ভিক্‌টিম হয়েছেন, যে সমস্ত ব্যবসায়ী অথবা যাদের ঘর বাড়ী পোড়া গিয়েছে, যারা এখন পর্য্যন্ত ঘর দরজা করতে পারেন নি টিনের অভাবে, তাদেরকে যেন এই টিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তার পরে আমি লোনের কথা বলছি, স্যার। এই লোন সম্পর্কে ১৯৭০—৭৩ সনে আমার ঐ খানে প্রায় ৫ লক্ষ সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা লোন হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়ীও আছেন যারা হয়তো জামিন এর অভাবে বা উপযুক্ত জমি সরকারকে বন্ধক দিতে পারেন নি এবং লোনের টাকা নিতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের সেই দরখাস্তগুলি মহকুমা শাসকের তদন্ত হয়ে জেলা শাসকের নিকট এসেছে, এটা প্রায় ১ লক্ষ টাকার কিছু কম হবে বোধ করি কিন্তু পরে যারা দরখাস্ত করেছিল তারা মেক্‌সিমাম ছোট ছোট ব্যবসায়ী, তাদের লোনের টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে লোনের টাকাটা পেতে পারেন। কারণ আজকে দেখা যাচ্ছে, এই ফায়ার ভিক্‌টিম লোনের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে সেখানে সনামধন্য সি, পি, এম, কর্মী যিনি নাকি বীরগঞ্জ বিধান সভা নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি উনার বাবার নামে ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন আর উনার ছোট ভায়ের নামে আরও ১০ হাজার টাকা স্যাংকশান করে নিয়েছেন, যদিও তার ভাইটি এখনও স্কুলে পড়ে। আজকে যারা বিরোধী দলের সদস্য আছেন, যারা নাকি দুর্নীতি দুর্নীতি বলে চীৎকার করেন, এই কথা বলে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। কেননা, এটা হল তাদের জনহিতকর কর্ত্তব্য এবং তাদের কাজের ইতিহাস বা নক্সার। আজকে যেখানে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা লোনের টাকা পাচ্ছে না, সেখানে ভায়ের নামে, বাবার নামে ১০ হাজার ১০ হাজার করে ২০ হাজার টাকা নিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হল তাদের দুর্নীতি চীৎকার করবার একটা সুন্দর ইতিহাস বা নজীর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এই সব ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের লোনের টাকা পায় তার জন্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই ইণ্ডাষ্ট্রিতে আমাদের এ্যমপ্লয়মেণ্ট দেওয়ার মত সুযোগ আছে কারণ আজকে যেখানে আমরা এই রাজ্যের বেকারদের একটা চাকুরী দিতে পারছি না, সেখানে এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে আরও ভাল ভাবে গিয়ার আপ করা দরকার বলে আমি মনে করি। এখানে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ১৯৭০—৭১ সালে ঘরে তালা দেওয়া অবস্থায় বয়লার মেসিন খোয়া গিয়াছে, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার ষ্টিলের আলমিরা পাওয়া যাচ্ছে না। টাইপ রাইটারের মত অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এইরকম অনেকগুলি অভিযোগ উঠেছে। সেগুলি নাকি বাবুদের বাসায় আছে। কাজেই আমি মনে করি এই ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের হাজার হাজার টাকার মাল খোয়া গিয়েছে। এই রকম বগাফাতে যে একটা সেণ্টার আছে, সেখানকারও বহু দুর্নীতির আছে, সেখান থেকে নাকি বহু জিনিষ খোয়া গিয়েছে। আই আমি মনে করি যে এই ডিপার্টমেণ্টের

মধ্যে একটা গোপন চক্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং একটা ইনকোয়েরী করে যদি তথ্য সংগ্রহ করা না হয়, তাহলে কারা কারা এই সব করছে, তার হদিস পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে। এই কিছুদিন পূর্বেও আমরা লক্ষ্য কলকাতাতে যে একটা শিল্প মেলা হয়ে গিয়েছে, তাতে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে কতিপয় কেরাণীকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল, কোন টেকনিসিয়ানকে সেখানে পাঠানো হয় নি। আমি বলি যে কেরাণীদের পাঠানো হল, তারা ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে কি বুঝে তারা নাকি সরকারী খরচায় পুরা গিয়ে ফোষ্ট করে এসেছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার বলে আমি মনে মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা আরও লক্ষ করেছি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব যে পুলিশ আছে, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এটা সত্য কথা। তারা যেহেতু পুলিশের চাকুরী করে, তাদের একটা ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয় সে জন্য তাদের ক্ষোভ থাকলেও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত তারা সেটা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে বাইর থেকে আমাদের এই রাজ্যে যে সমস্ত সি, আর, পি, এসেছে তাদেরকে রেশন দেওয়া হচ্ছে এমন কি তাদের মদ খাওয়ার টাকাটা পর্য্যন্ত এই সরকারকে বহন করতে হয়, অথচ এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আমাদের ত্রিপুরার যে সমস্ত পুলিশ ভাইরা আছে, তাদেরকে সেই রেশন দেওয়া হয় না বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। তাই আমি মনে করি আজকে এই পুলিশ ভাইদের মধ্যে যে ক্ষোভ রয়েছে, তারা যে সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সেই বিষয়ে অবিলম্বে সরকারের বিবেচনা করা উচিত। এই বলে আমি বিরোধী পক্ষের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—The House stand adjourned till 3 p. m. of to-day.

মিঃ স্পীকার :—Now I will request the Hon'ble Chief Minister to give his reply on the debate·······

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছু বলব, আমাকে একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত কাল যে কাটমোশানগুলি এসেছিল তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে অপজিশান তরফ থেকে যে কথাগুলি এসেছে এর উত্তরে কেবল একটি কথাই বলতে হয় যে এই ধরণের কথা বরাবরই আমরা শুনে এসেছি। যারা কাজ করতে যাবেন, কাজের পিছনে ছিদ্রান্বেষী কিছু লোক থাকেই তারা বরাবরই সেটা করবে। যেমন স্যার, একটা উদাহরণ দিচ্ছি পুলিশের বাজেটের উপর কথাবার্তা বলতে এসে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন যে মেলাঘর স্কুলে ছাত্র ভর্তি ব্যাপারে গিয়েছিলেন এবং সে জন্য নাকি পুলিশ তাড়া করেছে। স্যার, এটা তিনি কোথা থেকে পেলেন আমি কিন্তু জানি না। তবে যে জিনিষটা উনি গোপন করে গিয়েছেন যা উনারা পারেন সেখানে হেডমাষ্টারের কোয়ার্টারটা ভেংগেচুড়ে তচনচ করে দিয়েছিলেন সে জিনিষটা উনি বেমালুম চেপে গেলেন। এটা তো স্যার, ঠিক নয়। যতটুকু বলে

গিয়েছেন ভাল কথা বলে যান বলবেন না কেন। কিন্তু সত্যি কথা বলে যান। কিন্তু সেটা বেমালুম চেপে যাওয়া ঠিক হয় নি। তার, আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে কি ধরণের কথাবার্তা বলেন। তবে আমি যে কথাটা বলতে চাইছি সেটি হল ট্যুরিজম সম্পর্কিত। বাজেটে আমরা দেখেছি ট্যুরিজমের ব্যাপারে বেশ টাকা ধরা হয়েছে এবং ট্যুরিষ্ট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, টুরিষ্ট একমোডেশান এবং ট্যুরিষ্ট সেন্টার ইত্যাদি খাতে টাকা রাখা হয়েছে। এই ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস কোথায় কি হচ্ছে সেটিও আমরা জানতে পারলাম না ট্যুরিষ্ট সেন্টার কোনটা বেছে নিয়েছেন আমরা জানি না। তবে আমি তুলে ধরতে চাই যেখানে যেখানে আছে সেগুলি যদি আবার সাজিয়ে নেওয়া যায় সত্যি ট্যুরিষ্টদের আমরা নিয়ে আসতে পারব। এবং তাতে ত্রিপুরার সংগে বাইরের সুন্দর যোগাযোগ হতে পারে। কাজেই সেই দিক দিয়ে নজর রেখে বিশেষ করে আমি রুদ্র সাগর এলাকার নীর মহলের কথা বলছি। সেটি আজকে ধ্বংসের পথে। সেটাকে একটু সাজিয়ে নিয়ে সত্যি ট্যুরিষ্টদের এট্রাক্ট করা যাবে। আর উণকোটি পাহাড়ের কথা মাননীয় সদস্য শ্রী বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। উদয়পুরের মায়ের বাড়ী আছে, ১৪ দেবতার বাড়ী আছে পুরাণ আগরতলায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি আমাদের সেখানে হয় তাহলে আমাদের পাহাড় পর্বত আছে তার উপর যদি আমরা হেলিকাপটার নামাতে পারে এই রকম সেন্টার করে নিতে পারি এবং সেখানে হেলিকপটারের যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় এবং একোমোডেশানের ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমরা ট্যুরিষ্টদের এ্যাট্রাক্ট করতে পারব। কাজেই আমি এটা সাজেশান রাখছি আমি জানি না এটা কতটুকু হবে—রুদ্রসাগরের নীর মহল এবং উণকোটী পাহাড় ইত্যাদি জায়গাগুলিকে যদি আমরা সাজিয়ে নিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় ট্যুরিষ্টদের আমরা এট্রাক্ট করতে পারব। সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২ নম্বর হল ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে। স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। হ্যাণ্ডিক্র্যাফট-এ আমাদের ত্রিপুরা পিছিয়ে নেই প্রচুর এগিয়েছে। আমরা দেখেছি সুদূর জার্মানী থেকে আমাদের ত্রিপুরা থেকে বাঁশের তৈরী চিংড়ি মাছের অর্ডার এসেছিল। আমরা তা সাপ্লাই করতে পারি নি। কেন পারি নি? আমাদের লোকের অভাব ছিল তা নয়। আমাদের আরও কিছু লোককে শিখিয়ে নিতে হবে সেদিকে সরকার নজর দিন। হ্যাণ্ডলুম ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে এখানে ১২০ কাউন্টের সূতার তৈরী যে কাপড় হচ্ছে সেটা বহু জয়গাতেই সম্ভব নয়। ৪০ কাউন্টের, ৬০ কাউন্টের সূতা দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে ১২০ কাউন্টের সূতা দিয়েও কাপড় তৈরী হচ্ছে। কাজেই সেদিকে আমাদের আ ও উতসাহ দেওয়ার প্রশ্ন আছে। হ্যাণ্ডিক্র্যাফট এবং হ্যাণ্ডলুম এর দিকে নজর বিশেষ ভাবে দেওয়া উচিত বলে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল আমি ৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি।

মি: স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কে যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে তার উপর অনেক কাটমোশান এসেছে। এবং কাটমোশানগুলি আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা অসংখ্য দৃষ্টান্ত পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে বলেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না পুলিশ সম্পর্কে উদের এলার্জী খুব বেশী। কারণটা কি সেটি খুব পরিস্কার হয় নি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যিনি, তিনি এই প্রসঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের কথাও এনেছিলেন সেখানে পুলিশকে কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারি—তা ইতিহাসে রেকর্ড রয়েছে এবং এই রেকড' মুছে ফেলার নয়। আমি এটা দিয়ে সুরু করতে চাই এই কারনে তিনি কম্পেয়ার করেছেন পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্পর্কে উনি বলতে চেয়েছেন এবং তার সংগে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। যুক্তফন্টের মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন, তিনি বলেছেন যে আমি এক বর্ব্বর সরকারের মুখ্য মন্ত্রীত্ব করছি। এই কথাটা তিনি এক দিনে বলেন নি অনেক অভিজ্ঞতার পর অনেক কিছু করার পর—উপ-মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন তাকে নিশ্চয়ই দিপুরার মানুষ ভুলে নি। এবং বিরোধী পক্ষের নেতাদের না তুলার কথাই। সেইদিন ইনষ্ট্রাকশান ছিল পুলিশের উপর যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে তারা কোনটা বুঝেন এইটার অনেক বড় ব্যাখ্যা হয়ে যাবে আমি সেই ব্যাখ্যার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু ইনষ্ট্রাকশানটা আমার যতটা মনে আছে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে পুলিশ কোন রকম ইন্‌টারফেয়ার করবে না। পুলিশ নিউট্রেল থাকবে, পিলারের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পরিণতিতে পশ্চমবঙ্গে কি হয়েছিল সেইটা তার অভিজ্ঞতা থেকে সেখানকার মানুষ এতো বিরাট ভোটাধিক্যে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনে দেয়, এই অভিজ্ঞতা, এই যে পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেইজন্য তারই বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সাধারণ মানুষ সাধারণ ভোটাররা পশ্চিম বঙ্গের মানুষ দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বাবুর কথা না হয় বাদই দিলাম, আমি বলছি তাদের সঙ্গে আজকে যারা চলছেন আজকে যারা ফ্রন্ট করে চলতে চেষ্টা করছেন ফরওয়াড ব্লক, আর, এস, পি, সোস্যালিষ্ট ইত্যাদি এদের বক্তবগুলি যদি আজকে রেকড' থেকে তুলে আনা হয় তাহলে সেই উপমন্ত্রীর কার্য্যকলাপ এবং পার্টির কার্য্যকলাপ সেই সম্পর্কে একটা অসম্ভব ধারণা হতে পারে সেটা সাধারণ মানুষ হয়তো ভুলে যায় কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কারণ ওরা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরেন না। আজকেও যে পুলিশের কথা বলা হচ্ছে কংগ্রেসীদের সম্পর্কে যে গুণ্ডা বাহিনী প্রস্তুত করছে আরেকটা গুণ্ডা বাহিনী পুলিশ। সেই সম্পর্কে আমি এই পশ্চিম বংগের কথা বলছি আজকেও জ্যোতিবাবুকে ঐ গুণ্ডাবাহিনী পাহারা দিয়ে চলছে, পাহারা দিয়ে রাখছে এই কংগ্রেস মিনিষ্ট্রী। না হলে বেরুতে পারেন না। কেন? যে গুণ্ডা বাহিনী সেইদিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে তৈরী করেছিলেন গ্রামে গ্রামে, শহরে গঞ্জে সেই গুণ্ডা বাহিনী ক্ষমতা হস্তচ্যুৎ হওয়ার সংগে সংগে সেই গুণ্ডাবাহিনী তাদের স্বরূপ ধরেছে। তারা খোঁজ করে বেড়াচ্ছে যারা ব্যবহার করেছিলেন সেইদিন তাদেরকে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে। আজকে তারা নেতা, আজকে তারা সাধু আজকে তারা বিরাট বক্তব্য রাখতে পারে বিরাট বিপ্লবের কথা বলতে পারে। কিন্তু ঐ গুণ্ডারা যে গুণ্ডারা সৃষ্টি হয়েছিল সেই আমলে সেই গুণ্ডারা খোজে এবং সেই গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই কংগ্রেস সরকার আজকে

পাহাড়া দিয়ে চলছে সমস্ত নেতাদেরকে। কাজেই পুলিশের বক্তব্য সম্পর্কে কংগ্রেসী আমলে আমি এখানে ফিরে আসছি, আমি ওটার উপর বেশী বলছি না কারণ ওটা জনসাধারণ জানেন, মাননীয় সদস্যরাও জানেন সবাই জানেন এখনও ইতিহাস এতো পুরাণো হয় নি যে সেইটা ভুলে যাওয়া যায়। আর ভুলে যাওয়া যায় না বলেই যে কথা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে পশ্চিম বংগের সিদ্ধার্থবাবু অবস্থাটা ভাল নয়, তার স্থায়িত্বও নেই। আমি যদি তার কথা মেনেও নেই তাহলে বলতে পারি এই কথা যে ওখানে সি. পি, এমকে ফিরিয়ে আনবে না। কারণ ওখানে সাধারণ মানুষ এই টুকু বুঝেছে যে সি, পি, এমের নেতৃত্বে যে সরকার কিংবা সি. পি, এমের সহযোগিতায় যে নেতৃত্বে গড়ে উঠবে যে মন্ত্রীত্ব হবে সেই মন্ত্রীত্বের চেহারাটা তাদের সামনে এখন জাগরূপ রয়েছে। কাজেই সিদ্ধার্থবাবুর অবস্থা সম্পর্কে ওদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কিন্তু আমাদের মনে কোন প্রশ্ন নেই। কংগ্রেস রাজত্বের অবসান ঘটবে এই ধরণের চিন্তা যদি কারও মনের মধ্যে থাকে তাহলে সেইটা মুর্খের কল্পনা বলে আমি মনে করি। এই সম্পর্কে এখানকার পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে আমাদের বিরোধীদের কথায় আমি এসে যাই, পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পুলিশ বাহিনী জুতদার, মালিক, বড় বড় ব্যবসায়ী তাদেরকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ বাহিনী যায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমাবার জন্য পুলিশ ব্যবহার করা হয়। এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে যদি ছুরা, লাঠি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অর্থ বুঝা যায় তাহলে সেই গণতন্ত্রের সংগে আমরা একমত নই। আজকে ওখানে পুলিশ ব্যবহার হবে। লাঠি ব্যবহার করে গণতন্ত্র প্রতিষ্টা ছুরা ব্যবহার করে যেমন মেলাঘরের ব্যাপারে পুলিশ দেখে ইটপাটকেল ছুড়তে আরম্ভ করলো সেই সোনামুড়ায় এস, ডি. ও অফিসে ঢুকে গিয়ে কাগজপত্র তছনছ করবে কিছু বলতে পারবে না, কি গণতন্ত্রের আন্দোলনের চেহারা? এইটা এই পশ্চিম বংগে একবার দেখেছি। এইখানে সেই রকম আমরা সাধারণ মানুষের জন্য নিতে রাজী নই। কাজেই এইখানে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে যদি অহিংসা শান্তিপূর্ণভাবে কোন আন্দোলন হয় দাবীর ভিত্তিতে যদি কারও আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনকে আমরা ওয়েল কাম করি। আমরা দেই, আমরা বলি যে কর, তাদের বক্তব্য তারা রাখতে পারে। কিন্তু তার পিছনে যদি ছুরা লোকানো থাকে সেখানে আমাদের তারা তাদের ডিউটি করবে সেখানে তারা সন্তুষ্ট হলেও আমাদের কিছু করার নেই। পাশে পাশে আমি এই কথা বলতে চাই যে তারা পুলিশের একটা চেহারাই দেখছেন এবং পুলিশের আরেকটা চেহারাও দেখছেন কিন্তু বলতে চান না বা মনে রাখছেন না। এই পুলিশ, এই সি, আর, পি, এদেরকে আমরা দেখেছি, সাধারণ মানুষ দেখছে, যখন খুব বন্যার সময় কি ভাবে এই পুলিশ বাহিনী সাহায্য করেছে সাধারণ মানুষকে কিভাবে এ সাউথে যখন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এক রাত্রের মধ্যে কি করে সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সফল করে তুলেছিল সেই ইতিহাস আজকেও পুরানো হয়ে যায় নি। কাজেই পুলিশ সম্পর্কে, অনেক ঘটনা ঘটে থাকে যেটা হয়তো আইনের বাইরে হয়ে যায় কিন্তু সেখানে আইন আছে। আমি বলে দিতে পারবো সি, আর, পি, সম্পর্কে বহু অভিযোগ করা হয়েছে আমি বলে দিতে পারবো কতকগুলি ঘটনা হয়েছে, যেগুলি কমপ্লেন হিসাবে এসেছে তার মধ্যে কতকগুলি শাস্তি হয়েছে প্রত্যেকটা ইলিগেশন সি, আর, পি, হোক পুলিশ হোক-সবগুলিকেই তদন্ত করা

হয়েছে। এমন একটা ঘটনা বাদ নাই যেখানে তদন্ত করা হয় নি। যেখানে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে সেখানেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করা হয়েছে, সাসপেনশন করে দেওয়া হয়েছে, বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে সি, আর, পির লোককে। কোম্পানীকে কোম্পানী উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে। তারপরও আমাকে বলতে হবে যে পুলিশ একটা আতংকের বিষয় হয়ে গেছে। আমি জানি না কার মনে এই আতংক, জানিনা এই আতংক আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুলিশ সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি পুলিশের কাজ হচ্ছে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যদেরকে রক্ষা করবে, মুখ্যমন্ত্রীকেও রক্ষা করবে, প্রাইম মিনিষ্টারকেও রক্ষা করবে এইটা পুলিশের ডিউটি। এইটা সদস্যদেরকেও রক্ষা করবে এখানে, পশ্চিম বংগে আজও ঘুরাফেরা করা যায় না পুলিশ পাহাড়া ছাড়া। কারণ যে গুণ্ডা বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন আমি অনেক ঘটনার কথা শুনেছি বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে বিরোধী দলের নেতা সুখময় সেনগুপ্তের সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন দুই নং কলেজ নিয়ে। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই না, কিন্তু উনি বলেছেন সেইজন্য আমাকে উত্তর দিতে হচ্ছে। এই সম্পর্কে আলোচনা, এই হাউসে হয়েছে। গত তিন চার দিন আগে কোন একটা কোয়েশ্চানের আনসারে একবার উত্তর দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে পয়েণ্টসগুলি তুলেছেন, সেই পয়েণ্টের মধ্যে আমার বক্তব্য হল, হ্যাঁ, মাননীয় বিরোধী দলনেতা—উনি আমাকে ফোন করেছিলেন যে ওঁরা মীট করতে চায়, আমার সংগে দেখা করতে চায়, আমি দেখা করেছি, ওদের সংগে আলাপ হয়েছে, আমি বলেছি তপন চক্রবর্তীই বোধ হয়, তাকেও জায়গা দেওয়া হবে। ওদেরকেও বলেছি তোমরা ফিরে যাও, কোন বাধা নেই সুপারিনটেনডেণ্ট বলেছেন, প্রিন্সিপাল বলেছেন, ছেলেরা বলেছে, তারপরও ওরা যায়নি, এখনও তারা বাইরে আছে, এবং আমরা শুনেছি যে ওদের নিয়ে দল পাকান হচ্ছে, রাজনীতি করা হচ্ছে সেইজন্যই এটাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে যাতে কলেজ হোষ্টেলে না যেতে পারে এবং এটাই ইস্যু করে গভর্ণমেণ্টকে বে-কায়দায় ফেলা যায় কিনা, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২নং হোষ্টেলের ছাত্ররা গুণ্ডা, এক নং হোষ্টেলের ছেলেরা গুণ্ডা, আর এরা সব সুখময় সেনগুপ্তের গুণ্ডার দল। আমি এতে গর্ব্ব অনুভব করি, যদি ছাত্ররা সব গুণ্ডা হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েণ্ট অব অর্ডার। আমি জানতে চাই একথা বলা হয়েছে কিনা যে এব নং হোষ্টেলের এবং ২নং হোস্টেলের ছাত্ররা গুণ্ডা। যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রত্যাহার করে নেব, নতুবা উনি সেকথা প্রত্যাহার করুন। বলা হয়েছে দুই তিনটি ছেলে গুণ্ডা, রেকর্ড দেখুন, উনি যদি প্রমান করতে পারেন, তাহলে আমি প্রত্যাহার করব আর না পারলে উনাকে প্রত্যাহার করতে হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে উনি বলেছেন, পরে অবশ্য সেটা সংশোধন করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তার দুইদিন যাবত তিনি ছেলেদের উত্তেজিত করেছেন যে নৃপেন চক্রবর্তীকে ছুরি মারতে হবে, খুন করতে হবে, আবার এখানে বলেছেন যে আমি সমস্ত

ছেলেকে গুণ্ডা বলেছি। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ছেলেরা গেছে, তাদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছে, তারা জিজ্ঞাসা করেছে কি করতে হবে নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পর্কে, এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ওঁকে খুন করতে হবে। আমি বলেছি কি না যে সমস্ত ১নং এবং ২নং হোষ্টেলের সমস্ত ছেলে গুণ্ডা। আমি যদি বলে থাকি তাহলে আমি প্রত্যাহার করব, আর যদি আমি না বলে থাকি, তাহলে ওঁকে প্রত্যাহার করতে হবে। আমি বলেছি যে দুই তিনটি ছেলের জন্য সমগ্র হোস্টেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি প্রথমে বলেছিলেন. রেকর্ড আছে। উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। আপনারা উপজাতি উপজাতি বলে ছেলেদের ক্ষেপিয়ে মনে করেছেন যে কিছু একটা করা যাবে...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারয্যাবল মেম্বার আপনারা বসুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন..

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— অসত্য ভাষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, ২নং হোস্টেলে আমি কোনদিনই যাইনি, ১নং হোষ্টেলেও আমি কোনদিন যাইনি...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যখন কোন সভ্য বা কোন মন্ত্রী বক্তৃতা করেন, তখন ইনটেরাপ্ড করা কোন সংসদীয় নীতি নয়। ...

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের নেতা সেদিন অন্ততঃ রেকর্ড দেখলে বুঝা যাবে প্রথমে তিনি বলেছেন যে ১নং হোষ্টেলের ছেলেরা খুনি, ২নং হোষ্টেলের ছেলেরা খুনি, তাদের ওখানে ছোরা পাওয়া গেছে। ২নং হোষ্টেলের বেলায় পরিষ্কারভাবে উনি একথা বলেছেন, তারপর কালেকশান করেছেন, হ্যাঁ কয়জন গুণ্ডা আছে, সকলকে বলছিনা। সংশোধন তিনি করেছেন। কিন্তু এ্যাস্পারশান যেটা দেওয়ার, ষ্টুডেন্টস-দের উপর, সেটা তিনি দিয়েছেন। আমার উইদ ড্র করবার কোন প্রশ্ন উঠে না। আমি ঠিক বলছি কি না, সেটা টেপ রেকর্ড দেখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— আই হোপ অনারয্যাবল মেম্বারস অব দি অপজিশান উইল নট ডিস্টার্ব দি চীফ মিনিষ্টার হোয়াইল হি ইজ স্পিকিং।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর উনি বলেছেন যে উপজাতি ছাত্রদের বের করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম একটা অসত্য ভাষণ কি করে তিনি এই হাউসের মধ্যে রাখলেন আমি জানি না, আমি বুঝতে পারিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলিনি রেকর্ড দেখা হউক। তপন চক্রবর্তী উপজাতি নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, প্রসিডিংস বেরুবে, তখন দেখা যাবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— তপন চক্রবর্তীর সংগে যারা বেরিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে অ-উপজাতিও আছে এবং উপজাতিও আছে। কিন্তু এই উপজাতি ছেলেদের উপর অত্যাচার হয়েছে ২নং হোস্টেলে, একথা আমাকেও বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নাম বলতে চাইছি না, আমাকে বলা হয়েছে যে উপজাতি এবং অ-উপজাতির মধ্যে একটা সংঘর্ষ বেধে যাবে, সাইকলজিক্যালে রি-এ্যাকশান হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি নাম বলব না। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি উপজাতি ছেলের দুই নং হোস্টেলে রয়েছে, অ-উপজাতিও আছে। উপজাতি কয়েকজন ছেলে তপন চক্রবর্তীর সংগে বেরিয়ে এসেছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাকে ফোন করেছিলেন যে আপনার সংগে তারা দেখা করতে চায়। আমি দেখা করেছি, তাদের বলেছি যে তোমরা যাও, তাকেও বলেছি যে তুমি যাও, আর যদি তোমার ভয় থাকে, তাহলে আমার এখানেও থাকতে পার। আমি সেকথা তাদের বলেছি। কিন্তু এটা একটু বিকৃত করে বলা হয়েছে এখানে। তাদেরকে আমি বলেছিলাম যাওয়ার জন্য, কিন্তু দুঃখের সংগে বলতে হয়, ওদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছে, ওদের সামনে রেখে আলোচনা হয়েছে, বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং আমার বাড়ীর সামনের মোড়ে বক্তৃতা করা হয়েছে এই উপজাতি ছেলেদের নিয়ে যারা বেরিয়ে এসেছিল।

আমি কোন ছেলের সম্বন্ধে বলতে চাই না। তপনবাবু কত বছর ধরে পড়াশুনা করেছেন, কতদিন হোস্টেলে থাকবেন, বছরের পর বছর থাকছেন কি না এই সমস্ত আমি জানতে চাইনি। ঘটনা যখন একটা ঘটেছে তার জন্য নৃপেনবাবু যেমন উদ্‌গ্রীব আমিও উদ্‌গ্রীব। আমি জানি না তারপরেও তারা আবার কাছে গিয়েছে কি না। তিনি যেমন বলেছেন যে একটা শৃগাল কুকুরের সংগেও এই রকম ব্যবহার করে না। আমার কথা পর্যন্ত রাখেন না। আমার মনে পড়ে না যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার সংগে এই রকম কোন ব্যবহার করছি। আমি জানি না যদি কোন ঘটনা এই রকম ঘটে থাকে তাহলে আমি দুঃখিত। যদি হয়ে থাকে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েও যেতে পারে। কিন্তু আমি এমন কোন ঘটনা জানি না যে বিরোধী পক্ষের নেতার সংগে ঘটেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—শৈলেশবাবু আপনাকে ফোন ধরে দেন নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— হাঁ, ফোনে আলাপ হয়েছে। কিন্তু খারাপ ব্যবহার হয়েছে তা আমি জানি না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যে বলেছেন যে, কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে কি না জানি না, আমার খেয়াল নেই। আমিও এই কথা জানি ফোনে আলাপ হয়েছিল শৈলেশবাবু ফোন ধরেছিলেন। কিন্তু আমার এখানে বিনা নিমন্ত্রনে গিয়েছেন আপনি সেটা আমি জানি না। কাজেই যখনি কোন আলাপ আলোচনার দরকার হয় মাননীয় বিরোধীদলের নেতাকে অনেক সময় আমি সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করে থাকি আমি জানি না যে কেন এই কথা এখানে যে বিরোধীপক্ষের নেতাকে সম্মান দেওয়া হয় নি। গুণ্ডা বাহিনী পোষার জন্য আমরা এখানে আসি নি, গুণ্ডা দমনের জন্যই আমরা এখানে এসেছি। দুটি মার্ডার কেসের কথা বলা হয়েছে। ল' অ্যাণ্ড অর্ডার নাকি সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটা বোধ হয় ক্ষীরো গোপালের কথা। সেটা বহু দিন এই অ্যাসেম্বলীতে

আলোচনা হয়েছে। সাত জনকে অ্যারেষ্ট করে কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলা চলছে। তবুও তারা বলছেন কিছু হচ্ছে না সুবল পাল সম্পর্কে. মার্ডার কেস, তার জন্য একজনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আরও কয়েকজনকে খোঁজ হচ্ছে। তদন্ত চলছে। এই অবস্থায় মধ্যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলে আমি যে এই ধরণের অভিযোগ এনে পুলিশ বাহিনীকে ডিমর্যালাইজড করে দেওয়ার জন্য তাদের যতটুকু পাওনা আছে সেটাকে না দেওয়ার জন্য এই যে চেষ্টা, এই চেষ্টাকে আমরা কোন অবস্থাতে ভাল মনে করতে পারি না। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। অন্ততঃ আমি যতটুকু জানি সাধারণ মানুষের খবর, আমি নেতাদের মনের খবর জানি না অবশ্য। তারা ক্ষীরো গোপালের ব্যাপারে সন্তোষ্ট হয়েছে, ক্ষীর গোপালের হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তারা সন্তোষ্ট হয়েছে। সুবল পালের হত্যার ব্যাপারেও গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আরও ৩/৪ জনকে খোঁজা হচ্ছে। এটা কথা নয় যে গুণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। কারণ আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রীত্ব যদি থাকেও পাঁচ বছরের বেশী থাকবে না। আমরা জানি যে এখানে আবার নেমে আসতে হবে। কিন্তু পশ্চিম বংগে ওদের ধারণা ছিল যে চিরকাল তারা থাকবেন, এইজন্য গুণ্ডা বাহিনী পুষেছেন। যেটা পুলিশ বাধা দিতে পারত, যে গুণ্ডামিকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে পারত সেইগুলিকে উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামে গ্রামে। বালীগঞ্জ একটা জায়গায়। সেখানে প্রত্যেক বাড়ী থেকে জোর করে রুটি তরকারী সব আদায় করেছে, দিতে হবে না হলে জোর করে আদায় হবে। একটা গভর্ণমেন্ট সেখানে ছিল, আর সেই গভর্ণমেন্টের প্রশংসার একটা বিরোধী পক্ষ চিৎকার করছেন যে কিভাবে পুলিকে লাগাতে হয়। এই যদি পুলিশকে লাগানোর পথ হয়ে থাকে তাহলে বক্ষে কর' এই বলা ছাড়া আমার আর কোন গত্যান্তর নাই। আমরা চাইছি পুলিশ অ্যাকটিভ হোক। কেউ যেন কোথাও তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে না যায় তার জন্য তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। আমি ফিগার দিয়ে বলে দিতে পারব কতগুলি কেসে শাস্তি হয়েছে, সি, আর, পি, বলে নয়, যেখানে অপরাধের কোন রকম একটা প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। নারী নির্যাতনের একটা কথা বলা হয়েছে। একটা কলিং অ্যাটেনশান আনা হয়েছিল। তার উপর আবার কাটমোশনে ব্যাপারে একই কথা বলা হচ্ছে। ডাংগুন থেকে তারা এসেছিল কাঞ্চনবাড়ীর দিকে। তারা বাজার করার জন্য একটা জায়গায় গিয়েছিল। পথে সেখানে এক বৃদ্ধার ঘরে মদ খায়। মদ খেয়ে যখন সেখান থেকে রওয়ানা হয় তখন যে মহিলার কথা বলে চীৎকার করা হচ্ছে ওদের সংগে সংগে যাচ্ছিলেন বাড়ীর দিকে। সেই মহিলার বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তায় ওদের মত্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উনি চীৎকার করে উঠলেন। ওদিক থেকে আর একটা পার্টি আসছিল। তারা তাদের ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকের শাস্তি হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্য পান করেছে এই অপরাধে। শালীনতা সেখানে নাই, যাদের কাজে লাগানো হয়েছে তারা যখন মত্ত হয়ে গেছে সেইজন্য তাদের শাস্তি হয়েছে। দুই বছরের জন্য তাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। একজন কনস্টেবাল বরখাস্ত হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটা ঘটনা আমি বলতে পারি যে এনকোয়ারী হওয়ার পরে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়, যখন আমরা বলি তখন সেটা অস্বীকার করা হয়, আবার পুনরুক্তি করা হয়। তাহলে এখানে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে গেলেই তো হয়।

তাহলে হাউসের জন্য এত টাকা খরচ করার কোন দরকার পড়ে না। যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে আমরা দৈনিক কাজ সেরে চলে যেতে পারি। তাহলে পয়সা অনেক বেঁচে যাবে, টাকা অনেক বেঁচে যাবে। এইভাবে পয়সা নষ্ট করার কোন মানে নাই। আমি দেখেছি দুদিন আগে যে কোশ্চানের অ্যানসার হয়েছে তার মধ্যে যে কথাগুলি উঠেছিল এবং যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তারপরেও সেই একই অভিযোগ আনয়ন করে তারা সরকারকে মনে করেছেন যে বেকায়দায় ফেলে দেবেন। পুলিশ সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে এখানকার পুলিশ তাদের সেবার কাজ যেভাবে করে চলেছে, এতবড় একটা সীমান্ত এলাকায় জীবনের ভয় আছে, সেখানে তারা পাহাড়া দিচ্ছে। আজকে ক্যাটেল লিফট বলুন আর যা-ই বলুন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা আগের মত গরুটা নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু আসে না। সংগে আমস' থাকে। সেই অবস্থায় তারা বাধা দেয়। আমি ফিগার দেখিয়ে দিতে পারব গত গরু চুরির কেস হয়েছে। কতগুলি কেস আমরা রিভাইজড করে রেখেছি মালিক এসে কমপ্লেন করেছে। যেহেতু একটা রেস্ট্রীকশান অর্ডার আছে সেই হেতু ঐ এরিয়াতে যদি গরুটা যায় তাহলে আগে এসে কমপ্লেন করে দেয় যে আমার গরুটা চুরি করে নিয়েছে। তদন্ত করে দেখা হয়েছে যে তারা নিজেরা বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করে দিয়েছে নিজেরা সাধ সাজবার জন্য, তারা পুলিশের উপর দোষ দিয়েছে। আমি জানি না কাদের ইনষ্টিগেশনে তারা ঐ ধরণের কাজ করে যাচ্ছে। হয়ত এর পেছনে কোন হাত আছে। হোমগার্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও জানেন যে হোমগার্ডস একটা ঐচ্ছিক সংস্থা, ভলান্টারী অরগেনাইজেশান। এটা আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের নয় শুধু। এটা একটা সর্বভারতীয় সংস্থা হয়ে আছে। আমি জানি না মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এটা জানেন কিনা। তারা পাঁচ বছরের জন্য লিপ্ত হয়ে থাকে। তার আগেও যদি ডেকে কাজের মধ্যে না পাওয়া যায়, কিংবা তারা যদি ইচ্ছে করে তাহলে ইনস্পেকটার জেনারেলের পারমিশান নিয়ে তারা সরে যেতে পারে। বিভিন্ন অবস্থায় পুলিশকে সাহায্য করবার জন্য ডাকা হয়। কোন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা যদি এসে যায় তাহলে হোমগার্ডদের নিযুক্ত করে এবং তখনি তাদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিক গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী হিসাবে কোনদিনই ট্রিটেড হয় না। যাই হোক মাননীয় সদস্যদের জানার জন্য আমি এখনও বলতে পারছি না এটা, তবুও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ভাতাটা এখানে তিন টাকা চার টাকা রেখেছিলেন, সেটাকে ৫ টাকা এবং ৭ টাকা করার চিন্তা করছেন। চৌকিদারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, চৌকিদারদের যে অবস্থা সেই অবস্থার কিছু উন্নতি করা দরকার। কিন্তু যেভাবে এটাকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যতটুকু জানি যে এরা ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ করে এবং গভর্ণমেন্টের চাকরী করে না এবং আমাদের এখানে যদি ঠিকভাবে পঞ্চায়েত হয় তাহলে পঞ্চায়েতের অধীনে তারা চাকরী করবে। কাজেই এদেরকে গভর্ণমেন্ট সার্ভিস হিসাবে যদি বিচার করা হয়, এক ত্রিপুরা রাজ্যেই সেটা সম্ভব। কারণ সবটাই তো গভর্ণমেন্ট। কিন্তু চৌকিদাররা আর কোথায়ও এভাবে সরকারী কর্মচারী হিসাবে, পার্মানেন্ট কর্মচারী হিসাবে ট্রিট করা হয় আমার তো জানা নাই। আমি যতটুকু জানি তথাপি তারা ভাতা টাতা মিলিয়ে ১৩৮ টাকা পেয়ে থাকে গ্রামের মধ্যে, এলাকার মধ্যে থেকে। ৬০ টাকা প্লাস ভাতা, সব মিলিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এই সম্পর্কিত যে সব কাট মোশান—বিশেষ করে হোমগার্ড এবং আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফোর্স সম্পর্কে। আমাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী নাই, কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফোর্সের দরকার হয় না। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের অনেকে হয়তো আগের বারের এ্যাসেম্বলীতেও ছিলেন এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফোর্স কখন গঠিত হয়েছে, সেটা তাদের জানার কথা। এটা গঠিত হয় যখন আমাদের একটা মাত্র প্রজেক্ট, যাকে আমরা বলি ডম্বুর প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টের উপর যখন বৈরী মিজোর হামলা করে, সেখানকার জিনিষপত্র নষ্ট করেছিল, খুন করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে, এই যে এত বড় একটা প্রজেক্ট যার জন্য এত কোটী টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেই প্রজেক্টকে রক্ষা করার জন্য এই ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ফোর্স গঠিত হয়েছিল ১৯৭২ ইং সনে। এটা আর অন্য কোথাওর জন্য নয়। আপনারা মালিকদের কথা বলেছেন, সেটা আপনারা পশ্চিমবঙ্গে দেখুন বা ভারত বর্ষের অন্যান্য কোথাও দেখুন তবে এখানে এই ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য কোথাও এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ফোর্সকে ব্যবহার করা হয় না, স্পেশালী ডম্বুর প্রজেক্টকে রক্ষা করার জন্য এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ফোর্স টাকে তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ত্রিপুরা আমর্ড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান বাড়ানোর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে এটা আবার কি? এত পুলিশ, তারপর আবার আর একটা ব্যাটেলিয়ান? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে ওরা বোধহয় ত্রিপুরা যে একটী ষ্টেট হয়েছে, এই খবরটাও রাখেন না। ওরা সেই ইউনিয়ন টেরিটরিং বক্তৃতাই তৈরী করে রেখেছেন। প্রত্যেকটা ষ্টেটের তার নিজস্ব ব্যাটেলিয়ান আছে, আমরা ত্রিপুরাতেও একটা ব্যাটেলিয়ান করছি। এখানে বাইর থেকে যদি আনা হয়, সি, আর, পি, বি, এম, পি, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই আর যদি আমাদের মধ্য থেকে আমরা ব্যাটেলিয়ান তৈরী করে কিছু বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করি, তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই। এই লড়াই কার বিরুদ্ধে কখন কিভাবে হবে, তা আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এত কথা বলেছেন, তখন বুঝতে পারি না যে এই সি, আর, পির এ্যাগেনষ্টে, এই বি, এম, পির এ্যাগেনষ্টে এত কথা বলার পরও এই ত্রিপুরাতে আমরা ব্যাটেলিয়ান করব যাতে সি, আর, পিকে না রাখতে হয়, বি, এম, পিকে না রাখতে হয় আর সেজন্যই আমরা এই ব্যাটেলিয়ান করতে চাই অথচ সেখানেও বাধা। তাহলে আমরা কি করব? আমরা কি ছেড়ে দেব? তাহলে পুলিশ বাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর দরকার নাই? এখানে বেকার ছেলেদের চাকুরী দেওয়ার কোন স্কোপ আমরা করব না? যতটুকু আমাদের স্কোপের মধ্যে আছে, সেই স্কোপের মধ্যে এই ব্যাটেলিয়ান হবে এবং দরকার হয়তো আরও বেশী ব্যাটেলিয়ান আমাদের তৈরী করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের থেকে বলা হয়েছে যে প্রতি ১০ জনে এক জন পুলিশ। এই ফিগারটা তারা কোথায় পেলেন, তা আমি জানি না। ওদের অংক বা ষ্টেটিষ্টিক্‌সে যেটা অন্যান্য দেশে দেখছি ঠিক বোধ হয় সেই রকমই কোন হিসাবের মত ওরা এটা পেয়েছেন। অন্তত: আমাদের হিসাব থেকে আমরা যেটা দেখছি বাস্তবে, সেটা হচ্ছে ৪০০ জনে এক জন পুলিশ। তবুও ওরা ১০ জনে ১ জন ওদের বক্তৃতার মধ্যে বলে গিয়েছেন, যাহউক এটা হয়তো ভুল হতে পারে বা তাদের বক্তব্যের মধ্যে তারা এই রকম কথা বলে যেতে পারেন। আর বি, এস, এফ, যেটা, এটা আমাদের ষ্টেটের নয়, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের। তাদেরকে বর্ডারের প্রত্যেক জায়গাতে রাখা হয়

পাহাড়া দেওয়ার জন্য, তাছাড়া সি, আর, পিরও একটা ব্যাটেলিয়ন আছে ঐ সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য, তারা আমাদের ইন্টারনেলের কোন কিছুর মধ্যে আসে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বক্তব্য ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে এই যে কারণে আমরা নূতন ব্যাটেলিয়ন গড়ে তুলতে চাই যে আস্তে আস্তে বাইর থেকে যারা এসেছে, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের নিজস্ব পুলিশ ব্যাটেলিয়ান আমরা তৈরী করতে চাই। এটা সব ষ্টেটেই আছে, আমাদের ষ্টেটেও সেই ভাবে করতে চাই। এবং তার মারফতে কিছু বেকারের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য যেটা শিল্প কারখানা, তার সম্পর্কে আমি পরে আসছি। (শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী) পুলিশে পুলিশে বৈষম্য কেন?) সি, আর, পি, বি, এম, পির বেতন ভাতার সংগে আমাদের পুলিশ বাহিনীর কিছু তফাৎ রয়েছে, এ কথা আমরা আগেও বলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যদের, ওদের যে বেতনের স্কেল বা ভাতা কি পায়, কি রেশন পায়, আর আমাদের পুলিশের জন্য বিশেষ করে নীচের দিকে যারা আছে, তারা কি পায়, সেটার হিসাব তারা নিজেরাও করে দেখতে পারেন, সেজন্য হয়তো আমার বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হবে না। আর যদি বলেন, তাহলে অবশ্য রাখতে পারি। আমাদের এখানে বেতন ভাতা বাবত, তাদের চাইতে আমাদের পজিশান, আমাদের কাছে আমরা দেখছি যে ভাল। একমাত্র আর্মড পুলিশের, সি, আর, পি কিংবা বি, এম, পি বলুন, আমাদের টি. এ, পিকে রেশন দেওয়ার কথা আমরা ভাবছি এবং শুধু টি, এ, পিই নয় কনষ্টেবলদের সম্পর্কেও আমরা এটা ভাবছি; যাতে তাদেরকেও রেশন দেওয়া যায়। এখন রেশন দেওয়া হয়তো দরকার, দরকার এই জন্য যে ওরা নীচের দিকের কর্মচারী এবং এই হিসাব দিলে হয়তো তাদের কিছুটা মুস্কিল আসান হতে পারে, সেজন্য আমরা এটা ভাবছি। কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার হবে, সেটাও আবার এই হাউসের থেকেই পাস করিয়ে নিতে হবে। তখন যদি আবার পুলিশ বাজেট বড় হয়ে গেল এই রকম কোন মন্তব্য আপনাদের থাকে, তাহলে কিন্তু মুস্কিলে ফেলবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর কোন্‌টা সম্পর্কে আছে, আমি ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারছি না। তবে পুলিশ সম্পর্কে যে সব অভিযোগ হয়েছে, তার সম্পর্কে আমি এই কথা বলতে পারি যে যে অভিযোগ করলেই তদন্ত করা হয় এবং দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি বেসিলেস হয় কারণ অনেক সময়ে কাগজের ভিত্তিতে কিংবা রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা অভিযোগ হয়তো উঠে এবং সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে অসত্য বলে প্রমাণিত হয়। আর যেখানে আমরা প্রমাণ পাই, সেখানে শাস্তি দিয়ে থাকি। (শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী)··· কোচার সম্পর্কে কি হয়েছে) কোচারের সম্পর্কেও যথেষ্ট তদন্ত হয়েছে কিন্তু কোন অভিযোগ প্রমাণিত নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুলিশ সম্পর্কে বলতে চাইছি এই জন্য যে পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্য, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রয়েছে এবং তাদেরকে কতটুকু সহায়তা আমরা দিতে পারি যেটা সমাজের মধ্যে গোলমাল এবং উশৃঙ্খলতা থেকে আমাদের সাধারণ মানুষকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, সেজন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আমাদের সহযোগিতা করা যেতে পারে এবং সেই সহযোগিতার জন্য আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যাতে তারা এই মনোভাব নিয়ে আমাদের পুলিশকে বিচার করেন। আর যদি কোথাও অন্যায় হয়ে থাকে, যদি কোথাও কিছু অন্যায় করা হয়, তাহলে সংগে সংগে রিপোর্ট করলে

ইনকোয়েরী করে যাতে তার প্রতিকার করতে পারি। যাই হউক আমি আর পুলিশ সম্পর্কে আর বেশী অগ্রসর হতে চাই না। তবে এই কথাটুকু বলতে পারি আমাদের এখানকার পুলিশ বাহিনী সততায় সংগে এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে খুব সাহসিকতার সংগে সেবা করে যাচ্ছেন। এবং তার জন্য তারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এই কারণে আমি বলছি যে কোন কোন জায়গাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কিম্বা হচ্ছে কিংবা সেটাকে তৈরী করার প্রচেষ্টা চলছে সেখানে অন্তত: ত্রিপুরাতে এই ধরনের কোন ঘটনা হবে না এবং পুলিশ বাহিনী না এসে অন্তত একটা প্রগ্রাম নিয়ে ডেভেলাপমেন্টের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি সকলের সহযোগীতা নিয়ে। ·· ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটু মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার প্রশংসা না করে পারছি না। তিনি হেণ্ডলুমের কিম্বা খাদি—আমাদের মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবুও এই কথা বলেছেন। এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা যে সাজেশান রেখেছেন এই সাজেশানটা—অর্থাৎ কাপড় তৈরী করে নিজে পরব এই সাজেশানট, এটা কার্যকরী করার জন্য মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছ থেকে কি সাহায্য পাওয়া যাবে গ্রামে গ্রামে আমি জানি যে এখানে খাদি কমিশনের কাজও আছে এবং বোর্ডের অধিনে কাজও আছে। এবং সেইভাবে কাজ চলছে এবং বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থান কিছু কিছু লোকের হচ্ছে। প্রশ্ন দেখা যায় যে সুতাটা—আমরা কাপড় যেটি বানাই সেটি পরার জন্য নয়। সেটা বিক্রী করে তারা আর্ন করতে চায় ওয়েজ হিসাবে নিয়ে যায়। কিন্তু কাপড় পরার জন্য যদি হয় তার জন্য সাবসিড রয়েছে। খাদি কমিশনের কাজের মধ্যে এটা রয়েছে যদি কাপড় পরার জন্য হয় নাহলে সেখানে অন্য কোন প্রশ্নই নেই। কাজেই এটাকে ইন্ট্রোডিউস যদি করতে পারেন এবং যদি সহযোগিতা করেন আমার মনে হয় এই স্কীমটাকে কার্যকরী করার পক্ষে অনেকখানি আমরা অগ্রসর হতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হেণ্ডলুমের এবং হেণ্ডিক্রাফটের তার ডেভেলাপমেণ্টের জন্য আমরা এবার বরাদ্দ রেখেছি। আমি আশা করছি যে হেণ্ডীক্র্যাফট আর একটু মাসস্কেলে করা যায় কি না—যেটা এখানে কিছু কিছু মাল তৈরী হচ্ছে যেভাবে অর্ডার আসছে সেইভাবে অর্ডারটা আমরা সাপ্লাই করতে পারি না। এটাকে মাসস্কেল প্রবর্তন করার জন্য একটা প্রচেষ্টার জন্য একটা কর্পোরেশান করার কথা আমরা ভাবছি। এবং মাসস্কেল করতে তাদের যে ট্রেনিং গ্রামের আশে পাশের যে সেণ্টার-এ মালটা নিয়ে আসবে গ্রামগুলিতে সেই ধরণের স্কীলড ওয়ারকার্স—এইগুলি স্কীলড ওয়ার্কের ব্যাপার। হেণ্ডলুমের ব্যাপারে আমাদের এখানে যে হেণ্ডলুম কাজ হচ্ছে হেণ্ডলুমের কাপড়, কিম্বা অন্যান্য জিনিষ যেভাবে হচ্ছে এবং তার যে ডিজাইন আমরা দেখছি—কলিকাতা থেকে এসেও তারা সেসব নিয়ে যায়। কলিকাতা থেকে বেড়াতে এসে এখানকান হেণ্ডলুমের জিনিষ নিয়ে যায়। আমি জানি না হয়তো এই হেণ্ডলুমের জিনিষ কিছুটা সস্তায় পরে বোধহয়। এর ডিজাইন খুব সুন্দর হয়। টাকা আমরা যদি ইণ্ডিভিজুয়েলের হাতে দেই—আগে যেটা দেওয়া হত উইভার্সদের, তাদের দেখা গেল যে এটা ফেল করছে। সেই ভাবে কাজ হবে না। যদি ফেক্টরী বেসিসেও, অর্থাত একখানে উরা এসে কাজ করে গ্রামের কোন এক পাড়ায় যদি কাজ করান যায় তাহলে সেটা আরও ইম্প্রুভ করতে পারে এবং আমার মনে হয় এই হেণ্ডলুমের দ্বারাও বহু মানুষ উপকৃত হবে এবং সেই ভাবে বাজেটেও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিদ্যুত সম্পর্কের প্রশ্নে একটু অসুবিধা আছে বলেই আমরা এখানে পাওয়ারলুম

খুব বেশী চালু করতে চাইছি না। যদি পাওয়ারলুম চালু হয় তাহলেতো এই প্রশ্ন উঠবে না। সেখানে পাওয়ার লুম চালু হবে কি হবে না সেটা অবস্থার বিবেচনায় সেটা করতে হবে। আজকাল অম্বর চরকাও নাকি—আমি দেখি নাই এখন পর্যন্ত—সেটাও বিদ্যুতে চালান যায়। যদি সেই রকম চালান যায় আর বিদ্যুতের যদি সরবরাহ আমাদের এখানে হয় তাহলে উদের রোজগার অনেক বেশী পরিমানে বেড়ে যাবে। নিজের কাপড় তৈরী করার পরেও তাদের হাতে কিছু বাঁচবে। এবং আশা করি এই দিকে আমাদের সরকারের দৃষ্টি আছে বলেই এই সম্পর্কে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এখন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা কতখানি সহযোগিতা করবেন—না কি উনারা মানুষের হাতে টাকা দেওয়ার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করবেন—সেটা তাদের নীতিগত প্রশ্ন সেটা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। এলুমিনিয়াম ফেক্টরী, কুমারঘাট, এটা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। এটা সত্যি অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আমরাই সাহায্য করেছি ব্যাংক থেকে লোন পেতে সাহায্য করেছি। আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটের জায়গা ছেড়ে দিয়েছি, এলুমিনিয়াম ফেক্টরী হয়েছে। কিন্তু আজকে জানেন মাননীয় সদস্যেরা এলুমিনিয়ামের সর্টেজ সারা ভারতবর্ষে। এই এলুমিনিয়াম সর্টেজের জন্যই আমাদের যে বরাদ্দ দিয়ে এই এলুমিনিয়াম ফেক্টরী চালান সম্ভব নয়। আমরা বরাদ্দটা বাড়াবার জন্য আমরা নিজেরা চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি আগামী দিনে আমাদের এলুমিনিয়াম এর যে র-মেটেরিয়েলস লাগে সেটা যদি ইম্প্রুভ করে তাহলে এই কুমারঘাটের এলুমিনিয়াম ফেক্টরী চালাতে পারব। কোন অসুবিধা হবে না। আর একটা অসুবিধা আছে, সেটা হল বিদ্যুতের। অনেক সময় র-মের্টেলিয়েলস থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে যে বিদ্যুতের অভাবে ফেক্টরী বন্ধ রয়েছে। এই বিদ্যুতের কথা আমি আগেও বলেছি কোন এক প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে বিদ্যুত আসাম থেকে যা পাচ্ছি সেটা এই বছরের মাঝামাঝি অথবা এই বছরের শেষের দিকে ২ মেগা ওয়াটের জায়গায় ৮ মেগাওয়াট পেয়ে যাব। যদি সেটা হয় তাহলে বিদ্যুতের কোন প্রশ্ন থাকবে না এবং সংগে সংগে আমি এই কথাও বলতে পারি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি ডিভাইড করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এবং তার সংগে সংগে কৃষি ভিত্তিক কিম্বা ফরেষ্টকে বেইস করে যে সব ইণ্ডাষ্ট্রী হতে পারে মাঝারী ধরণের—একটি মাত্রই বড় স্কীম আমাদের হাতে আছে সেটি হল পেপার মিল। আর সবটাই মাঝারী ধরণের স্কীমের শিল্প। সেগুলি ধরা হয়েছে এই জন্য কৃষকের হাতে যদি পয়সা দিতে হয় পাট কল আমাদের করতেই হবে। সুগার মিল হতে আরও ২/৩ বছর দেরী হতে পারে এবং সেজন্য আমরা গুড় খাণ্ডসারী চিনি করার জন্য ব্যবস্থা করছি। মেসিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে হয়তো এই বছরই আরম্ভ করতে পারব। তাতে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে প্রডিউসাররা হয়ত শেষ পর্যন্ত মাল বিক্রী করতে পারবে না আমাদের এটা কনজিউম হবে না। তার জন্য আমি বলছি যে আমি আশা করছি এই বছরের মধ্যেই এই খাণ্ডসারী চিনিটা হয়ত আমরা স্টার্ট করতে পারব। চা বাগান সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা জানেন যে এই চা বাগানের অবস্থা দেখার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট (ইন্টারাপশান) গভর্ণমেন্ট কমিটিতে মাননীয় সদস্যদের কয়েকজনকে নিয়েই করা হয়েছিল সমস্ত বাগানগুলির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। এবং কি ভাবে এইগুলির উন্নতি করা যায়,

কিভাবে এইগুলি বাঁচান যায় সেইদিকে নজর রেখেই বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি। এখন এই রিপোর্ট এসেছে দুদিন আগে পেয়েছি। আশা করি এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভবিষ্যত কর্ম-প্রণালী চা বাগানগুলি কিভাবে বাঁচান যায় সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে পারব। আর একটা কথা পুলিশ সম্পর্কে যেটা শ্রমিক—আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। আমার মনে ছিল না ঐ গোলকপুর চা বাগানের কথা কোন এক মাননীয় সদস্য বলেছিলেন গোলকপুর চা বাগানে পুলিশ পাঠান হয়েছিল। সেই সম্পর্কে বলতে পারি মালিককে সাহায্য করার জন্য নয়। ঐ শ্রমিকই সাহায্য চেয়েছিল পুলিশের কাছে এবং সেজন্য সেখানে পুলিশ বাহিনী গিয়েছে। পুলিশ পাঠান হয়েছিল তার জন্য এবং যেটা নিয়ে কেসের ব্যাপার চলছে সেইটা এখন কোর্টে পাঠানো হয়েছে ডিসপুটের মীমাংসার জন্য। অথচ হাউসে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা জানেন তথাপি বিকৃত করে পরিবেশিত করা হয় সেইটার অর্থটা আমি বুঝতে পারলাম না যে সেইটা কিভাবে মালিকদের স্বার্থে পুলিশকে সেখানে লাগানো হয়েছে। যাহা হোক, আর বিজ্ঞাপন সম্পর্কে, পাবলিসিটির ব্যাপারে আমি আসছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যেটা সেইটা হলো গণরাজ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেশী অথচ যে সব পত্রিকার নাম করে কয়েকটা পত্রিকার কথা বলেছেন তাদেরকে বিজ্ঞাপন সেইভাবে দেওয়া হয় না। আমরা হিসাব দেখিয়ে দিতে পারি যে দৈনিক সংবাদ সবচেয়ে বেশী পেয়েছে এই বছর দৈনিক সংবাদ সবচেয়ে বেশী পেয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার পত্রিকা বিজ্ঞাপন পায়না এইসব অসত্য ভাষণের কারণটা কি আমি বুঝতে পারলাম না। আমার মনে আছে আমি যদি ভুল করে না থাকি সাবজেক্ট টু কারেকশন, আমি দেশের কথা বলতে পারি দেশের কথায় ১৯৭১ সালে একবার ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আমি জানি মাননীয় সদস্যদের সেই কথা মনে আছে কিনা ১৯৭১ সালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আমার আসা না আসার প্রশ্ন নয় কি অ্যাটিসিউট নেওয়া হয়েছে সেই কথা বলছি। সেই দিন কোন রকম লিখিত মেটে-রিয়েলস দেওয়া হয় নাই, ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে। ডিসপ্লে দিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তোমরা এইটা চাপাও, তা অস্বীকার করেছেন যে না এটা চাপানো যাবে না। আমি আমার রেকর্ড দেখে আমি বলছি আপনারা মাননীয় সদস্যদের অন্য কোন রেকর্ড যদি থাকে দেখতে পারেন তারপর যেটা সাধারণত: কোন দিন বিশেষ সংখ্যায় ক্রোড়পত্র হিসাবে বেড়োও তখনই ম্যাটেরিয়েলস্ দিয়ে দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় রিকুয়েস্ট করে যে ক্রোড়পত্র যদি চাপানো হয় এবং ক্রোড়পত্র যেগুলি থাকে সাধারণত: এইটা মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে সরকার কাজকর্ম কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে, কি আছে না আছে সমস্ত জিনিষটা সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়ার জন্য কতকগুলি আর্টিক্যালস পাঠানো হয় এবং এইটা ভারত সরকারেরও নিয়ম আছে এবং আমাদের এখানে সেই নিয়ম পরিচালিত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে অযথা একটা অলীক অভিযোগ করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসংগে আমার একটা কথা মনে পরে সাবজেক্ট টু কারেকশন, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার অনেক কথা শুনেছি জনসভায়, বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন উনি যে এখানকার কাগজগুলি এক পার্টি পেপার বাদে এই কাগজ-গুলি সরকারের রক্ষিতা। ভাগ্য ভাল সুখময় সেনের রক্ষিতা বলেন নি। আজকে বিরোধী দলের নেতা সেই কাগজ গুলির কিছু কিছু স্বাধীনতা আছে এইরকম একটা মনোভাব কিংবা

জানি না অজ্ঞাতে বেড়িয়ে গেছে কিনা বলে ফেলেছেন সেই ক্ষেত্রে এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রক্ষিতাদেরই স্বাধীনতা আছে এবং সেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও যাতায়াত করতে পারেন দেখা যায়।

Mr. Speaker :— Now the debate on the demands and cut montions is over Now I am putting to vote the cut motions on the demand for grant No. 11. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Ajoy Biswas that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সিকিউরিটি ফোর্স তৈরী করার নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Samar Choudhury that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—

ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ বেটেলিয়ন তৈরী করার নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Amarendra Sarma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—ধর্মনগর মহকুমায় সি, আর, পির অত্যাচার সম্পর্কে

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Anil Sarker that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—ত্রিপুরার বাহির থেকে আনিত পুলিশের তুলনায় ত্রিপুরা পুলিশকে কম ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Spaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Anil Sarker that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—গ্রামের চৌকিদারদের বেতন ভাতার স্বল্পতা।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Anil Sarker that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—আগরতলা সহরে গুণ্ডা দমন পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং সোনামুড়া মেলাঘরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর পুলিশ আক্রমণ সম্পর্কে।

I am reputting both the cut motions to vote.

(Then the cut motions was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the Houes is the cut motion moved by Sri Ajoy Biswas that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—হোম গার্ডদের বেতন ভাতার স্বল্পতা ও চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question befare the House is the cut motion moved by Sri Bidya Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—তেলিয়ামুড়া যতনবাড়ী, বিশালগড়, কুমারঘাট, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর, বাজারগুলিতে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Nipendra Chakraborty that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—এম. বি. বি. কলেজের অধ্যাপক ও ২নং হোষ্টেলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Bhadramani Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss no—বাংলাদেশ বর্ডারসমুহে গরুচুরি বন্ধ করায় পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— I am now putting the demand to vote. Now the question before the the House that a sum not exceeding Rs. 3,71,65,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 11.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the cut motion on demand for grant No. 21 to vote. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Nripendra Chakraborty that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—সরকারী বিজ্ঞাপন বিলিবন্টনে বৈষম্যমূলক নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— I am now putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 16,50,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Scheduel to the Appropriation (votes on account) Bill, 1974 be grantad to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 21.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the cut motion to vote. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be requced to Rs. 100/- to discuss on—টেষ্ট রিলিফের মজুরীর হার বৃদ্ধি ও কাজের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 19,65,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 26.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— I am putting the cut motion to vote on the demand for grant No. 34. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Samar Choudhury that the Jemand be reduced to Rs. 100/- to disscuss on—ছোট ছোট শিল্পকে কাঁচামাল সরবরাহের নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Jitendra Lal Das that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provision in the Budget for other Industries.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the demand for grant No. 34 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 74,26,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Scheduel to the Appropriation (votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course af payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 34.

(Then the demand was put to voice vove and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the demand for grant No. 38 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,70,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1975 in respect of Demand No. 38.

(Then the demand was put to voice vote aad passed.)

Mr. Speaker :— I am putting the demand for grant No. 44 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 88,50,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 44.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand for grant No. 46 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,40,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 46.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the demand for grant No. 47 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 47.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Next item in the list of business voting on demand for grant for 1974-75. To-day is the list of business there are eight demands naming demand No. 14, 20, 35, 36, 39, 42, 47 to dispose off. In the—

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Before we proceed to the next item of business, Sir, এই পয়েন্টের উপরে আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। আপনাকে এইটা স্যার, দেখতে হবে। স্যার, আপনি যে আজকে যে বিজনেসটা লিখেছেন, আজকের বিজনেসটার উপরে আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার রেজ করছি। স্যার, আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলবো, আমার কাছে বিষয়টা খুব গুরুতর মনে হয়েছে। গুরুতর মনে হয়েছে এই কারণে যে হাউসের একটা বিশেষ প্রিভিলেজ এইটা এবং স্যার আপনি হচ্ছেন সেই হাউসের কাস্টোডিয়ান অব দি পাওয়ার এবং কিছু তার থেকে বিকৃত হয় সেইটা রক্ষা করার গুরু-দায়িত্ব আপনার উপর এবং সেই হিসাবে কিভাবে জিনিসটা এসেছে কি দেখানো হলো, কিন্তু কি হওয়া উচিত সেইটা স্যার, আপনাকে দেখতে হবে।

কিভাবে জিনিষটা এসেছে, সেটা দেখা নয়, কি হওয়া উচিত সেটা স্যার আপনার বিবেচ্য বিষয় এবং সেটা গত পার্লামেন্টে দুই দিন পণ্ডিচেরীর বিলের উপর যেটা হয়ে গেল স্যার, সেটা যদি লক্ষ্য করেন, একটা অর্থে যদি সেটা দেখেন, তাহলে মনে হবে সেটা অত্যন্ত একটা ছোট্ট ব্যাপার, পার্লামেন্টকে পণ্ডিচেরীর যে এ্যাসেম্বলী সেটা ডিজল্ভড হয়ে গেছে, ২৮ তারিখে, পার্লামেন্টের সময় ছিল না বলে প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজের ক্ষমতায় ব্যয়ভার বহন করে দিয়েছেন যেটা সংসদে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়টা যখন পার্লামেন্টের সামনে গেল, হাউস তার অধিকার গত প্রশ্ন তুলল এবং দেখা গেল প্রেসটিজের জন্য নয়, আইনগত যা হওয়া উচিত, সেখানে আইন মন্ত্রী তর্কের খাতিরে বলতে গিয়ে বলেছেন ক্ষমতা তাঁর আছে, তাহলেও পার্লামেন্ট যে জিনিসটা দেখছেন সেটা অধিকারগত প্রশ্ন কোন অবস্থায়ই যাতে পার্লামেন্টকে অতিক্রম করা না হয়। কেন সেটা করা হচ্ছে? পার্লামেন্ট হচ্ছে একটা সুপ্রীম বডি, তার যে আইনকানুনগুলি সবটাই নিয়মানুযায়ী হওয়া উচিত, সেইজন্য সেটা করা হয়েছে। কাজেই আপনার কাছে আমার আবেদন যে আজকে আমরা যে কাজগুলি নিয়মানুযায়ী করব, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আইনগত দিক, আরেকটা হচ্ছে ন্যাচারেল জাস্টিস; ন্যাচারেল জাস্টিস সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বলছি, আপনি যে বিজনেস আমাদের আলোচনা করতে দিয়েছেন,

মোটামুটি দেখতে গেলে দেখা যায় সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে পি, ডবল্যু ডিপার্টমেন্ট এবং তার সংক্রান্ত যা আছে, এ্যালাইড সাবজেক্ট দিয়ে সেটাকে করা হয়েছে, পি. ডবল্যু, ডি'র সংগে যে সমস্ত এ্যালাইড সাবজেক্ট, সেইগুলি এখানে ব্রেকেট করে জিনিষগুলি দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২, সেটা পি, ডবল্যু, ডি'র সংগে কোন যোগাযোগ নেই। ডিমাণ্ডটা হচ্ছে স্যার, 'কেপিটাল আউট লে অন ফুট এণ্ড নিউট্রিশান'। অর্থাৎ এই যে সরকার করপোরেশানকে যে টাকা পয়সা দেবেন চাউল কেনার জন্য, সেটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২, মেজর হেড ৫০১। এর পরের যে ডিমাণ্ডটা, সেটা হচ্ছে রোড ট্রান্সপোর্টের জন্য কি অর্থ দেওয়া হচ্ছে। সেটার সংগে পি, ডবল্যু, ডি'র কোন যোগাযোগ নেই, অথচ এক সংগে পি, ডবল্যু, ডিপার্টমেন্টের সংগে ব্রেকেটেড আছে, তাতে স্যার আলোচনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আপনি চান যে, এই যে বাজেট দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রীরা তাঁদের বক্তব্য একই ধরণের আইটেমের উপর একই সংগে বলুক এবং আমরা যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ করব, তাঁরাও একসঙ্গে এটার আলোচনা করি কিন্তু ৪২ নং ডিম্যাণ্ডটা থাকবে, সেইদিকে আলোচনার সংগতি আসছেনা। এছাড়া ২৮ নং যে ডিম্যাণ্ড সেটাও স্যার, আংশিক হয়ে গেছে, এটা লেবারে আনা হয়েছে, কিন্তু লেবারটাকে পুরোপুরি আনা হয়নি। লেবার এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ ট্রেনিং-এর যে জিনিষটা, সেটাকে আজকের মধ্যে প্রায় নিয়ে আসা হয়েছে লেবারে যদি আমাদের আলোচনা করাতে হয়, ফর ন্যাচারেল জাস্টিস, লেবারের যা এক্স.পণ্ডিচার দরকার, লেবার অফিস চালান, তার সঙ্গে লেবারের যে আরেকটা দিক, সেটা যদি একসঙ্গে আলোচনা হত, তাহলে আলোচনাটা সুন্দর হত। কিন্তু যেভাবেই হউক ঘটনা ঘটে গেছে। কাজেই স্যার আপনার যেখানে এই বিজনেসের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সুন্দরভাবে আলোচনা করব, কিন্তু সেই জায়গায় সাজানটা ঠিক হয়নি। কিভাবে ন্যাচারেল জাস্টিস দেখে একে নূতন করে সাজিয়ে উপস্থিত করা যায়, সেটা দেখা উচিত। এটা হচ্ছে যেহেতু আপনি চান কার্যতঃ সব জিনিষটাকে সুন্দর করে সাজান হউক একং মন্ত্রীরা যাতে সব আইটেমের উপর বলতে পারেন, এবং আমরা মেম্বাররা যাতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা করতে পারি। এখানে আমার আইনগত যে প্রশ্ন। স্যার, তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দেখছি স্যার, প্রথম যে ডিম্যাণ্ডটা ১৪ নং ডিম্যাণ্ড, মেজর হেড ২৫৯'এর ওয়ার্কসে দেওয়া আছে। তার পরবর্তী মেজর হেড এসেছে ২৭৭, ২৪০ সো এণ্ড সো। কিন্তু স্যার ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫, মেজর হেড ২৫৯, পাবলিক ওয়ার্কস আবার আছে। ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫, মেজর ১৭৩, তাতেও আবার ২৫৯ ডিম্যাণ্ডস এসেছে পাবলিক ওয়ার্কস। এই ডিমাণ্ডটা ৫৯ যে ডিম্যাণ্ড, এর সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে আসা উচিত ছিল, তার কারণ হচ্ছে স্যার, পার্লামেন্টরী কনভেনশান যা আপনি সব সময়ে বলে থাকেন, একটা বিষয়ে হাউসে যদি ডিসপোজড হয়ে যায়, তাহলে সেই বিষয় আর হাউসে আসতে পারেনা। একটা প্রস্তাব যদি এই বিষয়ে হাউসে ডিসপোজড হয়ে যায়, সেটা হাউসে আর আসতে পারে না। এখানে স্যার, 'ডিম্যাণ্ড এবং মেজর হেড নিয়ে কাজ করছি। ১৪ নং ডিম্যাণ্ডের মেজর হেড আমরা ডিসপোজড অফ করে দেই এটা যেভাবে প্রস্তাব এসেছে, তাহলে ১৫ নং যখন আসবে, তখন আইনগত ভাবে সেটা আসতে পারবে না। কারণ আগেই মেজর হেড আমরা একবার এক জায়গায় ডিসপোজড অফ

করে দিয়েছি। ১৪'র যে হেডটা, ২৫৯ সেটা ডিসপোজ্‌ড অফ করে নিয়েছি। কাজেই সেটাকে নূতন করে ১৫ নং ডিম্যাণ্ড আনা যায় না। যেমন একটা প্রস্তাব হাউসের সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে স্যার সিমিলার ধরণের প্রস্তাব যদি দ্বিতীয়বার আসে, তাহলে আপনি বলেছেন যেহেতু সেটার আলোচনা হয়েছে, সেইজন্য সেটা আসতে পারে না, সেই যুক্তিতেই ১৫ নং ডিম্যাণ্ড যখন আসবে, সেটা পাশ করা যাবেনা। এখন যদি হয় যে নাম্বার ভুল হয়ে গেছে, তাহলেও এটাকে সংশোধন করে তারপর স্যার হাউসে এই জিনিষটা আনা উচিত। আমার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু এই মেজর হেড ২৫৯ সেটা, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৪-তেও আছে, আবার ১২-তেও আছে, কাজেই সমস্ত বিজনেসটাকে রেটিফাই করে, এখানকার মধ্যে ১৫ নং ঢুকিয়ে তারপর আমাদের কাছে সমস্ত জিনিষটা পরিবেশিত হউক, এটা হচ্ছে স্যার, আপনার কাছে আমার পয়েন্ট অব অর্ডারের বিবেচ্য। আলাদাভাবে নয়, ১৪'র সঙ্গে ১৫ আসতে হবে এবং সেটা এ্যাজেণ্ডাভুক্ত করার পর, সমস্ত জিনিষটা নিয়ে আসা হউক। আপনি হচ্ছেন আইনের কাস্টোডিয়ান, সেখানে দেখবেন প্রতিটি আইনের যে সূক্ষ্ম বিষয় বস্তু, কোনটাই যেন আমরা যারা আইন করি, তার থেকে যেন আমরা না সরে যাই, আইনগত ফাঁক যেন আমরা না রাখি। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনি এই এ্যাজেণ্ডার মধ্যে ১৪'র সংগে ১৫ যুক্ত করে, নূতন করে হাউসের সামনে উপস্থিত করুন। জিনিটা অত্যন্ত গুরুতর, আপনি একজামিন করে দেখতে পারেন। এমন একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টের উপর আপনি স্যার সময় নিন, এবং ডিসিষান নিয়ে আপনার সিদ্ধান্ত আমাদের জানান। আমি বলছিনা চট করে আপনি একটা সিদ্ধান্ত দিন বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য সময় নিয়ে। এই বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমত সমস্ত দিক শুনে, বুঝে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি পয়েন্ট অব অর্ডার'এ পরিষ্কার করে বললাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত যে পয়েন্টটা তুলেছেন এটা ঠিকই কারণ সমস্ত জিনিষটা মুভ করবেন মিনিষ্টার ইনচার্জ। তাই এখানে মুভ করছেন। তিনি একটা মেজর হেড মুভ করার পর আবার সেই মেজর হেড তিনি আর একবার মুভ করতে পারেন কিনা যেটা বিবেচ্য বিষয়। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪এ সেটা আছে। আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে অন্যান্য ডিমাণ্ডের মধ্যেও এই জিনিষটা আছে কিনা। কাজেই প্রশ্নটা এই নয় যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ এবং ১৫ এর মধ্যেই এটা সীমা বদ্ধ। যে ডিমাণ্ডগুলি আমরা পাশ করে দিয়েছি সেটা তো হয়েই গেছে। কিন্তু অন্যান্য ডিমাণ্ডগুলিও আমাদের দেখতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে কোন বিভ্রান্তি ঘটেছে কি না এবং আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে একমত যে এই সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত পরে হলেও আপনি দেবেন।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত বললেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ পাবলিক ওয়ার্কস আর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ এও পাবলিক ওয়ার্কস আছে। দুটো আলাদা হেড। দুটো মেজর হেড যদি এক হয় তাহলে দুটো এক সংগে হওয়া উচিত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের কাজ তো এখন হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এটা আলোচনা হতে পারে না। স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে কয়েকটা মিনিটের জন্য হলেও—

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা আমি সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আধ ঘন্টার জন্য হলেও হাউস অ্যাডজোর্ণ করুন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দশ মিনিটের জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— দি হাউস ইজ অ্যাডজোর্ণড ফর টেন মিনিটস্।

(After 10 minutes adjournment)

Mr. Speaker in the Chair.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, হাউসে কোন কোরাম নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, স্পীকারসহ ১০ জন হলেই কোরাম হয়।

Hon'ble Members, I have heard the point of order raised by Shri Tarit Mohan Dasgupta. The point of order deals with two subjects. One regarding grouping of demands and also repetition of the Major Heads. My ruling is that Demands have been bracketed according to portfolios of the Ministers. As per decision of the House, demands will be taken as moved. The Chief Minisiter will speak and reply on the Demand Nos. 14, 20. 35, 36, 39, 42, 43 as all the demands are related with the Departments in his charge. While Labour Minister will speak are reply on Demand No. 28. Demands have been bracketed according to portfolio of the Minister. Regarding re arrangement of demands raised by Shri Tarit Mohan Dasgupta. I may say that the House is dealing in the Budget demand-wise as the subject on the floor of the House is Voting on Demands for Grant and not Major Head-wise. Major Head may repeat dealing with different subject. Besides, this re-arrangment of the proforma of placing of the Budget has been done under the provisions of the Article 150 of the Constitution of India, with the approval of the President, by the Comptroller & Auditor General of India. This has also votted by the Estimates Committee of the Legislature.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, একটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে এখানে যেটা বলা হয়েছে, এটা তো প্রফর্মার কথা ?

মিঃ স্পীকার :—প্রফর্মা ইনক্লুডস মেজর হেড।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হ্যাঁ, প্রফর্মা ইনক্লুডস মেজর হেড, স্যার। কিন্তু এবারকার বাজেটে তাঁরা যে মেমো রেণ্ডাম এ্যাণ্ড এক্সপ্লেনেটরী নোট দিয়েছেন, তাতে সবই মেজর হেড, ডিমাণ্ড নাই।

মিঃ স্পীকার :—এটাও তো এ্যাক্সপ্লেনেটারি নোটের মধ্যে আছে। যা হউক আপনি যদি ফার্দার ডিস্কাশন করতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমার চেম্বারে আসলে আমি খুশী হব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :— কিন্তু এই যে কুইক ডিসিশান নেওয়া হল তা কি স্যার ভাল হল ?

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবাল মেম্বার, আমি খুব ভেবে চিন্তে এই রুলিং দিয়েছি, সো, আই হোপ দ্যাট দিয়ার ইজ নো এ্যানি ফার্দার ডিস্কাশন অন মাই রুলিং। অনারেবাল মেম্বার, অভিরাম দেববর্মা প্লিজ স্টার্ট ইউর ডিস্কাশন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার সেভেন্টিতে আমার একটা কাটমোশন হচ্ছে—খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের নামে গরীব কৃষকদের ধান জোর করে সংগ্রহ করা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রথমে বলতে হয় যে এবার সরকার ধান সংগ্রহ করার যে নীতি ঘোষণা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই কাটমোশনটা মুভ করতে হয়েছে। সরকার এই ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কতটুকু আশাবাদী ছিলেন, সেটা আমরা প্রথমে দেখতে পারি প্রাক্তন ফুড সেক্রেটারী মিঃ বাসু একদিন বলেছিলেন যে এবার যেভাবে আমরা ধান সংগ্রহে সাড়া পাচ্ছি এবং এর মধ্যে আমাদের কাছে যে পরিমাণ ধান এসে পৌঁচেছে, গোদামে এসে পৌঁচেছে, তাতে দেখা যায় যে ৬১ হাজার মেট্রিক টন ধান এবং চাউল আমরা পেয়ে গিয়েছি। অথচ যে সময়ে তিনি এই কথা বলে ছিলেন, তখন ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে মাত্র অথচ তখনও পরাপুরি শুরু হয় নি। কিন্তু এই শুরুতেই তিনি ঘোষনা করে বলেছিলেন যে এবার আমরা যে সাড়া পাচ্ছি তাতে দেখা যায়, আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬১ হাজার মেট্রিক টন ধান এবং চাউল সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবং এর ফলে এবার আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব এবং এই যে ত্রিপুরার মানুষ অর্থাৎ যারা উৎপাদক, তারা সরকারের এই নীতিতে সাঙ্গতিক ভাবে সাড়া দিয়েছেন। ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা তারপর কি দেখি, আমরা দেখি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশাই জনসভায়, পত্রপত্রিকাতে ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন যে আমরা যে সাড়া পাচ্ছি এবং যে ভাবে ধান সংগ্রহ হয়ে গোদামে এসে পৌঁছছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের অনাহারী মানুষের, গরীব মানুষের আমরা খাদ্য যোগান দিতে পারব, এই ধরণের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা কি দেখি ? প্রকৃত পক্ষে আমরা দেখলাম শেষ পর্য্যন্ত যেটা কাগজে কলমে ঘোষণা করা হল, সেটা হল মাত্র ১৬ হাজার মেট্রিক টন। এই ১৬ হাজার মেট্রিক টন কাগজে কলমে গোদামে আছে কিনা সেটা অবশ্য আমরা বলতে পারব না। এই ১৬ হাজার মেট্রিক টন এর একটা নমুনা এখানে উপস্থিত করলেই বুঝা যাবে যে এই পরিমান ধান বা চাউল গোদামে আছে কি না বা সেটা ইন্দুরে খেয়ে ফেলেছে কি না, না অন্য কোনও সাধু পুরুষেরা ঐ গুদামের খাদ্যগুলি নিজেরাই ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই মোশানটা হচ্ছে একটা পলিসি মেটারের উপর। কাজেই এখানে আমাকে বলতে হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ যে খাদ্য নীতির উপর নির্ভর করে আছে, তাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন, যেখানে সরকারের এই খাদ্য নীতি সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতেই হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখলাম কি, আমরা দেখলাম, মনুতে যে একটা খাদ্যের গোদাম আছে, সেই গুদামের মধ্যে একদিন এস, ডি, ও, অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেই গুদামের স্টক মিলিয়ে দেখলেন এবং সেই স্টক মিলাতে গিয়ে যে সর্টেজ পাওয়া গেয়েছে, শুধু ধানের সর্টেজ ৪৪০ কুইন্টাল আর চাউলের সর্টেজ পাওয়া গিয়েছে ৭ কুইন্টাল। এর দাম যদি আমরা সরকারের হিসাব মত দেখি তাহলে দেখব যে ৪৪০ কুইন্টাল ধানের দাম হচ্ছে ৩০,৭০৬ টাকা। সেই একটি মাত্র গুদামে কত শত শত কুইন্টাল ধান সংগৃহীত হয়েছে, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু সেই একটা মাত্র গুদামে দেখা গেছে যে ৩০ হাজার টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে হিসাবটা দেখলাম, এটা কি সব, না এটা সরকারী ঘোষণা থেকেই দেওয়া হয়েছে যে এজেন্টরা অথবা যে ডিলারেরা ধান চাউল গুদামে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত যে একটা সর্টেজ বাদ দেওয়ার নিয়ম আছে, সেটা বাদ দিলেই এই সর্টেজটা ধরা পড়েছে। এটা এজেন্টদের অথবা ডিলারদের ট্রেন্সিট যে লস হয়, সেই লস বাদ দিয়েই এই সর্টেজটা ধরা পড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই ঘটনাটা বলার আগে, আর একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে আউসের সময়ে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে সেই আউসের সময়ে ত্রিপুরা সরকার থেকে ঘোষণা করা হল যে সরকার ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন। অথচ সরকার এই বিধান সভায় ঘোষণা করলেন যে আমাদের এই ধরনের কোন টার্গেট ছিল না, আমরা শুধু বলেছিলাম যে আমরা ধান সংগ্রহ করব, তবে কত মেট্রিক টন সংগ্রহ করব, তার কোন টার্গেট আমাদের ছিল না। অথচ তারা বাহিরে প্রচার করে বেড়ান যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য বা খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য সরকার কি করবে, না সরকার ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করবে। কাজেই তারা তাদের সেই ঘোষণা মত ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা, আমরা জানি না। কিন্তু ঐ সময়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই, অমরপুর এবং অন্যান্য বিভাগে দেখেছি যে চাউলের কে, জি, ৫০ পয়সায় নেমে গিয়েছিল এবং এজন্য কৃষকদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ ৬ মাস আগে, তাদেরকে চাউলের কে, জি, ৩ টাকা, ৩॥ টাকা এমন কি কোন জায়গাতে ৪ টাকায় পর্যন্ত কিনতে হয়েছিল। এই রকম একটা অবস্থা চলাকালীন সময়ে সরকার সেই কৃষকদের কাছ থেকে কোন ধান বা চাউল কিনেনি বা সরকার থেকে ঐ কৃষকদের কাছ থেকে ধান চাউল কেনার কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি। অন্য দিকে আমরা বার বার দাবী করে আসছিলাম যেভাবে ধান চাউলের দাম পড়ে গিয়েছে, তাতে কৃষকের অর্থনৈতিক একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে, কাজেই সরকার যেন তাদের কাছ থেকে ধান চাউল কেনার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গতঃ মাননীয় সদস্য কালীপদ ব্যানার্জী মশাই বলেছিলেন যে আজকে যদি সরকার সেই চাউল না কিনতে পারেন, যেখানে নাকি ধান চাউলের দর অনেক নীচে

নেমে গিয়েছে, তাতে কৃষকদের অনেক অসুবিধা হবে। তিনি ঠিক এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে সি, পি, এমরা চাল কিনতে বাধা দেয় এবং আবার না কিনলেও সমালোচনা করে। তিনি এই ধরনের বক্তব্যই রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য কি—আমরা সি, পি, এমরা কস্মিনকালেও বলি নাই যে সরকার তুমি চাল কিনবে না তুমি ধান চাল কিনবার ব্যবস্থা করো না। আমরা বরাবরই বলেছি এই কথাই যে, যে এলাকার মধ্যে আজকে স্বাভাবিক দরের চাইতে দাম কমেছে যেখানে কৃষকেরা ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেখানে সরকার তোমার এজেন্ট পাঠিয়ে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দিয়ে তাদের ধান চাল কিনার ব্যবস্থা কর। আমাদের দাবি ছিল এইব্যাপারে এই সংগ্রহের ব্যাপারেও আমাদের কি বক্তব্য ছিল আমরা সরকারকে কি বলেছিলাম—সরকারের ঘোষণা ছিল ৭৩ টাকা কুইন্টাল আর আমাদের যে বক্তব্য ছিল সেটি হচ্ছে ৭৫ টাকা কুইন্টাল। মাত্র দুই টাকার পার্থক্য থাকে। তাক আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তখন আমরা বলেছিলাম যাদের যাদের দুই দ্রোণের উপর জমি তাতে তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারের ঘোষণা নীতি অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ কর। এবং যারা কৃষক যারা গরীব তাদের কাছ থেকে তুমি খাদ্য সংগ্রহ করো না। এবং সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে দেখেছি---আমরা দেখছি যে বক্সনগর, মেলাঘরে, সোনামুড়াতে, দেখেছি খোয়াইতে দেখছি ধর্মনগরে আমরা দেখেছি বিলোনীয়াতে ৫০ পয়সা ৬০ পয়সা চাল বিক্রী হচ্ছে বাজারে ঠিক তখনই কৃষক সাধারণকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য তাদের ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকারকে তার এজেন্ট পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ-এর কথা আমরা তখন বলেছিলাম। কিন্তু সরকার সেদিকে কান দেয়নি। সরকার থেকে তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। তারপর সরকারের ঘোষণা মতে আমরা দেখেছি যে—ত্রিপুরা রাজ্যে চাল উৎপাদন হবে হাজার মেট্রিক টন—তিন হাজার মেট্রিক টন উৎপন্ন হবে সরকারী হিসাব মতে। আমরা হিসাব করে দেখেছি কৃষকের বীজ ধান বাদে ২ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ধান আমাদের ত্রিপুরায় থাকবে। এই ২ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা তাদের কমিয়ে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু আমরা এখন কি দেখেছি—যেখানে সরকারের বার্ষিক যে খাদ্যের প্রয়োজন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন এবং সরকারের ঘোষণা মতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়েছে এবং ত্রিপুরার প্রয়োজন ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। সেখানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন আমাদের উদ্বৃত্ত থাকছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী ঐ কলিকাতার পত্র পত্রিকায় ঘোষণা করেছেন যে এবার ত্রিপুরায় বাম্পার ক্রপ হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষের কোন অভাব থাকবে না। ওদের অনাহারে থাকতে হবে না। এইবার অন্ততঃ প্রত্যেকের দুই বেলা মোটা ভাত খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা যাবে। এই ধরণের যে ঘোষণা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে চাল দেওয়ার কথা বলেন এবং আসামকে চাল দেওয়ার কথা বলেন। আর বাস্তব অবস্থায় আমরা কি দেখি—বাস্তব অবস্থায় আমরা দেখলাম গ্রামে চালের দাম বাড়ছে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় বিক্রী হচ্ছে অমরপুরে, ছামনুতে। আর এই সরকার ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এইবার ঘাটতি খাদ্য পুরণের যে ২০/২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল চেয়ে পাঠায়। তাহলে প্রশ্নটা কি দাঁড়ায় এক দিকে তারা বলছে এইবার ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রচুর ফসল ফলেছে এবং আমাদের খাদ্যের

জন্য আমাদের কোন অভাব থাকছে না। আর অন্যদিকে ২০/২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে হবে...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনিতো ১০ মিনিট বলেছেন...

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ১০ মিনিটে শেষ করা যাচ্ছে না...

মিঃ স্পীকার :— কাট মোশনে ১০ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া যায় না মাননীয় সদস্য...

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আর ৫ মিনিট দিন...

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা বলুন...

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সংগ্রহ করতে গিয়ে কি আমরা দেখলাম ২ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টনের মধ্যে সরকারী হিসাব মতে সরকারের ঘোষণা মতে ১৬ হাজার মেট্রিক টন সংগ্রহ করেছেন। এই ১৬ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য কাদের কাছ থেকে নিয়েছে, কারা এই ধান চাল দিয়েছে? সরকার কাদের গুদাম থেকে নিয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করার মত কৃষক ত্রিপুরা রাজ্যে অল্পই আছে। কিন্তু সেই সব বড় বড় কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ না করে কি করেছেন, আমরা দেখেছি ঐ ভূমিহীনদের জুমিয়াদের কাছ থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের নাম ঘোষণা করে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র তারা ঘোষণা করেছেন। সেখানে ধনী গরীবের কোন বিচার থাকবে না। কারণ পঞ্চায়েত লিষ্ট করেছে সেটা নাকি সমাজতন্ত্রী লিষ্ট। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের রুলিং পার্টির অনেক সদস্য আছেন আমি যদি নাম বলি—মাননীয় সদস্য দেওয়ান সাহেব তিনি কত দিয়েছেন—তার নামে বেনামীতে অনেক জমি আছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ঠিক আছে আমি এটা বলছি না। এই ধরণের ঘটনা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই ধানগুলি কাদের কাছ থেকে কিনেছেন। প্রায় এক লক্ষ লোক এই এক লক্ষ লোক কারা তারা এই সব জুমিয়া, ভূমিহীন তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কি এই বিধান সভায়ও নজির উপস্থাপিত করা হয়েছে—কাদের প্রকিউরমেন্টের জন্য ধান দিতে বাধ্য করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এইভাবে ধান সংগ্রহ করে এই সরকারের খাদ্য নীতি গরীব মানুষের জন্য আমরা বলি এই সরকারের ধান সংগ্রহ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। তারা ঐ যারা মহাজন তাদের কাছে যাবে না। কারণ আজকে বাজারে ধানের দাম উঠেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৫০ টাকা ৬০ টাকা ধান বাজারে বিক্রী হচ্ছে। কিন্তু আগরতলার পাশাপশি রানীর বাজারে যান দেখবেন গুদাম ভর্ত্তি ধান আছে। কিন্তু সেখানে যাবেন না মন্ত্রী মশাইয়েরা. কাজেই খাদ্য নীতির এই অবস্থা করেছেন। কিন্তু আসল প্রশ্ন কি জানেন আসল প্রশ্ন হচ্ছে যারা গরীব এবং অনেক বিধবা আছে যারা এক মন ধান কিনে তারপর চাল করে বাজারে বিক্রী করে। ওরা এখন কিনতে পারে না। পুলিশ অহরহ ঘুরছে তাদের কাছ থেকে চাল আদায়ের ব্যবস্থা করছে। তারপর ওজন? ওজনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে ওদের ঠকিয়েছে। বাটমাতে

সরকারের ঘোষণা মতে শুনেছি রেডিওতে শুনেছি পত্র পত্রিকাতে দেখেছি। এমন কি মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে এসে তারাও জনসভা করে বলে যায় কৃষকদের হাতে পয়সা দেওয়ার জন্য এই বার কুইন্টল প্রতি ৭৫ টাকা। কিন্তু ওদের এজেন্টরা দেয় ৬০ টাকা। তাও এক সংগে দেয় না। তারপরও রসিদ দিচ্ছে না রাইমাতে এক হাজার কুইন্টল ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল আমরা যখন মাত্র গিয়েছি তখন মাত্র ৭টি রসিদ বই আছে যা দিয়ে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে সরকার মানুষের খাওয়া পড়ার উপর আঘাত হানছে। আজকে বর্তমান পরিস্থিতি কি? ত্রিপুরার এই যে ধান কিনে রসিদ না দেওয়া কারণ কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ঘটনা কথা বলছি হরিনারায়ন সাহা নামে ঈশানচন্দ্রনগরে তার কিছু চাউল ধরা পরে। ওজন হচ্ছে ধান হচ্ছে ৬,১৬০ কে জি, এবং চাউল হচ্ছে ৮৫৫ কে, জি, সেইটা ধরা পড়ে এবং তার নামে কেস হয়। কেজ নং হচ্ছে ৫৮ (১২) এবং (৫৭)। কিন্তু ঘটনাটা কি জানেন স্যার যারা ঐ গরীব মানুষের ধান লুট করে এনে প্রকিউর মেন্টের নাম করে যারা মুনাফা করতে চায় তাদের নামে যখন কেস হয়েছে তখন মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় নাকি সেইটা উইথড্র করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। এই হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে খাদ্য সংগ্রহের অবস্থা। তারপর এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থাটা কি? আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। সদরের ধুমাছড়া এই এলাকা হচ্ছে বিরাট এবং সমগ্র আদিবাসী হচ্ছে জুমিয়া তারপর এই বড়মুড়া তারপর কৈলাসহর, চাওমনু, দুর্গাছড়া, মাণিকপুর, ভারাবন ইত্যাদি এলাকার কথা কি জানেন স্যার, আজকে এখন যে চৈত্র মাস এখানে আলু, বনের আলু ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না, ওদের কন্ট্রোলে রেশন যাচ্ছে না, এবং সেখানকার চাউলের কে, জির দাম হচ্ছে এই যে মাণিকপুর প্রভৃতি এলাকায় তিনটাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা, সদরের এই যে কয়েকটা জায়গার কথা বললাম সেখানে হচ্ছে ২ টাকা থেকে আড়াই টাকা। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন আপনারা খোঁজ করে দেখুন সেখানকার অবস্থা এই কিনা? কাজেই এই অবস্থায় ওদের অবস্থা কি হয়েছে ওদের ওখানে অর্দ্ধাহার, অনাহার হয়তো কয়েকদিন পরে পত্রিকায় বেড়োবে স্যার, বাস্তব ঘটনা যেটা সেই অনাহার অর্দ্ধাহার মৃত্যুর ঘটনা এইটা বেড়োবে। কাজেই এই অবস্থায় সরকার যে বলছে আমাদের এখানে অস্বাভাবিক খাদ্য উৎপাদন হয়েছে দুই লক্ষ আশি হাজার মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছে তার মধ্যে থেকে আমরা ১৬ হাজার মেট্রিক টন সংগ্রহ করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা ২০/২৫ হাজার মেট্রিক টন দাবী করেছি। এই যে সরকারের এখানে এলাহী কাণ্ড কারখানা তথাপি কেন মানুষ অর্দ্ধাহারে থাকে, কেন ওদেরকে থাকতে হচ্ছে অনাহারে? বনের আলু সংগ্রহ করতে গিয়ে ওরা বনের আলু পাচ্ছে না, আজকে বাঁশের করুল পাচ্ছে না এই যে একটা করুন অবস্থা আর সাংঘাতিক অবস্থা কি জানেন স্যার? এই যে চৈত্রমাস চলছে আষাঢ়ের বর্ষা নামতে সুরু করেছে জুম পুড়া দিতে পারছে না তারা জুম চাষ করতে পারছে না। কারণ রৌদ্র যদি না পায় বর্ষণ যদি অজুরে নামতে থাকে তাদের পক্ষে জুম পুড়া দেওয়া সম্ভব নয় এবং সেই সম্ভাবনাও নাই। আমরা প্রত্যেক বছরে দেখি এই চৈত্রমাসের প্রথমভাবে ওরা জুম পুড়া দেয়, জুম পুড়া দেওয়ার সময়ে যদি চৈত্রমাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি হয় এক ফসলা বৃষ্টি যদি হয় তাতে মাটি যদি গরম হয়ে উঠে তাহলে ধান রূপন করা বা অন্যান্য তরিতরকারী এবং

বীজ বপন করতে পারে না। আজকে চৈত্রের ২১ তারিখ এই ২১ তারিখে বর্ষা নেমেছে তাদের পক্ষে এই জুম পুড়া দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর ফলে জুমিয়াদের কি অবস্থা হবে এবং সামগ্রিকভাবে আগামীতে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা হবে এইটা আজকে আমাদেরকে চিন্তা করে দেখার বিষয়। এই কারণে আজকে ডিমাণ্ড নং ৪২ এ আমি একটা কাটমোশন উপস্থিত করেছি কারণ আমি সরকারের এই খাদ্য নীতিতে স্বীকার করতে পারছি না। কাজেই কাট মোশনের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্য দেববর্মা।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার দুইটা কাটমোশন আছে। একটা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উর্দ্ধগতি আরেকটা হলো বিদ্যুৎ সরবরাহের নীতি সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা এই সরকারের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সম্পর্কে তাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যদি থাকে তাহলে ত্রিপুরার মানুষকে আজকে এই অবস্থায় থাকতে হতো না। আমরা জানি ত্রিপুরাতে একটা বাফার ষ্টক আছে। কিন্তু এই বাফার ষ্টকের অবস্থাটা কি? একে কাজে লাগিয়েছেন কিনা এই ত্রিপুরা সরকার? সেইটা যদি আমরা দেখি তার কার্যকলাপ সম্পর্কে এরা কি করছেন, এই বাফার ষ্টক কোন জিনিষ তারা ক্রয় করা দরকার ত্রিপুরার জন্য যা প্রয়োজন সেইটা সরবরাহ করছেন কি না। আমরা জানি যে প্রত্যেক বছর এই বাফার ষ্টকের জন্য যে টাকা বরাদ্দ থাকে সেইটা খরচ হয়না। এইটা ফেরত যায় সেইটা আমরা জানি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে ষ্টকে গভর্ণমেন্ট যে কতটুকু জিনিস আছে তার কোন হিসাব আমরা পাই না এবং তার হিসাব দেখে না। ব্যবসায়ীদের মারফত এইটা বিক্রী করা হয় এবং এইখানে মালপত্র যা আমরা দেখি যদি লবন ষ্টক করা হতো তাহলে ত্রিপুরাতে হঠাৎ যে লবনের অভাব সেইটা হতো না। এখানে প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলি অ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিস তার একটা হিসাব সরকারের কাছে থাকা উচিত সেইটা মজুত রাখা উচিত কিন্তু তা করা হয় না, কোন হিসা করা হয় না, এবং যার ফলে আমরা দেখি যে একটা জিনিসের দাম হঠাৎ চড়ে গেছে, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না সেইটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেন হয়? কেন এই ঘটনা ঘটে? তার কারণ আছে। যখন আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ব্লাক মার্কেটিয়ার যারা বড় বড় মহাজন আছেন তারা যাতে দুইটা পয়সা পায় সেইটাই সরকার দেখেন। তাদের পাহাড় দাম তারা যাতে দুইটা পয়সা পায় সেইটাই তারা দেখেন। কারণ এই কংগ্রেস জানেন যে তাদের টাকায় তারা এখানে রাজত্ব করছেন। কাজেই তাদেরকে টাকা পাইয়ে দিতে হবে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এই কর্ত্তব্য এই কংগ্রেস সরকারের যে এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক রেশন সোপ আছে জায়গায় জায়গায় উনারা দিয়েছেন যদি এই ব্যবস্থা থাকতো বাফার ষ্টকে প্রচুর অ্যাসেনসিলে কমোডিটিস রেখে যদি তাদের মারফত বিক্রী করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই এই অবস্থা হতো না। এই সমস্ত রেশন সোপের মারফত যে সমস্ত অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন শস্যের তেল, কেরোসিন তেল, ডাল, কাগজ বইপত্র ঔষধ, শিশু খাদ্য এই সমস্ত সাধারণতঃ ফিক্‌টি পার্সেন্ট কম দিয়ে যদি এই সমস্ত রেশন সোপের মারফত বিক্রী করা হতো তাহলে ত্রিপুরার এই অবস্থা হতো না। আজকে আমরা জানি যে গ্রামদেশে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় না

ঠিকমত। সেখানকার মানুষ কি খাবে? তারা যে কি দুর্গতি অবস্থায় আছে, সেটা বলা দরকার। আজকে আমরা দেখছি কেরোসীন তেল'এর এত প্রয়োজন যে ছাত্ররা পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করতে পারেনা। কি দুর্ভোগ তারা ভুগছে। কিন্তু ঐ কেরোসীন আনা হয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর মারফত এবং সেই ব্যবসায়ীরা সেই তেল নিয়ে কি করছেন, কোন কোন জায়গাতে, প্রশ্নোত্তর দেওয়াকালে সেটা প্রকাশ পেয়েছে কিভাবে তারা ধরা পড়েছেন, ধরা পড়ার পরও তাদের কোন শাস্তি হয় না, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারকে ধরার পরও তাদের শাস্তি হয় না। কিন্তু আইনেরতো অভাব নেই, এ্যাসেনশ্যাল কমডিটিজ এ্যাক্ট, ডি, আই, আর, মিসা, কত আইন, কিন্তু একটাও তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না, সেটা লোক দেখান মাত্র। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার আমরা অনেক শুনেছি—এবং আমাদের স্বর্গীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল'এর আমলে এবং অন্যান্যদের মুখে আমরা শুনেছি যে যারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার তাদের ঐ রাস্তার নিকট ল্যাম্প পোষ্টে ফাঁসি দেওয়া হবে। আইন এনেছে তাঁরা কাদের বিরুদ্ধে? ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার তাদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের রক্ষা করার জন্য এই সরকার সবসময়েই প্রস্তুত। কাজেই এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উর্দ্ধ গতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে দিনের পর দিন সেটা চলেছে, এই কংগ্রেস সরকারের আমলে সেটা সমাজের দেহে একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা রোধ করা তাঁদের ক্ষমতা নেই। আজকে এই শাসকগোষ্ঠি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন করার জন্য তাঁরা আওয়াজ তুলেন, কিন্তু আমরা এই হাউসের মধ্যে কি দেখছি, সেটা একটা ধোকা দেওয়া মাত্র, একটা শ্লোগান মাত্র। এই সমাজতন্ত্রের শ্লোগানকে সামনে রেখে, ধনীদের আরও ধনী করে দেওয়ার, এবং গরীবকে আরও গরীব করে দেওয়ার এবং ধনতন্ত্রকে কায়েম করার একটা ফিকির মাত্র। কাজেই তাঁরা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এতে তাঁদের করনীয় যেন কিছুই নেই। আন্তর্জাতিক বাজ্যের দোহাই দিয়ে, আন্তর্জাতিক সংকট, ভারতবর্ষে হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও হয়েছে তার প্রতিফলন. কাজেই আমাদের করনীয় কিছু নেই, আমরা করতে পারিনা, কারণ এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সঙ্কট, ইত্যাদি এই সমস্ত কথা বলে নিজেদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার এটা একটা কৌশল, কংগ্রেস সরকারের একটা নীতি। দ্রব্যমূল্য বাড়ে কেন? কেন আজকে টাকার মূল্য কমছে? আমরা দেখেছি ট্যাক্স বসেছে প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর, সাবানের উপর ট্যাকস বসান হয়েছে, টুথ পেষ্টের উপর, প্লাষ্টিকের জিনিষের উপর, ষ্টেইনলেস জিনিষের উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে, প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ট্যাক্স বসিয়েও তাঁদের বাজেট-এ ডেফিসিট থাকছে। তাকে পূরণ করার জন্য মুদ্রাস্ফীতি যখন হয়, তখন টাকার মূল্য কমে যাবে এটা স্বাভাবিক। কাজেই দ্রব্যমূল্য আরও হু হু করে বেড়ে তাকে রোধ করার ক্ষমতা কোথায়? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার এই যে কাট মোশান, এখানে আমি বেশী সময় পাব না, আমার আরেকটা কাট মোশান আছে। এখানে যেটা নাকি খুব প্রয়োজন—যেমন লবণের কথা বলছি, বাজার ষ্টকে লবণ থাকে না। যেখানে আশা করতে পারতাম, ত্রিপুরা সরকার যদি প্রচুর পরিমাণ, ত্রিপুরার লোকসংখ্যা অনুপাতে যদি মোট এ্যাসেনসিয়েল যেগুলি, সেই সমস্ত জিনিস যদি খরিদ করে বাজার ষ্টকে রাখা হত, তাহলে আজকে চাহিদা পুরণ করা

যেত। কিন্তু আমরা দেখছি যে হঠাৎ কোন কোন জায়গাতে তিন টাকা কে, জি, লবণ কিনে খেতে হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষকে এবং গ্রামদেশে এই রেশন শপ মারফত লবণ পাওয়া কল্পনার বস্তু। এটা স্বপনেও ভাবা যায় না। এমন সমস্ত এলাকা আছে, আমি কালকে বলেছি, বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে রেশন সপ যেখানে অনেক দূরে রাখা হয়, রাস্তার উপর বা বাজারের উপর রাখা হয়, সেখানে এই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যে কত দুস্কর তা কল্পনা করা যায় না। গ্রামদেশে এই লবণের জন্য যে কি কষ্ট ভোগ করছে, তা কল্পনাতীত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরার যে এই অবস্থা, এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা এই কংগ্রেস সরকারের নেই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান আছে। এই ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই সম্পর্কে আমি একটা প্রস্তাব আকারে দিয়েছিলাম এখানে, বিশ্রামগঞ্জ সম্পর্কেও একবার দিয়েছিলাম, যে যেখানে ধানের কল অথবা ছোট ছোট দোকানদার আছে ব্যবসায়ী যারা আছে যাতে এই সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে, তার কোন ব্যবস্থা নেই। সহরের নিকটবর্তী যে সমস্ত বড় বড় বাজার আছে, সদর বিভাগে সেই সমস্ত জায়গায়ও আজকে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই থেকে বঞ্চিত। এই সরকারের যে নীতি সেটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এ ছাড়া পি, ডবলু, ডি, সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। সে জিনিষটা নাকি আমরা অনুভব করছি, গতবার যখন নাকি খুব বন্যা হয়েছিল, তখন যেখানে তাদের গাড়ী যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে অনেক খরচ করে সরকার এ্যারোপ্লেন দিয়ে ধান ইত্যাদি দিতে বাধ্য হয়েছেন। আগে থেকে যদি সাবধান থাকতেন, কয়েকটা সাধারণ ব্রীজ—এস, পি, টি ব্রীজ, কয়েকটি সেতু, আগে থেকেই যদি করার ব্যবস্থা থাকত, এবং এই সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে যেমন লালসিংমুড়ায় রাঙাপানিয়া ছড়া, নদী না হলেও বড় একটা ছড়া, সেখানে একটা ব্রীজ করার জন্য অনেকবার কথা উঠেছে এবং এই বিধানসভায় কথা উঠেছিল। সেখানে উত্তর পাড়ে অনেক লোকসংখ্যা, সেখানে কোন হাই স্কুল নেই, অথচ দক্ষিণ পাড়ে একটা হাইস্কুল আছে, ছাত্ররা বর্ষা যখন আসে তখন তাদের পক্ষে সম্ভব নয় স্কুলে আসা। সেখানে একটা বাজার, খুব বড় না হলেও সেখানকার উল্লেখযোগ্য একটি বাজার, কাজেই যখন বর্ষা আসে, তখন ঐ এলাকাবাসী সেই বাজার করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর গোলাঘাটির কথা আমি অনেকবার বলেছি যে গোলাঘাটির একটা বিরাট এলাকা, লোকসংখ্যা খুব বেশী, সেখানে বুড়িমা নদীর উপর ব্রীজ দেওয়ার কথা। জম্পুই এবং টাকারজলা একটা বিরাট এলাকা সেখানে ব্রীজ না দেওয়ার ফলে তারা অনেক কষ্ট অনুভব করছে। এই বলে আমার কাট মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩র- মধ্যে আমার যে কাট মোশান, সেটা হল ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে। অব্যবস্থা যে কি, সেটা আমার মনে হয় ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে কারও অজানা নেই।

ডম্বুর প্রকল্প কবে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং এখন কেন নয় ? এই প্রশ্নটাই এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের—প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সরকার ঘোষণা করেছিলেন ডম্বুর প্রকল্পের কাজ ১৯৬৯ সনে শেষ হবে। ১৯৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, প্রায় শেষ হতে চলেছে, এখনও ডম্বুর প্রকল্প কবে শেষ হবে, এটা জানার কোন উপায়" নেই। এটার পেছনে কি আছে, কেন যে এটা এইভাবে শেষ হচ্ছে না, কেন এইভাবে দিনগুলি বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, একটা প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে, বছরের পর বছর বাড়ানোর কি মানে থাকতে পারে, এটা হচ্ছে এই যে ১৯৬৯ সনে আমরা যদি ডুম্বুর বাঁধটা দিতে পারতাম, শেষ করতে পারতাম তাহলে আমরা কত পয়সা করে বিদ্যুৎ ইউনিট প্রতি পেতাম? আর এখন যদি শেষ হয় কত করে পেতে পারে এবং বিশেষ করে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের এখন মূল্য কি? স্যার, এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে তখনও হয়ত লোহার দাম অনেক কম ছিল। পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি যা ডুম্বুর বাঁধের কাজে লাগত এইগুলি অত্যন্ত সস্তায় পেতে পারত। কিন্তু এটা এমন একটা বেড়াজালের সৃষ্টি হয়েছে যে এন পি সি সি, এর সংগে ত্রিপুরা সরকারের সে কি গোপন চুক্তি আছে আমার মনে হয় যে এন পি সি সি এবং ত্রিপুরা সরকার এর সংগে একটা গোপন চুক্তি আছে। জনসাধারণের কাছে যা বলছে তা না করে অন্যরকম কাজ করছে। সিমেন্টের অভাব পেট্রোলের, ডিজেলের অভাব দেখানো হচ্ছে। আমি বলতে পারি যে সিমেন্টের অভাব নাই। মন্ত্রী মহোদয়ের জন্য অভাব নাই। গত ১০ই মার্চ আমাদের ট্রাইবেল মন্ত্রী হরিচরণ চৌধুরীর ঘরে ৫১ ব্যাগ সিমেন্ট গিয়েছিল। আর গিয়েছিল জলের পাইপ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এমন কি মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বড় বড় আমলারা পর্যন্ত এই সিমেন্ট পেতে পারে বিশেষ করে আমাদের যে পি, এ, টু স্পীকার তিনিও এই বিধানসভায় ইতিপূর্বে সিমেন্ট নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং এইভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য ডুম্বুর বাঁধকে ব্যবহার করছেন। কারণ ডুম্বুর বাধ একটা আড্ডা খানায় পরিণত হয়েছে। তারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, বলে ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষকে বলে যে বিদ্যুতের অভাব হবে না, অনেক সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে। কিন্তু এটা কত বছর লাগবে, তার পেছনে এইসব ব্যাপার। আর একটা মন্ত্রীর ব্যাপার হচ্ছে এই যে ডুম্বুর বাধের জন্য এন পি সি সি এর সংগে যে চুক্তি হয়েছিল ত্রিপুরা সরকারের এই চুক্তি থেকে শতকরা ১৫ ভাগ খরচের টাকা দিতে হবে এন পি সি সিকে এবং কেন দিতে হবে শতকরা ১৫ ভাগ তার কোন কারণ নাই। এন পি সি সি নিজের কারখানা থাকা সত্বেও কেন অন্যান্য জায়গায় কাজ করানো হচ্ছে? এন পি সি সি এর তো অন্যান্য জায়গায় কাজ করানোর কথা ছিল না। যে সমস্ত কল কব্জা নষ্ট, এইগুলি নিজের কারখানাতে মেরামত করতে পারে। কিন্তু অন্য কারখানাতে করে একটা চুরির রাস্তা বের করছে। আমি যতদূর জানি এই ডুম্বুর বাধের পেছনে সিমেন্ট চুরির জন্য ডুম্বুর বাধের ভেতর লোক যেতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে সিমেন্ট চুরির সুযোগ। এতগুলি কর্ডনিং থাকা সত্বেও সিমেন্ট কি করে চুরি যায়? এই ডুম্বুর বাধের জন্য যে সিমেন্ট যাওয়ার কথা সেট্রা না পাওয়ার ফলে ত্রিপুরা সরকার এবং এন পি সি সি এর ষড়যন্ত্রের ফলে ডুম্বুর বাধটা শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এটা ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করলে নিজেদের

স্বার্থসিদ্ধিটা কি নষ্ট হয় বলে একটা বেড়াজালের সৃষ্টি করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা বোধ হয় কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যাবে না। এরকম করার অধিকার কোন গণতান্ত্রিক সরকারের নাই এবং ডুম্বুর বাঁধ ১৯৭৪ সনে শেষ না হলে এই মন্ত্রী সভার পদত্যাগ করা উচিত এবং তাদের কর্মপন্থার মধ্যে দিয়ে নিজেদের পদত্যাগ করে জনসাধারণের কাছে দেখানো উচিত বলে মনে করি। এটা আমার দৃষ্টিতে একটা আড্ডাখানায় পরিণত করা হয়েছে এই ডুম্বুর বাঁধকে। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি দুটো কাটমোশনের উপর আলোচনা করছি। সেটা হল ডিমান্ড নাম্বার ২৭। ইরিগেশান সম্পর্কে। ইরিগেশান বা সেচ সম্পর্কে যে বাজেট আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সেচের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এবং কৃষির অবনতির দিক থেকে সেচের যে প্রয়োজনীয়তা সেই দিক থেকে বর্তমান বাজেট মোটেই একটা আশাপ্রদ নয়। কারণ বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট যে সমস্ত ক্ষেত্রে সেচ পরিকল্পনা দেওয়া হয় এইগুলি অনেকটাই প্রত্যেক বছর জলের স্রোতে বিরাট অংশ ভেঙে যায়। ব্যাপকভাবে মুহুরী নদী বা অন্যান্য বড় নদী যেগুলি আছে যে সমস্ত নদীর উপর স্লুইস গেট দিয়ে ব্যাপক সেচ পরিকল্পনা, ত্রিপুরার নয় শুধু বিভিন্ন রাজ্যে আছে এবং এ সম্পর্কে বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনে পূর্ব বগাফাতে একটা স্লুইস গেট এবং বাঁধের জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানকার কৃষকেরা পূর্ব এবং পশ্চিম বগাফাতে যদি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে কয়েক হাজার সেচ জমিতে ফসল করা সম্ভব হয়। কাজেই যে সমস্ত সেচের পরিকল্পনার প্রস্তাব আছে সেগুলিকে আজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এবং একটা পরিকল্পনার ফলে ত্রিপুরায় কৃষির সেচযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে যাওয়ার সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার কোন প্রতিফলন বাজেটে দেখছি না যাতে বৃষ্টির উপর আমাদের নির্ভরশীল না হয়ে থাকতে পারি। আমাদের যে সমস্ত অসুবিধা আছে সেচের অভাবের জন্য সেজন্যই আমি এই কাটমোশন এনেছি। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ত্রিপুরায় কৃষির অপ্রগতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার মারফতে তাকে কার্যকরী করার যে প্রচেষ্টার অভাব সেই অভাব সম্পর্কে আমি এই কাটমোশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করব একটা পরিকল্পনার মারফতে ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে সেচযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুই নম্বর কাটমোশন হচ্ছে ডিমান্ড নাম্বার ২৪ এর উপর আন-এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আন-এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আমরা প্রত্যেক সেশনেই বলি। মন্ত্রীরা একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন। একই প্রস্তাব থাকলে একই কথা ঘুরে ফিরে আসে। আজকে দ্রব্যমূল্য এবং আন-এমপ্লয়েড দেশের মধ্যে যে সংখ্যায় সৃষ্টি হচ্ছে তার যথাযথ গুরুত্ব ত্রিপুরা সরকার দিচ্ছেন কিনা আমি সেই দিকে গুরুত্ব দিতে চাই। একমাত্র বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনে একমাত্র বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনে গত বছর যে ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়েছে, যাকে নাকি গণ ইন্টারভিয়ু বলা হয়ে থাকে, তাতে প্রায় ১৩০০ বেশী যুবক যুবতী ইন্টারভিয়ু দিয়েছিল। কিন্তু বিলোনীয়া শহরের কথাই আমি বলতে পারি যে সেখান থেকে ৮ থেকে ১০ জনের বেশী বেকারের চাকুরী হয় নি। কাজেই আমাদের অপ্রগতির মাত্রা যদি পাসেঞ্জারের চলে এবং যেখানে আমাদের বেকারের সংখ্যা ৪০ হাজারের মত, যেটা নাকি এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের

হিসাব, তার বাইরের বেকার সংখ্যার কোন হিসাব নাই, সেই বেকারের মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণে যেটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে মাত্র ৫ হাজারের কিছু বেশী সংখ্যক বেকারকে চাকুরী দিয়ে তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। কিন্তু এর মধ্যেও আমাদের মূল বেকার সংখ্যার কত পার্সেন্ট এর চাকুরী হয়েছে, এটা বলা বড় মুস্কিল। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তাই আমি এখানে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আজকে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এই বেকার সমস্যার দরুন, এটাকে আমাদের ব্যাপকভাবে চিন্তা করা দরকার। আর এ্যামপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট, এবং আন-এ্যামপ্লয়মেন্ট বা বেকারত্বের ব্যাপকতা বিবেচনা করে, আজকে আমাদের অগ্রগতির বা আমাদের পরিকল্পনা ত্রুটি যেটা এখানে আছে, সেটাকে এখন থেকে দূর করার জন্য আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালানোর দরকার। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ৫৫টি হচ্ছে ফুড সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কোন কাট মোশান নাই, তবুও আমি এই ফুড সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যদিও ভারত সরকার এখন পর্যন্ত খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করে নি অথচ গমের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন এবং বড় বড় এক চেটিয়া মালিকদের কাছে নতি স্বীকার করে আবার ছেড়ে দিয়েছেন। এই রকম অবস্থায় আমাদের দেশের মধ্যে যারা মজুত সৃষ্টি করবে, তাদের যে কি পরিমাণ সাহায্য হবে, সেটা কল্পনাও করা যায় না। তারপর আমাদের ত্রিপুরা সরকার ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপারে আমরা ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছি যে কোন রকম ত্রুটি থাকলেও তারা যেন এই সংগ্রহের বিরে বাধা না করেন পক্ষান্তরে তারা যেন এই সংগ্রহকে সহযোগীতা করেন। তার ত্রুটি এবং আমাদের বিরোধিতা এই দুটি মিলে শেষ পর্যন্ত তাতে জনসাধারণের কাছে এটা একটা বিপর্যয় হিসাবে না আসে সেদিক দিয়ে চিন্তা করে আমরা সি, পি, আই দল এই সংগ্রহ অভিযানকে জনসাধারণ যাতে সাফল্যমণ্ডিত করে সেজন্য যথেষ্ট শক্তি দিয়ে আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু এই সংগ্রহ নীতির ত্রুটি কোথায়, প্রশ্ন উঠে যে জোর করে ধান চাউল আদায় করা হয়েছে। আমি কিন্তু সেই কথাতে যেতে চাই না। লেভী সিষ্টেমকে যদি বল প্রয়োগ মিন্ট করা হয়, তবে আমি সেই বল প্রয়োগের স্বপক্ষে অন্ততঃ খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে। কারণ একটা অর্থ নীতির নিয়ম যদি না মেনে চলা হয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধুমাত্র সদ ইচ্ছায় কোন একটা জিনিষকে পরিবর্তন করা যাবে না। একটা কথা আছে মার্কেট এ্যাণ্ড সারপ্লাস আর মার্কেটেড সারপ্লাস। বাজারে ধান আসে এবং বাজারে ধান আসে না হয়তো বাজারে আসার যোগ্য ধান গোপনে লুকিয়ে থাকে, এই দুই ধরণের খাদ্যদ্রব্য আছে। সেখানে জোর করে হউক আর অনুরোধ করে হউক সরকার যখান থেকে ধান সংগ্রহ করছে সেটা হচ্ছে মার্কেটেড সারপ্লাস। অর্থাৎ যারা খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে তাদের কাছ থেকে ধান আদায় করার দরকার। আর যাদের সারা বছরের খোরাকি নাই, যারা এমনিতেই বিক্রী করতে বাধ্য, তাদের বাড়ীতে গিয়ে অনুরোধ করেও নেওয়া উচিত নয়। কারণ দরকার হলে, এর জন্য প্রত্যেকটি বাজারে একটা করে পার্সেজিং সেন্টার রাখা দরকার এবং তার মাধ্যমে তারা যখন বাজারে ধান বিক্রি করতে আসবে, তখন তাদের থেকে সরকারী সেটা অনায়াসে কিনে

নিতে পারবে। আর যাদের বাজারে আনার কোন দরকার পরে না, দাম বাড়ার আগ পর্য্যন্ত ঘরে রেখে দেয়, তাদের ধানটা জোর করে হলেও আনতে হবে। কারণ তারা সেগুলি রেখে দেয়, ছোট ছোট কৃষকদের ধান যখন বিক্রি হয়ে যায়, বাজারে যখন ধানের দাম বেড়ে যায়, তখন তারা মুল্যবৃদ্ধির জন্য আসরে নামে, তারাই হচ্ছে বড় বড় জোতদার বা বেশী ধানের মালিক। আমার প্রশ্ন ধানের যে অংশটা সংগ্রহ হচ্ছে, তার কত পার্সেন্ট সংগ্রহ হচ্ছে মার্কেটেড সারপ্লাস থেকে আর কত পার্সেন্ট সংগ্রহ হচ্ছে মার্কেট এ্যাণ্ড সারপ্লাস থেকে? এবং মার্কেটেড সারপ্লাস এখন পর্য্যন্ত আছে কিনা, যারা মুল্যবৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে। এই কারণে আমি লেভীর পক্ষে, যাদের ধান ইচ্ছা করে বাজারে আনার প্রয়োজন নাই, যারা মুল্যবৃদ্ধির জন্য নিজেরা ধান গোপন করে রাখে, তাদের অবস্থা যথেষ্ট ভাল, তাদের ধান বিক্রির উপর নির্ভর করতে হয় না। আর একটা অংশ হচ্ছে, যাদের ঘরে ৬ মাসের খোরাকী আছে, তাদেরও ধান বিক্রি করতে হয়, কারণ তারা সব সময়ে অভাবের মধ্যে আছে এবং সরকার যদি ঐখান থেকে ধান সংগ্রহ করতে চায় এবং সেটা যদি জোর করে হউক বা অনুরোধ করেই হউক, তাতে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক্ষেত্রে বিশেষ করে খাদ্যের উপর সরকারের কোন কনট্রোলই থাকবে না। কারণ খাদ্য মজুদ রাখে বৃহৎ মজুতদারেরা এবং তারাই খাদ্যের দর বাড়াবে। কাজেই সরকারকে লেভী প্রয়োগ করে যে সমস্ত মার্কেটেড সারপ্লাস যারা ইচ্ছা করে বিক্রি করে না দর না বাড়া পর্যান্ত, এক দুই বছর পর্য্যন্তও তারা ধান রেখে দিতে পারে, তাদের থেকে লেভী করেই হউক আর জোর করেই হউক ধান সংগ্রহ করতে হবে আর গ্রামাঞ্চলের যারা গরীব কৃষক, যাদের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ধান বিক্রি করতে হয় তাদের থেকে আদায় করা উচিত নয়। কাজেই এইদিক দিয়ে যদি সরকারের কোন ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ অর্থনৈতির নিয়মে বাধা দিলে, সেটা সদ্‌ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তার মধ্যে কোন বিবর্তন আসে না। আমার যথেষ্ট সদ্‌ ইচ্ছা থাকা সত্বেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না এবং আমার দুর্ভাগ্য যে ত্রিপুরা সরকার এই খাদ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করার কোন পরিকল্পনা এখন পর্যান্ত নেন নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সুযোগে আমি এই বিধানসভায় বলছি যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আজকে যেভাবে খাদ্য রাষ্ট্রায়ত্বের দিক দিয়ে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেটা ভারতের দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পরিচালিত, যারা নাকি একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে চায় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে উপলক্ষ্য করে অরাজকতা সৃষ্টির মূলে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে, তাদেরকেই ইন্ধন যোগাবে এবং মজুতদার মুনাফাখোরদের জন্য একটা পূর্ণ সুযোগ এনে দিতে চায়। কাজেই আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করছি যে আপনারা এই লাইনে চিন্তা করুন যে মজুত খাদ্য, দ্রব্যমূল্য সমস্ত কিছুকে আজকে বড় বড় মজুতদার, মুনাফাখোর যারা উৎপাদন করে না, তারা হোর্ডিং এর মারফতে, ব্লেক মার্কেটিং এর মারফতে এবং স্পেকুলেশানের মারফতে দেশের মধ্যে জনসাধারণের উপর একটা কষাইর ব্যবসা চালাবার অবস্থা সৃষ্টি করে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে গণতন্ত্র যেটুকু আছে সেটুকুকেও তারা বিপর্য্যস্ত করে দিতে চায়। কাজেই আমাদের সরকারকে মনে রাখতে হবে যে সদ্‌ইচ্ছা দিয়ে আপনারা এটাকে রোধ করতে পারবেন না। অর্থনীতির সঠিক নিয়মের মধ্যে যদি এটাকে

ধরানো না যায়, তাহলে এই অবস্থার থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। কারণ তারা ভারতের রাজনীতিতে একটা ডিক্টেটরশীপ কাম ব্যক্ত করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের এই যন্ত্রটাকে ঠেকানো যাবে না। তারপর আমি আর একটা কথা এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে রেশনের দোকানে যে চাউল বিক্রি হয় ১·২৬ পয়সায়, যেটা নাকি ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশ, সেই নির্দেশ থাকা সত্বেও আউসের চাউল ১·৫০ পয়সায় রেশনের দোকানে বিক্রি করা হচ্ছে। এটা গত পরশুদিন ১৩ নং রেশন সপ থেকে একজন কিনেছেন, তিনিই আমাকে এই কথা বলেছেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই সম্পর্কে কি ব্যাপার, তিনি যেন জিনিষটার খুঁজ রাখেন। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা যেন চিন্তা করেন, গতানুগতিকতা দিয়ে যেটা চলছে, তা দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থাকে রোখা যাবে না, খাদ্যের ব্যাপারেই বলুন আর এ্যাসেনসিয়েল জিনিষের ব্যাপারেই বলুন অথবা বেকার সমস্যার কথাই বলুন, এজন্য সমস্যার মোকাবিলায় বাস্তব ব্যবস্থা নিতেই হবে। আর তা না হলে গণতন্ত্রকে ভালবাসে এমন যারা আছে বিভিন্ন পার্টিতে এমন কি কংগ্রেসের মধ্যে অথবা বিভিন্ন বামপন্থী পার্টিতে, তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই সুযোগ সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় বামপন্থি অথবা কংগ্রেস সে যিনিই হউন, সমস্তকেই বলছি যে এই জিনিষটাকে যেন আমরা হাল্‌কাভাবে না দেখি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ এর উপর আমার কাটমোশানের উপর আলোচনা আরম্ভ করছি। সেটি হচ্ছে "ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা রূপায়নের নীতি" সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি যে জিনিষটা আলোচনা করতে চাইছি সেটি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর ভাষনে রেখেছেন। সেখানে আমরা দেখেছি ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করার পর আগামী ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ ইরিগেশানের ক্ষেত্রে খরচ করা হবে। আমি সেটি নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা জানি বিগত দিনের ইতিহাস থেকে এটাই লক্ষ্য করছি এই সরকার অনেক হিসাব দেখিয়েছে। অনেক টাকা খরচ করেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি যে কৃষকেরা জল পাচ্ছে না। উনারা পাম্প মেসিনের কথা বলেন সেখানে আমরা দেখছি যে পাম্পসেটের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা নাই। তাই আমি আলোচনা করতে চাই। আমরা জানি যে ক্ষুদ্র কৃষকদেরই সেচের সাহায্যের খুব বেশী দরকার। কারণ কোন কারণবশতঃ বৃষ্টি যদি কম হয় তখন কৃষকদের একমাত্র নির্ভর করতে হবে এই সেচের উপর কিন্তু এই সরকার ত্রিপুরার যত জল আছে সমগ্র জলকে ত্রিপুরার কৃষক যারা যাদের জমি আছে তাদের সবাইকে জল দেওয়ার নীতি এই সরকার এখন পর্য্যন্ত নেয় নাই। আমি প্রথমেই বলতে চাই এই ত্রিপুরায় কত জমি আছে। এবং ত্রিপুরায় যত জমি আছে এবং কোথায় পরিকল্পনা আছে যেমন লিফট ইরিগেশান, ১৫ হস পাওয়ারের মেসিন, টেম্পরারী বাধ—এই যে কতগুলি পদ্ধতি আছে এইগুলি কখন করতে হবে সেগুলি ঠিক সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে তারপর যদি কাজ শুরু করা হত তাহলে যে ভাবে চলছে সেইভাবে চলতে হত না। আমরা এখন কি দেখছি, আমরা দেখছি যে

টেম্পরারি বাঁধ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে ব্লকের মাধ্যমে কাজ করান হয়। যে সব ব্লকে বি, ডি, সি, আছে এবং কৃষকের স্বার্থে যে ক'টি বি, ডি, সি, আছে সেইসব বি, ডি, সি'র কাজ বছরের শেষ সময় সাধারণতঃ সুরু করা হয়। সাধারণতঃ বোরো চাষ করার সময় টেম্পরারী বাঁধ দেওয়ার কাজ সুরু হয়ে যায়। এর ফলে ব্লক কর্ত্তৃপক্ষ এবং বি, ডি, সি অনেক সময় বলেন যে-তোমরা বাঁধ দিয়ে নাও তারপর দেখা যাবে সরকার থেকে কোন বন্দোবস্ত করা যায় কি না। আমরা দেখেছি অনেকে যারা বাঁধ দিয়েছে কিন্তু টাকা পাচ্ছে না এবং যারা বাঁধ দেয় নাই তারা টাকা পেয়ে গিয়েছে। কারণ কোন এলাকার কৃষকেরা নিজের খরচায় বাঁধ দিল পরে যখন সেংশান এল উদের দেওয়া হল না—এটা কে পাবে বা পাবে না সেটা নির্ভর করে ঐ যারা বিল করে তাদের উপর। আমরা জানি সেই টাকা মাঠে না গিয়ে ব্লক অফিস থেকেই যাচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই এই সেচ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে গেলে তার যে কতগুলি উপসর্গের প্রয়োজন আছে যেমন বিদ্যুত, উপযুক্ত মেকানিক, উপযুক্ত পরিকল্পনা সবগুলি মিলিয়ে যাতে কাজ করা হয় তজ্জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা জানি বিগত খরার সময় ত্রিপুরাতে অনেক টেম্পরারি বাঁধ হয়েছে এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। যদিও আইনে এটা এলাও করেনা তবু সেটা করা হয়েছে। কিন্তু সেই টেম্পরারি বাঁধ না করে যদি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে পার্মানেন্ট বাধ করা হত তাহলে সেই টাকাগুলি নষ্ট হত না। আমি ক'টা এলাকার কথা জানি যেমন সোনামুড়ার কুকরাছড়া এবং টেংরাছড়াতে সেখানে বাঁধ তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেই বাঁধ কিছু-দিনের মধ্যেই ভেঙ্গে গিয়েছে। সেটাকে ঠিকভাবে কাজে লাগান যায় নাই। আর একটা আছে সোনামুড়ায় কাজুরা গ্রামে কামাইতে—সেখানে ১২ হাজার টাকা খরচ করে একটা বাঁধ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটি হয় নাই। সেখানে পার্মানেন্ট বাঁধ করে পর্য্যন্ত করা হবে তার কোন স্থিরতা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সরকারের ১৫ হর্স পাওয়ার মেসিন বলুন এবং লিফট্ ইরিগেশান বলুন সেগুলি কিসের ভিত্তিতে বিলিবণ্টন হবে তার সুষ্ঠ নীতি নীতি না থাকার ফলে আমরা দেখছি যে বড় বড় কৃষক যারা কংগ্রেসের পেটুয়া লোক যারা এবং অকৃষক যারা তারাই সে সব সুযোগ পাচ্ছে। এই সরকার আইন করেছেন যে ২৫%, ৫০%, ৭৫%, সাবসিডি দিয়ে তারা সেগুলি নেবে। কিন্তু সেটি কারা পাচ্ছে. কৃষকদের মধ্যে যারা বড় কৃষক যারা নগদ মূল্যে ৫ হর্স পাওয়ার মেসিন নিতে পারবে যাদের এই ক্ষমতা আছে তারাই পাচ্ছে। সেখানে আমরা কি দেখছি ত্রিপুরার যারা বড় বড় কৃষক ২ দ্রোণ ৩ দ্রোণ সম্পত্তির মালিক যারা ক্যাশ ৪/৫ হাজার টাকা যাদের আছে তারাই পাচ্ছে। আমি এই সরকারকে জিজ্ঞাস করতে চাই সরকার কি শুধু বড় কৃষকের জন্য না ত্রিপুরার ছোট কৃষক যারা আছে যাদের ৪ কানি ৫ কানি জমি আছে যারা সরকারের সেচের ব্যবস্থা না থাকার ফলে নিজের খরচায় মেসিন ভাড়া নিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারে না এবং যারা খরার সময় জলসেচের অভাবে নিজের জমিতে ফসল করতে না পারার বেকার থাকে তাদের জন্য? আমরা জানি এই সরকার আজ পর্য্যন্ত যে ক'টা ৫ হর্স পাওয়ার মেসিন বিলি করেছেন সেই মেসিন কটা যদি একটা নিরপেক্ষ কমিটি দ্বারা তদন্ত করান হত তাহলে দেখতাম সেই মিলগুলির ক'টা রাইস মিল হয়েছে, ক'টা অকেজো হয়ে পড়ে

আছে, ক'টা হাত বদল হয়েছে বিক্রী হয়েছে। এই অবস্থা। আমি জানি বগাফা ব্লক এলাকায় যে ক'টা পাম্পসেট আছে সেই পাম্পসেটগুলি বড় কৃষকেরাই নিয়েছে। এবং সেই বড় কৃষকদের মধ্যে একমাত্র জোলাইবাড়ী এলাকায় যারা আলুর চাষ করে এরা যারা আর বাকী সবাই সেই মেসিনগুলি ধানের মিল করেছে। এবং ১৫ হস' পাওয়ার ক'টা দেখছি এই ত্রিপুরার খরার সময় গত খরা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরার ক'টি জায়গাতে বিলি বন্টন করেছে। কিন্তু সেই ১৫ হস' পাওয়ার মেসিনগুলিকে রক্ষনাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার না করার ফলে যেই সব জায়গাতে মেসিন-গুলি দেওয়া হয়েছে—আমরা অনেক জায়গাতে দেখেছি সেগুলি জল তুলতে পারছে না। যেমন জম্পুইজলাতে একটা ১৫ হস' পাওয়ার মেসিন আছে সেটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। তৈলেংটাতে একটা ১৫ হস' পাওয়ার মেসিন আছে সেটাও অকেজো হয়ে আছে। এবং ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় এটা হচ্ছে। আমরা জানি মাইনর ইরিগেশান পরিকল্পনায় সেটি আর্টিজেন টিউবওয়েল দিয়ে আমরা করতে পারি—মাটির নীচে যে জল আছে তাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাতেও অনেক কাজ হতে পারে। কারণ আমরা জানি যে সব জায়গাতে ছড়া নদী নেই এবং যেখানে যদি ডিপ ওয়েল করতে চাই তাহলে সেখানে রিগ মেসিনের প্রয়োজন আছে। এই সরকারের পর্যাপ্ত পরিমাণে রিগ মেসিন আনার ব্যবস্থা করেন নাই। আমরা জানি ত্রিপুরায় অনেক ছড়া এবং নদী আছে আমরা যদি সেই ছড়া এবং নদীগুলির জল কাজে লাগাতে পারি তাহলে ত্রিপুরায় এমন কোন মাঠ থাকবে না যত খরাই আসুক না কেন এমন মাঠ থাকবে না যেখানে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে ফসল করা যেত না। এবং আমরা জানি যে অমরপুরে ক'টি জায়গায় গোমতীর দুই পাড়ে এবং চেলাগাংগের কাছে সেই সব জায়গাতে যদি লিফ্ট ইরিগেশানের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যায় তাহলে প্রতিটি মাঠেই ফসল উৎপাদন করা যায়। আমরা দেখেছি গত খরার সময় কোন ফসল করা সম্ভব হয় নাই। আমি এই সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কবে পর্য্যন্ত এই সরকার হাউসকে এই এস্যুরেন্স দিতে পারবেন যে ত্রিপুরার প্রতিটি কৃষক খরার বন্যাই হউক আর যে কোন কারণেই হউক জলসেচের জন্য তাদের জমি পতিত থাকবে না? এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Friday the 5th April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 221
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, গত ৩/১১/৭৩ইং ধর্মনগর মহকুমার লালজুরি, মাখনছড়া, হরিপুর অঞ্চলে দারুণ ঝড় ও শিলা বৃষ্টির ফলে কৃষকের ফসলের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে?

২) সত্য হইলে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১) লালজুরী গ্রামে ফসলের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ নাই।
মাখনছড়া নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া জানা যায় না। তবে মাকুমছড়া ও হরিপুর গ্রামে কতক পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২) মাকুমছড়ায় আনুমানিক ৫ হাজার ৪ শত কে, জি, সম্ভাব্য আমন ধানের উৎপাদন বিনষ্ট হইয়াছে যাহার আনুমানিক মূল্য ৩ হাজার ৭ শত ৮০ টাকা।
হরিপুরে আনুমানিক ১৮ হাজার ৬ শত কে, জি, সম্ভাব্য আমন ধানের উৎপাদন বিনষ্ট হইয়াছে যাহার আনুমানিক মূল্য ১৩ হাজার ২০ টাকা।

৩) মাকুমছড়ায় কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে বিনামূল্যে বরো ধানের বীজ বন্টন দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। তদুপরি, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে রাস্তা তৈরীর কাজে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 760

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Annimal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার পশু পালন বিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল এর সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল এর কোন সামঞ্জস্য আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ ? এবং

৩) ঐ বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীগণ কি স্বাস্থ্য বিভাগের সম পদাধিকারী কর্মচারীর মতন বেতন পাইয়া থাকেন।

উত্তর

১) না।

২) স্বাস্থ্য বিভাগের কিছু সংখ্যক ডাক্তারগণের পে স্কেল সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিসের নিয়মানুযায়ী ও কিছু সংখ্যক ডাক্তারগণের পে স্কেল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল অনুরূপ দেওয়া হইতেছে। আর পশু পালন বিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল পশ্চিমবঙ্গ পশু পালন বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ পশু চিকিৎসা বিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল যে হারে দেওয়া হইত সেইহারেই দেওয়া হইতেছে। কাজেই দুইবিভাগের ডাক্তারগণের পে স্কেল এর কোন সামঞ্জস্য নাই।

৩) সম পদাধিকারী ননটেকনিকেল কর্মচারীগণের বেলায় দুই বিভাগের পে স্কেল এর কোন তারতম্য নাই কিন্তু সম পদাধিকারী টেকনিকেল কর্মচারীগণের পে স্কেল এর তারতম্য আছে।

STARRED QUESTION NO. 794

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে মালঞ্চ নিবাসে নির্মিত আবাসিক গৃহের সংখ্যা ;

২) যদি সংখ্যা কম হয়, তাহার কারণ।

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে মালঞ্চ নিবাসে কোন আবাসিক গৃহ নির্মাণ করা হয় নাই।

২) প্রধানত: সিমেন্ট প্রভৃতি মাল মশল্লার দুস্প্রাপ্যতার জন্য এবং নূতন আবাসিক গৃহ নির্মাণের উপর বাধা নিষেধ আরোপিত হওয়ার কোন কাজ হাতে নেওয়া হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 922

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার কৃষ্ণপুর গাঁও সভার অন্তর্গত মাইগঙ্গা ছড়ার উপর ডি, এম, কলোনীর কাঠের পুলটি ভাঙ্গা বলে সরকারের কাছে কোন রিপোর্ট আছে কি ?

২। থাকিলে পুলটি মেরামতের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হাঁ।।

২। ব্লকের তৈরী এরূপ পুল মেরামতের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর ন্যাস্ত থাকায় এবং ব্লকের বুক গ্রান্ট না থাকায় মেরামত করা সম্ভব হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 940

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বাগমারা (সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত) গ্রামে একটি পশু চিকিৎসালয় বহুদিন পূর্ব্বেই মঞ্জুর হইয়াছিল ?

২। সত্য হইলে এ পশু চিকিৎসালয়টি এখনও চালু না হওয়ার কারণ কি ?

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উহা চালু করা হইবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 959

By Shri Kalipada Benarjee

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) জোতের গাছ কাটার ব্যাপারে বন বিভাগ কি কিছু বিধিনিষেধ নতুন করিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

খ) করিয়া থাকিলে সে বিধি নিষেধগুলি কি কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন আসে না।

STARRED QUESTION NO. 969

By Shri Jitendra lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত ছোটখিল বাজারের পশ্চিম দিগস্থ গোবিন্দমাঠের কয়েক হাজার একর জমির ধান প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বন্যায় বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন তবে তার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বন্যার সময় গোবিন্দ মাঠের জমি প্লাবিত হয়।

২। একটি বন্যা নিরোধক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ইহা যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যকরী করা হইবে।

PAPER LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 972

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার অধীন পূর্ব বগাফা গ্রামে লাউগাং ছড়ার উপর একটা স্লুইস গেইট সহ কোন বাঁধের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২) থাকিলে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে ;

৩) না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) এইরূপ কোন পরিকল্পনা বিবেচনাধীন নাই।

২) এ প্রশ্ন উঠে না।

৩) এখনও উক্ত পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 984

by Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাসে অথবা তার পরে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির কাছ থেকে কঞ্জারভেটর অব ফরেষ্ট বন বিভাগের কর্মচারীদের দাবী সম্বলিত কোন স্মারকলিপি পেয়েছেন কিনা ?

২) পেয়ে থাকলে সমিতি কঞ্জারভেটরের সাথে দাবী দাওয়া সম্পর্কে কোন ডেপুটেশন দিতে চেয়েছিলেন কিনা ?

৩) ঐ ডেপুটেশণের ফলাফল কি হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হাঁ।

৩) ত্রিপুরার বন সংরক্ষক চিঠির উত্তরে সাধারণ সম্পাদককে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহার অজ্ঞাতসারে শুধু কতিপয় বন বিভাগের কর্মচারী ঐ সংস্থার সদস্য হইতে পারেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কোন দাবী দাওয়া লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

STARRED QUESTION NO. 985

by Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) পশুপালন বিভাগের কিছু সংখ্যক কর্মচারী সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে পশুপালন অধিকর্তার কাছে কোন দরখাস্ত দিয়াছিলেন কি না ?

২) দরখাস্ত দেওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়, কিছু সংখ্যক কর্মচারী দরখাস্ত দিয়াছিলেন।

২) না মহাশয়, শুধুমাত্র দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে দরখাস্ত দেওয়ার কারণে কর্মচারীগণকে কৈফিয়ৎ তলব করা হয় নাই, তবে যে সব কর্মচারী তাহাদের নিজ নিজ দরখাস্তের প্রতিলিপি ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এর জন্য কেবলমাত্র সেইসব কর্মচারীগণেরই কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 999

by—Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) বর্তমান বৎসরে সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লকের অধীনে জম্পুইজলা বাজারে পশু চিকিৎসালয় করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১) জম্পুইজলা বাজারে পশু চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা বর্তমানে নাই। তবে একটি ষ্টকম্যান সেন্টার খোলার কথা বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 335.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান কার্য্যকরী মজুত শক্তি কত এবং কি পরিমাণ উৎপাদন করা হচ্ছে। (উৎপাদন কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব)

২) উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন মহকুমায় কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল কত পরিমাণ ব্যয় হয়েছে।

১৯৭০-৭৩ (১৯৭৩ নভেম্বর পর্য্যন্ত) মাসিক হিসাব।

উত্তর

১) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (কিলোওয়াট)
১)	আগরতলা	৩৯৬৭
২)	উদয়পুর	৩৭৫
৩)	বগাফা	২৭২
৪)	আমবাসা	৮১
৫)	খোয়াই	৭৫
৬)	কৈলাশহর	১৫০
৭)	ধর্মনগর	১৩১
		মোট—৫০৫১

ধর্মনগর, আমবাসা, কৈলাশহর এবং খোয়াই এর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র Stand by হিসাবে রাখা হইয়াছে কারণ ওখানে আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আগরতলাতে ও আসাম হইতে আনিত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় ও কিছু পরিমাণ উদয়পুর অঞ্চলেও পাঠান হয়।

আগরতলা, উদয়পুর এবং বগাফা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন (কিলোওয়াট)
১)	আগরতলা	১০৫০
২)	উদয়পুর	২৩০
৩)	বগাফা	২২০
		মোট—১৫০০

২) সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী—"ক"

কৈলাশহর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

কৈলাশহর মহকুমা

মাস	১৯৭০ নন্ কমার্শিয়াল কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭০ কমার্শিয়াল এবং ডমেষ্টিক কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭১ নন্ কমার্শিয়াল কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭১ কমার্শিয়াল এবং ডমেষ্টিক কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭২ নন্ কমার্শিয়াল কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭২ কমার্শিয়াল এবং ডমেষ্টিক কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭৩ নন্ কমার্শিয়াল কিলোওয়াট আওয়ার	১৯৭৩ কমার্শিয়াল এবং ডমেষ্টিক কিলোওয় ট আওয়ার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জানুয়ারী	২৮৪০	১৪৯৩১	৪৩৫৩	১৮,৩৭১	৩২৮০	১৭,৮৩৪	৬২৮০	১৯,৬৩৪
ফেব্রুয়ারী	৩৯৪২	১৬,০১০	২৯৮৭	১৮,৫২৬	৩৪০৫	১৫০২৩	১২৪১১	৩৬,৭২০
মার্চ	২৯৩৭	১২,৮৫৭	৩৮৩৬	১৯,৯২৬	৪৮৫১	১৫.৯৩০	১৩,১৪৪	৩৪,২৫৪
এপ্রিল	২৫৭১	১৪,৩২৬	৩৭২৬	১৭,৬৭০	৪৬৪৪	১৯,৫৩৩	১৪,৫০৭	৩৫,৬৭৩
মে	৪১৫৬	১৭,১২৬	২৮৯০	১৯,৭১৩	৪৫৭৬	২৩,৪৩০	২২,১৬৯	৪০,৯৫৮
জুন	৪৫৮৫	১৫,৩৮৮	২৯৭৭	১৮,৮৬৪	৪৪৪২	২৪,৮০৫	১৪,০১৮	৩১,৭০০
জুলাই	৪০৯২	১৫,২৭২	৪০১৩	২১,৮৮৬	৩৫০০	১৩,৪৫৯	১৫,০৯৭	৩৫,৭৮৬
আগষ্ট	৪৯৪৫	১৮,৬৭৩	৩৬১৫	২০,১৪৯	৯৪ . ৪	১৭,৯৮৭	১২,২০২	৩৪,৬৩৮
সেপ্টেম্বর	৫৪৪১	২২,৫১১	৩৫৯৩	২০,৯২৯	৪০৩০	৩৩,৬৩০	১৩,১২৫	৩৪,৪৩১
অক্টোবর	৪৪০৭	১৬,০৬৩	—	—	৪২৫১	২০,১২৩	১১,৯২৩	৩৮,৫২৯
নভেম্বর	৪৭২২	১৮,৯৩০	—	—	৪০২৫	১৮,৫৬২	—	—
ডিসেম্বর	৪২৪২	১৯;৭৩৮	১২,১৯৬	৪৭,৮৪২	৫১৩২	১৯,৪০৫	—	--

ধর্মনগর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে
১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

ধর্মনগর মহকুমা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
জানুয়ারী	৪৮৮৬	১৯৯১৩	১৪৫৫৯	২৪৪৮১	১৪০৩১	৩৭৪৬১	১০৯১২	৩৫৯১৬
ফেব্রুয়ারী	৩৯৪৭	১৯৩১৩	২১৭০৫	৩০৪৭৪	১৫০২২	৩৬৮৪৬	১২৪১১	৩৬৭২০
মার্চ	৫১৪৬	২৭৫৭৮	৯৪৩৮	৪৯২৩০	১৬৬৩১	৩৮৪৫১	১৩১৪৪	৩৬২৫৪
এপ্রিল	৫৮৩৮	২৮৬৮২	১০১৪৪	৩০৫৮২	১৬৯৩২	৩৮৫১১	১৪৫০৭	৩৫৬৭৩
মে	৮৪১৪	২০২৬১	৯৮৬১	৩৫৭৪৩	১৬১৩১	৩৬৩৭০	২২১৬৯	৪০৯৫৮
জুন	৫৪২৭	৩০৭৮৫	৯৮৮৪	৩৬৩৭০	১৬৯৪১	৩৭৭৫০	১৪০১৮	৩১৭০০
জুলাই	৩৭৫৬	২১৮৩০	১২৩০৬	৪৪৭১৯	৯৮০৬	৪০৮২৮	১৫০৯৭	৩৬৭৮৬
আগষ্ট	৩৬৮৩	২৭৯১২	১৭১৭০	৪৫৫৬৩	৯৩৫০	৪১৩২০	১২২০২	৩৪৬৩৮
সেপ্টেম্বর	৫৪১২	৩২৪৬৬	১৪২০৬	৩৪২৭৮	৬৭৮৬	৪৩২৮৭	১৩১২৫	৩৪৪৩১
অক্টোবর	৩৫৭৬	২৪৩২৭	১৫০০২	৩৫৫২৭	১৪২১০	৩৮৭৭৯	১১৯২৩	৩৮৪২৯
নবেম্বর	৫৭২৪	২৪৯৭৬	১৬০১১	৩৬৭২৪	১১০২৫	৩৭৮৯১	—	—
ডিসেম্বর	৫৮৯০	২৮৩৩২	১৩১৬৫	৫৫৫৪০	৯০১১	৩৭৪০৪	—	—

আম্বাসা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

কমলপুর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জানুয়ারী	৫৩৫	৩৫৯৭	৮৩১	৫৭৬৩	২৬৫৮	৬৫৬২	২০১৯	১১৯৩৭
ফেব্রুয়ারী	৮০৮	৩৩৬১	১০১০	৫৯০৯	১১২২	৫২৩৮	২৩৯৬	১১০০৩
মার্চ্চ	৮৫৪	৩০৫৩	৮৭৫	৫৯৫৩	১৩৬৫	৫৮৩৫	১৫২৯	১১২৯৫
এপ্রিল	১০৯৫	৩৯৪৯	৮৯৭	৫৭৩৬	১১৫৫	৫৫৪৫	২৮৭৭	১২৬৩০
মে	৮০৩	৩৪১২	৯১০	৬০৩৬	১৫৪৫	৬৫৫৫	২২১৪	৯৮৬৭
জুন	১০৫৫	৩৭২০	১০৫৬	৫০১১	১২৪৩	৭২২৯	১১২৫৭	১০৮১৮
জুলাই	১৩২৪	৩৮৭০	১০০৫	৫৬০১	১৭৫৭	৯৬৬৬	৬৪৭৩	১১৫৭০
আগষ্ট	১৮২৮	৪০৪৫	৯৮৯	৫৭৫৩	৩১১৮	৮৮৫২	৩৫৩১	১১০৫৮
সেপ্টেম্বর	১৬১৮	৪৪৫৪	৩৬০০	৪৯৩০	২৬০৭	৮৮৯১	৩৬৩৫	১২২৩৯
অক্টোবর	১০৫১	৬০৩৬	৩৮০০	৪৯৩০	৩৩২২	১৪৩৯৩	—	—
নভেম্বর	৯০৭	৫৯৮২	৪৯৪৩	৪৯৯৭	৪১৪৮	১৪৭৯১	—	—
ডিসেম্বর	১১০১	৬২৬২	৪৭৫১	৫৫২৪	২৪৩৭	১২৫৬০	—	—

খোয়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

খোয়াই মহকুমা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
জানুয়ারী	৫২৭৪	১০৪৮৩	৭৫০৫	১৫২৪৭	৬০১৩	১৫৮৩৩	৫২১০	৩২২১২
ফেব্রুয়ারী	৫৩২২	১০৩৩০	৭১৯৪	১৫৩৯৬	৫৮৩১	১৫৪৬৫	৪৫৮৯	১৭৮২০
মার্চ	৪৬৫১	১০১২৮	৬৪৪৪	১২৮১১	৫০৮২	১১৫৪৮	২৩৭৪	১৭৫০৩
এপ্রিল	৫০৯৮	১১৩১৯	৪৫১১	১২২৫৮	৪৪৯৫	১৬৭৭৩	১০৩৮০	১৮৯০২
মে	৫৯৬৯	১২৭২৮	৪১১৬	১৪৪৫৬	৪১৯২	১৮৫৫৬	১৫৪৯৯	১৯৮৯৪
জুন	৫৮০৫	১২১৫২	৪৬৬৫	১২২২৩	৪৮১৫	১৯৫১৩	১৫৯০৩	১৯২৪০
জুলাই	৫৯০৭	১২৪৭৩	৬৯৩৬	১৪৬৮৪	৭৭৯১	২৫২৭৯	১৫৫০৫	২০৬৮০
আগষ্ট	৭০৭৬	১৩৪৪৫	৮২১৭	১৪১৩৯	২৩৯৩	১১৪৯২	১৮৯৫৬	২৩৯১৮
সেপ্টেম্বর	৬৪২৪	১৫৬২৬	৭২৮৩	১৬০৬৫	৪৭২২	২৮৯৯৭	১৫১২৫	২২৩৪৭
অক্টোবর	৫৬৯১	১৪৬০৯	১০৫৩১	১৮১৪৩	১২৯৪৯	২২৬২২	১৫৬০৩	২২৭৫৯
নভেম্বর	৬৭০৬	১৩১৮৮	৬৪৮৬	১৮৬৪৫	৯০৬৭	১৯২৩২	১৫৪৯০	২২১২৩
ডিসেম্বর	৭৫৭৬	১৫৭৭৪	৫৬৩৮	২৬০৩১	৬৮৪৬	২৬২৭৩	—	—

উদয়পুর--বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

উদয়পুর, অমরপুর, সোনামুড়া মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬	৬	৮	৯
জানুয়ারী—	২৯৮৩৪	১০৫৭৪	৩০৫৮১	১৫৫৩২	৩৩৯৫০	১৮২৩৯	৩৭২৯০	১৬৪১৮
ফেব্রুয়ারী—	২৯১০০	১০৮১৯	৩৩৩৫০	১৮৭৮৪	৩২৫০৭	১৫৫৭৪	৩৭১৫৬	১৩৭০৫
মার্চ্চ—	৩০৭১৫	১১৮১২	৩৩০৬১	১৬৪০৮	৩৯৮৯৩	১৫৮৬	৩৩০৮৭	১৫৭০৪
এপ্রিল—	২৯৬৩৩	১১৫৮৯	৩৪৭১২	১৬১৮৩	৩৪১১৮	১৫২৬৮	৩৩৫৬৪	১৪১৮১
মে—	২৬০৬৬	১০২৮৮	২৮৯৮৭	১৪১৪৮	৩৪৭৪৬	১৪১০৯	৩৪৩৯২	১৬৩৮০
জুন—	২৯৩৯৪	১১৬২২	৩৬০৭৪	১৫২৫৪	৩৪৮৬৪	১৬৪০৩	৩৫৭৩৪	১৫৯২০
জুলাই—	২৮০২৪	১০২৯৪	৩৩৩০৬	১৫০৯৯	৩৬৮৭১	১৫৫০২	৩৫৫১৬	১৫৭৪৫
আগষ্ট—	২৮৩০৫	১১২৪৪	৩২২৪১	২২০৭৮	৩৫৬০০	১৪৭২২	৩৪৩৭৩	১৪৭১৪
সেপ্টেম্বর—	৩১৩৬৮	১২১৬০	৩৩৮৩১	১৯৩৯৫	৩৭৭৭৪	১৭০৯৬	৩৭৩৬৭	১৩২৮৮
অক্টোবর—	৩২৯৭৬	১৩৮৯২	৩৫৪১১	২২৫১০	৩৯৯৪০	১৪৮২২	৩৬৭১৫	১৭৩১৩
নবেম্বর—	৩২০৪৭	১৩০৫০	৩১৯৩১	২১৭৭৫	৩৫৪০৩	১৫৯১২	৩৬৪৯৫	১৮৩১৭
ডিসেম্বর—	৩২৮৪৮	১৩০২০	৩০৬৭৪	১৬৭৪৬	৩৩৩৩১	১৫৪৯০	—	—

বগাফা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা

(১) বিলোনিয়া (২) সাব্রুম মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জানুয়ারী	৬৭৭৫	৮৯০	৮০৯৯	২১৫০	৯৮৪০	৬০৪	১৭২৭৯	১০৭০
ফেব্রুয়ারী	৬২৪০	৭০৯	৭৯১২	২০১০	৯৭৭০	৬৯০	১৩১৯৭	৭০১
মার্চ্চ	৬২১৭	৪৭০	৯২৬০	১৯২৭	১২০৪২	৮৯০	১৯৪২৬	৯৯০
এপ্রিল	৫৯৯৫	৭৫০	৯৩৫৫	১৩২৭	১২৪৯৭	১০৭৪	১৯৭৭৬	৭০৯
মে	৬২৭৭	৬০৯	১০৫৪০	১৪২৪	১৩১৯৭	৯৯৫	১৪৪০০	৬০৯
জুন	৬৫১৭	১০৭০	১০৫৭০	১৬৩২	১৩১৭০	১২৭০	১৭০৭০	৩০২
জুলাই	৭৬৬১	৮৭০	১০৭১২	১১৪২	১৩৭৪১	১২৭০	১৭৮৪০	৭০২
আগষ্ট	৭৫৪৯	৬৯০	১০৯০২	১০৪০	১৩২৪০	১১৭০	১৯৪৯৯	৬০৯
সেপ্টেম্বর	১০৯৯০	৯০৭	১১২৮০	১১২০	১৪০৭০	৯ ৭	১৮২৪০	১০০৯
অক্টোবর	১০৯৯৩	৮৯০	১২৭৫৭	৮০০	১৪৮৪০	৪০২	১৭১৬০	১৫২৯
নভেম্বর	১২২২৭	১০৭০	৫৭২২	৭০১	১১৬৯০	৬০২	৫১৪০	১৪২০
ডিসেম্বর	১২৫৬০	১২৭০	৯৩৬৬	৫৫২	১১৪৪৫	৬৭০	—	—

আগরতলা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ হইতে ১৯৭৩ এর নভেম্বর পর্য্যন্ত Industrial load এ বিদ্যুৎ খরচের তালিকা (মাস ভিত্তিক)

জানুয়ারী ১৯৭০	৭৩.২৭৮	ইউনিট
ফেব্রুয়ারী ,,	৭৬,৩৮৫	,,
মার্চ্চ ,,	৯৩,২৪৮	,,
এপ্রিল ,,	৯০,১৪৮	,,
মে ,,	৬৫,৩৪৯	,,
জুন ,,	৪৪,৫৮৮	,,
জুলাই ,,	১৭,৭১০	,,
আগষ্ট ,,	৬৫,৫২৭	,,
সেপ্টেম্বর ,,	৮৯,১৯৪	,,
অক্টোবর ,,	৮০,০৭২	,,
নভেম্বর ,,	৬১,০৮৭	,,
ডিসেম্বর ,,	৮৬,৫৪০	,,
জানুয়ারী ১৯৭১	৭৫,৭৬০	,,
ফেব্রুয়ারী ,,	৭৯,৯৭৭	,,
মার্চ্চ ,,	৯৫,২৭৮	,,
এপ্রিল ,,	৯২,৭২৫	,,
মে ,,	৬৮,৪৩২	,,
জুন ,,	৬০,০৪৮	,,
জুলাই ,,	৪৭,২৫৮	,,
আগষ্ট ,,	১,৪৫,৩০১	,,
সেপটেম্বর ,,	১,১৯,০৪৮	,,
অক্টোবর ,,	১,১৫,৭১৬	,,
নভেম্বর ,,	১,০৪,৩৯৯	,,
ডিসেম্বর ,,	১,১৫,৫৩৫	,,
জানুয়ারী ১৯৭২	৮২,৩৩৬	,,
ফেব্রুয়ারী ,,	৮৮,২৪৭	,,
মার্চ ,,	৯০,৪৬৯	,,
এপ্রিল ,,	৮৩,৮০৪	,,
মে ,,	৯৩,৮৩৯	,,
জুন ,,	৭২,৩১৮	,,
জুলাই ,,	৬৬,৩৫১	,,
আগষ্ট ,,	১,০৯,৬৫৪	,,
সেপটেম্বর ,,	১,১৫,৩২২	,,

অক্টোবর ১৯১২	১,৯৯.২৩১ ইউনিট
নভেম্বর ,,	১,০৮,৪৯২ ,,
ডিসেম্বর ,,	১,২০,৩৩০ ,,
জানুয়ারী ১৯১৩	৮৫,৩৫১ ,,
ফেব্রুয়ারী ,,	৯০,৪৩৭ ,,
মার্চ্চ ,,	১,০৮ ৩৭৮ ,,
এপ্রিল ,,	১,০১,২১১ ,,
মে ,,	৮৩,৪১৬ ,,
জুন ,,	৬৭,০৯২ ,,
জুলাই ,,	৬২,১১৫ ,,
আগষ্ট ,,	১,৫৭,০৩৫ ,,
সেপ্‌টেম্বর ,,	১,১৪,২২৬ ,,
অক্টোবর ,,	১,১৭,৩০৯ ,,
নভেম্বর ,,	১,০৯,৪২৬ ,,

আগরতলা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ১৯৭০ ইং হইতে ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খরচের তালিকা।

সদর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জানুয়ারী	১,১৮,১৪০	৭৩,২৭৮	২০২৮৮০	৭৫,৭৬০	২৫৮৩০২	৮২৩৩৬	২৩৯২৮৮	৮৫৩৫১
ফেব্রুয়ারী	১,৩০,১৪৬	৭৬,৩৮৫	২০২৮০৬	৭৯৯৭৭	২৮০৭২৬	৮২৪৭	২৭০৫৯৭	৯০৪৩৭
মার্চ	১,৪০,২৫৩	৯৩,২৪৮	২৩৬৩৫৪	৯৫২৭৮	৩৩৭৬৬২	৯০৪৬৯	২০০০১১	১০৮৩৭৭
এপ্রিল	১,০০,০০০	৯০,১৪৮	১৯৫৫৩০	৯২৭২৫	১০৫২৪০	৮৩৮০৪	৩২৫৯০৬	১০১২১১
মে	১,৩৯,২২৯	৬৫,৩৪৯	২১৬৫৬৪	৬৮৪৩২	২৪৭৯০৪	৯৩৮৩৯	২৮৬৫৩৭	৮৩৪১৬
জুন	১,৩৪,০৪২	৪৪,৫১৮	২২৩৮৫৭	৬০০৪৮	২৪৫১৪০	৭২৩১৮	২৬৬৫৭৭	৬৭০৯২
জুলাই	১,৪১,৭৪০	১৩,৭১০	১৯৮৫২২	৪৭২৫৮	১৫৩৪১৩	৬৬৩৫১	২৮৪৯৯৩	৬২১১৫
আগষ্ট	১৬০,০৩৮	৬৫,৫২৭	২৫১০২২	১৪৫৩০১	২৭৭৬৩৬	১০৯৬৫৪	২২৬২৯৩	১৫৭০৩৫
সেপ্টেম্বর	১৬৮,৩৬৬	৮৯,১৯৪	৩,৬৮,৪২৯	১১০০৮৪	০৮৩৫৬৯	১১৫৩২২	২৩০১১২	১১৪২২৬
অক্টোবর	১৬৭০৩৩	৮০,৩৭২	২,৭০,২০৪	১১৫,৭১৬	১৭৩৬৮৪	১০৯২৩১	২৭৯২৫২	১১৭৩০৯
নভেম্বর	২০৬৪৫৭	৬১,০৮৭	২৩৮৫৭১	১০৪৩৯৯	২৮৯৩৫৭	১০৮৯২	৩৮২৭২৪	১০৯৪২৯
ডিসেম্বর	২০০৬৫৫	৮৬৫৪০	২৩৯৮৮৪	১১৫৫৩৫	০৯৭৮০০	১২০৩৩৩	—	—

UNSTARRED QUESTION NO. 888.

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর দক্ষিণ ত্রিপুরায় শিলঘাটি মাঠে বন্যা নিরোধ করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ করা হবে ; এবং

৩। যদি না থাকে এর কারণ।

১। হ্যাঁ, হাদ্রা হইতে শিলঘাটি পর্য্যন্ত ইতিমধ্যেই একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে এবং ঐ বাঁধের উন্নয়নের জন্য ও একটি প্রকল্পের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

২। বাঁধের উন্নয়নের কাজ ক্রমিক পর্য্যায়ে হাতে নেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বানের কাজ চলিতেছে। পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে কাজটি শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। এই প্রশ্ন উঠে না।

UN STARRED QUESTION NO. 850

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বদর মোকাম ফেরিঘাট হইতে (ভায়া) পিত্রা বাজার নগরায় পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে ;

২। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১ ও ২। রাস্তাটির উন্নয়নের পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। বদর মোকাম হইতে পিত্রা পর্য্যন্ত পূর্ত্তদপ্তরের অধীন পায়ে চলার উপযোগী একটি গ্রাম্য রাস্তা আছে। এই ধরণের রাস্তার উন্নয়নের কাজ পর্য্যায়ক্রমে নেওয়া হইবে।

UN STARRED QUESTION NO. 899

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কি ?

ক) ছামনু হইতে মানিকপুর

খ) ছামনু হইতে গোবিন্দবাড়ী

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে। ছামনু হইতে মানিকপুর রাস্তার কাজের জন্য ঠিকাদার ঠিক করা হইয়াছে এবং কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ছামনু হইতে গোবিন্দবাড়ী রাস্তার কাজ চলিতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

FRIDAY, the 5th April, 1974.

The House met in the Assembly House, Agartala at 12-30 P. M. on Friday, the 5th April, 1974

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik Speaker, in the Chair, Chief Minister 4 Ministers, Deputy Ministers, 3 Deputy Speaker, and 48 Members.

QUESTIONS & ANSWER

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Short Notic Questions. Shri Sushil Ranjan Saha.

Shri Sushil Ranjan Saha :—Short Notice Question No. 1084 Sir.

Shri S. M. Sengupta ; –Short Notice Question No. 1084 Sir.

প্রশ্ন

১) গত ২রা মার্চ ১৯৭৪ইং অমরপুর বিভাগের কুরমাতে (রাজপ্রসাদ কলোনী গাঁও সভা) সুকুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্য বাড়ীতে ডাকাতির ফলে কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছেন কি ?

২) হইলে, তাহাদের অবস্থা কি ?

৩) ডাকাতিতে জড়িত আসামীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি ? না হইলে কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়, কেবল সুকুমার চক্রবর্তীর বাড়ীতে ডাকাতির ফলে কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছেন।

২) মোট ৬ জন আহত হন, তার মধ্যে ৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা অন্তে ৩রা মার্চ তারিখে অমরপুর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর একজন গুরুতররূপে আহত হওয়ায়, ঐদিনই জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং হাসপাতাল হইতে ২২/৩/৭৪ইং তারিখে পলাইয়া গিয়াছে।

৩) সন্দেহ ক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বর্তমানে হাজতে আছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে এলাকাতে ডাকাতি হয়েছে, ডাকাতির পর তারা সরকার থেকে কোন পুলিশ প্রটেক্শান পাচ্ছে না। ফলে সেখান থেকে অনেক বাঙালী পরিবার ভয়ে চলে আসছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বীরগঞ্জ থানা থেকে ১০ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত—পূর্বদিকে। ঐখানকার এমন কোন ঘটনার খবর আমার জানা নাই যে ওরা ঐখান থেকে পালিয়ে আসছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে ঐখানে যে কিছু সংখ্যক বাঙালী পরিবার আছে, তারা ঐখানকার ও, সির সাথে এবং এস, ডি, ওর সাথে দেখা করেছে এবং একটা পুলিশ ফাড়ির জন্য বলেছে, কিন্তু সরকার থেকে সেইরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেজন্য ভয়ে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে টাউনে চলে এসেছে। কাজেই তারা যাতে সেখানে শান্তিতে থাকতে পারে, সেজন্য সরকার থেকে সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে এই ধরণের কোন খবর নাই। তবে যদি সত্যি হয়ে থাকে যে এই রকম একটা আতঙ্ক হয়েছে এবং তার ফলে তারা ঐ এলাকা থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে তাহলে পর বিহিত ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একজন রোগী জি, বি. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল অথচ সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তাই এই যে লোকটা পালিয়ে গেল, তার কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা বা ঐ লোকটার কি হল, সেই সম্বন্ধে সরকার কোন কিছু অবগত আছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চলে গিয়েছেন এবং তিনি এখন কোথায় আছেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোন খবর নাই।

ডা: **বিনোদ বিহারী দাস :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চলে গিয়েছেন, এই কথা বলে আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি রিস্ক বন্ড দিয়ে চলে গিয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছেন, খবর দিয়ে গিয়েছেন কিনা, জানি না। তবে এই বিষয়টা আমরা তদন্ত করে দেখছি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য নয়, যে হাসপাতালের দুর্ব্যবহারের ফলে সে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার তিনি অসুস্থ হয়ে জি, বি,তে এসেছিলেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জি, বিতে আনতে হয়েছে। কাজেই তার গুরুতর আহত অবস্থার চিকিৎসা হয়েছিল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে চিকিৎসাধীন ছিল এবং কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর চলে গিয়েছেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৩৯।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৩৯, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭২ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৭৪ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কয়টি খুনের মামলা হইয়াছে ?

এবং

২) এ পর্য্যন্ত কয়টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং কয়টি মামলা বিচারাধীন আছে ?

উত্তর

১) ৭৪টি।

২) উপরোল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে ৩টি মকোদ্দমার বিচার সম্পন্ন। [illegible]০টি এফ, আর, টিতে (ঘটনার সত্যতা প্রমানের অভাবে) নিষ্পত্তি এবং ৩৩টি মকোদ্দমা বিচারাধীন আছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বুলংবাসায় উচ্চজয় রিয়াং নামে একজন গ্রামবাসীকে জগবন্ধু পাড়ায় খুন করা সম্পর্কে খুনের আসামীকে প্রমাণ দিয়ে ধরে দেওয়া সত্বেও সেই পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এটা একটা পাটিকুলার কেস। কিন্তু প্রশ্নটা যেভাবে এসেছে, সেটা হচ্ছে একটা জেনারেল কেস।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৭৪টি খুনের ঘটনার মধ্যে ৩টি কেস পুলিশ কোর্টে পাঠিয়েছে, কিন্তু অন্যগুলির কি হল জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিষ্পত্তি অর্থ ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া। প্রমানের অভাবে—রিপোর্ট কোর্টে গিয়েছে কিন্তু ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরের আমি ক্লেরিফিকেশান চাইছি। মামলায় নিষ্পত্তি মানে মামলা শেষ হয়ে যাওয়া। আর উনি বলছেন ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া। ফাইনেল রিপোর্টটেতো মামলা শেষ করে না। কোর্টে শাস্তি পেলে অথবা খালাস পেলে মামলা শেষ হয়ে যায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৬টা কেইস চার্জ সিটেড হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — ক'টা কেইসের মামলা শেষ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৩টা মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে। ২০টা এফ, আর, টিতে নিষ্পত্তি হয়েছে...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : — স্যার, আমি বুঝতে পারলাম না। জবাবটা আপনি ভাল করে নিন। স্যার, মামলায় হয় বিচারে শাস্তি অথবা খালাস, এই অবস্থায় ক'টি কেস আছে—শেষ যাকে বলা হয়। এফ, আর, টি,তে আমি শুনতে চাইছি না। মামলা কোর্টে যাওয়ার পর হয় বিচারে শাস্তি হয়েছে অথবা খালাস হয়েছে—এই রকম ক'টি কেস আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বিচারাধীন ৩৬টা আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— বিচারাধীন আমি বলছি না ? বিচার হয়েছে...

মিঃ স্পীকার :— বিচার শেষ হয়েছে, এবং শাস্তি কি হয়েছে ..

(ইণ্টারাপশান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ৩টি কেসে শাস্তি হয়েছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অমরপুর কোর্টে এই ধরণের বিচারাধীন মামলা ক'টি আছে ?

মিঃ স্পীকার :— এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত মাননীয় সদস্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সারা ত্রিপুরায় মামলা কত সেই রেক আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার কোন সাবডিভিশানের খবর কাছে নাই।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই রাইমার যুধিষ্ঠির কারবারী নামে একজন লোক ১৯৬৯ইং সালে খুন হয় সেই খুনের ব্যাপারে বি, এস, এফ, ক্যাম্পের জমাদার রবি সিংয়ের নামে অমরপুর কোর্টে মামলা আছে কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটাও সেপারেট প্রশ্ন হওয়া উচিত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো কেস কোন বছরের ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন তারিখ থেকে চলছে সেটি আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২১

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১৯৭২ইং—১৯৭৩ইং সালে অমরপুর ব্লক কর্তৃক কতটি মৌমাছি সংরক্ষণ বাক্স (Bee Box) খরিদ করা হইয়াছে ?	১০টি
২) মৌমাছি সংরক্ষণ বাক্স খরিদ করার জন্য কোন টেণ্ডার কল করা হইয়াছে কিনা ?	হাাঁ মহাশয়।
৩) হইয়া থাকিলে ইহার টেণ্ডার রেট কি ?	প্রতিটি মৌমাছি সংরক্ষণ বাক্সের টেণ্ডার রেট (সর্বনিম্ন) মোট ৯৫ টাকা ছিল।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বি কিপিং বক্স বিনামূল্যে দেওয়া হয় কিনা এবং দিলে কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে, অমরপুরের ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত...

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বি কিপিং বক্সের সাইজ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাইজ আমার কাছে নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে টেণ্ডার কল করে মাল নেওয়া হয়েছিল। সেই টেণ্ডার কে পেয়েছিল, সেই টেণ্ডারারের নাম কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেণ্ডারারের নাম :—বি. সি. ভৌমিক, ন্যাশনাল এজেন্সী, শ্রীপ্রদীপ দত্ত ভৌমিক এবং তাদের রেট (১) ১০৫ টাকা (২) ১০৬ টাকা (৩) ৯৫ টাকা।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এত টাকা দিয়ে বাক্সগুলি ব্লক থেকে কিনার আগে তারা স্থানীয় খাদি বোর্ড থেকে সস্তা দরে বাক্স দিতে পারে কি না সেটি অনুসন্ধান করেছিল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেণ্ডার কল করার সময় খাদি বোর্ড থেকে যদি কোটেশান দিত তাহলে বিবেচনা করা যেত।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—যখন বাক্সগুলি বিলি হয় তখন আমি উপস্থিত ছিল্যম এবং বাক্সগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের বলে আমার মনে হয়েছিল, সেজন্য সরকার থেকে ইনকোয়ারী করে দেখবেন কি না, সত্যিকারের বাক্সগুলি কি সাইজের হওয়ার কথা ছিল, এবং কত টাকা দাম হলে পরে ন্যায্য দাম হত বা তাদের সরকার থেকে বেশী টাকা দেওয়া হল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ টেণ্ডার যখন কল করা হয় তখন তার একটা স্পেসিফিকেশানটা দেখা হয়। আর মাননীয় সদস্যের যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হচ্ছে যে টাকাটা বেশী দেওয়া হয়েছে সেজন্য ইনকোয়ারী করা হউক।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— ১০টী বাক্স ৯৫ টাকায় ১৯৭২ সালে কিনা হয়েছে যেগুলি দ্বারা মৌচাষ হচ্ছে কি না এবং হলে বর্তমানে কতটি বাক্সের মধ্যে মৌচাষ হচ্ছে সেটি মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ? এবং মধুর পরিমাণ কত ?

মিঃ স্পীকার :— মধুর পরিমাণ কত এটা আসে না মাননীয় সদস্য (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালাপদ ব্যানার্জী :— মৌমাছির চাষ হলেতো মধুর প্রশ্ন...

মিঃ স্পীকার :— মৌমাছির চাষ হচ্ছে কি না সেই প্রশ্ন হতে পারে।

শ্রীকালাপদ ব্যানার্জী :— চাষের পরেতো মধু হবে—বাক্সগুলি নিয়ে কি করা হচ্ছে সেটা জানার দরকার...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্সগুলির অস্তিত্ব আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের যদি জানা থাকে তাহলে দয়া করে জানাবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি ট্রাইবেলদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং কি অবস্থায় আছে সেই রিপোর্ট আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়া বাজারের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে ; এবং	১) ১৯৭৪ ইং সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।
২) উক্ত কাজ ১৯৭৪-এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত অংশ হয়েছে তার বিবরণ।	২) প্রথম পর্যায়ে মাছের তরকারী বাজারের জন্য শেড্ নির্মাণ কার্য্য এবং মাটি ভরাট ও এপ্রোচ রোডের সোলিং এর কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং পাকা ড্রেনের শতকরা ৪৫ ভাগ নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ৮টি শেড্ নির্মাণের কার্য্য শতকরা ৭০ ভাগ শেষ হইয়াছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী প্লীজ, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে তরকারী বাজারের যে টুকু শেষ হয়েছে তাতেও প্রয়োজনীয় জায়গা হয় না বলে মটর ষ্ট্যাণ্ডের মেন রোডের উপরে বাজারের যে তরকারীর বাজার হয় আর যে দিন বাজার থাকে না সেইদিন গলিগুলির উপরে এই তরকারীর বাজারটা বসে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা স্কীমের কথা বলা হয়েছে, যতটুকু প্ল্যানটা সেই প্ল্যান অনুসারেই এই কথাটা বলা হয়েছে। ওটা যদি জানতে হয় তাহলে নুতনভাবে ইনট্রডিউস করতে হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই অসুবিধাগুলি এই জন্য বললাম যে বাজার সম্প্রসারণের স্কীমটার সংগে সংশ্লিষ্ট বলে এই অসুবিধাগুলি হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেইটা জানি এবং অবিলম্বে সম্প্রসারণ করে বাজারের তরকারী বাজার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্প্রসারণের কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা বর্ত্তমানে যে স্কীমটা আছে এই স্কীমটা শেষ হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো যে কতটুকু ডেভেলাপমেণ্টের কাজ বাকী আছে কিংবা দরকার আছে তখন বলা যাবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই তেলিয়ামুড়া বাজারের সংস্কারের জন্য টোটেল অ্যাসটিমেটের কতটাকা এই ব্যাপারে খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্কীমটা ছিল ২,৩০,০০৩ প্রথম ফেজে আর সেকেণ্ড ফেজে হলো ৪,১৮,৯০০ টাকা। টোটেল এষ্টিমেট ৭,১৯,০২০, আপ টু জানুয়ারী ১৯৭৪ পর্যান্ত ৩,৭৬,১৭২ টাকা খরচ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৯৬০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নং ৯৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ব্যাপকভাবে শিক্ষক বদলীর ফলে সাব্রুম মহকুমার স্কুল সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই।	১) না।
২) যদি সত্য হয় তবে সরকার সাব্রুম মহকুমার স্কুলগুলিতে শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন কি না ?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : — না, উনি বলেছেন বদলি হয় নি। ব্যাপকভাবে আমার কাছে হিসাব হচ্ছে ৬১ জন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। ৬১ জন শিক্ষক বদলি হয়ে গেল সেই জায়গাতে যদি আর নতুন মাষ্টার মহাশয় না যান তাহলে সেখানকার স্কুলগুলিতে কে পড়ায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল ব্যাপক বদলির ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই। সেইটা আমি বলছি যে না, উনি বলেছেন ৬১ জন কিন্তু আমরা জানি যে বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষে ১৪ জন শিক্ষক সাব্রম থেকে বদলি হয়েছেন এবং তাদের জায়গায় ৮ জনকে সেখানে দেওয়া হয়েছে, ১৪ জনকে নুতন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে হাফ এ মিলিয়ন ভবে সেখানে আরও ৩৪ জন কে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, কতজন কোন কোন স্কুলের অ্যাগেনষ্টে দেওয়া হয়েছে ইন্সিপেক্টরেটে, না হাই স্কুলে, না হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন স্কুলে দেওয়া হয়েছে সেই তথ্য আমার এখানে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে ঘটনাটা সেখানেই। ইন্সিপেক্টরেটে যে ট্রাফ বদলি হয়েছে আমি বলছি স্যার, সাব্রুম ইন্সপেক্টরেট থেকে ৬১ জন বদলি হয়েছে আর উনি বলেছেন ২৯ জন অ্যাপ্রেণ্টিজ টিচার দেওয়া হয়েছে। তো ৬১ জন শিক্ষক বদলি হয়েছে এইং সেই জায়গাতে প্রকৃত পক্ষে স্কুলগুলিতে কোন পড়াশুনা হচ্ছে না এই সম্বন্ধে আমি যা বলেছি সেইটা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মশায় দেখবেন কি না ? আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম কথাটা হচ্ছে উনি যে ২৯ জনের কথা বলেছেন কিন্তু আমার তথ্য মত দেখা যায় যে ৩৪ জন সেখানে গেছেন। তাছাড়া ১৪ জন নুতন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, তাছাড়া ৮ জন অন্য জায়গা থেকে বদলি করা হয়েছে তথাপি মাননীয় সদস্য যখন বলছেন আমি সেইটা দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি জানাবেন কতটি শিক্ষক কতটি স্কুলে আছেন, কত জন শিক্ষক আছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের মধ্যে শিক্ষক আছেন ৬৮ জন আর সিনিয়র বেসিক স্কুলের মধ্যে শিক্ষক আছেন ৭৪ জন আর প্রাইমারী জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলির মধ্যে আছেন ১৮৬ জন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কতগুলি স্কুলের মধ্যে ১৮৬ ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ৯০টি জুনিয়র বেসিক স্কুলের মধ্যে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে কি নীতিতে বদলি করা হয় শিক্ষকদেরকে, কি নীতিতে বদলী করা হয় সাধারণতঃ ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্রসোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত: পাবলিক ইন্টারেষ্টে শিক্ষকদেরকে বদলি করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমার প্রশ্ন তো এইটা না। সাধারণত: পাবলিক ইন্টারেষ্টে, কি নীতির ভিত্তিতে সেই পাবলিক ইন্টারেষ্টটা ঠিক হয়? দুই বছর পরে না ৪ বছর পরে, কি, ভিত্তিটা কি?

শ্রীশৈলেশশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে স্কুলে যখন বদলি ডিপার্ট-মেন্ট প্রয়োজন মনে করেন, কেউ যদি বেশী দিন এক জায়গায় থাকে তাহেও হয় কোন সময় সাবজেক্টের হিসাবেও হয়, এই সমস্ত কারণ এইগুলি বিবেচনা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলতে পারবেন কি যে, যে শিক্ষদেরকে বদলি করা হয়েছে তাদের মধ্যে কত জনকে এক বছরের মধ্যে বদলি করা হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এক বৎসরের মধ্যে কোন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে কি না এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে এক বৎসরের মধ্যে ২/৩ বার বদলি হয়, এই রকম ঘটনাও আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন ঘটনা আমার জানা নেই যে এক বৎসরের মধ্যে তিনবার বদলি করা হয়েছে। এই রকম ঘটনা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :--- মাননীয় মন্ত্রী মশায় খবর নেবেন কি যে এইটা ঠিক কি না যে এম. এল. এরা না যদি চান কোন শিক্ষককে, তাহলে সেখান থেকে কোন শিক্ষককে বদলি করা হয় বা হয়েছে, গত এক দুই বছরের মধ্যে এরকম অনেক হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এম, এল, এদের কথায় কোন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাব্রুম জুনিয়র বেসিক স্কুল গত ১৯৭৭-৭৪ সনে কয়জন শিক্ষক বদলি হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— শুধু এককভাবে সেই স্কুল থেকে কতজন বা বিভিন্ন স্কুলগুলি থেকে আলাদা ভাবে নেই কিন্তু কতজন শিক্ষক বদলি হয়েছেন সেইটা আমি বলেছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে ৯০টি জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুল যেগুলি আছে সেখানে শিক্ষক সংখ্যা ১৮৬ জন। এই ৯০টি স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যা কত এবং ছাত্র শিক্ষকদের যে অনুপাত. যে অনুপাত মেইনটেন করার কথা সেই অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষক কত জন আছেন সেইটা জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই অনুপাতে শিক্ষক বেশী আছেন। সেই ৯০টি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ৬৫৮৭ এবং প্রতি ৪০ জনে প্রাইমারী এবং জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে প্রতি ৪০ জনে এক জন থাকায় তাতে ১৬২ জন শিক্ষক থাকবার কথা, সেখানে ১৮৬ জন আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী যা বললেন আমি অবাক হয়ে যাই। এইভাবেই যদি বলেন এইটা ঠিক হয় না। একটা স্কুলে দুইশো ছেলে আছে সেখানে শিক্ষক আছে দুইজন। গত বৎসর ১২টি স্কুল খোলার কথা ছিল তার মধ্যে, আমি এই অঞ্চলের প্রতিনিধি, আমি ওখান থেকে এসেছি, ৮টা স্কুল খোলা হয়েছে। ইন্সপেক্টারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি আর ৪টি খোলা হলো না কেন? বলছেন যে আমি শিক্ষক কোথায় পাব। এখানে আপনি বলছেন যে পর্যাপ্ত আছে, আশ্চর্য্যের কথা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য আছে আমি সেইটা বলেছি উনি যদি তাতে আশ্চর্য্য হন, আমার করার কিছু নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে রেশিওর কথা বললেন যে শিক্ষক আছে জুনিয়র স্কুলে এবং সিনিয়র স্কুলে, তাতে কি আপনি মনে করেন যে সেই শিক্ষক সাফিশিয়েন্ট শিক্ষার জন্য?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা রেসিওর ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্কীম। সুতরাং প্রতি ৪০ জনে একজন শিক্ষক, তার বেশী শিক্ষকতো আমরা দিতে পারি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে একজন শিক্ষকওয়ালা প্রাইমারী স্কুল কয়টি এবং ঐ স্কুলের শিক্ষকরা যখন অসুস্থ হয়, বা অন্য অফিসে কাজে আসছে, তাহলে কি ভাবে স্কুল চলে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মূল প্রশ্নটা ছিল সাব্রুমে কতজন শিক্ষক বদলী হয়েছে, সুতরাং এটা এই প্রসংগে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাব্রুমে ওয়ান-টিচার্স স্কুল কয়টি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবুদ্ধ কুকি :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, রেসিওটা কি স্কুল ভিত্তিতে না ক্লাস ভিত্তিতে দেওয়া হয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ছাত্র ভিত্তিতে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ১২টি স্কুল খোলার কথা ছিল, সেখানে ৮টি স্কুল খোলা হল, আর চারটি খোলা হচ্ছে না কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পৃথক প্রশ্ন করলে জানতে পারব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে স্কুল হচ্ছে না, সেটা ঠিক কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— না, তা নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— ৪০০১ এই রেশিওর কথা যে বললেন, এই ব্যাপারে ১০১ জনকে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে যে পাঠিয়েছিলেন এবং তারপর ৬১ জনকে কি প্রয়োজন নেই বলে নিয়ে আসা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৬১ জনের ফিগার আমার কাছে নেই। আমি আগেই বলেছি যে এক বছরে ১৪ জনকে বদলী করা হয়েছে এবং সেই জায়গায় ১৪ জন নতুন নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, ১৯৭২-৭৪ এর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত টোটাল ১০১ জন শিক্ষক সেখানে গেছেন, তার মধ্যে বদলী হয়ে এসেছেন ৬১ জন, এটা সেখানকার ইন্সপেক্টরেট হিসেব দিয়েছেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্যার, আমি এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছি যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে সাবরুম থেকে ১৪ জন বদলী হয়েছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— ব্রজনগর হাইস্কুলে শিক্ষক আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা একটা পার্টিকুলার স্কুলের প্রশ্ন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— সিনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে, এই হচ্ছে ঘটনা, সেটা মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি সেদিন তদন্তের কথা বলেছেন, আমি বলেছি সেটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজেও শিক্ষক ছিলেন। একটা প্রাইমারী স্কুলে পাঁচটি ক্লাশ থাকে, একজন টিচার পাঁচটি ক্লাস একসঙ্গে কি করে নেবেন এবং চারটি ক্লাস কি ঘাস কাটবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুলে গিয়ে ঘাস কাটার কথা নয়, তবে আমাদের কাছে যে পরিমাণ শিক্ষক দেওয়ার কথা, ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তাতে তার বেশী পারি না।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে একজন শিক্ষক সাফিসিয়েন্ট, রেশিওর অতিরিক্ত দিতে পারি না। সাফিসিয়েন্ট কিসের ভিত্তিতে বললেন জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যে রেসিওর ভিত্তিতে শিক্ষক দেওয়ার কথা, তাতে বলেছি সাফিসিয়েন্ট।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে রেসিওর কথা বললেন, সেই রেশিও প্রতিটি স্কুলে বজায় আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রতিটি স্কুলে ভাগ করে দেখান অসুবিধা। যে স্কুলে ২০ জন ছাত্র আছে, সেখানে টিচারকে ভাগ করে দেখান যাবে না। আমরা সেন্ট্রাল থেকে যে টাকা পাই, সেটা হচ্ছে টোটাল ষ্টুডেন্টসের রেশিও অনুযায়ী আমরা শিক্ষক নিয়োগ করি এবং সেই অনুসারে আমরা টাকা পাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কোন কোন স্কুলে হয়তো পাঁচজন ছাত্র আছে, কোন কোন স্কুলে হয়তো ১০ জন ছাত্র আছে, কোন কোন স্কুলে হয়তো ১০০ জন ছাত্র আছে, সেইজন্য কি ৫ জনের জন্য শিক্ষক দেওয়া হবে না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— তার জন্য কোন স্কুলে বেশী হচ্ছে, আবার কোন স্কুলে কম হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ৪০:১ সারা ত্রিপুরাতে কি এই নীতি প্রচলিত আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রচলিত আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আগরতলায় কি এই ব্যবস্থা, না শুধু সাবরুমের জন্য এই ব্যবস্থা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— শুধু সাবরুম নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ব্যবস্থা। কোথাও একটু বেশী, কোথাও একটু কম হয় এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হলে সেখানে সাবজেক্ট টিচারের প্রয়োজন হয়, কোথাও যদি কমার্স গ্রুপ থাকে, তাহলে কমার্স সাবজেক্টের জন্য টিচার দিতে হয়।

কালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে আগরতলা শহরে ১:১, ৪০:১ নয়, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, উনি সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না? এসেম্বলী থেকে একটা কমিটি করে তদন্ত করা হবে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার উনি বলছেন যে সর্ব্বত্র ৪০:১, আমি চ্যালেঞ্জ করছি তা নয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্যার, প্রপোরশনে একভাবে ঠিক করা যায় না, স্কুল বিশেষে সেগুলি বেশী কম হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, যেখানে কম আছে, সেখানে স্কুল কি করে চলবে তা বলবেন কি মন্ত্রী মহাশয়?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এই অবস্থায় এর বেশী করণীয় কিছু নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার আমার এখানে শিক্ষকতা করার ছেলের অভাব আছে, কেন সেখানে শিক্ষক দেওয়া হবে না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কিছুটা অর্থ সংস্থানের অভাব আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমার বক্তব্য হচ্ছে স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই। যেখানে যেখানে শিক্ষক নেই, যার জন্য সেখানে পড়াশুনা হয় না, সেখানে আরও শিক্ষক দেবার ব্যবস্থা করবেন কি না, না কি ৪০:১ ধরে বসে থাকবেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি খোঁজ করে দেখব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি চাই শিক্ষক যেখানে যাক, সেখানে পড়াশোনা হউক।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— শিক্ষক নেই বা কম আছে, সেটা আমি খোঁজ করে দেখব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৪০ : ১ হলেই যথেষ্ট শিক্ষক আছে, সেটা হলে চলবে না, আমি চাই যে স্কুলগুলিতে পড়াশোনা হউক।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তা আমরাও চাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে সেই আশ্বাস চাই যে স্কুলগুলিতে শিক্ষক যাবে এবং ছেলেরা পড়াশুনা করতে পারবে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— ছাত্রভিত্তিক যাতে সেটা হয়, আমি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭১ স্যার।

শ্রীমনসুর আলী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭১ স্যার।

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের অধীন বাগমারা মৌজায় বৈছামা ছড়ার উপর কোন বাঁধ দেওয়ার জন্য গত ১৯৭৩—৭৪ ইং সনে কোন টাকা মঞ্জুর হয়েছিল কি না ?

২) যদি হয়ে থাকে, তবে ঐ বাঁধটির কাজ সুসম্পন্ন না হওয়ার কারণ ?

উত্তর

১) না মহাশয়,

২) প্রশ্ন উঠে না। তবে ১৯৭২-৭৩ সনে সাতচাঁদ ব্লকে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন ঐ বাঁধ এখন চালু আছে কি না এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীমনসুর আলী :— সীজনেল বাঁধ করা হয়েছিল এবং এই বছর আছে কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে বাঁধ আছে কিনা, খোঁজ করে দেখবেন কি না ?

শ্রীমনসুর আলী :— নিশ্চয়ই আমি খোঁজ করে দেখব। এটা সীজনেল বাঁধ, এক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইখানে একটা বাঁধের প্রয়োজন স্বীকার করেই তো সীজন্যাল বাঁধ দিয়েছিলেন। কাজেই এই বাঁধটা এইবার দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমনসুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি প্রয়োজন থাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— প্রশ্ন নং ১০০৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নম্বর ১০০৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকার অবগত আছেন কি রাজ্যের আখ (সুগার কেন) চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার রাজ্য সরকার নিশ্চিত না করায় রাজ্যের আখ চাষীগণ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন না এবং	১) ইহা সত্য নহে।
২) এ জন্য প্রস্তাবিত খান্দেশ্বরী চিনি কলের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়েছে?	২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আখ চাষীদের উৎপাদিত আখ কে কিনবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর জন্যই আমাদের খান্দেশ্বরী চিনির কল করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— কিন্তু সেটা কে ক্রয় করবেন। এই খান্দেশ্বরী চিনির কল কি গভর্ণমেণ্ট করবেন, না প্রাইভেট সেক্টারে করবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রথম এটা গভর্ণমেণ্ট থেকে স্কীমটা করার কথা। তারপর কো-অপারেটিভে দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সুগার কেন্ কে কিনবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রয়োজনে সরকার থেকে কিনে নেবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে অন্যান্য ষ্টেটে আখের একটা সর্বনিম্ন দর নির্দ্ধারিত আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরায় আখের কোনরকম সর্বনিম্ন দর নির্দ্ধারিত আছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই। তবে যেহেতু আমরা ইনসেনটিভ দিচ্ছি কাজেই সেখানে সর্বনিম্ন দরটা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :— শান্তির বাজার প্রভৃতি এলাকাতে কত একর জমিতে কৃষকেরা আখ চাষ করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বিলোনীয়াতে ৩১০ একর, সাব্রুমে ১৬ একর, তেলিয়ামুড়ায় ৫ একর, কমলপুরে ১০ একর এবং আগরতলায় ৩৫ একর।

শ্রীঅনিল সরকার :— এখনও দেখা যাচ্ছে খান্দেশ্বরী চিনির কল হয় নাই। কিন্তু এই সীজনে তাদের আখ কে কিনবে, কো-অপারেটিভ যখন হয় নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমরা চিনির কল তৈরী করার জন্য যে মেশিনারী দরকার তার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আমরা আশা করছি অক্টোবরের মধ্যে সেটা এসে পৌঁছবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সারা রাজ্যে আখই কি ঐ কো-অপারেটিভ কিনবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটা প্রয়োজন মিলের পক্ষে ততটাই কিনবে। যত এক্সপানসান করবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঐ খান্দেশ্বরী চিনির কল হতে পারে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে আখ চাষীদের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য যে আখ চাষ করছে বিভিন্ন জায়গাতে সবার পক্ষে এটা প্রযোজ্য হবে কিনা, কারণ চিনির কল তো সব জায়গাতে হচ্ছে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিভিন্ন জায়গায় গ্র্যাজুয়ালী গ্রহণ করা হবে বিভিন্ন অঞ্চলে। আমরা একটা এরিয়া নিয়েছি যেখানে চিনির কলটা হচ্ছে সেই জায়গাতেই আমরা ইনসেনটিভ ড্রাইভ দিচ্ছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সরকার আখ কিনলেন সরকার কি আখ কেনার জন্য কোন মেশিনারী সেট আপ করেছেন ? যদি করে থাকেন তাহলে সেটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিকল্পনা আছে প্রোগ্রেস কো-অপারেটিভ করার। সেই ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তাহলে খান্দেশ্বরী যে হবে সেটা কি কো-অপারেটিভের ? যারা যারা আখ চাষ করছে তাদের নিয়েই এই কো-অপারেটিভ হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনটা তাই। তবে প্রাথমিক অবস্থায় গভর্ণমেন্ট পরিচালনা করবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তাহলে কি আখের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে ? সুগার কেনটা যে সেপ্টেম্বর মাসে বাজারে আসবে সেই সুগার কেনটা গভর্ণমেন্ট কি দরে কিনবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সম্পর্কে আমি আগেই উত্তর দিয়েছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কি উত্তর দিয়েছেন আমি ঠিক শুনিনি। যাই হোক আমি জিজ্ঞাসা করছি যে দরটা বেঁধে নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দর বেধে দেওয়া হয়েছে কিনা জানা নাই। তবে আমরা বলছি যে কলটা চালু হওয়ার সংগে সংগে আমরা এর দরটা বেধে দেব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমাদের ত্রিপুরাতে সুগার কেনের কোন মার্কেট নাই। গুড় হয়ে এলে মার্কেট হয়। সুতরাং সুগার কেন তো বাজারে এলে বিক্রি হবে না। তার একটা দর ঠিক করে দিতে হবে তো।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন গ্রোয়ার্সদের ইনসেন্টিভ দিচ্ছি তখন নিশ্চয়ই গ্রোয়ার্সদের ইন্টারেষ্ট আমরা দেখব।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে আখ কিনবেন সেটা কি মাপে কিনবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ইনডিভিজুয়ালী কিনলে এটা একটা দুটো করে হয়। এমনিতে বাঙ্ক হিসাবে কিনলে কুইন্টাল হিসাবে হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মেশিনারী কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেই অর্ডার কোন্ কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে এবং টেণ্ডার কল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পৃথক প্রশ্ন হয়ে এলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তিনি নিজেই বলেছেন যে চিনির কল হবে। তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে চিনির কল হচ্ছে। সুতরাং তার উত্তর তিনি দিতে পারেন।

শ্রীসমার বর্ম্মণ :— এই মেশিনারী কি টেণ্ডার করে আনা হচ্ছে না কাগজে অ্যাডভার-টাইজ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— টেণ্ডার কল করে করা হয়েছে এবং কোম্পানীর নাম রোহিলা গণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি। ৩,৬৮,০০০ টাকা বেরিলিতে।

শ্রীতাপস দে :— ঐ কোম্পানী কি হায়েষ্ট হয়েছে না লোয়েষ্ট হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— টেণ্ডার কল করলে সাধারণত লোয়েষ্টই দেওয়া হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মূল প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে না পেলেও উৎপাদনে কোন অসুবিধা হচ্ছে না এবং তিনি বলেছেন আগামী অক্টোবরেই মেশিন পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এই পিরিয়ডের মধ্যে আখ উৎপাদনের জন্য যে অঞ্চলে খান্দেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমানে অর্থ কৃষকদের সাহায্য বা ঋন হিসাবে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বা লগ্নী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ, এটা ব্যাংকের মারফতে টাকাটা লোন হিসাবে দেওয়া হয় এবং তার পরিমাণ হল ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টেণ্ডার কয়টা পড়েছিল এবং তার মধ্যে কোনটা লোয়েষ্ট আর কোনটা হায়েষ্ট ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তো নীচের মানুষগুলিকে নিয়ে কারবার করি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, টেণ্ডার তো বেশ কয়েকজনই দিয়েছে। কাজেই তার মধ্যে কোন্‌টা লোয়েষ্ট আর কোন্‌টা হায়েষ্ট জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পৃথক প্রশ্ন দিলে, সব খবরই জানা যাবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এর পরিমাণ টাকার লোনের জন্য কতটা এ্যাপ্লিকেশান পড়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ;— স্যার, কতজন এ্যাপ্লিকেশান করেছিল, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে কতজন পেয়েছে সেটা আমি বলতে পারি। যেমন বিলোনিয়াতে—৪০০, সাবরুমে—১২, তেলিয়ামুড়া—৮, কমলপুর—৬২ এবং আগরতলাতে—৭৮। সব শুদ্ধ—৫৫৮।

শ্রীতাপস দে :— উদয়পুর সাবডিভিশান থেকে কতজন পেয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— নাই।

শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বল্‌লেন ব্যাংক মারফতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তা কোন ব্যাংকের মারফতে দেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ইউ, বি, আই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খান্দেশ্বরী চিনির কল তৈরী হচ্ছে এক জায়গাতে, আর ঋণ দেওয়া হচ্ছে দেখছি ত্রিপুরা ভিত্তিক। আমরা শুনছি যে খান্দেশ্বরী কল হচ্ছে বগাফাতে, এখন যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা ভিত্তিক, তাতে কি উদ্দেশ্যটা পুরাপুরিভাবে সার্ভ হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউ. বি, আইর থেকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কেই এই কথা বলা হচ্ছে। এখন যে জায়গাতে মিলটা হচ্ছে, সেখানে দেখছি ৪০০ কন্সেনট্রেটেড হয়েছে ঐ বগাফা এরিয়াতেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুরে ইউ, বি, আইর কোন ব্রাঞ্চ আছে কি না ? যদি না থেকে থাকে, তাহলে আপনি যে বল্‌লেন ইউ, বি, আই ব্যাংকের মারফতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তাতে উদয়পুরের আখ চাষীরা কি ভাবে ঋণ পাবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যাংকের ব্রাঞ্চ কোথায় হবে না হবে, সেটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঠিক করবে, তাতে আমাদের কিছু করার নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ইউ, বি, আই, ঋণ দেবে, কিন্তু এই ইউ, বি, আইর কোন ব্রাঞ্চ উদয়পুর নাই। তবে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যংক ষ্টেট ব্যংক অফ ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ সেখানে আছে। এখন এই ব্যংক থেকে কেন চাষীদের ঋণ দেওয়া হল, জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে লীড ব্যংক হিসাবে ইউ, বি, আই স্বীকৃত।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আখের উৎপাদন হত ধর্ম্মনগরে। আর বিষেশ করে বাগবাসা অঞ্চলে একটা চিনির কল করার জন্য আগেই প্লেন প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু এখন ঐ অঞ্চলের চাষীদের আখ চাষের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা না করে দক্ষিণ অঞ্চলের চাষীদের সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চিন্তা কি করে আসল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে যেখানে সেখানে আখ চাষের সম্ভাবনা আছে কিম্বা আগেও ছিল, সেখানেও গ্রেজুয়ালী এটা গ্রহণ করা যায় কি না, এটা আমরা ভেবে দেখছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— স্যার, আমার কথাটা ছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ধর্ম্মনগরে আখ চাষ সবচেয়ে বেশী হত আমি এই অঞ্চল আর ঐ অঞ্চলের কথা বলছি না। আমি বলছি যে ধর্মনগরের চাষীরা দীর্ঘদিন ধরে আখ চাষ করে আসছে এবং এখনও করছে। কজেই তাদের এই ঋণ পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ধরনের সাপ্লিমেণ্টারী এসেছে, তাতে বক্তৃতা হয়েছে। কিন্তু বক্তৃতা করে এই প্রশ্নএর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ধর্মনগর এরিয়াতে সব রকমের ডিভেলাপমেণ্ট অলরেডী ইন প্রসেস—ধর্ম্মনগর—কৈলাশহর। কাজেই দক্ষিণ অঞ্চলে এতদিন কিছুই হয়নি, সেটাকেও আমাদের একটু তুলে ধরা দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে উদয়পুর গোমতী ভেলা সবচেয়ে বেশী আখ চাষের উপযুক্ত জায়গা এবং সেখানকার চাষীরা যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গোমতী ভেলাটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই চিনির কল চালু হলে সেখানে কত লোকের বা বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খান্দেশ্বরী কল স্থাপিত হলে সেখানে ৮০ জনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০২১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২১, স্যার।

প্রশ্ন

১) রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের এ্যাকৃষ্ট্রা মোহরারগণ সরকারের বেতনভোগী কিনা ?

২) যদি তারা মাসিক বেতনভোগী হয়ে থাকেন, তাদের ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হয় না কেন ?

৩) ইহা কি সত্য যে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের এই এ্যাকৃষ্ট্রা মোহরারদের আর্ণড লীভ দেওয়া হয়, কিন্তু মঞ্জুরীকৃত আর্ণড লীভের বেতন ও ভাতা হয় না, সত্য হইলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) আর্ণড লীভ (নন এ্যাকুমুলেটিভ) দেওয়া হয়। মঞ্জুরীকৃত আর্ণড লীভে রেমু-উনারেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Mr. Speaker :— Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the unstarred questions and also to starred questions which were not answered orally.

Here is an announcement of the House.

Hon'ble Members,

I like to inform the House that the Committee on Privileges in its 16th Report recommended 3 (three) days simple imprisonment to Shri Khagendra Nath Chakraborty, Editor, "The Daily Rudrabina" for committing a gross of breach of privileges of the House, its members and Committees and the House adopted the said report on 13. 3. 1974. In pursuance of the decision of the House I issued a warrant of commitment addressed to the District Magistrate West Tripura and the Superintendent of Agartala Central Jail. Accordingly, the said Shri Chakraborty was arrested and sent to Agartala Central Jail on 21. 3. 1974 at 8-55 A.M. where he was detained safely for a period of 3 (three) days and was released on 23. 3. 1974.

There are two Calling Attention notices to which the Ministers concerned agreed to make a statement to-day, the 5th April, 1974.

First, I would call on the Minister-in-charge of the Revenue Department to make a statement on the Calling Attention notice of Shri Samar Choudhury and Shri Amarendra Sarma on :—"গত ১লা এপ্রিল থেকে রেভিনিও ষ্ট্যাম্প সরবরাহ বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী কোষাগারে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার রেভিনিও ষ্ট্যাম্প থাকা অবস্থায় গত ৬. ৬. ১৯৭৩ ইং তারিখে ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার রেভিনিও ষ্ট্যাম্প সরবরাহের জন্য নাসিকে ইণ্ডেন্ট পাঠান হয়েছিল। কিন্তু উক্ত ইণ্ডেন্ট মূলে নাসিক হইতে মাত্র

৭ লক্ষ ৬৮ হাজার রেভিনিও ষ্টাম্প পাওয়া গিয়েছিল। ষ্ট্যাম্পের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় বিগত ১০. ১২. ১৯৭৩ ইং তারিখে পুনরায় ৩০ লক্ষ রেভিনিও ষ্ট্যাম্পের জন্য ইণ্ডেন্ট পাঠান হয়। কিন্তু ঐ ইণ্ডেন্ট মূলে কোন রেভিনিও ষ্ট্যাম্প না পাওয়ায় গত ২৩. ৩. ১৯৭৪ ইং তারিখে পুনরায় ৩২ লক্ষ রেভিনিও ষ্টাম্পের জন্য নাসিকে ইণ্ডেন্ট পাঠান হয়। বিগত ১৩. ৩. ১৯৭৪ ইং তারিখ মাত্র ৮ হাজার রেভিনিও ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায়। ৬. ৬. ১৯৭৩ ইং তারিখের পর হইতে ২১. ৩. ১৯৭৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন তারিখে পোষ্ট অফিসের ইণ্ডেন্ট অনুযায়ী মোট ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার রেভিনিও ষ্টাম্প সরবরাহ করা হইয়াছে। অনিয়মিত ষ্টাম্প নাসিক হইতে সরবরাহের ফলে ষ্টক অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় বিগত ২১. ৩. ১৯৭৪ ইং তারিখে নাসিকে এরোপ্লেনে ষ্টাম্প পাঠানেরা জন্য ত্রিপুরার ডিভিশনার পোষ্টেল সুপারিন্টেডেন্ট এক জরুরী টেলিগ্রাম করিয়াছে। ৪. ৪. ১৯৭৪ ইং তারিখে নাসিক কন্ট্রোলার অব ষ্ট্যাম্পকে এয়ার মেলে ষ্ট্যাম্প পাঠানোর জন্য ক্র্যাশ রেডিওগ্রামে অনুরোধ করা হইয়াছে। আশা করা যায় ষ্ট্যাম্প যে কোন দিনই আসিয়া পৌছিবে।

শ্রীসমর চৌধুরী : – অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ষ্ট্যাম্পসর্টেজের ফলে সমস্ত সরকারী শিক্ষক কর্মচারা তাদের বেতন নেওয়া বন্ধ, কন্ট্রাক্টারদের কাজ বন্ধ, শ্রমিকদের বেতন সংগ্রহ করা বন্ধ, এই পরিস্থিতি এবং প্রতিটি কাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সবটা পজিশান এখানে বলতে চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে এক মাত্র দেখা যায় ২রা এবং ৩রা এপ্রিল কোন কোন পোষ্ট অফিসে রেভিনিও ষ্ট্যাম্প না পাওয়া যেতে পারে। এই রকম একটা পজিশান হয়ে থাকতে পারে। যাই হউক ৪ঠা এপ্রিল পোষ্টাল সুপারিনটেণ্ডেন্ট কর্তৃপক্ষকে আশেপাশে যে ডিষ্ট্রিক্ট এবং ষ্টেট্র রয়েছে তাদের কাছে অনেক বলে কয়ে ৭৮ হাজার রেভিনিও ষ্ট্যাম্প প্রাপ্ত হওয়ায় অবস্থার উন্নতি হয় এবং এখনকার মত চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নাসিক থেকে যদি না আসে—আমি এই বিষয়ে সদস্যদের সংগে একমত তাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়বে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন তাতে দেখা যায় বিষয়টি ১৯৭৩ সন থেকে সুরু হয়েছে। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখান থেকে কোন দায়িত্বশীল অফিসারকে নাসিকে পাঠাবেন, বাই প্ল্যানে ? কারণ আমরা এই সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছি না যে আমরা ষ্ট্যাম্প পাব। কাজেই এখান থেকে কোন দায়িত্বশাল অফিসারকে নাসিকে পাঠিয়ে এই ষ্ট্যাম্প পাওয়াটা গ্যারান্টেড করতে তিনি প্রস্তুত আছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আশা করছি যে ২।৪ ৫ দিনের মধ্যে হয়ত চলে আসবে। যদি না আসে আমাদের হাতে যা আছে তাতে আমরা ১০।১২ দিন চালিয়ে যেতে পারব। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমাদের বেতন না হলে চলে না আমরা পয়সা কোথায় পাব ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি সবায়ের কথাই বলছি। এখন যে পজিশানে আছে তাতে ১০।১২ দিন চলে যাবে। ৪।৫ দিনের মধ্যে যদি না আসে তাহলে মাননীয় সদস্যের সাজেশান অনুযায়ী ভাবা যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—রেভিনিও গত এপ্রিল থেকে বা আরও আগে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে আগরতলা ট্রেজারীতে সমস্ত বেতন বন্ধ কর্মচারীরা বেতন নিতে পারছে না—রেভিনিও ষ্ট্যাম্প দিতে পারছে না সেজন্য সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এই সম্পর্কে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আরও ৪।৫ দিন চলতে পারে ঠিক নয়তো ...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমরা কাজ চালাবার মত আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আনা হয়েছে ৪৮ হাজার (ইন্টারাপশান) যখন এইগুলি পাওয়া যাবে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোথায় পাওয়া যাবে (ইন্টারাপশান) পোষ্ট অফিসেতো পাওয়া যায় না। অন্য কোন অফিস আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটি আমি নোটিফিকেশান দিয়ে জানাব।

Mr. Speaker :—Next I would call on the Minister-in-Charge of the Education Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Abdul Wazid, on "সম্প্রতি জিরাণীয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে অবস্থিত বহিরাগত ছাত্রদের উপর মারধোর ও হোষ্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ বাই আবদুল ওয়াজিদ। সম্প্রতি জিরানীয়া অবস্থিত ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে বহিরাগত ছাত্রদের উপর মারধোর ও হোস্টেল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে। গত ২০শে মার্চ রাত প্রায় ১০টায় কিছু সংখ্যক ছাত্র প্রিন্সিপ্যালের বাসায় গিয়ে খবর দেয় যে ২নং ছাত্রাবাসের কতিপয় ছাত্র ১নং ছাত্রাবাসে এসে কিছু ছাত্রকে মারধোর করে এবং এই ঘটনাটি একখানা বই চুরি যা যাকে কেন্দ্র করেই ঘটে। খবর পাওয়া মাত্র প্রিন্সিপাল ছাত্রাবাসের সুপারিনটেনডেন্টকে ডেকে এনে ঘটনাটি পর্য্যবেক্ষন করে ছাত্রদের শান্ত করতে বলেন। সুপারিনটেনডেন্ট তৎক্ষণাত ১নং ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন তারপর ২নং ছাত্রাবাসে গিয়ে তিনি দেখেন কতিপয় ছাত্রের ঘর খোলা এবং জিনিষপত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। ঐ সময়ে ২নং ছাত্রাবাসের এক জন ছাত্র সুপারিনটেনডেন্ট এর নিকট তার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে বলে। পরের দিন ১লা মার্চ সেই ছাত্রটি আগরতলায় চলে আসে। ইতিমধ্যে ২১শে মার্চ ১নং ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা এবং ২নং ছাত্রাবাসের অবশিস্ট ছাত্রেরা এবং মণিপুরের ছাত্র লিখিতভাবে প্রিন্সিপালের নিকট ২নং ছাত্রাবাসের নিম্নলিখিত ৬ জন ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিস্কারের দাবী করে :—

৬ জন ছাত্রের নাম :—

১) শ্রীমৃদুল মজুমদার (২য় বর্ষ)

২) ,, কল্লোল দত্ত ,,

৩) ,, সুশান্ত বর্মন রায় ,,

৪) ,, সুবীর হাজরা চৌধুরী ,,

৫) ,, বিধুভূষণ ঘোষ ,,

৬) ,, তপন মোহশুদ্ধি ,,

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ২১শে মার্চ প্রিনসিপাল নিম্নলিখিত শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন:—

শিক্ষকদের নাম :—

১) ডঃ সুকুমার বাসুলা,—প্রফেসার গণিত।

২) শ্রীমনোজ বিকাশ সাহা,—লেকচারার—পদার্থ বিজ্ঞান।

৩) শ্রীরণজিত কুমার দত্ত,—এসি. প্রফেসর,—মেকানিক্যাল।

তাদের মধ্যে ডঃ এস, বাসুলা ও শ্রীএম, বি, সাহা ১নং ও ২নং ছাত্রাবাসের সুপারিনটেন-ডেন্ট।

এ ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করার জন্য প্রিনসিপাল উক্ত কলেজের ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সংগে আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন। আশা করা যায় শীঘ্রই শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হইবে।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, ছাত্ররা যে দরখাস্ত করলো বহিস্কারের জন্য তাদের কি যুক্ত ছিল মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই দরখাস্তের পূর্ণ বিবরণ এখানে নেই সুতরাং আমি সেটা বলতে পারবো না, যাচাই হোক সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্য তিনজন অধ্যাপককে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে। ওরা সমস্ত ব্যাপারটা দেখছেন এবং যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয় তার চেস্টা করছেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এখানে দেখা যায় বহিরাগত ছাত্রদের উপর এখানে ছাত্রদের মধ্যে বহিরাগতও আছেন না কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে ত্রিপুরার ছাত্র এবং ত্রিপুরার বাইরের ছাত্রও আছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে ২০ তারিখে যে ঘটনাটা ঘটলো যেটা প্রিনসিপ্যাল জানেন কলেজের হোস্টেল সুপারিনটেন-ডেন্টরাও জানেন এইটা থানায় কোন এজাহার দেওয়া হয়েছিল কি না বা জানান হয়েছিল কিনা সিরাণীয়া থানাতে যে এই রকম একটা ঘটনা এখানে ঘটেছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সংবাদ আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় এখানে জানাতে পারি যে পরশুদিন আমি জিরাণীয়া থানাতে কন্টাক্ট করি এবং তারা বলেছেন যে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট কেউ দেয় নি। মাননীয় মন্ত্রীমশায় যদি এইটা জানাতে পারেন যে কলেজের প্রিন্সিপাল বা সুপারিন্‌টেডেন্টরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থানাকে জানালো না যেখানে পুলিয়ের প্রটেকশান ইত্যাদি চাচ্ছে মানে পুলিশের না প্রটেকশন চাচ্ছে এইটার কারণটা কি যে থানাকে জানালো না একটা ঘটনা প্রিন্সিপাল বা প্রফেসার এইটার কারণটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা প্রিন্সিপাল কেন করেছেন আমি সেইটা জানি না তবে আমার ধারণা এই কলেজের ঘটনা যা ছাত্রদের মধ্যে ঘটেছে সেইটা তাদের মধ্যে কোন রকমভাবে মীমাংসা করে দেওয়া যায় কি না ?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তিনজন শিক্ষককে দিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে এইটা দুই জন হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, এই দুই জন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কি করেছেন প্রথম দিকে ২০ তারিখে যখন ঘটনাটা ঘটে তখন এই দুই জন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘটনার নিষ্পত্তির জন্য তারা কোন কিছু করেছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সংবাদ আমার কাছে নেই। তবে যতটুকু ষ্ট্যাটমেন্ট আছে তাতে বুঝা যায় তখন দুই নং হোস্টেলের ছেলেরা সেখানে ছিল না। সুতরাং তাদেরকে নিয়ে মীমাংসা করার মত ব্যবস্থা ছিল না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় এইটা স্বীকার করেন কি না যে সমস্ত ছেলেরা যাদেরকে মারধোর করা হয়েছে এই যে ৭টি ছেলে তাদের প্রত্যেককেই কি বাঙ্গালী ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা মাননীয় সদস্য শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী করেছিলেন, আমি বলেছি যে এর মধ্যে যতটুকু জানি যে একজন ত্রিপুরার আর সবাই বহিঃত্রিপুরার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রকম কোন আশ্বাস দিতে পারেন কি না যে এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাহিরে আমাদের ত্রিপুরার যে ছেলেরা আছে তাদের উপর এটার প্রতিফলন হতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :— এইটা ঠিক এই প্রশ্নে আসে না. মিনিষ্টার একটা ঘটনা সম্পর্কে একটা ষ্ট্যাটমেন্ট করেছেন মাত্র —

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আমি বলছি, স্যার, এখানকার পেপারে এবং অল ইণ্ডিয়ার পেপারে এই সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে আমাদের ছেলেরাও বাহিরে থাকে কাজেই আমি সেইটা জানতে পারি স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে এইটার আশ্বাস চাইতে পারি। কারণ এইটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে এখন পর্য্যন্ত কনট্রাক্ট করা হয় নি। এইটার প্রতিক্রিয়া বাহিরে আমাদের ছেলেরা কলিকাতায় আছে এই ধরণের কোন গ্যারেন্টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিকাতায় কি হবে না হবে এইটা সাপোজিশনের ব্যাপারে, এইখানে ত্রিপুরা থেকে সেই গ্যারাণ্টি কি করে হতে পারে?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এইটা সাপোজিশনের প্রশ্ন নয়, এইগুলি বিভিন্ন পত্রিকাতে উঠেছে কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের তরফ থেকে আমার ভাই কলিকাতায় পড়ে, কাজেই আমরা বুঝতে পারছি না আমি সেই আশ্বাস মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে চাচ্ছি।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ইঞ্জীনিয়ারিং কলেজে যে ঘটনা ঘটলো সেইটা পূর্বে কেউ জানবার কোন কথা নয়। সুতরাং সেইটা না আজকে কলিকাতায় কি ঘটবে না ঘটবে সেইটা এখান থেকে সেই আশ্বাস আমি কি করে দিতে পারি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন এই কথা বলে স্যার, আজকে যেখানে ১৪ দিন যাবত বাইরের রাস্তাঘাটে এই ১২টি ছেলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের খাওয়ার নেই পরার নেই ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার জিনিস হোস্টেল থেকে চলে গেছে সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মশায় কিংবা হোস্টেলের তরফ থেকে কেউ তাদেরকে প্রটেকশন দিতে পারেনি এবং এই ছেলেরা মৃত না জীবিত এইটা জানেন না এই ১২ জন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে ছেলেরা আছে সেই জায়গায় আমরা কি আতঙ্কিত হতে পারি না যে আমাদের যে ছেলেরা বাইরে আছে তারা এইটার সম্মুখীন হতে পারে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা এইভাবে দেখা বোধ হয় ঠিক হবে না। সুতরাং আমি আবেদন করবো এইটাকে যেহেতু প্রিন্সিপাল এইটার মিটমাট করার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন সেইজন্য এইটা মোটামোটি একটা অবস্থায় থাকুক এইটাই আমার আবেদন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রীমশায় যেটা বলেছেন প্রিন্সিপাল প্রটেকশন দিচ্ছেন এইটা অসত্য। কারণ আমি যতটুকু জানি প্রিন্সিপালের কাছে এই সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল। প্রিন্সিপাল বলেছেন যে তোমরা এখান থেকে চলে যাও তোমাদেরকে আমি কোন প্রটেকশন দিতে পারবো না। এইটা সত্যি কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিন্সিপাল এই কথা বলেছেন কি না সেইটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, ঘটনার দিন এম. বি. সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উনার কাছে ছেলেরা গিয়ে প্রটেক্শান চেয়েছিল ওদের লাইফ এবং প্রোপারটির প্রটেক্শান চেয়েছিল এইটা কি সত্যি যে এম. বি. সাহা বলেছিল প্রটেক্শান দিতে পারবে না এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ঘটনার পরবর্ত্তী সময়ে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে খবর পেয়েছি সেইটাই এই হাউসের সামনে পেশ করেছি এত ডিটেলস খবর আমার কাছে নেই যে সাহার কাছে তারা গিয়েছিল কি না এবং সাহা সেই কথা বলেছিলেন কি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। এটা কি সত্য আগরতলা থানাতে এই ছেলেরা প্রটেকশানের জন্য যায় এবং থানাতে তারা কেস দিতে চায়, যে এত টাকার প্রপার্টি নিয়ে গেছে, আমাদের রক্ষা কর, আমাদের লাইফ ইন ডেঞ্জার কিন্তু তাদের কয়েকদিন ঘুরিয়ে, তিন দিনের মাথায় ২৩/৩/৭৪ ইং তারিখে জি. ডি. করে এই সমস্ত ছেলেদের ছেড়ে দেয়, জি. ডি. নাম্বার যচ্ছে ১০২৪?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— তাহলে স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আমাদের কি জানাচ্ছেন কিভাবে আমরা আশ্বস্ত হব? কিছুই জানতে পারব না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২০ তারিখ রাত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই ঘটনার উপর কলিং এ্যাটেনশান ছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রয়োজন বোধ করেন না, এই সমস্ত ছেলেদের প্রটেকশান দেওয়ার জন্য, কারণ তাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতা, বই পত্র সমস্ত হোস্টেল থেকে চলে গেছে। ওদের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তার জন্য দায়ী কে? শিক্ষা বিভাগ না ছেলেরা দায়ী?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা বিভাগ ছেলেদের দিয়ে এই কাজগুলি করান না, সুতরাং এই যে ঘটনা ঘটেছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, এই ঘটনার শেষ হউক এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে, এর জন্য কমিটি রয়েছে, প্রিন্সিপাল রয়েছেন, তাঁরা সেগুলি দেখবেন সেটা আমরা আশা করি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এটা কি সত্য যে ২৪ তারিখে গার্জিয়ানদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে ছেলেদের ফিরিয়ে নেবার জন্য। অর্থাৎ প্রিন্সিপাল গার্জিয়ানদের এই ধরণের চিঠি দিয়েছেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রিন্সিপাল গার্জিয়ানদের এই ধরণের চিঠি দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাচ্ছেন? যারা মার খেল, তাদের প্রপার্টি চলে গেল, তারা প্রটেকশান চাইল প্রিন্সিপালের কাছে, এডুকেশান ডাইরেক্টরের কাছে, শিক্ষা উপমন্ত্রীর কাছে, তাদের শিক্ষা বন্ধ করে চলে যেতে হল, প্রিন্সিপাল তাদের গার্জিয়ানদের কাছে চিঠি দিয়েছেন তাদের নিয়ে যাবার জন্য।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডাইরেক্টরের কাছে গিয়াছে কিনা শুনিনি। প্রিন্সিপালের কাছে গেছে, প্রিন্সিপাল কমিটি করেছেন যাতে এটা সুরাহা করা যায়, সেটা আমি জানি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এই সুরাহা করার আগে প্রিন্সিপালকে এই অধিকার কে দিল যে যারা মার খেল, যাদের প্রপার্টি নিয়ে গেল, তাদের সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গার্জিয়ানদের কাছে চিঠি দেওয়ার?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিন্সিপাল সেই চিঠি দিয়েছেন কিনা আমি বলতে পারি না, সুতরাং কেন দিয়েছেন সেটা আমি বলতে পারিনা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি এই হাউসের সদস্য হিসাবে বলছি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে যে গার্জিয়ানদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে কি বলতে চান?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি চিঠি দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা খোঁজ করে দেখব কোন্ পরিস্থিতিতে সেই চিঠি তিনি দিয়েছিলেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় এটা কি বুঝতে পারা যায় এই যে একটা বিরাট আতংকের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল আক্রমণ হলো বহিরাগতদের উপর?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুবই অন্যায়। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পরিস্কার যে এই ৬ জনের নাম বলেছেন তাদের মধ্যে শুধু বহিরাগত নয়, এখানকার ছেলেরাও আছে। এখন যদি বলা হয় যে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তাহলে আমারও আপত্তি আছে। এইভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করা ঠিক হবে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১২ জনের মধ্যে ১১ জন বহিরাগত এবং একজন এখানকার ছেলে। কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় (তিনটি পত্রিকায়) লেখা আছে বহিরাগত। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে কোন কিছু জানতে পারলাম না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এখানকার ছেলেই হউক আর বাইরের ছেলেই হউক, ছাত্র—ছাত্রই। এটা নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। মন্ত্রী মহাশয় সব কথায়ই বলছেন আমার জানা নেই। এ থেকে আমরা বুঝছি যে ঘটনাটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের আগরতলা থেকে পত্রিকা খবর দিল, সেই খবরে যদি ভুল তথ্য থাকে, তাহলে প্রেস রিলীজ দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— আমাদের প্রেস রিলীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনা তা নয়, জিনিষটা গুরুত্বপূর্ণ বলেই অন্য ধরণের প্রতিক্রিয়ার যাতে সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য যত্ন সহকারে দেখা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মার্চ মাসের ঘটনা, আজকে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এই সমস্ত ছেলেরা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারবে, এইরকম আশ্বাস মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই চেষ্টা আমরা সর্ব্বপ্রথমে চালিয়ে যাচ্ছি, এবং সেটা হউক আমরাও চাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। বই নিয়ে গেল, মার খেল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটা কি রকম ইভাসিভ আনসার হচ্ছে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এটা জবরদস্তির ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে ধীরে সুস্থে যাতে শান্ত এবং সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসে, ছেলেরা যাতে ফিরে আসতে পারে, ঠিকভাবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা যাতে করা যায়, সেটা দেখার বিষয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তারা থাকবে কোথায়? আজকে ১৬ দিন তারা বাইরে বাইরে ঘুরছে, শিক্ষামন্ত্রী বা উনার ডিপার্টমেন্ট কোন সুরাহা করতে পারলেন না। অথচ মন্ত্রী মহাশয় বলছেন চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কি ধরণের ইভাসিভ রিপ্লাই হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— চেষ্টার বাইরে আর কি করা যেতে পারে? এটাতো জোর জবরদস্তির ব্যাপার নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই ছেলেদের জিরানিয়ায় না রাখেন, তাদেরকে এনে আগরতলায় একটা জায়গা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনার সংগে আধ ঘণ্টার মত কথা বলেছি, কিন্তু রিপ্লাই পাচ্ছি না স্যার। আমি বলেছি যে তাদের আগরতলা থাকবার ব্যবস্থা করবেন কি না, তিনি বলেছেন দেখবেন। আমি এই আশ্বাস চাই যে তিনি বলেন করবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের থাকবার কি ব্যবস্থা করা যায় আমি দেখব বলেছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এখন ওরা কোথায় আছে?

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন আসে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— ওরা জীবিত কি মৃত অবস্থায় আছে সেটা আমরা জানতে চাইব। কালকে চারটি স্টেপিং হয়েছে, তারা কি অবস্থায় আছে, সেটা চিন্তার বিষয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— স্যার, আমি যতটুকু শুনেছি, তারা তাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এটা কি হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্ট এন, বি. সাহার উচিত ছিল না, যে ছাত্ররা কোথায় গেল সেটা দেখার? এদের কেউ হয়তো সেকেণ্ড ইয়ারে বা থার্ড ইয়ারে পড়ত, এদের ঐ শিক্ষাবর্ষটা নষ্ট হবে না, কোন একটা এ্যারেঞ্জমেন্ট মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে হবে কিনা, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব সেটা যাতে ঠিক হয়।

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notices from Shri Sunil Ch. Dutta and Shri Nripendra Chakraborty on the subject—

"গত ৪-৪-৭৪ ইং তারিখে আগরতলার রাজপথে নির্মলা রেষ্টুরেন্টের নিকট খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের কর্মচারী শ্রীক্ষিতীশ দত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

I have given consent to the motions of Shri Dutta and Shri Chakraborty. Now I will request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement if possible. If not, he may kindly give me date on which this will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাথমিক রিপোর্ট হিসাবে আমি এখানে এই রিপোর্ট দিচ্ছি। গতকাল সাড়ে ১০ টায় রাত্রে রমেন্দ্র দত্ত বলে সুর সাইকেলের এক ভদ্রলোক পুলিশ ষ্টেশনে টেলিফোন করে। টেলিফোনে ইনফরমেশান দিয়েছে যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি স্ট্যাবড হয়ে আধ'উড়া জাংকশান গেটের কাছে পড়ে আছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে পৌঁছে চার মিনিটের মধ্যে। প্রাথমিক রিপোর্টে যেটা আছে, এই ঘটনার হয়ত ১৪/১৫ মিনিটের পর পুলিশের কাছে ইনফরমেশান পৌছেছে। আহত লোকটাকে রিক্সা করে ভি. এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় সেখানে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছিল এবং আহত লোকটি কোন স্টেটমেন্ট করতে পারে নি। হস্পিটালে নেওয়ার পরেই ওখানকার মেডিকেল অফিসার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এই অপরিচিত লোক বলে যার কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত। খাদি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ কমিশন রিজন্যাল অফিস যেটা আছে শকুন্তলা রোডে, তার পিয়ন। তার বাড়ী পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা। তার সংগে ৩৬০০ টাকার কারেন্সী নোট বিভিন্ন নোটে পাওয়া গিয়াছে। ইনভেষ্টিগেশানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তার বাড়ীতে ওর যাওয়ার কথা ছিল ৩-৪-৭৪ ইং তারিখে। কিন্তু সে বাড়ী যায় নি। এই তারিখের ঘটনার পরে পুলিশ কুকুরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কেসও একটা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন আই উইটনেসের খবর এখনও পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। এটা এখন তদন্তাধীনে আছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—সেই মৃত শ্রীদত্ত ছুরিকাহত হওয়ার মিনিট দুয়েক পূর্বে একটা পানের দোকান থেকে পান খেয়ে ছিলেন এবং তার সংগীরা তাকে বলপূর্বক পানের দোকান থেকে নিয়ে যায় এই সম্পর্কে কোন ইনফরমেশান আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনাটা সত্য হলেও তদন্তের সুবিধার জন্য এটা প্রকাশ করা উচিত হবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— যে জায়গাটাতে তার বডি পাওয়া যায় সেখান থেকে যেখানে ছুরি মারা হয়েছে সেটা কি দূরবর্তী এলাকা না অন্য কোথায়ও, যেখানে ছুরি মারা হয়েছে সেখান থেকে টেনে হেঁচড়ে তার ডেড বডিটা অনেক দূরে নিয়ে আসা হয়েছে, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এখনও তদন্ত চলছে। কাজেই এখন তথ্য প্রকাশ করাটাই তদন্তের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। সেজন্য প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তদন্তের সাহায্যের জন্যই বলছি, যে ঐ সময়েতে ঐ এলাকার বহু ছেলে দেখেছে যে তাকে ষ্ট্যাব করে কিছুদূর পর্যান্ত টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কাজেই কাছাকাছি যারা লোক তাদের থেকে নাম সংগ্রহ করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা যে কয়জন ছিল, কোথায় ষ্ট্যাবড্ হয়েছিল ইত্যাদি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউকে বলতে পারি যে সবরকম চেষ্টাই চলছে বের করার জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আগরতলা শহরে যে সমস্ত গুণ্ডার বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট আছে সেই সমস্ত গুণ্ডাদের যদি প্রমাণ ইত্যাদি বিচার করার মত না থাকে তাহলে কেন তাদের মিসাতে আটক করা হচ্ছে না এবং আগরতলা শহরে আমরা দেখছি যে বার বার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি গত ২।৩ মাসে আগরতলা শহরে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে এবং গুণ্ডাদের নামও পুলিশের খাতায় রয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করব যে গুণ্ডাদের যাদের মিসায় আটক করা উচিত কেন মিসায় আটক করা হবে না, এই সমস্ত পরীক্ষা করে তাদের মিসায় আটক করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার একটা জরুরীত্ব দেখা হচ্ছে। এই হিসাবে যে এখানে খুন খারাপি হচ্ছে এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে চীফ মিনিষ্টার যে আজকে আনন্দবাজার পত্রিকাতে দেখলাম যে ৫৪ কোটি টাকা কাগজের কলের জন্য অ্যাপ্রুভড হয়েছে। এটা চীফ মিনিষ্টার জানেন কি না। আনন্দ বাজারে আমি দেখেছি। আমি চীফ মিনিষ্টারের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে এলে আলোচনা করা যেত। যাই হোক আমাদের এখানে এখনও অফিসিয়েলী কোন খবর আসে নি। তবে সম্পর্কে আমরা জানি যে প্ল্যানিং কমিশন থেকে এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই প্রশ্ন স্যার, এখন উঠতেই পারে না।

মিঃ স্পীকার :—দিস কোশ্চান ক্যান নট এরাইজ নাউ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট এখানে করেছিলেন যে আগরতলা রেশনের দোকানে চাল সরবরাহ করা সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন গতকাল ছুটির দিন বলে ২০ নম্বর দোকান থেকে রেশন দেওয়া হয়নি। আমি খবর নিয়ে জানলাম যে ২০ নম্বর দোকান থেকে বুধবার থেকেই রেশন দেওয়া বন্ধ এবং এখনও দেওয়া হয় নাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্ত করতে বলব যে সেই ডিলার সেই ডিলার রেশন সংগ্রহ করে ব্ল্যাক মার্কেটে পাঠাচ্ছে কিনা অথচ সেই ডিলার রেশন দিচ্ছে না কোন্ কারণে। যে কারণেই হোক আগরতলা শহরে যারা ২০ নম্বর রেশন শপ থেকে রেশন ড্র করে তারা বুধবার থেকে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় রেশন পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করে কালকে জানাব।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :—সেই কলিং অ্যাটেনশান ডিস-এলাউ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—কেন ডিস-এলাউ করা হয়েছে স্যার ?

মিঃ স্পীকার :—অ্যাকর্ডিং টু রুল হয় নি বলেই ডিস-এলাও করা হয়েছে। I would now call on Shri S. C. Shome, Deputy Minister to move his motion for consideration of "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1974" as reported by the Select Committee.

Shri Sailesh Chandra Shome :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1974" as reported by the Select Committee b taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Now, the question befote the Louse is the motion moved by Shri Sailesh Ch. Shome, Deputy Minister that "The Tripura Co-operative Societies Bill, 1974" as reported by the Select Committee be taken into consideration at once (It was put to voice vote and carried).

Mr. Speaker :—Here are amendments given notice of by Shri Amarendra Sarma, Shr Ajoy Biswas, Shri Samar Choudhury, Shri Sudhanwa Deb Barma, Shri Abhiram Deb Barma, Shri Anil Sarker and Bidya Ch. Deb Barma on the different clauses of the Bill. The list of amendmedts have already been circulated to the members. Now I have decided to allow them to move and discuss their amendments. The Minister in-charge of the Bill may reply and any other member may take part in the discussion. After discussion, I shall dispose of the amendments first and thereafter I shall put the clause to vote one by one.

First, I would call on Shri Amarendra Sarma to move his Amendments.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হচ্ছে কালকের একটা পার্ট ডিসকাসড বিজনেস রয়েছে এবং আগে সেটাকে শেষ করে তার পরে এই বিলটা দেওয়া হউক আর যেহেতু লিষ্ট অব বিজনেসে আছে, সে জন্য আমি আপত্তি করি নাই তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় স্পীকারকে যে কালকের পার্ট ডিসকাসড এজেণ্ডা যেটা রয়েছে, সেটা আগেই আলোচনা করা হউক এবং আজকে যেটা সেটা পরবর্তী সময়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কেন না, পার্ট ডিসকাসড যেটা রয়েছে, সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা তৈরী হয়ে এসেছি। আর কনসিডারেশান স্টেজে আমরা দেখলাম যে তাড়াহুড়া করে ভোটে দিয়ে দিলেন। এই কনসিডারেশান স্টেজেও আমার বক্তব্য ছিল। কিন্তু সেটা বলার সুযোগ পেলাম না, কারণ, পক্ষে বিপক্ষে ভোট নিয়ে নিলেন। এখন আমরা যদি কাট মোশানের মধ্যেও কিছু বলতে না পারি এবং এই রকম একটা ইমপর্টেন্ট বিল যেটা সিলেক্ট কমিটি থেকে এসেছে

এবং আপনিও এটা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা এই বিলটার সম্পূর্ণ বিরোধী। এভাবে যদি তাড়াহুড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হয়, আমাদের হয়তো এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করাটা মুস্কিল হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করব লেফ্ট ওভার বিজনেস যেটা, সেটা আগে শুরু করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—কেরিড ওভার বিজনেস যেটা ছিল, কালকের সেটা তো ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ।—হ্যাঁ, সেটাকে আমি আগে করার কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার :—অলরাইট, আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী টু ষ্টার্ট হিজ ডিসকাশন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে এবং তার কিছু অব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে, আমার একটা কাট মোশান এখানে রেখেছি। বিদ্যুৎ হল এমন একটা জিনিষ যে একটা রাজ্য অগ্রসর কি অনগ্রসর পরীক্ষা করার বিষয় হচ্ছে সে কতটুকু বিদ্যুৎ খরচ করতে পেরেছে এবং আমরা যদি পারকেপিটা কন্জামপশান অব ইলেক্ট্রিসিটি দেখি, তাহলে দেখব, ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচাইতে কম বিদ্যুৎ কন্জাম্পশান করে, এই রকম রাজ্য ৫ কিলোওয়াটের বেশী নয়, কিছু কম হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিদ্যুৎও কি ভাবে খরচ করা হচ্ছে, তার একটা ব্রেক-আপ আমি এখানে দিচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মোট বিদ্যুৎ কন্জাম্পশান হচ্ছে ৯.৯১ মেগাওয়াট এবং তার মধ্যে ৫.৪৫ মেগাওয়াট ডোমেষ্টিক কন্জামপশান এবং ওয়াটার সপ্লাইর জন্য ১ মেগাওয়াট লাইটনিং এর জন্য '৬৩ মেগাওয়াট, এই তিনটিকে বলা যেতে পারে যে কোন প্রডাক্টিভ পার্পাসে খরচ হচ্ছে না। আর প্রডাক্টিভ পার্পাসে যেটা খরচ হচ্ছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ইণ্ডাষ্টিতে মেগাওয়াট, কমার্সিয়েল কন্জাম্পাশান হচ্ছে, ৪০ এবং এগ্রি-কালচার যার উপর এখানকার শতকরা ৮০ জন নির্ভশীল সেখানে হচ্ছে, ০৩ মেগাওয়াট, আমাদের খরচ। সম্ভবতঃ এটা এগ্রিকালচার এর অফিসগুলিতে যে বাতি বা ফেন চালানো হয় তার খরচ। তাতে মনে হয় আমরা আমাদের উৎপাদনের কাজে এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করার কোন সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। কারণ এখানকার গভর্ণমেন্ট আমাদেরকে সেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিদ্যুতের সেসিও যদি দেখি, তাহলে প্রথমে দেখব, যার উপর সবচেয়ে বেশী এখন নির্ভর করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসাম থেকে যে পাওয়ার সরবরাহ করা হচ্ছে, ওমিয়াম বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে। তাছাড়া নূতন চঠি এবং পুরানো কিছু জেনারেটিং সেট, যেগুলি আছে সেগুলি থেকে আমাদেরকে বিদ্যুত সরবরাহ করা হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতের জন্য যে বিদ্যুত পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডম্বুর, আর একটা হচ্ছে মনিপুরের লাক্টাক বিদ্যুত পরিকল্পনা। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাইছি না। কারণ ডম্বুর পরিকল্পনা আপনারাও জানেন যে গত তিনটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেও সেটাকে শেষ করা যায় নি এবং কবে যাবে সেটা অনিশ্চিত আর লাফ টাক সেখানে যে পরিকল্পনা হচ্ছে, আজকের পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা কতখানি কেন্দ্রের সাহায্য সহানুভূতি পাবে, তারপর সেটাকে কম্পলিট করে কবে আমাদেরকে বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারবেন, সেটাও অনিশ্চিত। কাজেই এ্যাক্জিষ্টিং বর্ত্তমানের আমাদের যে যে সব সোর্স থেকে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়, সেগুলির উপরই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথমে আসাম এর বিদ্যুত কেন্দ্র সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এটা প্রথমে আমি যদি দেখি, যে আসাম বিদ্যুত কেন্দ্র সম্পর্কে যখনই আমরা কথা তুলি, তখনই বলা হয় যে ১৩২ কে, ভি

এটানো হলে পর আমরা বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারব না। তাই আমাদের জানতে হয় ১৩২ কে, ভি যদি চালু হল, তারপরও যদি আসামে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়, তাহলে আমরা কি ভাবে সেই বিদ্যুত পাব। এটা এখানকার গভর্ণমেন্ট সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেন না যে আসামে যেখানে বিদ্যুতের সোস, সেখানে কি ধরণের গোলযোগ হচ্ছে। কোন সময়ে খবরের কাগজে দেখি যে জল কম শুকিয়ে গেছে, আবার কোন সময়ে দেখছি যান্ত্রিক গোলযোগ সেখানে হচ্ছে. কি কি কারণে আসামে গোলযোগ হচ্ছে, এটা জানতে না পারলে, আমরা আসাম থেকে যে একটা নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহ পাব, ১৩২ কে, ভি এখানে চালু করার পরও এই সম্পর্কে আমরা ত্রিপুরার লোক নিশ্চিত হতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাছাড়া এই যে এগ্রিমেন্টা করা হয়েছিল আসামের সঙ্গে, সেটা বিস্তৃতাভাবে না বল্লেও এই কথা বলতে চাই যে এই যে এগ্রিমেন্টের মধ্যে অন্তুতঃ গলদ ছিল যার ফলে আমরা যেখানে ৮ মেগাওয়াট খরচ করার কথা, সেখানে আমরা ২ মেগাওয়াটও খরচ করতে পারছিনা যেহেতু আমরা ১৩২ কে, ভি, লাইন চালু করতে পারি নি, আর সেজন্য আমাদের একটা নূতন কে, ভি, চালু করতে হয়েছে ধর্মনগরে এবং তারপর আমরা দেখলাম যে এগ্রিমেন্ট আছে মিনিমাম একটা বিদ্যুত আমাদের খরচ করতে হবে। কিন্তু সেই মিনিমাম বিদ্যুত আমরা খরচ করতে না পারায় আমাদের ১৯৭১ সাল থেকে আমরা ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা গচ্চা দিয়েছি। এই এগ্রিমেন্টের ফলে দ্বিতীয় আর একটি জায়গায় আমরা দেখেছি যে গভর্ণমেন্ট কি ভাবে লোকসান দিয়েছে। সেটি হচ্ছে কামানা কোম্পানীর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট। যারা আমাদের বিদ্যুতের টাওয়ার ইত্যাদি বসিয়েছে এবং অন্যান্য বিদ্যুতের কাজ করছেন। আমরা দেখেছি ইউনিয়ন মিনিষ্টার এর আদেশ এই কামানী কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে—প্লীজ গিভ দিস ফার্ম দি ওয়ার্ক অন আসাম রেট। আসামে যে যে রেটে তার কাজ করছে সেই রেটেই এই কোম্পানীকে কাজ দিয়ে দাও। এই ইউনিয়ন মিনিষ্টারের বক্তব্যের উপর কাজ দেওয়া হয়েছে। কোন টেণ্ডার নেই কিছু নেই। এবং এগ্রিমেন্ট কি আছে—এবং এগ্রিমেন্টের অরিজিন্যাল এস্টিমেটে ছিল ৩৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আর আমরা দেখেছি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে ১৯৭৩ সালের ৫০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। সেই কাজও শেষ হয়নি। এবং এই কাজে আরও কত টাকা খরচ হবে তা আমরা বলতে পারছি না। যে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৭০ সালে আজ ১৯৭৪ সাল সেটি এখনও চলছে। কোন একসটেনশান সেই কাজের জন্য নাই। কারণ তারা জানে যে ইউনিয়ন মিনিষ্টারের আদেশ অনুযায়ী এই কাজের একসটেনশানের জন্য দরখাস্ত আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে করতে হবে না। তারা জানে না করলেও সেই কাজ তারা করতে পারবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি দেখি ত হলে আমরা দেখব যে তাদের কাজ সেই টাওয়ারে রাষ্টিং হচ্ছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে দেখছে তার খারাপ টাওয়ার খারাপ সেখানে রাষ্টিং হচ্ছে। আর রেটে দেখছি কি—না, কণ্ট্রাকটারদের রেটে আছে ভেরিয়েশান। ভেরিয়েশান মানে কি? ভেরিয়েশান মানে হচ্ছে ষ্টীলের ব্যাপারে জিংকের ব্যাপারে—সেটা মানা যেতে পারে। কিন্তু লেবার রেটেও ভেরিয়েশান হতে পারে—কি রকম যেখানে ১ সি, এম, মাটির জন্য এক টাকা হচ্ছে মার্কেট রেট সেখানে তাদের ২০ টাকা দিতে হয়েছে। এক হা/ত মাটি কাটার জন্য তাদের ২০ টাকা আমাদের দিতে হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তার উপর আমাদের কোন কথা বলতে পারি না। কারণ আমাদের এগ্রিমেন্টের মধ্যে আছে যেমন এন পি, সি, সি,র বেলায়তেমনই কামানী কোম্পানীর সঙ্গে আছে। এগ্রিমেন্ট আমাদের

সরকার করেছে যার ফলে লাখ লাখ টাকা সেই কোম্পানীগুলিকে দিতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট সম্পর্কে আমি বলছি এই সম্পর্কে পি, এ, সি,র হয়েছে এবং সেট হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং এখনও আমরা জানাতে পারি নাই পরবর্তী পি, এ, সি,র রিপোর্ট পেলে আমরা জানতে পারব সেই সম্পর্কে সরকার কি বক্তব্য রেখেছেন এন, পি, সি, সি, সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেই সম্পর্কে। কিন্তু এইটুকু আমরা জানতে পারি যে ডম্বুর সম্পর্কে একমাত্র রাইমার ক্রন্দন ছাড়া আর কিছুই শুনা যাচ্ছে না। ডম্বুর সম্পর্কে এখন সরকার এবং পি, সি, সি, সম্পূর্ণ চুপচাপ রয়েছেন। একমাত্র রাইমার ১৫ হাজার কৃষকের কান্নার সুরই শুনা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডম্বুর-এর জন্য আর লাকটাকের জন্য আমরা বসে থাকতে পারি না। এবং আসাম থেকে যে বিদ্যুতের সরবরাহ সেটাও অনিশ্চিত। সেজন্য আমাদের আরও ছোট ছোট জেনারেটার সেট আনতে হবে। যেগুলি আমরা চালু করেছি বিভিন্ন বিভাগীয় সহরগুলিতে। এবং বলা হতে পারে যে এই সমস্ত জেনারেটারের নাকি অনেক খরচ পরে। এটা ঠিক যে এই খরচে হয়তো জল—বিদ্যুত আমরা পেতে পারতাম—সেই খরচের চেয়ে অনেক বেশী খরচ এই জেনারেটিং সেটে। কারণ এই গুলি ডিজেলে চালাতে হয় এবং সেই ডিজেলও আমরা পাব কি না ঠিক নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিজেলের কথা বলতে পারি যে ডিজেল যতটুকু আসে আসে ততটুকু আমরা পাই কি না—এ, কে, রায় চৌধুরী ডিজেল সরবরাহ করে। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি—একটা ট্রাকের পার্মিশান পেয়েছিলাম খোয়াইতে নেওয়ার জন্য। আমি ডিজেল পেলাম না। আর আমি খবর নিয়ে দেখলাম যে সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর সরকারের পুলিশ দপ্তর মিউনিসিপ্যালিটি তারা বাকীতে স্লিপ কেটে ডিজেল নেওয়ার নিয়ম এবং ডিজেল স্লিপ বিক্রী হচ্ছে। আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে টি, আর, এ; ৩৯৯ রোজ বসে থাকে একটা সময়েতে। দৈনিক ৪ শত ৫ শত টাকার ডিজেল বিক্রী হচ্ছে। তাকে বিক্রী হচ্ছে। আমি জানি না এই টি, আর, এ, ৩৯৯ মালিক কে। কিন্তু ৪/৫ শত টাকা একটি মাত্র স্টেশান থেকেই ডিজেল বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এবং সরকারী স্লিপে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমার জেনারেটিং সেটের জন্য ডিজেল পাওয়া যাবে না আমাদের কৃষকের স্পাপিং সেয়টের জন্য ডিজেল পাওয়া যাবে না আমাদের কৃষকেরা হাহাকার করছে ডিজেলের জন্য। আগরতলার এ. কে. রায় চৌধুরী আমাদের এখান থেকে বেশী দূরে নয়। কিন্তু এই রকম এই সহরেই হচ্ছে না অন্যান্য জায়গাতেও হচ্ছে। দৈনিক ৪/৫ শত টাকা স্লিপে বিক্রী হচ্ছে একটা জায়গা থেকে তাহলে বুঝতে হবে যে কি অবস্থা চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলব যে সাবসিডি দিয়ে বিদ্যুত সরবরাহ করতে হবে। এই বিদ্যুত সম্পর্কে বিভিন্ন সাবডিভিশনাল সহরেও বিদ্যুত নেই বিলোনীয়া টাউনে সাব্রুমের মত টাউনে সেখানে বিদ্যুতের সরবরাহ করা যাবে না আমার খোয়াইতে জেনারেটিং সেট চালু করা যায়। আমি জানি না কেন এই সমস্ত ছোট ছোট টাউনগুলিতে বাজারগুলিতে জেনারেটিং সেট বসান যাবে না ? এই কথা ঠিক নয় যে আমাদের দেশে জেনারেটিং সেট চলছে না। আগে হত না তখন এক কথা ছিল। কিন্তু আমি যখন ভুপালে যাই সেখানকার ভুপালের মেনেজার আমাকে বলেছে যে আমরা কারখানা খুলে বসে আছি—৪০ কোটি টাকার একটা কলাবরেশান একটা তারা জেনারেটার তৈরী করছে। মেনে-

তার আমাকে বলেছেন যে আমরা আমাদের ক্যাপাসিটি তার ৪০ পার্সেন্ট কাজ করতে পারি না। কারণ আমার জেনারেটিং সেট কিনবে কে? এক দিকে আমার ভারতবর্ষের কারখানার মধ্যে বিক্রী হচ্ছে না আর অন্য দিকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন কি সহরের মধ্যেও মানুষ বিদ্যুত পাচ্ছে না। অথচ ট্রান্সমিটার হচ্ছে গ্রামাঞ্চলেও আমরা বিদ্যুত চালু করছি। এবং সেজন্য ক'টি জায়গাতে গিয়ে ধর্মনগরে একটি বাজারের এখানে কামালঘাটে সেখানে একদিন গিয়ে ক'টি বাতি জেলে দিয়ে এসে ঐ দেখ গ্রামে কি রকম বিদ্যুত সরবরাহ করছি। মাই ফ্যাক্টস স্পীক—আমি তথ্য দিয়ে কথা বলছি যে কৃষিতে '০৩ মেগাওয়াট আমরা বিদ্যুত দিচ্ছি! তারপরও বলা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুত সরবরাহ করছি? অসত্য! আমার শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের অভাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাবসিডির কথা বলছি। আমি জানি যে এখানে আমাদের যে বিদ্যুত দপ্তর তারা কোন হিসাব রাখেন না। তারা প্রচণ্ড লোকসান দিয়ে বিদ্যুত তৈরী করতে এবং সেটি আমাদের গাফিলতির জন্য নয়। এই সরকারের গাফিলতির জন্য। আমরা দেখেছি—আমি একটা তথ্য দিচ্ছি যে ক্যারিংয়ের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকে টেণ্ডার দিয়ে থাকেন। সদস্যেরাও প্রশ্ন তুলে থাকেন—টেণ্ডারের জন্য যে সমস্ত কারচুপি আমরা দেখছি। সেই টেণ্ডারের বেলায় যিনি থার্ড লোয়েষ্ট হয়েছেন তাকেই সমস্ত টেণ্ডারের কাজ দেওয়া হল। এবং আমরা যদি কাজের দিকে দেখি তাহলে কি দেখি না তিনি সব কাজ করলেন না। যেমন আগরতলা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে মাল টানতে হবে সেখানে তিনি বললেন যে আমি ট্রাক দিতে পারব না। যেখানে দেখলেন যে পয়সা বেশী সেখানে তিনি ট্রাক দিলেন। তারপর আমরা জানি কয়েক লক্ষ টাকা এইভাবে সেই ক্যারিং কনট্রাক্টার লুঠ করেছে। রেলওয়েতে যে সমস্ত ঘাটতি হয় সেই ঘাটতি রেলওয়ের কাছে চাইলে রেলওয়ে একটা কৈফিয়ত দিয়ে তা থেকে বেচে যায়। এবং সেখানে আমরা আরও জানি এই সমস্ত ক্যারিং কনট্রাক্টার রেলওয়ের কর্মচারীদের সংগে মিলে তারা সমস্ত জিনিষ—ডিজেল বা অন্যান্য জিনিষ বা এমন কি চাল ইত্যাদিও ক্যারিং কনট্রাক্টাররা ব্ল্যাক করছে বিভিন্ন জায়গায়। কাজেই আমরা দেখছি যে আমাদের টাকা এই সমস্ত দুর্নীতিবাজদের পকেটে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষককে যখন আমরা বলব যে তাদের তুমি সস্তায় বিদ্যুত দাও তার জন্য দরকার হলে সাবসিডি দাও গভর্ণমেন্ট আপত্তি তুলবে যে এ কি করে হয়। আমি বলব কৃষক তার উৎপাদন বাড়াবার জন্য একটা পাম্পসেট দাও সাবসিডি দিয়ে—যে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে সেই সাবসিডিতে সে নিতে পারছে না কাজেই সাবসিডি তুমি আরও বাড়িয়ে দাও। মাননীয় স্পীকার এই সিজনে ৪০০ পাম্প মেসিন দেওয়া হয়েছিল কৃষকদের—নিতে পেরেছে? ২০০ পাম্পসেট নিতে পারে নাই তারা। ২০০ পাম্পসেট বিক্রী হল না এবং পাম্পিংসেটের সাবসিডির টাকাও ফিরে গেল। কারণ এটা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ২ হাজার টাকা দিয়ে নগদে দিয়ে ক'জন কৃষকের পক্ষে সম্ভব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে এই যে দুর্নীতি চলছে এটার কারণ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল ইলেকট্রিসিটি দিয়ে সমস্ত কাজ চালাবেন। এটা হতে পারে না। তৈরী হয়েছে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হবে—আমি বলছি না যে বোর্ড হলেই তারা সব ঠাকুর দেবতা হয়ে যাবে। তা নয়। কিন্তু ব্যবসা হিসাবে চালাতে হবে। হিসাব পত্র তার রাখতে হবেন

ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড করতে হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার তিনি কোন এক জায়গায় বলেছিলেন যে এটা হাতী—এটা হাতীর খরচ। হাঁা, হাতীতো সমস্ত গভর্ণমেন্টের...

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned till 3-00 P. M. to-day.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আই ওড্ নাউ কল শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী টু কনটিনিউ হিজ স্পীচ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছিলাম যে একটা পি. ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টের উপরে সমগ্র কাজ ন্যাস্ত না করে এইটা ষ্ট্যাট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড করার প্রয়োজন আছে এবং শুধু এই জন্য নয় বর্ত্তমানে যেটুকু আছে সেইটুকু ভালবাবে চালানো এই জন যারা ত্রিপুরায় শিল্প গড়বার কথা এখানে বলেছেন বা কাগজ কল হবে বগল বাজাচ্ছেন তারা সম্ভবতঃ জানেন সারা ভারতবর্ষে যে বিদ্যুত সংকট যা কংগ্রেস সরকার সৃষ্টি করেছে এবং ত্রিপুরায় যে কথা আমি এতক্ষন বলছিলাম যে ১০ মেগওয়াট বিদ্যুত চালু রাখা সেইটাও এখানে সমস্যা হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতে বড় বড় শিল্প গড়ে তুলার কথা যেখানে সামান্যতম শিল্প গড়বার মতন যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অনুপস্থিত এবং এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে পরিকল্পনা নিজেই বিপনন সেই অবস্থাতে শিল্প গড়বার জন্যও একটা ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তৈরী করে এই মিনিষ্টর উপরে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের সমগ্র চেহারার তার কথা না বললেও দুই একটি দিক দিয়ে আমি আনতে চাই যেমন রাস্তা সম্পর্কে। একটা রাজ্যের কি দৃষ্টি ভঙ্গী হওয়া উচিত, এইটা জানা আছে সারা ভারতবর্ষে এক স্কোয়ার মাইল গড়পড়তা রাস্তা যদি হিসাব করা যায় ত্রিপুরায় সেই সর্ব্বনিম্ন এই কথা বলে লাভ নেই যে মহারাজার আমাল কি ছিল আর এখন কি হয়েছে। ২৬ বছর পরেও আমরা সবাইর পেছনে পরা এবং কি হওয়া উচিত দৃষ্টি ভংগী, দৃষ্টি ভংগী হওয়া উচিত ইন-অ্যাক্সেসিবাল প্রথমত: ইনঅ্যাক্সেসিব্যল এরিয়াগুলি টেক আপ করা যে যেখানে মানুষ দুর্গম এলাকাগুলিকে কি করে লিংক আপ করা যায়। এইগুলি কি লিংক আপ করা হয়েছে? এখানে মাননীয় সদস্য যিনি কাঞ্চনপুর থেকে এসেছেন তিনি প্রতিবাদ করেছেন যে আজকেও জম্পৈ পাহাড়ের সংগে আমাদের লিংক হয় নি। দাম ছড়া থেকে আরম্ভ করে জম্পৈজলা পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর, দশদা পর্য্যন্ত আমরা বলতে পারি না যে জল অভার রোড করেছে বা করা হয়েছে, চেষ্টা চলছে কিন্তু হয় নি কেন? তারপর আসুন চাওমনু থেকে যান লালছড়, নুতন মরক্ষ নাতিন মরু পুতি মরু ইত্যাদি। আছে কোন ব্যবস্থা? সেই বাংলাদেশ বর্ডার পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশ বর্ডার তো দূরের কথা, ছাওমনু পর্য্যন্ত আমরা যেতে পারি না। সপ্তাহে একদিন জীপ হয় তো যায় যদি ভাল ওয়েদার থাকে। তারপর আসুন রাইমা শর্মা, হাঁা, রাস্তার কাজ সুরু হয়েছে কিন্তু ওখানে তো ১০ হাত জলের তলে সেই রাস্তার কাজ, আমি সেইদিন ঘুরে এসেছি। তারপর আসুন গোঁড়াখাপ্পী, শিলাছড়ি, জলায়া, সেখানে কি করা হয়েছে এখনও পর্য্যন্ত লিংক আপ করতে পারে নি। সমস্ত জায়গায় এমন কি এই আগরতলা

শহরের কাছাকাছি জম্পেজলা সেখানে আমরা জল অভার রোড করতে পারি নি। কাজেই ইনঅ্যাকসেসিব্যল এরিয়া যেগুলি সেই খোয়াই মধ্যে তো রাস্তা নাই বললেও চলে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নাই বললেও চলে। ইনঅ্যাকসেসিব্যল এরিয়া যেগুলি বৃটিশ আমলে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তারা এইগুলি লিংক আপ করতে, জনসাধারণের জন্য বা নাই করলো। আমি বলছি না যে জুমিয়াদের জন্য রাস্তা করতে হবে তারা গাড়ী চড়বে। আমি তো দেখছি টি. আর. টি. সির গাড়ীতে কোন জুমিয়াকে তুলে না। আমি টি. আর. টি. সির কর্তৃপক্ষকে লিখেছি সেই সম্পর্কে, ১৮ মুড়া, বড়মুড়া সমগ্র লংথরাই অঞ্চলে একটা ষ্টপেজ পাবেন না, আশ্চর্য্যের কথা। ১৩৬ মাইলের মধ্যে যেখান দিয়ে জুমিয়া এলাকা চলেছে, সেখানে একটা স্টপেজ নেই। দলে দলে জুমিয়া দাঁড়িয়ে থাকে, কোন ট্রাক তাদের নেয় না, অতি কষ্টে ট্রাকের মধ্যে মালের উপর বসে তারা আসে, দেখবার মত। আমি জানি এই সরকারের কোন চিন্তা নেই। মানুষের জন্য এই গাড়ী নয়, মুনাফার জন্য এই গাড়ী, কাজেই যদি ওখানে যাত্রী কম হয়, অমনি গাড়ী দেবো না, স্টপেজ দেব না। ৩৭ মাইল একটা মস্ত বড় জায়গা, একটা ষ্টপেজ নেই। এটা কি সরকার? সরকার ওদের জন্য করুন বলছিনা। নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য করতে পারেন। দেশ রক্ষা করতে হবে, জোয়ানেরা যাবে, কি করে যাবে? আজকে রাইমা থেকে গাছ আনতে পারেন না, ৫০ লক্ষ টাকা যার রয়েলটি হয়, বলছেন, আমি নিজেও দেখেছি কোটি টাকার সম্পদ আগুন দিয়ে পুড়তে হবে, রাস্তা নেই বলে। ইমক্সেস্যাবল এরীয়াতে রাস্তা হচ্ছে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, একটা রাস্তা হলেও সেখানে ব্রীজ নেই, এ একটা চমৎকার ব্যাপার। এই ২৬ বছরে সাবডিভিশনাল টাউনগুলি লিঙ্ক আপ করতে পারলেন না, নদীর এপার একবার নামাতে হয়, ওপারে একবার নামাতে হয়, তুলতে হয়, এই অবস্থা খোয়াইয়ে চলেছে, বিলোনিয়ায় চলেছে, কৈলাশহরে চলেছে এবং অন্যান্য জায়গায় কাঞ্চনপুরে ব্রীজ নেই। দেও নদীর উপর ব্রীজ নেই, মনু—ছামনুতে ব্রীজ নেই অম্পিতে ব্রীজ নেই, বিলোনীয় ব্রীজ নেই, কি করা হচ্ছে লেভেলিং করা হচ্ছে। সাব্রুম থেকে ভাল রাস্তা, পীচ ঢালা রাস্তা হচ্ছে লেভেলিং করার জন্য, যেটা ত্রিপুরার মধ্যে ভাল রাস্তা, উঁচু নীচু রাস্তা নয়, আঠারমুড়া পর্যন্ত গাড়ী চলে সেই রাস্তা কাটা হচ্ছে, সাব্রুম থেকে আগরতলা রাস্তা লেভেলিং করা হবে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে মানুষ গ্রামের রাস্তা পায় না, যে মানুষ ব্রীজ পায় না, যে মানুষ সামান্যতম রাস্তার সুযোগ পায় না, সেই মানুষ যখন দেখে ভাল রাস্তা কেটে লেভেলিং করা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে সেই সরকার কার সরকার? আরকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টী আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে ফ্লাড প্রটেকশান এবং ইরিগেশান সম্পর্কে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিছু বাঁধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন সার্ভে হয়েছে? আমিতো দেখেছি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিছু সার্ভে হয়েছিল, তারপর থেকে সেন্ট্রাল টীম আসেনি, কোন সার্ভে করা হয়নি এবং স্টপ গ্যাপ এ্যারেঞ্জম্যান্ট করে রাখা হয়েছে। যেই বন্যা আসল, কিছু গেজেটেড অফিসারকে বন্যার ঢোল দিয়ে, তাদের বিরাট অবদান

ফ্লাড বন্ধ করার জন্য, পুলিশকে সার্টিফিকেট দিলে কাজ শেষ হয়ে গেল। এটা আমরা চাচ্ছিলাম না, আমরা চাচ্ছিলাম সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ফ্লাড প্রটেকশান মেজার সম্পর্কে পরিকল্পনা নিন এবং আস্তে আস্তে সেটা রূপায়ন করুন। অথচ ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, অবশ্য সেই সময় স্পীকার আমাকে দেবেন না, যে কোথায় কোথায় কিভাবে ফ্লাড প্রটেকশান মেজার নেওয়া যায়, এমন কি নিজেরা ওঁরা যেটা ঠিক করেছিলেন, সেটাও করা যায় নি। অমরপুর টাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা নাকি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে ডুম্বুর বাঁধ সম্পর্কে পরিকল্পনা হচ্ছে, ফ্লাড প্রটেকশান সম্পর্কে, আমি আমি জিজ্ঞাসা করব ডুম্বুর প্রজেক্ট কি ফ্লাড প্রটেকশানের সংগে জড়িত ? আমার যতটুকু জানা আছে তার সংগে এটা জড়িত নয়। এটা একটা কৈফিয়ত উপস্থিত করার জন্য এটা করা হয়েছিল, লোককে ভুলিয়ে রাখার জন্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে ফ্লাড প্রটেকশানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে কিছু হানা দিয়ে। কি করা হয় ? বৃষ্টির সময় হলে জরুরী কাজ, কাজেই কিছু পেটুয়া কন্ট্রাক্টারদের তাদের টাকা পাইয়ে দিতে হবে ফ্লাড প্রটেকশানের নামে, টেণ্ডার না, কিছু না, তাদের কাজ দিয়ে দাও। সোনামুড়ার একটা হিসেব আমি দিয়েছিলাম, এই বিধান সভাতে, এক একটা কন্ট্রাক্টার ৪/৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে, কিছু গাছ, কিছু বাঁশ, কিছু জঙ্গল—প্যাম্রুটিং করে দিলেন, আর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। সোনামুড়া খোয়াই আমি দেখেছি, এই কি কাজ, পরিকল্পনা নেই, ষ্টপ গ্যাপ কাজ। সোনামুড়া কি কোন পরিকল্পনা হয়েছে কিভাবে শহরকে রক্ষা করতে হবে, অন্তত: এই হাউসের জানা নেই কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, লাষ্টলি আমি বলতে চাই যে আমরা অবশ্য ইঞ্জিনীয়ারদের অনেক দোষ ক্রটি দেখাই, কিন্তু এটা মনে করার কারণ নেই সমস্ত দপ্তর এবং কর্মী তাঁরা দুর্নীতি পরায়ণ বা তারা কাজ করছেন না। কিন্তু আমরা কি দেখছি ? আজকে সারা ভারতবর্ষে এবং ত্রিপুরাতে এই দপ্তর কিভাবে ফেলে রাখা হয়েছে ? সেই টেকনোক্রেট, বুরোক্রেটদের প্রশ্ন আবার আসছে। আজকে খবরের কাগজে দেখলাম ডাক্তার দত্ত চলে যাচ্ছেন। কেন থাকবেন ? একজন আই, এ, এস, অফিসার তাঁকে ডিকটেড করবেন যেহেতু তিনি সেক্রেটারী। একজন আই, এ, এস, অফিসারকে বসিয়ে রেখেছেন সেক্রেটারী করে, তিনি ঠিক করে দেবেন কে সার্জন, কে সার্জন নয়, কাকে সেই পোষ্ট দেওয়া হবে, কাকে দেওয়া হবে না তিনি হচ্ছেন বিচারক। অনেক ইঞ্জিনীয়ারকেও এইভাবে ফেলে রাখা হয়েছে (রেড লাইট)। আর দুই মিনিট স্যার। সাবডিভিশানে একজন সাধারণ ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট বা সেখানকার এস, ডি, ও, তাঁর থেকেও একজন এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, তাঁকে ছোট করে রাখা হয়েছে। আমি জানিনা কেন একজন ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট স্পেশাল পে পাবেন তিন শ' টাকা। আর যিনি সমগ্র ত্রিপুরার জঙ্গল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি স্পেশাল পে পাওয়ার উপযুক্ত নয়, উপযুক্ত হচ্ছেন যিনি দপ্তরে বসে কাজ করবেন তিনি। তাঁকে কি কারণে দেওয়া হবে। শুধু কি অফিসারদের ? অসংখ্য কর্মচারীদের রাখা হয়েছে ওয়ার্ক চার্জ এমপ্লয়ী করে, হোয়াট ইজ দিস ? বছরের পর বছর যাদের ওয়ার্ক চার্জড এমপ্লয়ী করে রাখা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি যে পোষ্টের যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাদের পার্মানেন্ট করতে হবে। ওদের ওয়ার্ক চার্জড, গ্যাং ম্যান, বলা যাবে না, এই অসভ্য নাম নিয়ে এটা চালু করা যাবে না। গ্যাঙ ম্যান কি ? অত্যন্ত

ম্যাণ্ড শব্দ। সমস্ত জায়গা থেকে তুলে দেওয়া উচিত এই গ্যাণ্ড ম্যান শব্দটি। ব্রিটিশরা যা ব্যবহার করেছে এই কংগ্রেস ব্রিটিশের পা চাটা বলে, এই সমস্ত কথাবার্তা আজকে তাঁরা ব্যবহার করছেন। আমাদের শ্রমিকদের মর্য্যাদা হানি করছেন। টেম্পরারী সমস্ত মাষ্টার রোল, সমস্ত ওয়ার্ক চার্জড এ্যাম্প্লয়ী, কি করে আশা করব ওরা কাজ করবে? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ হয় তার ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরে তার অর্ধেক টাকাই খরচ হয় না। আমি দেখেছি যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ডাক্তারখানার মত কাজ পড়ে থাকে বছরের পর বছর. আমরা জানতেও পারি না সবচেয়ে পুরানো কাজ কোনটা পড়ে আছে। এই সমস্ত জিনিষ এই হাউসের সামনে উপস্থিত করা দরকার মন্ত্রী সাহেব। আমি দেখেছি ৩য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ব্রীজ পড়ে আছে, খোয়াই ব্রীজ আজকে পঞ্চম পরিকল্পনা চলছে। এইভাবে স্কুলের টাকা, হাসপাতালের টাকা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দপ্তর সেগুলির টাকা বছরের পর বছর পড়ে থাকে, ল্যাণ্ড একুইজিশান হয় না, টাকা পড়ে থাকে টাকা খরচ করতে পারে না। এই সমস্ত ব্যাপার সরকারের কাছে জানতে চাইছি, যে টাকা বরাদ্দ করার জন্য লড়াই. তারপর টাকা বরাদ্দ হলে টাকা ফিরে যাবে, এই ত্রিপুরার মানুষ আর কতদিন এটা সহ্য করবে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, একথা বলে আমার কাটমোশানের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় কালকের যে বিজনেসটা ছিল সেটাই আজকে আলোচনা হচ্ছে। অনেকগুলি ডিমাণ্ড এক সংগে। কাজেই বিস্তারিত আলোচনার সময় পাব না। প্রথমেই আমি বিরোধী দল নেতা যে বলেছেন ইলেক্ট্রিসিটি সম্পর্কে এবং ডুম্বুর ও আসাম লাইনের বিদ্যুৎ সম্পর্কে এবং সেই সংগে শিল্পও এসে গেছে, উনি বলেছেন যে এত বৎসরে কিছু অফিস এবং বাড়ী ঘর, আদালত ইত্যাদির কিছু বিল্ডিং হয়েছে। এগ্রিকালচারের অফিস করার জন্যও কিছু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু পাওয়ার খরচ হচ্ছে। তাতেও বিদ্যুৎ যাচ্ছে। বড় মুড়াতে তেলের খনিতে কিছু খরচ হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাওয়ারের কিছু গোলমাল হয়। কাজেই পাওয়ার কিছু পাচ্ছে না ঠিক নয়। তবে পাওয়ার কিছু কম আছে আমি স্বীকার করি। আর একদিকে বলেছেন যে ইউ-নিয়ন মিনিষ্টারের সংগে আলোচনা করে এক কোম্পানীকে কন্ট্রাক্টারী দিয়েছেন। এটা দেওয়ার কারণ হল ত্রিপুরায় তখন এমন কোন কণ্ট্রাক্টার ছিল না যাকে এই কাজ দেওয়া যায়। তেমনি ডুম্বুর প্রজেকটের কাজ করার জন্যও কোন কনট্রাকটার ত্রিপুরাতে ছিল না। তাই আমার মনে হয় সেই অনুসারে ঐ কোম্পানীর সংগে চুক্তি হয়েছে। তাই কোন মন্ত্রীর পরামর্শে দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া হয়ত পরিকল্পনার টারগেট ছিল ৫/৬ বছর লাগার কারণ আছে। কারণ সমস্ত জিনিষপত্র এবং সমস্ত মেশিনারী পর্যান্ত আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। তাছাড়া একটা কারখানা হয়ত সব জিনিস সময় মত দিতে পারছেন না। তাছাড়া মেশিনারী আনতে গেলে রাস্তা ঘাটের দরকার। সেই রাস্তাঘাটও আমরা করতে পারি নি। আগরতলা থেকে আরম্ভ করে কত ইঞ্জিনীয়ার, কত শ্রমিক এই কম্যুনিষ্ট পার্টির ষড়যন্ত্রণায় মারা গেছে। রাস্তা করতে দেয় নাই। । তারপর যখন ত্রিপুরার নাগরিক বুঝতে পারছে যে আমাদের রাস্তার দরকার তখনি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররাই এই রাস্তা করেছে। ত্রিপুরার ইঞ্জিনীয়ারই ছিল বেশী। তবুও খুব বেশী ইঞ্জিনীয়ার ছিল না। এই

দুরূহ কাজও তারা করেছে। আর এক দিকে দেখতে গেলে এটা এক দিনের নয়, এক বছরের নয়। এক দিনে করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে আমি বলব যে আজকে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কতগুলি ভুল ভ্রান্তি আমি তুলে ধরতে চাই। আমার যতটকু জানা আছে যেখানে যে শক্তি অনুসারে তাদের তার দরকার প্রথম অবস্থায় তারা সেই কাজটা কার্যাকরী করতে পারে নাই। এক তারের সংগে অন্য তারের জোড়া দিতে হয়েছে। ফলে মাঝ পথে টেলিফোন লাইন, তারপরে ডাক লাইন হয় ইত্যাদি। তাদেরকেও পরিবর্ত্তন করতে অনেক সময় লেগেছে। এই দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করব যে এই সংস্থা যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে সেটা একইভাবে এবই সময়ে যেন হয়ে যায়। তা না হলে সরকারের অর্থও যায় সময়ও যায় এবং আমরা কিছুই পাই নাই। আর এক দিক দিয়ে বলব আপনারা আগরতলাতে বিদ্যুতের ইউনিট ৩৭ পয়সা কয়ে নেন কিন্তু উদয়পুরে ৫০ পয়সা করে। এই ফারাকটা হল কেন? এটা সত্যি কিনা আমার জানা নেই কিন্তু আমি শুনেছি। আর এক দিক দিয়ে বলেছেন রাস্তা সম্বন্ধে যে মনুনদী এবং মুহুরী নদী। হয়ত তারা জানেন না যে টেণ্ডার কল করা হয়েছে। একটা রাস্তা করতে যেমন মুহুরী নদী সম্বন্ধে জানি যে এটা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তা না হলে দোষ আসে ইঞ্জিনীয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে হল না কিছুই। ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্বটা সেই দায়িত্বটা পালন করতে গেলে (রেড লাইট)—এত কম সময় দিলে স্যার, হবে না। আমি আগেই বলেছি এর মধ্যে অনেকগুলি ডিমাণ্ড আছে। আমি বলছি যে পুল দুইটাই টেণ্ডার হয়ে গেছে। গোমতী ব্রিজ হয়ে গেছে। আর একটা বলেছেন অমরপুরের ওয়ার্ক সম্বন্ধে। এটা ডুম্বুরের দিকটা। যদি সব দিক দিয়ে নদীকে আমরা বেঁধে দিই, সোনামুড়া চাইছে, অমরপুর চাইছে, বিলোনীয়া চাইছে, সবদিকে বন্ধ করলে হবেনা। কিন্তু ডুম্বুর প্রজেক্ট যদি আমাদের কার্য্যকরী হয় তাহলে সেটা সোনামুড়া পর্যান্ত উপকার দিবে। তাই আমি এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। চীফ ইঞ্জিনীয়ার যখন দিল্লীতে ছিলেন তখনও শুনেছিলাম যে সব বেঁধে ফেল। কিন্তু এটা তো হয় না। জলটা যাবে কোথায়? জলের গতি কি করে রোধ করবে? সমস্ত নষ্ট হবে। এই কারণেই বোধ হয় প্রজেকটের ক্ষতি হয়েছে। প্রজেকট না হলে পরে ফ্লাড প্রটেকশানের কিছু করা যায় না। আমার যা জানা আছে আমি বলছি স্যার, আর এক দিক দিয়ে বলতে গেলে এই কথাই বলব যে যে প্রজেকটের যে রাস্তাটা যেটা কোটি টাকা নষ্ট হতে চলেছে সেই রাস্তার অভাবে রাইমা শর্মার দুরূহ রাস্তা তৈরী করেছে দুই কয় বৎসরে।

আমি নিজে গিয়েছিলাম সেই তীর্থমুখে, যেখানে নাকি আমাদের বাঁধ তৈরী হচ্ছে, সেটা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। এখানে কি করে আগে মানুষ বাস করত, আজ সেটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আগে কোন মানুষ সেখানে যেতেই পারত না, তাই বলছিলাম এই রকম কিছু করতে হলে, সময় দিতে হবে। সে দিক দিয়ে আমি বলব, যে কথাটা উনারা বলেছেন যে সেখানে আদিবাসীরা আছে, যারা নাকি ঐ বাঁধ করার দরুণ উঠে যাচ্ছে, বা সরকার তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে দিচ্ছে। এখানে দুই একটা কথা আমি বলব যে হয়তো সেই কাজ হতে দেরী হতে পারে, হয়তো সরকারের অর্ডার আছে, সেটাকে আগে ফাঁকা কর অথবা পরিষ্কার কর। সেখানকার কিছু ঘটনার সম্বন্ধে আমি বলব, কারণ আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন অনেকে আমার কাছে রসিদ নিয়ে এসে দিয়েছে, যে দেখন আমরা ২০ : ২৫ : ৩০ বছর, সেই মহারাজের আমল থেকে দখল করে আছে। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং জেনেছি যে প্রথমে যারা এসেছিল, তাদেরকে আমরা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি বা দিচ্ছি, আর বাকী যারা আসে নাই,

তাদের আমাদের কিছু করার নাই। সেখানে নাকি এর জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেই কমিটির কাছে যদি কাগজপত্র দাখিল করা হয়, তাহলে সেই কমিটী সেটা কনসিডার করবে। আমার মনে হল রাইমা] শর্ম্মা একটা আদিবাসী অঞ্চল, সে কোন্ জঙ্গলে পড়ে আছে। কোথায় কমিটি হয়েছে না হয়েছে, তারা কি করে জানবে। কাজেই তারা আসছে আগরতলাতে। এই সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলব যে সুদিন কালে তারা যে ফসল করেছে, সেটা উঠে নাই তাই গভর্ণমেন্ট থেকে নাকি একটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়, সেটার কোন তদন্ত হয় নি বা তাদের সেই জায়গাতে তাদেরকে পাবেন কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর এক দিক দিয়ে আমি বলব যে তাদের যে ভাবে ক্ষতি করা হয়েছে, এখন কনট্রাক্টারেরা কনট্রাক্টারী নিয়েছে, তারা টেণ্ডার দিয়েছে কথাবার্ত্তা হচ্ছে যে আমার বাড়ীতে গাছ আছে, আমাকে উঠে যেতে হবে। সে তার সুবিধার্থে গাছ কাটা আরম্ভ করল, তার স্ত্রী পুত্র আছে কাজেই ২৫ বছরের গাছ কাটা সম্পর্কে তার কিছুটা মায়া হবে এবং সেই কারণে সে বাধা দিয়েছে, তখনই তার উপর জুলুম করা হচ্ছে। এই ধরণের ঘটনা নিয়ে রোজই আমার কাছে দুই চার জন আদিবাসী আসছে। তাই আমি বলছি এই সম্পর্কে যাতে একটা তদন্ত হয়, তারা যাতে কষ্ট না পায়, অনুরোধ আমি এখানে রাখছি। তারপর আমি কয়েকটা ডিপার্টমেন্টের কথা এখানে বলতে চাইছি, সেগুলি হল ইনভেষ্টিগেশান, ফ্লাড প্রটেক্শান, মাইনর ইরিগেশান, এগুলি সবই পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আছে। ফলে হয় কি? ইনভেষ্টিগেশান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দিল, ফ্লাড প্রটেক্শানকে, আর ফ্লাড প্রটেক্শান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দিল, মাইনর ইরিগেশানকে আর মাইনর ইরিগেশান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দিল চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে। কাজেই এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একে অপরকে দিতে এবং শেষ পর্য্যন্ত আসল কাজে হাত দিতেই ২০ বছর কাবার হয়ে যায়। এমন কি অনেক সময়ে ফাইলগুলির তদ্বিরও হয় না। তাই আমার প্রস্তাব হল, এই মাইনর ইরিগেশান-টাকে আলাদা করে দেওয়া হউক। কারণ এই সব ডিপার্টমেন্টের কাজ একটা দপ্তরকে দিয়ে চালানো বা অর্ডার দিয়ে সেগুলি করানো খুবই কষ্টকর। তাই এটাকে আলাদা করে দিলে অন্ততঃ আমাদের মাইনর ইরিগেশানের কাজটা ত্বরান্বিত হবে বলে আশা রাখি। আর অন্যদিক দিয়ে আমরা দেখছি যে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টকে এডুকেশানের বিল্ডিং থেকে আরম্ভ করে বি, ডি, ও, অফিস, রাস্তাঘাট সব কিছুই করতে হচ্ছে, কোনটাই বাকী নাই। অর্থ যদিও বা বাজেটের মধ্যে রাখা হল, কিন্তু সেই যে কাজগুলি করবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় মাল মশলা কোথায়? কোন্ কারখানা থেকে আমরা কি মাল পাব, সিমেন্ট পাব কিনা, আমি কেন বলছি কারণ সিমেন্টের অভাবে বিল্ডিং এর কাজ বন্ধ হয়ে আছে, হাসপাতালের কাজ বন্ধ হয়ে আছে, এমন কি আমাদের ডম্বুর প্রজেক্টের কাজও নাকি বন্ধ হয়ে আছে, আমরা শুনছি। কাজেই যেখানে প্রয়োজনীয় মাল মশলা নাই, সেখানে কাজ হবে, লোহা কোথায় পাব, এই রকম ইট, পাথর থেকে সমস্ত কিছুই আমাদের আগে থাকতে সংগ্রহ করে রাখতে হবে এবং তাহলে পর বছরের কাজটা আমরা বছরের মধ্যে করতে পারব। তাই আমার মনে হয় যে এই দিক দিয়ে চিন্তা না করে সমস্ত দপ্তরগুলিকে একত্র করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, আর সেজন্য কাজগুলি হতে দেরী হচ্ছে। তারপর এই পূর্ত্ত বিভাগ সম্পর্কে আর একটু বলব, সেটা হচ্ছে আজকে দুই চারদিন হয়েছে একটা বৃষ্টিতে চড়িলামের দক্ষিণ দিকে যে একটা বড় পুল আছে, সেটা দেখছি আজকে কয়েক বছর যাবতই নষ্ট হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে বালির বস্তা টস্তা ইত্যাদি দিয়ে রাত দিন যেন একটা লড়াই শুরু হয়ে যায়। আমি নিজেও সেইদিন দেখে এসেছি, এবং দুইদিন আগে আমাকে সেখান থেকে ফেরৎ যেতে হয়েছে, দুই তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে এই দিকে আসার কোন উপায় নাই। আজকেও দেখে এসেছি, এই অবস্থাই চলছে অথচ বহু কনট্রাক্টারকে দেখছি সেখানে বালি ফেলছে, গাছ গাছড়া ফেলছে। আমি বলি এটা তো এট্রা ছোটা পুল, এটার গতি বিধি কি আমরা জানি না, কিন্তু

ইঞ্জিনীয়ারেরা তো জানেন। এই রাস্তাটার আর কোথাও ভাঙলো না, ঐ একটা জায়গা ভাঙ্গার দরুণ সারা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ আজ কয়েক দিন ধরে দুর্ভোগ ভুগছে। তাই এই কারণে বলছি যে ওদের এগুলি দেখার দরকার আছে। আর ওনারা বলেছেন রাস্তাঘাট সম্বন্ধে, কিন্তু সেই রাস্তাঘাট সারা ত্রিপুরাতে একদিনে কি করে হবে. আমি জানি না। অথচ আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ প্রতি বছরই রাস্তাঘাট করার জন্য প্লেন তৈরী করে ২/৪টা করে করে। সেখানে এক একটা রাস্তা পাকা করতে গেলে তার জন্য পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হয়। তাই আমি আমার এলাকার কয়েকটা রাস্তার কথা এখানে বলতে চাই। যেমন উদয়পুর থেকে অম্পি পর্য্যন্ত রাস্তার সার্ভে হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উদয়পুর টু বাহাত্তরপাড়া ছয়গড়া মৌজা কিল্লা পর্য্যন্ত সবটাই আদিবাসী অঞ্চল এবং সেই আদিবাসী অঞ্চলের লোকেরা আমার কাছে অভিযোগ করেছে এই রাস্তাটা অনেকের জমির উপর দিয়ে যায়। আমি তাদেরকে বলেছি যে তোমরা মাপতে দাও, জায়গা জমির জন্য তোমরা সরকার থেকে টাকা পাবে, তোমাদের রাস্তা হবে। কিন্তু এই বছরের বাজেটের মধ্যে সেটার জন্য আর কোন টাকাই দেখছি না। কাজেই এই দুইটি রাস্তার কাজ যাতে এই বছরই আরম্ভ হয়, সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব। তবে রাস্তা করতে গেলে যে কিছু অসুবিধা হয়, সেটা আমি জানি। কারণ কিছু কিছু লোক তাতে বাধা দেয়। তারা বক্তৃতা দেওয়ার সময় রাস্তাঘাট সম্পর্কে অনেক কথাই বলে যায়, আর যখন রাস্তা করতে যায়, তখন নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন ধ্বজনগর টু টাকারজলা একটা রাস্তা হয়েছে, একদল লোক আছে, তারা এই দিক দিয়েও যেতে দেবে না আবার ঐ দিক দিয়েও যেতে দেবে না। বিরোধী পক্ষের কথায় বলতে গেলে গ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয় না। যেমন বাইশা মৌজার থেকে এক কুইন্টল ধান আনতে গেলে এজেন্টরা ১৪/১৪॥ টাকা কেরিং চার্জ পাচ্ছেন। তাহলে দেখুন আমাদের কৃষক-দের কি অবস্থা? তারা বলছে যে ১০ টাকার জিনিষ বিক্রী করছে ৭ টাকায়, আর ৭ টাকার জিনিষ তারা কিনে পায় ১০ টাকায়। সেজন্য আমি বলব যে ঐ গ্রামের রাস্তাগুলির সঙ্গে সহরের যোগাযোগ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই কৃষকদের উপকার করতে পারব না। কারণ কৃষকেরা বুঝে যে তাদেরই ফসল উৎপাদন করতে হবে এবং সেগুলি আবার বিক্রিও করতে হবে, কাজেই তাদের সব কিছুর জন্যই মেহনত করতে হবে...

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, প্রায় আধা ঘন্টা ধরে ট্রেজারী বেঞ্চগুলি দেখছি খালি পড়ে আছে। যিনি মন্ত্রী তিনি নিয়মিতভাবে এখানে এ্যাবসেন্ট থাকেন, এটা কি করে হয়?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— একজন তো আছেন, স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, যিনি উপস্থিত আছেন, তিনি তো এই সম্পর্কে কিছুই জানেন না?

শ্রীমনছুর আলী :— স্যার, মিনিষ্টার দুই একজন থাকলেই হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— যিনি আছেন তিনি কিছুই জানেন না এই সম্পর্কে। পি. ডাবলিউ. ডি. সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। আর একজন তো ডেপুটি—ডেপুটি কি বলবেন (ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নিশিবাবু, আপনি শেষ করুন..

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুভ করেছেন। ডিপার্টমেন্টাল মিনিষ্টার-ইন-চার্জ—হি মাষ্ট স্টে'হিয়ার। বলবে কাকে (ইন্টারাপশান) স্যার, এই সম্পর্কে আপনার রুলিং চাইছি। মিনিষ্টার-ইন-চার্জ অনুপস্থিত থাকবে আর এখানে আলোচনা হবে এটা হতে পারে না (ইন্টারাপশান)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— উনাদের মধ্যে একজন আছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— বড়পাথারী থেকে কাকড়াবন পর্যন্ত একটা রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ হাতে নিয়েছে কয়েক বছর আগে। কাজ হইতেছে। কিন্তু একটা জিনিষ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তার আগের এলাইনমেন্ট অনুসারে (ইন্টারাপশান) এটা আমি জানি বর্ত্তমানে আমার কাছে এই অভিযোগ আছে বর্ত্তমানে যে কাজ হচ্ছে (ইন্টারাপশান) কথা বলতে দিচ্ছে না স্যার... .

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লীজ......

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এবং আমার মনে হয় রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে—সেই রাস্তা খানিকটা চেঞ্জ করেছে। চেঞ্জ করেছে এই কারণে সেখানে নাকি কোন এক ভদ্রলোকের রাবার প্ল্যানটেশান আছে। সেই রাবার প্ল্যান্টেশানের মধ্য দিয়ে নিতে হবে নইলে রাবার প্ল্যানটেশানের জন্য একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে। এখন এই রাস্তা খানিকটা চেঞ্জ করার ফলে সেই ভদ্রলোক রাবার গাছের মাশুল সহ কম্পানসেশান পাবে। ৮০ হাজার টাকা এই দপ্তরকে দিতে হবে। (ইন্টারাপশান) রাস্তা আগে এলাইনমেন্ট হয়েছে—এই রাস্তা করতে যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে চেঞ্জ করা যেতে পারে কিন্তু রাবার প্ল্যানটেশানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি নাই। আমি বলতে চাই যে উপযুক্ত তদন্তক্রমে এই এলাইনমেন্ট চেঞ্জ করা হউক এবং কিছু ঘুরিয়ে নিলে এই ৮০ হাজার টাকা সরকারের লোকসান হবে না।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম হ্যাজ ওভার (ইন্টারাপশান)

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আর একটা প্রশ্ন হল ওয়াটার সাপ্লাই—জলের কথা...

মিঃ স্পীকার :— আপনি বহু সময় নিয়েছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আর ২ মিনিট সময় স্যার,—এই সভার মধ্যে বলা হয়েছে যে রুরেল ওয়াটার সাপ্লাই এবং (ইন্টারাপশান) আমার কথা হল গ্রামে জল দিতে হবে। সেখানে যাতে জল দিতে পারি তার জন্য চিন্তা করতে হবে। কারণ আমাদের মেসিন আছে —ঐ খারারী হেল্‌থ সেন্টার হয়ে গেল কিন্তু জলের অভাবে হাসপাতাল হবে না। এই ওয়াটার সাপ্লাই আগে যেখানে যেখানে দেওয়া দরকার সেটা অনুসন্ধান করে সেখানে যাতে

হয় সেই কথাই আমি বলছি। আর ঐ বিল্ডিং ফিল্ডিং সেগুলি সিমেন্ট হলেই হবে নইলে তারা যা বলবেন সেটাই আমাদের শুনতে হবে। আগে জিনিষপত্র আয়, আর ইলেকট্রিক যে তারা গ্রামে চাইছে ডম্বুর প্রজেক্ট হউক আসাম থেকে আসলেই সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেই অনুসারে কাজ হবে। আর এই যে কথায় কথায় ২৬ বছর টানছে—তারা ২৬ বছর ছাড়া আর চোখে কিছুই দেখেন না। ২৬ বছর আগে এই রাজ্য কি রকম ছিল—মাইক ছিল সামনে সবুর করুন সব হবে। তবে আমরা এই যে টাকাটা রাখছি সেই টাকাগুলি যদি ঠিকভাবে ব্যয় হয় তাহলে ত্রিপুরার কিছু উন্নতি হবে। এই বলে ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করে বিরোধী দলের কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, ৪৫ মিনিট শেষ হয়ে গিয়েছে, মিনিষ্টার-ইন-চার্জ অব দি ডিপার্টমেন্ট কনসার্ণড উপস্থিত নাই (ইন্টারাপশান) ডিপার্টমেন্টাল ইন-চার্জ আমরা দেখছি না।

মিঃ স্পীকার :— মিনিষ্টার আছেন......শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীসমর চৌধুরী :— হি ইজ নট মিনিষ্টার-ইন-চার্জ—মিনিষ্টার-ইন-চার্জকে থাকতে হবে। ২/৪ মিনিট হতে পারে আমরা দেখছি ৪৫ মিনিট তিনি এখানে নেই (ইন্টারাপশান)

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— এরা চেচামেচি করবেনই। হেড মাষ্টার মশাই, তারা স্কুলটাই চালাতে পারেন কিন্তু পার্লামেণ্টারী নিয়ম কানুনগুলি জেনে আসলেই ভাল হয়। (ইন্টারাপশান মন্ত্রী নাই ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার থাকতে হবে এই প্রসিডিউর কোথায় আছে স্যার, (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটা রুলে আছে আপনার রুলিং চাই ইন্টারাপশান)

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— স্যার, মন্ত্রী থাকার প্রয়োজন আছে এটা আপনি মনে করেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ডাঃ বি. দাস কথা বলছেন, তার মধ্যে পয়েন্ট অব অর্ডার না তুলে উনারা কথা বলছেন কি করে (ইন্টারাপশান)

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— ডিমাণ্ড নম্বর ১৪ বলতে এসে উনারা যা বলেছেন তাতে কেবল দোষটাই দেখলেন আর এই ২৬ বছরের কথাই বললেন। আর কাজ যদি কিছু হয়ে থাকে সেটাও বলা উচিত ছিল। ডিমাণ্ডের উপর আমি যে কথাগুলি বলতে চাইছি স্যার, ডিমাণ্ড নম্বর ১৪—মেজর হেড ২৮০—তাতে টাকারজলাতে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের জন্য ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে উনারা সেখানে বিল্ডিং তৈরী করবেন। সেজন্য টাকা রাখা হয়েছে। স্যার, তার জন্য আমি আমার সাজেশান এইভাবে রাখতে চাই। বিল্ডিং আমরা করে যাচ্ছি বটে—কিছুদিন আগেও আমি বলেছিলাম যে আমরা কতগুলি বিল্ডিং আমরা করেছি—খুব সুন্দর। কিন্তু স্যার, আমরা

যেন তাদের টাই স্যুট পরা লালমুখো সাহেব না করে তুলি। সেই টাকাটা খরচ করুন, মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান সেখানে গ্রামের মানুষ ত্রিপুরার মানুষ যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। তবে আমি এই কথা বলতে চাই উনারা যেন সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও নজর রাখেন তারা যেন আরও ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন তারা যেন ঔষধের ব্যবস্থা করেন আমাদের নার্সদের সেইভাবে শিক্ষিত করে তোলেন। সুইপার, ওয়ার্ডবয় ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা করেন সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

দুই নম্বরে এই ১৪নং ডিমাণ্ডের উপরে মেজর হেড ২৮২, পাবলিক হেল্‌থ,সেনিটেশন এণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই। গ্রামের অবস্থা তা না বললেও চলে স্যার। শহরের অবস্থায় আসা যাক কেন, সেখানেও সেনিটেশনের ঐ একই অবস্থা সেই কহতব্য নহে। কালকেই আমরা একটা প্রশ্নের আকারে তুলে ধরেছিলাম যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এক হাজার কাঁচা পায়খানা বর্তমান আছে এবং সেখানে আজ পর্যন্ত কোন আইন নেই। এখানে যে মুহূর্তে প্রশ্ন এসেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনে ছিলাম যে এমন ধরণের প্রশ্ন এসেছে গন্ধ। তাহলে স্যার, এখানে যদি গন্ধ হয়ে থাকে শহরে যে ১৩৮৯টি কাঁচা পায়খানা তাতে যে শহরের মানুষের স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি হচ্ছে সেইটা চিন্তা করারও অগম্য। কাজেই এখানে আজও আইন নাই, আজও আমরা একটা আইন করতে পারছি না। আমাদের তো স্যার পূর্ণ রাজ্য। সেনিটারী লেটট্রেন সেখানে করা হবে, কয়েকটা করা হবে সেখানে সেইজন্য এক হাজার টাকা লোন দেবে তার জন্য সুদ লাগবে না। কিন্তু সেইটা কি বড় কথা হলো ? সেনিটারী সিষ্টেম স্যার, এখানকার যে আবর্জনা কিংবা জল সেইগুলি কিছুতেই সরছে না। একটা ষ্ট্যাগনেনট অবস্থায় আছে, জল ছড়িয়ে পরছে চার দিকে। সেই জলে গভর্ণমেন্টকে এখানে প্রশ্ন করা হলো ম্যালেরিয়া এবং নানা রকম ভাবে জ্বর হতে পারে। কিন্তু তা প্রশ্নোত্তরে সেইটাকে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে কয়টা কেজ ম্যালেরিয়া হলো কয়টা কেজে সেখানে পজিটিভ হয়। সেইটুকু বোধ হয় অনেকের জানা নেই। কাজেই যতগুলি ম্যালেরিয়া কেজ আছে ম্যালেরিয়া কেজ যেগুলি আছে সেই ম্যালেরিয়া কেজগুলি যদি রক্ত নেওয়া যায় এবং সেখানে যদি পরীক্ষা করা যায় তাতে সেন্ট-পার্সেন্ট সেখানে পজিটিভ হবে না। কিছুটা পার্সেণ্ট সেখানে পজিটিভ হয়। কাজেই সেখানে ষ্ট্যাগনেন্ট ওটার থাকার দরুন সেখানে মশা বেড়ে যাচ্ছে এবং স্বাস্থের ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই সেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটা যত তড়ান্বিত হয় সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত। যদি আমরা দেখি স্যার, সেখানে শত শত পানা ডোবা ছড়িয়ে আছে এবং তাতে করে স্বাস্থ্যের প্রচুর হানি ঘটছে। ওয়াটার সাপ্লাইর কথা সেইটা এখানে তুলে ধরবো স্যার, সেই জল বিশুদ্ধ পানীয় জল কাকে বলে সেইটা গ্রামের একটি মানুষও জানে না। সত্যিই চিন্তা করা যায় না। সেই জল যখন নিয়ে আসা হলো তা যদি নেকড়া ছেকাও করা যায় তবু দেখা যায় ঘোলাটে এবং তার মধ্যে জীবাণু ভর্ত্তি। কাজেই রোরেল ওয়াটার সাপ্লাইর জন্য সেখানে নজর দেওয়া দরকার এবং অতি সত্বর যদি আমরা ত্রিপুরার মানুষকে অন্ততঃ পক্ষে কিছুটা স্বাস্থ্যের অধিকারী করতে চাই বিশুদ্ধ পানীয় জল অন্তত: দিতে চাই তাহলে অতিসত্বর সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ডিমাণ্ড নং ১৪ এ ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট বিল্ডিং তৈরী করার জন্য দশ হাজার টাকা সেখানে

রেখেছেন। ভাল কথা। প্রশ্ন করে আমরা এখানে জানতে পেরেছি যে মাছ যা তৈরী হচ্ছে। কাজেই বিল্ডিং তৈরী করুন কিন্তু ফিসারী ডিপার্টমেন্ট যাতে সত্যি সত্যিই এখানে মাছ উৎপন্ন হয় আমরা যাতে ওদিকে যে ইলিশ মাছ আসে এইটা এখানে এসে সেখানে আমরা পুকুরের ইলিশ খাচ্ছি এই কথাটা যেন আমাদেরকে না বলতে হয়। কথাটা ব্যাখ্যা করছি স্যার, পুকুরেতো ইলিশ মাছ হয় না তবে স্যার ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেক এই কথাটা বলে থাকেন। কাজেই ফিসারী ডিপার্টমেন্ট সেই দিকে নজর দেন। কিন্তু বিল্ডিং তো আমরা করছি এইটা সত্যি কথা, বিল্ডিং হোক, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন হোক, অফিসার আসুক সেখানে কাজকর্ম করুক এইটা সত্যি কথা। কিন্তু আমরা যেন স্যার, পুকুরের ইলিশ মাছ না খাই। ইলিশটা যেখানে তৈরী হয় সেখানের ইলিশ যেন আমরা খাই। এখাকার পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্টের এই রাস্তাঘাটের কথা একটু বলতে হচ্ছে যে ইটঅ্যাক্সেসিব্যল এরিয়াতে আগে রাস্তাগুলি হওয়া দরকার। এইটা স্যার সত্যি কথা। আমার এলাকার মধ্যে এই ডিমাণ্ড নং ২০ মেজর হেড ৩৩৭ সেখানে রোরেল রোড কনষ্ট্রাকশন সেইজন্য রাখা হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। সেই টাকা যেন সত্যিকারের কাজে লাগে। আমি স্যার একটা রাস্তার কথা তুলে ধরছি সেইটা হচ্ছে পদ্মনগর টু খাসচৌমুহনী ভায়া বাগমারা তৈজিলিং। খাসচৌমুহনীতে একটা হাই স্কুল আছে। সেখানে যাবার রাস্তা নাই। যদি বর্ষাকালে আসে আমি যে কোন একজন মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে একবার ইন্সপেকশন সেখানে করুন। তবে এর আগে উনাকে জানিয়ে রাখবো যেতে হলে সেখানে গাড়ী কিন্তু যাবে না। এই হচ্ছে রাস্তাটার অবস্থা স্যার। বর্ষাকালে এই রাস্তাটার কথা চিন্তা করা যায় না না। গাড়ী চলা তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে যেতে হলে সেখানে যে কতবার হোচট খেতে হয় তা বলে লাভ নাই। কাজেই সেই রাস্তাটার দিকে একটু নজর দিন। পদ্মনগর টু খাসচৌমুহনী ভায়া বাগমারা তৈজিলিং। দুই নম্বরে আমি আসছি। কাঁঠালিয়ামুড়া একটা রাস্তা আছে বটে ভায়া মুল্লার মাঠ। সেইদিকে যদি রাস্তাটা হয়ে যায় আমাদের দুইটা ব্রিজ দরকার। তাহলে কাঠালিয়া মুড়া থেকে খুব সহজ, রাস্তাটা আছে সেইটাই আবার রিপেয়ার করে সেখানে গাড়ী চলতে পারে। গাড়ী না চলুক অন্তত: যাতে মানুষ চলতে পারে সহজভাবে তার একটা ব্যবস্থা করেন আরেকটা রাস্তা স্যার, তিল্লদুয়া টু বাগমা এখানে দুইটা রাস্তা এক করে দিয়েছে এই রাস্তাটা। ভায়া বগাবামা। এই রাস্তাটা যদি হয় বগাবাসা। সত্যি স্যার, একটু ইন্টিরিয়র এবং নলচড় থেকে মেইন রাস্তাটা সোনামুড়া থেকে যে মেইন রাস্তাটা সেখান থেকে সেখানে যেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা নেই। একটা পায় হাঁটা রাস্তা আছে বটে কি বাগমা হতে যদি সেইটা যোগাযোগ করে দেওয়া যায় ভায়া বাগবাসা আপ টু তেলিয়ামুড়া সেইটা থেকে সোনামুড়া থেকে খুব সহজে যাওয়া যায়। একটি মাত্র ব্রিজ সেখানে দরকার হয়। এই যে একটা রোডে যে টাকাটা আছে সেইটা তৈরী হয়। আরেকটা রাস্তা আছে মেলাগড় টু কাঠালিয়া মুড়া ভায়া কেমপতলী। ওখানে ৫টা ব্রীজ দরকার হয়। ৫টা ব্রীজ সেখানে আছে বটে কিন্তু তার যে অ্যাপ্রোচ রোডটা এবং ক্যাম্পতলীতে একটা ভাংগা আছে সেই ভাংগাতে কিছু দূরে একটা ব্রীজ বেশ কয়েক বৎসর যাবত কাজ চলছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হয়ে উঠছে না। কাজেই সেই দিকে সরকার দৃষ্টি দিন। গ্রামের মানুষকে অন্তত: চলতে চলতে ফিরতে দেন। এই রাস্তাগুলি স্যার আশু দরকার হয়ে পরেছে। এগ্রিকালচার ডিপার্ট-

মেন্টের জন্য সেখানে বিল্ডিং এর কথা বলা হয়েছে। বিল্ডিং এর জন্য প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। সেই টাকা খরচ করুন বিল্ডিং তৈরী করুন ভাল কথা। কিন্তু এগ্রিকালচার থেকে যতটুকু নজর দেওয়া উচিত পুরাপুরি নজরটা আমরা দিচ্ছি কি? পাম্পসেট দিয়েছি কিন্তু জল তো দিচ্ছি না। অভার ফ্লো করতে গিয়ে যে কতরকম কাজ করতে হয়েছে সেইগুলি নাই বললাম। তবু আমি একটা কথা তুলে ধরছি স্যার, কিছুদিন আগে যে ফ্লাডটা হয়ে গেল গতবৎসর প্রচুর জমি বালিতে ভরে গেছে। যে জমি কৃষকের প্রাণ যে জমিতে ধান উৎপন্ন হয় তবু কেন প্রথমে বালিটা সরানোর দিকে নজর দিচ্ছি না? এই বালি যদি না সরাতে পারি ধান ফলবে কি করে? জল আমরা কোথায় দিবো? কাজেই সেই দিকে আমার সাজেশন রাখছি আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে সরকার যেন সেই দিকে দৃষ্টি দেন। নলহুর এলাকাটাকে সাধারণতঃ বলা হয় সোনামুড়ার সাবডিভিশনের গ্রীমই। সত্যি সেখানে জমিগুলিতে উত্তম ধান হয়। কিন্তু এই গেল ফ্লাডের তার উপর যে বালির আস্তর পরেছে সেই দুই হাত দেড় হাত ধান সেখানে ফলবে না। কাজেই সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আরেকটা কথা বলছি স্যার। এডুকেশান বিলডিং এখানে তৈরী হচ্ছে—ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৪'এ আছে। মেলাঘর যে হাইস্কুল আছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এত বেশী, এ্যাকমডেশান কিছুতেই হতে পারছে না। সেই মেলাঘর টিচার্স এ্যাসোসিয়েশানের পক্ষ থেকে, মাননীয় উপ-শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, উনি যখন সেখানে গিয়েছিলেন, উনার কাছেও রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে, এবং উনি সেখানে বলে এসেছিলেন যে আমি দেখব কি করা যায়। এর পর বহুবার এ বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে, এত ছাত্রছাত্রী যাবে কোথায়? সহরে না হয় ১০টি স্কুল আছে, একটায় এ্যাড-মিশান না হলে অন্য আরেকটায় যাবে। কিন্তু এখানে কি অবস্থা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা সাজেশান রেখেছেন, সেটা ভাল কথা যে বর্তমানে যে সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে, সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা এবং ভবিষ্যতে সেই সিনিয়র বেসিক স্কুলটি হাই স্কুল করে সেটাকে গার্লস স্কুল করা যায় কি না সেটা আমরা চিন্তা করে দেখব। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব এবং ঐদিকে দৃষ্টি দিতে বলব, সেইসব ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় ঐ সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে দুই ভাগ করে, ঐযে বিলডিং আছে, সেখানে একটি হাই স্কুল করুন, কারণ সেটার প্রয়োজন আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার মনে হয় এই মুহুর্ত্তে অস্বীকার করতে পারবেন না যে নলহুড় সিনিয়র বেসিক স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী আছে। মন্ত্রী মহাশয় আসতে যেতে বহুবার সেখানে দেখে এসেছেন এবং সেখানে কথা দিয়ে এসেছেন। সেই যে ঘরের অবস্থা, সেখানে উনি নিজে গিয়ে বসতে পারেন নি একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, উনার মাথায় টপটপ করে বৃষ্টি পড়ে। কাজেই ঐ স্কুল যাতে বিলডিং করা হয়, সেইদিকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন রাখতে যেয়ে কতকগুলি জিনিষের উপর, যেগুলি নাকি ইমিডিয়েট দৃষ্টি দেওয়া দরকার, সেইদিকে যাতে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, সেই-দিকে যাতে দৃষ্টি দেওয়া হয়, একথা বলে এর উপর সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কাটমোশান যেগুলি এসেছে, সেইগুলি আসতে হবে। তা না হলে আলোচনা কি করে হবে, কিন্তু তার উপর যে সমস্ত কথাবার্তা রাখা হয়েছে, তাতে আমার সমর্থন জানাতে পারলাম না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, ২০, ৩৫. ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৪৯ এবং ২৮ এসেছে, এই ডিমাণ্ডগুলি আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের যে কাট মোশান, সেই কাট্‌মোশানের আমি বিরোধীতা করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ৪০—তে কাট মোশানের মাধ্যমে শ্রীঅভিরাম দেববর্মা এবং শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে যেকথা বলেছেন হাউসে সেটা সত্য নয়। ধান সংগ্রহ সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে যেকথা বলেছেন. সেটা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে· যেটার উপর পাচ্ছেন, সেটাই আবার আসছে হাউসে, তারপর উনারা সন্তুষ্ট হচ্ছেন না—সরকার বারবার বলেছেন ধান সংগ্রহ মানুষের সদিচ্ছার উপর করা হয়েছে পঞ্চায়েত মারফত, কোথাও লেভি করা হয় নি। মানুষের কাছ থেকে তাতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সারা পাওয়া গেছে। গত বছর যে লেভি করা হয়েছিল, সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে হাইয়েস্ট প্রকিউরমেণ্ট হয়েছিল ১0শ' মেঃ ট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে, সেখানে সরকারের সঙ্গে গ্রামের কৃষকের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে এবং তাদের থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সারা যে পাওয়া গেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিধান সভার সদস্য হিসেবে আমি বলতে পারি যে কোথাও কোন পুলিশি জুলুম বা জোর করে ধান আদায় করার কথা নেই। এটা বানান কথা তাঁদের। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিজেরা বলেছেন যে ইণ্ডাস্ট্রির দরকার আছে, বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে, এটা উনারা স্বীকার করে যাচ্ছেন, আমরাও তাদের সংগে একমত, ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের দরকার আছে কিন্তু যখন ডম্বুর প্রজেক্টের কথা বলবেন, মনে হচ্ছে রাইমার কান্না—যদি বিদ্যুতের প্রযোজন থাকে আর ডম্বুর প্রজেক্ট না হয়, তাহলে বিদ্যুত আসবে কোথা থেকে? আমরা বিদ্যুতও চাই, আবার প্রজেক্টও করতে পারবনা, এই যদি তাঁদের শ্লোগান হয়ে থাকে, তাহলে বিদ্যুত সাপলাই কোথা থেকে আসবে? সরকার চিন্তা করছেন ডম্বুর প্রজেক্ট করে কি করে বিদ্যুত-এর চাহিদা মেটান যায়। আসাম থেকে বিদ্যুত এনে আমাদের চাহিদা পুরণের চেষ্টা সরকার করছেন। আমাদের দেশে যাতে ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠে তারও চেষ্টা সরকার করছেন। কিন্তু নানা কাট মোশানের মারফত উনারা যে বক্তব্যের অবতারণা করেছেন, সেটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ এবং ৪৩—মাইনর ইরিগেশান-এর যে ডিম্যাণ্ড, এই ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করি। তবে কথা আছে এখানে। এই ছোট্ট ত্রিপুরা, এই সবুজ ত্রিপুরা, আমাদের এখানে যেসব কৃষক আছে, প্রায় সবাই কৃষিজীবি। এই কৃষকদের যদি উন্নতি করতে হয়, মাইনর ইরিগেশান থেকে যদি গ্রামের কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মাইনর ইরিগেশান যেসব প্রকল্প আগে করেছেন, আরও দ্রুত গতিতে যদি কাজ করা যায়, তাহলে গ্রামবাসীর উপকার হবে, গ্রামীন অর্থনীতি গড়ে উঠবে। কাজেই আমি বলছি মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টকে একই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যে রাখা হয়েছে, তাতে সমস্ত কাজ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না, তাই সেই মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের অফিসটা পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট থেকে সেপারেট করা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

আমি সেখানে দেখেছি যে মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট, ইনভেষ্টিগেশান-এর নামে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যেসব ছড়াতে শ্লুইচ গেটের যে ডিম্যাণ্ড আছে, যেখানে লিফট ইরিগেশানের কথা, গ্রামের মানুষ ডিম্যাণ্ড করেছে এই ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেন্ট এটাকে বছরের পর বছর জমিয়ে রাখছে ফলে গ্রামের শ্লুইচ গেট হচ্ছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামের লোক বলছে যে আমরা উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে চাই। কিন্তু জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না, আমরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, আমরা পারি না। সেখানে দেখা যায় যে বিলোনীয়া মুহুরী নদী যেটা আছে সেটা মুহুরীপুর থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম চরকবাই, লাউগাং, বিলোনীয়া বন্দকুল পর্য্যন্ত যে জায়গাটা বাংলাদেশে চলে গেছে এই জায়গাতে যদি আমরা পাম্প সেট দিয়ে লিফট ইরিগেশনের মারফতে যদি আমরা পরিকল্পনা করে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে বিস্তীর্ণ এলাকাতে আমরা চাষ করতে পারি, গ্রামের কৃষক প্রচুর ফসল ফলাতে পারে। এছাড়া ছোট ছোট ছড়া, আমি এক দিয়ে আসি বীরেন্দ্র নগর একটা গাঁওসভা, সেখানে কোয়াইকামছড়া, বড়পতি রায়, ছোটপতি রায়, লালছড়া। এখানে চারটা ছড়া আছে এই ছড়াতে বাঁধ দিয়ে অথবা লিফট ইরিগেশনের মারফত সেচের জন্য আমি দীর্ঘদিন যাবত বলে আসছি লক্ষীছড়া, বাইকুন্ঠছড়া ঐসব ছড়াতে স্লুইস গেট আছে একটা। সেটা অনেক সময় কাজ দিচ্ছে না। আমি বলছিলাম লক্ষীছড়া গাঁওসভার উপরে সল্‌ইস গেটটাতে জলেসেচের ব্যবস্থা যদি করা হয় এবং এই দিকে যদি আমরা চলে আসি ঋষ্যমুখের দিকে সেখানে নলুয়াছড়াতে ব্লক কর্তৃপক্ষ একটা সীজন্যাল বাঁধ দিয়েছে। সেটা পার্মানেন্ট করার জন্য এবং পি, ডবলিউ, ডি, যেটা মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট টেক আপ করার জন্য আমি চিঠি দিয়েছি সেটা যদি টেক আপ করে পি, ডবলিউ, ডি, ছাড়া সেখানে মেনটেনেন্সের কোন খাত নাই। মেনটেনেন্স করতে পারে না। বলে সেটা হয়ত সামনের বছর মাটি কাটা যাবে না, মেটালিং করা যাবে না। ফলে বাঁধটা হচ্ছে না। আজ দুই বছর পর্য্যন্ত গ্রামের মানুষ এবং ব্লক নানাভাবে সেটা মেন্‌টেনেন্স না স্যাংশান দিয়ে কাজ করছে। আমি বলছিলাম মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এটা টেক করুন এবং যে সব চ্যানেল নূতনভাবে হয়েছে জলসেচের জন্য, এই বাঁধের জন্য সাত শ' একর জমিতে সবটাতে যদি পাকা চ্যানেল করা যায় তাহলে সমস্ত জায়গাতে জলটা সুষ্ঠভাবে বন্টন করা যাবে। নাওয়াগাঁও ছড়া আছে, দেবেন্দ্র ছড়া আছে ঋষ্যমুখে। তাছাড়া ঋষ্যমুখে কৃষ্ণনগরে মতাইয়া ছড়া, গজারিয়া ছড়া এবং তৈদুমারা নামে একটা নদী আছে যেটা মুহুরী নদীতে পড়েছে এবং সেই জলটাকে একটু যদি মতাইয়ের দিকে আনা যায় তাহলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ করা যাবে। এছাড়া ত্রিপুরাতে বহু নদী আছে যে নদীগুলির জল আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারছি না। এইসব ছড়ার জল বাংলাদেশে চলে যায়। বাংলাদেশের লোক এইগুলি ব্যবহার করছে। কাজেই আমার অনুরোধ এইসব জায়গাতে স্থায়ীভাবে বাঁধ দিয়ে সলুইস গেট করে যাতে এই ছোট্ট ত্রিপুরা সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠে তার জন্য এই প্রকল্প নেওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে প্রাইমারী স্কুলের হেডে ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটিনে প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং সম্পর্কে বলা যায় এটা যে বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত

খুশী। গ্রামে অনেক স্কুল ছনের ঘরের আছে। ছনের ঘর অনেক সময় পড়ে যেতে পারে, বেড়া থাকে না। সেদিকে সরকার নজর দেবেন বলে আমরা আশা করি। যদি সরকার শুধু শহরের স্কুল বিল্ডিং করার পরিকল্পনা করেন তাহলে আমি মনে করে এটা ঠিক হবে না। আর ভি, এল, ডবলিউ, এর কোয়ার্টারের জন্য যে টাকাটা রেখেছেন সেটাকেও আমি সমর্থন করছি। গ্রামে যে ভি, এল, ডবলিউ সেন্টারগুলি আছে সেগুলিতে যদি আমরা গো-ডাউন করতে না পারি তাহলে সরকার যে বীজ সার ইত্যাদি পাঠান সেগুলি কৃষকেরা ঠিক সময়ে পাবেন না, এটা অত্যন্ত সত্য কথা। সর্বোপরি যে কথা আমার বলতে হচ্ছে যে রাস্তাঘাটের কথা, সেটা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য পাখী ত্রিপুরা একটা কথা বলে গেছেন যে ট্রাইবেল মিনিষ্টারের বাড়াতে সিমেন্ট গিয়েছে অথচ গ্রামের লোক সিমেন্ট পায় না, ডুম্বুর প্রজেক্ট হয় না সিমেন্টের অভাবে। আর ট্রাইবেল মিনিষ্টার ৫১ ব্যাগ সিমেন্ট আর টিন নিয়ে গেছেন। আমার কথা হল গ্রামের লোক যে সিমেন্ট পাচ্ছে সেটা হল পি, ডবলিউ, ডি, এর আলাদা সিমেন্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা চরম অসত্য কথা এই হাউসে পরিবেশন করা হয়েছে। সিমেন্ট নেওয়া হয়েছে সেটা কালী বাড়ী করার জন্য এবং সাত বান টিনও আছে আছে কালী বাড়ী করার জন্য। গ্রামের লোক কালী বাড়ী করার জন্য সিমেন্ট চেয়েছে। এখন যদি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলতে চান চন্দ্রশেখর দত্তের বিল্ডিং হওয়ার জন্য সিমেন্ট যাচ্ছে সেটা হল অন্য কথা। সেগুলি সাধারণ মানুষের জন্য নেওয়া হচ্ছে। পিটিশান করেছি গভর্ণমেন্টের কাছে, সেটাই আমি পাব। সেটা তো সাধারণ মানুষের জন্য নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এইসব অভিযোগ হাউসকে মিস্‌লিড করার জন্য করছেন বলে আমার মনে হয়। গ্রামের মানুষের অরিজিন্যাল কোন সাজেশন সরকারের কাছে তারা রাখতে পারছেন না এবং কাটমোশান গুলি এনে বলেছেন আমরা অনেক কিছু করছি। মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছি আশা করি সরকার সেগুলিতে মনোনিবেশ করবেন এবং মাইনর ইরিগেশান ডিপার্ট-মেন্ট আমার এই বিশ্বাস আছে যে আরও জোরদার হবে। এবং এই কাটমোশনগুলিকে বিরোধিতা করে আর ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার কক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রশ্নোত্তরের সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাবরুমকে অনুন্নত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই পি, ডবলিউ, ডি, এর বই থেকে আমি এটা বুঝতে পারছি না সাবরুম অনুন্নত কিনা। কারণ নাম ধাম কিছুই নাই। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের যে সিডিউল্‌ড ওয়ার্ক ফর ১৯৭৪-৭৫ যে বই আছে আছে তাতে যেসব ওয়ার্কস টেক আপ করবে সেগুলির মোটামুটি নাম আছে। সেই নামও দেখছি এমন কতগুলি আমি গত বছরে বলেছিলাম যে যেসব কাজ পি, ডবলিউ, ডি, নেবেন সেগুলির নাম থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার মনে হয় আশ্বাস দিয়েছেন ভবিষ্যতে এমন হবে না। কিন্তু এবারও দেখছি সেই। যেমন মেটেলিং অব সাবরুম ছোটখিল রোড। এতে এ বছরের কোন বরাদ্দ নাই। কিন্তু নামটা আছে। যেমন কন্সট্রাকশান অব মনুবাজার বকুল রোড, টাকার বরাদ্দ নাই, নাম আছে। কন্সট্রাকশন অব মনুবাজার সমরেন্দ্র রোড, টাকা নাই, নাম আছে।

কি পেলাম? এবার এটা দেখে কি বুঝলাম? আমি খুশী হয়ে গেলাম যে আমার অঞ্চলে কারুকার্য হচ্ছে। কিন্তু টাকার কোন বরাদ্দ নাই। যে সব ওয়ার্ক শেষ হয়ে গেছে তার নামও দেখতে পাচ্ছি। রিভাইজ্‌ড যেটা ছিল, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বোধ হয় ছিল তার জন্য বোধ হয় এখানে রাখা হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম না যে এর জন্য এখানে রাখা হয়েছে কিনা।

একটা অউন্নত অঞ্চলের প্রতি যদি এই দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে আমার মনে হয় এই দপ্তর, এই অউন্নত মহকুমার প্রতি অবিচার করছেন। কারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলি যদি সংস্কার করা হয়, সেখানে পুরানো রাস্তাগুলির সংস্কার হয় না। তবে বলতে পারি যে বছর শেষ হয়তো দুই একটা রাস্তা ধরা হয়, তারপর তাতে কি কাজ হয়, হয়তো টাকা নাই, এই নাই, সে নাই। এই যদি হয়, আমি সাব্রুম থেকে বৈষ্ণবপুর রাস্তা। বৈষ্ণবপুর রাস্তা কেন? আসলে রাস্তাটা হওয়ার কথা ছিল সাব্রুম থেকে বৈষ্ণবপুর হয়ে ঘোড়াকাপ্পা পূর্ব সাব্রুমের উপর দিয়ে যাবে, বনকুল গোরাকাপ্পা রাস্তার সংগে মিট করবে। কিন্তু আমি বুঝলাম না যে পি, ডাব্লিউ, ডি, এই জিনিসটা বুঝেছেন কিনা বা এক এক সময়ে তারা এক এক রকম ভাবে পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করবেন কিনা? তারপর আমি আর একটি রাস্তার কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে মনুঘাট থেকে আমলীঘাট, ঐখানে পাথর আছে, আমি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিজে বলে ছিলাম, তখন অবশ্য তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ, সেটা ধরা হবে, এখন দেখছি তাও নাই। তবে একটা খুসীর কথা যে গোবিন্দ মাটে একটা বাঁধের জন্য ৯ লক্ষ টাকার একটা এষ্টিমেটেড কষ্ট, অথচ সেটার কোন সার্ভে হল না। এই বছরে আরও ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু কি হবে? এই হাজার টাকা দিয়ে। তার উত্তরে হয়তো আমাকে শুনতে হবে যে এই দিয়ে সার্ভে করা হবে। কারণ এর আগে বাবুগ্রামের স্কীম সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন প্রশ্ন উত্তরে যে ১ হাজার টাকা রাখা হয়েছে সার্ভে হবে। সার্ভেই যদি করা হয়, তাহলে ৯ লক্ষ টাকার এষ্টিমেটেড কষ্ট কি করে ধরা হল? যে ৯ লক্ষ টাকা লাগবে? তারপর দেখছি এই বইতে ইরিগেশান স্কীমের জন্য সাব্রুমের একটা নামও নাই। অবাক হতে হয়। কারণ কি লিফট ইরিগেশানের কোন ব্যবস্থাই কি সেখানে হতে পারে না? সেখানে ফেনী নদীতে জল নাই, নদীর পাড়ে কারো জমি নাই। তাই তো বুঝছি, আর তা না হলে নাই কেন? এভাবে আমি অবাক হয়ে গেলাম এই সব দেখে। আমি আর বেশী কথা বলব না। এগুলির দিকে অবশ্য গভর্ণমেন্ট দৃষ্টী দেবেন, এই আশা আমি রাখব। আর একটা কথা বলব সাব্রুমের ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে। সাব্রুমে হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি এলো সরকারের এস, ডি, ও অফিসে, ডাক বাংলাতে, হাসপাতালে এবং থানাতে। এটাকে অবশ্য এখন আরও কিছু সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং সেট বসানো আছে বগাফাতে। ইদানিং আমি লেখা লেখি করে একটা টেলিফোনও পেয়েছি, সেই টেলিফোন অর্ধেক সময় বন্ধ থাকে, অটো লাইন, ইলেকট্রিসিটি নাই কাজেই সেই টেলিফোন চলে না। মাসে অন্তত: ১০ দিনই বন্ধ থাকে কারণ নিয়োমিত ইলেকট্রিক সাপ্লাই থাকে না। তাই আমি বলছিলাম যে সদর তো লাফ টাক আর আগামের পাওয়ার দিয়ে কভার হচ্ছে, সুতরাং এখানে যে জেনারেটারগুলি রয়েছে, অন্ততঃ গোটা ২/৩ জেনারেটার নিয়ে সাব্রুম বা মনুবাজারে বসানো হউক। মনুবাজারে অবশ্য

এখন এ্যাক্সেপ্টেড করা হয়েছে রুরাল ইলেকট্রিসিটি স্কীমে, না কোথায়, মনুবাজার হাসপাতালে বাস্। আগে অবশ্য আমাকে বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হয় নি। তাই আমি সেখানে একটা জেনারেটিং ষ্টেশান করতে বলেছিলাম এবং আশা করছি যে ত্রিপুরা সরকার এইদিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মাইনর ইরিগেশান বা জলসেচ সম্পূর্কে আমি এই বাজেট দেখে এই কথা না বলে পারছি না, কারণ গত বছরের বাজেটও আমি দেখতে পেলাম যে আমার এলাকাতে পেছার থলের যোলনালার বন্যা নিরোধের জন্য পর পর দুই বছর বাজেট বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এখন দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এবারের বাজেটে সেই বরাদ্দও নাই। কেন নাই? সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। অথচ আমি জানি যে সেই বাঁধটি এখনও হয় নি। এবং এই বাঁধটা না হওয়ার ফলে প্রত্যেক বছরই এখানকার প্রায় ৫০ দ্রোণের মত জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই বাধটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। মাইনর ইরিগেশান সেই বাঁধটা কেন করলো না, বাজেটে টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও, এটা আমি বুঝতে পারলাম না। এবার দেখছি সেই টাকাটাও বাজেটের মধ্যে নাই। আমি জেনারেল ডিস্কাশনের সময়েও বলেছিলাম যে ইরিগেশান বা জলসেচের ব্যাপারে ব্লক থেকে যে সমস্ত সীজন্যাল বাঁধ করা হয়েছিল জলসেচের উদ্দেশ্যে এবং অধিক ফসল ফলানোর জন্য, সেগুলিকে যদি মাইনর ইরিগেশান বা পি, ডবলিউ, ডি পাকা করে স্থায়ীভাবে করতো, তাহলে আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ ফসলের উৎপাদন হত। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে এই বাঁধগুলিকে যাতে পি, ডবলিউ, ডির হাত থেকে নিয়ে মাইনর ইরিগেশানের হাতে দিয়ে করা হয়। তারপর আমি আর একটা জিনিষ দেখতে পাই যে অনেক জায়গাতে পি, ডবলিউ, ডি নুতন করে নালা কেটে দেয়, সেগুলি করার জন্য অনেক রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমি একটার কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আসাম আগরতলা যে রাস্তা, এই রাস্তার উপর কুমারঘাটে দেও নদীর যে একটা মোড় আছে, সেটা সোজা করে কেটে দিলে জল অনায়াসে চলে যেতে পারে এবং তাহলে পরে সেই রাস্তাটা আর নষ্ট হত না। কিন্তু সেখানে বছর বছর আমরা দেখতে পাই কত হানা দেওয়া হয়, সেই হানার জন্য প্রচুর টাকা আমাদের নষ্ট হয়ে গেল। তবু এই রাস্তাটা রক্ষা করা গেল না। অথচ যদি অল্প টাকা খরচ করে সেই নদীটাকে ডাইভার্শান করে দেওয়া হয় তাহলে এত টাকা খরচ হয় না। এবং রাস্তাটাও নষ্ট হয় না। এই অবস্থা চলছে। এইগুলির দিকে যদি নজর দেওয়া হয় আমার মনে হয় ভাল হয়। আমরা যদি এইগুলি বলি তাহলে আমাদের টেক্‌নিকেলের কথা বলে দেওয়া হয়। তখন আমরা আটকে যাই সেই টেক্‌নিকেলের কথার উপর আমাদের কোন জবাব থাকে না—সেজন্য আমরা বাস্তব যেটি দেখি তার জন্য আমি অনুরোধ করব এই সব টেক্‌নিকেলের কথা বলে উড়িয়ে না দিয়ে বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে এই কাজগুলি করা হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের সরকারের অহেতুক টাকা নষ্ট হবে না। তাছাড়া আমার এলাকা—দামছড়ায় একটা ডিস্‌পেনসারী আছে। সেটির ঘর এখনী

নাই বললেই অত্যুক্তি হয় না। আজকে ঘর হবে কি হবে না তা আমি জানি না। তবে যে সমস্ত বিল্‌ডিং করা হবে তার জন্য টাকা বরাদ্দ আছে সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব তা থেকে সেই ডিস্‌পেনসারীর ঘর যাতে করা হয়। খেদাছড়া একটা দুর্গম অঞ্চল। সেই অঞ্চলে প্রত্যেক বছরই বার বার নানা দুর্ঘটনা হচ্ছে। বিদ্রোহী মিজোদের দ্বারা ঘটছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী যদিও আছে কিন্তু ঠিক সময় যোগাযোগ রাখতে পারে না। সেখানে তাদের জন্য সেই রকম থাকার সুবিধা নেই। পার্মানেন্ট নাই সেজন্য থাকতে পারে না। তাদের জন্য পার্মানেন্ট ঘর থাকা উচিত এবং এই এলাকায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বার্থেই জন্য রাস্তা অতি তারাতারি করা দরকার। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় হয়ে গিয়েছে এই সমস্ত দিক দিয়ে আমি সরকার এবং মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ রাখার এই সব দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য এই সবরাস্তার দিকে, এই সব বিল্ডিং এর দিকে এই সব ডাইভার্শনের দিকে নজর রেখে কাজ করার জন্য অনুরোধ রাখব। এই বলে আমি ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীআচাইছি মগ।

শ্রীআচাইছি মগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন আমি সেগুলি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের বন্ধুর যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি। আমি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কথা কিছু বলছি। আমাদের মুহুরীপুর তপশীল এলাকায় স্কুল, মাইনর স্কুল, প্রচুর আছে। এবং প্রত্যেক দুই বছর পর একবার সেগুলি রিপেয়ার হয়। এই রিপেয়ারিং দুই বছর পর পর হয়। তা না করে যদি সেগুলি শক্ত ঘর করে টিনের চাল দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় ভাল হয়। আর বিলডিং করে দিলেতো আরও ভাল হয়। আর একটা কথা বিলোনীয়ায় একটা গার্লস হাই স্কুল আছে, ঐখানে আমাদের ট্রাইবেলরা যেতে পারে না। গরীব এবং সিডিউলড কাষ্টও সেখানে গিয়ে গার্লস স্কুলে পড়তে পারে না। কারণ খুব দরিদ্র তারা। দক্ষিণ অঞ্চলে মুহুরীপুর এলাকার মধ্যে জোলাইবাড়ী জায়গাটা ভাল এবং মাঝখানে। এখানে বাইকোরা থেকে আসতে পারে কলসী থেকে আসতে পারে ঐদিকে সাবরুমের গাছ ছড়া থেকে আসতে পারে। জোলাইবাড়ী হচ্ছে মাঝখানে। এখানে যদি একটা গার্লস হাই স্কুল করে দেওয়া হয় তাহলে ঐ এলাকার জনসাধারণের পক্ষে খুব উপকার হবে। সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখছি। আর মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে আমি কিছু বলব। কাজ হয় নাই এটা নয় অনেক কাজ হয়েছে। সরকার মুহুরীপুরে মাইনর ইরিগেশান দিয়েছে সেখানে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য। ঐ জায়গাতে প্রচুরভাবে জনসাধারণ কৃষির উৎপাদন করছে এবং উন্নতিও হয়েছে। তেমনই ডলুছড়ার মধ্যে মাইনর ইরিগেশানের যদি একটা স্কীম করে দেয় তাহলে সেখানেও বহু উৎপাদন বাড়বে। শুধু টাকা সেংশান করলেই হয় না এবং জনসাধারণ সরকারের দিকে তাকালেও চলে না। জনসাধারণ অগ্রসর হয়ে আমাদের দেশে কিভাবে উন্নত ধরনের চাষ করতে হবে এইদিকে জনসাধারণেরও অগ্রসর হওয়া দরকার। এখানকার আফসাররা চেয়ারে বসে টাকা মঞ্জুর করলেই হবে না সেখানে কৃষকদের ডিমাণ্ড কি আছে কি তাদের এলাকার তারও সেখানে

গিয়ে খোঁজ করা দরকার। আর জোলাইবাড়ীতে কোন নদী নালা নেই সেখানে কোন পাম্পসেট দেওয়া হচ্ছে না। অথচ জোলাইবাড়ীর কৃষকেরা খুব কষ্ট করে আলু ফলায়, ধান ফলায় বিলোনীয়া সাবডিভিশানে জোলাইবাড়ীর মত জায়গা নাই। এটা সবাই জানে। এখানে এখন পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। সেখানে জলের ব্যবস্থা করে কৃষকের উন্নতির জন্য সাহায্য যাতে করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে আমি তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন সেগুলি সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমি পূর্ত্ত বিভাগ সম্পর্কে বলছি। পূর্ত্ত বিভাগ এর রাস্তা নিয়ে আরম্ভ করছি। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে রাস্তা তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর টি, টি, সি-র আমলে হয়েছিল সেই রাস্তার ব্যাপারে আমি অনুরোধ করব মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যেন একবার সেটি দেখে আসেন। বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাতে গো সম্পদ চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই হাউসে এই রাস্তা নিয়ে আরও কথা হয়েছে বিশেষ করে সেই রাস্তায় বহু বাস মালিক আছে যারা রোড পারমিট নিয়েছে। এবং ঐ রাস্তার নাম নিয়ে তারা বাস খরিদও করেছে বাসের ব্যাবসা করছে। অথচ সেই রাস্তা ভাল না থাকাতে সেখানে মালিকেরা বাস দিচ্ছে না। বিশেষ করে অম্পিতে যে ছড়া আছে ছনগাঙ্গ সেখানে অনেক বছর যাবত কোন পুল নাই। আমি এই হাউসে আরও দুই তিন বার এই কথা বলেছি সেই পুলের কথা। তাই আমি অনুরোধ করব যাতে অনতিবিলম্বে সেই পুলের কাজ আরম্ভ হয়। তারপর অমরপুরের পাশে গোমতী নদী আছে যার উপর ব্রীজ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ ব্রীজের জন্য সেন্ট্রাল থেকে টাকাও ধরা হয়েছিল—সেই ব্রীজ তেলিয়ামুড়াতে নেওয়া হবে বলা হয়েছিল। সেই টাকাও সেন্ট্রালে ফেরত গিয়েছে। তাই আমি অনুরোধ করব অনতি-বিলম্বে যাতে সেই পুলের টাকা মঞ্জুর করা হয়। এবং সেই পুলের জন্য সয়েল টেষ্টিংও এই যে পুল এই যে রাস্তা—আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি যখন বাংলা-দেশের যুদ্ধ হয়েছিল সেই বাংলাদেশের... হয়েছে। কাজেই যুদ্ধের প্রাক্কালে এই যে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যত মিলিটারী গিয়েছিল যা কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম চলছিল সবই এই রাস্তাটার উপর দিয়েই চলছিল। তারপরে আমি আসছি উদয়পুর অমরপুরের রাস্তার কথায়। সেখানে যে রাস্তা আজকে প্রায় ১০/১২ বছর হয়ে গেল কিন্তু তার জন্য সেখানে টার্নিংগুলি এত খারাপ যে বড় বড় বাস যেতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। প্রায়ই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায় এবং অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যাতে অনতিবিলম্বে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যাতে টার্নিংগুলি কেটে বড় করে দেওয়া হয় যাতে গাড়ীগুলি সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর আসছি, অমরপুর থেকে ডম্বুর নগর যতনবাড়ী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে সেইটা এখন যদি কেউ যায় কোন

মন্ত্রী যদি সেখানে গিয়ে থাকেন অনুভব করতে পারবেন। সেখান থেকে আসলে পরে কোমরে কি রকম ব্যথা ধরে। রাস্তাটার কি অবস্থা, জড়াজীর্ণ সেই রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস যাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এই রাস্তার কি দুরবস্থা। আমি অনুরোধ করবো যাতে রাস্তার সংস্কার অনতিবিলম্বে করা হয়। তারপর আমি আসছি মাইনর ইরিগেশন সম্বন্ধে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কয়েকবার তিনি অমরপুর গিয়েছেন, উনি দেখেছেন মৈলাকছড়া নামে একটা ছড়া আছে এবং এই মৈলাকছড়ার পাশেই সর্ব্বংছুড়া সেই এলাকায় হাজার হাজার বিঘা জমি আছে যে জমিতে বুরো ফসল করলে পর অমরপুরের অধিকাংশ লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। অনেক লোক বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি সেখান থেকে সরকার থেকে একটা লোক রাখা হয়েছে জল মাপার জন্য। কয়েক বৎসর যাবত দেখছি কিন্তু কাজ কিছু হচ্ছে না। তাই আমি অনুরোধ করবো হয় ছড়াতে লিফ্‌ট ইরিগেশন করে, ছড়াতে বাধ দিয়ে যদি বাধ না হয় তাহলে লিফ্‌ট ইরিগেশন ব্যবস্থা করে হোক বা বড় অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পসেট দিয়ে হোক যাতে সেখানে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আমি আসছি পানীয় জল যে বোরেল ওয়াটার সাপ্লাইর যে স্কীম রয়েছে, আমি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি যে আমি এই ব্যাপারে অমরপুর প্রায় ৫/৭ বৎসর আগে প্রায় লক্ষ খানেক টাকা খরচ করে সেখানে একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, ভাল জল দিয়েছে। কিন্তু সেখানে পাম্পের সাহায্যে জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সেখানে হচ্ছে না। এইটা তখনকার আমলে প্রায় লক্ষ টাকা যেটা আজকের দিনে বলতে গেলে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা হয়। সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। আমি এই নিয়ে সি. সির সাথে দেখা করছি, চীফ মিনিষ্টারের সংগে দেখা করেছি আলাপ করেছি। তিনি কথা দিয়েছিলেন যে ১৯৭৩-৭৪ সনে কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ গিয়েছে সেখানে আজও কাজ আরম্ভ হয় নি। এইটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যেখানে সোয়া লক্ষ টাকা খরচ করেছে কেন কাজ হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি অনুরোধ করবো যে ১৯৭৪-৭৫ সালে যাতে এই কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করে এই এলাকার জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এইটা মনে হয় পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কাজ করা হচ্ছে। কারণ এইজন্য যে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছিল তার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছিল পাইপ লাইন টানার জন্য সেইটা করা হয়েছিল প্রায় ২/৩ বৎসর আগে। সেই কাজ এখন পর্য্যন্ত শেষ হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে ইরিগেশন সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি এই হাউসে ইরিগেশন সম্বন্ধে যখন অভার ফ্লোর কথা উঠেছিল অনেক সদস্য অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু অমরপুর যে একটা ব্লক আছে সেই ব্লকে ১৯৭২-৭৩ সালে একটা পয়সাও খরচ করা হয় নি এবং সেখানে অভার ফ্লো হয় কিনা সেইজন্য কোন সার্ভে করা হয় নি। এই যে বৈমাতৃসুলভ আচরণ এই জন্য আমি দুঃখিত। আমি এই মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করবো যে কাজ তারা করেন নাই যেটা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি সেইটা যেন এই বৎসরের মধ্যে পূর্ণ করে দেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসে অনেকবার বলেছি সেইটা বিদ্যুত। আমরা যে বড় কথা বলি মন্ত্রীমশায় যখন বড় বড় কথা বলেন গ্রাম ত্রিপুরায় বিদ্যুতে পরিপূর্ণ করে দেবেন হাজার হাজার গ্রামে বিদ্যুত দেবেন। বাস্তবে আমরা কি দেখি তার নমুনা আমি

মন্ত্রীমশায়কে অনুরোধ করবো এই লাল বাতি না জ্বালিয়ে তারা যেন ভালভাবে আলো দিবার ব্যবস্থা করেন। অমরপুর এবং নতুন বাজারের উপর দিয়ে গিয়ে যেখানে ডম্বুর প্রজেক্টের কাজ চলছে সেখানকার অধিবাসীরা কোন আলো পায় নাই। কিন্তু অপরদিকে যতনবাড়ীতে নিয়ন লাইটে পরিপূর্ণ। নতুন বাজার অধিবাসী বহুবার আবেদন নিবেদন করেছে, বহু মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছে, আমি আলাপ করেছি কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষুভ দেখা দিবে এইটা স্বাভাবিক। তাই আমি অনুরোধ রাখছি এই মন্ত্রীসভার কাছে তারা যেন অনতিবিলম্বে সেখানে আলোর ব্যবস্থা করেন। সেখানে এমন কি হসপিটালে পর্য্যন্ত আলোর ব্যবস্থা ছিল না। আমি সেখানে অনেক বলে অনেব চেষ্টা করে মাননায় অর্থমন্ত্রী যখন গিয়েছিলেন সেখানে উনার মাধ্যমে দরবার করে বহু কষ্ট করে আলোর ব্যবস্থা করেছি তাই আমি অনুরোধ করবো অন্ততঃ পক্ষে যেখানে নিয়ন লাইটের ছড়াছড়ি কিন্তু তার পাশেই নুতনবাজারে যাদের পয়সায় নাকি আজকে নিয়ন লাইটের বাতি জ্বলছে সেখানে এতবড় একটা বিদ্যুৎ প্রকল্প চলছে সেই নুতনবাজারে অধিবাসীরা যদি আজকে আলো না পায় আমরা কি করবো বুঝবো যে গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে আলোতে ভরে দেবেন? তাই আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করবো যে সেখানে অনতিবিলম্বে যেন আলোর ব্যববা করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আজকের যে ডিমাণ্ডের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেইটাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে আনীত কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কয়েকটা ডিমাণ্ড এনেছেন ডিমাণ্ড নং ১৪, ২০, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৩, ২৮ এই ডিমাণ্ডগুলির ব্যয় বরাদ্দ আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল যে সমস্ত কাটমোশান এনেছে তার বিরোধীতা করছি। আজকে এই হাউসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিমাণ্ডের উপর আমি আলোচনা করছি। সেই ডিমাণ্ড হলো পি, ডব্লিউ। আমরা যে ত্রিপুরার গঠনমূলক এবং উন্নয়ন মূলক এবং উৎপাদন ভিত্তিক যে সমস্ত আমাদের নেই এবং তাকে গঠন করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা করতে হয় তার গুরুদায়িত্ব এই বিভাগের উপর। কাজেই এই বিভাগের গুরুদায়িত্ব অসীম জাতির চিন্তার জন্য কল্যাণের জন্য এই বিভাগ বিভিন্ন ডিপাটমেন্টের কাজ করে পরিকল্পনা তৈরী করে দেয়, ম্যাপজরিপ এ্যাষ্টিমেট করবার জন্য এ্যা ষ্টমেট শেসন করার পূর্বে এইগুলি দিতে হয়। এমনি তাড়াতাড়ি দেওয়ার বদলে পরিকল্পনা যে সময়ের মধ্যে রূপায়িত হওয়ার কথা তাতে আঘাত সৃষ্টি হয়। আমরা দেখি বাজেটে টাকা থাকতে তাও অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিকভাবে ঠিক সময়ে তা রূপায়িত না হওয়ার দরুন আমরা দেশের বেকারদের চেয়ে আমরা দেখি ফসল বৃদ্ধির দিকে চেয়ে দেখি এবং উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইনভেষ্টমেন্ট করতে চাই তা আমাদের ঠিক ঠিক সময়ে না হলে পরে পরিকল্পনা যথাযোগ্যরূপে যথা সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব অন্যান্য যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। কাজেই আর্থিক বুনিয়াদ গড়তে গেলে পরে যেই বিভাগে যারা কর্মী আছেন তাদের দায়িত্ব অসীম এবং পরিকল্পনা যদি কাগজে কলমে থাকে তা হলে তো রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

তাই কাজে তাকে রূপ দিতে হচ্ছে। আমি এদিক দিয়ে লক্ষ্য করে কয়েকটি কথা বলব। এই ডিপার্টমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেন আমরা দেখি ভাল। আর এ কথাও সত্য যে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে যে কাজ প্রয়োজন নেই, সেখানে সেই কাজ করে। অনেক কাজ মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে করে। খুব তাড়াহুড়া করে কাজ করতে গিয়ে যেটুকু করা প্রয়োজন ছিল, সেটা করা হয় না, অথচ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। ফলে মন্ত্রী পরিষদের যে শুভ চিন্তা, সেটা ঠিক ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। একটা কথা আমি এখানে বলি। অনেক জায়গায় লিফ্‌ট ইরিগেশান চায়, যেখানে জলের সুযোগ আছে, সেখানে লিফ্‌ট ইরিগেশান দেওয়া যায়, আমি মনে করি সেই সুযোগ গুলি আমরা নিতে পারি—সেখানে ডীপ টিউব ওয়েলের প্রয়োজন হয় না। আমি জানি না, বহু পূর্ব্বে আমি লিফ্‌ট ইরিগেশানের জন্য দাবী করেছিলাম স্যার, জুরী নদীর উপর কিন্তু সেখানে হয়েছে ডীপ টিউব ওয়েল, কিন্তু সেখানে লিফ্‌ট ইরিগেশান হওয়ার উপযুক্ত স্থান ছিল, খরচও কম হত এবং সেখানে জলও ছিল, আমরা টেকনিকেল ম্যান নই মাননীয় সদস্য লেছেন সত্যি কথা, অনেক ক্ষেত্রে টেক্‌নিকেলের দোহাই দিয়ে চলেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন চায়, টেকনিকেল জিনিষটাই বড় কথা নয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলি ঠিকমত হয় না। ব্যয় করার চিন্তাই একমাত্র চিন্তা করার নয়, যথাযোগ্য কাজ করে এই যে দরিদ্র দেশের টাকা, তাকে অল্প টাকা দিয়ে যাতে সবচেয়ে বেশী কাজ করার সুযোগ করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। কাজেই মার্চ্চ মাসের কাজটা পছন্দ হয় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শস্য বাড়াব, ইরিগেশানের দিকে লক্ষ্য আমাদের রাখতে সবে, বিদ্যুতের প্রশ্ন আছে, আর ফলন না বাড়ালে যে আমাদের যে সমস্যা, সেই থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব না। এই যে দরিদ্র কৃষক, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা করে, তারা যাতে ফসল বাড়াতে পারে, সেই দিকে চিন্তা করে তাদের যথাসময়ে সাহায্য করা প্রয়োজন। যথাসময়ে সাহায্য না দিলে তাদের কোন কাজেই সেই সাহায্য আসবে না। আমাদের কৃষিতে উন্নতি করতে হলে, সার যেমন প্রয়োজন, জল সেচেরও সমান সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত বিলম্বে হলেও, অত্যন্ত আনন্দের কথা যে ধর্মনগরে দেখছি কতকগুলি ডিপ টিউব ওয়েল হচ্ছে। কিন্তু বিগত দুই বছর পূর্ব্বে, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত ইরিগেশানের কোন কাজ হয়নি। সমস্ত কৃষি ক্ষেত্র-গুলি শুকিয়ে গেছে, বিরাট বিরাট মাঠ আছে, সেখানে কিছু কিছু জমির মালিক আছে, কিন্তু আমরা যদি কৃষকদের খরার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে নামাদের রূপায়ন করা সম্ভব নয়। আমি এ দিক থেকে অনুরোধ রাখব, সেখানে যে কৃষি ক্ষেত আছে, বিরাট বিরাট মাঠ আছে, সেগুলি যাতে সেচের মধ্যে আনা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যদি টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা এবং জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়. তার জন্য আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে একটা কথা বলব। আমি বিগত হাউসে বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেক্ট্রিসির চার্জ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি এই যে রেট সেটা এক নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এই বৈষম্য থাকার কারণ—আগরতলা সহরে দাম কম. এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিতে যে ব্যবহার করা হয়, তারও দাম কম। প্রথম কারণ হিসবে দেখান হয়েছে যে ইউনিট বেশী বিক্রী হয়, সেখানে

খরচ কম। আমি জিজ্ঞাসা করব আসাম থেকে যে পাওয়ার আনা হয়েছে আগরতলা পর্য্যন্ত তার টেনে, তার যে পোষ্ট লেগেছে তার খরচ কি ধর্মনগর থেকে কম হবে? কাজেই আমি দাবী করছি সমগ্র ত্রিপুরায় একই হারে ইলেক্ট্রিসিটির ইউমিট করা হউক। ধর্মনগর যে শিল্প গড়ে উঠবে, ধর্মনগর যদি ইউনিট পিছু ৬ পয়সা বেশী হয়, সাব্রুম, যদি বেশী হয়ে যায়, আগরতলা এবং তার আশেপাশে যে শিল্প গড়ে উঠবে, তার খরচ যদি ৬ পয়সা কম হয়ে যায়, তাহলে অটমেটিক্যালী শিল্প মালিকদের মধ্যে বিভেদ আসবে। ব্যবসার দৃষ্টি ভংগী নিয়ে ত্রিপুরার যে পজিশান, তাতে আমার মনে হয় সমগ্র ত্রিপুরায় একই হারে ইলেকট্রিক চার্জ হওয়া উচিত। সুতরাং আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে একই হার করা হয়। এই ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সমস্ত ষ্টেটে আছে, আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটেই শুধু নেই। কাজেই এখানে বিদ্যুৎ পর্ষৎ সৃস্টি করে আমাদের এখানে যদি কাজ করা হয়, তাহলে জনসাধারণের কি কি অসুবিধা আছে, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এ পর্য্যন্ত কাজ করতে পারবে। এই জন্য আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখব এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। আমি আর অল্প সময় নিচ্ছি। আমার এলাকার কয়েকটি কথা বলছি। একটা হচ্ছে হংসধ্বজ বাবুর মত আমরাও দুঃখিত সিঙ্গিছড়ায় একটা বাঁধ, বার বার কয়েকটি বাজেটে দেখেছি, কিন্তু এইবারকার বাজেটে নেই। দীর্ঘকাল কুর্তীর ফ্লাড এবং কুর্তীর কৃষকদের উন্নতির জন্য, গ্রো মোর ফুডের সংগে যেটার সম্পর্ক, কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলবার সংগে সম্পর্ক, যার খাওয়া কৃষকদের অবস্থা দেখে যে ক্রন্দন, তার সমাধান আজকে হয়েছে চার পাঁচ বছর পরে। চার পাঁচ বছর আগে যদি এটা হত, তাহলে আজকে যে টাকা খরচ হয়েছে, তার থেকে অনেকটাকা কম খরচ হত। সেদিনের বাজার দর, আর আজকের বাজার দরে অনেক পার্থক্য। সেদিন যদি এটা করা হত, লক্ষ লক্ষ মণ ধান যে নষ্ট হয়েছে, সেটা আমাদের দেশের বিরাট সম্পদ নষ্ট হয়েছে। তেমনি ভাবে এই যে সিঙ্গিছড়া, এটা শত শত একর জমির উপকারে আসবে। এই বাঁধের জন্য যে চিন্তা মন্ত্রী পরিষদ এই বাজেটে রেখেছিলেন, জানিনা কোন চিন্তা থেকে সেটা এবার বাদ পড়ে গেল। হয় দৃষ্টির অভাব, নতুবা সেটার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়নি। আমি জানি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসহায় কৃষক এই বাঁধের জন্য বহুবার আবেদন নিবেদন করেছে, টাকার প্রশ্ন এখানে বড় নয়, যেখানে দেশ এবং জাতিকে বাঁচানর চিন্তা, খাদ্য সমস্যা সমাধানের চিন্তা, সেখানে আমার মনে হয় যে এই বাঁধটা বর্তমান বাজেট থেকে উঠে যাওয়া ঠিক হয় নি। আমি অনুরোধ রাখব, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের কাছে, আমাদের খাদ্য সমস্যা দূর করার জন্য এই যে অভাব, গ্রামের কৃষক যারা অসহায়, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাঁধটা যাতে সম্পন্ন করা হয়। যেমন কুর্তির বাধটা করার পর এই মন্ত্রী পরিষদ 'এর উপর মানুষের আশীর্ব্বাদ ঝড়ে পড়েছে, মানুষের মুখে যেমন হাসি ফুটেছে, তেমনি ভাবে হাসি ফুটে উঠবে এই অসহায় কৃষকের মুখে. কাজেই মন্ত্রী পরিষদের কাছে আবেদন রাখছি। আমার সময় কম। আমি বলতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমার সময় কম বলে আমার বলা হলনা।

আমি ইরিগেশান, বাধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরেকটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ধর্মনগর বাজার থেকে একটা পুরানো রাস্তা ছিল, বাজার ভেঙে চলেছে অথচ আমরা দেখছি যে সেখানে বাধ দেওয়া হয় না। বাঁধটা ভেঙে পুরানো রাস্তা লোপাট হয়ে

চলেছে, তবুও সেখানে ভালভাবে বাধ দেওয়া হয় না। সেটা পি, ডবল্যু, ডি থেকে কতটুকু দূরে? বেশী নয়। তাই আমি এই বাজার রক্ষার জন্য এবং পুরাতন রাস্তা রক্ষা করার জন্য বাধটি দেওয়ার জন্য আবেদন রাখব। কারণ গ্রামের বহু লোক এই রাস্তা দিয়ে বাজারে আসে, সেটা বন্ধ হওয়া উচিত নয়। সেখানে একটা খেলার মাঠ ছিল, সেটাও ক্রমে ভেঙে চলেছে, আর ধর্মনগর থেকে ব্রজনগর হয়ে কদমতলায় রানীরবাড়ী থেকে একটা মাত্র রাস্তা, সেই রাস্তার উপর সাতসংগম, সেখানে কোন ব্রীজ নেই এবং বর্ষার সময় এলে ব্রীজ অনেক সময় থাকেনা, কাঁচা রাস্তা এদিক দিয়ে বহুলোকের যাতায়াত, ধর্মনগর বাজার এবং হাইস্কুল 'এ যাওয়ার জন্য এই রাস্তাটি যদি সাইকেল চলার মত, রিকসা টানার মত উপযুক্ত হয়, তাহলে বহুলোক না ঘুরে আসতে পারবে। শুধু বহুলোক নয়, সরকার বাহাদুরের যে পেট্রল খরচ হয়, সেই পেট্রল খরচও এই রাস্তা হলে পরে এই দুর্মূল্যের দিনে অনেক কম হবে। কাজেই এই রাস্তাটি সোলিং করার জন্য আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি এবং আশা করি এই যে বর্তমানে আমাদের যে সমস্যা বিভিন্ন দিকে এবং পানীয় জল সরবরাহ তা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে।

প্রকিউরমেণ্ট সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যরা যা বলেছেন, এটা ঠিক নয়। প্রকিউরমেণ্টের আবশ্যকতা আছে তিনি বলেছেন, কিন্তু প্রকিউরমেণ্ট-এর কথা এখানে যেভাবে প্রচার করেছেন, বা বলেছেন, তার মধ্যে দলিয় চিন্তা এবং সরকারকে অপদস্থ করার দিকে লক্ষ্য যতটা বুঝা যায়, কিন্তু এই যে বিরাট দায়িত্ব সরকারের আছে, সাধারণ মানুষ অন্তত: যাতে খাদ্য পায়, সেই লক্ষ্যের দিকে যাতে এগিয়ে যেতে পারেন এবং কৃতকার্য হতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যে তাঁদের কাজ করা উচিত ছিল, সেটা তাঁরা করেন নি। কোন সময়েই সেইভাবে তাঁরা চিন্তা করেন না। সরকার পক্ষকে কোনদিন তাঁরা সাহায্য করেন না। এটা শুধু আলোচনার উদ্দেশ্যে বলা। একদিকে সরকারকে বলবেন ধান চাল প্রকিউর কর, অপরদিকে সরকারকে দোষারূপ করা। কাজেই আজকে গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল যে ভূমিকা পালন করে, সেটা সঠিকভাবে পালিত হলে ভারতবর্ষের অনেক মঙ্গল, দেশে অনেক শান্তি আসবে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি করছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডি, বাজেটের সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা নিবেদন করব। আমি দেখলাম যে এই বাজেটে প্ল্যানের ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন কাজের প্রভিশান করা হয়েছে। তার মধ্যে আমি দেখলাম যে একটা সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশান খোলার জন্য প্ল্যানে ধরা হয়েছে এবং তাছাড়া দুটো একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের প্রভিশান এবং আরও কতগুলি অ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির প্রভিশান আছে। এইদিকে আমি দৃষ্টি দিতে বলব যে এইগুলি যদি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্যারিড ওভার হয় তাহলে আমার বলার কিছুই নাই। কিন্তু এইগুলি যদি নতুনভাবে সমস্ত পোষ্টগুলি ধরা হয়ে থাকে তাহলে আমি কশানের সংগে লোক নেওয়ার কথা বলব। আমরা সবাই আশা করছি যে সরকারের টাকা আছে, কাজও হু হু করে চলবে এবং আমরা দেখছি যে ডুম্বুরের যে পরিকল্পনা তাকে পরিপূর্ণ করার জন্য সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদির জন্য যে সমস্ত বিল্ডিং ধরা হয়েছে তার জন্য কতখানি সিমেণ্ট পাওয়া যাবে সেটাও ভাববার কথা। কাজেই লোক নেওয়ার আগে আজকে নূতন

দৃষ্টিভংগীতে দেখতে হবে যে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে খাতে অর্থ ধরা হয়েছে যদি ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সরবরাহ না আসে, লোহা যদি না আসে, সিমেণ্ট যদি না আসে তাহলে যে সমস্ত ষ্টাফ এবং প্রভিশান ধরা হয়েছে সেগুলি যথেষ্ট কশানের সংগে সেগুলি যেন করা হয়। কারণ যে সমস্ত লোক নেওয়া হলে কাজ হয় সেটা যদি না হয় তাহলে যাতে যথেষ্ট কশানের সংগে করা হয় সেইদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মাইনর ইরিগেশনের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। জিনিষটা ভালই হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আমাদের জিনিসগুলিকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা রিগ মেশিন এনেছি। আমরা দেখলাম সেখানে ডিপ টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করব যে ডিপ টিউবওয়েল বসাবার আগে অন্ততঃ সাব-সয়েল ওয়াটার মাটির নীচে সেই পরিমাণ জল আছে কিনা সেটা আগে দেখে নিয়ে যেন সেটাকে বসানো হয়, তা না হলে হয়ত যে অর্থ খরচ করে বসানো হবে সেই অর্থের উপকার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে এবং ইন্দিরা গান্ধী বা নেতৃস্থানীয় যারা আছেন তারা বলছেন যে এবারকার প্ল্যানের প্রতিটি অর্থ যেন যে উদ্দেশ্যের জন্য ধরা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে যেন পরিপূর্ণভাবে ব্যয়িত হয়। কাজেই আমরা যেন গৌরীসেনের টাকা মনে করে যেন আমরা খরচ না করি। প্রতিটি অর্থ যাতে সদ্ব্যয় হয় সেইভাবে এই জিনিসগুলিকে দেখা দরকার এবং ডিপ টিউবওয়েল যদি বসে তাহলে পাওয়ারের ব্যবস্থা করা যাবে কি না যদি পাওয়ারের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তাড়াতাড়ি ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে কি কাজটা হবে? কাজেই সেটাও দেখতে হবে, তার মধ্যে কো-অর্ডিনেশান রাখতে হবে যে পাওয়ার আসতে পারছেন না, পাওয়ারের পরিবর্তে যদি ডিজেল দেওয়া হয় সেই ডিজেল দিয়ে সেই হেড থেকে তারা যে তুলবে, তার যে অর্থের পরিমাণ হবে সেটা সেখানকার জনসাধারণের দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা। কষ্টের সঙ্গে সমতা আছে কিনা, অভাব ক্লোতে যেখানে দাম বেড়েছে সেগুলিকে দেখে এই কাজগুলি করা কর্তব্য বলে মনে করি। তাহলে কাজটা ইকনমিক হবে বলে মনে করি এবং তার দ্বারা কৃষকেরা লাভবান হবে, সেটাও দেখতে হবে এবং ডিপ টিউবওয়েল তৈরী করছে যে এটাও দেখতে হবে যে কাছে নদী আছে কিনা অথবা যদি না থাকে তাহলে লিফট ইরিগেশান হয় কিনা। যদি লিফট ইরিগেশনের সুবিধা হয় তাহলে রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার সেখানে কম পড়বে কিনা, সেখানে পাওয়ারের সুবিধা করে দেওয়া যায় কিনা। কাজেই সেটাও দেখতে হবে যে আমরা যদি ডিপ টিউবওয়েল থেকে জল তুলি তাহলে তার চেয়ে লিফটিং কষ্ট পাওয়ারের যেটা হবে তার যদি নদীর বেগ থেকে জল তোলা হয় তাহলে রেকারিং কষ্ট কি হবে সেটাও হিসাব করে তাদের সেখানে জলের ব্যবস্থা করা উচিত এবং তার জন্য ত্রিপুরার যে পরিপূর্ণ সার্ভে সেটা অতি তাড়াতাড়ির সংগে সরকার করিয়ে নিয়ে কাজগুলিকে করবেন। তাহলে মনে হয় যে অর্থের সদ্ব্যয়টা বেশী হবে এবং আমরা যেখানে এই কথা চিন্তা করছি টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের কথা চিন্তা করছি, কিন্তু শর্ট স্কীমে রিংওয়েল করার যথেষ্ট ব্যবস্থা হয় কিনা তার কথা চিন্তা করেছেন কিনা আমি জানি না। পাওয়ারের যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে রিংওয়েল করেও জল সরবরাহ করা যায় এবং মাদ্রাজে এই প্রক্রিয়ায় তারা সাক্সেসফুল হয়েছে এবং তারা মাঠের মধ্যে, আমরা যখন রুর‍্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশনের কথা বলি, তার প্রথম ও প্রধান হচ্ছে যেটা যে সেটা প্রথম তাদের

কাছে পৌঁছে দিতে হবে কৃষির সুযোগ আগে। বাড়ীতে দেওয়ার কথাটা প্রথম স্তরের নয়। প্রথম স্তর হচ্ছে রুর‍্যাল ইলেকট্রিফিকেশান। প্রথম কারণেই হচ্ছে যে কৃষির সুযোগ তার মধ্যে আসে এবং সেজন্য রিংওয়েল দিয়েই আমি মনে করি মাদ্রাজে তারা সাক্সেসফুল হয়েছে এবং ত্রিপুরায় রিংওয়েল দিয়ে আমরা কৃষির কথা চিন্তা করতে পারি, বড় বড় টিউবওয়েলের কথা চিন্তা না করে। তাতে জলের যে সরবরাহ কৃষকেরা ব্যবহার করবেন তা হলে সেটা নিজের ইচ্ছানুযায়ী ছোট ছোট মটর থাকবে যার মাধ্যমে তারা করবে। কাজেই এই রিংওয়েল করবার সংগে সংগে সেটাও দেখতে হবে যে ঐ সময়ের মধ্যে আমরা ইলেকট্রিসিটি পৌঁছে দিতে পারব কিনা। কাজেই সেটা যদি করা হয় এই দিক দিয়ে অনেক বেশী লাভবান হবে। আমি দেখলাম যে বাজেটের মধ্যে টিউবওয়েল ইত্যাদি আদার মাইনর ইরিগেশান ইত্যাদি আছে। কিন্তু রিংওয়েল করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে খুব একটা কিছু নাই। এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। কাজেই এটাকে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি বলব। আর রিংওয়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে আর একটা আমি বলব। এটা পি, ডবলিউ, ডি, এর ব্যাপারে। যে সমস্ত রিংওয়েল আজকে জল তোলার জন্য হচ্ছে সেই সমস্ত রিংওয়েল তিন বছরও টিঁকে না। বরঞ্চ আগে যেগুলি হত সেগুলি তবু কিছু দিন যেত। কারণ তখন যে নিয়ম ছিল অন্ততঃ রিংগুলি আগরতলায় তৈরী হত এবং সেগুলিকে ক্যারী করে নিয়ে যাওয়া হত। কাজেই সেই রিংগুলির অন্ততঃ এইটুকু স্ট্রেন্থ থাকত যে আগরতলা থেকে সেগুলিকে ক্যারী করে নিয়ে যেতে পারত। আর আজকাল যেটা হচ্ছে, তারা স্পটে গিয়ে রিং তৈরী করে। আর, ডবলিউ, এস, এ যে কাজ হচ্ছে তারাও স্পটে গিয়ে রিং তৈরী করে। কাজেই সেইগুলিতে লোহা এবং সিমেন্ট ঠিকমত থাকে না এবং এই ধরণের বহু অভিযোগ আমরা পেয়েছি এবং তারপর যে কন্ট্রাক্টর তার অর্থ নিয়ে যায় এবং তারপর এক বছর পর রিং ভেঙ্গে যায়। আবার গ্রামের লোকেরা দাবী করতে আসে, এই ধরণের জিনিষ হচ্ছে। আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে আমি এই সাজেসানটা বিবেচনা করে দেখার জন্য বলব যে আজকের ত্রিপুরায় যেখানে স্পান পাইপের কোম্পানী আছে তারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিংওয়েল করছে বা এই ধরণের ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিংওয়েল করে যদি খাবার জলের জন্য হয় তাহলে তার সাইজ যেটা থাকবে, গ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজ থাকবে থাকবে এবং সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিংওয়েলগুলি গ্রামে সরবরাহ করে তার ভিতর থেকে জল সরবরাহ করা হবে। অন্ততঃ এই জিনিষটা হলে প্রথম বছর যদি কাজ নাও হয়, আস্তে আস্তে পরবর্তী পর্যায়ে রিং বসিয়ে, রিংটাকে ফিট করে নিজেরাই জল যখন পাওয়া যায় না রিংটাকে ঠিক করছেন। ফলে উপরের রিংগুলি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং তার জন্য তারা আবার রিপেয়ার চাচ্ছেন। কাজেই এই সাজেস্টমটা যদি ইন্ট্রোডিউস করা যায়, তাহলে ভাল হবে কিন্তু এ্যাপারেন্টলী তার কষ্ট একটু বেশী পড়বে। তাহলেও যে রিংগুলি তৈরী হবে, তাতে অন্ততঃ ৫০ বছর চলবে। যদি একটা টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটাকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গাতে করা যাবে। আজকাল কতগুলি এমন রিংওয়েল হয়েছে, যেগুলি আমি নিজে চোখে দেখেছি যে এমন ভাবে সেগুলিকে ভেঙেছে যে তার আর রিপেয়ারের কোন উপায় থাকে না। কারণ হয়তো এর মধ্যে মধ্যের রিংটাই ভেঙে গিয়েছে। কাজেই সেটাকে রিপ্লেস করে আর একটা বসানো বা সেটাকে বাইর করে নিয়ে আসবে, তার ক্ষমতা নাই। কাজেই সময় স্বল্পতার জন্য কয়েকটা বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, ডবলিউ, ডি, ডিমাণ্ডের উপর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অনেক সদস্য অনেক ভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। তথাপি আমি সংক্ষিপ্তভাবে মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে আমার কতগুলি বক্তব্য আমি রাখব। এই মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে কিছুদিন আগেও এই হাউসের প্রবীন সদস্য নিশী বাবু যে কথাগুলি বলে গিয়েছেন, সেই কথাগুলির আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই। এই হাউসে আমি এই কথাগুলি আগেও বলেছিলাম এবং মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে মাইনর ইরিগেশানকে পি, ডবলিউ, ডি থেকে যেন সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করা হয়। কারণ গ্রামাঞ্চলের আমাদের একমাত্র দাবী হচ্ছে ফসল করার মতো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার। কারণ আমি এখানে তেলিয়ামুড়া এলাকার কথাই বলছি যে সদরের পর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে তেলিয়ামুড়া এবং সেই তেলিয়ামুড়ার বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দিয়ে খোয়াই নদী প্রবাহিত এবং সেই নদীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায়। তাই আমি এই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই রকম অনেক অনুরোধ আগেও করেছি যে খোয়াই নদীতে লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা হলে, একটা ফসল কেন, ২/৩টা ফসলও সেখানে হতে পারে এটা সবাই স্বীকার করবেন বলে আমি আশা করি। কাঁচা মাল এবং অন্যান্য জিনিষের জন্য সদর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তেলিয়ামুড়া এবং মেলাগড়ের উপর। অথচ এই দিক দিয়ে মাননীয় মিনিষ্টার ইন-চার্জ্জ কোন রেস্পন্স দিচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। কাজেই আমি এই দিক দিয়ে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা হাউসে যে জিনিষটা সম্পর্কে অনুরোধ জানাই বা প্রার্থনা করি, সেটা সম্পর্কে যেন ভাল ভাবে রেস্পন্স দেওয়া হয় এবং তেলিয়ামুড়ার প্রতি যেন বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। আর তুলনামূলক ভাবে আমি এখানে আর একটা কথা বলছি. সেটা হচ্ছে কমলনগরে যে লিফ্ট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে আমরা এই বছরই বরো ফসল করতে পারতাম, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ লিফ্ট ইরিগেশানের অসুবিধার জন্য আমাদের বরো ফসল করা সম্ভব হয় নি। আমি অনেক খুঁজাখোজির পর জানতে পারলাম যে ইলেক্ট্রিসিটির গোলমালের জন্যই মাইনর ইরিগেশান এই দিকে কোন রেস্পন্স দিচ্ছেন না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা ঠিক করে দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উনারা কিছু করতে পারেন না। তাই আমি বলব যে যেখানে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে আর যেখানে আমাদের অনেক টেক্‌নিক্যালম্যানও বেকার আছেন, কাজেই তারা যাতে ঐ লাইনে কাজ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি আশা করব যে এই সম্পর্কে মাননীয় মিনিষ্টার ইন-চার্জ্জ নিশ্চয় তাঁর উত্তর দিবেন। আর ইলেক্ট্রিসিটি সম্পর্কে একটা ব্যাপার আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে ১৯৭৩ সনের টুয়েন্টি সিক্সথ্‌ডেতে তুইচিন্দ্রাবাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি সাব-ষ্টেশান বসানো হয়েছে। অথচ সেখানকার মানুষ অনেক আবেদন নিবেদন করেও সেই ইলেক্ট্রিকের লাইন্‌ পাচ্ছে না। কেবলমাত্র একটা রাইস মিল আর একটা ক্লাব ছাড়া আর কোথাও দেওয়া হচ্ছে না। যদি টেম্পোরারী অনেকে নিয়েছেন, কিন্তু এখন বোধ হয় সেগুলিতেও দেওয়া হয় না

এবং অনেক রাইস মিলের পার্মিশান প্রাপ্যক আছে তেলিয়ামুড়াতে, যাদের পার্মিশানের মেয়াদ নাকি ৩১শে মার্চের পর শেষ হয়ে যাবে, তারাও এই ইলেকট্রিফিকেশানের অভাবের কারণে সেগুলি বসাতে পারছে না। এছাড়া সাধারণভাবে আমি এখানে আর একটা জিনিষ তুলে ধরছি, সেটা হচ্ছে এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রিতে ভেটারেনারী ফিল্ড এসিস্টেন্ট, তারা পাচ্ছে বর্ত্তমানে ১০০—১৪০ পে-স্কেল, অথচ যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, তারাও পাচ্ছেন ১২৫—২০০ টাকার পে-স্কেল। কিন্তু এই ডি, এফ, এ যারা আছেন, তারা টেক্নিক্যাল ম্যান, তাদের বেতন নন-টেক্নিক্যাল ম্যানদের তুলনায় অনেক কম। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ করব যে উনি যাতে এই সম্পর্কে বিবেচনা করেন। আর সব শেষে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, কিছুক্ষণ আগে আমি যেটা বললাম যে আমরা যেটা বলি তার মধ্যে খুব একটা রেস্পন্স দেওয়া হয় বলে মনে হয় না, অথবা আমরা আমাদের সমস্যার সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য এই হাউসের সামনে রাখি, মাননীয় মিনিষ্টার ইন-চার্জ্জ যেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এই কথা বলে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমঙ্গচা বাই মগ :— অনারেবল স্পীকার স্যার, আমাদের পি, ডব্লিউ, ডির ডিমাণ্ডের উপর কম বেশী প্রত্যেকেরই কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ এলাকার সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। আর সেজন্য আমার নামটা লিষ্টের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন শুনছি যেটা অনন্তবাবু বলছিলেন যে ৫টার পর আমাদের নাম কেটে দিয়েছেন। সে যা হউক এই পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্টের প্রথম কথা হচ্ছে বিল্ডিং সম্পর্কে। আমার কমলপুর কুলাই হাওয়ারে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং সেখানে দুইজন ডাক্তার আছেন। সেই দুইজন ডাক্তারের মধ্যে একজন থাকেন, সেখানকার কোয়ার্টারে, আর একজন থাকেন আম্বাসাতে। সেখানে বি, এস, এফ, আছে, সি, আর, পি আছে, তাছাড়া আসাম আগরতলা রোডের উপর অনেক সময়ে এক্সিডেন্ট হয়। কাজেই জরুরী অবস্থায় সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীরা আসে, তাদের চিকিৎসার জন্য। এমত অবস্থায় একজন ডাক্তার যদি থাকেন আম্বাসাতে, আর একজন যদি কোন কারণে ছুটিতে যান, তাহলে ঐ ইমার্জেন্সীর রোগীকে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারান্দাতে পড়ে মরতে হয়, বিনা চিকিৎসাতে। গত বছর এর আগের বছরে শুনেছি যে পি, ডব্লিউ, ডি থেকে স্যাঙ্কশান করা হয়েছে, টেণ্ডারও কল করা হয়েছে, সেখানে আর একটা ডাক্তারের কোয়ার্টার করার জন্য, অথচ দেখছি যে এখন পর্য্যন্ত সেই কোয়ার্টার তৈরী হয় নি এবং না হওয়ার ফলে দুইজন ডাক্তারকে সেখানে এক সঙ্গে থাকতে অসুবিধা হয়। এই সম্পর্কে আমি গত বছরর বলেছিলাম, এর আগের বছরেও বলেছিলাম, আর আজকের বলাই আমার শেষ বলা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এডুকেশান সম্পর্কে। সেখানকার কুলাই সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ৫০০ উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে। এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলব না, এডুকেশান ডিমাণ্ড আসলে পর বলব। তবে সেই স্কুল ঘরটি সম্পর্কে এখানে কিছু বলার দরকার আছে। কারণ যদিও সেই স্কুলে ৫০০ উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে, কিন্তু মাষ্টার আছেন মাত্র ৮ জন এবং সেই ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলের যে একটা মাত্র ঘর আছে, তার মধ্যেই লেখাপড়া করতে হচ্ছে। সেই ঘরটাও আবার প্রত্যেক বছর যখন তুফান আসে, তখন লুঙ্গার ভিতর নিয়ে ফেলে দেয়। সেই স্কুলের ৫০০ ছাত্রের মধ্যে সকালে পড়ানো হয় ক্লাশ ওয়ান এবং টু আর দুপুর বেলায় পড়ানো হয় ক্লাশ থ্রি, ফোর এবং ফাইভ। এখন সেখানে যদি আর কোন বিল্ডিং না করতে পারেন, তাহ

সেখানে কি পদ্ধতি নিয়ে ছাত্র কমান যাবে সেটা সরকারের চিন্তা করা উচিত। নইলে এক বিল্ডিংয়ের মধ্যে গিয়ে গরু বাছুরের মত যদি রাখা হয় তাহলে শিক্ষার দিক দিয়ে খুব অগ্রসর হতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। যদি বেসিক স্কুলে একটা বিল্ডিং করে দিতে পারেন আমার মনে হয় এই এলাকার উপকার হবে। আমি ডিমাণ্ড নম্বর ৩৫ উপর বলতে গিয়ে অবশ্য সেখানে কাটমোশান এনেছিল—আমি কাটমোশান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। উনারা এটা না জানলেও পারতেন। জলসেচের ব্যাপারে—ধলাই জলসেচের নাম করে ইলেকট্রিসিটি গিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে পাম্প মেশিন দিয়ে জলসেচ করা হবে। কিন্তু একটা নালা কেটে নিলে ধলাই নদীতে সামান্য বৃষ্টি হলে যেখানে গোলা হয় এবং গোলা হলে নদীর মধ্যে পলি পরে। যখন গোলা চলে যায় তখন সেই পলি সরাতে ১০ দিন ১৫ দিন সময় লাগে তখন কৃষকের জমিত জলের প্রয়োজন কিন্তু আমরা জল দিতে পারি না। তারপর যখন বৃষ্টি পড়ল তখন ঐ নালাতে পলি ঢুকল। ঐ নালা পরিষ্কার করতে গিয়ে সরকারের যে গ্যাং-লেবার—আমি জানি না কোন ভাষায় বললে শুদ্ধ হবে। সেখানে ৩ জন সারা বছরই নালা পরিষ্কার করছে। এতে মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে কোন কাজ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। একটা নালা করা হয়েছে অথচ একটা পাকা নালার কথা বলা হয়েছে। এত বছরের মাটি কাটার টাকা দিয়ে একটা পাকা নালা হয়ে যেত যদি এই অবস্থা হয় তাহলে মাইনর ইরিগেশান কোন কাজে আসবে না। আরও বিশেষ করে গত বছর আমবাসাতে ইরিগেশান স্কীমে একটা টেম্পরারী বাধ করা হয়েছে। আমি এখন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯ উপর ডিসকাশান করতে চাই সেখানে নাকি টাকা রাখা হয়েছে—রাস্তা রিপেয়ারিংয়ের। রিপেয়ারিং বুঝি না—কেউ বলে ড্রেসিং। আমরা দেখেছি যে শীলের দোকানে মানুষের চুল ড্রেসিং করা হয়। নাগিছড়ায় ড্রেসিং করা হয়েছে কুলাই হাসপাতাল থেকে নাগিছড়া রাস্তা—দেড় মাইল রাস্তা সেখানে সুদিনের সময় সেই রাস্তায় সাইকেল রিক্সাতো দূরের কথা মানুষেরও যেতে কষ্ট হয়। সেই রাস্তা ড্রেসিং করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা খরচ করে। সাদা পাথরের উপর। এর কেইবা মেজারমেন্ট নেয় কেইবা কনট্রাক্টার কেইবা হিসাব রাখে? তারপর সত্যি কথা আমবাসা থেকে বগাফা পর্য্যন্ত যে রাস্তা—খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সেটি। গত বছর খরার সময় ফ্লাডের সময় হেলিকাপ্টার চাল পাঠান হয়েছে রাইমাতে। ঐ যে গঙ্গানগর রাস্তা এবং জগবন্ধুপাড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে সেখানে ৩/৪ বছর যাবত কাজ করা হচ্ছে। সেখানে বর্ষাকালে কাদা আর সুদিনে ধূলা। সেই রাস্তা করতে কেন যে এত দেরী হল আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সেই রাস্তা যদি গুরুত্বপূর্ণ সহকারে শেষ করা হয় তাহলে আমবাসা থেকে জগবন্ধুপাড়া এলাকার জনসাধারণের খুবই উপকার হয়। আরও একটা কথা হচ্ছে গত বাজেট শেসানে তুলেছিলাম—কুলাই বাজার থেকে মরিণমারা পর্য্যন্ত দেড় মাইল রাস্তা। আর রাখালতলি থেকে ডলুছড়া—খাসিয়া কলোনী পর্য্যন্ত ৩ মাইল রাস্তা—ইট দেওয়া হয়েছে। আজকে ২৬ বছর-এর ভিতর কমলপুরের কুলাই হাওড় কনস্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে ৫০ হাজার লোক সংখ্যা সেখানে শুধু রাস্তায় ইট দেওয়া হয়েছে সেই রাস্তা হয় নাই। আজকে হরিণমারা রাস্তা দিয়ে সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষ যাওয়া আসা করছে। মাত্র দেড় মাইলের রাস্তা আজ পর্য্যন্ত হল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সংগে আলোচনা হয়েছে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের

সংগে আলাপ করেছি—তিনি বললেন যে নন-প্ল্যানে টাকা নাই এই রাস্তা হচ্ছে না। এই রাস্তা সম্পর্কে এই বাজেট শেসানেই বলেছি আর কোন দিন বলব না। চতুর্থত—ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩—কুলাই বাজারে গত বছর খরার বছর গিয়ে দেখে এসেছেন। নদীর জন্য সেই বাজারটা ভেংগে যাচ্ছে। অথচ এই কুলাই বাজার জোতের বাজার বলে নেওয়ার যাচ্ছে না। ভূমি সংস্কার আইনে সরকারের জোতের বাজার নেওয়ার কথা থাকলেও এখনও সেটা নেওয়া হচ্ছে না। সেই বাজারে বর্ষাকালে হাটু পর্য্যন্ত কাদা থাকে এবং নদী ভেংগে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কুলাইয়ের মানুষ দরখাস্ত করেছিলেন বাজারটিকে রক্ষা করার জন্য সেটার কি হয়েছে আমি জানি না। আমবাসা বাজারটিও খাস জায়গায় বাজার সেই বাজারটাও সোলিং করা হয়েছে অথচ কুলাই বাজারটা সোলিং করা হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি সরকার যদি মনে করেন তাহলে সরকারের হাতে নিয়ে সোলিং মেটেলিং করে দিয়ে এই বাজারটির উন্নতি করুন। এই বাজার থেকে ট্রাকে ট্রাকে কাঁচমাল তরকারী আগরতলায় আসছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বাজার এই দিকে লক্ষ্য রেখে যদি না করেন তাহলে আমি মনে করব যে মন্ত্রী মণ্ডলীর যে চিন্তাধারা সেটা বৈমাতৃসুলভ চিন্তাধারা। আর একটা কথা ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮—সেখানে বলা হয়েছে ১০০ টাকা করে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ এবং ১৫০ টাকা করে গ্র্যাজুয়েটদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। সেখানে কমলপুরের মানুষ গিয়েছে ডম্বুর প্রজেক্টের কাছে এই রকম একজন রিক্সাওয়ালার ছেলে তার সে ১০০ টাকা রোজগার করে সে থাকবে ঐ ডম্বুর—সে থাকবে বৌলংবাসাতে। সে থাকবে সেখানে যেখানে আড়াই টাকা চালের কে, জি, আর বাকী টাকা দিয়ে তার বাবাকে সাহায্য করবে? যারা ১০০ টাকা রোজগার করে ট্রেনিং বেসিসে তার জন্য পার্মমেন্ট ব্যবস্থা করুন তাকে তার বাড়ীর কাছে রাখুন। এখানে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে—তাদের বেকার হিসাবে চিন্তা করলে বাজেটে বরাদ্দ আরও বাড়ান উচিত ছিল। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতন হওয়ার এখনও আমাদের সময় আছে। এই বলে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীমধুসূদন দাস। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করছি। সমর্থন করে প্রথমেই আমি ডিমাণ্ড নম্বার ১৪—এডুকেশান সম্পর্কে বলছি। আমাদের এলাকাতে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আছে বা যে বেসিক স্কুলগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। এইগুলি আমরা আরেহ দেখছি—বিগত কয়েক বছর আগে আমাদের উপশিক্ষা মন্ত্রী আমার এলাকায় একটি স্কুল পরিদর্শনের জন্য গিয়েছিলেন। সেই পরিদশনের পরে আমাদের আশা ছিল যে সেই স্কুলটির কিছু উন্নতি হবে। কারণ যেখানে বর্ষাকালে কোন গার্জীয়ানই তার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠায় না। কারন কখন ঘর ভেংগে পড়বে কখন তাদের মাথা ভাংবে তাদের কোমর ভাংগবে সেজন্য তারা পাঠায় না। প্রায় এক বছর হল এই ঘরগুলি কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। যদিও তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এর পরিবর্তন হবে। আর একটা ব্যাপার আমি তুলে ধরছি। সাধুটিলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় তৈরীর জন্য

৪৫ হাজার টাকা স্যাংসন হয়েছিল এবং টেণ্ডার কল হওয়ার পর কন্ট্রাকটার কাজ করবেন বলে নিয়েছিলেন কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে এই কাজ হওয়ার আগেই নাকি কন্ট্রাক্টার সেই সিমেন্ট তুলে নিয়ে গেছে। এর পরে সিমেন্টের অভাবে সেই কাজটা অদ্যাবধি হয় নাই। যেখানে একজন কন্ট্রাকটর দালান বাড়ী করবেন বলে তার কোটা থেকে সিমেন্ট পেল সেই সিমেন্ট পাওয়ার পরে সেই ঘর দরজা করে নি। তাই আমি কর্তৃপক্ষের নিকট এই কথা বলেছিলাম। আমি জানি না সেইটা সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়েছে কি না। আমি শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণে এই কথাটা অবশ্যই আমি জানতে পারবো যে এই ব্যাপারটার কি হয়েছে। আর বিভিন্ন স্কুল ঘরগুলির কথা বলতে আমার সত্যিই দুঃখ হয়। এহেন অবস্থায় সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পাঠান মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আমি শিক্ষা মন্ত্রী হাউসে নেই, মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে এই একটা সুব্যবস্থা অর্থাৎ যেটুকু করলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি অবশ্যই দেবেন। আর জল সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে জলব্যাবস্থার, আমাদের এলাকাতে পানীয় জলের যেমন দুরাবস্থা দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে হয়তো ২/৩টা রিংওয়েল বা ৫/১০টা রিংওয়েল দিয়ে করা মোটেই সম্ভব নয়। আমি বিভিন্ন জনপ্রতিনিধির বক্তৃতা থেকে জানতে পাবলাম যে প্রত্যেকের এলাকাতেই যথাসম্ভব ডিপ টিউব ওয়েল সরকার করেছে বা করার প্রস্তাব আছে কিন্তু আমাদের এইদিকে আশা করেছিলাম যে ১/২টা টিওবওয়েল আমরাও পাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি আমার এলাকাতে একটাও পাই নি। প্রত্যেক বৎসর বি. ডি. ও, বিশালগড় থেকে আমরা বিশালগড় ব্লকে ১০/১২ জন জনপ্রতিনিধি আছি। আমাদের মাথাপিছু বরাদ্দ ১/২টা রিংওয়েল বা ২/৩টা টিওব ওয়েল হয় সেইটা আমার মতে আমার এলাকায় যে পানীয় জলের সংকট এইটা তুলনামূলকভাবে এইটা অত্যন্ত নগন্য এবং এই জলাভাবে যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে পানীয় জলের অভাবজনিত যে রোগ শোক সেইটা স্বাভাবিকভাবে হেলথে যাইয়া পরে। কারণ দূষিত পানীয় জল আমরা পান করি সেইজন্য আমাদের এলাকাতে বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এইটার একটি মাত্র প্রধান কারণ হলো আমরা ভাল পানীয় জল পাচ্ছি না। তাই আমরা আশা করবো এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। যদিও ২/১ বৎসরে করা সম্ভব নয়। আমরা যে মাথাপিছু যে কোটা পাচ্ছি সেই কোটাটা অন্ততঃপক্ষে যদি ১০/১২ টা করে আমরা প্রত্যেক বৎসরে রিংওয়েল করতে পারি হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেই যে জলাভাব একটা দূর করতে পারবো বলে আমরা আশা করি। আর তাছাড়া আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে কতকগুলি গ্রাম আছে যেগুলি নাকি ব্লকের অধীনেও নয় মিউনিসিপ্যালিটির অধীনেও নয়। এই গ্রামগুলি একটা বিরাট সমস্যা ব্লক থেকে তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় না এবং মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় না; যদিও আমি কর্তৃপক্ষকে অনেকবার বলেছিলাম যে এই গ্রামগুলিকে মিউ-নিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করুন না হয় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এইটা করে তাদেরকে জানিয়ে দিন তারা খুব চিন্তিত আছেন যে তারা কি পৌরসভার এরিয়াতে পরেছে না

ব্লকের এরিয়াতে পরেছে। কর্তৃপক্ষ বললেন যে আমার কোন হাত নেই ব্লকও বলে আমার কোন হাত নেই। এইটা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো এইটার তদন্ত করে আমাদেরকে জানিয়ে দেন যে সেটা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত না পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। আরেক কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমাকে ২/৪টা কথা বলতে হয়। আমি জানি যে আজকে থেকে প্রায় ৬ মাস আগে পোলাণ্ড থেকে একটা ট্রেনসমিটার কলিকাতায় এসেছে এই যে মেসিন সেই মেসিনটা একটা বিরাট সেই মেসিনটা আমাদের এখানে এনে স্থাপন করলে পরে বিদ্যুতের অভাব থেকে আমরা অনেকটা পরিত্রাণ পেতে পারি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই মেসিনটা আমার মনে হয় কলিকাতাই রয়েছে আর তা ছাড়া আমাদের এখানে যে ইলেকট্রিসিটির অফিস আছে সেই অফিসে নতুন জেনারেটর ৪০/৫০টা জেনারেটর আছে যেগুলি এখন অকেজো অবস্থায় পরে আছে। আশ্চর্য্য লাগে ৪০/৫০টা জেনারেটর অকেজো হয় কি করে? সেইটার মূল কারণ হচ্ছে স্যার, সেই জেনারেটরগুলির কিছু সংখ্যক পার্টস বিক্রী হয়ে গেছে কে বা কারা বিক্রী করেছে সেইটা জানি না। হয়তো এই সাইকেল হারানোর ব্যাপারে যা হয়েছিল এই পার্টসগুলির ঠিক সেই দুরাবস্থা। এইগুলি কি চুরি গেছে না খোয়া গেছে সেইটা বলা মুসকিল। তবে এইটুকু জানি এই জেনারেটরগুলি কয়েকটা পার্টসের অভাবে অকেজো তার জন্য ৪০/৫০টা জেনারেটর থাকা অবস্থায়ও আমরা এইগুলিকে ব্যবহার করতে পারি না। আরেকটা কথা মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে। মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে আমরা ব্লকে গিয়ে বলি যে কৃষকদের ফসল করার সময় হয়েছে তোমরা জলসেচের ব্যবস্থা চালু কর। সেই জলসেচের ব্যবস্থা কৃষক যখন বুরো ধান লাগায় সাধারণত: পৌষ, মাঘ মাসে আর তারা অভার ফ্লো বা জলের জন্য নালা বা জলের যে পাইপ সেইটা তারা দেয় বৈশাখ মাসে। যখন নাকি কৃষকেরা বুরো ধান ঘরে নিয়ে যায় তখন তারা কাজ আরম্ভ করে। এইটা স্যার, অব্যবস্থা, এই অব্যবস্থার জন্য ঠিক আমি মন্ত্রীদেরকে দায়ী করছি না তবে আমি এই টুকু মন্ত্রীদেরকে বলবো আপনাদের যে অফিসাররা আছেন সেই অফিসাররা ঠিক যে সময়ের যে কাজ করা দরকার সেই কাজ হচ্ছে কি না সেইটা আপনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আজকে থেকে ১০/১২ দিন আগে ভুকলির এক জায়গাতে অভার ফ্লো বসেছে যখন নাকি ঐ অভার ফ্লোর কোন দরকার নাই। কিছুদিন পরেই কৃষকরা ধান কাটবে কাজেই ঐ যে অভারফ্লো বসানো হলো এইটা কার স্বার্থে বসানো হলো? আবার দেখলাম ভুকলির এক মাঠে বাঁধ দিচ্ছে আর যেখানে জলে মানুষের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে না কি বাধ দেবে —

মিঃ স্পীকার :— ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীমধুসূদন দাস :— আমাকে স্যার এক মিনিট সময় দেন। এই যে অব্যবস্থা সেই অব্যবস্থা থেকে বাচার জন্য আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ গভর্ণমেন্টের তীক্ষ দৃষ্টি রাখা উচিত, মন্ত্রীদেরও দৃষ্টি রাখা উচিত যে ডিপার্টমেন্টের টাকা ঠিক সময়ে খরচ হচ্ছে কি না। আমরা জানি এই বাজেট অধিবেশনের আগে যে অধিবেশন বসেছিল তখন মন্ত্রী মা নিয়েছিলেন যে উনার অনেক টাকা রয়ে গেছে যেটা নাকি খরচ করাতে পারেন নাই।

কিন্তু এই যে এত হাজার টাকা রয়ে গেল তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেই টাকাটা তিনি যথাযথভাবে খরচ করবেন কিন্তু আমার মনে হয় সেই টাকাটা খরচ হয় নি। যদি সেই টাকাটা খরচ হতো তাহলে আমাদের মাথাপিছু যে বরাদ্দ রিংওয়েল থাকে সেই বরাদ্দ খানিকটা বাড়তো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার সেই বরাদ্দের পরিমাণ মোটেই বাড়েনি বরংচ এখন পর্যন্ত আমরা নতুন কোন টিউবওয়েল বা রিংওয়েল পাচ্ছি না। বি, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলে মশাই আগে বাজেট পাশ করে আসুন তারপরে বলুন পাবেন কি পাবেন না। তাহলে কি আমি বলবো যে এই লক্ষ টাকা যে পথে এসেছে সেই পথেই গিয়েছে? তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ করবো যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের টাকা যথাযথ পথে খরচ হয় কি না সেইটা দেখা দরকার। আরেকটা কথা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে। যেটা নাকি হাউসিংএর মাধ্যমে টাকা পয়সা দেওয়া হতো, এইটা কেউ পাচ্ছে লোন আর কেউ পাচ্ছে ফ্রি। ফ্রি পাচ্ছে তারাই যারা নাকি সিডিউল কাস্টের লোক বা সিডিউল ট্রাইবের লোক। এই যে তারা টাকাটা পাচ্ছে সেই টাকাটা আমি যতটুকু জানি ঠিক ৫শো টাকা একজন পাবে? এই দুইশো টাকা খাচ্ছে অফিসের টেবিলে আর বাকী তিনশো টাকা খাটছে কৃষকরা পাচ্ছে তার থেকে আবার জায়গার মালিক কিছু টাউটার কিছু নিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রমাণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার যখন নাকি হাউসিং সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন তখনই উনি বলবেন। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।

মিঃ স্পীকার :— কালকের ডিমাণ্ডগুলি শেষ করার জন্য। গত কালকের ডিমাণ্ড আমরা শেষ করতে পারি নি, তাই আজকে আপনাদের কাছ থেকে আমি ১০ মিনিট সময় বেশী চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ৬টার পর আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ৬টার পরে সম্ভব নয়। আপনি তো করতে পারেন, আপনার তো সময় আছে।

মিঃ স্পীকার :— সময় থাকলেতো আর সবসময় সবকিছু করা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমাদের অসুবিধা আছে, আমরা পারবো না।

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যল চীফ মিনিষ্টার প্লীজ গিভ রিপ্লাই টু দি ডিবেট।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতা তিনি তার এনগেজমেন্ট থাকার জন্য টাইম দিতে পারছেন না, তার জন্য যাতে তাঁর অসুবিধা না নয়, সেই জন্য আমার বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে রাখছি। (শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে এই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলে শেষ করছি। এক নম্বর হল যে গরীব কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ অভিযানের নামে ধান চাল সংগ্রহ সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেই সম্পর্কে এখান থেকে মাননীয় সদস্য অনেকেই বলেছেন। এই হাউসে ও আলোচনা হয়েছে এই ব্যাপারে, তবুও আমি বলতে চাই একথা যে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান—যে ভাবে প্রকিউরমেন্ট অন্যত্র হয়ে থাকে আমাদের ত্রিপুরায় আমরা সেইভাবে প্রকিউরমেন্ট করিনি। আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস

করেছি এবং মানুষের উপর বিশ্বাস করে পঞ্চায়েত মারফত যাতে এই সংগ্রহ হয়, তার একটা নীতি নির্ধারণ করে, তার ভিত্তিতে এই সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকিউরমেন্টের যে আইন কানুন আছে, প্রকিউরমেন্ট বলতে যা বুঝায়, এইভাবে আমরা ঠিক সংগ্রহ করেনি। এটাকে প্রাইস সাপোর্টও বলা যায়, আবার সংগ্রহ ও বলা যায়, প্রকিউরমেন্টও বলা যায়। আমরা যেটা চেয়েছিলাম—কোনরকর ফোর্স এ্যাপলাই না করে, সাধারণ মানুষের ধান চালের দাম যে সময়ে পড়ে যায়, সেই সময়ে ধানটা যদি কিনে নিতে পারি, তাহলে কৃষকদের পক্ষে সুবিধা হবে, এই কথাটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা এর ভার দিতে চাইলাম পঞ্চায়েতকে আমাদের যে ইলেকটেড বডি, একেবারে নীচু লেভেলে পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি হাতে ছেড়ে দিতে চাইলাম সেই প্রকিউরমেন্ট। ওরা সাহায্য করবে। পঞ্চায়েত যেখানে বলেছেন আমরা এ্যাজেন্ট ঠিক করে দেব, সেখানে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মারফত বা কমিটির মারফত যে সাজেশান এসেছে, তাকেই নিযুক্ত করা হয়েছে, সেইভাবে আজকে একথা বলতে পারি, আমি আগেও বলেছি সংগ্রহ অভিযান আমাদের সার্থক হয়েছে এই কারণ আমি বলব, যে একটা নীতি রূপায়ন করতে গিয়ে পরীক্ষা মূলক ভাবে যে কাজটাকে সুরু করতে চেয়েছিলাম, সারা ভারতবর্ষে যেভাবে প্রকিউরমেন্ট চলেছে, সেইভাবে না গিয়ে, একটু অন্য রকমভাবে, জন-প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তাদের কতটুকু আগ্রহটা বাড়ে এবং সংগে সংগে আমরা চাই এই যে পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, যাতে করে তাদের ওখানে, এ গ্রামের প্রয়োজনে যে এ্যাসেনশিয়েল কমডিটিজ যাওয়ার কথা, সেটাই যাবে গ্রামের মধ্যে, যে কারণে আমরা নীতিগতভাবে ফেয়ার প্রাইস শপগুলি প্রতিটি পঞ্চায়েতে গড়ে তোলার কথা বলছি। আমি একথা বলছি না যে প্রতিটি পঞ্চায়েত ভিত্তিতে ফেয়ার প্রাইস শপগুলি রয়েছে, কিন্তু মেজর পোরশান পঞ্চায়েতকে ভিত্তি করে সেই ফেয়ার প্রাইস শপ গিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ তার বেনিফিট পায়। এদিকে তাদের যে দায়িত্বশীলতা সরকারের কাছে যে জনসাধারণের জন্য যে ধানটা সংগ্রহ করা হবে, তাদের অংশ নিয়ে এই যে প্রশ্নটা গ্রামের প্রধানদের একেবারে নীচু লেভেলের প্রতিনিধিদের সংগে আমার এখানকার যারা বড় এরীয়া নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন, এবং যারা সরকার গঠন করেছেন, এই সরকারের সংগে সেই গ্রামের নীচু লেভেলের প্রতিনিধিদের সংগে সহযোগিতা এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার যে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রকিউরমেন্টের ভিতর দিয়ে সেই নীতি আমাদের সার্থক হয়েছে। আপনারা কেউ কেউ বলতে পারেন, কোন সেক্রেটারী নাকি বলেছেন ৬১ লক্ষ না ১৬ হাজার টন সংগ্রহ হয়েছে। কে কি বলেছেন আমার জানা নেই, কিন্তু আমার যেটা সংগ্রহ করার কথা গভর্ণমেন্ট থেকে, কেবিনেট থেকে যে ডিসাইড করেছিলাম সেটা হল ১০ হাজার মেট্রিক টন সংগ্রহ করার কথা আমন ক্রপ। কিন্তু এই যে প্রসেস আমারা নিতে যাচ্ছি, এই প্রসেসটা জোরদার করার জন্য, অর্থাৎ মানুষগুলিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের দায়িত্বশীলতা বাড়ানোর জন্য, তাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা, এই যে জনপ্রতিনিধি এ্যাসেম্বলী গড়ে তুলেছে. এখান থেকে যে সরকার গড়ে উঠেছে, তাঁদের সংগে যে যোগাযোগের ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা জোরদার করার জন্য, যাতে মাঝখানে যেসব এলিমেন্ট রয়েছে সেই এলিমেন্টসগুলি যাতে ধীরে ধীরে এলিমিনেশানের বাধাটা চলে যায়,। কাজেই এই যে নীতি, এই নীতির

উপর দাঁড়িয়ে এবারকার প্রকিউরমেণ্ট আমরা নিয়েছি। এটা সার্থক হয়েছে এই জায়গায় যে মানুষ এগিয়ে এসেছে। এখানে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন যে বড় জোতদার এবং মাহাজনদের থেকে ধান সংগ্রহ করা হয়নি। কিন্তু আমি এখানে বলতে পারি যে ধান সবাই দিয়েছে। একথা নয় যে ধান গরীব থেকে নেওয়া হয়েছে, জোতদার এবং বড় বড় মাহা-জনদের থেকে নেওয়া হয়নি। গরীব কৃষকরা যদি তখন ধানের দর না পেত, তাহলে মরে যেত, সেই জন্য তাদের সেই দর দিয়েছি, সংগে সংগে জোতদার এবং বড় বড় মাহাজনদের কণ্ট্রিবিউশানও এর মধ্যে রয়েছে। স্বেচ্ছায় দিয়েছে, আমরা লেভি করিনি। যদি প্রয়োজন হত, কেবিনেট যে একটা সিলিং করে দিয়েছে বা টার্গেট করে দিয়েছে, সেই টার্গেট'এর কম হয়ে যাবে, তাহলে হয়তো অন্য রকম ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হত যে কারণে আমরা নোটিশ দিয়েছি, যারা একটু বড় গৃহস্থ, আছে, তাদের কাছে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কার কতটা ধান আছে সেটা ডিক্লারেশান দেওয়ার জন্য। আমরা সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা যখন দেখলাম টার্গেট পূরণ হয়েছে, আর যেটা বাড়তি হয়েছে, সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় সেটা সংগৃহীত হয়েছে কাজেই সেই দিক থেকে আমরা জনসাধারণকে এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের আমরা অভিনন্দন জানাই যে একটা এক্সপেরিমেণ্ট যেটা আমরা ত্রিপুরাতে গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, সেটা ত্রিপুরায় সাকসেসফুল হবে কি হবে না, একটা সন্দেহ ছিল, তবে আজকে আমরা বলতে পারি যে এই প্রসেসকে যদি জোরদার করা যায়, যে সমস্ত ফাঁক থাকে সেইগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে একটা নূতন ত্রিপুরা গড়ে উঠার সম্ভাবনা জেগে উঠবে। এদিকে বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি যাতে এই প্রসেসটা জোরদার করা যায় তার চেষ্টা করবেন। তাঁদের জায়গায় বসে গ্রামের মানুষ, তাদের যেমন সংগ্রহ অভিযানে কন্ট্রি-বিউশান থাকবে, আবার সংগে সংগে এ্যাসেনশিয়েল কমডিটিজ তারা যাতে ঠিকমত পেতে পারে তারও প্রয়োজন। সেই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে, সেই ভাবে যদি কাজ করে যেতে পারি আমি বিশ্বাস করি এই ত্রিপুরার একটা প্রবলেম—সাধারণ মানুষের সংগে জনপ্রতিনিধিদের যে সম্পর্কটা, সেটা অনেক গভীর হবে।

জিনিষপত্রের দর নির্দ্ধারণ করা সম্পর্কে, কন্ট্রোল করা সম্পর্কে সাবসিডি দেওয়া সম্পর্কে অনেক কথা উঠেছে। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে আমাদের প্রায় সবগুলি ব্যাপারেই বাইরের সোর্সের উপর নির্ভর করতে হয়। নির্ভর করার জন্য আমরা এখানে বসে কোন জিনিষ কন্ট্রোল করতে পারি না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সোর্সে দামটাকে কন্ট্রোল করান যাচ্ছে। সোর্সে কন্ট্রোল না করলে কত দাম উঠবে, এখানে কি রেটে আসবে, কি রেটে আসতে পারে, সেটা না জেনে, আমরা এখানে কন্ট্রোল করে বসে রইলাম, সেখান থেকে মাল এল না, তাহলে ত্রিপুরার কি অবস্থা দাঁড়াবে, এদিকটা একটু ভাবা দরকার। আমাদের দেশে, আমাদের ত্রিপু-রায় যে মালটা হয় সেই মালটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, আমরা হাতে রাখতে পারি, কিন্তু যে মালটা বাইরে থেকে আসবে, যেহেতু সেই মূল্যের উপর আমার কোন কন্ট্রোল নেই, কাজেই এখানে বসে সেটা কন্ট্রোল করাটা সম্ভব হয় না। হঠাৎ করে কোন অভাব দেখা দিল, সেখানে বাফার ষ্টকের ব্যবস্থা রাখা হয়। আমাদের এখানে বাফার ষ্টক গত বছর অনেক কম

ছিল, ১৯৭০-৭১ ইং সনে, বাঙলা দেশের যুদ্ধের সময় যেটা চলছিল, সেই অবস্থা আমাদের এখনও চলছে। এর মধ্যে আমরা বাফার ষ্টক বলে কোন কিছু করি নি। এবারের বাজেটে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বাজেটে টাকা ধরে রেখেছি যাতে এসেনশিয়াল কমডিটিজ কিছু কিছু রাখতে পারি। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ওয়্যার হাউস, তারা স্বীকার করেছে যে এখানে এসেনশিয়াল কমডিটিজ তারা কিছু কিছু ষ্টক রাখবে। চিনির ব্যাপারে আপনারা জানেন সুগার যেটা মার্কেটে চলে যায়, লেভির সুগারটা গভর্ণমেন্টের কন্ট্রোল আছে। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া যেটা দিয়ে দেয় তার উপর আমরা রেশন দোকান মারফত দিয়ে যাই। সরষের তেলের ব্যাপারে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। যতটা আমাদের এখানে হয় তার উপর কিছুটা কন্ট্রোল করা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে যেটা আসে তার উপর কন্ট্রোল করা যায় না। কিন্তু যদি বাফার স্টক থাকে যেমন এবারের বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যাতে আমরা একটা বাফার ষ্টক মেনটেন করতে পারি। যদি একেবারে অস্বাভাবিক অবস্থা আসে তখন যদি মার্কেট একটা স্থিতিশীলতার মধ্যে রাখা যায় তার জন্য এই বাজেটে প্রভিশান রাখা হয়েছে। এখন অনেক অভিযোগ আছে, অনেক কথা হয়েছে, অনেক সমালোচনা হয়েছে যেগুলি আমাদের আওতার বাইরে। আমারা সমালোচনা বুঝি। কারণ আমি যদি আজকে উলটো দিকে বসতাম তাহলে এই সমালোচনা হয়ত আমিও করতাম। প্রশ্নটা হল যে যে অসুবিধাটা আজকে আমরা ভোগ করছি সেই অসুবিধাটা আপনারাও ভোগ করবেন হয় একদিন। কাজেই এই প্রশ্নগুলিকে বাস্তব দিক থেকে দেখা দরকার যে আমরা কতটুকু বা ইমপ্লিমেন্টেশানের ক্ষেত্রে যদি কোন গলদ হয় তাহলে সেগুলি সংসোধন করার কোন দিক আছে কি না। যেই পথগুলি সম্পর্কে যদি বলা হয় এই পথে সংশোধন করা যেতে পারে তাহলে সেগুলি দেখা দরকার। যেগুলি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের আওতার বাইরে সেগুলি সম্পর্কে যদি কোন সমালোচনা আসে তাহলে সেটা আমাদের উপর কিছু ইনজাসটিস করা করা হবে বলে আমাদের মনে করতে হবে এবং যারা ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের উপরেও ইনজাসটিস হবে এই কারণে যে তারা এই জিনিষটাকে বিবেচনা করতেও জানে না যে কোন জিনিষটার উপরে দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং কোন্ জিনিষটার উপর জোর দিতে হবে। এই দিক থেকে আমি বলব যে সমালোচনা হয়েছে, সমালোচনা হবে, যেহেতু আমরা রুলিং পার্টি, আমাদের সমালোচনা শুনতে হবে। সমালোচনার এই ধারাটাকে আমরা গ্রহণ করতে বলি যার ফলে যেটুকু আমাদের আওতার মধ্যে আছে সেটাকে কি ভাবে ভাল করে বিলি করা যায় তার জন্য যদি কোন সাজেশান রাখা যায়, আমি এই কথা বলছি না মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যেগুলি বাইরে আসে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, তা নয়। আমার বক্তব্যটা হল এই দিকটার উপর জোর দিয়ে সমালোচনা করলে সেখানে আমরা একটু উপকৃত হতে পারি। এটা যেহেতু কতগুলি সোর্সের ব্যাপার এবং যেহেতু কতগুলি খাদ্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে, ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা সেটার সমালোচনা করতে পারি কারণ আমরা দেখছি যে উর্দ্ধগতি হচ্ছে। কিন্তু আজকে এটা ইন্টারন্যাশন্যাল ফেনোমেনান। আজকে এই কথা বলা চলবে না যে এটা শুধু ত্রিপুরার বাড়ছে। হ্যাঁ, ত্রিপুরার যদি শুধু বাড়ত, সমস্ত জায়গায় যদি ঠিক থাকত তাহলে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে। আজকে সারা দুনিয়ায় এই মূল্যের উর্দ্ধগতি

হয়ে গেছে। আজকে এটা ভারত সরকারের আয়ত্বাধীনে আছে কি না যে ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে। যেমন পেট্রোল, এখন পেট্রোল জাত যতকিছু আছে সব জিনিষের দর উর্দ্ধগতি হয়ে গেছে। দাম বেড়ে যাবে এ জানা কথা। এটা আমার আটকাবার কিছু নাই, ভারত গভর্ণমেন্টেরও কিছু করার নাই। সারা পৃথিবী জুড়েই এটা হয়েছে। চীৎকার সুরু হয়েছে। কাজেই পণ্যের যে উর্দ্ধগতি এটা কতটা কন্ট্রোলের মধ্যে চেষ্টা করলে রাখা যায় সেই দিকে আমাদের সকলের মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং আমি মনে করি না যে আমাদের এই ত্রিপুরার উর্দ্ধগতি যেটা হওয়ার কথা, যেহেতু আমাদের সোর্সের বাইরে আমাদের এখানে যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটুকু হয় নি। এই জন্য আমরা কিছু কৃতিত্ব দাবী করতে পারি যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেটা আরও সাংঘাতিক রকম উপরে উঠে যাওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নি। আজকে চাল যে তারা বিক্রি করছে অনেকে সমালোচনা করেছেন। এখন এই যে চাল যে তারা এখন বিক্রি করছে মিডিয়াম রাইস যেটা তার উপর আমরা যে সাবসিডি দিয়ে এই দর হয়েছে। আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা কোন খবর রাখেন কিনা যে এর মধ্যে এই যে আটার দর আছে সেই দর সাবসিডি দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। কাজেই আমাদের সীমিত অর্থনীতির মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কন্ট্রোলের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। আমরা এই কথা বলছি না যে উর্দ্ধগতিটা আমরা রোধ করতে পেরেছি। সেই কথা আমরা কখনও বলি নাই। কারণ সেটা আমাদের আওতার বাইরে. কোন কোন ভারত সরকারের আওতার বাইরে। সেটা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলছে। আজকে গমের মার্কেটে কম্পিটিশান চলছে। বড় বড় দেশগুলি যাচ্ছে কম্পিটিশনে। কোথা থেকে গম পাওয়া যাবে? তাদের সংগে ভারতবর্ষের কম্পিটিশনে নামতে হচ্ছে। আমি দেখেছি, আমি জানি, আমি ইন্টারন্যাশনেল মার্কেটের সবটা খবর রাখি না কিন্তু কিছু কিছু রাখি। গমের, চালের কোটা রাশিয়াও কিনেছে, চায়নাও কিনেছে। যে কারণে গমের দর বেড়েছে এবং ভারতবর্ষ গতবার ইম্পোর্ট করতে পারে নি। কারণ এত দর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে এই মার্কেটে গিয়ে ইণ্ডিয়ার মত একটা গরীব দেশের এইসব কেনা সম্ভব হয় নি। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের মূল্যমানটা ঠিক রাখা ভারত সরকারের পক্ষেও কঠিন এবং চেষ্টা চলছে যতটা সম্ভব এর মধ্যে একটা বিরোধী শক্তি যেটা বলা যায়, এটা আমি মাননীয় সদস্যদের বিরোধীতার কথা বলছি না। আমি বলছি একটা শক্তি যে শক্তিটা আমাদের আয়ত্বের বাইরে এবং বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রেতো প্রশ্নই উঠে না। তথাপি আমরা এই ত্রিপুরায় দেখছি যে আমাদের দর আশে পাশের রাজ্যগুলির চাইতে এমন একটা কিছু বেড়ে যায় নি যাতে আমরা আতঙ্কিত হতে পারি। কিন্তু আতঙ্কিত আমরা কিছু হই এই জন্য যে আমাদের ত্রিপুরাটা আরও গরীব। গরীব বলেই আমাদের এই প্রশ্নটা আরও বেশী দরের জন্য যতটা নয় ততটা রয়েছে পারচেজিং পাওয়ারের জন্য। এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে আমাদের এইসব ভাবা দরকার। ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে আমরা মোটামুটি একটা আপনাদের সামনে রাখতে চেষ্টা করেছি। আর পি, ডব্লিউ, ডি ও বিদ্যুতের সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, আপনি আগামী কালও বলতে পারবেন। আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আচ্ছা স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা। ২০নং ফেয়ার প্রাইস শপ সম্পর্কে যে কথা উঠেছিল আমরা সেই জায়গা থেকে রিসিট বই নিয়ে এসেছি

এবং তাতে দেখা যায় যে ২।৩ তারিখ এবং ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বন্ধ ছিল। ৫ তারিখ খোলা এবং আরও মাল আছে। কতটা সেল করেছে তারও ফিগার আমি দিতে পারি। আজকের দিনে বিক্রি করেছে ৫৫ কেজি রাইস, ১০০ কেজি আটা আজকের মধ্যে হয়েছে এবং আজকে স্টোরে তারা টাকা জমা দিয়েছে। আরও আজকে তারা স্টোরে টাকা জমা দিয়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি ইনফরমেশান নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে এইগুলি দেওয়ার জন্য যে যে অভিযোগগুলি এখানে হয়েছিল—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনাদের গোডাউন থেকে গিয়েছে বিশ্বাস করি। কিন্তু কোথায় গেল সেটা খোঁজ করুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কার্ড নাম্বার ইত্যাদি এই সমস্ত রিসিট বইয়ের মধ্যে রয়েছে। কাজেই এটা অবিশ্বাস করার কথা নয়। তথাপি যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমরা খোঁজ করে দেখতে পারব।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 p. m. on Monday the 8th April, 1974. Hon'ble Chief Minister will have the floor next day.

PAPER LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 900

By Shri Bajuban Riyan

Will be Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইন কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে ১৯৭৩ সন পর্য্যন্ত কতজন উপজাতি সরকারের লিখিত অনুমতি নিয়া অ-উপজাতির নিকট জমি হস্তান্তর করিয়াছেন ?

২। হস্তান্তরিত জমির মোট পরিমাণ একর হিসাবে কত ?

উত্তর

১। ১০৫৯টি।

২। ৩৭৫২·৬০০ একর।

STARRED QUESTION NO. 925.

By Shri Anil Sarker

Will be Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকে এখন কয়টি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ চালু আছে, তার বিবরণ।

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকে এখন একটি মাত্র রাস্তার কাজ ক্র্যাশ প্রোগ্রামের অধীন চালু আছে। এই কাজটি হইল, "গোলাবাড়ী হইতে দক্ষিণ ঘিলাতলী রাস্তার উন্নয়ন (প্র,প—৩)।

STARRED QUESTION NO. 957.

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Rural Industries Project (R. I. P.) অনুসারে গত ১৯৭০ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩ এর অকটোবর পর্য্যন্ত যাদের শিল্প ঋণ দেয়া হয়েছে তাদের মহকুমা ভিত্তিক মোট সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ ;

২। R. I. P র সুপারিশ অনুসারে এই সময়ে যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছেন তাদের সংখ্যা ঋণের পরিমাণ ; এবং

৩। প্রথম ও দ্বিতীয় ধরণের ঋণ পেয়ে যারা এখনো শিল্প গঠন করেন নাই অথবা যাদের শিল্প এখন চালু নাই তাদের মোট সংখ্যা।

উত্তর

১) মহকুমার নাম	সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
(ক) কমলপুর	১	মং ১৫,০০০৲ টাকা।
(খ) কৈলাশহর	৩	মং ২১,৫০০৲ টাকা।
(গ) ধর্ম্মনগর	১৩	মং ২,০২,৫০০৲ টাকা।

২) মোট ৩৪ জন ব্যক্তি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ধর্ম্মনগর শাখা হইতে মোট ৯৬,৭০০৲ টাকা এই সময়ে শিল্প ঋণ পাইয়াছে।

৩) ৭ ; চার ব্যক্তি এখনো শিল্প গঠন করে নাই এবং তিনটি শিল্প বর্ত্তমানে চালু নাই।

STARRED QUESTION NO. 995

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সাল পর্য্যন্ত সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লক অধীন জম্পুই কলোনীতে কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে ?

২। এবং বর্ত্তমানে কয়টি রিংওয়েল ও কয়টি টিউবওয়েল চালু আছে ?

উত্তর

১। ৬ (ছয়টি) রিংওয়েল এবং (একটি) টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

২। ৩ (তিনটি) রিংওয়েল এবং (একটি) টিউবওয়েল বর্ত্তমানে চালু আছে।

STARRED QUESTION NO. 996

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লক এলাকায় জম্পুইজলা বাজার হইতে কিল্লাবাড়ী পর্য্যন্ত ক্রেশ প্রগ্রাম মারফত ১৯৭৩ সালে তৈরী অসমাপ্ত রাস্তা বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা ?

২। গত বৎসর এই রাস্তা বাবত কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং রাস্তার কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ্যা।

২। এই কাজের জন্য ২৬,৫৬৬৲ টাকা দেওয়া হয়। শতকরা ১২ ভাগ ব্যয় সংকোচহেতু প্রয়োজনীয় অর্থ না পাওয়ায় কাজ অসম্পূর্ণ থাকে।

STARRED QUESTION NO. 1011.

By Shri Tapash Dey.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ২৫ (পঁচিশ) একরের বেশী জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ২০৮টি পরিবার।

STARRED QUESTION NO. 1046.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার মতাই, সোনাইছড়ি ইত্যাদি স্থানে পানীয় জলের জন্য নলকূপ বা রিংওয়েল করা সম্ভব হইতেছে না ?

২) সত্য হইলে অন্য কি উপায়ে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা সরকার স্থির করিয়াছেন ?

উত্তর

(১—২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 1047

By Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ ইং সন হইতে ১৯৭৩ ইং সন পর্য্যন্ত সময়ে অমরপুর টাউন, গণ্ডাছড়া বাজার, শীলাছড়ি বাজার এবং উদয়পুর বাজারের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের যে সমস্ত লোনের দরখাস্ত মঞ্জুরীর অপেক্ষায় আছে তাহার সংখ্যা।

২) ঐ প্রকার লোন মঞ্জুরীর বিলম্বের হেতু ?

উত্তর

১) অমরপুর টাউন— ৯৬

গণ্ডাছড়া বাজার— ৫১

শীলাছড়ি বাজার—নাই।

উদয়পুর বাজার— ৩৩

২) অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে লোন মঞ্জুরীর বিষয় বিবেচনার জন্য তদন্ত কার্য্যে কিছু সময় যাওয়ায় ও বাজেট বরাদ্দ টাকার সংকুলান না হওয়ায়।

STARRED QUESTION 1051.

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বাংলা ১৩১২, ১৩১৩ ও ১৩১৫ সনের খাজনা যারা জমা দিয়েছিলেন, ঐ বছরগুলির খাজনা মকুবের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের খাজনা পরবর্ত্তী সময়ের জন্য adjust করা হচ্ছে না ?

২) সত্য হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PAPER LAID ON THE TABLE

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 201.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether some Memorandum from the Tripura Tenants Association were received by the Government in months of April and September in 1973 ?

2. What were the contents of the memorandum (in short) ?
3. What measure has been taken for ?

ANSWER

1. No memorandum was received in the month of April 1973. A memorandum was received in the month of September.
2. The contents of the memorandum received in September 1973 are in short as below :—
   (1) To pass 'Rent Control Act' in the next session of the Legislative Assembly with retrospective effect from 1969 or to promulgate an ordinance immediately enforcing rent control and prohibiting eviction etc. of the tenants with retrospective effect from 1969 and to save the tenants from economic annihilation.
3. A draft Bill named "The Tripura Buildings (Lease and Rent) Bill, 1974" is under consideration.

UNSTARRED QUESTION NO. 665.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) State aid to Industries rules—গত দশ বছরে I. T. I. শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য দরখাস্ত করেছে ?

২) যাদের এ ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের মোট সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ।

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) দুইজন, মোট ৭,০০০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION No. 728

By Shri Radha Raman Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোহনপুর ব্লকে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে তাহার হিসাব।

উত্তর

১। মোহনপুর ব্লকে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজের জন্য ১৯৭২-৭৩ ইং সনে মোট ১,৫৪,৪৬৭·৮৮ টাকা এবং ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৩-৭৪ ইং পর্যান্ত মোট ১,১৭,৫৮৯·৩২ টাকা খরচ হইয়াছে। গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪ (২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত)
১। তারানগর—	১৫,৮৯৯·০০	৬,৪৯২·০০
২। কাম্বুকছড়া—	—	৪,৬৯৬·০০
৩। বৈকুণ্ঠপুর—	—	৪,৭৪৮·০০
৪। মোহনপুর—	১১,০০৬·০০	৯,০০৩·০০
৫। উত্তর দেবেন্দ্রনগর—	২৬,৮৮৪·৫০	৪,৭৪৮·০০
৬। কালাছড়া—	৫,০০৫·০০	৪,৬১৬·০০
৭। ঈশানপুর —	—	৪,৮৬০·০০
৮। ইন্দ্রনগর —	৪,৯৭৬·০০	৪,৯৯৮·০০
৯। গান্ধীগ্রাম—	৬,৯০০·০০	১,১৪৪·০০
১০। কলকলিয়া—	—	৪,৭৪৮·০০
১১। নোয়াগাঁও—	৩,১৪২·০০	৬,৬০১·৬০
১২। সনখলা —	—	৪,৪৮৮·০০
১৩। সুরেন্দ্রনগর—	—	৪,৬৮০·০০
১৪। বালুরবন্ধ —	৪,৯৯৭·৫০	৪,৬৮০·০০
১৫। বিজয়নগর —	৮,৯৮৪·৫০	৩,২৪৮·০০
১৬। মেখলিবন্ধ	২,৮৮২·০০	৫,০০০·০০
১৭। ঘড়কাঠাল —	১২,৪০০·৮৮	৪,৪৪৪·০০
১৮। সিঙ্গারবিল —	১,৭৪০·০০	৪,৯৫৬·০০
১৯। তমাকারী —	—	৪,৭৪৪·০০
২০। ডুমরাকারীতাক—	—	৪,৯৫৩·০০
২১। উত্তরদশঘরিয়া—	৮,৪৪৪·০০	৪,৯৮৮·০০
২২। কুঞ্জবন —	—	৪,৮২৮·০২
২৩। তুছামংকরই —	—	৪,৮৯৭·৫০
২৪। লঙ্কামুড়া —	৪,৬৬০·০০	৪,৯৯৮·২০
২৫। মনতলা —	৯,৭৩২·০০	—
২৬। দেবেন্দ্রনগর —	৮,৯৭৩·০০	—
২৭। নরসিংগড় —	৩,২৫২·০০	—
২৮। পূর্ব্ব সিমনা —	৫,৩৫৬·৫০	—
২৯। বামুটিয়া —	৫,০০০·০০	—
৩০। বড়জলা —	৪,২৬০·০০	—
	১,৫৪,৪৬৭·৮৮	১,১৭,৫৮৯·৩২

UNSTARRED QUESTION NO. 799

By Sri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be to state :—

Questions

1. Number of landless agriculturists,who have been rehabilitated in 1973-74 and Sub-division-wise break up of that Number ;
2. Number of Scheduled Tribes and Scheduled Castes among them ;
3. Total amount of money spent for this rehabilitation work, and for each of those families.

Reply

Name of Sub-divisions.	No. landless agriculturists rehabilitated.
Sadar	660
Sonamura	619
Khowai	537
Dharmanagar	588
Kailasahar	1724
Kamalpur	134
Udaipur	86
Belonia	128
Sabroom	272
Amarpur	199
	Total : 4947

2. Schedule Tribes.	Scheduled Castes.
1784	385

3. Total amount spent Rs. 8,09,110·75 Money spent for each of these families is under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 891

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর বিভাগের ছামনু বাজারটি সংস্কার বা উন্নতি করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কোন অর্থ বছরে কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) ১৯৭৪-৭৫ সালে ।

UNSTARRED QUESTION NO. 905.

By Shri Bajuban Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে ১৯৭৪ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্লক ভিত্তিক যতটা হস্তচালিত তাঁত শিল্পের Training-cum-production কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তার নাম ; ২) প্রতিটি কেন্দ্রে কতটা তাঁত সরবরাহ করা হইয়াছে ; ৩) বর্ত্তমানে কতটা চালু আছে ; এবং ৪) প্রতিটিতে কতজন শিল্প শ্রমিক (trainees & Skill Workers) কাজ করিতেছে তার হিসাব ;

২) কোন কেন্দ্র বন্ধ হইয়া থাকিলে তার কারণ।

উত্তর

১) ট্রেনিং কাম প্রোডাকসান কেন্দ্রের নাম	সি ডি/টি ডি ব্লকের নাম	সরবরাহ কৃত তাঁত	বর্ত্তমানে চালু তাঁত	শিল্প শ্রমিক সংখ্যা শিক্ষার্থী	দক্ষ শিক্ষার্থী
১	২	৩	৪	৫	৬
১) প্রমোদনগর টি, সি, পি, সি,	বিশালগড়	৬	৪	—	৪
২) দয়ারাম পাড়া টি, সি, পি, সি,	,,	১২	৬	—	৬
৩) মোড়াবাড়ী টি, সি, পি, সি,	,,	৪	৩	—	৪
৪) জোলাইবাড়ী টি, সি, পি, সি,	উদয়পুর	১	১	৬	—

১	২	৩	৪	৫	৬
৫) পতিছবি টি, সি, পি, সি,	উদয়পুর	৭	৭	১০	—
৬) শীলঘাটি টি, সি, পি, সি,	,,	৬	৬	৬	—
৭) হাদ্রা টি, সি, পি, সি,	,,	১০	১০	৮	—
৮) নয়াবাড়ী টি, সি, পি, সি,	,,	৫	৫	৪	—
৯) হাচুপাড়া টি, সি, পি, সি,	,,	৫	৫	৪	
১০) রাইয়াবাড়ী টি, সি, পি, সি,	,,	৫	৫	৩	—
১১) রাণী কিল্লা টি, সি, পি, সি,	,,	৮	৮	—	—
১২) জলয়া টি, সি, পি, সি,	অমরপুর	১৫	৫	—	৪
১৩) ভাওলিয়াবস্তি টি, সি, পি, সি,	কমলপুর	১০	১০	—	১৩
১৪) ছনখোলা টি, সি, পি, সি,	মোহনপুর	১২	৩	—	৪
১৫) বৈথাংবাড়ী টি, সি, পি, সি:	ধর্মনগর	১১	১১	—	—
১৬) দাসদা টি, সি, পি, সি,	কাঞ্চনপুর	১২	৪	৪	—
১৭) রামবাবু বাড়ী টি, সি, পি, সি,	ডম্বুরনগর	১৫	১০	—	—
১৮) শিলাছবি টি, সি, পি, সি,	সাক্রম	৮	৬	৬	—
১৯) ভিতর মন্নামা টি, সি, পি, সি,	,,	৬	৫	—	—

২) রাণী কিল্লা শিক্ষা কেন্দ্রটি কলোনীতে শিক্ষার্থী না থাকায় এবং শিক্ষনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উৎপাদনে আগ্রহ না থাকায় অতঃপর উক্ত কেন্দ্রটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Agartala, the 8th April 1974.

The House met in the Assembly House, (Ujjwayanta Palace) Agartala, at 12-30 P. M. on Monday the 8th April, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, Cheif Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members were present.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question—Shri Samar Choudhury & Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—Starred Question No. 639.

Shri Suknamoy Sen Gupta :— Starred Question No. 231.

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা সহরে গত ১ বছরে কয়টি ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটিয়াছে ?	গত এক বছরে ১৯৭৩ইং মার্চ হইতে ১৯৭৪ইং ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১৫টি ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।
২) এই সময়ে কয়টি ছিনতাই ও রাহাজানির ঘটনা ঘটিয়াছে ?	উপরোক্ত সময়ে ৪টি ছিনতাই এবং ৭টি রাহাজানির রিপোর্ট আছে।
৩) এই সকল দুস্কৃতকারীদের কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ?	এই সকল ঘটনা ছুরিকাঘাত, ছিনতাই এবং রাহাজা'নির জন্য মোট ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীর জবাব থেকে ঠিক স্পষ্ট হল না যে কয়টি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময়ের মধ্যে ? ...

মিঃ স্পীকার :—ছুরিকাঘাতের কথাই আছে মাননীয় সদস্য, হত্যাকাণ্ডের কথা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—হঁ্যা, ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে ক'টি সেটিই জানতে চাইছি...

মিঃ স্পীকার :—ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে ক'টি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি খুন হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই খুনের ঘটনা সম্পর্কে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় ২০টি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই ২০ জন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার মধ্যে ক'জন জেল হাজতে আছে এবং ক'জন জামিনে আছেন এবং ক'জন মুক্তি পেয়েছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জামিনে মুক্ত আছে ২ জন, এফ, আর, সি,তে ১৮ জন খালাস হয়েছে। শাস্তি এখনও হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটাই কি বুঝতে হবে, যে ২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে তারা একজনও জেল হাজতে নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি জামিনে আছে ২ জন আর ১৮ জন খালাস হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনও জেল হাজতে নাই—এটা কি সত্যি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তরেই আছে জামিনে মুক্ত আছে ২ জন—ছুরিকাঘাতের ঘটনায়—এফ, আর, সি,তে খালাস হয়েছে ১৪ জন। তবে মাননীয় সদস্যদের জ্ঞাতার্থে বলছি যে যেহেতু প্রমাণাভাব খুনের ব্যাপারে সেজন্য মিসাতে এই ব্যাপারে ৭ জনকে এরেষ্ট করে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এতগুলি খুনের ঘটনা ঘটল—রাহাজানি, ছিনতাই, ছুরিকাঘাত ইত্যাদি, তারপরও একজনকে জেল হাজতে রাখার মত প্রমাণ বের করা গেল না এতে কি পুলিশ দপ্তরের অপদার্থতা প্রমাণিত হয় না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে এ ছাড়া কি করা যেতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই গত এক বছরের ১৫টি সংখ্যা দিয়েছেন তার আগের বছরের সংখ্যা এর চাইতে কম না বেশী। এবং বেশী হলে কত বেশী অর্থাৎ পার্থক্য এর কত—এক নম্বর। আর দুই নম্বর

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এক সংগে একটা কোয়েশ্চান করুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে যে রিপোর্ট আছে তাতে আগের বছরের খুনের ঘটনা আর ছুরিকাঘাতের ঘটনার কম।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তার সংখ্যা কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ববর্তী বছরে ২৫টি ছুরিকাঘাত, ৯টি ছিনতাই, ২টি রাহাজানির রিপোর্ট আছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে এই একটা ক্রমবর্দ্ধমাণ সংখ্যা চলছে সহরে এই সমস্ত ঘটনা বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে বা পুলিশ বিভাগ থেকে আগরতলায় কি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—তার কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করার ফলেই ঘটনা কমের দিকে এবং আমরা আরও পুলিশ ফোর্স যাতে বাড়ান যায় এবং আগরতলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত এক বৎসরে একজন খুন হয়েছে. মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে সেই খুনের সংগে জড়িত যারা তারা গ্রেপ্তার হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেগুলির প্রমাণ পাওয়া গেছে সেইগুলির ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী প্লীজ, এইখানে একটা খুন হয়েছে আমি এই একটা খুনের সংগে যারা জড়িত তারা গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জানতে চাচ্ছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর বাকী পলাতক আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে না সে এখনও হাজতে আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, যে খুন সম্পর্কে যে লোকটি গ্রেপ্তার হলো দেখা যাচ্ছে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কয়দিন তাকে রাখা হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনভেসটিগেশনের জন্য যত দিন দরকার পরে ততদিনের জন্য রাখা হয় তারপরে জামিনে খালাস পেতে পারে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে খুন হয়েছে তার নাম কি এবং কোথায় খুন হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. নাম আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা কি ঠিক না যে পুলিশ যদি জামিনে আপত্তি করে তাহলে তাকে জামিন দেওয়া যায় না এবং এই ক্ষেত্রেতে পুলিশ আপত্তি করে নাই বলে সে জামিন পেয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব সময় এইটা ঘটে না। পুলিশের আপত্তি থাকলেও কোর্টের বিবেচনায় তাকে জামিনে দেওয়া যায় কি না সেইটা কোর্ট বিবেচনা করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ১ জনকে ডিটেনশন করে রাখা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমশায় যা বলেছেন সেইটা কত দিন আগে হয়েছে? কতদিন আগে ডিটেনশন করা হলো এক বৎসরের ভিতরে না আরও আগে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্নটা ছিল এক বছরের মধ্যে কাজেই সেই ক্ষেত্রে ১ জন লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই ব্যাপারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ১৫টা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মশায়, সেই ১৫টা ঘটনার ভিতর কয়টার ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং কয়টার চার্জ শীট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— দশটির। প্রমাণাভাবে তার ৫টি আছে যা এখন পুলিশ তদন্তাধীনে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এই সমস্ত ১৫টি কেসের মধ্যে কোন কেসের আসামী চার্জ শীটেড হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চার্জ শীট না হলে কোর্ট থেকে জামিনের প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— যে লোকগুলিকে ধরা হয়েছিল তার অনেক আগে থেকেই পুলিশের ডাইরিতে তাদের নাম ছিল কি না, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমরা যে ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে জামিনের সংগে চার্জ শীটের কি সম্বন্ধ ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— চার্জ শীটের পরে জামিন হবে এইটা কোন আইনে আছে ? উনি না জেনে কথা বলছেন কেন ? উনি বলতে পারেন যে উনি জানেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় অবগত আছেন কি যে চার্জ শীট না দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কেসের আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জামিনে যায় ? চার্জ শীটের পূর্বেও কোর্ট থেকে জামিনে নিয়ে যায় সেইটা জানেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে চার্জ শীট হওয়ার পর জামিন হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে চার্জ শীট হওয়ার আগেও হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ১৫টা ক্ষেত্রেতে কোন চার্জ শীট হয়েছে কি না আসামী ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চার্জ শীটের উপর জামিনটা নির্ভর করে না চার্জ হলেও জামিন হতে পারে আর চার্জ শীট না হলেও জামিন হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি সেইটা জানতে চাই না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ১৫টি কেসে সম্প্রতি যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে চার্জ শীট হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা তদন্তাধীন আছে সেইটা সম্পর্কে চার্জ শীটের কোন প্রশ্ন উঠে না আর যে দশটা কেসের কথা উল্লেখ করেছি যেগুলিতে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৭ জনকে মিসাতে আটকে রাখা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এক বৎসর হয়েছে খুন হয়েছে সেখানে আজ অবধি চার্জ শীট কেন হয় না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খুনের তদন্তে অনেক সময় একটু বেশী সময় নেয়।

শ্রীতাপস দে :— এইটা কি সত্যি যে ষ্ট্যাফ কম থাকার ফলেই চার্জ শীট করতে দেরী হয় এবং এ্যানকুয়ারী করতে দেরী হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে যা আছে তাতে আমাদের এখন কাজ চলতে পারে কিন্তু যে লোক সংখ্যা বাড়ছে তাতে এইটাকে আরও ষ্ট্রেংথেন করা দরকার।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে ষ্টাফ যা আছে তাতে এখন চলতে পারে এই যে এস, আই পোষ্টে কি বেসিসে সাব ইন্সপেক্টার বা ইন্সপেক্টার দেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের সংগে এইটার কি সম্পর্ক আছে ?

শ্রীতাপস দে :— আমার যতটা জানা আছে স্যার, তারা বলছে যে আমাদের ষ্টাফ কম তাই এ্যানকুয়েরী করতে দেরী হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৯।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৮৯।

প্রশ্ন

১) রেশন দোকান মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা (ক) ছোলার ডাল, (খ) মুসুর ডাল (গ) মুগ ডাল (ঘ) মটর ডাল ও (ঙ) লবণ সরকারী কোন গুদামে গত ৩১/১/৭৪ ইং তারিখে মজুত ছিল ?

২) এই সব খাদ্য পণ্যের কোনটার ক্রয়মূল্য কত এবং বিক্রয় মূল্য কত ?

৩) বিক্রয় মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং

৪) এই ভোগ্য পণ্যের মধ্যে খাদ্যের অনুপযুক্ত বলে ঘোষিত খাদ্য কত পরিমাণ ?

উত্তর

১) গত দুই বৎসরের মধ্যে নায্য মূল্যের দোকান মারফত বিক্রী করার জন্য ডাল ও লবণ ক্রয় করা হয় নাই। তবে ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকার খাদ্য নিগম মারফত যে পরিমান ডাল ও লবণ

ত্রিপুরাতে সময় সময় পাঠাইয়াছিলেন, শরণার্থীদের হঠাৎ স্বদেশে প্রত্যাগমনের দরুন তাহা হইতে কিছু ডাল ও লবণ মজুত রহিয়া যায়। ৩১/১/৭৪ ইং তারিখে ডাল ও লবণের পরিমান (গুদাম ভিত্তিক) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সেন্ট্রাল ষ্টোর্স

	অরুন্ধুতিনগর	ধর্মনগর
ক) চানা ডাল	৭১৮.৫ টন	১২২.৯ টন।
খ) মুসুর ডাল	১৫০.১ ,,	—
গ) মুগ ডাল	৩৬.৫ ,,	২৪.৫ ,,
ঘ) মটর ডাল	৫.৪ ,,	—
ঙ) লবণ	২৬৭.২ ,,	৯৭৫ কেজি.

২) উক্ত দ্রব্য সমূহের ক্রয় মুল্য ও বর্ত্তমান বিক্রয় মুল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	ক্রয়মূল্য			বিক্রয় মূল্য
ক) চানা ডাল	টা: ১৪০.২১	প্রতি	কুইন্টল	টা: ১৩৫.০০
খ) মুসুর ডাল	,, ১৮৯.১০	,,	,,	,, ১৪৪.৫০
গ) মুগ ডাল	,, ২২৯.০০	,,	,,	,, ২৬৮.০০
ঘ) মটর ডাল	,, ১৩২.০০	,,	,,	,, ১৩৫.০০
ঙ) লবণ	,, ২৬.৯০	,,	,,	,, ৩০.০০

৩) সরকারী মজুত ভাণ্ডারের নিয়মানুসারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রয় মুল্য নির্ধারিত হয় সরকারী ক্রয় মুল্য (ভর্ত্তুকী ছাড়া ও পরিবহন খরচসহ) অথবা ঐ সকল দ্রব্যের বাজার দর এই উভয়ের মধ্যে যা হয় কম।

৪) ডাল—১৪.৯ মেট্রিক টন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ৫৪ মেট্রিক টন ডাল আনফিট ফর হিউম্যান কনজাম্পশান বলে বা ব্যবহারের অযোগ্য বলে ডিক্লেয়ারড হয়েছে, সেটা কবে ডিক্লেয়ারড হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রায় ৬ মাস আগে ডিক্লেয়ারড হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ডালটা কতদিন আগে ত্রিপুরায় আগরতলা গো-ডাউনে এসে পৌঁচেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি ১৯৭১-৭২ সনে আনা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ৫১/৫৪ মেট্রিক টন ডাল নষ্ট হয়ে গেল, সেটা আগে টের না পাওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে দেখা হয়েছে এবং গুদামে এত বছর থাকার জন্য এই পরিমান ডাল নষ্ট হয়েছে বলে ধরা হয়েছে। তারমধ্যে কিছু ডাল হিউম্যান কনজাম্পশানের বাইরে ছিল, সেইগুলি আমরা এ্যানিরেল ফডারস হিসেবে দিয়েছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, এই সমস্ত ডাল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ১৯৭১-৭২ সনে এসেছিল, এবং এখানে যে তথ্য তিনি দিলেন, তাতে এখনও আমরা দেখছি ৭৭৯ টন চানা আগরতলাতে এবং ধর্মনগর ১২২ টন চানা আছে। যে জিনিষটা ১৯৭২ সনে এসেছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই জিনিষটা গুদামে রেখে দিয়ে পচিয়ে ফেলার কারণটা কি? কেন তাড়াতাড়ি সেগুলি ডিসপোজ অফ করা হচ্ছে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজার দরের সংগে এটার ডিষ্ট্রীবিউশনের ব্যবস্থা থাকে। বাজার দর যদি কম থাকে, তাহলে এটা ডিস্ট্রীবিউশান করলেও, রেশান শপ মারফত দিলেও কেউ নেয় না, সেইজন্য জমা থাকে চাহিদার অভাবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেই যে ১৯৭১-৭২ সনে যে ডালটা এখানে এসেছে, ৫৪ মেট্রিক টন ডাল মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী। এই যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য কোন অফিসারের উপর রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স আপ করা হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে ডালগুলি কেনা দর যা ছিল, তার চাইতে কম দাম, অবশ্য কোন কোন জায়গায় মুগ ডালের দাম বেশী, তা সত্বেও কেন স্টোরের মধ্যে রয়ে গেছে? যদি সেইরকম হয় তাহলে অকশান করে, বা সরকার সাবসিডাইসড রেটে বাজারে ছেড়ে, বাজারের জিনিষের মূল্যমানের সমতা আনছেন কেন? উনি উত্তর দিয়েছেন, সেটা আশানুরূপ নয় এইজন্যে যে তিনি বলেছেন বাজার দাম যদি বেশী হয়, তাহলে দেখা যায় সরকার কম দামে বিক্রী করছেন। ক্রয় মূল্য যেখানে ১৪৫ টাকা, ১৩৫ টাকায় বিক্রী হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে জিনিষগুলিকে চার বছর গোডাউনে রেখে পঁচাবার কারণটা কি? তিনি যে এখানে কারণ দেখিয়েছেন, সেটা আমাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। তিনি কিভাবে তাড়াতাড়ি, মালগুলিকে ডিসপোজ অফ করা যায়, যাতে সরকারের ক্ষতির পরিমান কম হয়, সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেণ্ডারে বিক্রী করার চেষ্টা চলছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি যে ডালের অধিকাংশই হচ্ছে পঁচা এবং মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী এবং টেণ্ডারে এটা বিক্রী করা হলে, সমগ্র মানুষকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা হবে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ডালটাকে এ্যানালিষ্টের কাছে পাঠিয়ে এই ডালটা খাদ্যের উপযুক্ত কি না এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা? ১৯৭১ সালের এই ডাল, আজকে ১৯৭৪ সালে খাওয়ার উপযুক্ত কিনা, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে একটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেই কমিটি পরীক্ষা করে দেখছেন যে এটা খাদ্যের উপযুক্ত কিনা ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই ডাল বাইরে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের এখানে আগরতলায় এসেছে। ১৯৭১ সালে বহু ডাল গো-ডাউনের মধ্যে থাকেনি, রেল ষ্টেশানের বাইরে থেকে যায় এবং এইসবের ভিতর দিয়ে আসে এইগুলি খাবার অনুপযোগী হয়ে গেছে। এইগুলি যদি বিক্রী করা হয়, তাহলে জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, এটা আপনি মানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষ'এর খাদ্যের অনুপযোগী হলে সেটা বাদ দেওয়া হবে এবং যদি কমিটি বিচার বিবেচনা করে দেখে, কোনরকম সন্দেহজনক হয়, তখনই সেটা এ্যানালিস্টের কাছে পাঠান হবে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটিতে কারা কারা আছেন, সেখানে খাদ্যের এ্যানালিষ্ট বা ফুড ডিপার্টমেণ্টের কোন এক্সপার্ট আছে কিনা এবং থাকলে তার নাম কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই কমিটিতে প্রাথমিক যে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তাতে আছেন কনট্রলার অব ষ্টোরস এণ্ড ডিষ্ট্রীবিউশান, সিনিয়ার ষ্ট্যাটিসিটকাল অফিসার এবং সুপারিনটেন-ডেন্ট অব এ্যাগ্রিকালচার। তাঁরা প্রাথমিক দেখে খাদ্যটা ঠিক আছে কিনা ? যদি তারা মনে করেন যে সেটা খাদ্যের অনুপযুক্ত, তাহলে এ্যানালিষ্টের কাছে পাঠান হয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে তিন জনের নাম বললেন তার মধ্যে কেউ ফুড এ্যানালিষ্ট কিনা এবং তাঁরা কিসের ভিত্তিতে বলবেন এটা মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুদামগুলিতে টেকনিক্যাল ষ্টাফ রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি না যে ডাল বাজার দরের চেয়ে সস্তা হওয়া সত্বেও নিচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যে সে ডাল খেতে পারছে না। কাজেই এই কমিটিতে একজন পাবলিক এ্যানালিষ্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যদি সন্দেহ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এ্যানালিষ্টের কাছে পাঠান হয়। কারণ গো-ডাউনে আমাদের টেকনিক্যাল পার্স'ন রয়েছে, তারপর কোন সন্দেহ যদি দেখা দেয়, তাহলে এ্যানালিষ্টের কাছে পাঠান হয়।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— এই যে কমিটি হয়েছে, সেটা কবে হয়েছে, কোন তারিখে এই কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে কোন ইণ্টারিম বা মধ্যবর্তী রিপোর্ট কমিটি দিয়েছে কিনা এবং মধ্যবর্তী রিপোর্টে একথা আছে কিনা যে কিছু কিছু ডাল খারাপ, এই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ীই - ঐ ৫৪ টন খাদ্য নষ্ট করা হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— কবে কমিটি গঠন করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তারিখটা আমার কাছে নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে গো-ডাউনে টেকনিক্যাল মেন রয়েছে। তাহলে এই ৫৪ মেট্রিক টন চাল নষ্ট হওয়ার কারণ কি এবং ঐ টেকনিক্যাল লোকেরা রিপোর্ট করেছিল কিনা নষ্ট হওয়ার আগে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— টেকনিক্যাল কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে দেখেন। দেখে যদি খাদ্যের উপযোগী হয় তাহলে তারা দেখেন এবং সন্দেহ থাকলে এ্যানালাইসিষ্টের কাছে পাঠানো হয়।

শ্রীতাপস দে :— তাদের কোয়ালিফিকেশান কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান বলতে যা দরকার তাই তাদের আছে।

শ্রীতাপস দে :— যা দরকার তা আমরা জানি না, কি দরকার এবং কি আছে সেটাই জানতে চাই। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কি কি কোয়ালিফিকেশান দরকার সেগুলি আছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাথমিক অবস্থায় যেটা দেখা হয়ে থাকে, টেকনিক্যাল মেন যারা গোদামে আছে তারা ফুড প্রিজার্ভেশান কি ভাবে করতে হয় এবং কি ব্যবস্থা নিতে হয় সেই সম্পর্কে তাদের ট্রেনিং আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে টেকনিক্যাল মেন যখন নাকি দেখেন যে একটা জিনিষ ডিটারিয়রেট করছে তখন তারা অ্যাডভাইস করে এইগুলিকে প্রটেকটেড করার জন্য? এই ক্ষেত্রে কোন টেকনিক্যাল মেক এ্যাডভাইস করেছিল কিনা এবং এটা কার্যকরী করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রী**বিনোদ বিহারী দাস** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে টেকনিক্যাল ষ্টাফ গো-ডাউনে আছে, তারপরেও একটা কমিটি সেখানে আছে। কাজেই টেকনিক্যাল ষ্টাফ যেখানে আছে সেখানে যদি কোন কিছু গোলমাল হয়ে থাকে তাহলে নন্-টেকনিকেল মেন দিয়ে যদি একটা কমিটি করা হয় তাহলে কমিটি যখন একটা করা হয়েছে তাতে টেকনিক্যাল মেন কেন দেওয়া হল না এবং পাবলিক এনালিষ্ট কেন নেওয়া হল না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের সাজেশানটা আমি চিন্তা করব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— টেকনিক্যাল মেনের ট্রেনিং এবং জ্ঞান প্রিজার্ভেশান করার জন্য কিন্তু কোন ডিটারিয়রেটেড জিনিষের প্রভাব কতখানি সেই জ্ঞান তাদের নাই। সেজন্য যারা প্রিজার্ভেশান করছেন তাদের প্রিজার্ভেশানটা ঠিকভাবে হয়েছে কিনা সেটা দেখবার জন্য আর একটা লোকের প্রয়োজন। কাজেই এই কমিটির রিপোর্টের উপর ভার দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আরও কতগুলি খাদ্যকে নষ্ট করার সুযোগ দিয়েছেন। কাজেই টেকনিক্যাল মেন দিয়ে

যদি দেখা যায় এটা হিউম্যান কনজাম্পশানের অনুপযুক্ত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিষটাকে তিনি পাবলিক এনালিষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে খাদ্যের অনুপযুক্ত বলে ডিক্লেয়ার করা হয় কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে আমাদের পাবলিক এনালিষ্ট ছিল না। কলকাতা থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আনা হত। এখন আমাদের পাবলিক এনালিষ্ট এসে গেছেন। কাজেই এখন পাবলিক এনালিষ্টকে কমিটিতে নেওয়ার কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতাপস দে :— যে সমস্ত অফিসারের উপর দায়িত্ব ছিল এবং যে অফিসারদের গাফিলতির ফলে ৫৪ মেট্রিক টন চাল নষ্ট হয়েছে সেটা সি, বি, আই,কে দিয়ে তদন্ত করা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি বলেছি এই সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে।

শ্রীতাপস দে :— সেটা কি ভিজিলেন্সে চলছে না ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে প্রিলিমিনারী একটা অনুসন্ধান দরকার। তারপর এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ব্যয় সংকুচের জন্য কর্মচারীদের বদলী স্থগিত রাখার ব্যাপারে সরকার সম্প্রতি একটি সার্কুলার বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানকে দিয়েছেন?

২) যদি তা সত্য হয় তবে উপরোক্ত সার্কুলারের পর আজ পর্য্যন্ত কতজন কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে, তার শ্রেণী ভিত্তিক ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব?

৩) বদলীর নীতি কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, সরকার বিভিন্ন দপ্তর ও অফিস প্রধানদের নিকট ব্যয় সংকুচের জন্য ১৯৭৩-৭৪ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত নিয়ম মাফিক বদলী স্থগিত রাখার জন্য একটি স্মারক-লিপি দিয়াছেন। তবে অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহা শিথিলযোগ্য।

২) এই স্মারকলিপি ২১-১২-৭৩ইং প্রেরিত হওয়ার পর হইতে ১৪-৩-৭৪ইং পর্য্যন্ত ৭৯৯ জন কর্ম্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক ও শ্রেণীগত সংখ্যা সংগীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	শ্রেণীপদ বদলী কর্মচারীর সংখ্যা প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	নিয়োগ ও সেবা বিভাগ	—	১০	—	—	১০
২)	পূর্ত্ত বিভাগ	৩	—	৬৩	৪৬	১১২
৩)	বন বিভাগ	—	—	২৪	২৬	৪০
৪)	জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	—	১১	৬	১২	২৯
৫)	কৃষি বিভাগ	—	১	১০	৩	১৪
৬)	শিল্প বিভাগ	—	—	৪	—	৪
৭)	শিক্ষা বিভাগ	—	৪	২২৬	৩৩	২৬৩
৮)	সমবায় বিভাগ	—	—	৪	৩	৭
৯)	জনসংযোগ ও পর্যটন বিভাগ	—	—	২	—	২
১০)	উপজাতি কল্যাণ বিভাগ	—	—	২	—	২
১১)	জরীপ বিভাগ	—	—	২	—	২
১২)	খাদ্য ও জনসংভরন বিভাগ	—	—	২	৩	৫
১৩)	পশু পালন বিভাগ	—	—	৩৭	—	৩৭
১৪)	পঞ্চায়েত রাজ বিভাগ	—	—	১৩	—	১৩
১৫)	শ্রম বিভাগ	—	—	৬	—	৬
১৬)	অগ্নি নির্ব্বাপক বিভাগ	—	—	৬	—	৬
১৭)	এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এবং ম্যানপাওয়ার প্লেনিং	—	—	১	—	১
১৮)	পুনর্ব্বসতি বিভাগ	—	—	২	—	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯)	ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (পুলিশ সুপার সহ)	—	—	২২৭	—	২২৭
২০)	জেলা শাসক (পশ্চিম)	—	—	১	—	১
২১)	জেলা শাসক (উত্তর)	—	—	৪	২	৬
২২)	জেলা শাসক (দক্ষিণ)	—	—	২	—	২
২৩)	জেলা ও দায়রা আদালত	—	—	৮	—	৮
	মোট—		২৬	৬৫২	১১৮	৭৯৯

৩) সরকারী কর্মচারী বদলীর কোন বাধা ধরা নিয়ম নাই। সাধারণত: তিন বৎসর চাকুরীর পর কর্মচারীদের জনস্বার্থের খাতিরে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী করা হইয়া থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বার্থের খাতিরে তিন বৎসরের পূর্বেও বদলী করা হয়। সরকারী অফিসারদের স্বার্থেও এই বদলীর প্রয়োজন হয় যাহাতে তাহারা বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার নানাহ প্রকার সমস্যার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সকল ষ্টেশনে একই রকম সুযোগ সুবিধা না থাকায়, বদলীর ক্ষেত্রে ইহাও বিবেচনা করা হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে ব্যয় সংকোচের জন্য বদলী করা হবে না কিন্তু এই যে ৮০০ জনকে বদলী করতে, তাদের টি, এ, ডি, এ ইত্যাদি বাবতে সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর টোট্যাল হিসাবটা আমার কাছে নাই। এটা পরে প্রশ্ন করলে জানাতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে সংখ্যা দিয়েছেন, এটা আগের বছরের তুলনায় কত কম বা বেশী, অর্থাৎ এই সময়ে আগের বছরে কত হয়েছিল আর এই বছরে কত হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বছরের উপর নির্ভর করে না প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করেই বদলী করা হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নিয়ম মাফিক হয় নি, সার্কুলার অনুযায়ী। স্যার, আমাদের তো বুঝতে হবে যে ব্যয় সংকোচ হল কিনা। সেই সার্কুলারটা মেনে যেটা করা হল, তাতে সরকারের কত টাকা ব্যয় সংকোচ হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যয় সংকোচের অর্থ এই নয় যে কাজকে সাফার করিয়ে ব্যয় সংকোচ করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে মন্ত্রী মহোদয়, ব্যয় সংকোচের জন্য যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দ্দেশ এখানকার সরকার পালন করে নাই. এটা কি আমাদের বুঝতে হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ব্যয় সংকোচের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এটা তার মধ্যে একটা যে ট্রেন্সফার যাতে না হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাহলে কি স্বীকার করবেন যে ট্রেন্সফারের ক্ষেত্রে সরকার ব্যয় সংকোচের নীতি অনুসরণ করেন নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কি কি কারণে ট্রেন্সফারের দরকার হয়ে থাকে। সাধারণত: ট্রেন্সফারের জন্য যে ব্যয় সংকোচের প্রশ্ন, এর মধ্যে কিছু আছে যেমন যারা নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসেছে, তাদের টি, এ, ডি, এ, দেওয়া হয়নি। কাজেই এই ধরনের অনেক কেস রয়েছে, যার সবটা হিসাব নিকাশ না করে, আমি কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এখনও ঐ শিলাচড়ি বা অমরপুরের বিভিন্ন জায়গাতে ৫/৬ বছর ধরে কর্মচারী রয়েছেন, অথচ তাদেরকে বদলী করা হচ্ছে না আবার অনেকে একই বছরের মধ্যে একবারেরও বেশীও বদলী হচ্ছে, এটা কোন্ নিয়ম মাফিক বদলী করা হচ্ছে জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে যদি কেউ ৩ বছর একখানে থাকে, তাহলে তাকে বদলী করার নিয়ম আর যদি কেউ এর বাইরে থেকে তাহলে তাদের কেসও বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় বদলী হচ্ছেন। কাজেই কয় জন স্বেচ্ছায় বদলী হয়েছেন, আর কয়জনকে সরকার জবরদস্তি করে বদলী করিয়েছেন জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ২২৫ জন উদাউট টি, এ, এসেছে, আর ২৫ জন প্রমোশান পেয়ে এসেছে। আর ৫৪৯ জনক পাবলিক ইন্টারেষ্টে বদলী করা হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে এক জায়গাতে বলেছেন যে জনস্বার্থের খাতিরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বদলী করা হয়ে থাকে। কাজেই ঐ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি কি কি মাননী মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা আগেই বলা হয়েছে যে এতে জেলা শাসকদের প্রশ্ন আসে, তাদের ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন জায়গাতে বদলী করা হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. এটা স্বীকার করবেন কি যে সার্কুলার দেওয়া সত্বেও এই যে বদলী করা হচ্ছে তার মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সেটা হচ্ছে শ্রমিক

কর্মচারীদের ইউনিয়ন আছে, তাকে দুর্বল করার জন্যই এই সার্কুলার দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই সাবরুম থেকে এবং আরও বিভিন্ন জায়গার থেকে সেই ইউনিয়নের প্রসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারী-দের বেঁছে বেঁছে বদলী করা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনেই বদলী করা হয়ে থাকে এবং সেখানে কোন্ সমিতির কে আছে, না আছে, সেটা বিচার বিবেচনা করা হয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের ঘটনা যদি রিপোর্টেড হয় তাহলে দেখা যেতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কি এটা জানা আছে যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যারা সমিতি করে তাদের বদলী করা হয় না। যেহেতু ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রের দেশ বলা হয় সেজন্য তাদের একটা অধিকার আছে, তাদের বদলী করা হয় না। আর ত্রিপুরায় এই ব্যবস্থা মানা হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকারের—এটা বোধ হয় রিকগনাইজড বডি সম্পর্কেই প্রশ্নটা আছে, হতে পারে এখন পর্য্যন্ত আমার জানা নাই ত্রিপুরা সরকারের কোন রিকগনাইজড বডি আছে কি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি লেফটেনান্ট গভর্ণর ডায়াস সাহেব—তিনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন সমন্বয় কমিটিকে যে সমিতির ৩ জন সদস্য—সেক্রেটারী, প্রেসি-ডেন্ট এবং ক্যাশিয়ার তাদের বদলী করা যাবে না। এই রকম চিঠি দিয়েছিলেন তা জানা আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডায়াসের পর অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তারপর ষ্টেট হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে রিকগনাইজড বডি না হলে করা হয় না। তিনি কি জানাবেন ত্রিপুরাতে কোন কোন সমিতি রিকনাইজড ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— উনি বলেছেন এই কথা, কোন কোন সমিতি আমরা জানতে চাইব না।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন আসে না কোন কোন সমিতি রিকগনাইজ। শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— কোয়েশ্চান নম্বর ৮৮০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোয়েশ্চান নম্বর ৮৮০।

প্রশ্ন

১। উপজাতি ও তপশীল জাতির ছাত্রাবাসগুলির সিট সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১। উপজাতি ও তপশীল জাতির কোন ছাত্রাবাসের আসন বৃদ্ধির জন্য বোর্ডিং হাউস হাউস কমিটি হইতে প্রস্তাব আসিলে তাহা বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বর্তমানে যে ছাত্রাবাসগুলি আছে সেখানে কত ছাত্র থাকতে পারে সেটা জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টোটাল আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— ছাত্রাবাসগুলিতে সিট সংখ্যা বৃদ্ধি না করার ফলে ছাত্রদের দুরবস্থা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতি বছরই সিট বৃদ্ধি করা হয়।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা স্বীকার করবেন কি যে উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যে সমস্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বোর্ডিং আছে সেগুলিতে সিটের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে খুব কম?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিট সংখ্যা যদি কম থেকে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি রিকমাণ্ডেশান পাঠান তাহলেই সেই কমিটি বিবেচনা করেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে বোর্ডিং হাউস কমিটি যদি রিকমাণ্ডেশান করে তাহলে সিট সংখ্যা বাড়ান হয়। বোর্ডিং হাউস কমিটি কাদের কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং কবে হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে কি কি রিকমাণ্ডেশান করেছেন এবং তাদের রিকমাণ্ডেশানের কতখানি রূপদান সরকার করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোর্ডিং হাউস কমিটি বিভিন্ন জায়গাতেই আছে। যে প্রশ্ন এসেছে তার জবাব হচ্ছে—যে যে স্কুলের ছাত্র সেই সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা, মহকুমা শাসক অথবা এ. ডি. এম. আর রুরেল এরিয়া যদি হয় তাহলে বি. ডি. ও. তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছে। এবং তারাই সেটি বিবেচনা করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ১৯৭৩-৭৪ সালে এই ধরণের হোষ্টেলে সিট বাড়ানোর জন্য ক'টি রিকমাণ্ডেশান এসেছে সরকারের কাছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪টি বিদ্যালয়ে কমিটির প্রস্তাবানুসারে আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— কত আসন বাড়ান হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নাম সহই বলছি—সাবরুম উচ্চতর বিদ্যালয়ে পূর্বে ছিল ২০, বাড়ান হয়েছে ২০টি, এখন হয়েছে ৪০টি। মেলাঘরে পূর্বে ছিল ৩০টি, বাড়ান হয়েছে ৩০টি, এখন হয়েছে ৬০টি। বড়কাঁঠালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পূর্বে ছিল ১৩টি, বাড়ান হয়েছে ১৭টি এখন হয়েছে ৩০টি। এন, সি, ইনষ্টিটিউশানে পূর্বে ছিল ২৫টি, বাড়ান হয়েছে ৫টি, এখন হয়েছে ৩০টি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে সহরগুলিতে যেহেতু ট্রাইবেলদের কোন থাকবার জায়গা নাই সেজন্য সহরে যে সমস্ত ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাদের প্রচুর দরখাস্ত পরে থাকে বোর্ডিং হাউসে স্থান পাওয়ার জন্য এবং সেই স্থান তারা পাচ্ছে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি চেষ্টা করেন তবেই এই সম্পর্কে বিবেচনা করেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— গ্রামাঞ্চলে হাই স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে না যেমন খোয়াইতে—সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে হাইস্কুল নাই, কাজেই সহরের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির সংগে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বোর্ডিং হাউস আছে তার আসন সংখ্যা বাড়াতে মন্ত্রী মশাই প্রস্তুত আছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে অর্থ সংস্থানের উপর এটা নির্ভর করছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বোর্ডিংএ তপশীল ছাত্র ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না, তেমনি রাণীরবাজারে স্থানাভাব আছে, জিরানীয়াতে স্থানাভাব আছে—এটা স্বীকার করেন কি না ? সেখানকার বোর্ডিং হাউসে সিট সংখ্যা বাড়ানোর জন্য হাউস কমিটি রিকমাণ্ডেশান দিয়েছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩-৭৪ সালে আমরা বাড়িয়েছি। ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য এখনও কোন প্রস্তাব আসে নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি আগরতলা এম. বি. বি. কলেজ, বি. বি. ইভিনিং কলেজ, রামঠাকুর কলেজ এবং মহিলা কলেজ—এ ভিন্ন হোস্টেল আছে কি না, না থাকলে করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সেখানকার স্কুলের প্রধানরা যদি প্রস্তাব পাঠায় তাহলেই হাউস কমিটি বিবেচনা করেন। (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :— আমি কোয়েশ্চানটা ক্লীয়ার করছি।

মিঃ স্পীকার :— উত্তর দিয়েছেন উনি...

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই চলতি শিক্ষা বছরে ক'টি সিট খোলা হয়েছে এবং ক'টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয় তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যেহেতু আমাদের বরাদ্দের উপরই নির্ভর করে এই জিনিষটা এটা স্বীকার করি। তাহলে সিট বাড়ানোর সম্পর্কে সরকারের নীতিটা কি—এর বেসিসটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটির রিকমাণ্ডেশানের উপরই নির্ভর করে, অগ্রাধিকারের (ইন্টারাপশান)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— যখনই কমিটি রিকমাণ্ডেশান করে সেটাই সরকারী নীতি (ইন্টারাপশান) উত্তর দিয়েছেন মেলাঘরে ৩০টা বাড়ান হয়েছে সাবরুমে ৪০টা হয়েছে। এমন করে বাড়ান হয়েছে কমিটি রিকমাণ্ডেশান করেছেন বলে। তাহলে বুঝতে হবে যখনই কমিটি রিকমাণ্ডেশান করেন তখনই করা হয় আর ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থা বিবেচনা করে তার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বিবেচনা করে এইগুলি গ্রহণ করা হয় না—সরকারের নীতিটা কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্রদের যখন পড়ার অসুবিধা হয় তখন প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকা সেই সম্বন্ধে হোষ্টেলে সীট বাড়ানোর জন্য বলেন এবং সেই কমিটি যখন বসেন তখন তার কতকগুলি বেশী ছাত্রের প্রয়োজন এবং কতখানি স্থান সংকুলান আছে সেই বেসিসে তারা সুপারিশ করেন এবং তার ভিত্তিতেই যে জায়গাতে বেশী ছাত্র সীট পাচ্ছে না সেইটাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কয়টা স্কুলে হাই স্কুল বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে তপশিলী জাতি ও উপজাতী ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীনিবাস আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত স্কুলের ছাত্রীদের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। ছাত্রীদের পড়বার জন্য আলাদা যে সমস্ত স্কুল আছে যেমন তুলসীবতী ইত্যাদি সেখানে ব্যবস্থা আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে স্কুল কমিটিতে রিকমেনডেশন করা হয়, বোর্ড অব হাউস কমিটি, আমরা পত্র পত্রিকাতে দেখেছি যে বহু ছাত্র সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্ ছাত্র বিভিন্ন জায়গায় তারা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারছে না এবং আগরতলাতে এই প্রোবলেম স্যার অত্যন্ত গুরুতর। যেহেতু একটা শহরে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক ছেলে আসে এবং ফিরে যায়। সেখানে যদি সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তারা কমিটী করে যদি কোন রিকমেনডেশন না করে থাকেন তাহলে সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেই কমিটি তাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছেন কিনা এবং তারা যে যে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছেন সেইটার জন্য ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। কারণ তারা বলেছেন যে কমিটির উপর—

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্র ভর্ত্তির যেখানে প্রশ্ন রয়েছে স্কুলগুলিতে সব জায়গায়ই সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং গ্রামাঞ্চলে যে ট্রাইবেল এলাকাগুলি রয়েছে সেখানেও দৃষ্টি আকর্ষণ দেওয়া দরকার। সুতরাং কোন একটা জায়গাতে অবহেলা বা কোন একটা জায়গাতে বেশী প্রধান্য দেওয়ার কথা উঠছে না, আর একটা কথা উনি যে বলেছেন রিকমেনডেশনের কথা, স্কুলের হেড মাষ্টাররা কোন অসুবিধা ভোগ করলে তারা রিকমেনডেশন করবেন এবং সেই কমিটি তার রিকমেনডেশন দেখবেন।

Mr. Speaker :— The question hour is over. The Minister may lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Started questions which were not answered orally.

Mr. Speaker :— I have received the calling attention notices from the following members Sri Benode Bihari Das and Sri Kalipada Banerjee on the subject that অতি সম্প্রতি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হওয়ায় সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর অঞ্চলে বুরো ধানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে।

I have given consent to the motion of Sri B. Das and Sri K. Banerjee. Now Hon'ble Minister-in-charge, may please make as statement to-day, if not possible, he may please give a date on which he will make a statement.

Sri Mansur Ali :— ১০ তারিখ আমি ষ্ট্যাটমেণ্ট দিবো স্যার।

Mr. Speaker :— ১০ তারিখ তিনি ষ্টটমেণ্ট দেবেন।

Mr. Speaker :— There is an announcement that nomination papers for election of financial Committee will have to be submitted to the Assembly Secretariat on 8-4-74 upto 6 P. M. Scrutiny of the nomination papers will be held on 9-4-74 at 4 P. M. For date of withdrawal fixed on 11-4-74 upto 12 Noon. The date of election, if necessary, would be notified latter on.

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেশন ছিল স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ইওর কলিং অ্যাটেশন ইজ আণ্ডার মাই কনসিডারেশন।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, সিনেমা হলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে স্যার, কাজেই রেভেনিউর প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— রেভেনিউ একদিনে নষ্ট হবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমারও তো একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল। আমার তো একটা সিনেমা ওয়ার্কাস আর অন ষ্ট্রাইক, আজকে ফোর ডেজ।

মি: স্পীকার :— ওটা আমার কনসিডারেশনে আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আচ্ছা, তাছাড়া আমি একটা বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেইটা হচ্ছে যে এখানকার সরকারী কর্মচারীরা তাদের ন্যায় সংগত ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট তারা করতে চাচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি

সার্কুলার দিয়ে হোমকী দেওয়া হচ্ছে, অফিসে অফিসে পুলিশ মিলিটারী পাঠানো হচ্ছে সর্বত্র একটা আতংক সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটা ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেতে যেখানে নাকি অত্যাচার এবং হুমকী দেওয়া হচ্ছে আমরা এইটা এই হাউসে আলোচনা করতে চাই— গণ্ডগোল—

আমরা এখান থেকে ওয়াক আউট করছি।

(At this stage they Staged a walked out)

Mr. Speaker :— The following bills received the assent of the Governor on the dates mentioned against each.

Bill	Date of Assent.
1. The Tripura Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Documents) Bill 1974 (Tripura Bill No. 1 of 1974).	30-3-74
2. The Tripura Appropriation (Votes on Account) Bill. 1974 (Tripura Bill No. 5 of 1974).	28-3-74
3. The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1974 (Tripura Bill No. 6 of 1274.	28-3-74
4. The Tripura Motor Vehicles Tax (Amendment) (Bill 1974 Tripura Bill No. 3 of 1974.)	31-3-74

Mr. Speaker :— Next business of the House is consideration of the Tripura Co-operative Societies Bill 1974 as reported by the Select Committee which has been continuing from 5th April, 1974. There are amendments given notices of by Sarbasree Amarendra Sarma, Ajoy Biswas, Samar Choudhury, Sudhanwa Deb Barma, Abhiram Deb Barma, Anil Sarkar and Bidya Ch. Deb Barman on the different clauses of the Bill. The list of Amendments have already been circulated to the Members. Now, I have decided to allow them to move and discuss their amendments. The Minister-in-charge of the Bill may reply and any other members may take part in the discussion. Now the Hon'ble members are absent, so the amendments fall through.

Mr. Speaker :— Cl. 2 to Cl. 167 do stand part of the Bill.

(Cl. 2 to Cl. 167 were agreed to by voice vote,)

Mr. Speaker :— Cl. I do stand part of the Bill.

(Cl. 1 was agreed to by voice vote.)

Mr. Speaker :— The Title do stand part of the Bill.

(The Title was agreed to by voice vote.)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— আমরা কনভিসড হই নাই স্যার। এর উপর কি আলোচনা হবে না ?

মিঃ স্পীকার :— কনসিডারেশান ষ্টেজে আপনারা আলোচনা করেন নি, দিস ইজ দি ফাইনাল ষ্টেজ অব দি বিল। কাজেই এই সম্পর্কে এখন ডিসকাসনের সুযোগ নেই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আপনি স্যার, কনসিডারেশান ষ্টেজে দিয়ে এক মিনিটও পজ দেন নি। তিনি মুভ করার সংগে সংগে আপনি ভোটে দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই কনসিডারেশান ষ্টেজে বলব কখন ? তাছাড়া আজকে কালকের আনফিনিশড বিজনেস ছিল, তার মাঝখানে আপনি বিলটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মিনিষ্টার যদি কোন কথা না বলে চুপ করে পাশ করিয়ে নিতে চান, এই ষ্টেজে কোন কথা না বলে, এই যদি আপনার রুলিং হয়, আমরা নিশ্চয়ই সেটা মেনে নেব। তবে আপনার কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি যাতে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— কনসিডারেশান ষ্টেজে আপনারা বলবার চেষ্টা করেন নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, তখন আপনি যে মুহূর্ত্তে তিনি মুভ করলেন সেই মুহূর্ত্তেই ভোটে দিয়ে দিয়েছেন। বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে গেল, সেখানে কি চেঞ্জ হয়েছে না হয়েছে, তার একটা সামারী আমরা শুনব, আমরা সেটা কিভাবে নিচ্ছি, সেটার সম্পর্কে আমাদেরতো কিছু দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— সিলেকট কমিটিতে অনেক আলোচনা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার — স্যার, সিলেক্ট কমিটিতে সব মেম্বার ছিলেন না, কাজেই এর উপর আলোচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— ডিপুটি মিনিষ্টার আপনি অনুগ্রহ করে আপনার পাসিং মোশান মুভ করুন এবং তার উপর আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতার পর নয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব থেকেই সমবায় আন্দোলন এসেছে এবং যখন ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে অন্তর্ভুক্ত হয় ত্রিপুরা রাজ্য তারপরে এখানে ব্যয় আন্দোলন যথাযথভাবে গড়ে তোলবার জন্য যেহেতু কোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এই রাজ্যের মধ্যে তখন ছিল না তখন পার্লামেন্ট থেকে বোম্বে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট টাকে কিছু কিছু অ্যামেণ্ডমেন্ট করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একসঙ্গে করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সকল সদস্যরাই জানেন যে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে একটা গণতান্ত্রিক দেশে সমাজ বিকাশের ধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। জাতির জনক গান্ধিজী বলেছিলেন যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ দেশের মধ্যে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ডিসেন্টেলাইজড করা হবে, যার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গড়ে তোলবার জন্য যে পঞ্চায়েত প্রশাশনিক স্তরে তার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ করবে। গ্রামে স্বরাজ গড়ে তুলবে। ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থার কথা, সমবায়

ব্যবস্থার কথা তারা বলেছিলেন এবং এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশ পাচ্ছে সারা ভারতবর্ষে আবহমানকাল থেকে কামার কুমার ছুতার ভাইয়েরা যারা ছিলেন যারা কুটীর শিল্পের মধ্য দিয়ে এতদিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিতেন এবং তার মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে যখন কড়ি এল, পয়সা এল, টাকা এল সেদিনের অর্থনীতিক ব্যবস্থাটা তারা একটা ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন ঐ সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম হল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমবায় আন্দোলনকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করা হল এবং কাল এবং যুগের পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ১৯৪৭ সালে যে বোম্বে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট যা ত্রিপুরাতে সম্প্রসারিত হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে সমাজ জীবনের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটল। শুধু মানুষের চিন্তা, ধ্যান ধারণার পরিবর্ত্তন আসে নি পরিবর্ত্তন এল বিশেষভাবে একটা অর্থনীতিক বিকাশের দিকে। একটা পরাধীন দেশের অর্থনীতিক কর্ম্মধারা বিকাশের, একটা ডেভেলাপ কান্ট্রির অর্থনীতি হিসাবে প্রকাশ করল এবং যার মধ্যে একটা জটিল ধ্যান ধারণা প্রকাশ করল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সেদিন প্রকাশ পেল। ত্রিপুরাতেও এর ঢেউ এসেছে, সারা দুনিয়া জুড়ে যে পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে অর্থনীতিক চিন্তা এবং ধ্যান ধারণা, সামাজিক চিন্তা এবং ধ্যান থারণা, তার পরিবর্ত্তনের স্রোত এসেছে ভারতবর্ষের একটা প্রত্যন্ত রাজ্যে এই ত্রিপুরাতে। তাহলে আমরা দেখছি এই বোম্বে কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট এক্স এক্সটেনডেন্ট টু ত্রিপুরা, ১৯৪৭ সনে এসেছিল তার পরিবর্ত্তনের দরকার হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে গ্রামীণ বিশেষ করে কৃষক এবং কুটির শিল্পী যারা তাদের মহাজনের হাত থেকে নিপীড়ন এবং শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই সরকার সমবায়ের ভান দেখালেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বোম্বে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট তার কোথাও কোথাও যুগোপযোগী যে পরিবর্ত্তনের দরকার ছিল তাহল না এবং না থাকার দরুণ এ ফাঁক এবং ফাটলের ভিতর দিয়ে মহাজন এবং জোতদাররা সমবায়ের মধ্যে প্রবেশ করত এবং কৃষকদের তারা বঞ্চিত করত; সমবায়ের আন্দোলন তারা ভেঙ্গে দিত, আবার যাতে মহাজনের দ্বারস্থ হয় তার ব্যবস্থা তার মধ্যে রয়েছে। সেদিন আমরা দেখেছি সমবায় সমিতি গুলির নিয়ামক নিজের ক্ষমতা বলে প্রয়োজনবোধে জনসাধারণের এই সম্পত্তি তারা রক্ষা করতে পারতেন সময়োচিত হস্তক্ষেপের দ্বারা। আইনের বাধা সেখানে যে পরিমণ ছিল তা ছিল সীমিত যার জন্য আমরা দেখেছি যে এই আন্দোলন যে আন্দোলন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনসধারণ, মেহনতি মানুষ এবং কৃষি এবং কুটির শিল্পের শ্রমিক যারা এই সুফল ভোগ করতে পারত এরা এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যেতে লাগল এবং মুষ্টীমেয় মানুষ যারা সুবিধা ভোগী মানুষ যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে এই ধরণের মানুষের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। ফলে ত্রিপুরার সমবায় আন্দোলনের মধ্যে একটা মস্তবড় বিপর্যয় উপস্থিত হল। এই বিপর্যয় রোধ করার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল এবং তার জন্য আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন হল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বিলটা হাউসের মধ্যে জানার প্রয়োজন হয়েছিল। তার প্রধান প্রধান জিনিষ যে গুলি সে গুলি হচ্ছে যে সমস্ত ক্ষেত্রে চাষী রয়েছে তারা যাতে উন্নত সর্ত্তে কৃষি কাজ করার জন্য ঋণ পেতে পারে এবং ঋণ তারা পরিশোধ করতে পারে তার যথাযথ

ব্যবস্থা তার সবচাইতে বড় ব্যবস্থা যে তাদের জমি যাতে নিজেদের হাত থেকে চলে না যায় মহাজনদের কাছে, বড় বড় জোতদারের কাছে চলে না যায় এবং যারা চাষবাস করে না তাদের হাতে যাতে চলে না যায় তার একটা স্তাফগার্ডের ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি সংস্কার আইন আজ ত্রিপুরায় পাশ হয়েছে। স্বভাবতই ভূমি সংস্কার আইন হচ্ছে মূল বা বেসিক আইন যার মধ্য দিয়ে জমি সংস্করণ ও জমি কার কাছে থাকিবে বা কিভাবে ট্রান্স-ফার হবে না হবে সেটা মূল আইনের বিষয়বস্তু। কো-অপারেটিভ আইনে তার কন্ট্রাডিক্সান হতে পারে না। সুতরাং তার সহযোগী হতে হবে। সেখানেও তার পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। সমাজের দুর্বলঅংশের মানুষ যারা, যেমন উপজাতিরা রয়েছেন, যেমন রয়েছেন তপশীলি জাতি ইত্যাদি যারা কৃষকপ্রচুর পরিশ্রম করেন কিন্তু যারা আজকে জমিহীন যারা অল্প জমির মালিক অথচ আমার দ্বারা জীবিকার সংকুলান হয় না তার মধ্যে ইনসেনটিভ মেথডে কালটি ভেকান করা হচ্ছে। সুতরাং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্বপরি যে ব্যাপারটা রয়েছে, সমবায় আন্দোলনের সবচাইতে গোড়ার যে কথা, সে কথা হচ্ছে সববায় ব্যানকের কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দেখেছি গ্রামীন সমবায়গুলি এমন আবিষ্কার ঘটেছে সেখানে ব্যাঙ্কের যে ঋণ পরিশোধ করা যায় মধ্য দিয়ে কোন সমিতির কাজ সম্প্রসারিত হবে যার মধ্য দিয়ে সমিতি ডেভেলাপ করবে যার মধ্য দিয়ে চাষী বাঁচবে তার যে বিধান সেই বিধান কে পর্যুদস্ত করবার জন্য অবস্থ সৃষ্টী হয়েছে। আজও আমরা দেখেছি যে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যে ঋণ পরিশোধ করল তারা আরও ঋণ পেতে পারতেন এই চেষ্টাকে বান্চাল করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এমনিভাবে ভূমি আইনের সংশোধম করা হয়েছে যে গরীব জনসাধারণ তাদের ভূমি রাখতে পারতেন যাতে তাদের হস্তচ্যুত না হয়ে যায় তার বিধান এর মধ্যে রয়েছে. বিধান রয়েছে তারা যাতে উপযুক্ত সর্ত্তে ঋন পান, যাতে তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হতে পারে এবং তার জন্য যদি তার প্রয়োজনে কোথায় জমি যারা চাষবাস করে না তাদের হাত থেকে আসে তাহলে ওরা যাতে জমি পেতে পারে এই সমস্ত বিধানগুলি তার মধ্যে রয়েছে। এই জন্য এটা হয়েছে একটা প্রগ্রেসিভ বিল যে বিলের মধ্য দিয়ে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কথার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার কৃষক জনসাধারণ যারা, ত্রিপুরার গ্রামীণ শিল্পী যারা কুটির শিল্পী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্য বিলটাকে আনা হয়েছে এবং আমি প্রত্যাশা করি হাউস তা গ্রহণ করে শিল্পীদের আগামী দিনের প্রগতি-শীল যে চিন্তা ধারা তাকে জয়যুক্ত করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলের বিরোধীতা করে কিছু বক্তব্য রাখব। খুব দুঃখের বিষয় যে যখন এই বিলটা হাউসের সামনে আসে, তখনও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন বলা হয়েছিল যে যেহেতু এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছে, কাজেই সাধারণ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আজকে যখন সেই সিলেক্ট কমিটি থেকে এই বিলটা এসেছে কনসিডারেশন ষ্টেজে, সেখানেও আমরা কোন সুযোগ পেলাম না, চট করে এটাকে ধ্বনি ভোটে আলোচনার জন্য গৃহীত হল এবং আজকে এটা একটা ফাইনাল স্টেজে এসেছে। আমি খুব অল্প বক্তব্য এর মধ্যে কেন আমরা এই বিলটাকে বিরোধীতা করছি এবং প্রতিটি স্টেজে বিরোধীতা করছি সেই বক্তব্যই আমি এখানে রাখবার চেষ্টা করব।

যদিও জানি যে এখানকার হাউসের ব্রুট মেজরিটি দিয়ে তারা আমাদের প্রতিটি এ্যামেণ্ডমেন্টকে নস্যাৎ করে দিবেন এবং এ্যামেণ্ড করার মত এই বিল নয়। কারণ মূলতঃ এই বিলটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল কারণ আমি বলছি এই জন্য যে সমবায়ের যে নীতি, কো-অপারেটিভ প্রিন্সিপ্যাল, এটাকে এক কথায় বলতে গেলে সমগ্র সমবায় আন্দোলনকে ডিপার্টমেন্টালাইজড করে নেবে। এটা সমবায় থাকল না, এটা সমবায় দপ্তরের একটা, বলা যেতে পারে ক্লাশ রুট অর্গানিজেশান, নীচের তলার একটা সংগঠন হল। সমবায় দপ্তরের সমবায় সমিতি এবং এইরকম সংগঠন আমরা দেখেছি। খুব দুঃখের বিষয় যে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে কোন পর্য্যালোচনা হল না। একটা বিল আনতে গেলে তার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সেই বিলটাকে আনতে হয়। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের চেহারা কি? মাননীয় স্পীকার, স্যার, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে তারা একটা রিপোর্ট উপস্থিত করেছেন এবং সেখানে দেখানো হয়েছে, দাবী করা হয়েছে যে নীচের তলার তদন্ত কমিটি নাই, একটা হাই পাওয়ার কমিটি যার নেতৃত্ব করবেন জুডিসিয়ারীর কোন লোক, এই রকম একটা কমিটি দিয়ে তদন্ত করানোর দরকার যে ত্রিপুরাতে সমবায় আন্দোলন এই রকমভাবে ব্যর্থ হল কি কারণে? এত দুর্নীতি কি রাস্তায় এলো, আসল রোগটা কি? সেটা নির্ণয় করার জন্য একটা রিকমেণ্ডেশান রয়েছে, সেটাও করা হল না, সেটা না করে তাড়াহুড়া করে একটা বিল এখানে উপস্থিত করা হয় যে বিলের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারকে বেশী করে ক্ষমতা দাও এই সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে বেশী করে হস্তক্ষেপ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পণ্ডিত নেহারু যখন জীবিত ছিলেন, তিনি বলতেন যে এটা হচ্ছে যেমন পঞ্চায়েত রয়েছে জনসাধারণের কিছু করার জন্য, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা হচ্ছে কো-অপারেটিভের ভূমিকা, ইনিসিয়েটিভ হচ্ছে জনসাধারণের উদ্যোগ, তাদের সাধারণভাবে কাজ করার সুযোগ এবং তারাও ঐ কমিটির রিপোর্ট দেখুন, পণ্ডিত নেহরুর সময় সেখানে বলা হয়েছিল যে এত কেন হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে? গভর্ণমেন্ট কেন এত হস্তক্ষেপ করছে? হস্তক্ষেপ কমিয়ে দাও। আর আজকে তার উলটো দিক থেকে শুধু এখানকার সরকারই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে, কারণ এটা একটা টাইম স্কীম, এটা আমি পরে বলছি। কি বলা হয়েছে, না, নীচের তলার জনসাধারণের ক্ষমতাকে আর একটু কমিয়ে দাও, তাদের উদ্যোগটাকে আর একটু কমিয়ে দাও। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু সমবায় সমিতি হয়েছে, যে ধরণের সমবায় সমিতি করার জন্য তারা এই বিল এনেছেন, এই রকম সমবায় সমিতিই ছিল—তাদের নাম ছিল যেমন উদ্বাস্তুদের সমবায় সমিতি। ৪১টা রিহেবিলিটেশান সেণ্টার ছিল, সেই ৪১টা রিহেবিলিটেশান সেণ্টারের প্রতিটিতে যারা পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কর্ম্মচারী, হয় ডি, আর, ও নতুবা এস, ডি, ও তারাই ছিলেন চেয়ারম্যান, আর সেক্রেটারী ছিলেন পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কর্মচারীরা, আর রিফুইজিদের রাখা হত শুধু নামকাওয়াস্তে এবং সেখানে কর্তৃত্ব ছিল সরকারের হাতে; এবং আজকে সেই সমবায় সমিতিগুলির চেহারা আমি দেখি, কত স্কীম সমবায় সমিতির হাতের মধ্যে, কত লক্ষ লক্ষ টাকা ঐ কমচারীদের হাত দিয়ে এবং কয়েকটা মুষ্টিমেয় দুর্নীতিপরায়ন রিফিউজিদের হাত দিয়ে অপচয় হয়েছে, সেগুলির চিহ্ন মাত্র নাই। এমন কি সেই ঘরের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, জায়গাগুলি বিক্রী করে দিয়েছে এবং যখন লিকুইডিশানে যাচ্ছে তার পরেও একটা সম্পত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না, এইতো চেহারা

এখানে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা কি বেশী ক্ষমতার অভাবে হচ্ছে? আমি যদি দেখাতে চাই যে এক দিকে যেমন সরকারী কর্ম্মচারী বা সরকার দপ্তরের অতিরিক্ত কর্ত্তৃত্ব আর দিকে হচ্ছে ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট গ্রো করার প্রচণ্ড সুযোগ। এই দুইটা হচ্ছে মূল কারণ। যেখানে সমবায় আন্দোলন আমাদের, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও ব্যর্থ হল এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা কি এই বিলের মধ্যে দেখছি এই দুইটি রাস্তার একটি রাস্তাও বন্ধ করতে, এবং আমরা যে এই রাস্তাকেই আরও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুইটি সমবায় সমিতির কথা আমি এখানে বলতে পারি, তার একটা হচ্ছে এ্যাপেক্স আর একটা হচ্ছে হোল সেল কো-অপারেটিভ। আমি তাদের গঠনতন্ত্র পড়ে দেখছি। সেখানে গভর্ণমেন্টের নমিনি রয়েছে। কাজেই আমি জানতে চাই সরকারী প্রতিনিধি থাকার পরেও কি কারণে এই দুইটি কো-অপারেটিভের লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হতে পারে। আমি জানতে চাই এই হাউস থেকে যে যেসমস্ত সরকারী কর্ম্ম-চারী এই কো-অপারেটিভ দুইটির গভর্নিং বডিতে ছিলেন, তারা তো অন্ধ নয়, তাদের তো চোখ খোলা ছিল, তারা তো দেখেছিলেন যে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। তারা গভর্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট করলেন না কেন, বা রিপোর্ট করেছিলেন কিনা, করলে সেই সমস্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আজও আমরা জানি না যে সমস্ত প্রতিনিধি যারা এ্যাপেক্স এর গভর্ণিং বডিতে ছিলেন বা যারা হোল সেল কো-অপারেটিভ সোসাইটির গভর্ণিং বডিতে ছিলেন তাদের চোখের সামনে যে দুর্নীতি হয়েছে, সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টকে জানিয়ে-ছিলেন কি না যে হ্যাঁ মশাই এই দুইটি কো-অপারেটিভ ধুকছে, আপনারা কিছু ব্যবস্থা করুন। তারা সেটা বলেন নি? আমি দেখেছি হোল সেল সানড্রি এ্যাকাউন্টস। সেই সানড্রি এ্যাকাউন্টসের মানে কি? না, সমস্ত অফিসাররা বিনা পয়সায় মাল নেবে ঐ হোল কো-অপা-টিভ থেকে। এত বড় একটা লিষ্ট? সে টাকা তাদের থেকে আদায় করা হচ্ছে না। কি করে আদায় হবে? মৌখিক অর্ডার একজন পিওনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে আমাকে কিছু মাল দিয়ে দেবেন। আর এখন টাকা আদায় করবার সময় বলছেন, যে স্লিপ তো নেই, আমরা কি করে তার হিসাব করব? টাকা আদায় করবে কি করে? সেই অফিসার যে কবেই ট্রেন্সফার হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার টাকা এভাবে আজকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সরকারী কর্ম্ম চারীরা কি দেখেন নি? তারা কি সেখানে কমিটির মধ্যে ছিলেন না বা তারা কি সেটা বন্ধ করতে পেরেছেন? পারেন নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোঅপারেটিভ এ্যাক্টের দুইটি ধারা আছে, তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যদি তারা দেখেন যে কোন কোন কো-অপারেটিভ দুর্নীতি করছে, তাহলে তারা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন, ইনকোয়েরী করতে পারেন। আমি জানতে চাই, এই যে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি গত ১০ বছর ধরে দুর্নীতি করে আসছে, তার কয়টাতে সেই সেকশান ফোর্টিফোর, সেকশান ফোর্টি থ্রি এ্যাপ্লাই করা হয়েছে? তারা জানতেন না দুর্নীতি হচ্ছে? জিরানীয়া কো-অপারেটিভ সম্পর্কে, একজন ইনসপেক্টার হবেন, তিনি অডিট করতে গেলেন কি দেখলেন যে টিন থেকে আরম্ভ করে, টাকা থেকে আরম্ভ করে, লুঠ চালাচ্ছে সেখানে তারা। তার রিপোর্টে তিনি লিখলেন যে এই লোকের জায়গা

হচ্ছে জেলখানা। জিরানীয়া কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান হবেন সম্ভবত কোন এক মুখার্জী আমাদের সুখময় বাবুর একজন স্নেহধন্য লোক সেই ভদ্রলোক রাইট এণ্ড লেফট টাকা লুঠ করছে। আজকে—হ্যাঁ, এই জন্যই ডাষ্ট বিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে—ছাই আমরা যাকে ডাস্ট বিনে ফেলে দেব তাদেরই আপনারা মাথায় তুলে নাচবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই লোক তার পরেও সেই রিপোর্ট দেওয়ার পরেও দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। বলতে পারবেন যে সেই সেকশান এ্যাপ্লাই করা হয়েছে? ইনকোয়ারী করা হয়েছে? একজন কর্ম্মচারী-চেয়ারম্যান, সো কলড চেয়ারম্যান অব দি সোসাইটি—রবীন্দ্রনগর বলুন জিরানীয়া বলুন সমিতি বলুন রাণীরবাজার বলুন বা বিশালগড় বলুন চারিদিকে বলুন যেখানে দেখবেন একবছরে তো আর দুর্নীতি হয় নি। বছরের পর বছর, চোখের সামনে হয়েছে। আমাদের গরীব কর্মচারী—বেচারারা দিনের পর দিন সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, পড়ে দেখা হয় নি অন্তত অডিট করান হয় না. ২ বছর ৩ বছর অডিট করান হয় না। তারপর যখন অডিটের রিপোর্ট যায় ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়। ভিজিলেন্সে দেওয়া হয় না। স্যার, একটা ষ্টেটমেন্ট অব একাউন্টস্ দেওয়া হয় না। এনুয়েল মিটিংয়ের সময় কতবার আমি বলেছি—তোমাদের অডিট নোট কোথায়? অডিট একটা জিনিষ—তার ষ্টেটমেন্ট অব একাউন্ট দেওয়া হয় না নোট দেয়। দুর্নীতি ধরে তার উপর মন্তব্য থাকে। সেটা সার্কুলেট করবে মেম্বারদের মধ্যে—সেটা সার্কুলেট করবে না। মিটিং করবে না রাণীরবাজার কো-অপারেটিভের কতদিন মিটিং হয় না। এডজোর্ণমেন্ট মিটিং—২ জনে ৪ জনে চালিয়ে ২/৩ দিন পর বলা হয় সেটাই রেগুলার মিটিং। একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া তার মধ্যে সৃষ্টি করে না এই সরকার। কেন করে না, একটা দুর্নীতি চক্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ক্ষমতার অভাবের জন্য নয় এবং কো-অপারেটিভের উপর হস্তক্ষেপ করে সরকারী কর্ত্তৃত্ব যদি তারা প্রয়োগ করতে চাইতেন, সেই কর্ত্তৃত্ব তারা প্রয়োগ করতে পারতেন। যেহেতু তারা দুর্নীতির অংশীদার এই মন্ত্রী সভা—এখনকারই হউক আর প্রাক্তনই হউক আমি খুব বেশী ফারাক করছি না, যেহেতু তারা দুর্নীতির অংশীদার সেজন্য তারা এটাতে বাধা দেন নি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কো-অপারেটিভের অবস্থায় এখানে তৈরী হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কি হওয়া উচিত ছিল? এই বিলে কি করা উচিত ছিল—আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা দেখি, দুটি জিনিস আমাদের চোখে পড়বে,—একটা হচ্ছে মানি লেণ্ডার্স, মহাজন, যারা জমিদারের পরেই শোষক শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বলা যায় এবং তার মধ্যে আলাদা করা যায় না। সেই মহাজনী শোষণ কি রকম—১০ টাকা ৫ টাকা তারা দাদন দিচ্ছেন। এক মণ চাল এক মন পাট নিয়ে যাচ্ছে। এক মণ কার্পাস নিয়ে যাচ্ছে এক মণ তিল নিয়ে যাচ্ছে। ১০০ টাকায় ৪০০, ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তিন মাসে টাকা পরিশোধ করার জন্য এবং তারপর মহাজনের হাতে সমস্ত জায়গা চলে যাচ্ছে। আমরা যদি দেখতাম যে এই কোপারেটিভ মহাজনদের রিপ্লেস করছে, মহাজনী শোষণকে বন্ধ করছে তার জায়গায় মানুষ যদি সহজভাবে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে তাহলে আমরা বুঝতাম একটা ভাল প্রভিশান আছে। কিন্তু তাতো নেই। আমরা চেষ্টা করে ছিলাম সেই ভাবে এমেণ্ডমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেই এমেণ্ডমেন্ট গৃহীত হয় নি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে এটা এমন লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হউক যারা গ্রামের গরীব

অংশের মানুষ। কারণ দ্বিতীয় চরিত্র হচ্ছে ত্রিপুরার—এখানকার শতকরা ৭০ জন হচ্ছে ভায়েবল কৃষক নয়। এমন কৃষক নাই যে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অর্থ কি, অর্থ হচ্ছে শহরাঞ্চলে একজন লোক দাঁড়াতে হলে যেমন কিছু মূলধন লাগে গ্রামাঞ্চলেও জমি লাগে। জমি যেহেতু খাওয়ার জিনিষ নয় চাষ করার জিনিষ কাজেই চাষ করার জন্য কিছু মূলধন লাগে। কাজেই সেই মানুষকে মূলধন দিতে হবে, যে মানুষ ভায়েবল নয় অর্থাৎ নিজের পায়ে এখনও দাঁড়াতে পারে নি। তার দুই কাণি জমি থাকতে পারে কিন্তু দুই কাণি জমিতে জল দিতে পারলে ৬ কাণি ফসল হত—তিনটা ফসল হত। কাজেই দুই কানি জমিতে ৬ কণির ফসল দেওয়ার জন্যই এই কোপারেটিভ। সেই কোপারেটিভ কোথায়? মুখে মুখে ভায়েবল, নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, ছোট ছোট কৃষকের জন্য গরীব কৃষকের জন্য সেই রকম কো-অপারেটিভ কর এবং তাকে সেই ভাবে দাঁড়াবার সুযোগ সুবিধা দাও। সেই রকম কোপারেটিভ হয়েছে? সেই রকম আইন হয়েছে? কোথাও সেটি হয়নি। কোন জায়গাতে তার চল হয়নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই আইনের সমস্ত ধারাগুলির আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের কোপারেটিভ কি? আমরা তো লাখ টাকায় কথা বলছি না। যে এপেক্স হয়েছিল যে ১০ লাখ ২০ লাখের বেশী মারে নি। কিন্তু মহারাষ্ট্রের দিকে যদি তাকান ঐ পাঞ্জাবের দিকে যদি তাকান—তামিলনাড়ুর যদি তাকান—তাদের কোপারেটিভ ২/৪ হাজার টাকার কারবার তারা করে না। এমন কোপারেটি কমই আছে যারা ২০ লাখ টাকার কারবার করছে না। বলা যেতে পারে যে তারা যখন ধনীর সংগঠনের সংগে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করছে। তারা কৃষি করছে তারা ট্রাক্টার কিনছে—পাঞ্জাবের কোপারেটিভ। জমিদারদের কোপারেটিভ? মহারাষ্ট্রে আংগুরের চাষ হচ্ছে, কারা করছে, কোপারেটিভ করে চাষ করে লাখ লাখ টাকা নিচ্ছে। তামিলনাড়ুতে হেণ্ডলুম, মাননীয় সদস্যেরা নিজেরাও দেখেছেন সেই হেণ্ডলুমের জিনিসপত্র। তামিলাড়ুর প্রত্যেক শহরে একটা করে অফিস করে তারা বিক্রী করছে। আমাদের মত গভর্ণমেন্টের ডিপার্টমেন্টে সংস্থার্স নয়—প্রাইভেট কো-অপারেটিভ যেগুলি আছে বিরাট সংগঠন। বিরাট বিরাট কোপারেটিভ। কোপারেটিভের নাম করে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি করেন, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবসা করেন, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খুব অল্প যারা জমির মালিক বা যার একখানা দুই খানা তাঁতের মালিক তাদের শোষণ করার কোপারেটিভ তাদের সুতার দাবী, কাপড় তাদের দিতে হবে। কিন্তু তার মজুরী—তার সেখানকার লোককে ঐ কোপারেটিভ যারা পরিচালক তার রেজিষ্ট্রার সাহেবের দপ্তরের লোকদের নিয়ে তাদের অবাধে মুনাফার জন্য এই কোপারেটিভ স্থাপন করা হয়েছে। এখনও সেই জিনিষ করার চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে সময় কম, এবং আমি বেশী দেখাচ্ছি না। একটা সেকশানেই আমি দেখাচ্ছি—ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস? এটা কি? এটা হচ্ছে জমিদারদেরকে নিয়ে বসানো। যেহেতু জমিদার প্রথা আমি উচ্ছেদ করছি, যেহেতু আমি সিলিং লিমিট করতে চাচ্ছি সেই হেতু জমি কনসেনট্রেট করা এক জনের হাতে অসুবিধা আছে সেজন্য আমরা ৫ জন একত্র হয়ে সেইটা করবো। গরীব মানুষের জমি যদি কিনতে পারি আমি চাষ করতে পারি, ট্রাক্টার চালাতে

পারি তাহলে আমি সব কিছু করতে পারি। আমি জানি না আমি যখন এইটা করতে চাই যে এইটাকে ল্যাণ্ড মর্টগেজে যেটা আমাদের আগে ছিল সেইটা করতে চাই অথবা জলসেচের জন্য একটা বাঁধ, যদি এইটাকে ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক না করে যদি—

মিঃ স্পীকার :—ইউ হেভ টেকেন ১৫ মিনিটস। বাট দি স্কোপ অব ডিসকাশন ইজ ভেরি মাচ লিমিটেড ; বলুন—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—না আমি আর বলবো না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশ গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সিলেক্ট কমিটি দ্বারা নির্দ্ধারিত যে কোপারেটিভ বিলটা এসেছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এই বিলটা অত্যন্ত জরুরী এবং প্রয়োজনীয় ছিল। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য তিনি যখন তার ভাষণ দিচ্ছিলেন সেইটাকে আমি যথেষ্ট মনোযোগের সংগে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এই কথা আমি অস্বীকার করছি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোপারেটিভ হয়েছে তার সবটাই সাকসেসফুল হয়েছে এবং যেখানে সেইটা না হয়েছে আমরা যারা শাসক দলের লোক সবাই মিলিয়ে তার সমালোচনা করি এবং এমন কি যাতে আর ফেইলিওর না হয় সেইটার কথা আমরা বলি। তার কারণ আমরা চাই যে উদ্দেশ্যে কোপারেটিভটা হচ্ছে সেইটা ঠিকভাবে এবং সেই যে কোপারেটিভের আইন যখন হয়েছিল সেই আইনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক ছিল। কারণ বেঙ্গোর যে কোপারেটিভ সেইটা বহু বছর আগে এবং তার পরবর্তী পর্য্যায়ে যে সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেইগুলিকে সেই আইনের মধ্যে না নেওয়া। কাজেই এই যে নূতন পর্য্যায়ে যে বিলটা তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অভিজ্ঞতা যারা এর মধ্যে কাজ করছেন যে ফেইলিওর বা অসম্পূর্ণভাবে কাজ হয়েছে তার ভিতর থেকে যে অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য রাজ্যে তাদের যে অভিজ্ঞতা এই সমস্তটুকু নিয়ে সুন্দরভাবে এই বিলটাকে লে করা হয়েছে। কাজেই বিলের যে মূলগত দোষ তার মধ্যে কোন অন্ততঃ আমাদের বিচার বিবেচনায় তার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি কিছু পাচ্ছি না। তবে আসল যেটা সেইটা হচ্ছে ইম্পলিমেন্টেশন। এইটাকে বাস্তব রূপদান করা হবে এবং তার ধারাগুলিকে কার্য্যকর করা হবে। কাজেই যদি বিলটাকে যেভাবে সমালোচনা করা হয়েছে যে এই নূতন বিলকে ডিপার্টমেণ্টালাইজ করা হয়েছে তাহলে তার সংগে আমি এক মত নই। কারণ এই নূতন বিলে যে জায়গায় ডিপার্টমেন্টকে বিভাগকে বা অফিসারকে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত সেখানে তাকে দেওয়া হয়নি এবং আগেও সেখানে অন্যায় হচ্ছিল বা ফিলফাম্বিং হচ্ছিল-যেহেতু ডিপার্টমেন্টের হাতে ক্ষমতা ছিল না সেই জন্য তারা উপযুক্ত সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ষ্ট্যাজে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই। কাজেই সেই দিক থেকে যাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার বিধানগুলিই নূতন এই বিলের মধ্যে সংযোজিত করা হয়েছে এবং সেইটাকে যদি কেউ ডিটিমেন্‌টে লাইজ বলেন তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ সরকার যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবেন বাজারে যেখানে ছাড়বেন, আমরা অভিযোগ করেছি যে সেখানে অধিক হচ্ছে না অধিক কেন হয় না ঘন ঘন কেন তদন্ত হয় না তার উপর আরও কেন প্রভার বিস্তার করা হয় না যে উপযুক্ত ভেস্টেন্ন জন্য যে অর্থকে দেওয়া হয়েছে সেই অর্থ

যেন সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় এবং তার জন্য যে সমস্ত কার্যাকরী ব্যবস্থা আগের আইনে নেওয়ার মত ক্ষমতা ছিল না কাজেই সেই জায়গায় সেই ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়েছে এবং সেইটা দিতে গিয়ে যাতে এই ব্যবস্থার মধ্য কোন একজন কর্মচারী তার প্রভাবের দ্বারা যাতে এইটাকে প্রভাবিত না করতে পারে সেই জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করে স্পেসিয়েল ক্ষমতায় যে কোঅপারেটিভ রুলসে দেওয়া হয়েছে তা নয়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হাতেও আরোপ করা হয়েছে। এই জন্য যাতে গভার্ণমেন্টের কাজের মধ্যে একটা চেক এবং চেঞ্জ থাকে। আর কোন একটা লোকের দ্বারা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় যেন পরিচালিত না হয়। কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে এই জিনিসটাকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দেখাতে চেয়েছেন যে কোন জায়গার সংগে ত্রিপুরার তফাৎ সেইটা আমরা স্বীকার করি যে কোন তফাং কিন্তু এর মধ্যে যে সমস্ত ফেইলিওর বা লেপসেস হয়েছে সেইটাকে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষতে দেখতে হবে। তিনি সমালোচনা করেছেন যে সেইটাকে সরকারী নিয়ন্ত্রাধীন রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই দিনের অবস্থা যদি আমরা বিবেচনা করি তা হলে কি দেখবো যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বাহরের থেকে এসেছেন তারা কোথা থেকে এসেছেন কি ভাবে এসেছেন তাদের ভবিষ্যৎ কি সেইটা পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় নি। কাজেই সেখানে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা এই কোঅপারেটিভের মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে। কাজেই সেখানে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন আব এই লোকের উপর যারা বাইরের লোক যারা হৃতসর্বস্ব হয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন তাদের উপর যদি সেই ভারকে ন্যাস্ত করা হতো তাহলে যতখানি খারাপ হয়েছে আমার মনে হয় তার চেয়ে আরও বেশী খারাপ হতো। ঠিক সেই দিনের যে পরিবেশ তার সংগে সেইটা সংশ্লিষ্ট করেই সেইদিনের পরিবেশে এইটার দরকার ছিল অন্ততঃ সরকার থেকে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে সেই অবস্থায় এছাড়া সরকার আর কোন গত্যান্তর ছিল না। মাননীয় সদস্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে কোন কোন জায়গায় যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন ত্রিপুরায় সেইটা করা হচ্ছে না। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমরা সমালোচনা করি কেন কাজগুলি হয় নি এবং যে কমিটির কথা বলছেন সেই সমস্ত কমিটিতে সরকার পক্ষের যারা লোক আছে যেখানে সরকারের লেপসেস হচ্ছে সেইগুলিকে তারা কোন প্রকারে পিন পয়েন্ট করছেন। এই হাউসের সামনে সরকারের কোন গলতি থাকে বা কর্মচারীর যদি কোন গলতি থাকে সেইটাকে বিদূরিত করার জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে রাখছি। আজকে মহারাষ্ট্র বা মাইসুর বা অন্যান্য ষ্ট্যাটের কথা বদি বলি তার মধ্যে একটা বাঁধাধরা আগে থেকে তৈরী হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন হচ্ছে উদ্বাস্তু। কাজেই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন তারা ঠিক তাদের জমির সঙ্গে বা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সংগে তার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পরেন নি এবং তাদের সেই পুরানো গ্রাম বা মহল্লা নাই বলে বিভিন্ন থেকে এসেছেন বলেই একটা কোঅপারেটিভ একটা সমবায়ের মধ্যে সেই মতের মিল এবং আত্ম বিশ্বাস সেইটা পরিপূর্ণভাবে তৈরী হয় নি। এবং সেইটা না হওয়ার ফলেই ত্রিপুরা রাজ্যে কো-অপারেটিভ না হওয়ার একটা কারণ। এই সমস্তের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই যে নূতন আইনটি তৈরী করা হয়েছে। মাণি লেন্ডার্সের কথা যেটা বললেন সেইটা আজকে কো-অপারেটিভের মধ্যে সেই সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে বিভিন্ন জায়গায় সেই সুযোগ

তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে সরকার তার কোঅপারেটিভ করে তার নীতির মধ্যে যাতে মাণির কাজটা নিতে পারে এবং কৃষকরার জমি যাতে কৃষকের কাছে অধিক রাখা যায় এবং আরও ফাইনেন্সিয়েল বভি করে অর্থ সংখ্যা তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে কোঅপা-রেটিভকে আরও বেশী সাহায্য করা যায় তার নূতন প্রভিশন এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং সেই দিক থেকে এই নূতন আইনটিকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যদি তার মধ্যে কোন ত্রুটি যদি থাকে আমাদের হাউসের কাজের সংগে সংগে আমরা তাকে পরিবর্ত্তন করার সুযোগ রেখেছি। যারা সুবুদ্ধি নিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই যে আইনটি রচনা করেছে সেইটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবং একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এমনভাবে কোঅপারেটিভটাকে দেখতে হবে যাতে কোঅপারেটিভের মধ্যে কোন ভেস্টেড ইন্টারেস্ট না হয় সেইজন্য অনবরতভাবে একজন সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্ট অফিসে দিনের পর দিন না থাকতে পারে তার জন্য এখানে নিয়ম করা হয়েছে যে একবার তারা থাকতে কিন্তু এর পরে আবার সেইটা পারবে না কিন্তু ঘুরে এসে হতে পারবেন যাতে কোঅপারেটিভে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গড়তে না পারে সেই সমস্ত খুটিয়ে খুটিয়ে তার ধারাগুলিকে অবলোকন করা হয়েছে। কাজেই এই জন্য এইবিলকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : – The passing motion is being put to vote. Now the question before the House is the motion moved by Sri S. C. Some, Dy. Minister, that the Tripura Co-operative Societies Bill, 1974 as settled in the Assembly be passed.

Then the motion was put to voice vote and the motion is carried and the bill is passed.

Sri Nripendra Chakraborty :— Sir. I want division Sir, division please.

Mr. Speaker :— The House is adjourned till 3 P. M. to-day.

(আফটার রীসেস)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যে রীসেস'এর আগে রুলিং দিয়েছেন আমরা ঠিক সেটা বুঝিনি।

মিঃ স্পীকার :— রীসেসের পড়ে হবে আমি বলেছিলাম। এখন আমি ডিসিশান অব দি হাউস নেব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আমি বুঝি না এখন কেন ডিসিশান নেবেন, আগেও তো নিতে পারতেন।

মিঃ স্পীকার :— তখন সময় হয়ে গেছে, এডজোর্ন করার, তাই এডজোর্ন করে দিয়েছি নাও আই শ্যাল টেক দি ভোট বাই সো অব হ্যাণ্ডস।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— তখনতো আমরা ডিভিশান চেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— আমিতো বলেছিলাম যে আমি পরে ডিভিশান নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমিতো এটা বুঝিনা যে রীসেসের আগে একটা অবস্থাতে ডিভিশান আমরা ডিম্যাণ্ড করেছিলাম, আমি জানতে চাই সেই অবস্থাটা এখন আছে কি না। হাউসে যখন ডিভিশান চাওয়া হয়, তখন মাননীয় স্পীকার কি সেই ডিভিশানটকে পস্টপন করতে পারেন? সেই রকম আছে কি না কোন জায়গায় হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা যখন চেয়েছিলেন, তখন আমি হাউস এডজোর্ন বলে এ্যানাউন্স করেছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি যখন বলেছেন যে প্রস্তাব গৃহীত হল, ঠিক তখনই আমি নিয়ম মত—প্রথম বারের গৃহীত হওয়ার পর ডিভিশান ডিম্যাণ্ড করতে হয়, এবং নিয়ম মাফিক আমি ডিভিশান ডিম্যাণ্ড করেছিলাম, তারপর আপনি এডজোর্ন করেছেন। কাজেই এই রকম নজীর বিহীন নজীর সৃষ্টি করলে অসুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার :— নজীর বিহীন নয়, এই রকম হতে পারে। দেখে কাল দিতে পারি। আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— একটা হাউসের বিশেষ অবস্থাতে ডিভিশান চাওয়া হল,

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— যে প্রস্তাবটা ছিল, সেটা গৃহীত হয়েছে, সংগে সংগে আপনি হাউস এডজোর্ন করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আমি হাউসের ডিসিশান নিয়ে হাউস এডজোর্ন করেছি এবং তারপর আপনি ডিভিশান চেয়েছিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি রেকর্ড দেখুন না। যে মুহূর্তে আপনি বলেছেন বিল হ্যাজ বীন এডপ্টেড, সংগে সংগে আমি বলেছি ডিভিশান চাই। আমি জেনেই একথা বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলার আগে আমি হাউস এডজোর্ন করে ফেলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি রেকর্ড দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— এই বিষয়ে ডিসপিউট থাকার জন্য স্পীকার মহোদয় বললেন রীসেসের পড়ে তিনি নূতন করে ডিভিশান ... (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এই জিনিষ হয় না। একটা অবস্থাতে ডিভিশান আমরা চেয়েছিলাম, তার এক ঘণ্টা পড়ে এসে ভোট হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনি একটু বসুন। আপনারা ডিভিশান চেয়েছিলেন, ডিভিশানের জন্য লবী ক্লীয়ার করার জন্য এটা করা যায়, ডিসিশান পরে নেওয়া যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি লবী ক্লীয়ার করার জন্য বলেন নাই, আপনি কি বলেছিলেন লবী ক্লীয়ার করার জন্য? ...(গণ্ডগোল)..

মিঃ স্পীকার :— ডিভিশান চাইলে হাউস এডজোর্ন করে লবী ক্লীয়ার করতে হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আপনার যখন খুশী...(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ টেক ইউর সীট।...(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার :— আপনি রেকর্ড দেখুন না।

মি: স্পীকার :— রেকর্ড দেখার প্রয়োজন নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :— এটা এটা ডিসপিউট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বলছি, আপনি বলছেন তার আগে হাউস এডজোর্ন হয়ে গেছে, আপনি চেক আপ করুন না, কি হয়েছিল।... (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— ... (গণ্ডগোল)...

মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, বলার সংগে সংগে তিনি তারপর বললেন যে হাউস স্ট্যাণ্ডস এডজোর্নড। ...(গণ্ডগোল)...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোন আইন আছে যে ডিভিশানের জন্য হাউস এডজোর্ন করা হয়? একটা সিচুয়েশানে ডিভিশান চাওয়া হয়েছে। য সময়ে আমরা ডিভিশান ডিমাণ্ড করেছি, সেই সময়েতে গভর্ণমেন্ট ডিফিটেড হত। আমি গুনে দেখেছিলাম গভর্ণমেন্টের পক্ষে সংখ্যা কম ছিল, আমাদের সংখ্যা বেশী, তারপর আমি ডিমাণ্ড করেছি মিঃ স্পীকার গভর্ণমেন্টকে বাঁচাবার জন্য এটা করেছেন।. (গণ্ডগোল)...

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আপনাদের সংখ্যা বেশী ছিল, আমাদের সংখ্যা কম ছিল, একথাটা তখন বলেননি কেন?...(গণ্ডগোল)..

Mr. Speaker :— The decision of the House is that the Motion is carried and the Bill is passed.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Voting of Demands for Grants for 1974-75. To-day in the List of Business are 9 demands viz. Demand No. 6,3,12,18,19,17,33,27,40. and 16 to be disposed of. Moreover, Demand No. 14,20 35,36,39,42,43,28,7,48,13,25,29,32,41 and 45 outstanding which have been carried over from the List of Business for the 5th April, 1974 will be taken up first to-day, the 8th April 1974 Now I would request—

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা পয়েন্ট রেজ করছি। গত দিনের মিটিং-এ আমার যতটুকু মনে আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওয়াজ ইন দি ফ্লোর। আজকে তারই প্রথম আলোচনার অংশ গ্রহণ করার কথা।

মি: স্পীকার :— তাই করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী: — তা করা হয় নি। কাজেই জিরো আওয়ারের পরে মাননীয় স্পীকারের উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকা, কারণ হী ওয়াজ অন দি লেগ, কি করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে না ডেকে আপনি আর একটা এজেনডা নিলেন আমি বুঝতে পারলাম না। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।. এটা কোন পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে নাই। একজন লোক, আপনি সেদিন বলেছেন যে হী ওয়াজ অন দি লেগ, হী উইল হ্যাভ দি ফ্লোর।

মিঃ স্পীকার :— এরকম রুল কোথায় আছে আপনি আমাকে দেখান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হ্যাঁ, আমি আপনাকে দেখাব। গায়ের জোরে তো চলবে না। একটা আলোচনা চলছে, আর আপনি আর একটা এজেণ্ডা ঢুকিয়ে দিলেন।

মিঃ স্পীকার :— প্রোগ্রাম মেম্বারদের কাছে সার্কুলেট করা হয়েছে যে কি এজেণ্ডা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এর আগে আপনি বলেছেন যে পার্ট আলোচনা যদি হয় তাহলে সেটাও আপনি আগে ধরবেন না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— বিরোধী দলের নেতা যে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন যে জিরো আওয়ারের পর হাউসে আগের দিন যিনি বক্তব্য রেখেছেন তিনিই ফ্লুর পাবেন, এই জিরো আওয়ার সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। জিরো আওয়ার যে জায়গা থেকে এসেছে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সেখানে জিরো আওয়ার ধরা হয় রাত্রি বেলায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্ট দেখুন। বৃটিশ পার্লামেণ্টেও দেখুন। রাখুন এইসব কথা। আপনি কি জিরো আওয়ার জানেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— তিনি ভুল বলছেন। হাউসের যে বিজনেস যেভাবে স্পীকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় সেইভাবে হাউসে বিজনেসটা আসবে। স্পীকারের নির্দেশে যে বিজনেস তৈরী হয় সেইটাই আসবে। সেটাতে কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না। আর জিরো আওয়ার তো বললেই হবে না।

মিঃ স্পীকার :— নাউ, অনারেবল চীফ মিনিষ্টার মে কণ্টিনিউ হিজ স্পীচ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা আলোচনা শেষ না হওয়ার আগে কি করে আপনি আর একটা বিল পাশ করলেন আপনি আমাদের জানতে দিন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আমার চেম্বারে গিয়ে দেখা করবেন।

(ভয়েস—না, আমরা হাউসেই শুনতে চাই।)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার মে কণ্টিনিউ হিস স্পীচ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ডিমাণ্ডগুলি ৫ তারিখ এসেছিল সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কিছুটা হয়েছিল। আজকে আর কিছুটা যেগুলি রয়েছে সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন ডিমাণ্ডের কাটমোশানে রেখেছেন এবং সেই কাটমোশনে মাননীয় সদস্যরা যে প্রশ্নগুলি রেখেছেন আমি সংক্ষেপে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ১ নম্বর প্রশ্ন সুধন্ন দেব এম, এল, এ, মহাশয়ের। তিনি বলেছেন রাঙাপানিয়ায় ব্রীজ করার কথা এবং বুড়িমা, গোলাঘাটি এইসব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বুড়িমা গোলাঘাটি এটা অলরেডি করা হয়েছে। আর জম্পুই জলা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল এটাও গ্রহণ করার পথে রয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে যে কাটমোশন এসেছে এই কাটমোশনের কোন অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় সদস্য পার্থী ত্রিপুরা ডুম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক সম্পর্কে বলছেন। সেই সম্পর্কে আমি বলছি যে এই প্রজেক্টটা মানে স্কীমটা নেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। সুরু করা হয়েছে ১৯৬৮ সনে। তারপরে এর ডিজাইনে আবার একটা পরিবর্ত্তন আনা হয় এবং সেই পরিবর্ত্তনের জন্য এই কাজটা একটু

বিলম্বে আরম্ভ করা হয়। যেটা সুরু হয়ে ৩/৪ বছরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল সেটা হয়নি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য। এই সম্পর্কে এই হাউসে আগেও বলা হয়েছে যে বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে ডুম্বুর স্কীমের কাজ অগ্রসর হতে পারে নি। ১৯৭২ সনের পরে যখন কাজে আবার হাত দেওয়া হল তখন এটা সবাই জানেন মাননীয় সদস্যরা যে একটার পর একটা সারা ভারতবর্ষে দুর্বিপাক এসেছিল, তার থেকে ত্রিপুরাও বাঁচে নি। খরা এসেছে, বন্যা এসেছে এবং তার জন্য কর্মচারীরা বিভিন্ন দিকে কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য কর্মচারীরা কাজে মন দিতে পারে নি। এই হল এক নম্বর। দুই নম্বর হল, আমাদের এখানে বিভিন্ন কাজে সিমেন্ট লোহা বাইরে থেকে আনতে হয়। আর কিছুকাল রেলওয়ে ষ্ট্রাইক থাকার জন্য আমাদের এখানে রেল ধর্ম্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এন, এফ, রেলওয়ে ওয়াগন রেষ্ট্রিকটেড করে দেয় যার ফলে, সিমেন্ট না আসার ফলে এর কাজ পিছিয়ে যায় এবং আমার যতটুকু মনে আছে হাউসের সামনে বলেওছিলাম যে আমাদের একস্‌পেকটেশান ছিল যে যদি সমস্ত অবস্থা ঠিক থাকে তাহলে ১৯৭৪-এ শেষ করতে পারব। এখন যেহেতু সিমেন্ট এবং লোহার অভাব চলছিল সবদিক থেকে সেজন্য আমাদের একস্‌পেকটেশান অনুযায়ী ১৯৭৪-এ এটা কমপ্লিট করা যাবে না। এবং আমরা আশা করছি যে তার জন্য আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আমরা এ বিষয়ে সতর্কতার সংগে অগ্রসর হয়েছি যাতে ৭৫ সনের মধ্যে এই কাজটা আমরা শেষ করতে পারি। সিমেন্ট এমন একটা জিনিষ এটাকে এনে ষ্টক করা যায় না। আমরা ভেবেছিলাম যে সিমেন্টের ফ্লোটা যদি ঠিক থাকে, কোন ষ্ট্রাইক যদি না হয় তাহলে হয়ত যেভাবে আমরা সিমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলাম রেলওয়ে মিনিষ্ট্রি, ইরিগেশান এবং পাওয়ার মিনিষ্ট্রির সংগে তাতে ১৯৭৪-৭৫-এর মার্চের মধ্যে এটা কমপ্লিট হওয়ার কথা ছিল। কিছুদিন পরে পরেই দেখা যায় যে হয় লোকো ষ্ট্রাইক, নয় এন, এফ, রেলওয়েতে কোন গোলমাল। সেজন্যই কাজটা হতে পারেনি। আমরা সবাই এইজন্য দু:খিত যে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমাদের পাওয়ার শর্টেজের প্রশ্ন। আমরা অনেকখানি আশা নিয়ে এই গোমতী প্রজেক্ট সুরু করেছি। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের আয়ত্তের বাইরে, যেটার উপর আমাদের কোন কণ্ট্রোল ছিল না, এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে তার খরচটা যতটা বেড়েছে, অথচ কাজটা সেই রকম অগ্রসর হয় নি। এবারও আমরা যেভাবে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলাম, শেষ করতে চেয়েছিলাম, সেটা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ হল হঠাৎ রেলওয়ে ষ্ট্রাইক হয় এবং সমস্ত রকম রেস্ট্রীক্‌শান দিয়ে সেটাকে বন্ধ করতে হল, এমন কি আমাদের ফুড আসা পর্যন্ত মাঝখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার আশা করছি, আমি জানি না তবে শুন্‌ছি যে আবারও রেলওয়ে ধর্ম্মঘট হবে এবং সেই রেলওয়ে ধর্ম্মঘট হলে এখানকার অবস্থা কি হতে পারে, এটা সবাই জানেন। তবে আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি যে পরিমান সিমেন্ট এখানে এসেছে, এই সিমেন্ট কোথাও কাজের বাইরে দেওয়া হয়নি। গোমতী প্রজেক্টের জন্য যে সিমেন্ট এলট্‌মেন্ট করা আছে সেটা, বাইরের কাজে কোথাও যায়নি এবং সেটাকে গোমতী প্রজেক্টের জন্য রাখা হয়েছে এবং গোমতী প্রজেক্টের কাজ, হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন মাননীয় সদস্যরা, যে গোমতী প্রজেক্টের কাজ অন্য বারের চাইতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু সিমেন্ট যেখানে

থাকে, যেহেতু আমরা এটাকে স্টক করতে পারি না বা স্টক করে রাখা যায় না, সেজন্য কাজটা একটু বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে। আমরা এর উপর ভরসা করে আছি, এজন্য যে পাওয়ার পাব, আমাদের এখন আসামের পাওয়ারের উপর নির্ভর করতে হয়, হয়তো বা আসামের গ্রিডের সঙ্গে লাফ্‌টাক পাওয়ার যেটা হচ্ছে সেখান থেকেও আমরা পাব। কিন্তু যদি নিজেদের হাতে এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারি, অন্ততঃ এ্যাসেন্সিয়েল কাজ যে গুলি আছে, যেগুলির উপর আমাদের জীবন মরণ, যেমন ইণ্ডাষ্ট্রী বলুন আর এগ্রিকালচারই বলুন, সেদিকে যাতে সাপ্লাইটা রাখা যায়, সেজন্য আমরা গোমতী প্রজেক্টের উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ আসাম লাইন এত দূর দিয়ে এসেছে তার টেপোগ্রাফিক্যাল অবস্থা যেটা আছে, তাতে তার সাপ্লাইটা সম্পর্কে আমরা খুব বেশী নিশ্চিন্ত হতে পারিছি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করছি এবং আসাম ষ্টেট ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড, ওরাও এগ্রি করেছেন যে তাদের ট্রেন্স্‌ফরমারটা এসে গেলে ৮ মেগাওয়াটের যে চুক্তি, সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা আমাদের সাপ্লাই করতেপারবেন এবং আশা করা যায় এটা যদি ঠিকভাবে চলে বা আসাম পাওয়ার যদি কোন জায়গায় ফেইল না করে, তাহলে হয়তো আরও বেশী বিদ্যুৎ আমরা সেখান থেকে পেতে পারি। আর লাফ্‌টাক, হয়তো ১৯৭৫ সালে কম্‌প্লিট হওয়ার কথা এবং এর মধ্যে আমরা যদি গোমতী প্রজেক্টের কাজ শেষ করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব যে পাওয়ার, তার উপর নির্ভর করে আমরা ভবিষ্যতের প্লেনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য ত্রিপুরা এখানে উল্লেখ করেছেন, এন, পি, সি, সির সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি নাকি আমাদের হয়েছে, অন্তত: এই রকম একটা ইঙ্গিত তিনি এখানে করেছেন। আমি বলতে পারি এই কথা যে কোন গোপন চুক্তি নয়, এটা ওপেন এবং এই কথাও বলা যেতে পারে যেটা অপ্রাসাঙ্গিক হবে না যে এই সম্পর্কে এই হাউসের অনেক সদস্যই এই চুক্তিটা দেখেছেন। কিন্তু এই চুক্তি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে, সেই ইঙ্গিত অহেতুক এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলেই মনে হয়। এমন কোন কিছু চুক্তি করা হয়নি যে চুক্তি আসাম ষ্টেটের সঙ্গে বা এই ধরনের চুক্তি যেটা হয়ে থাকে, এর বেশী কিছু আমরা করেছি বলে আমার জানা নাই। কাজেই এখানে কোন রকম কারচুপি হয়েছে এবং এই রকম যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে সেই সন্দেহটা মন থেকে দূর করে দেওয়াই ভাল, এরপরও যদি সেটা কেউ দেখতে চান, তাহলে আমরা সেটা দেখাতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র দাস মহাশয়, উনি দেখছি আজকে অনুপস্থিত আছেন, ওর বক্তব্য ছিল যেটা দরকার বেশী, সেটা হল মিডিয়াম ইরিগেশানের ব্যবস্থা এখানে নেই কেন? এই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরার যেটাকে টপোগ্রাফি বলা হয়, তার এক প্লেটে জমি যেভাবে থাকে অন্যান্য জায়গাতে, আমাদের সেটা নেই, আমাদের টপোগ্রাফিটা হচ্ছে অন্য রকমের। কাজেই একটা মেজর ইরিগেশানে হাত দেওয়া কিম্বা মিডিয়াম ইরিগেশানে হাত দেওয়ার পক্ষে এখানে কতকগুলি অসুবিধা আছে, আর তার গভর্মেন্টের করনীয় কোন কিছু আছে কি না আছে, তথাপি আমি এই হাউসের কাছে বলতে পারি যে এজন্য আমাদের যে একটা ইনভেষটিগেশান ডিভিশন আছে, তাছাড়াও আর একটা নুতন ডিভিশন খোলা হচ্ছে এইগুলি দেখার জন্য। কাজেই তিনি তাঁর কাটমোশান রাখতে গিয়ে, যে কথা বলেছেন এই সম্পর্কেও আমার মনে হয় এটা বোধ হয় অযথা বলা হয়েছে। তারপরে মাননীয় সদস্য, বাজুবন মহাশয় বলেছেন যে ইরিগেশান স্কীমে কোন কিছু নাই, এর জন্য আগেই একটা ডিটেইলস সার্ভে হওয়ার দরকার। এই সম্পর্কে আমি বলছি যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এই সম্পর্কে দেখছেন।

তথ্যানুসন্ধান করছেন এবং আগামী বাজেটে আমাদের নিজস্ব কিছু করা যায় কিনা তার জন্য আমরাও প্রস্তুতি নিচ্ছি, আর সেজন্য কিছু প্রভিশানও আমরা রেখেছি। আর একটা পয়েন্টের উপর তিনি জোর দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে পার্মেনান্ট বাঁধ। এই পার্মেনেন্ট বাঁধ কোন কোন এলাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু তার সংগে যে প্রশ্নটা আসে, সেটা হচ্ছে পার্মে-নেন্ট বাঁধ আমরা যে মুহূর্তে দিতে যাব, সেখানে জলটা কিভাবে যাবে না যাবে, সেই সমস্ত জিনিষগুলি আগেই পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কারণ যদি নেচারেল ফ্লোটা যদি না থাকে, নেচারেল ড্রেনেজটাকে যদি আমরা আটকে দিয়ে তার জন্য আর একটা পথ খোলে না দেয়, সেটা কিভাবে হবে বা কতখানি এফেক্ট করবে মানুষকে, সেটা না দেখা পর্য্যন্ত পার্মেনান্ট বাঁধ দেওয়া সম্পর্কে কতগুলি অসুবিধা রয়েছে। তবে যে সব জায়গাতে এগুলি করা সম্ভব, সেটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি এবং সেই সব জায়গাতে করার চেষ্টাও চলছে। তারপর রিগ সম্পর্কে, আরও বেশী রিগ আনার কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জানেন যে রিগ চালাবার জন্য বা সেই রিগকে ব্যবহার করার জন্য ট্রেনিং দেওয়ার দরকার আছে। এখন পর্য্যন্ত আমাদের হাতে ২টি রিগ আছে। আর যতক্ষন পর্য্যন্ত এটার সার্ভে না হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত আরও রিগ এনে যদি সেটাকে বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে কোন কাজে আসবে না। কাজেই যে ২টি রিগ আছে এখানকার মত আমাদের যে অবস্থা আমরা মনে করি, সেটা সাফিসিয়েন্ট, এর বেশী আর এখন দরকার হবে না। তবে ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় আফটার ডিটেইলস সার্ভে, তাহলে পর যদি আর রিগের দরকার হয়, তাহলে নিশ্চয় আমরা সেগুলি আনার চেষ্টা করব।

মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা তিনি পাওয়ার সম্পর্কে—কনজামশান অব ইলেকট্রিসিটি—এই বিষয়ে আমি একমত যে আমাদের এখানে পারক্যাপিটা কনজামশান সেটি খুব কম। যেখানে আমাদের ৬'৫ পার-ক্যাপিটা সেখানে অল ইণ্ডিয়া দেখা যায় ১০০। এর প্রতিকারের পথ পাওয়ার সাপ্লাই কি করে বাড়ান যায়। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ফিফথ পল্যানের মধ্যে যে টুকু দরকার বা প্রয়োজন ইণ্ডাষ্ট্রি, এগ্রিকালচার কিম্বা প্রাইভেট কনজামশান-এর জন্য যা প্রয়োজন মোটামোটি ভাবে হিসাব অনুযায়ী আমরা দেখেছি ৩০ মেগা ওয়াট ফিফথ প্ল্যানের মধ্যে প্রয়োজন হতে পারে। এটা সামনে রেখেই আমাদের ফিফথ প্ল্যানের যা প্রয়োজন ইণ্ডাস্ট্রীর ক্ষেত্রে, এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে—সেই ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এবং ১০ মেগা ওয়াট আমাদের ফিফথ প্ল্যানের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করছি। লাফটাক থেকে আসছে, আসাম থেকে আসছে। তার সংগে লাফটাক যোগ হচ্ছে প্লাস আমাদের গোমতী প্রজেক্ট। তারফলে আমাদের এখানে ৩০ মেগা ওয়াটের এরেঞ্জমেন্ট করতে পারব ফিফথ প্ল্যানের মধ্যে। সংগে সংগে আমরা এই চেষ্টাও করছি। ফিফথ প্ল্যানের যে কাজটা সিক্‌থ প্ল্যানের ফার্ষ্ট ইয়ারে চলে যাবে। তখনকার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা এই ফিফথ প ল্যানের মধ্যে থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশান করার জন্য যা যা দরকার তা আমরা করছি। এটা যদি হয় তাহলে ফিফথ প্ল্যানে হয়ত লাষ্ট ইয়ারে গিয়ে করতে পারব, আর না হয় সিক্‌থ প্ল্যানের ফার্ষ্ট ইয়ারে কম্‌প্লিট হবে। কাজেই পাওয়ার সম্পর্কে আজকে যা অবস্থা আমাদের যে দৈন্য অবস্থা সেই অবস্থার অবসান হবে আশা করছি। আর ডিজেল পরিচালিত যে কথাটা বলেছেন,

ডিজেল পরিচালিত ইঞ্জিন দ্বারা পাওয়ার আসবে—সেই পাওয়ার এত কষ্টলি হয়ে যাবে এক নম্বর। দুই নম্বর মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন আমাদের দেশেই ডিজেল তৈরী হয় কাজেই ডিজেল পেতে অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা বহু বার টেণ্ডার কল করেছি ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য। কিন্তু ৪টা ডিজেল ইঞ্জিন আমরা পেয়েছি গোমতী প্রজেক্টের জন্য। এর বেশী এখন পর্য্যন্ত সাপ্লাই দিতে পারেনি। কাজেই আমাদের দিক থেকে যে অসুবিধা, ত্রিপুরার দিক থেকে যে অসুবিধা আছে—আমাদের আন্তরিকতার দিক থেকে সন্দেহ করার কোন কারন নাই। আমরা চেষ্টা করছি কি করে এই পাওয়ারের ব্যবস্থা আমাদের করা যায়। কারন আমরা জানি যে পাওয়ার ছাড়া এই ত্রিপুরার ডেভেলাপমেন্ট-এর যা দরকার সেটা পাওয়ার ছাড়া হবে না। সেজন্য আমরা পাওয়ার সাপ্লাই কি করে বাড়ান যায় সেই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এবং কিভাবে এখানকার যে রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে পাওয়ার বাড়ান যায় সেজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে চিন্তা করা হচ্ছে। যাতে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের অগ্রগতি—শিল্প কিম্বা কৃষির জন্য সেটা যাতে ব্যাহত না হয়। কামানীর সংগে একটা কনট্রাকটিংয়ের কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা উল্লেখ করেছেন। হয়ত তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও কামানীর সংগে চুক্তি যেটি সেটি জেনে থাকতে পারেন। এই চুক্তি—টেণ্ডার কল করে ডি, জি, এস, এণ্ড ডি,—উরাই এটা ঠিক করেছে। এবং আমি যতটুকু জানি কামানীর গ্রুপ বলুন আর কামানী কোম্পানীই বলুন তারা ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়ান অব দি বেষ্ট। এবং এই চুক্তি সম্পর্কে আসাম গভর্ণমেন্ট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড উরা যেভাবে উদের পোর্শানটা কামানীকে দিয়ে করিয়েছে ঠিক সেই একই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিপুরায় ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী একই চুক্তি অনুযায়ী এখানে চুক্তি করা হয়েছে। কাজেই এই মধ্যে কোন রকম কারসাজি আছে, এর মধ্যে কোন কারচুপি আছে এই কথাটা সত্যি নয়। ক্যারিংয়ের সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা উল্লেখ করেছেন—ডিজেল ক্যারিং। এই সম্পর্কে বলতে পারি এই কথা, টেণ্ডার কল করেই করা হয়েছে। টেণ্ডার—লোয়েষ্ট যে টেণ্ডার সেটাই একসেপ্ট করা হয়েছে। এবং তারপরও দেখা হয়েছে যে একজিকিউশান করতে এটা লোয়েষ্ট কিনা। একজিকিউশান মানে—এক বছরে কাজটা কতটা ক্যারি করল এটা আর একটা পার্টি যদি করত তাহলে তার পক্ষে কতটা পারত সেটাও দেখা হয়েছে। তারপর এই লোয়েষ্ট টেণ্ডারার যে তাকে দিয়ে ক্যারিংয়ের কাজ করান হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না। আর একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি ষ্টেট হয়েছে তার সেপারেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হওয়ার দরকার। কিন্তু আজকে যে পাওয়ার পজিশান তাতে এতবড় একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ এটা কোন রকমেই জাষ্টিফাই করে না। তথাপি আমি এই কথা বলতে পারি এটা করার জন্য এটাকে ষ্ট্রেংদেন করার জন্য ইণ্ডিভিজুয়েলি এটা করার জন্য, যে সব অসুবিধা আছে সেগুলি দূর করা যায় কিনা সেইভাবে আমরা দেখছি। এখনই বোর্ড গঠন করে এতবড় এষ্টাব্লিশমেন্টের ঝুকি আমরা নেব কি না সেই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা উল্লেখ করেছেন এই সম্পর্কে আমি বেশী অগ্রসর হতে চাই না, আমি শুধু দুই একটা কথা বলে এখানে শেষ করতে চাই, কারন লাল বাত্তি জ্বলছে। আমাদের এখানে সাধারণভাবে আমি একটা ফিগার দিচ্ছি রোড মাইলিজ যেটা ১০০ স্কোয়ার মিটারে এক লাখ

পপুলেশনে আমাদের এখানে ৩৪ কিলোমিটার এবং ২২৫ কি, মি, আছে। এইটা অল ইণ্ডিয়া ফিগার অনুযায়ী, অল ইণ্ডিয়া যেটাকে বলে প্রথমত: ৩৬ কি, মি, আরেকটা হলো ২১৭ কি,মি, যেখানে অল ইণ্ডিয়ায় আছে ২১৭ সেখানে আমাদের আছে ২২৫ আর যেখানে ওদের ৩৬ সেখানে আমাদের আছে ৩২। কাজেই আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। এই সম্পর্কে আমাদের একটা মিসকনসেপশন আছে যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে রোডের ব্যাপারে নেগলেক্ট করছি। জম্পে হিলসের সংগে এখন রোড কানেকশন হয়েছে এবং এই রোডগুলিতে ষ্ট্রেটেজিক রোড হিসাবে কতকগুলি রোডকে তারা এগ্রি করেছেন এইভাবে তার কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং সবটাই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের টাকা। কাজেই সেইভাবে টাকা ব্যবহার করে আমরা এই ষ্ট্রেটেজিক রোডগুলি তৈরী করবো এবং বর্ডার রোডগুলিও সেইভাবে তৈরী করা হবে। ছাওমনু, ছৈলেংটা এই বৎসরের মধ্যেই আমরা আশা করছি কমপিলট করতে পারবো। আর রাইশর্ম্মা সম্পর্কে যে কানেকশনের কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে ডাংগা খাড়ী দিয়ে গোমতীর রিজার্ভার পর্য্যন্ত একটা হাই ওয়ে যাচ্ছে এবং তার সংগে এই রাইমাশর্ম্মার রাস্তাটাকে মিলিয়ে দেওয়া যাবে। যে রাস্তাটাকে ইমপ্রোভ করার কথা বলেছিলেন সেইটা সাবমার্জ হওয়ার আশংকা আছে। কাজেই সেই রাস্তাকে আজকে ইমপ্রোভ করার মত সেই পরিপ্রেক্ষিত নেই জলায়া কাকুলিয়া দিয়ে রোডটা যদি কানেকটেড হয়ে যায় আর এইটা ষ্ট্রেটেজিক রোড হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। কাজেই এইটাকে সেনট্রালই ফাইনেন্স করবে। কাজেই আমাদের এই দিক থেকে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। চেবরী ব্রীজ এপ্রিল ১৯৭৪-এ কমপলিট হবে বলে আশা করছি। আর দেও ব্রীজ এইটার কাজ চলছে। আশা করছি যে আগামী ১৯৭৪-এর মধ্যে এইটা কমপলিট হয়ে যাবে। আর মুহুরী বিভাগের প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক এইটা সুরু হয়েছে আশা করছি এইটা কোন দিক থেকে যদি বাধা না আসে, মানে জিনিস পত্র আনা নেওয়ার ব্যাপারে, তাহলে এইটা আমরা যত তাড়াতাড়ি এইটা শেষ করতে পারি সেইটার চেষ্টা করবো। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন যে ওয়ার্ক চার্জ পোষ্টগুলিকে পার্ম্মানেণ্ট করা সম্পর্কে। এইগুলি আমরা আস্তে আস্তে পার্মানেণ্ট করার চেষ্টা করছি এবং যারা বাকী আছে তাদেরকে পোষ্ট ক্রিয়েট করার সংগে সংগে তাদেরকেও পার্ম্মানেণ্ট করা হবে। এই বলে আমি আমার কক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on the demands and the cut motions is over. Now I am putting the demands to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 3,03,41,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,01,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 14.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,41,10,000/- inclusive of the sums specified in Column 3 of the

schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 20.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There is a cut motion on the demand for grant No. 35. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Bajuban Riyang that the demand be requced to Rs. 1/- to discuss no—
ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা রূপায়নের নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :—Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Nripendra Chakraborty that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—বিদ্যুত সরবরাহের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the demand to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,24,39,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 35.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 80,30,000/- inclusive of the sums specified in columns 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 36.

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,06,72,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 39.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— There are cut motions on the demand for grant No. 42. Now the question befare the House is the cut motion moved by Sri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—
খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের নামে গরীব কৃষকের ধান জোর করে সংগ্রহ করা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দরের উর্ধগতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,30,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill. 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 42

(Then the demand was put to voice vore and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss no—বিদ্যুত সরবরাহের নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Pakhi Tripura that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—ডম্বুর জল বিদ্যুতে প্রকল্প রুপায়নে চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri J. L. Das that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—'Inadequacy of provision in the budget for Irrigation.'

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker — Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 29,00,000/- inclusive of the sums specified in the column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 43.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Spaker :— There are cut motions on the demand for grant No. 28. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Jitendra Lal Das that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—বেকার যুবক-যুবতীদের সংখ্যার বিরাটত্বের বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানে দুর্নীতি ও ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 31,07,000/- inclusive of the sums of specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 28.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— To-day in the list of business there are 9 demands namely demand No. 3, 12, 18, 19, 17, 33, 27, 40, 16 to be disposed off. Now the demands and the cut motions as taken as moved. Demand Nos. 7, 48, 13, 25, 29, 32, 41 & 45 outstanding.

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কি সব ডিম্যাণ্ড একসংগে নেবেন ? ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৭, ৪৮, ১৩, ২৫, ২৯, ৩২, ৪১ এণ্ড ৪৫ আর আউটষ্ট্যাণ্ডিং বিজনেস অব ফিফথ্ এপ্রিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার পাঁচ তারিখেরটা আগে হউক।

মিঃ স্পীকার :— ডিম্যাণ্ডস এণ্ড দি কাটমোশানস আর টেক্‌ন এ্যাজ মুভ্‌ড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সব খিচুরী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আজকে যে লিষ্ট অব বিজনেস দেওয়া হয়েছে তাতেতো পাঁচ তারিখের কিছু দেখছিনা।

মিঃ স্পীকার :— ওটা আউটষ্ট্যাণ্ডিং আছে

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তাহলে পাঁচ তারিখেরটা আরম্ভ করা হউক, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩, তার উপর আমার একটা কাটমোশান আছে সেটা হল 'সরকারী ছাপাখানার প্রসাসনিক কার্য পরিচালনার নীতি সম্পর্কে।'

মাননীয় স্পীকার স্যার, গভর্ণমেন্ট-এর যে প্রেস, সেই প্রেসটা একটা দুর্নীতির আড্ডাখানা এবং চুরির আড্ডাখানায় পরিনত হয়েছে। এই ছাপাখানার টাইপ হামেশাই চুরি যায় এবং এই যে টাইপ কেনা বেচা, সেই ব্যাপারে তাঁরা কলিকাতার যে একটা কোম্পানী আছে, তার সাথেই তারা যোগাযোগ করে থাকেন, ঐ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের সংগে, কারন চুরি করার জন্য একটা চুক্তি থাকা চাইতো, তাই একটা প্রতিষ্ঠান

তার নাম হল মেসার্সইউরেকা কাগুরী প্রাইভেট লিমিটেড, পুরানো যে টাইপ বিক্রী হয়, তার সংগে নতুন মিশিয়ে তারা বিক্রী করে থাকেন এবং কিভাবে তা করেন স্যার, সেটা দেখা যায় যে সেটার রুমে স্পেস কম, সেখানে মাল রাখা যায় না, কাজেই মাল জমিয়ে স্টক করে রাখা, সেটা সেখানে হয় না। কাজেই নূতনগুলি পুরানের সংগে মিশিয়ে বিক্রী করে থাকেন। সেই স্টোর' দেখার জন্য অফিসার পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে লোক পাওয়া যায় না, এটা কেমন যেন সন্দেহ লাগে স্যার। তার কারণটা বুঝতে স্যার অসুবিধা হয় না যে এটা একটা চুরির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুর্নীতি যে কিভাবে চলে, সেটা বুঝা যায় তার হিসেব পত্র যখন আমরা লক্ষ্য করি। একটা রিসিভ এবং তার ডেসপাচ ব্যাপারগুলি দেখলে বুঝতে পারা যায় এর ভিতর কি চলছে। এ্যাকচুয়েল যে রিসিভ—পুরানো টাইপ বিক্রী করে যা পাওয়া যায়, সেটা লক্ষ্য করলেই দেখি যে ১৯৬৮-৬৯ সনে ৩০ হাজার পাওয়া গেছে, পরবর্তী সময়ে—১৯৬৯-৭০ সনে পাওয়া গেছে ৫ হাজার। ২৫ হাজার কমে গেল, এই যে পার্থক্য, এই যে ভেরিয়েশান চলছে, সেটা কেন? তাতেই বুঝা যায় সেখানে একটা রহস্য রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রিণ্টিং, গভর্ণমেন্ট যে প্রিণ্টিং করে তার এক্সপেন্স দেখলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে কি চলছে তার ভিতর। ১৯৬৮-৬৯ সনে খরচ হয়েছিল ৬৮,০০০ টাকা এবং বিভিন্ন রকমের ফরম ৪,১০৯ ছাপানো হয়েছিল এবং ১৯৬৯-৭০ সনে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? ছাপানো হল মাত্র ২,৮৫৮, প্রায় অর্দ্ধেক। অথচ খরচ হল প্রায় ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। যে বছর নাকি ফরম ছাপা হয়েছিল ৪,০০০ হাজারের উপর তখন মাত্র ৬৮ হাজার টাকা আর যখন ২ হাজার ছাপানো হল তখন প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ হল। ১৯৭০-৭১ সনে প্রায় চার হাজার ফরম ছাপানো হয়েছে দুই লক্ষ টাকার এবং ১৯৭২ সনে ছাপানো হল প্রায় তিন লক্ষ টাকার। কাজেই দেখা যায় একটা কিছু আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটি মাত্র সরকারী প্রেসে যদি এত অব্যবস্থা থাকে তাহলে প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়। আমরা খবর পাই যে তার কর্মচারীগুলি আইড্‌ল বসে থাকে। কাজেই হয় না এবং তার জন্য গেজেট'ও সময়মত ছাপানো হয় না এবং অ্যাসেম্ব্লীর প্রসিডিংস আমরা অনেকদিন পরে পাই। আজকে বাজেট সেসানে আমরা বসেছি, তার প্রসিডিংস হয়ত আমরা আগামী বছর পাব। একটা গভর্ণমেন্টের ছাপাখানা এইভাবে চলবে এটা আমরা আশা করতে পারি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইভাবে যে ছাপা চলছে এবং এই যে দুর্নীতি চলছে তার প্রতিকারের জন্য ত্রিপুরার সরকার যদি কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা দেখছি সরকার সুষ্ঠুভাবে প্রেস চালাতে রাজী নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস। (অনুপস্থিত) শ্রীরাধারমণ দেবনাথ। (অনুপস্থিত)।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটার উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এই যে আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের কাজ শেষ হতে হতে রেসিডুয়াল ওয়ার্ক রয়ে গেছে এবং যাকে পি, এল, ক্যাম্প বলা হয় অথচ যারা দুঃস্থ অরুন্ধতীনগর এবং তার কাছাকাছ আমতলী এই সমস্ত জায়গাতে যারা আছে এই সমস্ত ক্যাম্পগুলি ঠিক মানুষকে কোন সভ্য সরকার এইভাবে

রাখতে পারে এটা কল্পনা করা যায় না। স্যার, তাদের ঘরগুলি যদি দেখেন, দেখবেন যে সেগুলি সামান্য বৃষ্টি হলে সেখানে ঘরে কেউ থাকতে পারবে না। সেখানে কোন ডাক্তার নাই। একজন পার্ট টাইম ডাক্তার আছে, ইচ্ছা হলে তিনি যান না হলে না যান। সেখানে ছেলেদের যে পড়াশুনার যে সুযোগ দেওয়া হয় তাতে ছেলেরা পড়তে পারে না। তাদের ডোল, এই যে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তার তুলনায় কিছুই না। অথচ সেই স্কেল কোন রকমেই রিভাইজড করা হচ্ছে না। তাদের শীতের সময়ে যে কাপড় জামা এবং কম্বল সেগুলি তারা এখন পর্যন্ত পায় নাই। অথচ রিলিফ সেক্রেটারী বলেছেন এইগুলি মঞ্জুর আছে। কিন্তু কেন তারা পেলেন না তার কোন কৈফিয়ৎ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। তাদের ভবিষ্যৎ কি? তাদের কি চিরকালই জানোয়ারের মত থাকা হবে? তাদের ছেলে মেয়ে আছে এবং একজন দুইজন নয় শত শত পরিবার এইভাবে থাকছে। অমানুষিক ব্যবহার করা হয়, তাদের কোন প্রতিকার করতে পারেন না অথচ দারোগা রাখা হয়েছে। সুতরাং কথা শোনবার কেউ এই প্রশাসনের মধ্যে নাই। এটা কোন সভ্য গভর্নমেন্টের চেহারা নয়। আমরাও জানতে চাইব সরকারের কাছে যে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করে তাদের কেন পুনর্বাসন দেওয়া হল না। অন্ধ হলেও তাদের পুনর্বাসন হতে পারে। কাজেই এই ক্যাম্পগুলি সম্পর্কে কাট মোশানের মাধ্যমে আমরা সরকারের কাছে জানতে চাইছি। দ্বিতীয় হল পাবিয়াছড়া ক্যাম্প। সেখানে আমি গিয়েছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে রিলিফ সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ৩৫,০০০ হাজার টাকা তাদের এই ঘরগুলি মেরামতের জন্য রয়েছে। কিন্তু একমাস পরেও আমি গিয়ে দেখলাম যে একটা ঘরও মেরামত হয় নি। কৈফিয়ত কি? না, তোমরা তো নূতন জায়গায় যাবে, কাজেই মেরামত হয় নি। ওরা কি মানুষ নয়? ওরা কি একটা ঘরবাড়ী পেতে পারে না? একটা অপদার্থ সরকার একটা অসত্য কথা বলে চলেছেন এবং এদের প্রতি, মানুষের প্রতি এইরকম ব্যবহার করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হল। বাংলাদেশের সরকার এদের নিলেন না। আমি জানতে পারলাম যে কুমিল্লা থেকে পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ তাদের কুকুর বিড়ালের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। এরা বলছেন যে তোমাদের সেখানে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে গেলে পরে সেখানকার সরকারের লাথি খেয়ে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয় এবং লাথি খেয়ে তারা রাস্তায় রাস্তায় পড়ে আছে। যারা এর জন্য দায়ী তাদের চাবুক মারা উচিত। শিশু-সন্তান সহ অন্ধ মানুষ। তাদের সংগে ফুট বলের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি এই জন্য ঐ শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম। ঐ শব্দটা এর জন্য নয়। এখানে একজন সুপারিন্টেনডেন্ট রেখেছেন। তার অজস্র দুর্নীতি আছে। আজও তিনি পাবিয়াছড়া উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে খেলা করছেন। একটা জলের কল পায় না, একটা টিউবওয়েল দিতে পারে না সরকার, একটা তাঁবু খাটাতে পারে না। ঐ এলাকায় মাননীয় সদস্যরাও কেউ কেউ গিয়েছেন। যদি সাহস থাকে তারা সরকারকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের কে অধিকার দিয়েছে এইভাবে তাদের ব্যবহার করার? স্যার, তাদের জন্য একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর আমাকে চেলেঞ্জ করা হচ্ছে যে এটা কলমছড়ার কাছাকাছি নয়। কলমছড়ায় যেখানে ঐ রিয়াং জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ঐ রিয়াং জুমিয়াদের আর একটু হাত পা চরাবার জন্য

জায়গা রেখে দাও, এটাও নিয়ে যেওনা। একটা কলোনী হল, তার পাশের জমিটা দিয়ে সেটা আবার কেড়ে নিতে হবে, তার কোন কথা নাই। কারণ টিলা জমি আমরা যা দিয়েছি, তা দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজেই সেই রিয়াংদের হাত পা ছড়াবার জন্য যে জমিটুকু, সেটুকু কেড়ে নিতে হবে। আমরা গতবারেও বলেছি যে তোমরা ঐখানে তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দিও না, বলেছি যে এর চেয়েও আরও ভাল জায়গা আছে, আমরা সেই জায়গা দেখিয়ে দেব কিন্তু তার বিকল্পে তাদের পুনর্বাসন দিতে তারা রাজি নয়, সেখানকার একজনও সেখান থেকে ইচ্ছা করে যেতে চাইছে না, তবু তাদেরকে জোর করে সেখান থেকে পাঠানো হচ্ছে। এই না হলে, আবার গণতন্ত্র কাকে বলব। যারা যাবে তারা দেখে এসে বলেছে যে সেখানে জল নাই। আর একজন দারোগাকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে সেখানে জল আছে। দারোগার কথাই তো আমাদের শুনতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানকার ২৫০ পরিবারের কথার এক পয়সাও মূল্য নাই, কারণ তারা সেখানে গিয়ে নিজেরা দেখে এসেছে এবং বলেছে যে সেখানে মানুষ বাচতে পারে না। সেটা নয়, ঐ দারোগার কথাই শুনতে হবে। এই হচ্ছে ওদের পুনর্ব্বাসনের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুরানো উদ্বাস্তু এখনও আছে, শিলাছড়িতে আমি দেখেছি পুরানো উদ্বাস্তুদের, সেখানে তদানীন্তন চীফ কমিশনার যখন গিয়েছিলেন, তারা একটা লিস্ট দিয়েছিলেন যে আমাদের কি হবে, আমরা পুরানো উদ্বাস্তু আমরা এক পয়সাও সাহায্য পাই নি। আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে পুরানো উদ্বাস্তুরা কিছু কিছু সাহায্য পাচ্ছে, তাদের জন্য মাস্টার প্লেন করা হচ্ছে, সরকার তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা দাবী করছেন। কিন্তু এখানকার সরকার কি করছে? তাদের কাছে কি সেইরকম দরখাস্ত নাই? শিলাছড়ি থেকে দরখাস্ত আমি নিজে পাঠিয়েছি, তারাও লিষ্ট পাঠিয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করেছে, তাদের ভবিষ্যতের কি হবে? কোন কথাই মাননীয় মন্ত্রীরা আমাদেরকে জানাতে পারছেন না। তাছাড়া এই রকম অনেক লোক আমি অমরপুরে দেখেছি, আরও বিভিন্ন জায়গাতে দেখেছি, তারা একটি পয়সাও সাহায্য পান নি, অথচ তারা সত্যিকারের উদ্বাস্তু, তাদের পুনর্ব্বাসন পাওয়ার দরকার। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাইব এই যে সীজন্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে তাতে হয়তো কারো আধা পুনর্ব্বাসন হচ্ছে আর কারো হয়তো আদৌ পুনর্বাসন হচ্ছে না, অথবা কেউ পি, এল, ক্যাম্পে রয়েছেন, কেউ পাবিয়াছড়াতে রয়েছেন। তাদের একটা সম্যক চিত্র, কত আছে আমাদের এবং কি কাজ বাকি আছে এবং তাদের জন্য সরকারের কি পরিকল্পনা আছে, এই কাটমোশানের মাধ্যমে এই সরকারের নিকট আমি সেটা জানতে চাইছি, এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েনটি নাইনের উপর আমার একটা কাটমোশান আছে, সেটা হল—মৎস্য চাষের কাজে মৎস্যজীবিদের নিয়োগ-এর ব্যাপারে সুনির্দিস্ট পরিকল্পনার অভাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের যে সমস্যা, মাছের যে অভাব, এটা আজকে নতুন কিছু নয়। এই হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যে মাছের সব চাইতে বেশী অভাব দেখা দিয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের মাছ সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার বছরের পর বছর এই মাছ চাষের জন্য বরাদ্দ করে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি তার বাস্তব অবস্থাটা দেখি তাহলে দেখব যে মাছ চাষের জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেই পরিমাণে মাছের চাষ এখানে তারা করতে পারেন নাই, আমি মনে করি তারা এটা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে মাছের সমস্যা থাকলেও বা মাছের অভাব থাকলেও মৎস্যজীবিদের সংখ্যা কিন্তু ত্রিপুরায় একেবারে কম নয়। এই মৎস্যজীবিদের সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে মৎস্যজীবি বলে কোন কমিউনিটি এখানে নাই। এটা সত্যই আমাদের কাছে একটা মর্মান্তিক ব্যাপার এবং এই মাছের জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়ে এমন কোন একটা ব্যবস্থা তারা করতে পারেন নাই যে যারা প্রকৃতপক্ষে মৎস্য চাষ করে, মৎস্য চাষের উপযুক্ত জলাশয় তাদেরকে দিয়ে সেই মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বরং যা কিছু করা হয়েছে, সেটা এই মৎস্যজীবিদের সংগে সম্পর্কবিহীন। সেখানে তারা যে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিয়েছে এবং সেই ঋণ নিতে হলে যে মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত জায়গা জমি থাকতে হবে, সেই সম্পর্কে সরকার থেকে কোন ইনকোয়ারী করার প্রয়োজন মনে করে নাই। যার ফলে ঐ সমস্ত টাকাটাই মৎস্য চাষের উদ্দেশ্য ব্যয়িত না হয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয়িত হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা শুনেছি যে মাছের পোনা ফলানো হচ্ছে এবং মাছের পোনা ফলিয়ে মুনাফা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটা কি রকম? না বাংলাদেশে মাছের পোনা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলাতে মাছের পোনা যাচ্ছে। কিন্তু এতে ত্রিপুরা রাজ্যের মাছের অভাব কি ঘুচে যাবে? তা যাবে না। কাজেই মাছ চাষের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই পোনা ফলালেও সেটা কোন কাজেই লাগবে না। তাই আমাকে বলতে হয় যে তারা আজকে ব্যবস্থা করতে নেমেছেন, এই পোনা ফলিয়ে তা বিক্রি করে মুনাফা করতে চাইছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে পারি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাছের কোন সময়েই অভাব হতে পারে না। কারণ এখানে এমন কতগুলি নদী আছে, মরা নদী আছে, সেগুলিতে যদি ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে বা ঋণ দিয়ে মাছের চাষ করার মত ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অল্প দামে অনায়াসে সেই মাছ পেতে পারে। তাছাড়া গ্রামের মধ্যে এমন বহু জলাশয়, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি আছে, সেগুলিকে যদি সংস্কার করে মাছের চাষ করা যায়, তাহলে সেখান থেকেও আমরা অনেক মাছ পেতে পারি। কিন্তু এই মাছ চাষ করার জন্য যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে তা কি ভাবে খরচ করা হবে? না, সেটা খরচ করার মধ্যেও একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা আছে, যাতে করে মৎস্য চাষের নামে টাকা নিয়ে বা ঋণ নিয়ে সেটা আত্মসাত করা যায়। অন্তত: ত্রিপুরা রাজ্যে তারা এভাবে মৎস্য চাষের টাকাটাকে খরচ করছেন, তার বহু প্রমাণ আমরা দিতে পারি। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই মাছের অভাবের জন্য আমি এই শাসক গোষ্ঠির অপদার্থতাকেই দায়ী করতে চাই। তার কারণ, আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে অনেক এমন জায়গা আছে যেমন ধরুন পশ্চিম রাজনগর, সেখানে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে ১০/১২ একর জমি পঞ্চায়েতের কাছে রেজেষ্ট্রী করে দিয়েছে, যাতে করে তাতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে যে মৎস্য চাষই হবে তা নয়, সেখানে পাম্পসেটের দ্বারা ঐ জলাশয় সংলগ্ন অঞ্চলে যাদের কৃষি

উপযোগী জায়গা জমি আছে, তাতে জল সেচেরও ব্যবস্থা করা যাবে। সরকার এইদিক থেকে তেমন কিছুই করছেন না। কাজেই আমি বলব যে আমাদের যে সমস্ত নদী, নালা, মরা গাঙ্গ অথবা জলাশয়, পুকুর দীঘি ইত্যাদি আছে, সেগুলিকে যদি সংস্কার করে মাছের চাষ করা হয় তাহলে অনেক টাকা পয়সা আমরা ঐ মাছ বিক্রি বাবতে পেতে পারি এবং তাতে করে আমাদের মাছের যে সমস্যা, সেটাও দূর হতে পারে। কাজেই মৎসাজিবীদের মৎসা চাষের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নাই, বরং ঐ মৎস্য চাষের নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেই টাকা তাদের পেটুয়া লোকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে যে জন্য আজকে বছরের পর বছর যদিও বাজেট করছে তাতেও মাছের যে অভাব সেই অভাব আরও বেশী হচ্ছে। এমন একটা জায়গার দৃষ্টান্ত দিতে পারি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্ট সরকারীগত ভাবে ছৈলেংটায় একটা বাঁধ করেছিলেন। সেই বাধ যে জায়গাতে ছিল সেটি জুমিয়াদের—সেই জুমিয়াদের ভমি একোয়ার করে নিয়ে সরকার মাছের চাষের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই বাঁধে আজকে মাছতো নাইই জলও নাই। এখন সেখানে একজন ভদ্রলোক, কংগ্রেসের দুই একজন ভদ্রলোক মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য তিনি সেখানে চাষ আরম্ভ করছেন। এই হল ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের চাষের নমুনা। কাজেই এই শাসক গোষ্ঠির দ্বারা এই মাছের যে সমস্যা তার সমাধান হবে বলে আমরা আশা করতে পারি না—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেব বর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার কাটমোশান হল "পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফলের বাগান করার জন্য বরাদ্দের অভাব" সম্পর্কে। এই কাটমোশান আমি রেখেছি কেন? তার কারণ হল এই সরকার মুখে সর্ব্বদাই বলে থাকেন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা রাজ্য পরিচালনা করব। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে আমি কি দেখছি? আমরা দেখছি যে পঞ্চায়েতের কোন কোন বাজেট বলতে তারা পঞ্চায়েতের টাকাও দেবেন না আর পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মতে কোন কিছুই দেবেম না। তারা করবেন কি? ঐ কিছু সংখ্যক লোককে যাতে হাত করতে পারে সেজন্য কিছু কিছু আমের চারা কিছু গয়ামের চারা দেবেন। আর এ ছাড়া নারিকেল, সুপারী, লিচু এই সমস্ত সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে না। সেখানে যদি গ্রামের লোকেরা যায় তাহলে বলে যে সেই সব এখনও আসে নি কাজেই সেখানে আম এবং কাঁঠাল দিয়েই তারা খালাস। যদি ঠিক ঠিক ভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সরকার রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার ইচ্ছা থাকত তাহলে পঞ্চায়েতের যে বাজেট আছে সেই মত যদি হত তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কত ধরণের বাগান গড়ে উঠতে পারত তার সীমা সংখ্যা ছিল না। শুধু আমরা দেখছি যে সরকার কিছু কাজুবাদামের বাগান করছে। সেই কাজু বাদাম কোন কাজে আসছে? কোন কাজে লাগে নাই। কাজুবাদামের জন্য আনারসের বাগান নষ্ট হচ্ছে বলে কাজু বাদামের গাছ কেটে দিচ্ছে। শুধু আছে কোথায় ঐ বড়মুড়াতে কিছু আছে। অন্য কোথাও দেখছি না এই ত্রিপুরাতে। আর আছে ঐ দুর্নীতির দিক দিয়ে যেমন ধরুন মাছের বেলায়—ফিসারী ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের বেতন

আর অফিস বাবদ খরচা করে উনাদের মাছের চাষ শেষ হয়ে গেল আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে খাওয়ান। যা কিছু মাছ আসে সেগুলি কিছু মন্ত্রীদের বাড়ীতে আর কিছু অফিসারদের বাড়ীতে দিয়েই খালাস। আর উন্নতির কোন আশা আমরা দেখি না। ঠিক সেইরূপ পোলট্রিতে গিয়ে দেখুন একটা ডিমও নাই। অনেক টাকা বাকী পরে আছে। আজও আমরা দেখছি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ডিম খাওয়া বাবদ, ১৬ হাজার টাকা বাকী মুরগী খাওয়া বাবদ। যদি তদন্ত হয় তাহলে দেখবেন সেখানে অনেক টাকা গভর্ণমেন্টের পাওনা আছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলছি এই সরকার কি রকম—যখন রাত্রিতে ঘুমায় তখন সত্যটাও বলতে পারে না এবং অসত্যটাও বলতে পারে না। কিন্তু গুণ্ডামিও করতে পারেন আর চুরিও করতে পারেন। বাকী সময় তারা চুরির জন্য গুণ্ডামী করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাই আমাদের এই ত্রিপুরার মধ্যে ফলের বাগানগুলি হচ্ছে না। নইলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন ফলটা না হয়? হয়ত আংগুরটা না হতে পারে। কিন্তু কমলা যদিও টক তবুও হয়। আমি গতবার বলেছিলাম যে তেলিয়ামুড়া এলাকায় একটা কমলার বাগান আছে। এই বাগানটি একজন রিয়াংয়ের ছিল। সেই বাগান আছে সেই বাগান সম্প্রসারণের জন্য বলেছিলাম তখন কিন্তু সরকার কর্ণপাতও করেন নি। তার উপর সেখানে কোন রাস্তা নাই, রাস্তা থাকলে তার কমলাগুলি নিয়ে আসতে পারত। কাজেই সেই রকম এই সরকার যারা পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে সেই মনোবৃত্তি নাই সেজন্য এই সরকার কোন কিছু করতে পারে না। নইলে নারকেল গাছ সুপারী গাছ কমলার গাছ প্রত্যেক জায়গাতেই হচ্ছে। আমাদের আগরতলাতেও হচ্ছে। সুপারী হচ্ছে সারা ত্রিপুরায়। আমাদের হবে না কেন? ত্রিপুরার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল আমাদের আনারস। এখনও হয় কিন্তু কেন করা হয় না? আখ প্রচুর হত কিন্তু কেন করা হয় না। কারন সেগুলি যদি ডিমান্ড করি—ধরুন আমরা নিজেরাই ডিমান্ড করছি চারার জন্য বা অন্যান্য ফলের জন্য যেমন নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি। কিন্তু বলা হবে যে সুপারী নাই আম আছে কাঁঠাল আছে দিতে পারি। কিন্তু যেগুলি ভাল ফলে যেমন লিচু এমন কি লেবুর কলমও দেওয়া হয় না। যদি দিত তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে লেবুর অভাব হত না। লিচু ত্রিপুরাতে প্রচুর হয়। একমাত্র রাজার আমলে কিছু করেছিলেন। তাছাড়া অন্য কোথাও লিচুর বাগান আছে কি না জানি না। আর সেজন্যই এই সরকার-এর যে অপদার্থতা এবং কাজের যে মনোবৃত্তি নেই এবং গুণ্ডামীর মনোবৃত্তি তা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা মুখে অনেক কথা বলেন কিন্তু আমি জানি পরিস্কার ভাবে, যতদিন পর্য্যন্ত উনারা নিজেদের গোপন করে রাখবেন ততদিন তা হবে না। এবং আমরা জানি যে রকম ভাবে পাকিস্তানের পর বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক সেইরকমই বিপ্লবের পর যখন পরিবর্তনের সময় আসবে এই সমস্ত সরকার যারা পরিচালনা করেন তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হবে। ঠিক এই রকম অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য আমি হুশিয়ারী দিয়ে বলছি দিন থাকতে যেন তারা ঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার কাট মোশানের উপর বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালিদাস দেব বর্ম্মা।

কক-বরক

শ্রীকালীদাশ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, সার, আনি কাট মোশন অঙথা—ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৯,—কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে সার সরবরাহের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে। আনি কাট মোশননি উপরে আনি আলোচনা খাইনানি যে প্রয়োজন ফুকমানি ফলে তিনি ই কাট মোশননি ব্যাপরে আঙ আলোচনা খাইনা নাইম অর। যে গ্রাম সেবকনি মাধ্যমে এই যে সারনি ব্যবস্থা, বিতরণ খাইমানি ফলে যারা কৃষকনি মধ্যে-অ সে কোন দিন-ব ই সার ফাই ছকফাইয়া, ত্রিপুরা সরকারনি ২৬ বছরনি পরে-ব তিনি ই সার বিতরণ তাবুক-ব ঠিক ঠিক অঙগিয়া। যার ফলে চি'ন ই ত্রিপুরানি বরক, যারা কৃষক, বরগনি নগ দিনের পর দিন ফসল কমিনানি বাধ্যতামূলক ফাই ছকফাইকা। এই যে জমিনি উপর যদিন সার কিছু ফান থাঙ কালাইয়া হিনকাই অ জমিন দিনের পর দিন ফসল কমি ফাইনানি বাধ্যতামূলক। জমি অঙ্খা হাদুলুই-ছে, অপ্রাণীয় জিনিষ ব। কিন্তু মানুষ প্রাণীয় জিনিষ। ই মানুষ-ন বদি-ন চানানি ব্যবস্থা, যদি সুষ্টভাবে পুরোপুরি মায়া হিনকাই, এই যারা জীবিত তঙনাইরগ, ই জীবিতনি স্থায়িত্ব দিনের পর দিন বাই থুঙনানি আর বাধ্যতামূলক। এ মানুষনি তুলনায়, এই যে জমিননি, মাটিনি তুলনা বিভিন্ন শ্রেণী অম ফাই ছকফাইঅ। কাজেই এই যে জমিনি উপর-ব যদি বছরনি পর বছর সারনি ব্যবস্থা যদি সরকার গায়া হিনকাই—নিশ্চয়ই বাধ্যতামুলক দিনের পর দিন ফসল কমি ফাইনানি আব। এই যে ত্রিপুরা রাজ্যনি অবস্থা—অবতুই তাবুক বর্তমানে চলি তঙগ। তিনি সরকার কিন্তু এই যে ৭৩ সাল, এই যে মাই লেভি খাইমানি ব্যাপারে—কিন্তু যারা ছোট্ট কৃষকনি নকনি পর্য্যন্ত এই লেভি মাইনি সংগ্রহ খাইকা। কিন্তু কৃষকনি নকনি ছাড়া কোথাও-ব তিনি এই মাই লেভি ফাই ছকফাইয়া ই সরকারনি গুদাম। এই সরকারনি গুদাম যা যত সংগ্রহ অঙ্খা—আব কৃষকনি নকনি থাইকা-ন সংগ্রহ অঙগ। কিন্তু ই কৃষক-ন কোনদিণ এই ত্রিপুরা সরকার কৃষক-রগ-ন সারনি বাবস্থা খাই রিমানি কুরুই। তিনি মাই সংগ্রহ খাই তুবুনানি ব্যাপারে বুঝি কৃষকনি থানি ইয়াফা ফেকেলুই থাঙগুই অনুরোধ খাইনানি মান—কিন্তু কৃষকনি নগ যে ই ফসল উৎপন্ন খাইনানি ব্যাপারে যদি সরকার কোন ব্যবস্থা খাইমানি কুরুই হিনকাই, ই যে কৃষকনি নগ কিভাবে ফসল ফলি ফাই মানায়। কাজেই তিনি ই সরকার-ন আঙ আনি আলোচনা উপযুক্ত ফাই ছকফাইমানি ফলে আঙ তিনি এই কাট মোশান আলোচনা খাইনানি বাধ্যতা অঙ ছকফাইঅ। এই ব্যবস্থা খাইনানি সরকার কিন্তু কৃষকনি উৎপন্ন খাইনা বাগুই বহু কাগজে-পত্রে ছরগুই তঙ্খা। ছাবরুম-ব্রুম সন্ধ্যার পরে এই যে কৃষি জগৎ, দিন রাদ কুরুই প্রচার অঙ তঙগ। কিন্তু ই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন জাগাব ই রেডিও-নি মতে কোন জাগাব ফুকগিয়া। কিন্তু যে সারা ত্রিপুরানি অবস্থা—এই যে কৃষকনি নগ সার রিনানি হিনুই ই দাদন কিছু রাঙ রিমানি, যদিব তিনি ই কৃষকনি রাঙ তানুই নারিখমা পরে-ব তিনি কৃষকনি নগ একশ গ্রাম ভান সার থাঙগুই ছকগিয়া। কিন্তু ২০ টাকা রাঙ দাদন রিমানি মাধ্যম সারনি রাঙ হিনুই প্রত্যেকটি কৃষক অংশগ্রহণ খাইনাই-রগনি ইয়াকনি তাঙ্খালাই নারিখমা ফলেব তিনি কৃষকনি নগ সার থাঙগুই ছকগুইয়া। কিন্তু আদায় খাইনানি ব্যাপারে কৃষক-ন খুব আবেদন নিবেদন খাইনানি যথেষ্ট ই সরকার রিঙ-গ। এই যে সরকারনি যে দমন পীড়ণ ই কৃষকনি উপরে কিভাবে নির্য্যাতন খাইকা। তিনি কৃষকনি মকল ফাই ভাসি-অ দিনের পর দিন কৃষকনি বখরগ থাঙ হাবুই-অ দিনের পর দিন—সমস্ত গণতান্ত্রিক কৃষকনি থানি'এই বিচার বিবেচনা থাঙ ছগুইখা। এইভাবে ভাওতা রিঅই ই কংগ্রেস সরকার কোনদিন বেশীদিন তঙগুই মানগালাক—আঙ মনে খাইঅ, সত্যি সত্যি আনি ব্যক্তি চিন্তা-অ ফাই ছকফাইঅ। তাই বেশীদিন কুরুই। এই দালাল কংগ্রেসনি উপরে সমস্ত গণতান্ত্রিক বরক লড়াই অঙগুই বনি বিচার বিশ্লেষণ খাইনানি, উপযুক্ত হিসাবে বন সমালোচনা খাইনানি বাধ্যতা অঙ থাঙ নখরকা। কিন্তু আর একটা হয়তো জবাব

কাই অ, আব এই বিরোধী পক্ষ থাইকাছে নানান কৌশল থাইঅই এই দালাল সৃষ্টি থাইঅ। কোথাও না। গত বছর ক্রাইসিস যখন ত্রিপুরা রাজ্য-অ নাঙগ—আর কোন বিরোধীনি নেতৃত্ব কুরুই, কোন রাজনৈতিকনি নেতৃত্ব ছাড়া তিনি গত বছর হাজারে হাজারে বরক অফিস আদালতে ছালবাই হরবাই বরক চুই তঙতুই, মুচুক তঙতুই কালাই তঙনানি বাধ্যতা ফাই ছকফাইকা। যে সময় প্রয়োজন ফাই ছকফাইঅ আ সময় কেউনি রাজনৈতিকনি কোন প্রয়োজন নাঙগালাক তিনি। এই যে দুর্নীতি যারা থাই তঙনাই, এই সরকার-ন, এই সাধারণ কৃষক সর্বহারা গণতান্ত্রিক বরক তিনি বিচার থাইঅই বন গদিনি থাইকা বহিষ্কার থাই রিআনু হিনুই আঙ মনে থাইঅ তিনি! কোনদিন বরকনি উপর ই ভাওতাবাজী বাই তঙ মানানু হিনুই আঙ মনে খায়া। কিন্তু তিনি এই রুলিং পার্টিনি মধ্যে-ব, যার চিনি সদস্যআ, মাননীয় সদস্যরগনি মধ্যে যদিব তিনি কংগ্রেস পার্টি থাই তঙব তিনি কংগ্রেসনি উপর আলোচনা থাইনানি বনি বাধ্যতা ফাই ছকফাইঅ। এই সরকারনি দুর্নীতি মুকমানি ফলে বনি যথেষ্ট তিনি সরকারনি আলোচনা থাইনানি বাধ্যতা ফাই ছকফাইঅ। এই যে পার্টি তঙগুই, যে পার্টিনি অন্তর্ভুক্ত তঙগুই, সেই পার্টিন যদিন সমালোচনা থাইনানি বাধ্যতা থাঙকা হিনক ই অবনি ভাড়া লজ্জানি বিষয় কুরুই হিনুই আঙ মনে থাইঅ। এই সরকায় তিনি অ চিন্তা কোথাও-ব থায়া। এই মন্ত্রীমণ্ডলী কোনদিন-ব ই চিন্তা তুবুগালাক। এই চিন্তা তুবুয়ানি যতই বরক'ন উপরে দাবী-অই তন-না নাইথাই তঙই-ন বরগনি উপরে বরকনি বিক্ষোভ বাচানানি বাধ্যতা ফাই ছকফাইয়ানু হিনুই আঙ মনে থাইঅ। আচুক ছাই-ন আনি বক্তৃতা শেষ থাইকা।

বাঙ্গানুবাদ

শ্রীকালীদাস দেববর্মা। :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান হচ্ছে—ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯, কৃষকদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে সার সরবরাহের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে। আমি যে বিষয়ের উপরে কাট মোশন এনেছি, এটা একটি প্রয়োজনীয় এবং জরুরী বিষয়, তাই আমি এই বিষয়ে এখানে আলোচনা করছি। গ্রাম সেবকদের মাধ্যমে যে সার বিতরণের ব্যবস্থা আছে বলে শুনি, কিন্তু বাস্তবে সে সার কৃষকদের কাছে গিয়ে পৌছেনা। ২৬ বছর শাসনের পরেও ত্রিপুরা সরকার এখনো এই সার বিতরণের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেনি। যার ফলে আমাদের ত্রিপুরার কৃষকদের ঘরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দিনের পর দিন স্বাভাবিক কারণেই কমে আসছে। জমি হচ্ছে ধূলি কণার সমষ্টি মাত্র, নির্জীব বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রাণ আছে। মানুষ যদি তার খাদ্য সুষ্ঠভাবে না পায়, তার জীবনের স্থায়িত্ব, তার আয়ুষ্কাল কমে আসতে বাধ্য। এই মানুষের জীবনের সাথে মাটির উর্বরা শক্তির তুলনা করা চলে। সরকার যদি এই জমিনে সার দেওয়ার ব্যবস্থা বছরের পর বছর না করেন, তাহলে এই জমিনের ফসল উৎপাদনের শক্তিও দিনের পর দিন কমে আসতে বাধ্য। বর্তমানে ত্রিপুরায় এই অবস্থায়ই চলছে। অথচ আজ এই যে ১৯৭৩ সালে সরকার যে লেভীর ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে যারা ছোট কৃষক, তাদের কাছ থেকেও লেভির মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে সরকারের গুদামে লেভির ধান আসেনি। এই সরকারের গুদামে যা মজুত আছে, সেটা কৃষকদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা সরকার কোনদিন কৃষকদের সার দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। আজ ধান সংগ্রহের সময় সরকার

কৃষকদের কাছে গিয়ে হাত পেতে অনুরোধ করতে পারেন, কিন্তু কৃষকরা কিভাবে অধিক ফসল ঘরে তুলতে পারে, যদিনা সরকার সেরকম ব্যবস্থা করেন যাতে কৃষকরা অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে? এক্ষেত্রে অবস্থায় সরকারের কাজে সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে, তাই আজ আমি কাট মোশন আনতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু কৃষকদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা কাগজে পত্রে ছড়িয়ে আছে। এই যে প্রত্যেক দিন সন্ধার পরে কৃষি জগৎ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু রেডিও-র এই প্রচার মতে ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও কোন কাজ হচ্ছে না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যা চলছে, তা হলো এই যে কৃষকদের কিছু কিছু দাদনের টাকা দেওয়া হয়েছিলো, সে টাকা যদিও কৃষকদের সার দেওয়ার জন্য কেটে রাখা হয়েছে, কিন্তু কৃষকদের ঘরে একশ গ্রাম সারও গিয়ে পৌছেনি। ২০ টাকা দাদনের মধ্যে সার দেওয়ার নামে প্রত্যের দাদন গ্রহীতা কৃষকের কাছ থেকে টাকা কেটে রাখা হয়েছে, যদিও এতে তাদের ঘরে সার গিয়ে পৌছেনি। আদায় করার ব্যাপারে এই সরকার কৃষককে আবেদন নিবেদন করার কায়দা ভাল জানেন। এই হলো প্রমাণ যে এই সরকার কিভাবে কৃষকদের উপর দমন পীড়ন ও নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ দিনের পর দিন কৃষকদের চোখে ধরা পড়ছে, তারা বুঝতে পারছে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের নিজের বিচার বিবেচনায় বুঝতে পারছে এই কার্য্যলোপ সম্পর্কে। আমার ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধিতে, আমি মনে করি যে এই ভাবে ভাওতা দিয়ে এই কংগ্রেস সরকার আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেনা। আর বেশীদিন নেই। এই দালাল সরকার সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ এবং এর কঠোর সমালোচনা করে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়েছে। তারা হয়তো বলতে পারেন এটা দল বল সৃষ্টি করায় জন্য বিরোধী দলের নানাহ কৌশল ছাড়া কিছু নয়। মোটেই তা নয়। গত বছর ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রাইসিসের ফলে যে অবস্থা হয়েছিল সেখানে বিরোধী দলের কোন নেতৃত্ব ছিল না, কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছাড়াই গত বছর হাজার হাজার মানুষ গরু ছাগলের মত দিনরাত অফিস আদালতের সামনে এসে পরে থাকতে বাধ্য করেছিল। প্রয়োজন যখন আসে, তখন কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দরকার হয় না। আজ আমি বিশ্বাস করি যে সাধারণ কৃষক এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে বিচার করে গদি থেকে বহিস্কার করে দেবে। আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষের উপর ভাওতাবাজী করে আর বেশীদিন তারা টিকে থাকতে পারবেন। আজ এই রুলিং পার্টির মধ্যেও যারা আমাদের সদস্য নন, মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা কংগ্রেসী করছেন, তারাও কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই যে, যে পার্টির মধ্যে তিনি অন্তভুক্ত, সেই পার্টি সম্পর্কে তাকে সমালোচনা করতে হচ্ছে এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই বলে আমি মনে করি। 'এই সরকার কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন রকম চিন্তা করছেন না। এই মন্ত্রীমণ্ডলী কোনদিন এই চিন্তা মাথায় আনবেন না। এই চিন্তা তারা করেন না যে মানুষকে যতই তারা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন, ততই তাদের উপর মানুষের বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও আমি প্রস্তুত না, তবুও ওরা যে কাটমোশানের মধ্যে আলোচনা রেখেছেন. তার দুই একটা সম্পর্কে আমি উত্তর দিচ্ছি। একজন সদস্য বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের জন্য মাছের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মৎস্য চাষের কবে সুযোগ সুবিধা ছিল, এই সরকার মৎস্য চাষের জন্য কিছু করতে পরেন নাই, তাই অপদার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। ওঁরা বোধ হয় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেন, জানেন না যে ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্য বিভাগ ভারতবর্ষের মধ্যে নাম করেছে। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের ডিম থেকে পোনা তৈরী করে মতস্যের চাষ বৃদ্ধি করছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে মৎস্য চাষ হতনা মহারাজের আমলে, সেখানে আজকে বিভিন্ন সাবডিভিশানে হাজার হাজার দীঘি, পুরানো পুষ্করিণী পরিষ্কার করে আজকে মৎস্য চাষ হচ্ছে। তাছাড়া মতস্য চাষের জন্য বিশেষ করে আদিবাসীদের বেলায় মাছের যে বাচ্চা, সেইগুলি অঘোর জঙ্গলে পর্য্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য বহু টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে স্কীম মত, এটা তাঁরা চোখে দেখছে না। বলছেন ব্যবসা করছেন। হ্যাঁ ব্যবসাতো করবেই। কোথায় দিচ্ছে? পশ্চিম বঙ্গে দিচ্ছে, উড়িষ্যায় দিচ্ছে। তাহলে দেখুন তো ত্রিপুরা রাজ্যে যে মৎস্য চাষ হচ্ছে, বিদেশ থেকে—অন্য রাষ্ট্র থেকে এসে এখান থেকে পোনা নিচ্ছে, এটা কখনও কল্পনা করতে পেরেছেন? একজন বলেছেন কিছু করা হয় নাই। আরেকজন বলেছন জয় বাঙলায় পোনা বিক্রী করে ফেলেছে, উড়িষ্যায় পোনা দিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিম বাঙলায় পোনা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে দেখুনতো তাঁরা কি কথা এখানে বলেন। বিস্তর পুরানো দীঘি, নালা, পুষ্করিণী, পরিষ্কার করে মাছের চাষ হচ্ছে। আমি জানি যদি কোন খাল, বিল থাকে, আমরা যেমন সরকারের কাছে তুলে ধরি, বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন, তাঁরাও যদি সরকারের নজরে আনেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে। সাব্রুমে হচ্ছে, বিলোনীয়ায় হচ্ছে, উদয়পুরে হচ্ছে। আমি জানি কি হচ্ছে না হচ্ছে। এবার আবার আরেকটা ধরা হয়েছে পালাটানায়, সেটা বড় স্কীম সেখানে ঋণের ব্যবস্থা আছে, তাঁরা পুষ্করিণী খনন করবেন, এবং মতস্য চাষ করবে। তাদের পোনা এত সস্তায় দেওয়া হচ্ছে ৪।৫ টাকা হাজার। আর বড় পোনার দাম ৩৫।৪০ টাকা হাজার। আদিবাসীদের বেলায় আরেকটা কনসেশান আছে। তাদের কাটমোশানের মধ্যে কোন যুক্তি রাখতে পারে নাই। অতএব কারণেই আমি এদের কাট মোশান সমর্থন করতে পারছি না। এই গেল মৎস্য চাষের কথা স্যার। তবে আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যদি মৎস্য চাষ না হত, তাহলে মাছের নাম নিতে পারতেন না। মৎস্য বিভাগ মৎস্য চাষের দিকে নজর দিচ্ছেন, যেভাবে গ্রামে গঞ্জে মাছের চাষ হচ্ছে, আমি মনে করি ২।৪ বছরের মধ্যে মাছের সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব। তাহলেও একটা কথা আছে, আমি আগেও বলেছি যে এ্যাগ্রিকালচার থেকে মতস্য বিভাগকে আলাদা করে, কারণ এটা একটা মস্ত বড় স্কীম এবং বড় দপ্তর, এ্যাগ্রিকালচার এবং মতস্য বিভাগ এই দুটাকে একত্রে না রেখে, আলাদা করে একটা ডাইরেক্টরেট যদি করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় কাজ কর্ম্মের আরও সুবিধা হবে। তার কারণ মতস্য বিভাগ থেকে যে সব প্রস্তাব আসে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এ্যাগ্রিকাল্চার ডাইরেক্টরেটে আসতে হয়, তাই আমি বলছিলাম আলাদা করা হলে, অনেক সুবিধা হত। আরেক জন সদস্য বলছেন কি? ফল চাষের ব্যাপারে সরকারের অপদার্থতা, কোন

সুবিধা করতে পারেন নাই। ওঁরা জানে না ত্রিপুরা রাজ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বাজারের দিকে যখন উনারা যান, তখন কি বাজারের এল দেখেন না ? ডাব, নারকেল, আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি কোথা থেকে এইগুলি আসে, কোথায় এইগুলি উৎপাদন হয় ? আমি জানি এই আদিবাসীদের প্রথম এই সুযোগগুলি সরকার দিচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে, ডিভিশানে ডিভিশানে ; প্রতিটি জুমিয়াকে সুপড়ি, না'রিকেল, আম, জাম, লিচু, চারা দেওয়া হচ্ছে। তবে গাছ ফলন্ত হতে পাঁচ সাত বছর লাগে, কাজেই ফল তাঁরা দেখন নাই, গাছ তাঁরা দেখেন নাই। কেন আমি বলছি, আদিবাসীদের বেলায় আমি জানি সরকারের নীতি হচ্ছে তাদের চারা পৌঁছে দেওয়া। সেই অনুসারে ফলের চারা তাদের দিচ্ছে, আর আমরা যারা আছি, আমরা টাকা দিয়ে কিনে কৃষি বিভাগ থেকে যে সুপারি চারা বিলি হয়, আমি জানি পাঁচ, সাত, দশ বছর ত্রিপুরা সুপারির জন্য নিজস্ব সম্পদ গড়ে উঠবে, সুপারির জন্য বাইরে যেতে হবে না। কারণ যেভাবে আমি আমি দেখছি প্রতিটি গৃহস্থ পাঁচ, সাত, দশ, কুড়ি করে গাছ করছে, নারকেল গাছ হচ্ছে, আম হচ্ছে, লিচু হচ্ছে, অতএব কারণেই বাগানের দিক দিয়ে আমরা যে অগ্রসর হচ্ছি, সেটা হয়তো তাঁরা দেখেন না, সেই দিকে তাঁরা নজর দেন না। কোন কোন জায়গায় হয়তো নারকেল গাছ কম হয়, তবে যত্ন নিলে হয় আমি জানি। অতএব কারণে এই কাট মোশান এখানে আসতে পারে না। কোন যুক্তি তাঁরা দিতে পারেন নাই, সত্য কথা তারা বলেন নাই। কাজেই আমি সমর্থন করতে পারি না। আকেজন ভদ্রলোক বলেছেন গ্রামসেবকের মাধ্যমে সার, বীজ, ইত্যাদি বিলি বণ্টনে আমি জানি যে আগে যখন সরকার সার নিয়ে এসেছিল, তখন একদল বলত সর্ব্বনাশ, এই সার যদি দাও, তাহলে জমির সর্ব্বনাশ হবে। এই সার আমরা ফ্রি দিয়ে দেখেছি, সার সেখানে দেয় না, কেন দেয় না ? তার কারণ একদল থাকত যারা তাদের বুঝিয়েছে যে সার দিলে জমির সর্ব্বনাশ। কিন্তু এখন বলছেন সময় মত সার পাচ্ছে না। তাললে কি হল স্যার, সরকার স্কীম করতে গেলে কৃষকদের ভালর জন্য প্রথমে আসে বাঁধা তারপর যখন ভাল ফল হবে, তখন বলবে কম সার দেওয়া হচ্ছে, সময়মত বিলি হচ্ছে না। আমি বলব আগে আদিবাসীরা চাষে নামত না, উন্নত ধরণের চাষের নাম শুনলেই তারা ঘাবড়ে যেত, কিন্তু এখন ইরি থেকে সুরু করে, জয়া থেকে শুরু করে যারা ভাল ফলন পেয়েছে, তারা সেই চাষের দিকে নজর দিয়েছে। তবে এক সংগে হয়তো একজন গ্রাম সেবকের পক্ষে, যেহেতু মস্ত বড় এরীয়া যাওয়া বা দেখা সম্ভব নয়। আগে হয়তো একজন গ্রাম সেবক ছিল, বিভিন্ন দিকে এইগুলি নিয়ে যাওয়া বা সময় মতো পাওয়ার অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধার দরুণ, সরকার চিন্তা করছেন প্রত্যেকটি গাঁওসভার মধ্যে একজন ভি, এল, ডবল্যু'র কোয়াটার হয়, তার চেষ্টা করছেন। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে সরকার কৃষকদের দিকে নজর দিচ্ছেন না; কৃষক যে ধান উতপাদন করছে, সেই ধান সরকার নিয়ে নেয়। সরকার তো জোর করে আনে নাই। সরকার তো পয়সা দিয়েই নিচ্ছে আর এই বতসরেই তো নিচ্ছে। আগে তো নেয় নি। কেন নিচ্ছে ? এই এ্যাসেম্বলীতে বলা হয়েছিল সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। ৫০ পয়সা কে জি হয়ে গেছে। কেনার লোক নাই। আর সরকার সেখানে ২৯·২০ টাকা দরে ধান নিচ্ছেন। সেই জন্যই তারা সরকারের কাছে দিচ্ছে। আজকে যেখানে ধান নাই সরকার চিন্তা করছেন সেখানে রেশনের দোকানের মারফতে রেশন দেওয়ার জন্য। যারা রেশনে দিনে ধান তাদের কাছে যাতে রেশন

দিতে পারে সেজন্য সরকার কিনে নিচ্ছেন। আদিবাসীদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে তারা যদি কোন জমি উঁচু নীচু করতে চায় বা কোন জমিকে উন্নত করতে চায় তাহলে সরকার থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা তাদের দেওয়া হয় এর খরচের জন্য। যদি আদিবাসীরা নিজেরা সিঞ্চ-ন্যাল বাঁধ বা নালা বা ড্রেনেজ করতে চায় তাহলে সরকারের সেজন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ১০০ টাকা যদি খরচ হয় তাহলে ৭৫ টাকা দিচ্ছে সরকার এটা জানি। এই কথা তাদের জানা থাকলেও তারা সেটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা একটা প্রস্তাব আনতে পারতেন যে সরকার এই করুক। তাহলে সেটা আরও ভাল হত। সেটা বলবেন না। শুধু বলবেন সুষ্ঠু হয় নি। সুষ্ঠু কি করে হবে? আগে প্রস্তাব দিবেন তো। কি করে যে মানুষের মঙ্গল হবে সেটা তারা বললেন না। কাজেই আপনাদের কাটমোশানের উত্তর কি করে দেব। সাহায্যের কথা বলছেন। এখন আপনারা যদি দলে দলে লোক নিয়ে আসেন খয়রাতির জন্য এমন কোন রাজ্য আছে কিনা যে সবাইকে দিতে পারে? এখন পয়সার লোভে তারা আসবেই। ১০।২০ মাইল দূরে থেকে তারা আসবে। যদি তখন সবাইকে না দেওয়া যায় তখন বলবে এই সরকার অপদার্থ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ওঁদের এই কথার জবাব দিতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা দিতে হবে। সুতরাং আমি কাটমোশানের বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডের সমর্থন করে শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই উড কল অন অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ৭, ৪৮, ১৩ এবং ২৫ নাম্বার ডিমাণ্ডগুলি প্রেস করেছি তার উপর মাননীয় সদস্য সুধন্য দেব কাটমোশান এনেছেন এবং তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং মাননীয় সদস্য রাধারমণ দেব নাথ মহাশয় এর কাট মোশানের উপর মাননীয় বিরোধী দলের লীডার শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আলোচনা করেছেন। সরকারী প্রেস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য সুধন্য দেব মহাশয় যে অভিযোগ এনেছেন সেই অভিযোগ এখানে কার্য্যকরী হয়না। কারণ উনি প্রথম অভিযোগ করেছেন যে ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রির সংগে নাকি একটা গোপন যোগাযোগ রয়েছে এবং তার মাধ্যমে সরকারী পুরাতন টাইপ বিক্রি করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী প্রেসে পুরাতন টাইপের সংগে নতুন টাইপ মিশিয়ে কোনদিন বিক্রি করা হয় না এবং একবারই মাত্র ইউরেখা টাইপ ফাউনড্রির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল এবং টেণ্ডার কল করা হয়েছিল এবং হায়েষ্ট রেট অনুসারে তারা কিনে নিয়েছে। কিছুদিন আগে আমার মনে হয় বলেছিলেন যে, একটা অভিযোগ ছিল যে সরকারী প্রেসে পুরাতন টাইপের সংগে নুতন টাইপ মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সেই সম্বন্ধে আমরা খোঁজ নিয়েছি এবং সেই সম্বন্ধে আমরা এনকোয়ারী করেছি এবং এনকোয়ারীর কি ফল হয় এবং কি করা হবে না হবে সেটা সরকার যেই মাত্র ডিসিশান নেবে তখনি সভায় জানাব। আর একটা অভিযোগ এনেছেন তিনি খরচের ব্যাপারে। ফরম ছাপাবার খরচের ব্যাপারে যে অংক মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন তা ফরম, ষ্টেশনারী এবং পেপারের জন্য একত্রে দেখানো হয়েছে, শুধু ফরম খরচের জন্য নয়। আর এ, জি, অফিস থেকে যে বছর যেভাবে বি, টি, বিল অ্যাডজাষ্টেড হয় ঠিক সেইভাবেই বাজেটে দেখানো হয়েছে। সুতরাং এই অভিযোগ টিকে না। আর একটা ব্যাপার হল এই বৎসরে আমাদের যা কাজ হয়েছে তার তুলনায় খরচ একটু বেশী হবে। তার কারণ এই বৎসরে

গভর্ণমেন্ট প্রেসে যে কাজ হয়েছে তার তুলনায় কাজের খরচ বেশী। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমরা কাজ করতে পারি নি। আর কর্ম্মচারীরা যে বসে বসে বেতন নিয়েছে সেটাও ঠিক কারণ আমাদের প্রেসে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন সেই বিদ্যুত তারা সাপ্লাই করতে পারে নি। এখন আমরা চেস্টা করছি নুতন একটা জেনারেটার বসিয়ে শুধু প্রেসের জন্য আলাদাভাবে যাতে কাজ চালাতে পারা যায় এবং বাজেট ছাপাবার আগেই আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সাকসেস-ফুল হয়েছি এবং কর্ম্মচারীরা সারাদিন খেটে তারা এটা করেছে এবং আমার বাজেট ভাষণেও আমি তাদের ধন্যবাদ দিয়েছি এই জন্য। কারণ এই বিদ্যুতের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তারা যেভাবে কাজ করে শেষ করে দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। তাই সুধন্ন দেব মহাশয় যে অভিযোগ করেছেন তার সত্যতা তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। আমার মনে হয় তিনি সবটা খবর পান নি। সেজন্যই তিনি এই অভিযোগ করেছেন। ইউরেকা টাইপ ফাউনড্রির সংগে মাত্র একবারেই ডিল হয়েছে। আর শুধু ফরম ছাপা হয় নি, তার সংগে ষ্টেশনারী এবং পেপারের খরচও আছে। আর একটা কাটমোশন যেটা নাকি রাধারমন দেবনাথ মহাশয় এনেছিলেন তার উপর আমাদের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু আলোচনা করেছেন। এর সম্বন্ধে আমি একটা প্রশ্নোত্তরের সময়ে তাঁকে হিনট্স দিয়েছি যে ১৯৬৪ইং সন থেকে ১৯৭১ ইং সন পর্য্যন্ত যে সমস্ত উদ্বাস্ত ত্রিপুরাতে এসেছেন, তাদের সম্পর্কে ভারত সরকার প্রথমে ঠিক করেছিলেন যে তাদেরকে ত্রিপুরা থেকে মানাতে নিয়ে স্থান দিবেন। কিন্তু তারপর যখন বাংলা দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হল, সেই যুদ্ধের সময়ে এই কাজটা কিছুটা পিছিয়ে যায়। তার পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার ঠিক করলেন যে তাদেরকে আর ঐ মানাতে নিয়ে যাওয়া হবে না, তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এবং তাদের জন্য যে ৩টা ক্যাম্প করা হয়েছিল, তারা যত দিন আমাদের এখানে আছে, ততদিন আমরা তাদেরকে সব কিছু দিয়ে আসছি, যেমন—কাপড় জামা দিয়েছি, শীতের কম্বল দিয়েছি, এমন কি তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও দিয়েছি। এখন কথা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা যেটা দিয়েছি, তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কম্বল তো আর প্রত্যেকদিন দেওয়ার জিনিষ নয়। কম্বল একবার দিলে আমরা প্রতি ৩ বছর পর আর একবার দেই। সুতরাং কাউকে যদি এই বছর কম্বল দেওয়া হয় এবং সে যদি সেটা এই বছরের মধ্যেই বিক্রী করে দেয়, তাহলে তাদের কাছে কম্বল থাকবে না। কাকে দেওয়া হয়েছে কি দেওয়া হয় নি, তার হিসাব নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে। কারণ এর আগে আমি নিজেও এই রকম একটা অভিযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে যারা নাকি আগে পেয়েছে অথচ ৩ বছর শেষ হয় নি, কাজেই তাদেরকে আর দেওয়া হয় নি। আর নূতন যাদের দেওয়া হয়েছে, তাদের লিষ্টও আমাদের কাছে আছে। কাজেই সেই অভিযোগ ঠিক নয়। তবে এছাড়াও নানা রকম অভিযোগ আছে, সেখানকার। আমরা একবার অভিযোগ পেয়েছি যে কাপড় দেওয়া হয়েছে, সেটা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই কথা আমাদের স্বীকার করতে কোন দোষ নাই যে আমরা যে কাপড় জামা দেয়, তাতে একটা পরিবার চলতে পারে না। কিন্তু আবার এটাও দেখতে হবে যে এটা হচ্ছে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার স্কীম, তাদের স্কীম অনুযায়ী আমাদের সেটা দিতে হয়। কারণ এটার সবকিছু হচ্ছে গভ: অব ইণ্ডিয়ার আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এর মধ্যে কিছু করার নাই। এখন

হয়তো আপনারা বলতে পারেন চেঞ্জ করে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা অবশ্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া ঠিক করেছেন যে ওদের সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এর মধ্যে আগরতলায় ক্যাম্পে যারা আছেন এবং পাবিয়াছড়াতে যারা আছেন, তাদের সবার জন্য আমরা ৩টি জায়গা ঠিক করেছি, তার একটা হল চড়িলামের কাছে, একটা হল মোহনপুরের কাছে আর একটা হল নালকাটার কাছে। ওরা অপশান দিয়ে যে যার যেমন খুসী তার একটাতে যেতে পারে কারণ সেই সব জায়গাতে আমরা তাদেরকে বসাব। আর নালকাটার কথা, যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। জলের ব্যবস্থা নাই, এটা ঠিক নয়, কারণ আমি আর একদিনও এই ব্যাপারে বলেছিলাম যে সেখানে পুরানো কুয়া যেগুলি আছে, সেগুলিকে আবার নূতন করে খুড়ে দিলে পর সেখানে জল পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সেখানে বেশ বড় একটা কুচি আছে, ইচ্ছা করলে সেটাকে একটা লেকে পরিণত করা যাবে। সেই জায়গাটা পুনর্বাসনের পক্ষে খুবই ভাল জায়গা। কারণ ত্রিপুরাতে আমরা তাদেরকে কোন প্লেইন ল্যাণ্ড দিতে পারব না, তবু তাদের কিছু জমি দিতে হবে, যাতে তারা নাকি সেখানে কিছু করে বাচতে পারে। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে তাদেরকে যখন আজকে ব্যবসা করার ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তখন তাদেরকে ঐখানে পাঠানো হচ্ছে কেন? এর মধ্যে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে, ব্যবসার কথা যখন আমরা চিন্তা করি তখন আমরা কি দেখি? সেই ব্যবসা করতে হলেও তাদের গৃহনির্মাণ করতে হবে, এবং সেই গৃহ নির্মাণের জন্যও তাদেরকে টাকা দিতে হবে, গৃহ নির্মাণের জন্য দিতে হবে ২০০ টাকা, আর ব্যবসায়ের জন্য দিতে হবে ১৫৫০ টাকা। কাজেই সব মিলিয়ে তারা ব্যবসার জন্য পাচ্ছে ১৭৫০ টাকা আর নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করবার জন্য পাচ্ছে ১২০০ টাকা। এখানে একটা কথা চিন্তা করার আছে, সেটা হচ্ছে যে এই ১৭৫০ টাকা পেলেই তারা ব্যবসা করতে পারবে, তার কোন মানে নেই। ব্যবসা যারা করতে জানে না, তারা ১৭৫০ টাকাও ব্যবসা করতে পারবে না আবার ২৫০০ টাকা দিলেও ব্যবসা করতে পারবে না। সুতরাং এই দিক দিয়ে আমরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছি যে এই ১৭৫০ টাকা দিয়ে আমাদের কৃষিজাত উৎপাদন সেটার উপর একটা ছোটখাটো ব্যবসা করে যাতে বাঁচতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার সংগে অন্যান্য যেসব লোকজন আছে যেমন তার সংগে কাজ করতে হলে অনেক লোকের দরকার, তারাও সেখানে তাদের নিজস্ব শ্রম দিয়ে কিছু রুজি রোজগার করতে পারবে। কারণ সেখানে একটা বাজার আছে, তাছাড়া মেইন রাস্তার উপরে বলে তারা ঐ ব্যবসা করার জন্য কুমারঘাট অথবা ধর্মনগরে যেতে পারবে। কাজেই এইসব দিক চিন্তা করে আমরা এই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছি। আর এখানে মোহনপুর যে জায়গাটি ঠিক করা হয়েছে, তারা বলেছে যে মোহনপুরের দিকে হলে তাদের সুবিধা হয়, আবার কেউ কেউ বলছে যে তাদের চড়িলামের দিকে হলে সুবিধা হয়। এতে আমার বোধ হয়, যে এরা আগের থেকে ঐসব দিকে নিজেরা ছোটখাটো ব্যবসা করছে, সরকার থেকে ক্যাশ ডোল পাওয়া ছাড়াও। আর সেজন্যই আমরা তাদেরকে বলেছি যে তোমাদের যে দিকে সুবিধা হয়, সেভাবে তোমরা অপশান দাও। আর ঋণের ব্যাপারে প্রথম কিস্তিতে আমরা যেটা দেব, তা দিয়েই তাদের গৃহ নির্মাণ হয়ে যাবে তারপর সেকেণ্ড ইনষ্টলমেন্টে আমরা তাদেরকে বাকী টাকাটা দিয়ে দেব। আর সেকেণ্ড ইন-

ইনসেন্ট দেওয়ার সময়ে আমরা তাদেরকে একসংগে ৩ মাসের ডোল দিয়ে দেব। তাছাড়া যে জায়গাতে তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হবে, সেখানকার রাস্তাঘাট ড্রেন ইত্যাদি অর্থাৎ সেই জায়গাটির উন্নয়নের জন্য প্রতি পরিবারের জন্য আমরা ৬০০ টাকা করে আলাদা ভাবে দেব, যেটি নাকি কোন ঋণ নয় বা ফেরতও দিতে হবে না। সুতরাং নালকাটা. মোহনপুর এবং চড়িলামে প্রতি পরিবার পিছু যে ৬০০ টাকা করে দেব, এটা একটি বড় এমাউন্ট, তারা নিজেরা যদি ...(শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—টোটাল এমাউন্ট পার ফেমিলি কত হবে?) টোটাল এমাউন্ট হচ্ছে ৩ হাজার টাকা (১২৫০ আর ১৭৫০ টাকা) এছাড়াও আরও ৬০০ টাকা দেওয়া হবে ফর ডেভেলাপমেনটে। কাজেই এটা যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারি এবং সেই কাজে যদি সকলের সহযোগিতা পাই তাহলে যেখানে ১০০।১৫০ পরিবার এক সংগে থাকবে, সেখানে যদি নতুন একটা কিছু করার ইচ্ছা হয়, তাহলে ছোট্ট খাটো একটি ইণ্ডাস্ট্রিও করে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই এইসব দিক বিবেচনায় যে টাকাটা আমরা তাদেরকে দেব, তা খুব একটা অপ্রতুল হবে না বলেই আমার মনে হয়। আজকে মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি এইটুকু বলতে পারি যে ২ হাজার টাকা দিলে যে অপ্রতুল হবে, আবার ৩০ হাজার টাকা দিলেও অপ্রতুলই হবে, যদি না তাদের পুনর্ব্বাসন ঠিকমত না হয়। আজকে এই যে পুনর্বাসনের প্রশ্ন এসেছে, এটির অর্থ কি? তাদের নিজেদেরও সেখানে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে যে তারা সেখানে কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তারপর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য যেসব অধিবাসী আছে, তারা যখন বিপদে আপদে পড়ে তখন সরকার থেকে নানারকম সাহায্য পায়, এটাও তাদের জন্য রয়ে যাবে কাজেই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের জানাতে চাই, এই যে ৩ হাজার টাকা, এটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন বলেই আমরা তাদেরকে এটা দিতে পারছি। তার তা নাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে আরও হাজার মানুষ আছে, তারা ওদের চাইতে অনেক খারাপ অবস্থায় আছে তা নয়, তাদের জন্যও আমরা কিছু করতে পারছি না। কাজেই ওদের জন্য যে একটা সুযোগ এসেছে, সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার আমরা কিভাবে করতে পারব, সেজন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি। আর একটা কথা আমি বলব, সেটা হচ্ছে যে সমস্ত পরিবারের নাকি মেইল মেম্বার নাই কিম্বা যারা নাকি শিশু, যারা গ্রোন-আপ হয় নি অথচ যাদেরকে আমরা এডাল্ট বলি না তাদের জন্য পি, এল, ক্যাম্পে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হবে, যাতে করে তারা সেখানে থাকতে পারে। তারপর আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এবারের বাজেট হয়ে যাওয়ার পর আমরা সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, সেই চিঠিতে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে পি, এল, ক্যাম্পের দায়িত্বও আর সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট নেবে না, এটা ষ্টেট লাইবিলিটি হয়ে যাবে। তা সত্বেও আমরা চেষ্টা করছি এবং সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের সংগে লেখাপড়া করছি যে পি, এল. ক্যাম্পের মধ্যে যারা আছেন, তাদের যারা বয়স্ক অর্থাৎ যারা কর্মক্ষম তাদের যাতে আমরা রিহেবিলিটেশান করতে পারি কিনা স্কীমের মাধ্যমে। কারণ আজকে পি, এল, ক্যাম্পটা যদি ষ্টেট লাইবিলিটি হয় তাহলে এমনিতেই আমাদের ষ্টেটের বর্ত্তমান যে

আর্থিক অবস্থা তার উপর নূতন করে যদি লাইবিলিটি আসে তাহলে এই সরকারের পক্ষে সেটা গোদের উপর বিষ পোড়া হবে। এর সংখ্যা টাও একেবারে কম নয়, প্রায় ৫০৪ পরিবার। কাজেই আজকে যারা আছে, আমি এটুকু বলতে পারি যে আজকে ব্যবসার ঋণ দিয়ে বা অন্য কোনও ঋণ দিয়ে যদি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেই ঋণ তাদের কাছে কোনদিনই সাফিসিয়েন্ট হবে না। তবুও আমি এটুকু বলতে পারি যে যদি এই রকমভাবে তাদেরকে এই জায়গায় বসিয়ে দিয়ে, কারণ এর মধ্যে তাদের নিজেদেরও জানা শুনা আছে, সেই হিসাবে তারা একে অপরের প্রতিবেশী হিসাবে নিজেকে বুঝতে পারবে এবং তারা সকলেই এক সংগে বাঁচতে চায় এব, সেই বাঁচার জন্য যদি চেষ্টা করে তাহলে আমার মনে হয় যে অন্য রকম ভাবেও তাদেরকে সাহায্য করা যাবে। আর তারপর যদি আরও কিছু ফেসিলিটিস গভর্ণমেন্ট থেকে আনতে পারি সেই ফেসিলিটিস আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব। এবং সেই ভাবে আনার জন্য ভার সরকারের সংগে যোগাযোগ করছি। এই বলে রাধারমন দেবনাথ মহাশয়ের এবং সুধন্বা দেববর্ম্মা মহাশয় যে কাটমোশান এনেছেন সেগুলি আনার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এবং আশা করি আপনারা যারা মাননীয় সদস্যরা আছেন তাঁরা ৭, ৪৮, ১৩ এবং ২৫ এই ডিমাণ্ডগুলি আপনারা পাশ করিয়ে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত কাজের সাহায্য করবেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল এগ্রিকালচার মিনিষ্টার।

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, একটা কাটমোশান এসেছে "মৎস্য চাষের কাজে মৎস্যজীবিদের নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাটমেশান উনি এনেছেন বটে। কিন্তু উনার যা বলা উচিত ছিল ঠিক সেই ভাবে বলতে পারেন নি। উনি বলেছেন যে সরকারের অপদার্থতার দরুন এখানকার অনেক মৎস্যজীবিদের ঠিকভাবে মাছের চাষ হয় না। তারপর বলেছেন যে এখানকার মাছের চারা ঐ বাংলাদেশে এবং অন্যান্য জায়গাতে মাছের চারা পাঠান হয়। এখানেই বুঝা যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি নিজে ইচ্ছা করে এটা জানেন নাই। আমার মনে হয় দলীয় স্বার্থেই এটা এনেছিলেন। কিন্তু উনি সত্য কথাটা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেছেন। কারণ তিনি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে যে মাছের চাষ হচ্ছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। এবং এখানকার ফিসারীর চারা বিদেশেও যাচ্ছে এবং এখানকার জনসাধারণের চাহিদা পরিমান মিটিয়ে আমাদের সরকার যে সমস্ত জলাশয় করে মাছের চাষ করছে তার পরেও আজকের দিনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিচার করে দেখা যায় তাহলে বুঝা যায় যে দেশ ভাগের পর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের সেই অবস্থা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু ফিসারী ডিপার্টমেন্টের জলাশয়ের কথা নয় সমস্ত ত্রিপুরার পাবলিক যে সমস্ত জায়গাতে মাছের চাষ করে তার সমস্ত পোনা আমাদের আমাদের ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে।

আজকে আমাদের মাছের পোনা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও যাচ্ছে। এই যে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে মৎস্য ডিপার্টমেন্ট এগিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য প্রসংশা না করে আজকে বলা হচ্ছে ফিসারী ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি চলছে। কিন্তু কি দুর্নীতি করা হচ্ছে তার কোন প্রমান নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ফিসারী ডিপার্টমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা ঐ ফিসারমেনদের এবং যারা মাছের চাষ করে তাদের লোনের মাধ্যমে মাছের চাষ করার জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য কোন ত্রুটি করা হয় নাই এবং মাছের চাষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তথাপি তারা যে সব কথা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বলার নাই। আর একটা কথা তারা বলেছেন যে ফিসারম্যান বলে কোন কমিউনিটি নাই এই কথা নাকি আমি বলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে ফিসারম্যান ছাড়াও অনেকে আছে যারা মাছের চাষ করে মাছের ব্যবসা করে এবং তাদের জন্যও লোনের ব্যবস্থা আছে এবং তারা লোন নিয়ে চাষ করেন এবং মাছের ব্যবসা করেন। সেই কথা আমি বলেছি এবং সেই ফিসারম্যানদের জন্য গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনা নাই এই কথা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত ফিসারী কোপারেটিভ আছে তাদের আমরা মাছের পোনা এবং সার ভর্তুকি দিয়ে দেওয়া হয় এবং অগ্রগন্য ফিসার ম্যান যারা লোন নিতে চায় তাদের সেই ভাবে লোন দেওয়া হয় এবং যাদের নিজেদের জমি আছে রিক্ল্যামেশান করতে চায় তাদেরও ভর্তুকি দিয়ে তাদের জমি রিক্ল্যামেশানের ব্যবস্থা আছে। তদুপরি ইনডিভিজুয়েল যারা আছে তাদের প্রত্যেককে, সবাইকে যদিও আমরা দিতে পারি না কিন্তু সেজন্যও আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে তাদের জাল তৈরীর জন্য সূতা আমাদের ফিসারী স্কীম থেকে দেওয়া হয়। প্রত্যেক ব্লকের মাধ্যমে দেওয়া হয় সেটা উনাদের জানা আছে। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ফিসারীর উন্নতির জন্য যারা ফিসারম্যান তাদের ভর্তুকি দিয়ে বাচাবার জন্য সেই চেষ্টা আমরা করছি। সরকার সেই চেষ্টা করছেন। তথাপি তারা এই সব বলে মানুষের মনে এটা প্রমান করতে চায় যে আমরা কিছুই করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জনসাধারণ তার জন্য সচেতন। যদিও আমরা সবাইকে দিতে পারি না কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক যতটুকু সম্ভব দেওয়া সম্ভব তার জন্য চেষ্টা করছি। সেজন্য এই যে কাটমোশান এনেছেন তার কোন সার্থকতা নাই। যিনি মুভার উনার বক্তব্য থেকে বুঝা গিয়েছে যে আমরা বাস্তবিকই অনেক উন্নতি করেছি এবং আমরা বাইরেও মাছের পোনা দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একজন মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু আজকে কাট মোশান এনেছেন যে ফলের বাগান পঞ্চায়েত ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা আছে কি না। আমি জানি না উনি নিশ্চয়ই জানেন উনি ১০ বছর-এর উপর এসেম্বলীতে আছেন। আমাদের ফলের বাগানের লোন দেওয়া ব্যবস্থা আছে। সেই লোন সমস্ত ত্রিপুরাতে যায় এবং পঞ্চায়েতের মধ্যেই সেগুলি পরে। সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদিও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয় না তথাপি আমাদের যে লোনের টাকা দেওয়া হয় সেগুলি আমরা সমস্ত ত্রিপুরায় ছড়িয়ে দেই এবং সেগুলি পঞ্চায়েতের মধ্যেই পরে। শুধু তাই নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ফলের চারা আমরা আজকে আদিবাসীদের মধ্যে ফ্রি ফলের চারা দিয়ে আমরা সেখানে ফলের বাগান করার চেষ্টা করছি এবং আদিবাসী এলাকায় সরকারের টাকায় আমরা গার্ডেন করে রেখেছি সেই সমস্ত গার্ডেনে তারা নিজেরা কাজ করে—সেখানকার আদিবাসীরা কলোনীর যারা বাসিন্দা তারা ফলের বাগান করা শিখছে।

সেই সব স্কীম আমাদের আছে আমরা সেই সব পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আমকে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য ফলের বাগান করা হচ্ছে। আমি জানি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি উনারা না জানেন তাহলে আমি বলছি যে উনারা কোন খবর রাখেন না (ইন্টারাপশান—ভয়েস, শিকারীবাড়ী যান)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার স্যুড নট বি ইন্টারাপটেড...

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— অসত্য বলছেন, অবিশ্রান্ত (ইন্টারাপশান)

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে পারি না যে আমার ভুল ভ্রান্তি হয় না। তবে আমার যেটা জানা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে আমি বললাম যে প্রত্যেক ট্রাইবেল এরিয়াতে এইভাবে কলোনী কলোনীতে আমরা যেখানে ছাড়া দিই এবং সেখানে সরকারের খরচে সেখানে আমাদের একজন লোক থাকেন তিনিই এগুলি দেখাশুনা করেন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমাদের যে টাকা আছে তা সমস্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা দেবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন আজকে কৃষি খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে সার সরবরাহের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সারের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে গত বৎসরে আমরা যে সার করেছি তার চেয়ে অন্ততঃ এক হাজার টনেরও বেশী সার আমাদের ষ্টকে আছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সারের কোন রকম অভাব আমরা রাখি নাই। কারণ তার সাবসিডির জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা আছে। সার আমরা যখনই খরিদ করি না কেন সমস্ত সারের যোগাযোগের যে ভাড়া যায় সেইটা আমাদের সরকার বহন করে। সেই দিকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা আমাদের সার বাবদ ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া আজকে সার আমরা যে সমস্ত জায়গায় নিয়ে পৌছাই সেইটা আমরা নিজেই পৌছাইয়া দেই। সারের ব্যাপারে আমরা কোন কার্পণ্য করি নাই। কাজেই তারা বলেছেন যে দুর্নীতি করার জন্য দলিয় স্বার্থে আমরা গত করার সময় এই সমস্ত টাকা খরচ করেছি, লোকের কোন কাজ হয় নাই। মাননীয় সদস্য যিনি কাট মোশান এনেছেন উনি বলেছেন যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না যদি আমরা টাকা ঠিক ঠিকভাবে খরচ না করতাম তাহলে এত বড় খরা কি করে মোকাবিলা করেছি এবং কিভাবে মোকাবিলা হয়েছে সেইটা? আজকে আমি এই কথা বলতে পারি যে ভারতবর্ষে এমন কি পৃথিবীর কোথাও নাই যে অভার ফ্লো বিনা পয়সায় দেয়। পাম্পসেট, ডিজায়েল মোবিল সরকারী চালক সমস্ত কিছু দিয়ে আমরা সাধারণ কৃষকের জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি। সাধারণ কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে যার জন্য খরার মোকাবিলা আমরা করতে পেরেছি। কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরকে বলবো এত বড় খরা গিয়েছে তারা বলেছেন যে আমরা দুর্নীতি করি আমরা মানুষকে ঠকাই এই কথা ছাড়া তারা আর কিছু বলে নাই। কোন জায়গায় এমন কোন বক্তৃতায় তারা বলেন নাই জনসাধারণকে যে তোমরা খাট তোমরা সকলে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কর। তার পরিবর্তে তারা বলেছেন অভাব থাকলে আন্দোলন কর আদায় কর। তাদের বক্তৃতায় এমন কোন আভাষ নাই যে কি করলে পরে এই দ্রব্যমুল্য রোধ করা যায় বা দেশের কি করে উন্নতি করা যায়। তারা

শুধু বলেন যে এই সরকার দর বাড়াচ্ছে এই সরকার এই মানুষকে ঠকাচ্ছে এই চলো তাদের বক্তৃতা। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো যে যেহেতু তারাও দেশের প্রতিনিধি সেই হেতু তারা যেন দেশের মানুষের উন্নতির জন্য এই দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার জন্য এই দুঃসময়ে এই সাধারণ মানুষকে কি করে বাচানো যায় এই দ্রব্যমুল্য কিভাবে কমানো যায় সেই চেষ্টা করেন। একমাত্র কমাতে পারা যায় মানুষের পরিশ্রমের মাধ্যমে কৃষি শিল্প ইত্যাদির উন্নতির মাধ্যমে। আজকে আমরা চীৎকার করছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তৈলের দর বেড়েছে, সরিষার উৎপাদন কমেছে তাই আমরা চীৎকার করছি সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ কর সরিষা কর আমরা চীৎকার করছি ডালদি চাষ কর আমরা চীৎকার করছি সব্জির চাষ কর, আর তারা প্রচার করছে, তাদের মানুষের জন্য কোন দরদ নাই তারা সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যে বক্তব্য তাদের বক্তব্যের মধ্যে মানুষের উন্নতি হোক এই রকম কোন বক্তব্য তাদের নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সমালোচনা করা উচিত তারা তা করতে পারে গণতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা করছেন সেই সমালোচনা মানুষকে ক্ষতি করার সমালোচনা, সেই সমালোচনায় দেশের ক্ষতি হবে এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on the demands and the cut motions is over. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs 4,30,000/- exclusive of the charged expenditure of Rs. 2,17,00,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of demand No. 7.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker:— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 68,50,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 1,54,00,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demand No. 48.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There are cut motion on the demand for grant No. 13, Now the question before the Houes is the cut motion moved by Sri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—সরকারী ছাপাখানার প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনার নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost,)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Ajoy Biswas that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—সরকারী প্রেসে চুরি বন্ধ করার ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(Then the demand was put to voice vota and lost.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,63,70,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (votes on account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of Demand No. 13,

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— There is one cut motion on the demand for grant No. 25. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Radharaman Deb Nath that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—ক্যাম্পে অবস্থিত শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকার সম্পর্কে।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 14,25,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (votes on account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demand No. 25.

(Then the demand was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There are cut motions on the demand for grant No. 29. Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Manindra Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—

মৎস্য চাষের কাজে মৎস্যজীবীদের নিয়োগ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—

পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফলের বাগান করার জন্য বরাদ্দের অভাব।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Kalidas Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 100/- to discuss on—

কৃষকদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে সার সরবরাহের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,82,08,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to to the appropriation (votes on account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demand No. 29.)

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker:— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 42,23,000/- inclusive of the sums specified in column 3 on the schedule to the appropriation (votes on account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during on the year ending on the 31st dav of March, 1975 in respect of demand No. 32.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 89,65,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (votes on account) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demand No. 41.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut motion moved by Sri Jitendra Lal Das that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—"Low income group নির্ধারিত করার ব্যাপারে সরকারের বর্তমান চলতি নীতি।

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs/ 5,20,000/- inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (votes on accounts) bill 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1975 in respect of demond No. 45.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 3, 12, 18, 19, 33, 27, 40, 16, today in the list of business as taken as moved and the cut motions also taken as moved.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস। হি ইজ এ্যাবসেন্ট, হিজ কাট মোশান ফলস থ্রু।

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Sir, when the decision has been taken that all the Cut Motions has been taken as moved, তিনি বলুন আর নাই বলুন, the Cut Motion stands. যখন টেকন এ্যাজ মুভড বললেন, তখন সেটাকে ড্রপ করলে হতো।

মিঃ স্পীকার :— অল রাইট। শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৮, মেজর হেড ৮২— পাবলিক হেলথ'এ ওয়াটার সাপ্লাইর জন্য যে ৩৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, ঐ টাকা খরচের নীতি সম্পর্কে আমি একটা কাটমোশন এনেছি। আমার কাটমোশান হচ্ছে আগরতলা সহরে মশক নিবারণে সরকারী ব্যর্থতা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি ১৮ বছর হল আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটারকে দিয়ে চালাতে হচ্ছে অথচ বিধানসভাতে আমরা বারবার দাবী করেছি এবং এই সরকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন একটা নির্বাচিত কমিটি দিয়ে এই মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করবেন কিন্তু আজকে পর্যান্ত করছেন না, না করে এই সরকার এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির বহু টাকা খরচ করেছেন—লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন গত ১৮ বছরের মধ্যে, কিন্তু এই টাকাটা যে খরচ হল, সেই টাকার হিসেব যদি করি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি করেছেন, জনস্বার্থে রক্ষার জন্য, তা রক্ষা হচ্ছে না। তার কারণ আমরা জানি। আগরতলা শহরে মশক কমে যায়নি, বরং আরও বেড়েছে। কেন বেড়েছে? আগরতলাতে আরো লক্ষ্য করছি অনেক ড্রেন আছে, সেইগুলি কাঁচা, অনেক ডোবা আছে, অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে, রাস্তার ধারে আনফোরসীন পায়খানা অনেকে করে যাচ্ছেন সেটা এই সরকারের নজরে পড়ে কিনা জানি না। মন্ত্রী, লোক্যাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট'এর নজরে পড়েছে কি না আমি জানি না। এখন ড্রেন ঠিকভাবে পরিষ্কার না থাকার ফলে ড্রেনে জল জমে যাচ্ছে এবং জল জমে থাকার ফলে জল নিষ্কাষণের যে টাকাটা সরকার খরচ করছেন, সেটার দ্বারা নিষ্কাষণ হচ্ছে না। আগরতলা শহরকে রক্ষা করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। মল যাতে না জমতে পারে, অপরিচ্ছন্নতা পরিষ্কার করার ভাল ব্যবস্থা যাতে থাকে, সেটা করতে হবে, কোনটাই নেই এবং সেটা না থাকার ফলে আমরা কি দেখছি এই সরকার এত টাকা খরচ করার পরও যতটুকু নালা আমাদের এখানে আছে, তার চার ভাগের তিন ভাগও এখন পর্যন্ত পাকা হয়নি, নালাগুলি কাচা রয়ে গেছে। তাই এই কাচ্চা ড্রেনকে যতদিন পর্যন্ত না পরিষ্কার হবে,—প্রয়োজনীয় পরিষ্কার রাখতে পারতেন এই সরকার, কিন্তু আমরা কি দেখি? এই সরকার রিক্সা ওয়ালার ঘর ভাঙার জন্য, দোকান ভাঙার জন্য অনেক গুণ্ডা বাহিনী রাখেন। কিন্তু তাদের গণ স্বার্থ রক্ষার কোন রূপ আমরা দেখি না। আমরা জানি আগরতলার বর্তমান অবস্থা কি? সুপরিকল্পিত এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই সমস্ত শহর প্লাবিত হয়ে যায়। গত চার তারিখে আমরা দেখেছি আগরতলা মেন টাউনে যেমন পোষ্ট অফিস চৌমুহনীর দক্ষিণ দিকে যেতে যে রাস্তাটা সেই রাস্তায় অল্প একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটু জল জমে যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, অবশ্য জানি না আমাদের মন্ত্রী মহোদয়েরা সেই রাস্তায় গিয়েছেন কিনা। গেলেও গাড়ী

দিয়ে গিয়েছেন। যদি তাঁরা পায়ে হেঁটে যেতেন তাহলে নিশ্চয়ই সেই রাস্তার অবস্থা বুঝতেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু সেই রাস্তার অবস্থা নয় আগরতলার প্রায় গলি গলির অবস্থাই একই রকম। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, স্যার, মশক নিবারণের নামে টাকা কম খরচ করে না সরকার। যদি আমরা প্রশ্ন করি কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত মশক নিবারণ হয়েছে তাহলে এক গাদা উত্তর তারা দেবেন। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা চাই আগরতলা শহরের জনস্বার্থ রক্ষার জন্য, মশার আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষার জন্য. ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষার জন্য। আমরা কি চাই? যে সব জায়গায় মশার মশা হয় সেইসব জায়গায় নষ্ট করা। আমরা জানি এই সরকার প্রিভেনটিভ কিছু নিচ্ছে না। কিউরেটিভ কতগুলি মেজার সারা ভারতবর্ষে তারা নিচ্ছেন। কারণ আমরা জানি সেই কিউরেটিভ মেজারের মধ্যে তারা কিছু তল্পি তল্পা গোছাতে পারবেন। তাই আগরতলার মত ছোট ছোট শহরে এত যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে, আমরা জানি সবার এখানে ঘর বাড়ী নাই। আমি জানি-না, কিন্তু আমি যা দেখেছি অনুমান করে বলতে পারি যে প্রায় অর্ধেকের চেয়ে বেশী লোক নিজের বাড়ীতে না থেকে অন্যের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সরকার করতে পারতেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ও এল, আই, সি, থেকে ঋণ দিয়ে ঐ সব নালা ডোবা ভরাট করে যেগুলি জনসাধারণের কোন উপকার করে না বরং মশার জন্ম দেয় সেইসব জায়গা ভরাট করে বাড়ী ঘর হতে পারে। তখন সেখানে বাড়ী ঘর করলে পর, বাড়ী ঘরের যে এত প্রবলেম সেটা কিছুটা সমাধান হত। আমরা জানি কিছুদিন আগে গত ফিনানসিয়াল বাজেটে এই সরকার পুকুর ভরাট করার নামে অনেক টাকা খরচ করেছেন এবং বটতলা একটা পুকুর তাঁরা ভরাট করবেন বলেছিলেন। কিন্তু সেই কাজটা তাঁরা করেন নি। জানি না কেন তাঁরা সেই কাজটা করেন নি। আমরা জানি এই সরকার কিউরেটিভ মেজার হিসাবে ৪/৫ বছর আগে মাঝে মাঝে নালাতে কাঁধে করে কি ওয়েল স্প্রে করেছেন। কিন্তু ইদানীং কালে তাও দেখি না। আর আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে সরকার আগরতলা শহরের ঘরে ঘরে গিয়ে ডি, ডি, টি, দিতে। কিন্তু গত তিন বছরের মধ্যে এম, এল, এ, হোষ্টেলের মধ্যে যেখানে ভি, আই, পি,দের থাকার জায়গা সেখানেও ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হচ্ছে না। জানি না কোন গরীবদের ঘরে করা হচ্ছে কিনা। (শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার উন্নত মানের রক্ত খাওয়ার জন্যই সেখানে ডি, ডি, টি, দেওয়া হয় না)

এই মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ন্ত্রিত কমিউনিটি হল আছে সেই হলটা আমরা বাম পন্থী দলের যারা সমর্থক তাদেরই বেশী করে ব্যবহার করতে হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা দেখেছি সেই মিউনিসিপ্যালিটির হাতের কাছে যে হলটা, আমি বললাম না জনতার পায়খানা কর, সেই বিল্ডিংটাতে যদি দয়া করে মন্ত্রী মহাশয় এক রাত্রি কাটিয়ে আসেন তাহলে টেরটা পাবেন সেখানে মশা কিরকম বংশ বৃদ্ধি করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি পৃথিবীর বহু লোক আমাদের ভারতে বেড়াতে আসেন এবং তাদের দেখাবার জন্য কয়েকটা স্পট তারা তৈরী করে রাখেন, যেমন পাঞ্জাবে চন্ডীগড়ে, নিউ দিল্লীতে, আসামে আছে, বিহারে আছে ভুবনেশ্বরে, উড়িষ্যায় তারা করতে যাচ্ছেন। কারণ এটা আমরা জানি বুর্জোয়া গভর্ণমেন্টের সেটা করতে বাধ্য। কারণ বাইরে দেখাতে হবে আমরা কত উন্নতি করেছি এবং ত্রিপুরাতে ভি, আই, পি, আসবে তাদের তখন দেখাতে হবে। সেজন্য মেন রাস্তায় বড় বড় গাড়ী যেখান দিয়ে যায় সেই রকম রাস্তাগুলি পাকা করে রাখেন। কিন্তু আমাদের এখানে সেনগুপ্ত সরকার নিজেদের ঋণভারাটির জন্য সেটা করতে পারছে না কিনা সেদিকে লক্ষ্যই নাই সেটা বুঝতে পারছি না। আমরা জানি দল রাখার জন্য তারা আগে আগে কতগুলি কাজ করেন। কিন্তু

গণতন্ত্রের মুখোশ এবং গণতন্ত্রের খোলস রাখার জন্য সামান্যতম যে কাজ কাজ করা উচিত এটা ও তাঁরা করছেন না। গত বছর বাজেটে আমরা দেখেছি কুঞ্জবনের দিকে নূতন টাউন নাকি তাঁরা বানাচ্ছেন এবং সেটা নাকি এমন ভাবে তৈরী করবেন যা ত্রিপুরার মানুষ কোনদিন দেখেনি। আমি জানি না সেটা করবার আশাতেই আগরতলার অন্যান্য জায়গাতে কিছু করছেন না কিনা। আমরা জানি স্যার, এই সরকারের আগে যে সামন্ত তান্ত্রিক সরকার ছিল তারাও সেটা করেছে। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ যে মেহনতি মানুষ তাদের পরিশ্রমে যে অর্থ সেই অর্থে তাদের যে অংশ আছে সেই অর্থে আজকে আমরা মিটিং করছি এই দালানটায়, এই এই বিধানসভাতে। আমরা জানি এই সরকার এইখানে যা করতে যাচ্ছেন সেটা হয়ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ লোকের পরিশ্রমে করতে যাচ্ছেন। কিন্তু সেটা করতে পারলেও আমরা সন্তোষ্ট থাকতে পারতাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা শুধু ঢাক ঢোল পেটাতে শুনছি। কিন্তু কিছুই হয় নি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই সরকার এই যে টাকা খরচ করতে যাচ্ছে সেটা এই মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে অ্যাডমিনিষ্টেটারকে দিয়ে আগরতলা শহর উন্নয়নের মশক নিবারণের যে টাকা খরচ করাচ্ছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা কাটমোশান হচ্ছে এডুকেশান ডিমাণ্ডের উপর ১৬ এবং মেজর হেড ২৭৭ এ। এখানে এই এই সরকারের এই বারের বাজেটে ৬,৮৬,৩,০০০ টাকা ধরার এবং এই টাকার মধ্যে ত্রিপুরার উপজাতি এবং তপশীলি জাতি যারা আছে তাদের হোষ্টেলে থেকে যে স্টাইপেণ্ড তার বাবতে কিছু খরচ করবেন। অর্থাৎ তারা যে অংশের জন্য টাকা খরচ করবেন, আমি এখানে সেই অংশেরই আলোচনা করতে চাই, আর সেজন্য আমি একটা কাট মোশান রেখেছি, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার নীতি সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে বলে রাখি যে এই সরকার ষ্টাইপেণ্ডের যে হার স্থির করেছেন, এটা কিসের ভিত্তিতে স্থির করেছেন, আমরা তার কিছু জানি না; আমি জানি না যে ভারতবর্ষের কয়টি রাজ্যে একটা কমিশনের রিপোর্ট যেটাকে বলা হয় কমিশন অন সিডিউল্ড কাষ্ট এ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস্ কার্যকরী করা হয়েছে, সেই কমিটির রিপোর্টের এক জায়গাতে আমরা দেখেছি, যে নাকি জোনাল ডাইরেক্টর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং পরে তিনি একটা রেট স্থির করেন। হোষ্টেলে থাকতে গেলে তার ষ্টাইপেণ্ডের হার কি হওয়া উচিত বা তার জন্য খরচটা কি হয় তার জন্য তিনি যে একটা রেট ঠিক করেছেন, আমি এখানে সেটাকে একটু পড়ে শুনাচ্ছি, স্যার। তার হিসাব মত চাউল লাগে ২২.৭৫ কে, জি যার দাম হচ্ছে ৩৬.৬৩ পয়সা, ডাল লাগে ৬ কে, জি, যার দাম হচ্ছে ৯.২৫ পয়সা, মাষ্টার ওয়েল ২.৫০ কে, জি, যার দাম হচ্ছে ১ টাকা, সল্ট ২ কে, জি, যার দাম হচ্ছে ২৫ পয়সা; মশল্লা ২৫০ কে, জি দাম হচ্ছে ১.২৫ পয়সা আর ফায়ার ওয়েল ১০০ কে, জি, দাম হচ্ছে ৭ টাকা। এই হিসাবটা জোনাল ডাইরেক্টার দেখিয়েছেন যে ৭৫.৩৭ পয়সা তাদেরকে দিলে যথেষ্ট। এবং তারা বলেছেন যে এই টাকায় তাদের যে খরচ হয়, সেটা সেভিংস থাকে এবং সেই সেভিংস দিয়ে তাদের হোষ্টেলের যাবতীয় এ্যামিনিটিজ পড়া শুনা করতে গেলে যেমন বই কিনতে হবে, কাগজ পত্র কিনতে হবে, পেন্সিল কিনতে হবে, সেই খরচটাও নাকি তাদের চলে যায়। কিন্তু জানি না, স্যার, ত্রিপুরাতে বর্তমানে জিনিষ পত্রের যে দাম, এটা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে কিনা, যেটা জোনাল ডাইরেক্টার দেখিয়েছেন বা এখনও সেই দর আছে কিনা? তবে আমরা জানি যে নিশ্চয় সেই দর নাই। আমাদের এখানকার কথা বাদ দিলেও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে ভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে, আমার মনে হয়, সেখানেও সেটা নাই। কিন্তু গোজামিল তো একটা দিতে হবে? কারণ ভারতবর্ষের উপজাতিদের উন্নয়ন করছি, ভারতবর্ষের তপশীলি জাতিদের উন্নয়ন করছি, তারই একটা ভাতা এই সরকারকে দিতে হবে এবং এটা দেওয়ার জন্য

তারা এখানে এই রেটটা দেখিয়েছেন এবং এই রেটটা আমাদের এখনও চলছে। অথচ এই কমিশন তার রিপোর্টের এক জায়গাতে যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন সেটা হচ্ছে পেরা ৩.৪২ অব দি সেভেন্টিনথ রিপোর্ট এবং পেজ হচ্ছে ৩১। সেখানে বলা আছে—"Considering the rise in the cost of living, the Committee felt that an up-ward revision of hostel grant to Sch. Caste/Tribe student is called for and the Committee also hoped that an early decision in the matter will be taken." তারা বলেছেন যে রকম দিন দিন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে, তাদের ষ্টাইপেণ্ডের হার আরও বেশী করা দরকার এবং সেই হিসাবে তারা একটা সুপারিশও করেছেন। জানি না আমাদের শিক্ষা বিভাগের এই সব সুপারিশের দিকে কোন নজর পড়েছে কিনা। আমি বলি এটা তো আমাদের সুপারিশ নয়, এটা হচ্ছে এই কংগ্রেস সরকারই যে কমিশন বসিয়েছেন, সেই কমিশনই তার একটা সুপারিশ করেছেন। আমি জানি না যে সরকার এই সব সুপারিশ করার জন্য কেন এই রকম কমিশন গঠন করেন। তবে আমার মনে হয় এর দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের উপজাতিরা বা তপশীলিরা যাতে বুঝতে পারে যে হাঁ, অন্যান্য জায়গাতেও করেছে, অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস সরকার এবং আমাদের এখানকার কংগ্রেস সরকারের মধ্যে যদিও কিছু ঝগড়াঝাটি আছে, সেটা কমে গেলে এটা আমাদের এখানেও হবে, এই আশা নিয়ে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিরা আর আন্দোলন করবে না। অথবা এটা একেবারে একটা ফাঁকি দেওয়ার জন্য করেছেন কিনা, তাও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি চাই, যে এই সরকার ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে যে হারে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে সেজন্য নুতনভাবে এর জন্য একটা কমিটি গঠন করে আপনারা তার বিবেচনা করুন। কারণ বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে, এই অবস্থাতে যে সব কর্ম্মচারী মাসে হাজার টাকা মাইনা পান অথবা যে সব কৃষকের ১ থেকে ৩ দ্রোণ জমি আছে, শুধু তাদের ছেলেরাই ঐ হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবার সুযোগ পাচ্ছে। আমি আরও জানি যে ত্রিপুরার অনেক গরীব ছেলে, বা অনেক গরীব মা-বাপ তাদের ছেলেকে এই অবস্থায় লেখা পড়া শিখাতে পারবেন না যদিও লেখা শেখাবার একটা আশা নিয়ে তাদের ছেলেদেরকে কলেজে ভর্ত্তি করছে, কিন্তু শিক্ষা বছর শেষ না হওয়ার আগেই তাদেরকে বাড়ীতে চলে যেতে হচ্ছে। কারণ বিশেষ করে কলেজে আমরা দেখছি যে ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া যাবে আর্থিক বছরের একেবারে শেষ দিকে। তাছাড়া ১৯৬২ সনে আমরা জানতাম যে ত্রিপুরা গর্ভণমেণ্টের হাতে ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করার ক্ষমতা না থাকার ফলে ডিলে হত, তখন এটা সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট স্যাংশান করত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করার ক্ষমতা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ক্ষমতা দেওয়ার পরেও আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে আগে দেরী হত, এখন তার চাইতে অনেক বেশী দেরী হচ্ছে। জানি না, স্যার, এই গভর্ণমেণ্ট কেন এত দেরী করছেন এবং দেরী হওয়ার ফলে কলেজে এ্যাডমিশান নেওয়ার পর প্রথম দিকেই ঐ ছাত্রদের গার্জিয়ানদের ৩০০ থেকে ১০০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং তারপর মাসে মাসে আবার কিছু কিছু করে তাদেরকে দিতে হচ্ছে। তারা তা দিতে গিয়ে গার্জিয়ানদের এমন অবস্থা হয় যে তার যদি কিছু পুঁজি থাকেও সেটা শেষ করে বাদ বাকীটা ঐ মহাজনদের হাতে বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। তারপর আমরা কি দেখি? আমরা দেখি ঐ হোস্টেলে থেকে

তারা কি শিক্ষা পাচ্ছেন। অথবা তারা সেখানে কি ধরণের খাওয়া দাওয়া করছেন, এটা তাদের গার্ডিয়ানরা না জানলেও আমরা বেশ ভাল করে জানি যে মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা গিয়ে খেয়ে আসেন। আর মন্ত্রীরা যেদিন খেতে যাবেন, সেদিন তারা ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে যে ষ্টেণ্ডার্ডের খাওয়া খাবেন, সেটা হয়তো হয় না। কারণ এই কিছুদিন আগেও আমাদের মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী তাঁর মৎস্য চাষের সফলতার যে বুলি ছড়িয়েছেন. সেটা ২ নাম্বার হোষ্টেলে - ফিক্টিনথ আগষ্টে তিনি তখন সেখানে গিয়ে নিমন্ত্রন খেয়েছিলেন সেদিন আমরা জানি যে উদয়পুর থেকে এক মণ মাছ তার নিজস্ব গাড়ি দিয়ে এনেছিলেন এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন এবং সেদিন শুধু ঐ কৃষিমন্ত্রীই নয়, স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়ও সেই হোষ্টেলে না হউক অন্য একটা হোষ্টেলে খাওয়া দাওয়া করেছেন, হয়তো বা অন্যান্য মন্ত্রীরাও খেয়ে থাকতে পারেন। অথবা উনার দলের ২০ থেকে ৩০ জন বন্ধু বান্ধব নিয়ে তিনি খেয়েছেন। আমরা এসব জানি, তার কারণ হচ্ছে ছেলেরা এটা রিপোর্ট করেছেন। তাছাড়া ঐ দিন মেসিং চার্জ যেটা পড়েছে, সেটা হচ্ছে পার হেড ১৬ টাকা এই ১৬ টাকাই ঐ হোষ্টেলের ছেলেদের বহন করতে হয়েছিল। তারপর ঐদিন ছাত্রদের অতিথি যারা নাকি ছিল, সেই অতিথিদের নাকি ফ্রি করা হয় নি। অথচ মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ৩০/৩৫ জন বন্ধু বান্ধব খেয়েছেন, তারা ফ্রি খেয়েছিলেন এবং এটা দিয়ে হয়তো তারা প্রমাণ করতে চান যে হোস্টেলে আমরা খুব ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছি। কিন্তু অন্য দিনের কথা কি হবে যেদিন এইসব মাননীয় অতিথিরা খান না? তারপর ত্রিপুরার স্কুলের হোষ্টেলগুলির কথাও আমরা জানি। মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রীরা বিশ্বাস না হলে তারা সেগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন, অবশ্য আগের থেকে খবর দিয়ে গেলে হয়তো সুপারিনটেনডেন্ট সেটা জেনে ফেলবেন. নতুবা দেখতে পারেন যে ডাল ছাড়া আর কিছুই রান্না হচ্ছে না, তাদের ভাতের ডেকে অর্দ্ধেক ধান আর অর্দ্ধেক চাউল সিদ্ধ হচ্ছে এবং সেই খাওয়ার খেয়ে তারা পড়া শুনা করছে। তারপর তাদের থাকার ব্যবস্থা, স্কুলে হোষ্টেলে থাকার মানে হল একটা গুদামের মধ্যে অথবা একটা হল ঘরের মধ্যে থাকা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব এই মন্ত্রীদের যে শহরের স্কুলগুলির মধ্যে যে কয়টাতে হোষ্টেল আছে, যেমন ধরুন উমাকান্ত অথব বোধজং সেগুলিতে গিয়ে আপনারা দেখুন যে সেখানে পড়াশুনা করার মত অবস্থা আছে কিনা, আর যদি আপনারা মনে করেন যে হ্যা, একটা ভাল অবস্থা আছে, তাহলে আপনারা সেখানে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে পারেন, এবং দেখা যাবে আপ-নারা কেমন করে পাশ করতে পারেন। আমরা জানি না, এই সরকার ছাত্রদের ঐ হোস্টেল-গুলিতে রেখে তাদের পড়াশুনার সুব্যবস্থা করে তাদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা, না, সেই স্কুলগুলির মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুণ্ডাজাতীয় কতগুলি ছেলে সৃষ্টি করার জন্য, তারা এসব করছেন......

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 P. M. of to-morrow, Tuesday, the 9th April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexue—"A"

শ্রীবুলু কুকি এম, এল, এ কর্তৃক উত্থাপিত তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন সংখ্যা ৫৯২।

প্রশ্ন

খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন :—

১) বর্তমান বৎসরে তৈদু বাজার, তৈচলং, অম্পিনগর ও নাগরাই (অমরপুর সাব-ডিভিসান) ধান চাউল ক্রয় কেন্দ্র হইতে কত পরিমাণ আমন ধান সংগৃহীত হয়েছে, আলাদাভাবে হিসাব।

২) ধান্য ক্রয়ের রসিদ বিক্রেতাদের দেওয়া হয় কিনা ?

৩) দেওয়া না হলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

(মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃ উত্তরের জন্য)

১)

ক্রয় কেন্দ্রের নাম	সংগৃহীত আমন ধানের পরিমাণ
তৈদুবাজার	৩৪ মেট্রিক টন
অম্পিনগর	৬৪ ,,
তৈচলং	৫২ ,,
নাগরাই	৩০ ,,
	১৮০ ,,

২) হাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 630

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কালাছড়া নামক স্থানে একটি হাই স্কুলের জন্য বিগত কয়েক বৎসর যাবত স্কুল কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণ বহু আবেদন নিবেদন করিতেছেন ?

২) যদি সত্য হয় তাহলে এই অনুন্নত এলাকায় গরীব কৃষকদের ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার আশু কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেছেন কি না ?

২) আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৭৪-৭৫ সনে) তথায় হাই স্কুল করার ব্যবস্থা করিবেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রস্তাবটি বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

৩) যথাসময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 817

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে Graduate শিক্ষকদের স্বীকৃত বেতন হার ১৭৫—৩২৫ টাকা ;

২। সত্য হলে, তাদের ১২৫—২০০ টাকা স্কেল দেওয়ার কারণ কি ;

৩। এইরূপ কতজন শিক্ষককে (সরকারী ও বেসরকারী) প্রকৃত স্কেল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে ;

৪। উক্ত স্কেল upgrade করার কোন ইচ্ছা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 887

by Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সেকেরকোট হাই স্কুলের অধীনে কতটুকু জায়গা আছে—ত্রিপুরা সরকারের বিভাগের তা জানা আছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে ঐ স্কুলের কিছু ভূমি কতিপয় ব্যক্তি জবর দখল করিয়া রাখিয়াছেন ; এবং

৩) সত্য হইয়া থাকিলে তজ্জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) এ ব্যাপারে আইনানুযায়ী যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 936

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারীমাকুচা সিনিয়ার বেসিক স্কুলটি হাই স্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

(খ) থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই (১৯৭৩-৭৪) হইবে কি ?

উত্তর

(ক) বর্তমানে নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 939

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বগাবাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

(খ) থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই (১৯৭৩-৭৪) নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 974

By Shri Sunil Ch. Dutta,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) পুলিশ বিভাগে ড্রাইভারের সংখ্যা কত ;

খ) উক্ত বিভাগে সকল ড্রাইভারই এক হারে বেতন পান কিনা, এবং

গ) ইহা কি সত্য যে বহু কনেষ্টবলকে গাড়ীর ড্রাইভার হিসাবে কাজ করাইয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে ?

উত্তর

ক) সর্বমোট ১৮ জন। ইহাদের মধ্যে ৫ জন সিভিলিয়ান এবং অবশিষ্ট ১৩ জন ড্রাইভার কনেষ্টবল।

খ) ৫ জন সিভিলিয়ান ড্রাইভার (সিভিলিয়ান বেতনক্রম অনুযায়ী) ব্যতিত বাকী সকল ড্রাইভার কনেষ্টবলই একই বেতনক্রম পাইয়া থাকেন।

গ) না মহাশয়—ইহা সত্য নহে। তবে ইদানিং ৫ জন কনেষ্টবল যাহারা ড্রাইভারের কার্যা সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল পরীক্ষামূলক ভাবে স্বেচ্ছায় ড্রাইভারের কার্য্য করিতেছেন। পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করার পর ড্রাইভার কনেষ্টবলপদে নিযুক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।

STARRED QUESTION NO. 978

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সাবরুম মহকুমায় হরিণা ও জলেফা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় দু'টিকে নিয়া মধ্যবর্তী স্থানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

STARRED QUESTION NO. 994

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লক অধীন টাকারজলা গাঁওসভা, জম্পুইজলা গাঁওসভা, সাংকুমা গাঁওসভা ও গণিয়ামারা গাঁওসভাতে বর্তমানে কয়টি বালোয়ারী স্কুল আছে ?

২) এবং উক্ত গাঁওসভাগুলিতে আরও বালোয়ারী স্কুল দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করিবেন কি ?

উত্তর

১) দুইটি

২) যথাসময়ে করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 1019

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education **Department** be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার ভারতচন্দ্রনগর S. B. School এ মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত ;

২) আজ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক ঐ স্কুলে কি কি আসবাব পত্র দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1024

By Shri Krishnadas Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department **be** pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা দুর্গা চৌমুহনী হরিজন কলোনীর উত্তরদিকে শিক্ষা দপ্তরের জায়গাটি কেন acquire করা হইয়াছিল ?

উত্তর

১) আগরতলার রামনগরস্থিত হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে।

STARRED QUESTION NO. 1027.

By Shri Ananta Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the **Appointment & Services** Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, T. J. C. S. Cadre এর অনেক শূন্যপদ এখনও পূরণ করা হয় নাই ?

২) এবং ইহা কি সত্য যে, ঐ Cadre পদে অনেক কর্ম্মচারী অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতেছেন ?

৩) সত্য হইয়া থাকিলে, কত দিনের মধ্যে শূন্য পদগুলি পূরণ করা হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ। এ রকম ৩৮ জন কর্মচারী আছেন।

৩) অচিরেই শূন্য পদগুলি পূরন করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 1038

By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার Stainless Steel এর আমদানির বার্ষিক (১৯৭৩-৭৪) পরিমাণ কত;

২) এ Stainless কোন Source থেকে আনা হয়ে থাকে; এবং

৩) ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পর কোন কোন factoryর মাধ্যমে by products তৈরী হয়ে থাকে?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে ১১·১৪৯ মেট্রিক টন ষ্টেইনলেস্ ষ্টিল ত্রিপুরায় আনা হয়।

২) মেসার্স মিনারেল এণ্ড মেটালস ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (ভারত সরকার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান) উপরোক্ত ষ্টেইনলেস ষ্টীল সরবরাহ করিয়াছে।

৩) মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট, দক্ষিণ বাধারঘাট, ষ্টেইনলেস ষ্টীল দ্বারা বাসন পত্র তৈরী করে।

STARRED QUESTION NO. 1050.

By Shri Amarendra Sarmn

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ২রা মার্চ ১৯৭৪ থেকে কেরোসিন ও পেট্রোল-এর মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দোকান ও ডিপোতে ঐ তারিখের আগের মজুত ষ্টকের ক্ষেত্রে ঐ বাড়তি দাম নেওয়া হয়েছে বলে সরকার অবগত আছেন কি?

২) ঐ তারিখের পূর্ব্বের মজুত ষ্টক বাড়তি দামে বিক্রির কোন অনুমতি সরকার দিয়াছিলেন কি?

প্রশ্ন

৩) অনুমতি দিয়ে থাকলে তার কারণ ;

৪) অনুমতি না দিয়ে থাকলে ঐ ব্যাপারে কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ? নেওয়া হলে কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ, ভারত সরকার কর্তৃক নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

৩) অপরিশোধিত তৈলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কেরোসিন ও পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। ব্যবসায়ের রীতি এবং ভারত সরকারের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি বা কমতি ডিপো এবং খুচরা বিক্রেতা সহ সকল ষ্টকের উপরই প্রযোজ্য হয়।

৪) প্রশ্ন আসে না।

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 535

By Shri Bulu Kuki &
Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে যে সব বিদ্যালয়ে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে সেই সব স্কুলের নাম এবং প্রতিটি স্কুলে কতজন ছাত্রছাত্রী উক্ত ভাষায় শিক্ষা গ্রহন করে তাহার হিসাব ; এবং

২) বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরে (১৯৭৩-৭৪) এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো এবং ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) যে সকল স্কুলে ত্রিপুরী ভাষায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষা দানের জন্য পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে সেগুলির নাম সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২) ১৯৭৩–৭৪ সালের এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিবরণীতে দেওয়াই হইয়াছে। সংশিষ্ট বৎসরে এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার প্রশ্ন উঠে না। পরীক্ষামূলক যে কাজ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ভাষার উপর প্রস্তাবিত গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ এই ভাষার উন্নতির সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালানো হইবে।

১ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখীত বিবরণী

ক্রমিক সংখ্যা	যে সকল স্কুলে ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।	ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।
১	২	৩
	সদর	
১।	কালাপানিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১৬
২।	কামালঘাট (ক) ,, ,, ,,	৬২
৩।	শম্ভু চন্দ্র পাড়া ,, ,, ,,	২৯
৪।	সিপাই পাড়া ,, ,, ,,	২৮
৫।	রতন পুর ,, ,, ,,	২৮
৬।	কুমারিয়া পাড়া ,, ,, ,,	২৮
৭।	সোনাচরণ ঠাকুর পাড়া ,, ,, ,,	২৬
৮।	কালীনগর ,, ,, ,,	৪৫
৯।	সেফুঙ্গা ,, ,, ,,	৩৯
১০।	মুসারাই পাড়া ,, ,, ,,	৩১
১১।	দেবতা বাড়ী ,, ,, ,,	২৫
১২।	বাঁশতলা ,, ,, ,,	৭৮
১৩।	বংশী বাড়ী ,, ,, ,,	৩৪
১৪।	লতিয়াছড়া ,, ,, ,,	৯৩
১৫।	পূর্ব্ব পদ্মনগর ,, ,, ,,	৩২
১৬।	বঙ্গালা ,, ,, ,,	১০০
১৭।	ধনাই ,, ,, ,,	৫২
১৮।	তুই পাথর ,, ,, ,,	৬২
১৯।	বেলবাড়ী ললিত মোহন ,, ,, ,,	২৬

১	২	৩
২০।	বিশ্বমণি বীণাপাণি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪৯
২১।	বেলবাড়ী ,, ,, ,,	৫৭
২২।	কালাসটী ,, ,, ,,	৩৬
২৩।	দেবসিং ঠাকুর পাড়া ,, ,, ,,	৩৭
২৪।	কেন্দ্রাইছড়া ,, ,, ,,	৩২
২৫।	সংকটরাম পাড়া ,, ,, ,,	৬৮
২৬।	অর্জ্জুন ঠাকুর পাড়া ,, ,, ,,	৪৩
২৭।	নবচন্দ্র চৌধুরী পাড়া ,, ,, ,,	২৭
২৮।	বেলাফাং বাড়ী ,, ,, ,,	২৪
২৯।	কামাজমুড়া ,, ,, ,,	৫৪
৩০।	ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয় (প্রাইমারী শাখা)	৩৩
	খোয়াই	
৩১।	তকচাইয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	২৭
৩২।	যজ্ঞ কোব্রা ,, ,, ,,	৯
৩৩।	পদ্মমোহন বাড়ী ,, ,, ,,	১২
৩৪।	দুর্গামোহন বাড়ী ,, ,, ,,	১০
	সাব্রুম	
৩৫।	গোবিন্দসর্দ্দার পাড়া ,, ,, ,,	৫৮
৩৬।	ফুলছড়ি ,, ,, ,,	২৮
	উদয়পুর	
৩৭।	চাইগাবোয়া বাড়ী ,, ,, ,,	১০
৩৮।	কাইফাং মোশাই বাড়ী ,, ,, ,,	১১
৩৯।	তুলসীরাম বাড়ী ,, ,, ,,	১০
৪০।	মৈথুলং ,, ,, ,,	৭
৪১।	ছঘরিয়া ,, ,, ,,	১৩
৪২।	চাম্পাসরমা প্রাইমারী স্কুল	৪০
৪৩।	ভাইহারচং বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪৮

১	২	৩
৪৪।	মহারাণী কলোনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১১
৪৫।	কালাখাই বাড়ী ,, ,, ,,	১১
৪৬।	কোটা মাটী ,, ,, ,,	২৪
৪৭।	রাইয়াছড়া ,, ,, ,,	১৯
	সোনামুড়া	
৪৮।	চৌমুহনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪৬
৪৯।	মনিরাম চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	২৮
৫০।	পদ্মলোচন পাড়া প্রাইমারী স্কুল	২১
	কৈলাশহর	
৫১।	রাইসিং চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪২
৫২।	সইদাছড়া ,, ,, ,,	৫৮
	কমলপুর	
৫৩।	বাঘাইছড়ি ,, ,, ,,	৩৫
৫৪।	বিদ্যামোহন চৌধুরী পাড়া প্রাইমারী স্কুল	৩০
	ধর্ম্মনগর	
৫৫।	তিলথৈ দুভাঙ্গা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৬৭
৫৬।	লক্ষ্মীপুর (রাজনগর) উচ্চ ,, ,,	১০৮
	অমরপুর	
৫৭।	বুরবুরি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৪৭
৫৮।	বৈথুংগ্রা ,, ,, ,,	২১
৫৯।	মেলারাই বাড়ী প্রাইমারী স্কুল	১২

UNSTARRED QUESTION NO. 677

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে সিধাই থানার কোন গাঁও সভা কত গরু চুরি ও কতটি ডাকাতি হয়েছে ? তাহার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) নিম্নলিখিত ছক্‌মতে উত্তর দেওয়া গেল :—

সিধাই থানার গাঁও সভার নাম	১৯৭২-৭৩ ইং		১৯৭৩-১৯৭৪ ইং	
	কতটি গরু চুরি হইয়াছে	ডাকাতির সংখ্যা	কতটি গরু চুরি হইয়াছে	ডাকাতির সংখ্যা
১) ঈশানপুর	১	-	৯	১
২) বিজয়নগর	৬	—	২	—
৩) বড় কাঠাল	—	—	৫	১
৪) মনতলা	—	—	১০	—
৫) মেঘলীবন	—	—	১	—
৬) দেবেন্দ্র নগর	—	—	৮	—
৭) তারা নগর	—	—	৫	—
৮) নোয়া গাঁও	—	—	২	—
৯) সুরেন্দ্র নগর	—	—	৮	—
১০) ফটিক ছড়া	—	—	৩	—
১১) বৈকুণ্ঠ পুর	—	—	৪	—
মোট		—	৫৯	২

UNSTARRED QUESTION NO. 747.

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৩ সালের শিক্ষা বর্ষ সমাপ্তিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী ও জুনিয়র হাই স্কুল হইতে মোট কতজন চাত্রছাত্রী অষ্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে) ;

২) এই সব কৃতকার্য্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিয়াছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে) ?

উত্তর

১) ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 784

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকারী গেজেটেড অফিসারদের নাম যাহারা সরকারী কাজে কলিকাতা ও দিল্লী ভ্রমণ করিয়াছেন ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সালে ; এবং

২) উক্ত দুই বৎসরে প্রত্যেক অফিসার T. A, ও D. A. ইত্যাদি বাবত সরকার হইতে কত টাকা নিয়াছেন, তাহার হিসাব।

উত্তর

১) যে সমস্ত গেজেটেড অফিসার ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সালে (এখন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২০শে মার্চ ১৯৭৪ইং পর্য্যন্ত) সরকারি কার্যো দিল্লী ও কলিকাতা ভ্রমণ করিয়াছেন তাহাদের নাম সংগীয় তালিকায় ৩নং কলমে দেওয়া হইল।

২) তাহারা প্রত্যেকে কি পরিমাণ T. A., D. A. ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক খরচ উক্ত দুই বৎসরে সরকার হইতে নিয়াছেন, তাহার হিসাব সংগীয় তালিকায় ৪নং ও ৫নং কলমে দেওয়া হইল।

STATEMENT

Sl. No.	Name of Department.	Name of Officer with designation.	Total expenditure as T. A., D. A. and other perquisites for visits to Calcutta & Delhi during 1972-73 & 1973-74 (upto 20. 3. 1974).		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rs.	Rs.	Rs.
1.	Civil Secretariat.	Shri V. P. Singhal, Chief Secretary.	7433.40	11923.00	19356.40
		Shri S. K. Ghatak, Finance Secretary.	276.00	4292.25	4568.25
		Shri Amar Sinha, Development Commissioner.	1380.00	6010.00	7390.00
		Shri K. D. Menon, Commissioner for Revenue, Land Reforms & Taxes.	—	3901.01	3901.01
		Shri S. C. Chakraborty, Judicial Secretary.	1385.60	4019.30	5404.90
		Shri D. N. Barua, Secretary to the Govt. of Tripura.	3380.00	2488.40	5868.40
		Shri S. C. Baul, Under Secretary.	302.00	1600.00	1902.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rs.	Rs.	Rs.
		Shri P. Nath, Under Secretary.	1500.00	1291.55	2791.55
		Shri S. K. Das Purakayastha, Finance Officer.	652.60	1775.05	2427.05
		Shri J. L. Kar, Deputy Development Commissioner.	—	591.00	591.00
		Shri A. K. Bhattacharjee. Under Secretary.	—	899.45	899.45
		Shri K. P. Chakraborty, Joint Secretary.	—	1480.35	1460.35
		Shri C. S. Samal, Joint Secretary.	--	420.00	420.00
		Shri H. Ghosh, Dy. Secretary.	1471.75	1965.20	3436.95
		Shri J. C. Roy, Officer on Spl. Duty.	—	1190.95	1190.95
		Shri S. C. Chakraborty, Finance Officer,	—	521.10	521.10
		Shri H. G. Roy, Under Secretary.	—	509.85	509.85
		Shri K. B. Bhattacharjee, Under Secretatry.	—	1000.00	1000.00
		Shri N. R. Roy, Budget Officer (Under Secretary)	—	479.10	479.10
		Shri C. R. Paul, Director of Vigilance.	727.85	—	727.85
2.	Chief Minister's Secretariat.	Shri K. P. Datta, Special Officer to Chief Minister.	6682.80	15681.40	22364.20
3.	Agriculture Deptt.	Shri M. Sarkar, Director of Agriculture.	—	3751.91	3751.91
		Shri G. D. Ganguly, Asstt. Soil Chemist.	337.00	—	337.00
		Shri K. Raha, Deputy Director of Fisheries.	762.00	2082.00	2824.00
		Shri R. N Ganguly, Dy. Director (PP).	1157.05	—	1157.05
		Shri D. R. Chakraborty, Supdt. of Agriculture.	—	800.00	800.00
		Shri A. Bhowmick, Deputy Director of Agriculture.	—	988.90	988.90
4.	Directorate of Animal Husbandry.	Shri M. M. Sen Gupta, Director of Animal Husbandry.	2656.50	3765.40	6421.90
		Shri R. P. Sen, Deputy Director, Animal Husbandry.	636.60	1102.00	1738.60
		Shri S. C. Sarkar, Asstt. Director of Animal Husbandry (DI).	—	600.00	600.00
		Shri A. K. Barman Roy. Parasitologist.	—	628.00	628.00
		Shri D. K. Roy, Asstt. Director, A. H. (PD)	584.12	—	584.12
		Shri S. C. Roy, Asstt. Director, A. H. (LD).	496.32	—	496.32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rs.	Rs.	Rs.
5.	Directorate of Employment Services and Manpower Planning.	Shri N. C. Bhowmick, Asstt. Employment Officer.	1190.80	345.00	1536.70
		Shri R. M Bhattacharjee, Asstt. Emp. Officer.	—	1200.00	1200.00
		Shri A. K. Sen, Employment Officer.	—	345.90	345.90
6.	Director of Relief and Rehab	Shri A. K. Shome, Accounts Officer.	331.25	—	331.25
7.	Tripura Public Service Commission.	Shri I. K. Roy, Chairman.	—	850.00	850.00
		Shri S. K. Choudhury, Deputy Secretary.	—	334.32	334 32
8.	Statistical Deptt.	Shri J. Saha, Senior Statistical Officer.	623.10	1285.85	1908.95
		Shri S. Choudhury. Statistical Officer.	756.75		756.75
		Shri K. N. Deb. Supdt. N. S. S.	—	6740.05	6740.05
9.	Law Department.	Shri Hem Nath, Advocate General.	1104.80	—	1104.80
10.	Forest Deptt.	Shri N. C. Bhattacharjee Conservator of Forests.	540.00	—	540.00
		Shri A. K. Ghosh, Conservator of Forests.	4212.75	4209.75	8422.50
		Shri R. N. Chakraborty, Dy. Conservator of Forests.	408.05	1384.60	1792.65
		Shri D. Nag, Dy. Conservator of Forests.	—	670.85	670.85
11.	Industries Deptt.	Shri R. P. Sen Gupta, Director of Industries.	2397.55	–	2397.55
		Shri M. J. Bhatt, Dy. Director.of Industries.	600.00	—	600.00
		Shri C. R. Das, Asstt. Director of Industries.	942.00	—	942.00
		Shri C. R. Bhattacherjee. Officer on Special Duty (P)	—	5385.40	5385,40
		Shri A. K. Majumder, Asstt. Director of Industriss/ Public Relations Officer.	362.00	834.00	1196.00
		Shri B. B. K. Deb Barma, Asstt. Controller, Weights & Measures.	—	348.00	348.00
12.	District Magistrate & Collector (North).	Shri H. Mukherjee, Ex-D. M. & Collector, North Tripura.	—	765.85	765.85
		Shri Om. Prakash, T. C. S. Gr. II (Training Reserve).	—	536.45	536.43
		Shri S. Ganguly, T.C.S. Gr. II (Project Executive Officer)	—	752.75	752.75
13.	District Magistrate & Collector (North)	Shri M. Damodaran. Ex-Asstt. Collector, now S. D. O. Sadar.	—	610.00	610.00
		Shri S. S. Grewal. Asstt. Collector.	—	1302.00	1302.00
		Shri A. T. Dutta, Deputy Collector.	—	350.00	350.00
		Shri B. N. Bhattacharjee Sub-Dy. Collector	1501.15	—	1501.15
		Shri H. M. Choudhury, S. D. O. Sonamura.	610.72	—	610.72

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
14.	District Magistrate & Coliector (South).	Shri R. B. Bhushan, TCS Gr. II (P. E. O.)	...	720.95	720.95
15.	Directorate of Health Services.	Dr. G. Raman, Director of Health Services.	1041.95	3728.40	4770,35
		Dr. R. Dutta. Medical Superintendent.	...	847.50	847.50
		Dr. D. Chakraborty, Ex-Director of Health Services.	1131.50	...	1131.50
		Shri A. K. Mukhupadhyaya A. D. (V,S).	800.00	...	800.00
		Dr. N. N. Chakraborty. D. D. H. S.	2004.75	800.00	2804.75
		Dr. A. Sen Gupta, D. D. H. S. (F. P.)	3561.00	1720.15	5411.15
		Dr. S, R. Choudhury, M. M. O.	347.40	...	347.40
		Dr. S. K. Kar. GDO. Gr, II,	...	510.10	510.10
		Dr. R. M. Banik, Dy. Superintendent.	...	2230.60	2230.60
		Dr. K. C. Shil, ENT. Spl.	...	709.30	709.30
		Dr. (Miss) Shikha Chakraborty, CAS. Gr. I.	...	624.00	624.00
		Shri H. S. Merchant. Dy. D. C.	—	841.00	841,00
		Dr. Sukhendu Bhattacharjee, G. D. O. Gr. II,	...	423.00	423.00
		Dr. Krishnamohan, Orthopaedic Surgeon.	...	1546.92	1546.92
		Dr. K. D. Shome, R. H. O. (North).	...	648.10	648.10
		Shri P. K. Roy, Public Enalyst.	...	350,00	350.00
		Shri N. R. Das Roy Choudhury, Antomologist.	...	274.00	274.00
16.	Directorate of Pnblic Relations & Tourism.	Shri G. P. Sahu, Dy. Director.	1550.00	517.10	2067.70
		Shri R. P. Singh, Chief Organiser,	1676,00	1212,50	2888.50

1	2	3	4	5	6
			Rs,	Rs.	Rs.
17.	Public Works Deptt. (Contd).	Shri T. S. Vedagiri, Chief Engineer Ex-Officio Secy	9473.17	11014.65	20487.82
		Shri S. K. Bhattacharjee, S. E., Gumti Project Circle.	...	1165.47	1165.47
		Shri K. Sreenibisisiah, A. E. Tours Sub-Divns., Agt.	...	606.40	606.40
		Shri M. S. Roy. A. E., Electrical Stores Sub-Divn.	...	3097.10	3097.10
		Shri A. Ghosh Roy, Asstt. Engineer (Elect).	...	388.70	388.70
		Shri M. R. Deb Barma, Ex-Engineer (Elect) Divn. No. I.	...	287-20	287.20
		Shri K. G. Sinha. Asstt. Engineer (Electrical)	440.00	400.00	840·00
		Shri D. Kanungo, Asstt. Engineer (Electrical).	322.00	...	322.00
		Shri P. L. Ganguly, Executive Engineer, Planning & Desing Unit.	1461.60	...	1461.60
		Shri R. N. Das Gupta, A. E., Public Health Engg. Divn.	...	949.70	949.70
		Shri R. K. Bhattacherjee, A. E., Electrical.	515.00	...	515.00
		Shri J. M. Lal, E. E., Kumarghat.	...	260.40	260-40
		Shri M. K. Deb, S. D. O. (Mechanical)	355.00	371 00	726.00
		Shri S. R. Namaringham, E. E., Elec. Division No. II.	1926.55	330.70	2257.25
		Shri B. K. Nandy, E. E., Agartala Divn. No. I.	334.50	2327.40	2661.90
		Shri N. K. Sinha, S. E., 2nd Circle.	1413.29	...	1413.49
		Shri A. K. Sengupta, A. E., Central III Sub-Divn. Agartala.	...	850.50	850.50
		Shri O. P. Geol, S. E. Planning Circle, Agartala.	1645.22	3170.64	4815.86

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
	Public works Deptt. (contd)	Shri R. C. Gilotma, Asstt. Engineer.	2155.40	...	2155.40
		Shri C. R. Choudhury, Asstt. Engineer (now E. E.)	596.00	...	596.00
		Shri S. G. Balasubramanian, Surveyor of Works.	350.00	...	350.00
		Shri N. K. Datta, E. E. (now E. O.)	1369.00	787.00	2156.60
		Shri N. D. Gupta, Surveyor of Works, Electrical.	2015.25	...	2015.25
		Shri D. Roy, A. S. W., Electrical (now E. E.)	966.55	...	966.55
		Shri A. K. Gupta, A. E., Electrical.	...	557.30	557.30
		Shri N. R. Sen Gupta, Executive Engineer, Electrical.	...	1182,66	1182.66
		Shri R. K. Roy Choudhury, S. E. Electrical.	2254.40	4183.91	6438.31
		Shri D. C. Deb Nath, E. O. (now Superintending Engineer).	759.40	...	759.40
		Shri N. D. Gupta. Executive Engineer, Electical Divn. No. III.	390.15	898.65	1288.80
		Shri L. K. Wasnik, Asstt. Engineer, Electrical.	...	1333.75	1333.75
18.	Directorate of Setrlement and Land Reoords.	Shri R. Sankarnarayanan, Director of Settlement and Land Records.	377.10	1452.95	1830,05
		Shri Tapash Choudhury, Officer-in-charge Map Printing.	887.60	...	887.60
		Shri R. B. Paul, Agri. Census Officer.	...	731.00	731.00
		Shri J. B. Sinha, Asstt. Settlement Officer. and Circle Officer.	...	394.00	394.00
19.	Food & Civil Supplies.	Shri R. N. Bhattacherjee, Director of Food and Civil Supplies.	1714.15	2006.25	3720.40
		Shri S. Deb Roy. Controller of Stores & Distribution.	1008.55	730.30	1738.85

1	2	3	4	5	6
20.	Registrar, Cooperative Societies.	Shri S. R. Chakraborty, Registrar, Cooperative Societies.	1386.40	1758.00	3144.40
		Shri Bimal Deb, Deputy Registrar, Cooperative Societies.	334.00	1400.10	1734.10
		Shri B. K. Saha, Asstt. Registrar, Cooperative Societies.	290.00	368.00	658.00
21.	Directorate of Panchayat Raj.	Shri A. K. Das, Asstt. Dist. Panchayat officer.	362.40	...	362.40
		Shri K. K. Chanda, Asstt. Dist. Panchayat Officer.	557.40	...	557.40
22.	Labour Directorate.	Shri B. M. Chakraborty, Chief Labour Officer.	...	616.05	616.05
23.	Directorate oi Welfare for Sch. Castes & Sch. Tribes.	Shri A. M. Datta. Tribal Welfare Officer.	598.00	1059.00	1657.00
		Shri S. B. Datta, Spl. Officer Nutrition Programme.	...	1200.00	1200.00
		Shri N. Chakraborty, Dist. Tribal Welfare officer. West Tripura.	...	1500.00	1500.00
		Shri S. B. Sarkar, Dist. Tribal Welfare Officer, South Tripura.	...	1000.00	1000.00
24.	Printing & Stationery Department.	Shri B. N. Sarkar, Superintendent of Press.	355.00	390.00	745.00
25.	Education Department,	Dr. G. N, Chatterjee, Director of Edueation	370.40	...	370.40
		Shri I. K. Roy, Directnr of Education	7079.85	...	7079.85
		Shri M. C, Bhattacherjee, Dy. Director af Education	1386.65	...	1386.65
		Shri S. C. Jain, Hindi Education Officer.	1154.00	...	1154.00
		Shri A. K. Das Gupta, Dy. Director of Education.	2075.70	3714.75	5790.45
		Shri S. Banerjee, Officer-in-charge Educational Publication	1468.25	774.00	3242.25

1	2	3	4 Rs.	5 Ks·	6 Rs.
		Shri S. K. Ghosh, Statistical Officer.	1189.65	425.00	1614.65
		Smti. Ratna Das, Curater	489.70	500.00	989.70
		Shri B. K. Nandy, Principal, C. T. T. I.	376.00	450.00	826.00
		Smti. Arati Patri, Headmis tress, Shishu Behas, Agt.	571.90	...	571.90
		Shri S. P. Chakrabarty, Social Welfare Officer.	432.50	...	432.50
		Shri Bimal Bn. Gupta, Head Librarian.	359.00	...	359.00
		Shri S. B. Gupta, Prinipal B| B. Evening College.	1032.10	1111.60	2113.60
		Shri M. K. Chakraborty, Dy. Directnr (Youth Programme)	113I.85	...	1131.15
		Shri M. L. Das Gupta, Principal Tripura Engg. College.	2622.20	1872.15	4501.35
		Dr .P. R. Sen Gupta, Head of Deptt., Physics.	613.50	...	683.50
		Prof. R. M. Datta, Asst. Prof. in Mech. Edgg.	261.25	...	261.25
		Shri P. K. Bandopadyaya, Lecturer in Geological Deptt.	678.90	...	678.90
		Shri M. C, Baral, Lecturer in Mathematics.	438.80	...	438.80
		Dr. Mrs. N. Chatterjee, Head of Deptt., Psychalogy	261.60	...	261.60
		Dr, S. Tiwari, Reader in Mathematics.	365.00	...	365.00
		Shri A. K. Bhattachar.ee, Principal.	295.20	...	295.00
		Shri S. K. Majumder. Lecturer..	322.00	...	352.00
		Dr. H. L. Chatterjee. Principal, Wnmen's College,	633.43	...	633.43
		Shri B. K. Chanda, Sr. Lecturer.	326.00	394.00	720.00
		Shri G. C. Bhattacharjee, Prinoipal. B. T. (STT) College	626,50	1359.20	1985.70
		Shri A. K. Bhattacharjee, Principal, Poly. Institute.	1360.60	604.60	1994.90

1	2	3	4 Rs.	5 Rs.	6 Rs.
25.	Education Deptt. Contd.)	Shri Amal Bandopadyoya, Lecturer in Physics.	663.76	...	663.76
		Shri P. V. Nair, Dy. Director, Education. (Science Programme).	...	299.80	299.80
		Shri H. S. Dhar, Dist. Inspector of Schaols.	...	262.40	262.40
		Shri S. N. Saha, Dy. Director (Edn) NCC.	...	1367.00	1367.00
		Shri J. C. Banerjee, Dy. Director, Edn.	...	1226.00	1126.00
		Shri Birballav Saha, H. Master.	...	304.40	304.40
		Shrimati Prativa Dutta Gupta, Md. Mistress.	...	314.00	314.00
		Smt.Aparajita Roy, Md. Mistress.	...	300.00	300.00
		Smt, Raj Lakshmi Debi, Hd. Mistress.	...	508.10	508.10
		Shri S. C. Deb Barma, S. O. P. P.	...	400.00	400.00
		Prdf. A. K. Biswas, Hd. of Deptt. Mech. Engg.	...	262.90	262.90
		Shri M. R. Chakraborty, Reader in Methematics.	...	405.50	405.50
		Shri R. P. Roy, Head of Deptt. (Physics)	—	261.25	261.25
		Dr. J. B. Ganguly, Reader in Economics.	—	513.90	513.90
		Dr. A. R. Das, Lecturer in Zooloy.	—	354.02	354.00
		Shri Sekharesh Bhattacharjee Lecturer in Zoology	—	374.00	374.00
		Shri B. P. Majumder Lecturer.	—	340.00	340.00
		Shri A. K. Chakraborty, Sr. Lecturer in Chemistry.	—	307,50	307.50
		Dr. R. N. Dey. Head of Deptt. Bengali.	—	307.50	307.50
		Smti. Binapani Majumder. Sr. Lecturer.	—	280.00	280.00
		Shri Sailesh Bhattacharjee Head of Deptt.	—	287.50	287.50

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
		Shri Sushit Sarkar, Lecturer.	—	300.00	300.00
		Shri Birendra Kr. Sen, Lecturer.	—	340.00	340.00
		Shri Autul Rn. Datta, Lecturer in Civil Engg.	—	512.10	512.10
		Shri Kantimoy Ghosh, Lecturer in Electrical Engg.	—	612.10	612.10
26.	Police Depart ment	Shrl B. K. Mukerjee, IPS, Inspector General of Police.	2668.15	—	2668.15
		Shri B. J. K. Tampi, IPS, Asstt. I.G.P.	1000.00	1088.80	2088.80
		Shri P. S. Bawa, IPS. Supdt. of Police (West Tripura).	1071.25	—	1071.25
		Shri R. S. Bajaja, Dy. Supdt. of Police.	738.30	—	738.30
		Shri A. K. Bhattacharjee Dy. Supdt. of Police.	928.90	—	928.90
		Shri K. R. Chakraborty S. D. P. O., North.	877.00	—	877.00
		Shri B. R. Sur, IPS., Inspector General of Police.	—	4287.70	4287.70
		Shri S. P. Mehta, IPS, Asstt. I, G. P.	—	750.00	750.00
		Shri H. P. Majumder, Deputy Supdt. of Police.	—	1360.00	1360.00
		Shri B. L. Vohra, IPS, S. P. (C. I. D,)	—	1098.00	1098.03
		Shri S. K. Chatterjee, Addl. S. P. (West).	—	866.10	866.10
		Shri N. Gan Choudhury Addl. S. P. (C. I. D.)	—	397.75	397.75
		Shri R. N. Sheopory, Police Adviser.	—	6807.70	6807.70
		Shri I. M. Mahajan, OSD to Police Advisor.	—	7271.75	7271.75
		Shri R. C. Kochhar, IPS, Supdt. of Police. North Tripura.	—	944.00	944.00
		Shri C. Das Gupta, IPS, Supdt. of Poliee, South Tripura.	—	1014.35	1014.35

1	2	3	4	5	6
		Shri N. K. Balow Majumder, S. D. P. O., South Udaipur	—	816.75	816.75
		Shri R. S. Bazaz, Deputy Supdt. of Police, South Tripura.	—	625.00	625.00
		Shri K, K. Jha, Deputy Supdt. of Police, North Tripura.	—	796.00	796.00
		Shri K. R. Das Gupta, Asstt. Comdt. TAP	—	300.00	300.00
		Shri S. B. Chakraborty Asstt. Comdt. (Radio)	—	357.00	357.00
		Shri S. K. Mukheriee, Dy. Supdt. of Police.	—	900.00	900.00
		Shri R. Rakshit, Asstt. Comdt.	—	300.00	300.00

STARRED QUESTION NO. 810

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোটর ভেহিকেলসের টায়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা, থাকলে কি জাতীয়।

২) কত পরিমান টায়ার কোন কোন ব্যবসায়ী এজেন্টের মাধ্যমে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ বৎসরে ত্রিপুরায় সরবরাহ এসেছে ?

উত্তর

১) ৯০০×২০ এবং ৮২৫×২০ সাইজের টায়ারের বিক্রয়/বন্টনের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আছে।

২) তালিকা "ক"তে দেখানো হইয়াছে।

ANNEXURE "A"

QUANTITY OF TYRES IMPORTED BY THE DEALERS IN TRIPURA.

	Name of Dealers.	Size.	Lifted during 1972-73.	Lifted during 1973-74.
1.	S. Das & Co. , Agartala.	1000×20	10 Nos.	7 Nos.
		900×20	105 ,,	111 ,,
		825×20	90 ,,	83 ,,
		750×20	12 ,,	8 ,,
		700×20	10 ,,	2 ,,
		700×15	10 ,,	Nil.
		700×16	12 ,,	Nil.
		590×15	200 ,,	133 Nos.
		520×14	20 ,,	4 ,,
		600×16	315 ,,	248 ,,
			784 Nos.	596 Nos.
2.	M/S. S. Nahata & Sons.	900×20	154 Nos.	143 Nos.
		825×20	105 ,,	81 ,,
		750×20	32 ,,	3 ,,
		700×20	24 ,,	—
		900×16	4 ,,	—
		700×16	4 ,,	—
		600×16	161 ,,	135 ,,
		590×15	98 ,,	126 ,,
		520×14	4 ,,	12 ,,
		560×13	—	4 ,,
		350× 8	—	7 ,,
		700×15	—	6 ,,
			586 Nos.	517 Nos.
	Kamal Stores Supply.	1000×20	—	4 Nos.
		900×20	237 Nos.	313 ,,
		825×20	200 ,,	232 ,,
		750×20	37 ,,	Nil.
		700×20	31 ,,	Nil.
		900×16	24 ,,	4 ,,
		700×15	6 ,,	7 ,,
		700×16	2 ,,	5 ,,
		600×16	167 ,,	340 ,,
		590×15	132 ,,	175 ,,
		520×14	6 ,,	12 ,,
		350× 8	—	11 ,,
		350×10	—	9 ,,
		560×13	—	4 ,,
		400× 8	—	4 ,,
			842 Nos.	1221 Nos.

1	2	3	4
4. M/S. Auto Lubricant Stores.	1000×20	—	2 Nos.
	900×20	81 Nos.	69 ,,
	825×20	45 ,,	53 ,,
	750×20	4 ,,	—
	700×20	4 ,,	—
	750×16	8 ,,	4 ,,
	700×16	4 ,,	—
	600×16	46 ,,	39 ,,
	590×15	68 ,,	56 ,,
	520×14	12 ,,	10 ,,
		272 Nos.	233 Nos.
5. Agartala Motor & Accessories Co.	900×20	...	6 Nos.
	825×20	...	2 ,,
	600×16	60 Nos.	4 ,,
	520×14	NIL	10 ,,
	580×15	37 ,,	16 ,,
		97 Nos.	38 Nos.
6. Hind Automobiles.	900×20	132 Nos.	150 Nos.
	825×20	136 ,,	129 ,,
	750×20	14 ,,	14 ,,
	600×16	172 ,,	208 ,,
	590×15	83 ,,	105 ,,
	700×16	4 ,,	2 ,,
	300×19	—	4 ,,
	400×8	...	4 ,,
	900×16	18 ,,	2 ,,
	700×20	6 ,,	...
	350×8	4 ,,	...
	750×16	6 ,,	...
	520×14	14 ,,	...
		589 Nos.	618 Nos.
7. Sharma Automobiles.	900×20	28 Nos.	42 Nos.
	825×20	12 ,,	18 ,,
	750×16	...	2 ,,
	600×16	20 ,,	6 ,,
	590×15	85 ,,	37 ,,
	Mise	...	6 ,,
		95 Nos.	111 Nos.
8. Mobile House.	900×20	22 Nos.	12 Nos.
	822×20	22 ,,	15 ,,
	750×20	4 ,,	...
		48 Nos.	27 Nos.

1	2	3	4
9. Tripura Tyres.	900×20	...	70 Nos.
	825×20		54 ,,
	750×20		9 ,,
	700×16		8 ,,
	600×16		43 ,,
	590×15		34 ,,
	520×14		2 ,,
	400× 8		4 ,,
	300×19		4 ,,
	900×16		2 ,,
			230 Nos.
10. M/S. Sarala Stores. I. O. C. Agent.	900×20	6 Nos.	12 Nos,
	825×20	2 ,,	2 ,
		8 Nos.	14 Nos.
11 M/S. Saha Brothers, A. O. C. Agent.	1000×20	34 Nos.	18 Nos.
	900×20	64 ,,	60 ,,
	825 .20	44 .	31 ,,
		142 Nos.	109 Nos.
12. M/S. Biswas Brothers, DMN.	900×20	53 Nos.	32 Nos.
	825×20	59 ,,	36 ,,
	750×20	18 ,,	6 ,,
	700×16	2 ,,	NIL
	600×16	72 ,,	12 Nos.
	590×15	52 ,,	22 ,,
		256 Nos.	108 Nos.
13. M/S, Motor House DMN.	900×20	4 Nos.	—
	825×20	8 ,,	10 Nos.
	600×16	3 ,,	8 ,,
	590×15	2 ,,	8 ,,
		17 Nos.	26 Nos.
14. M/S. Welding House DMN.	900×20	18 Nos.	23 Nos.
	825×20	14 ,,	15 ,,
	750×20	10 ,,	15 ,,
	700×20	15 ,,	10 ,,
	600×16	20 ,,	18 ,,
	590×15	40 ,,	42 ,,
		117 Nos.	123 Nos,

UNSTARRED QUESTION NO. 837

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগে কয়টি উচ্চ বুনিয়াদি, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস আছে ?

২। কোন্ ছাত্রাবাসে কতজন ছাত্রছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা আছে ?

৩। কোন ছাত্রাবাসে কোন শিক্ষক থাকেন কিনা ?

উত্তর

১। উদয়পুর বিভাগে মোট ৪টি ছাত্রাবাস আছে, ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে।

২। ক) কে. বি. ইনষ্টিটিউশান—	৩০ জন
খ) উদয়পুর উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—	২০ ,,
গ) রমেশ উচ্চতর বিদ্যালয়-	৩৮ ,,
ঘ) চন্দ্রপুর কলোনী সিনিয়র বেসিক স্কুল—	২০ ,,

৩। রমেশ উচ্চতর বিদ্যালয়ে ২ (দুইজন) শিক্ষক থাকেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 860

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১।১।৭৩ইং হইতে ৩১।১২।৭৩ইং পর্য্যন্ত কতজন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে স্থায়ী ও অর্দ্ধস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেহ অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকলে তার কারণ। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

২। তিন বছর, ৫ বছর ও ১০ বছরের অধিক কর্মরত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অস্থায়ী কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

১। ১।১।৭৩ইং হইতে ৩১।১২।৭৩ইং পর্য্যন্ত মোট ২৪৯৯ জন, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে স্থায়ী বা অর্দ্ধস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হইয়াছে। উপরোক্ত সময়ে মোট ৪৬ জন স্থায়ী ও অর্দ্ধস্থায়ী করার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উহার কারণ নিম্নরূপ :—

(১) ভিজিলেন্স/পুলিশ মামলা থাকার দরুন।

(২) শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বিভাগীয় তদন্ত থাকায়।

(৩) শারীরিক অক্ষমতার জন্য,

(৪) চাকুরীর রেকর্ড অসন্তোষজনক থাকা বিধায়,

(৫) বিভাগীয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার জন্য—ইত্যাদি।

উক্ত ৪৬ জন কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় ১নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। তিন বছর, ৫ বছর, ১০ বছরের অধিক কর্মরত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অস্থায়ী কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় ২নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ANNEXURE—I (A. Q. No. 806)

Sl No.	Name of Department/ Offices	No. of persons declared permanent during Jan,'73 to December,'73					No. of persons declared quasi permanent during,'73 to Dec. '73					No. of persons considered unsuitable				
		Class I	Class II	Class III	Class IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Public Works Deptt.	—	4	81	12	97	—	—	136	49	185	—	—	18	—	18
2.	Education Deptt.	—	5	869	53	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Food & Civil Supplies	—	—	91	96	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Industries Deptt.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
5.	Health & F. P. Deptt.	—	—	49	37	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Agriculture Deptt.	—	—	—	—	—	—	—	84	—	84	—	—	5	—	5
7.	Settlement & Land Record.	—	2	89	32	123	—	—	3	4	7	—	—	1	—	1
8.	Panchayat Raj Deptt.	—	—	5	2	7	—	—	121	2	123	—	—	1	1	2
9.	Forest Department	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
10.	D. M. & Collector, North.	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	D. M. & Collector, South.	—	—	3	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	D. M. & Collector, West	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	District & Sessions Judge.	—	—	16	8	24	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
14.	Election Deptt.	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Evaluation Organisation	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	District Registrar. West.	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17.	Fire Service	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
18.	Employment Services & Manpower Planning Deptt.	—	—	12	1	13	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
19.	Labour Deptt.	—	—	16	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Inspector General of Police.	—	6	—	—	6	—	—	527	—	527	—	—	—	—	—
21.	Appointment & Services Department.	—	58	—	—	58	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5
	TOTAL :		75	1252	252	1579	—	—	871	56	927	—	5	36	5	46

ANNEXURE II (A. Q. No. 860)

Sl. No.	Name of Department, Offices.	Number of temporary Government employees serving for — more than 3 years				more than 5 years				more than 10 years				Remarks.
		Class I	II	III	IV	Class I	II	III	IV	Class I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Secretariat Admn. Deptt.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.	Apptt. & Services Deptt.	—	8	—	—	—	11	—	—	—	3	—	—	
3.	Public Works Deptt.	—	16	56	15	—	12	415	193	2	—	171	130	
4.	Forest Department.	—	4	60	43	—	1	19	21	—	—	4	4	
5.	Agriculture Deptt.	—	—	35	22	—	—	1	41	—	—	2	10	
6.	Industries Department.	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	1	—	
7.	Education Department.	4	63	1367	423	1	5	462	112	—	—	75	66	
8.	Health & Family Planning.	5	17	74	150	2	28	520	211	1	2	104	213	
9.	Food & Civil Supplies.	—	—	4	26	—	—	17	6	—	—	—	—	
10.	Cooperative Deptt.	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	7	—	
11.	Public Relations & Tourism.	—	—	2	7	—	—	1	4	—	1	—	1	
12.	Tribal Welfare Deptt.	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—	
13.	Settlement & Land Records.	—	—	—	—	—	—	3	12	—	1	14	—	
14.	Relief & Rehabilitation.	—	—	—	—	—	—	19	18	—	—	—	—	
15.	Animal Husbandry Deptt.	—	—	80	21	—	—	61	.18	—	—	2	6	
16.	Panchayat Raj Deptt.	—	—	7	1	—	—	292	—	—	—	133	—	
17.	Tribal Research Deptt.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
18.	Labour Department.	—	1	—	—	—	—	13	6	—	—	1	—	

ANNEXURE—II (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	Fire Services.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.	Employment Services & M. P.	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	
21.	Stationery & Printing.	—	—	8	5	—	—	30	5	—	—	7	—	
22.	Asstt. Transport Commissioner.	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—		
23.	Enforcement & Anti-Corruption.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.	District Registrar, West.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
25.	Prisons Directorate.	—	—	—	12	—	—	—	7	—	—	1	6	
26.	District & Sessions Judge.	1	9	10	10	—	—	1	1	—	—	1	—	
27.	L. S. G. Department.	—	—	—	—	—	1	11	2	—	—	—	—	
28.	Evaluation Organisation.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
29.	Statistical Department.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
30.	Election Department.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.	Inspector General of Police.	—	—	261	—	—	—	250	—	—	—	6	—	
32.	D. M. & Collector, North.	—	—	11	—	—	26	—	—	—	—	5	—	
33.	D. M. & Collector, South.	—	—	4	4	—	—	9	—	—	—	13	24	
34.	D. M. & Collector, West.	—	—	—	10	9	—	—	17	17	—	—	—	
35.	D. S. S. & A. Board.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
	TOTAL :	10	119	1976	650	13	86	2142	784	20	8	549	462	
		2,755				3,025				1,039				

UNSTARRED QUESTION NO. 867

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Welfare Activities Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন কোন অফিসে কর্মচারীদের জন্য রিক্রিয়েশন রুম ও ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে ?

২। উপরোক্ত ব্যবস্থা না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত অফিসগুলিতে রিক্রিয়েশন রুম/ক্যান্টিনের ব্যবস্থা আছে।

	বিভাগ/অফিস	রিক্রিয়েশন রুম	ক্যান্টিন
১।	সিভিল সেক্রেটারীয়েট	আছে	আছে
২।	কারা অধিকার (সেন্ট্রাল জেইল)	আছে	আছে
৩।	শিল্প অধিকার	আছে	আছে
৪।	পরিসংখ্যান বিভাগ	আছে	আছে
৫।	সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, ইলেক্ট্রিকেল সার্কল	আছে	আছে
৬।	এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ইলেক্ট্রিকেল ডিভিশন নং ৩	আছে	আছে
৭।	এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ইলেক্ট্রিকেল ডিভিশন নং ১	আছে	আছে
৮।	চিফ ইঞ্জিনীয়ার এর অফিস	নাই	আছে
৯।	এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশন (পাওয়ার)	আছে	আছে
১০।	একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ধর্মনগর	আছে	নাই
১১।	এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, তেলিয়ামুড়া	নাই	আছে
১২।	হাই কোর্ট, আগরতলা	নাই	আছে
১৩।	রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটি	নাই	আছে
১৪।	ওমেন কলেজ	নাই	আছে
১৫।	ডিরেক্টর, ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই	আছে	নাই
১৬।	ছামনু, টি, ডি ব্লক	নাই	আছে
১৭।	এস, ডি, ও কমলপুর	আছে	নাই
১৮।	বি, ডি, ও কমলপুর	আছে	নাই
১৯।	বি, ডি, ও খোয়াই	আছে	নাই
২০।	বি, ডি, ও কুমারঘাট	নাই	আছে
২১।	বি, ডি, ও জিরানীয়া	আছে	নাই
২২।	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	নাই	আছে
২৩।	এস, পি, কৈলাসহর	নাই	আছে
২৪।	এস, পি, উদয়পুর	নাই	আছে
২৫।	এস, পি, সদর	নাই	আছে
২৬।	এস, পি, (সি, আই, ডি)	নাই	আছে

১	২	৩
২৭। ডাইরেক্টর, ফায়ার সার্ভিসেস	নাই	আছে
২৮। পুলিশ ট্রেইনিং কলেজ, আগরতলা	আছে	আছে
২৯। ত্রিপুরা আরমড পুলিশ বেটেলিয়ন	আছে	আছে

অন্যান্য অফিসগুলিতে স্থানাভাবের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 884
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে আর্কিওলজিষ্টের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। এখনও কোন আর্কিওলজিষ্ট নিয়োগ করা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 909
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ছামনু T. D Block এ বিনামূল্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিলি করার পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে কি ?

উত্তর

২। স্কুলের সকল শ্রেণীর এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় না। বর্তমানে ত্রিপুরায় অনুমোদিত স্কুল সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছামনু টি, ডি, ব্লক এলাকায় অবস্থিত স্কুল সমূহে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 915
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই--তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে ছনখলার Social Centreটিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর জন্য কোন ঘর তৈরী করা হইবে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই। শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 942
By Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ও স্কুল বোর্ডিংএ বসবাসকারী তপশিল জাতির ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে কত ;

(খ) ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে ঐ সংখ্যা কত ছিল তার বৎসরভিত্তিক হিসাব ; এবং

(গ) ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদের মাসিক আবাসিক বৃত্তির (বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড) হার (কলেজ ও স্কুল পৃথকভাবে) ?

উত্তর

(ক) বর্তমানে স্কুল বোর্ডিংএ বসবাসকারী তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫৪ এবং ৪৪। কলেজ হোষ্টেলে বসবাসকারী উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সংগ্রহ করা হইতেছে।

(খ) বৎসর	স্কুল বোর্ডিংএ বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা			কলেজ হোষ্টেলে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৯৭০-৭১	৩৭১	৪৪	৪১৫	২৫	৭	৩২
১৯৭২-৭৩	৩২১	৩৯	৩৬০	২৮	২	৩০

(গ) স্কুল বোর্ডিং-এ বসবাসকারী উপজাতি ছাত্রছাত্রীগণ বোর্ডিং-এ থাকাকালীন মাথাপিছু দৈনিক ১.৫০ টাকা হারে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড পায়। পূজা ও গ্রীষ্মকাল কালীন সময়ের জন্য এই ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না। কলেজ হোষ্টেলে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের কোন হোষ্টেল ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না। তবে ম্যাট্রিকোত্তর স্তরে L. I. G. Scholarships Scheme এবং উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রবর্তিত Scholarships Scheme অনুসারে যে সকল ছাত্রছাত্রী ষ্টাইপেণ্ড পায় তাহাদের মধ্যে যাহারা কলেজ হোষ্টেলে থাকে তাহাদের ষ্টাইপেণ্ডের হার মাসিক ৪০ টাকা এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই ষ্টাইপেণ্ডের হার মাসিক ২৭ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 1030.
(CONSLOIDATED WITH A. Q. No. 1041)
By Shri Tapas Dey and
Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে মোট কতগুলি Gagetted Officer-এর Post রয়েছে ?

২। তার মধ্যে কতগুলি পদে এখনও লোক নিয়োগ করা হয়নি (প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব) ?

৩। শূন্য পদগুলিতে কবে পর্য্যন্ত লোক নিয়োগ করা হইবে ?

৪। শূন্য পদগুলিতে লোক নিয়োগ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের অধীনে মোট ১৬২৭টি গেজেটেড অফিসারের পদ আছে (১ম শ্রেণী ২২২টি ও ২য় শ্রেণী ১৪০৫টী)।

২। তন্মধ্যে বর্তমানে ৪২৮টি পদ পূরণের বাকী আছে। শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) প্রথম শ্রেণী—৫১টি পদ।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণী—৩৭৭টি পদ।

৩। শূন্য পদগুলি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে সত্বর পূরণ করা হইবে।

৪। শূন্য পদগুলি খালি থাকার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। অধিকাংশ পদগুলিই ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির পর সৃষ্টি হইয়াছে। শূন্য পদগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পূরণের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। কয়েকটি ক্ষেত্রে লোক সেবা আয়োগের নিকট সরাসরি প্রার্থী নিয়োগের (Direct Recruitment) জন্য পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। লোক সেবা আয়োগের সুপারিশ এখনও পাওয়া যায় নাই।

৩। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে (কারিগরী ও অকারিগরীক পদে)

৪। ব্যয় সংকোচের জন্য যে পদগুলি ৬ মাসের জন্য খালি ছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে সেগুলি পূরণ করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 1042.

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department to pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অরুন্ধুতিনগর সরকারী গুদামে রেশন জাতীয় দ্রব্য ওজন দেওয়ার জন্য যে বাট খারা আছে, সে বাট খারার প্রকৃত ওজনের হেরফের আছে ?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে বাট খারার ওজনে কারচুপির জন্য যে কর্মচারী দায়ী তাহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে কি ?

৩। যদি না নেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না। তবে কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রিয় গুদামে একটি কম ওজনের ২০ কে, জি, বাট খারার হদিস পাওয়া যায়।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY, the 9th April, 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly building Agartala on Tuesday, the 9th April, 1974, at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr.Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmik in the Chair. Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers, and 47 Members.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা রিজলিউশন ছিল যে আজকে সরকারী কর্মচারীদের অনুপস্থিতির ফলে হাউস চলবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার এই মোশন আমি এ্যালাউ করি নি। কারণ হাউস চলার মত ষ্টাফ আমাদের আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— হাউস মানে তো এক পক্ষ নয়, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— হাউস মিনস কোরাম আছে। আপনারা বসুন। হাউসের কাজ চলবে। আপনারা যার যার জায়গায় বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আপনি ওঁদের জায়গায় গিয়ে বসতে বলুন। তারপর আলোচনা করে ঠিক হবে হাউস চলবে কিনা। হাউসে পেনডামনিয়াম সৃষ্টি করে হাউস এ্যাডজর্ণ করলে একটা বেড প্রিসিডেন্ট হবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন। হাউসের কাজ অবশ্যই চলবে।

Question

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Bulu Kuki. Shri Madhusudan Das.

Shri Madhusudan Das :— Question No. 833.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :— Question No. 833.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারী সংখ্যা কত ?

খ) তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণী কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কত ?

গ) যদি সংরক্ষিত পদ শূন্য থাকে তাহলে কোটা অনুসারে পূরণের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি ?

উত্তর

ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীন তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৮৬ জন ও ৩৭৫৩ জন।

তন্মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
তপশিলী জাতি	৭	৩৮
তপশিলী উপজাতি	৮	৭৪

৫১টি ১ম ও ৩৭৭টি দ্বিতীয় শ্রেণীর খালি পদের মধ্যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির সংরক্ষিত।

খ) কোটা অনুসারে যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত পদগুলি পাওয়ার উপযোগী।

ক্রমিক নং	জাতির নাম	তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের সংরক্ষিত পদের সংখ্যা	
		১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী
১।	তপশিলী জাতি	৮টি পদ	৫৭টি পদ (আনুমানিক)
২।	তপশিলী উপজাতি	৪টি পদ	২৮টী পদ।

গ) সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি লোকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানদের যথারীতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত নির্দেশ যাহাতে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি বিভাগের অধিকর্তাকে প্রত্যেক বিভাগীয় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণের সময় নির্বাচন কমিটিতে রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদগুলি লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানকে অফিস মেমো (রিক্রুইটমেন্ট এ) যথারীতি সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Mr. Speaker : — Shri Nripendra Chakraborty. Shri Kalipada Banerjee.

Shri Kalipada Banerjee : — Question No. 980.

Shri Sukhamay Sen Gupta : — Question No. 980.

প্রশ্ন

ত্রিপুরা চা-বাগান সমূহে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া সরাসরি চাউল, গম, আটা সরবরাহ করে কিনা ?

উত্তর

না, মহাশয়।

Mr. Speaker :— Shri Ajoy Biswas, Shri Samar Choudhury, Shri Tapas Dey.

Shri Tapash Dey :— ... ...

(Interruption)

Shri S. M. Sengupta :— Question No. 720.

Questions

1. Whether Sri Subal Paul, a student was stabbed to death on 12.2.74. at Asram Choumuhani, Agartala, and
2. If so the names of persons arrested in connection with that murder ?

Answers

1. Yes Sir, death due to stabbing, near Math Choumohani, Agartala, as and not at Ashram Chowmohani, Agartala, as revealed from Ejahar and as gathered on investigation.
2. Shri Pradip Kumar Saha S/O. Shri Mono Mohan Saha of Dhaleswar, Nutan Palli, Agartala.

(the members of the opposition made a uproar interrupting the business of the Home.)

Mr. Speaker :— The House is adjourned for 10 minutes only.

(The House met again after 10 mts. None of the members of the opposition attended the sitting for the rest of the day).

VOTING ON DEMAND FOR GRANTS

Mr. Speaker :— Next item of business before the House is Voting on Demands for Grants. To-day in the list of business there are 5 (five) Demand Nos. 15, 30, 31, 37 and 23 to be disposed of.

Moreover, Demand Nos. 3, 12, 18, 19, 17, 33, 27, 40 and 16 outstanding as per list of business for 8. 4. 74 being carried over will be taken up first today, the 9th April, 1974.

There is one Cut Motion of Shri Ajoy Biswas on Demand for Grant No. 3.

Now the Question before the House is the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas on the Demand for Grant No. 3 that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

শ্রম আইন সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তির জন্য আলাদা আদালত না থাকায় শ্রমিক কর্মচারীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 20,35,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 3,90,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 3, Major Head 214-Administration of justice, 215—Election.

(The Demand was passed by Voice Vote).

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 12.

Now I am putting the Demand to Vote. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 28,45,000/- [inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 12.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— There are several Cut Motions on Demand for Grant No. 18. Now the question before the House is Cut Motion moved by Shri Bajuban Riyan that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"আগরতলা শহরে মশক নিবারণে সরকারী ব্যর্থতা।"

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. DebBarma to discuss on—

"খোয়াই পশ্চিম পাহাড় ও বেহালাবাড়ী এলাকায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের জন্য বরাদ্দ না থাকা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is the Cut Motion Moved by Shri Amarendra Sarma to discuss on—

"ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল হেলথ স্কীমে বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion moved by **Shri Abhiram Deb Barma** to discuss on—

'আগরতলায় একটি মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দ না থাকা সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Nripendra Chakraborty to discuss on—

'আগরতলা ভি, বি, হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা ব্যাপারে চরম অব্যবস্থা।'

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Niranjan Deb to discuss on—

'ম্যালেরিয়া নিরোধ কর্মচারীদের বেতন ভাতার স্বল্পতা ও চাকুরীর স্থায়ীত্বের অভাব '

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the cut Motion Moved by Shri Ajoy Biswas to discuss on—

"খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল নিবারণে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker:— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,91,80,000/- [inclusive the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Accounts) Bill, 1974,] be granted to to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 18.

(The Demand was agreed to by voice vote.)

Mr. Speaker :—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 19, I am putting the main Demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,41,000/-inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 19.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—There is no Cut motion on Demand For Grant No. 17. I am putting the main Demand to vote. The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 62,91,000/-[inclusive the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974.], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 17.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker:—There is one Cut Motion on Demand for Grant No. 33 of Shri Jitendra Lal Das. Now I am putting the Cut Motion to vote. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on 'Inadequacy of provision in the budget for water Supply and Sanitation.'

(The cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the main Demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 45,06,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (votes on account) Bill], 1974 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 33.

(The demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— There are two Cut Motions on Demand for Grant No. 27.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Gunapada Jamatia that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'পঞ্চায়েতের হাতে উন্নয়নমূলক বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Purna Mohan Tripura to discuss on—

'সমবায় মাধ্যমে স্বল্প ঋণ ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দের অভাব।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the main demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 54,80,000/- [inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Votes on account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 27.

(The demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 40. I am putting the main Demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 19,25,000/- inclusive the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 40.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :—There are several Cut Motions on Demand for Grant No. 16. Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Bajuban Riyan that the demand be reduced to Re. 1/- to disscuss on—

'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি না করার নীতি সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Bajuban Riyan that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'প্রতিটি মহকুমা শহরে কলেজ না খোলার নীতি সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amarendra Sarma to discuss on—

'স্কুলগুলিতে খেলার মাঠ ও সরঞ্জামের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নীতি সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amarendra Sarma to discuss on—

'ত্রিপুরার জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নীতি।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Amarendra Sarma to discuss on—

'মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত করে অবৈতনিক না করার নীতি।'

(The Cut Motian was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Samar Choudhury to discuss on—

'মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নীতি।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Anil Sarker to discuss on—

'প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ও সম্পূর্ণরকমে বিনা খরচে না করার নীতি।'

(The Cut Motion was lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'ত্রিপুরায় ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।'

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the main demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,92,52,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 16.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Motions for the Ministers have taken as moved and in absense of the movers of the Cut Motions, Cut Motions falls through.

Now I would request the Hon'ble Members, if they like they may discuss on the Demands.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এখানে ডিমাণ্ড নং ১৫, ৩০, ৩২, ৩৭ এবং ডিমাণ্ড নং ২৩ যেগুলি এখানে এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। আজকে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, বিরোধী দল নেতারা বেরিয়ে গেছেন। তারা সহজতর ভাবেই আজকে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। আর আমরাও উত্তর দিতে পারতাম। তবে যাই হউক, তাঁদের দিক থেকে তারা কোন বক্তব্য রাখেন নি, তাঁরা ওয়াক আউট করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দিক থেকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে, তাহাতে পরিকল্পনা এবং অন্যান্য খাতে যে সব অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যাতে ঠিকভাবে ব্যয়িত হয়, সেদিকে সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি রাখবেন এই আশা নিয়ে এই যে প্রস্তাবগুলি এসেছে তাকে আমি সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :— এ্যানি আদার মেম্বার্স টু স্পীক অন দি ডিমাণ্ড ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি হাউসে এসেছে আমি তা সমর্থন করি। আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার ফিফটিনে হাউসিংএ আছে সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীম, প্ল্যান্টেশান ওয়ার্কারদের জন্য। আদার ডেভেলাপমেন্ট আর একটা হেড আছে। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল ত্রিপুরার বাগানগুলি ঘুরে দেখার একটা কমিটির কাজের ব্যাপারে। সেই সময়ে আমরা দেখেছি অনেকগুলি বাগান তারা লেবারারদের শেডগুলি সরকারের নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করতে রাজী আছে। কিন্তু কোন্ স্পেসিফিকেশনে কাজ হবে সেটা এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে না দেওয়ার জন্য তারা এই যে সরকারী স্কীম আছে যেটার সুযোগ সুবিধা নিয়ে চা বাগানের যারা কর্মী, শ্রমিক তাদের হাউসের ব্যবস্থা করতে পারেন, তারা তা করতে পারছেন না। আরও একটা অসুবিধা হয় যে কোন কোন বাগান নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের ফাণ্ড দিয়ে যদি লেবারারদের শেড তৈরী করতে চান তাহলে অনেক সময় সিমেন্ট, জি. সি, আই, শীট এইসবের অভাবের জন্য পারেন নি। কাজেই বাগানের লেবারারদের, একটিমাত্র যে ইন্‌ডাষ্ট্রি টী ইন্‌ডাষ্ট্রি, সেই লেবারাররা যাতে আইনে যেটুকু সুযোগ সুবিধা দেয় সেই সুযোগ সুবিধা যাতে তারা পায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করবেন এবং যে স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী ঘর হওয়ার কথা সেই স্পেসিফিকেশান ঠিক করে বাগানগুলিকে যদি জানিয়ে দেন তাহলে বাগানের তাদের যে টাকা খরচ করার কথা এবং সরকার থেকে যে সাহায্য পাওয়ার কথা সেই সাহায্য নিলে তারা প্রত্যেকটি বাগানে এই স্কীম চালু করতে পারেন।

ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টিতে এনিমেল হাজবেনড্রী এবং ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট। ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টের কাজ আমরা দেখেছি আগরতলা শহরের আশে পাশে কাজ চলছে, মফঃস্বলের কোন জায়গায়—তেলিয়ামুড়াতে একটা সেন্টার আছে। কিন্তু ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টের কাজ ত্রিপুরার প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে যাতে করা যায় তার জন্য এনিমেল হাজবেনড্রীর ভারপ্রাপ্ত যিনি মন্ত্রী আছেন তাঁকে আমি অনুরোধ করব, কারণ দুধের এত অভাব ত্রিপুরায় যে বর্তমানে শিশুদের জন্য বা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ ত্রিপুরাতে পাওয়া যায় না। কাজেই এই ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট স্কীমটা সমগ্র ত্রিপুরাতে যাতে এক্সটেনশান করা যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাতে ব্যবস্থা করেন সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব।

ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি সেভেন—ট্রাইবেল রিচাস´। কাজটা কিভাবে করছেন তা আমি ঠিক জানি না। তবে ট্রাইবেলদের সম্পর্কে—ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা নানাবিধ কারণে, বিশেষত অত্যধিক উদ্বাস্তু পূর্বপাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেওয়াতে এবং ত্রিপুরার যে জনসংখ্যা, তার মূল যে জনসংখ্যা ছিল, তার উপর আরও থ্রি হানড্রেড পারসেন্ট অতিরিক্ত উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করাতে আদিবাসীদের যে জীবন ব্যবস্থা ছিল তা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা যদিও করা হয়েছে কিন্তু হাজার হাজার বৎসরের যে জুমিয়া চাষে তারা অভ্যস্থ, তাদের পুনর্ব্বাসনের যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাদের ঠিক সদ্ব্যবহার তারা করতে পারে নি। আদিবাসীদের যে অংশ বুদ্ধিমান, যারা জমিতে চাষ করে দীর্ঘদিন যাবত তাদের যেমন একদিক দিয়ে অবস্থার উন্নতি হয়েছে আবার অন্যদিকে জুমিয়া যারা তাদের অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। খরা, অতি বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য তাদের যে জুমের চাষ সেই চাষ ব্যহত হয় এবং বর্তমান ব্যবস্থায় যেভাবে তারা স্থায়ীভাবে পুনর্বসতি নিয়ে বসত করতে পারেন তাতেও তারা অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। যে অংশ আদিবাসীদের মধ্যে জমি চাষে অব্যস্থ হয়ে গেছেন তারা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারছেন। আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে তারা অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু জুমিয়া যারা তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে যে রিচাস´ চলেছে সেই রিচাসে´র মাধ্যমে তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণভাবে এবং যাতে তারা জীবন ধারণ করতে পারেন, পূর্ব্বের যে অবস্থা, জুমচাষ করে বাঁচার চেষ্টার সেটা না করেও যাতে তারা হরটিকালচার করে বা জমি চাষ করে তারা যাতে বাঁচতে পারেন সেই ব্যবস্থার দিকে নজর দেবার জন্য বলব। আমি যখন এ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি—২৬ বছর আগের কথা, তখন আদিবাসীদের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিনি। কিন্তু এখন মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে আদিবাসীরাও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। তারা এই যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এর একটি মাত্র কারণ যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জমির উপর অত্যন্ত চাপ এবং জুম চাষ—যে চাষে তারা অভ্যস্থ সেই জুম চাষটাও পরিত্যাগ করতে পারছে না। অপর দিকে জমিতে চাষে যেভাবে আত্মনিয়োগ করা দরকার সেইভাবেও তারা সক্ষম হচ্ছে না। কাজেই যে অবস্থায় ছিল. আগের দিনে তাদের পল্লীতে কোন দরিদ্র বা তাদের যদি কোন রোগী বা নিজের যদি তাদের জীবিকার সংস্থান না থাকত তাহলে ঐসব পল্লীর প্রধানরা চৌধুরী যারা আছে, সর্দ্দার যাদের বলা হত তারা তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আজকে কঠিন জীবন সংগ্রামে আদিবাসীর সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়াতে এইসব লোককে আজকে খাওয়াবার কেউ নেই। যদিও আমাদের স্টেটের কয়েকটা সেন্টার আছে, যাদের কেউ নেই আতুর, নিরাশ্রয় তাদের ব্যবস্থা করার জন্য সেই ব্যবস্থা এমন পর্যাপ্ত নয় যে কোন আদিবাসী যদি অত্যন্ত দুঃস্থ ও নিস্ব হয়ে থাকে তাহলে ওদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই বিশেষভাবে আদীবাসীদের যে জীবন ব্যবস্থা ছিল তা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই তাদের যে বর্ত্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কিছুসংখ্যক লোক আছে জুম চাষে যারা অভ্যস্থ তাদের সম্পর্কে সরকার যাতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করেন এবং যে নীতি বর্তমানে চালু আছে তার ভুলত্রুটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে যাতে পুনর্বাসন সুষ্ঠু এবং সুস্থভাবে সম্পন্ন হয় তার দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি বলব। এই কথা বলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— এনি আদার অনারাব্যল মেম্বার, উইলিং টু পার্টিসিপেইট টু ডিসকাশন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৭, ৩১, ৩৭ এবং ২৩ যেটা এসেছে তাকে আমি সমর্থন করি। স্যার, এনিমেল হাজবেণ্ডারী ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩, মেজর হেড হল ৩১০। আজকে স্যার, ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে গিয়ে যে জিনিষটা চিন্তা হয় গ্রামে কৃষকের ৮০ জনই, ৮০ জন কেন, সেন্টপারসেন্টই স্যার, গরু এবং লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে। কিন্তু গ্রামে গরু চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু কিছু হচ্ছে। কিন্তু ব্যপকভাবে যদি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় প্রতিটি গাঁও সভায় অন্তত: একটি করে ষ্টকম্যান সেন্টার এবং ভেটেনারী ডিসপেনসারী অন্তত: দুই তিনটা গাঁওসভা অন্তর একটা ভেটেরনারী ডিসপেনসারী গড়ে উঠা দরকার স্যার। গ্রামে এমনও দেখা গেছে যে, যখন গোমড়ক আরম্ভ হয়, তখন সুষ্ঠু চিকিৎসা ঠিক দূর থেকে ডাক্তার করতে পারেন না। আবার এক রকম রোগ আছে স্যার খোড়া গিরে নামে এক রকম রোগ গ্রামে দেখা যায়, সেটার কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না। বিলোনীয়া টাউনে আমরা স্যার, যে, নলুয়া বা জোলাইবাড়ী থেকে লোক এসে, বিলোনীয়া থেকে পাউডার নিয়ে যেতে হয়, তারপর রোগের চিকিৎসা করতে হয় যদি গ্রামের গরু চিকিৎসার আরো উন্নতি না হয়, তাহলে গ্রামের কৃষকের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব, আমরা ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করি, এই কার্যসূচী যাতে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে গরু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উনারা নেবেন। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩, এতে সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে বলা আছে। আমরা দেখছি স্যার, ত্রিপুরার ট্রাইবেল মেয়েরা আমাদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে। এর মধ্যে বেশী অংশ ট্রাইবেলই, ভূমিহীন জুমিয়া। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও সেখানে দেওয়ার কতকগুলি অন্তরায় ঘটে যায়। যেমন ল্যাণ্ডলেস এবং ঐ যে যে জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে এখানে গাছ ইত্যাদি যে রয়েছে সেই সম্পর্কে যদি ক্লিয়ারেনস নিতে হয় তাহলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে নিতে হয়। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বলে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট করুক, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেন্ট বলে ডি, এম, করুক, এমনি করে বছরের পর বছর আমাদের টাকা ফিরে যাচ্ছে স্যার। টাকাটা ঠিক ব্যয় হয় না। কাজেই এটা সহজতর উপায়ে যাতে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দিতে গিয়ে ফরেষ্টের ঝামেলা, ডি, এম, এর ঝামেলা, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেন্টের ঝামেলা, তিনটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে, এটা তো শ্রেণী সংগ্রাম স্যার, কেউ কাজ করতে চাইছে না। ট্রাইবেলরা বাঁচলো কি মরলো এইদিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না। কাজেই এইখানে মনে হচ্ছে, স্যার, ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেনটে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে। এইটা অন্তত: সরকার দেখুক, আরো সহজ উপায়ে ফরেষ্টের ঠেলাঠেলি থেকে বেঁচে গিয়ে ট্রাইবেলরা জমিতে পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা আরো তাড়াতাড়ি পায়, এই দিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেন। আমি দেখেছি স্যার, বিলোনীয়া পূর্ব লক্ষীছড়া, নলুয়াছড়া, জয়াইপাল, বীরেন্দ্রনগর, রতনপুর, পশ্চিম পাহাড়-এর একটা বিস্তীর্ণ অংশ, কাঠালিয়াছড়া

রাজারপুর, এইসব স্থানে স্যার, প্রচুর ভূমিহীন আদিবাসী আছে, আবার জমিও আছে স্যার। কিন্তু ঐ জমি ফরেষ্ট এর আণ্ডারে। হয়ত বা প্রটেক্টেড ফরেষ্ট, অথবা দখল করে ফরেষ্টের জন্য রাখা হয়েছে। এইখানে ট্রাইবেল মিনিষ্টার আছেন। এরা জানেন, সাবরুমের শিকারী বাড়ী, কলাছড়া, শিলাছড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর জমি আছে স্যার, প্রচুর জমি থাকা সত্বেও ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দিতে পারছেন না, সরকার। কাজেই এই যে ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর-এর থেকে ট্রাইবেলদের বাচানোর জন্য অন্তত: একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা হওয়া উচিত স্যার।

ফুড নিউট্রেশান ২৩ ডিমাণ্ড, মেজর হেড ৩০৯, এইটা সম্পর্কে আমার অভিযোগ আছে স্যার। আমরা প্রতি বছর এই ফুড এণ্ড নিউটেশান সেনটারের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করছি, সেই টাকাটা ফিরে যাচ্ছে, স্যার। আজকে ৬ মাস পর্য্যন্ত বিলোনীয়ার রাজনগর ব্লকে কোন নিউট্রেশান সেনটার নেই, স্যার! সব বন্ধ হয়ে গেছে। টাকাটা খরচ করা হচ্ছে না। কাজেই এই যে টাকা আমরা বরাদ্দ করলাম, এই টাকাটা ফিরে যাবে। এটা স্যার, আমার কেমন যেন খটকা লাগছে। এইসব দিকে সরকারের বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। এই যে ফিডিং সেনটার, এগুলিকে সচল করা উচিত। গ্রামের দু:স্থ ছেলে, গ্রামের শিশুরা যাতে সুষম খাদ্য পায়, এই নিউট্রেশান সেন্টারের মারফতে, তার জন্য সরকারের যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত, না হলে আমরা এখানে শুধু টাকাটা বরাদ্দ করলাম, টাকাটা ফিরে গেল, এটার কোন অর্থ হয় না স্যার।

আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সয়েল ও ওয়াটার কনজার্ভেশান, যে ডিমাণ্ড, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১, মেজর হেড হচ্ছে ২০,৭৩১৩। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে স্যার। সেদিন আমার এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার আমায় জানিয়েছেন যে, রবারের উৎপাদন বেড়ে গেছে, এটা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এ ছাড়া ফরেষ্ট ডিপার্টমেনটের কুমিড়া পাতা থেকে সরকারের একটা বিরাট আয় হচ্ছে এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেনটকে আমরা বলছি যে এমনভাবে কাজ করা উচিত এই ফরেষ্ট যা জনসাধারণের ফরেষ্ট কাজেই জনসাধারণের মধ্যে এমন ভাব সৃষ্টি করতে হবে যে এই ফরেষ্টের মালিকই জনসাধারণ। এখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টটা জনসাধারণের কাছ থেকে একটু দূরে রয়েছে। যেন এটা একটা অরি ভাব চলছে। ফরেষ্ট কাজ করতে চায়- পাবলিক বাধা দিচ্ছে কোথাও কোথাও, এই অরি ভাবটা দূর করার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এমন ভাবে কাজ করা উচিত যেন এই সমস্ত ফরেষ্টটাই, সমস্ত বন সম্পদটাই পাবলিকের। দেখবেন যদি এই মনোভাব সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ফরেষ্ট ত্রিপুরাতে আরো বেড়ে যাবে এবং আমাদের ত্রিপুরার অর্থনীতির বুনিয়াদও আরও দৃঢ় হবে। কাজেই স্যার, আমি এখানে বলব, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, এইখানে যে উচু টিলা আছে, সেইসব টিলা তারা দখল করে ফরেষ্ট রিজার্ভ করুক। যেখানে আমাদের পতিত জমি আছে, লুঙ্গা জমি আছে, সেইসব জায়গায় ট্রাইবেল এবং ভূমিহীন যে সব লোক আছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যাতে ছেড়ে দেয়। অবশ্য আমি বলিনা যে ব্যাপকভাবে এটা করুক যে সব জায়গায় সুবিধামত জায়গায়, ভূমিহীন কৃষকদের আমরা জমি দিতে পারি এই ব্যবস্থার জন্য

ফরেস্ট ডিপার্টমেনট অন্তত একটা প্রগ্রেসিভ মনোভাব রাখবেন, এই বিশ্বাস আমি করি। কাজেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে গিয়ে, আমি এ কথাই বলব যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেনট যে একটা জনসাধারণের সম্পদ এই মনোভাব গড়ে তোলার জন্য অন্তত ব্যাপক প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। মাননীয় সদস্য একজন সুবক্তা, একজন পার্লামেন্টারিয়ান।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে হাউসের সামনে, সেগুলি আমি সমর্থন করি। আর এই সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথমে চিন্তা করতে হয় ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ এ্যানিমেল হাজব্যাণ্ড্রী সম্পর্কে। এ্যানিমেল হাজব্যানড্রী ডিপার্টমেন্ট, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরার পক্ষে। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ আমরা কৃষক। গোধন, হালের বলদ, গাভী ইত্যাদির দ্বারা কৃষকদের চলতে হয়, এদের সাহায্যে চলতে হয়, কাজেই আজকে আমাদের এনিমেল হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্টকে এমনভাবে দেখব এবং বরাদ্দকৃত অর্থগুলি এমনভাবে খরচ করব যাতে কৃষকদের প্রকৃত উপকারে আসে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি যেমন সরকারের একটা ভাল প্রচেষ্টা রয়েছে যে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে একটা উন্নত ধরণের গরু চাষের জন্য ক্যাটল ফার্ম করব, ফডার ফার্ম করব, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই, সদিচ্ছা রয়েছে, কিন্তু সেখানে আমি আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই, আমরা আগেও বলেছি যে জনসাধারণের কল্যাণে সরকার থেকে যে সমস্ত কাজ করা হবে, তাতে চিন্তা করতে হবে জনসাধারণের কিছু মাত্র ক্ষতি না করে কি করে সেটা সফল করা যায়। যেমন দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে যে ফার্মটা হবে সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অনেক উদ্বাস্তু পরিবার—তারা সেখানে অনেকদিন থেকে পুনর্বাসন পেয়ে বসবাস করছে। তাদের দখলিকৃত খাস ভূমি তাদের আবাদিকৃত জমি, সেইসব দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, সেই ফার্ম করতে গেলে যাতে তাদের ক্ষতি না হয়, সেইদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় স্টকম্যান সেন্টার এবং ডিস্‌পেনসারী রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গাতে, সরকার থেকে শুধু ভাড়ার উপর নির্ভর না করে জনসাধারণের কল্যানের জন্য, আমরা যতটুকু সম্ভব পাক্কা বাড়ী—আস্তে আস্তে সেখানে ডিপার্টমেন্ট'এর বাড়ী করে সেখানে আমরা যদি সেই সমস্ত কাজ চালাই, ডিসপেন্‌সারী এবং স্টকম্যান সেন্টারের, তাহলে সেটা আমি মনে করি অত্যন্ত ভাল হবে। কারণ জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা চাই যে সরকার এখানে একটা স্টকম্যান সেন্টার করবে, আপনার ঘর দিন। জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে তাদের প্রয়োজনে, অনেক কষ্টে—কারণ অনেক গ্রামে হয়তো ঘর পাওয়া যায় না, ভাড়া বাড়ী পাওয়া যায় না, তবুও তারা জোগাড় করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট'এর একটা প্যারাডক্স মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছি—সেটার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আগেই আমি বলেছি এবং সেইদিকে সরকারকে নজর রাখতে বলছি যে মানুষের কল্যাণের জন্য বাড়ী ভাড়া

করে যে ডিসপেন্সারী এবং স্টকম্যান সেন্টার করব, সেখানে যেন মানুষের মনে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় অন্য কোন ভাবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি পূর্ব নওয়াগাঁও বলে একটি ভিলেজ, সেই ভিলেজে স্টকম্যান সেন্টার করা হবে, সরকার থেকে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, সেটার জন্য জনসাধারণ ঘর দিতে পারছে না। পঞ্চায়েত আগ্রহ নিয়ে সেখানে ঘর দিয়েছে যে সেখানে স্টকম্যান সেন্টার হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত দুঃখের সংগে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে আজকে চার বছর চলছে সেই ঘরের এক পয়সা ভাড়া পাওয়া যায়নি, এতে হয়তো দেখা যায় যে জনসাধারণ সরকারকে আজকে সাহায্য করতে, সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে, ভবিষ্যতে সেইভাবে আসতে পারবে কি না মনে সন্দেহ জাগছে। কারণ যদি চার বছর একটা বাড়ীর ভাড়া পাওয়া না যায় তাহলে কি করে সেটা সম্ভব? সেখানে অসুবিধাটা কি? সেখানে অসুবিধাটা হচ্ছে এ্যাসেসমেন্ট করবে কে? এ্যাসেসমেন্ট করবে পি, ডবল্য, ডি। এ্যানিমেল হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের লেখা হয়েছে যে তোমরা এ্যাসেসমেন্ট করে দাও, আমরা ভাড়া দেব। কিন্তু পি, ডবলিউ, ডি'এর অবসর নেই, সুযোগ নেই, তারা পারছে না, তাদের স্টাফ নেই। কিন্তু জনসাধারণত তার জন্য সাফার করতে পারে না। চার বছর চলছে, একটা পয়সা সেখানে ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সরকার থেকে আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণের কল্যাণে যে স্টকম্যান সেন্টার, 'জনসাধারণের উপকারার্থে যে করা হল, সেখানে আবার আরেকটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে গেলে, তাতে স্টকম্যান সেন্টার চলবে কিনা সন্দেহ আছে। ভাড়া যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে হয়তো সেটা শিফট করতে হবে এবং যদি শিফট করতে হয়, তখন হয়তো দেখা গেল যে ভাড়া বাড়ী পাওয়া গেল না, তখন সেখান থেকে স্টকম্যান সেন্টার উঠিয়ে দিতে হবে। কাজেই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার এর যে প্রচেষ্টা সেটা ব্যর্থতায় পরিণত হবে। সেই ব্যর্থতার জন্য আজকে জনসাধারণ দায়ী নয়, জনসাধারণ দায়ী আমরা বলতে পারি না। কারণ জনসাধারণে. সেখানে আগ্রহ আছে, তারা এগিয়ে আসছে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য, কাজেই সরকারী তরফ থেকে এই যে একটা টেকনিক্যাল অসুবিধা—অথচ সেখানে শোনা যায় যে তাদের তরফ থেকে একথাও বলা হয়েছে যে আপনারা ভাড়া দিন, সেই ভাড়া যদি এ্যাসেসমেন্ট মত দেখা যায় বেশী হয়ে গেছে, তাহলে সেটা ফেরত দেওয়া হবে, আমরা বণ্ড দিচ্ছি, আর যদি পাওনা থাকে, সেটা আপনারা সেটা পরবর্তী সময়ে দেবেন। ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে সেটা নাকি করা হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, আজকে ৪ বছর চলছে। শুধু এটাই নয়, আমি জানি আরও কয়েকটি যায়গায় ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না. এই অসুবিধার জন্য। জনস্বার্থে সরকারকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—যে আমরা সে সমস্ত কাজ করব, সেই সমস্ত কাজ সবদিক বিবেচনা করে কাজ করব, শুধু এক তরফা, একটা দিকে চিন্তা করে কাজ করতে গেলেই বিভিন্ন কাজে ইমপ্লিমেন্টেশানের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা এসে যাবে।

আরেকটা জিনিষ হচ্ছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭—সেখানে ক্যাপিটাল আউটলে অন পাবলিক হেল্থ এণ্ড সেনিটেশান এণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে পাবলিক হেল্থ, সেনিটেশান এণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আগরতলা শহরের অবস্থা কি দেখছি? যতই চেষ্টা করা হউক না কেন,

আমরা জানি মিউনিসিপ্যালিটির জন্য যে অর্থ দিচ্ছি লোক্যাল সেল্ফ গভর্ণমেন্টকে সেখানে অর্থের স্বল্পতা রয়েছে, যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আমরা দিতে পারছি না, কিন্তু তথাপি যখন দেখি আজকে রাস্তায়, ড্রেনে যেখানে আজকে মশকের উৎপত্তি, সেখানে আজকে দেখছি রাস্তাঘাটের বিশৃঙ্খলা, অনেক কিছু আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে, সেইগুলও আমরা পরিষ্কার করতে পারিনা, ঠিক ঠিক মত, সময় মত, সেটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়, সেখানে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। পাবলিক সেনিটেশান দ্বারা আমরা দেখব জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঠিক ঠিক মত রক্ষিত হচ্ছে কি না, সেইদিকে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে এবং সেইদিকে তাদের দায়িত্বে অবহেলা করছে কি না সেটা আমরা দেখছি না। কিন্তু সেখানে অনেক ত্রুটি রয়েছে, আমাদের সেই ত্রুটিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মানুষ এবং অপোজিশান আমাদের এইভাবে সমালোচনার ভিতর দিয়ে ঘায়েল করতে না পারে।

এরপর হচ্ছে ফরেষ্ট, ডিমাণ্ড নাম্বার--৩১, ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট রেভিনিউ দিনের পর দিন বাড়ছে, অত্যন্ত আনন্দের কথা এবং ফরেষ্টের কার্যকলাপ, সেটা অত্যন্ত সন্তোষজনক, এখানে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা বিভিন্ন রাজ্যে দেখেছি যে ফরেষ্ট থেকে ফলের বাগান করছে—আমের বাগান, ইত্যাদি করছে। আমরা মাদ্রাজে দেখেছি, অন্ধ্রে দেখেছি এবং অন্যান্য ষ্টেটে দেখেছি যে এইসব বাগান এগ্রিকালচার নয়, ফরেষ্ট থেকে তারা ডিপার্টমেন্টাল বাগান করছে। সেই বাগান থেকে আয় হচ্ছে। যে সমস্ত জায়গাতে আমরা ফসল করতে পারব না, কোন কিছু করতে পারব না, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা এইসব বাগান করতে পারি ফরেষ্ট থেকে। ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে আনারস এবং কাঁঠাল এবং লিচু এত ভাল হয় যে একমাত্র কেরলা ছাড়া অন্য কোন ষ্টেটে তা ভাল হয় না। কাজেই আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুধু আজকে রাবার বাগান করব, সেগুন বাগান করব সেটা অত্যন্ত ভাল কথা, কিন্তু সেগুলি যেমন করব, তার সংগে সংগে ডিপার্টমেন্ট থেকে ফলের বাগানও করুক সেটা আমাদের ইচ্ছা। আশা করি সেই সমস্ত ফলের বাগান এখানে করা হবে। শুধু কাজু বাদাম নয়, বড়মুড়ার রাস্তার পাশে কিছু কাজু বাদাম করলাম; সেটা মস্ত বড় কথা নয়, কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা অন্যান্য ফলের বাগান করতে পারবনা, সেটা আমি বিশ্বাস করিনা। কাজেই সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

আরেকটা কথা হচ্ছে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৭—ট্রাইবেল রিচার্স সম্পর্কে এবং সেটার মেজর হেড হচ্ছে ২৮৮—সোশাল সিকিউরিটি অব সিড্যুল কাস্ট, সিডল ট্রাইবস এণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। সেখানে ট্রাইবেল রিসার্চ ডাইরেকটরেট হয়েছে, অত্যন্ত আনন্দের কথা। আজকে সরকার সেই ডাইরেকটরেটের মাধ্যমে ট্রাইবেল, সিড্যুল কাষ্ট এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, এদের সম্পর্কে রিসার্চ করছেন, চিন্তা করছেন, অত্যন্ত খুশির কথা। কিন্তু সেখানে আমাদের দেখতে হবে এই যে অনগ্রসর সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের আমরা কি উপকার করতে পারি, কি উন্নতি করতে পারি, গ্রান্ট, লন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কিভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেজর হেড, ৩০৯, সেটা হচ্ছে ফুড এণ্ড নিউট্রিশান সেন্টার, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র খোলা হচ্ছে। আমি সরকারকে অনুরোধ করব, সরকার যেন ডিসট্রেসড পকেটসগুলিতে, আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে, যেখানে গরীব শ্রেণীর লোকেরা রয়েছে বেশীর ভাগ, সেখানে সেইসব সেনটার খোলা হবে। কোন এম,এল, এর কথায়, কোন অফিসারের কথায়, কোন ব্যক্তিগত লোকের রিকমেণ্ডাশনে শুধু শহরের কাছাকাছি অথবা রাস্তার পাশাপাশি সেই-গুলি খোলার জন্য নিষেধ করছি আমি সরকারকে, আমি পরামর্শ দিচ্ছি যাতে এইসব দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ সমালোচনা আসছে এই ব্যাপারে। যখন কাঞ্চনপুর এত ডিসট্রেড পকেটস, সেখানে গরীব আদিবাসী অঞ্চল রয়েছে, সেখানে যখন আদিবাসীরা বলছে যে আমাদের এখানে নিউট্রিশান সেনটার নেই, আর সহরের কাছে, আমার বাড়ীর সামনে—আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি, একটা নিউট্রিশান সেনটার দিয়ে দিল, এটাতে রিপার্কাশান হয়, আদিবাসীদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, এবং এই সুযোগ অপজিশান নিয়ে সরকারকে বিভিন্ন দিক থেকে ঘায়েল করে। কাজেই এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখায় জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আরেকটা হচ্ছে লেবার এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট। লেবার এণ্ড এমপ্লয়-মেনটে অবশ্য ফরেষ্টের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। সেটি শুধু ফরেষ্ট নয়, চা বাগানের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে শ্রম দপ্তর যেটা রয়েছে, সেই শ্রম দপ্তরের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই চা বাগান, বা অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে রয়েছে, সেইগুলি সম্পর্কে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আজকে দেখা যায় সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ রয়েছে, সেখানে তাঁদের বোলডনেস নেই। তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে, সোচ্চারে, সাগ্রহে এগিয়ে যেতে চাইছেনা। তাদের এই দুর্বলতা কেন আমি বুঝতে পারছিনা। সেখানে ট্রিপারাটাইট হচ্ছে—ত্রিপাক্ষিক মিটিং হচ্ছে, সেখানে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি—আমি উদাহরণ দিতে চাইনা, আমি জেনারেলি বলছি, শ্রম দপ্তর এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না. সাহস নেই, কেন ? শ্রম দপ্তর কি তাদের টাকা দেবে, তাঁদেরকে ঋণ দেবেন, তাঁদেরকে গ্রানট দেবেন ? দেবেন না। শ্রম দপ্তর রয়েছে শ্রমিক এবং সরকারের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষার জন্য, একটা সমস্যা সমাধানের জন্য। সেখানে শ্রম দপ্তর কোন কোন ক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাই পিছিয়ে থাকেন সেটা আমি অন্ততঃ ভালভাবে নিতে পারছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমপ্লয়মেনট সম্পর্কে আমরা দেখছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা সরকার এমপ্লয়মেনট দিচ্ছেন—এবং আগের তুলনায়, সেনট্রাল স্পনসরড স্কীম যে রয়েছে—হাফ এ মিলিয়ন অব স্কীম, সেই স্কীমে কিছু কিছু এমপ্লয়মেনট হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা অত্যন্ত খুশির বিষয়, কিন্তু সেটা যদি কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে সমালোচনা করতে যাই, তাহলে বলতে হয় যে সেই ক্ষেত্রে আজকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হচ্ছে বলার বোধ হয় সুযোগ নেই। যদি হত, তাহলে আজকে আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম যে এই যে সুষ্ঠু এ্যাপয়েনটমেন্ট হয়, তারমধ্যে আমরা শতকরা ৯০ ভাগ লোক, একমাত্র যাদের পরিবারে কোন লোক চাকুরী করছেনা এবং যারা সিনিয়রিটি নিয়ে অনেক আগে পাশ করে বসে আছে এবং তাদের অবস্থা

খারাপ, এমনলোককে শতকরা ৯০ ভাগ চাকুরী দিয়েছি; একথা আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারব না। কারণ যে কোন কারণেই হউক, হয় সেটা ডিপার্টমেনটের কারসাজিতে অথবা অন্য কোন কারণে, অথবা আমাদের কোন দুর্বলতার দরুন আজকে সেখানে এমপ্লয়মেণ্টের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। ভবিষ্যতে যে এমপ্লয়মেনট হবে সেই সমস্ত দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি সরকারকে সেইভাবে অনুরোধ রেখে, ডিমাণ্ডগুলির উপর সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার ডঃ বিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, তার প্রতি আমি আমার পূর্ণসমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন করতে গিয়ে গঠনমূলক কয়েকটি কথা আমাকে তুলে ধরতেই হবে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ সেখানে এ্যানিমাল হাসবেণ্ডারী, তাতে টাকা রাখা হয়েছে। সেই ডিমাণ্ডটা আমরা রাখছি কেন কিংবা তার উদ্দেশ্যই বা কি? সেই সম্বন্ধে এই হাউসে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমি শুধু কয়েকটা কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ-এর প্রায় ৯০ পারসেণ্টই কৃষিজীবী। কাজেই সেখানে গো সম্পদই হচ্ছে একমাত্র সম্পদ যার উপর নির্ভর করে সে কৃষিকাজ চলতে পারে। এ্যানিমাল হাজবেণ্ডারী ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি গো সম্পদের সুচিকিৎসা আমরা না করতে পারি, তাহলে এই যে কৃষিজীবী অর্থনীতির দিক থেকেই বলুন কিংবা যে কোন দিক থেকেই বলুন আমরা তাদের উন্নতি করতে পারব না। কাজেই সে দিকে ত্রিপুরা সরকার কিছু করছেন না সেটা নয়, কিন্তু আরো একটু জোর দেওয়া সেখানে প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু সেখানে কতকগুলি গাফিলাতি রয়েছে, সেটা আমি তুলে না ধরে পারছি না। আজ থেকে ৫ বছর আগে বাঘমারা একটা গ্রাম, সেখানে একটা ভেটেনারী ডিসপেন্সারী স্যাংশান হয়েছে। সেখানে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। একজন কম্পাউণ্ডারও সেখানে গিয়েছিলে। দুই চার দিন পরে সেই কম্পাউণ্ডার পালিয়ে চলে এসেছে। সাইন বোর্ড যেটা লাগানো হয়েছিল সেটা আজও ঝুলছে। কিন্তু তার ফেট কি হল, সেটা আমরা আজও জানতে পারলাম না। সেই গ্রামবাসীদের তরফ থেকে প্রচুর আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যখন সেখানে গেছেন, তাদের কাছে রিপ্রেজেণ্টেশান দেওয়া হয়েছে। উনারা সেখানে কথা দিয়ে এসেছেন কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব বাঘমারা গ্রামেতে যেখানে কৃষিজীবী এক মাত্র বাস করে, এবং শুধু তা নয় আশে পাশের যে গ্রামগুলো আছে সেখানে সবাই কৃষিজীবী। তাদের গরু ইত্যাদির সুচিকিৎসা করার জন্য এই যে স্যাংশান করা হয়েছে ডিসপেনসারীটা করে কিংবা নূতন করে সেটা দেওয়ার কথা উনারা মনে করেন, যে করেই হউক না কেন এই ডিসপেন্সারীটা অতি সত্বর সেখানে যেন একটা করে দেওয়া হয়! এবং সেখানকার কৃষিজীবী যারা আছেন তাদের যে গরু মহিষ আছে এগুলির যেন সুচিকিৎসা করে সে দিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেন. সোনামুড়া সাবডিভিশানের মধ্যে মলছড়কে, আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে একটা গ্র্যানারী অর্থাৎ সেখানকার জমি জমা খুবই উর্বর। সেখানে প্রচুর ফসল ফলে। কিন্তু তার আশে পাশে একটাও ভেটেনারী ডিসপেন্সারী নেই। তাদের গরু মহিষের চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে তাদের আসতে হয় বিশ্রামগঞ্জ নয়ত যেতে হবে মেলাঘরে। সেটা হচ্ছে ৬ মাইলের ব্যাপার। যে কোন দিকে যাইনা কেন ৬ মাইল। প্রচুর কথাবার্ত্তা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যখনি

সেখানে যান, সেখানে বলে এসেছেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটাও তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সেখানে কথা দিয়েও এসেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা হচ্ছে না। কাজেই এই সরকারের দৃষ্টি আমি সেদিকে আকর্ষণ করছি।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, সেখানে মেজর হেডে এসেছে, ক্যাপিট্যাল আউট লে অন পাবলিক হেলথ সেনিটেশান এ্যাণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই, এ্যাসিষ্টেন্টস টু আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাণ্ড শ্লাম ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীম।

স্যার এই হাউসের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছে। কাজেই আমি আর এর উপর কিছু বলতে চাই না। আমি এবার এসছি জল নিষ্কাশনে। আখাউরা রাস্তার পাশে যদি খালের অবস্থা দেখি, কিংবা যে কোন রাস্তার ড্রেনের অবস্থা দেখি স্যার, পাকা ড্রেন করা হয়েছিল কিন্তু পাকা বলতে যা বুঝায় সেটা দেখতে হলে স্যার, খুঁজাখুজি করতে হবে। উপরে পলি পড়েছে যে সেখানে খুঁজে বের করতে হবে। সত্যি সত্যি সেখানে ইট পড়েছিল কি না এতে। কাজেই যদি সেটাকে আমরা পরিষ্কার না করি, তাহলে আস্তে আস্তে সেই ড্রেনগুলি বুঝে আসবে।. পলি পড়ে মজে যাবে। আজকে জল নিষ্কাশনের যে অবস্থা, এই অবস্থা যদি আর কিছু দিন চলতে থাকে তাহলে সব খাল বা নালা আমরা সেটাকে বলতে পারছি না। সেখানে নাকি কেউ কেউ এসে জবর দখলও করছে। এবং সে সুবিধা উনারা করে দিচ্ছেন কাজেই এই দিকে সরকার দৃষ্টি দিন। এবং এতে করে কত যে ক্ষতি হচ্ছে, বিশেষ করে হেল্থের প্রতি। যেহেতু প্রপার ড্রেনেজ সিস্টেম নেই,। জল নিষ্কাশসনের ব্যবস্থা নেই, ষ্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার সেখানে হয়ে যাচ্ছে। এতে করে নানা রকমের রোগের জীবাণু ছড়াচ্ছে। দুর্গন্ধ হচ্ছে। বিষাক্ত বায়ু ও তার থেকে হচ্ছে। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই যে টাকাটা রাখা হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু ঐ টাকা দিয়ে ঐ দিকে নজর রেখে সত্যিকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সত্যিকারের উপকার হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যদি ঐ টাকা ব্যয়িত হয়, খরচ হয় তাহলে জনসাধারণের সত্যি উপকৃত হবে। এবং আমি সরকারের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করছি। ওয়াটার সাপ্লাই এর উপর রিজুল্যাশান আগামী দিন আসছে, এবং তখনই এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

আগরতলা শহরের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের যা অবস্থা হয়েছে, মাঝে মাঝে যেরকম গন্ধ পাওয়া যায়, অবশ্য ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়, কথায় বলে যে ক্লোরিন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। কিংবা লিকুাইড ক্লোরিন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেখানে এ্যালাম ট্রিটমেণ্ট করার পরেই ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয় বলে অমার ধারণা। কেন না স্যার, সেটা বলছি। মাঝে মধ্যে জলে এমন গন্ধ পাওয়া যায় যে সেটা মুখে দেওয়া যায় না। আর যদি সেদ্ধ করে নেন স্যার, তাহলে তো চমৎকার। এটা মুখের কাছে নেওয়ার আগেই দূরে থাকতে গন্ধটা নাকে পাওয়া যায়। এটাকে আর মুখের কাছে নেওয়া যায় না।

এ ছাড়া আমরা আর একটা জিনিষ প্রায়ই দেখছি যে ঘোলা জল আসছে। এটার অর্থ কি? কারণ সেখানে এ্যালাম ট্রিটমেণ্টটা ঠিক মতো হচ্ছে না। কিংবা যে ট্যাংকে জল রিজার্ভ করা হয় সেটা ঠিকমত পরিষ্কার করা হয় না। সেখানে সেটা ঠিকমত পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩' মেজর হেড ২৭৬, সেক্রেটারিয়েট, স্যসিয়েল এ্যাণ্ড কমুনিটি সার্ভিসেস (ডাইরেক্টরেট অব ট্রাইবেল রিসার্চ), মেজর হেড ২৮৮ মেজর হেড সোসিয়েল সিক্যুরিটি এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার (ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব এ্যাণ্ড আদার বেকওয়ার্ড ক্লাসেস)—

এখানে ট্রাইবেলদের স্কলারশিপে যারা পড়াশুনা করছেন, তাদের দেওয়া হচ্ছে, এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির বাজারে সেটা যে অপ্রতুল সেটা সবাই স্বীকার করবেন। তাদের দুংখের সীমা নেই। বুকগ্রান্ট ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যে টাকা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে, ১০, ১৫ ও ২০ টাকা মাত্র দেওয়া হয়। যখন দেওয়া হয় তখন বই কেনা হয়ে যায়। তাছাড়া ক্লাস থ্রি র যে বই তার দাম কত পড়ে? কাজেই আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দিকে তাঁরা বিচার বিবেচনা করবেন এবং সেটা বাড়ান। যদি সত্যি আমরা কীম অনুযায়ী তাদের উপকারই করতে চাই, তাদের উন্নতিই করতে চাই সে কথাটা সংবিধানে আছে—উন্নতি করতে চেয়ে কিছুটা এগোলাম, আর এগোলাম না, হাফ ডান অবস্থায় পড়ে রইলো। তাতে একুল ওকুল দুকুলই গেল। আমি সিডিউল কাষ্ট সম্পর্কে বলছি স্যার, সিডিউল কাস্ট ছেলেরা সত্যি গরীব। ওরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি। সেই জন্যই তাদের সিডিউল কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই স্যার, আমি বলছি যে, সর্বদিকে পিছিয়ে পড়া যে জাতি, সেই জাতির উন্নতিকল্পে সংবিধানগত ভাবে আমরা চেষ্টা করছি, টাকা বরাদ্দ করছি, কিন্তু তারা যে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা কররতে পারে অনেকের বাড়ীর অবস্থা তা নয়। কাজেই অনেককে বোর্ডিং হাউসে আসতে হয়। বোর্ডিং হাউসে আসতে হয়। বোর্ডিং হাউস এর যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তাতে মাস চলে না। কিন্তু তখনই আমরা প্রশ্ন করেছি, তখনই শুনেছি যে পুরোপুরিটা দেওয়া যাবে না। কাজেই সেখানে পুরোপুরিটা দেওয়া হউক এবং আমি দাবী করছি ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি স্কুল আছে, সবগুলি স্কুলে একটা করে সিডিউল কাষ্ট বোর্ডিং দেওয়া হউক। যাতে সেখানে সিডিউল কাষ্টের ছেলেরা গিয়ে পড়াশুনা করতে পারে।

কাজেই সেইটা নয়। কলেজের ব্যাপারে যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে, আমরা জানতে চেয়েছি বোর্ডিংয়ে কয়টা রিজার্ভ সীট রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি স্যার, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কয়টা ছেলে সেখানে বাস করছে। আজ পর্য্যন্ত। কারণ স্যার, যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেই টাকায় তাদের কুলোয় না। কাজেই তারা সেখানে থাকতে পারছে না।

সিডিউল কাষ্টের কতটা উন্নতি হয়েছে? সেটা ১০ বছর পর পর একবার করে দেখা হয়। ত্রিপুরারাজ্যে কি অবস্থা? সেখানে একটা ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে, সিডিউল কাষ্ট এবং আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাসেস এর খাতে যে টাকাটা আছে সেই টাকাটা অন্য খাতে খরচ করা হয়। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা ভাল কথা। কিন্তু স্যার, সিডিউল কাষ্ট এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটি, তাদের কতটা উন্নতি হল না হল সেটা দেখবার জন্য আলাদা কোন অর্গেনাইজেশান আছে কি? কিছুদিন আগেও আমি এই হাউসে বলেছিলাম, আবার আমি সেইকথাটা রাখছি। সারা ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশেই যান না কেন সেখানে প্রতিটি গভর্ণমেন্টের আওতায় একটা করে সিডিউল কাষ্ট সেল রয়ে গেছে। এবং ঐ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আওতায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি?

কাজেই এখানে হতে আর বাঁধা কোথায়? কেন সেটা করা হচ্ছে না? আর যদি তাদের উন্নতি করতে চাই তাহলে যাতে তার, কতটুকু কি হয়েছে তার উপর বিচার বিবেচনা করে আমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিতে পারি। এবং সেটা দেখার জন্য কোন অরগানাইজেশান সেই মেসিনারী কিছু নেই। কাজেই সেখানে দাবী রাখছি আমি, আবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলছি যে, সেখানে একজন স্প্যাসিয়েল সিডিউল কাষ্ট সেল ক্রীয়েট করা হউক। আর আমি দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে, সিডিউল কাষ্ট এ্যাণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটি তাদের কতটুকু উন্নতি হল এবং ভবিষ্যতে কি করা উচিত সংবিধানগত ভাবে, এই কথাটা আমি বার বার উচ্চারণ করছি। সেইজন্য একটা কমিটি গঠন করা হউক। পাঁচজন, সাতজন তার মধ্যে অফিসিয়েল বা নন অফিসিয়্যাল তাদের রাখুন। সেইজন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি সেইদিকে। এবং সেই করে এই কমিটির মাধ্যমে ত্রিপুরার সিডিউল কাষ্ট এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটির কতটুকু উন্নতি হয়েছে, না হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার কতটুকু করা উচিত, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে সেই ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারএ্যাবল মেম্বার শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, আরবান ডেভেলপমেণ্ট (এ্যাসিসটেন্স টু মিউনিসিপ্যালিটিস কর্পোরেশন এ্যাটসেটরা) এ্যাণ্ড আরবন কমুনিটি ডেভেলপমেণ্ট পাইলট প্রজেক্ট। এখানে আমি বলতে চাই যে সকল মহকুমা সদরে এই ডেভেলপমেণ্ট কমিটি করে সেগুলির মারফত কিছু কাজ করা হউক। প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে কি স্যার? প্রতিটি মহকুমা শহরকে আরবান এরিয়া বলা হয়। কিন্তু মাননীয় লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীকে যদি বলা হয় তাহলে উনি বলবেন, এই কণ্ডিশানগুলি যদি ফুলফিল করা না হয়, তাহলে সেখানে কমিটি হবে না। এই সরকারও স্বীকার করে নিয়েছেন যে এইসব জায়গাগুলি আরবান এরিয়া, এইগুলিকে বাদ দিয়ে অন্য সব জায়গাতে পঞ্চায়েত হচ্ছে কাজেই এই জায়গা সে না পাচ্ছে পঞ্চায়েত থেকে বা ব্লকের থেকে কোন সুযোগ সুবিধা, যেহেতু এই জায়গাটা আরবার, এবং আরবান এলাকাতে যে সব করা দরকার তাও সেখানে হচ্ছে না। ব্লক কাজ হবে রুর‍্যাল এরিয়াতে। তাহলে আমরা যাবো কোথায়? আমি গত বছর এবং গত কেন, তার আগের বছর থেকেই, বাজেটের সঙ্গে এ্যাক্সপ্লেনারী নোট যে দেওয়া হয় মেমরেনডামটা, এটা অর্থমন্ত্রী দাখিল করেন, তাতে তিনি বলেছেন যে সবগুলি মহকুমা শহর এ মিউনিসিপ্যালিটি করার আগের দিকটার, টাউন কমিটি করে একটা সর্বাঙ্গের ডেভেলপমেণ্ট করার জন্য একটা পাইলট প্রজেক্ট তাঁরা নাকি করেছেন। কিন্তু গত দুই বছরের মধ্যে কিছুই হয় নাই, দু বছর তো বটেই, ১৯৬৮ সালের টাউন ডেভেলপমেণ্ট কমিটি করা হয়েছে। কাজেই এই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তৎপর হতে অনুরোধ রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, এরই হেড নাম্বার ২৮১ লেবার এ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেণ্ট, সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ বেকারত্ব, সেই বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করার জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে হাফ এ মিলিয়ন জব। এই হাফ এ মিলিয়ন জব পরিকল্পনাতে সারা

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২৫০০ লোককে চাকুরী দেওয়া যাবে। সেখানে হাফ এ মিলিয়ন জব স্কীমের কথা হচ্ছে যে ওয়ান জব ওয়ান ফ্যামিলি যে পরিবারে একজন লোকেরও চাকুরী নেই, সেই পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে। আমাদের ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে রুর‍্যাল এরিয়াতে গ্রামে যেন সেগুলি হয়। এই হাফ এ মিলিয়ন জবের কথা যখন ঘোষণা করেছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে কোন রুর‍্যাল এরিয়াতে গ্রামাঞ্চলে লোকের কর্মসংস্থান হয়। আমরা ত্রিপুরাতে কি দেখলাম, দেখলাম আগরতলা শহর, যে বাড়ীতে দুইটি, তিনটি, চারটি চাকুরীয়া আছে তারপর পঞ্চম চাকুরী সে পেল। অতএব গ্রামের ছেলে মফঃস্বলের ছেলে তারা চাকুরী পায়নি আমি এ দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেভাবে পরিকল্পনা নিতেছেন, পরিকল্পনা যদি সে ভাবে রূপায়িত করা না হয় অর্থাৎ অবহেলিত অঞ্চলকে যদি অবহেলিত করে রাখা হয় তাহলে সেখান কার লোক এক সময়ে বিভক্ত করবেই, এবং সরকার যদি সেটা চায়, হ্যাঁ আমরা দেবনা তারা বিভক্ত করুক তারপর দেখা যাবে, তাহলে খুবই খারাপ লক্ষণ সেটা। যে সরকারের শুভ যে চেষ্টা জনগণের কল্যাণ করার জন্য যে চেষ্টা, সে চেষ্টা থাকবে না, মুখে মুখে সেটা থাকবে, সেটা যে ত্রিপুরার মানুষ গ্রহণ করতে পারলনা সেই জন্য দোষটা কিন্তু সরকার নিজেরই আসছে। শ্রম দপ্তর সম্বন্ধে। আগরতলা শহরের সিনেমা হলে ষ্ট্রাইক বলছে। এবং আমি শুনেছি এর মধ্যে লক আউটও ঘোষণা করা হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে। অথচ আমার কাছে শ্রমিকরা কিছু কিছু শ্রমিকের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং এদের যারা পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে তারা বলেছেন গত ৬ মাস যাবত নাকি তারা দাবী পেশ করেছেন প্রতিটি চিঠির কপি তারা শ্রম দপ্তরে পাঠিয়েছেন। শ্রম দপ্তর থেকে নাকি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এটা কি কথা ? তবে শ্রম দপ্তর থাকছে কি জন্য ? শ্রম দপ্তর কি কাজ করছে ? শ্রম দপ্তর যদি এ দিকে লক্ষ্য না রাখেন, আমাকে যা বলা হয়েছে আমি তাই বলছি, আমি আশা করব যে মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে তথ্য দিতে পারবেন। ঘটনাটি এখনও চলছে। যদি এই হয় যে তারা গত ৬ মাস ধরে অন্তবর্ত্তী ভাতার জন্য দাবী পেশ করছে, অথচ তাদের সে দাবী মালিক পক্ষ মানছেন না, কোন কথা বলছেন না, সেখানে শ্রম দপ্তর এর এগিয়ে আসা উচিত ছিল। অন্তত স্ট্রাইকের নোটিশ যখন দিয়েছিল তখনও তাদের একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিছুই তারা করেন নি বলে আমার কাছে অভিযোগ এসেছে।

এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডারী সম্পর্কে এখানে আমার বন্ধু সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন আমারও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় যে গ্রামাঞ্চলে যেখানে কৃষকেরা থাকেন, গ্রামেতে থাকেন, সেখানে পশু চিকিৎসালয়ের কাজ সম্প্রসারিত করা উচিত। কোন কোন অঞ্চলে এঁরা ইদানিং করছেন। কয়েক বছর চেষ্টা করে আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে কিছু করতে পারলাম না। এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র বাবু যে কথা বলেছেন, যে অভিযোগ যে চার বছর বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন, ডঃ বি. দাস বলেছেন যে কম্পাউণ্ডার গিয়ে ফিরে চলে এসেছেন, কোন ব্যবস্থা হয় নি। এটা তো সাঙ্ঘাতিক কথা, দপ্তর কি করছেন, দপ্তরমন্ত্রী আমাদের বুঝিয়ে বলতে পারবেন, এবং যখনই তাঁদের একটা নুতন সেণ্টার খোলার কথা—আমি জানি এক সঙ্গে তাঁরা সবগুলি সেন্ট্রার খুলতে পারছেন না। যখনই তাঁরা সেণ্টার খোলবেন তখনই যেন তাঁরা

দেখেন কোন কোন অঞ্চলে সুযোগ সুবিধা নেই, সেই সেই অঞ্চলে যেন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়। আর দুগ্ধ প্রকল্প, দুগ্ধ তো শুধু আগরতলা শহরে নয়, সারা ত্রিপুরাতে আমার মনে হয় কিছুদিন পরে এই দুগ্ধ কথাটা একটা গল্প কথা হয়ে যাবে, যে দুধ এমন ছিল। সুতরাং দুগ্ধ প্রকল্প আগরতলা শহরে বা উপকণ্ঠে বা উদয়পুর, তেলিয়ামুড়াতে না করে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরবন এরিয়াতে যারা তারা যাতে দুধ পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা সরকারের উচিত। নিউট্রেশান সেন্টার ডিমাণ্ড নং ২৩ গুলির প্রায় সবগুলি বন্ধ হয়ে আছে। ম্যাল নিউট্রেশান এ ভুগছে বলেই নিউট্রেশান সেন্টার চাই। নিউট্রেশান সেন্টার ইট ইজ এ সেন্ট্রাল স্পন্সড়েড স্কীম। এর জন্য একটা অফিসও আছে একটা দপ্তরও আছে অথচ যারা চাল ডাল যে সব কেন্দ্রগুলিতে যায় না, দেখা শোনা হয় না, এর জন্য টাকা মঞ্জুর সব কিছুই আছে। কেন সে সব জায়গাতে চাল ডাল গেলেও, এইগুলি ঠিকভাবে চলছে কিনা সেগুলি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা হয় না কেন? এইগুলিই করাই হয়েছে সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইভস্ ছেলেমেয়েদের জন্য, ডিষ্ট্রেস্ড পকেটে এইগুলি হওয়া উচিত, ডিষ্ট্রেস্ড পকেটই তাহয় তো তাঁরা করেছেন, কোথায় কোথায় করছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু সেগুলি যে বন্ধ হয়ে আছে। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সরকারের এইদিকে কোন চেষ্টাই নেই। সেই ডিপার্টমেন্টগুলি আছে, স্পনস্ড স্কীম আছে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট টাকা দিচ্ছে আমরা ডিমাণ্ড পাশ করিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এটাতে তো সরকারের কোন সুনাম হবেই না দুর্নামই হবে এবং যতীন্দ্রবাবু যেমন বলেছেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা খুব পয়েন্ট করে আক্রমন করতে পারেন আমাদের সরকারের পক্ষে তাদের যেখানে সুবিধা বলার থাকে না। কিন্তু যদি সরকারের কাজে যেটা তাদের করতে হবে সে কাজে যদি অবহেলা থাকে তবে আমরাও তো সমর্থন করতে পারিনা।

উপজাতি কল্যাণ। আমার কন্সিটিউয়েন্সিতে গাঁও সভার ৪৬টি পরিবার ট্রাইবেল ত্রিপুরী তারা আমাকে বলেছে, তাদের জমি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু টাকা পয়সা কিছুই তাদের দেওয়া হয় না সুতরাং তারা গরু কিনতে পারে না, আবাদ করতে পারে না, চাষ বাস করতে পারছে না। সে সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা আসেনি, মাননীয় মন্ত্রী আমাকে জবাব দিতে পারেন নি। আমি আশা করবো যে যে জমি দেওয়া হয়েছে সেখানে তাদের যদি টাকা না দেওয়া যায় তাহলে তারা কি করে সেখানে থাকবে? তেমনি সরকারের ল্যাণ্ডলেসদের টাকা দেওয়া হয়েছে থার্টিথ মার্চে। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল সেদিন সেক্রেটারিয়েট এ যাওয়ার। দেখলাম সেদিনই সেংশান কমুনিকেইট করছেন। থারটিথ মার্চে তারা স্যাংশান করেছেন, তারপর সেটা কি করে তুলবেন ট্রেজারী থেকে? থারটিয়েথ এ তারা তুলতে পারে না, ফারষ্ট এপ্রিলে তাদের তুলতে হবে। কিন্তু, ফারষ্ট এপ্রিলে তো তুলতে পারে না, তাহলে কি আমাকে বুঝতে হবে ট্রেজারীগুলি সেদিন খোলা ছিল, তা না হলে এপ্রিলে সেগুলি ড্র করা হয়েছে। এটা অবাক কাণ্ড। বছর শেষে যদি সরকারী কোন ব্যবস্থা হয়, মন্ত্রী মহাশয়েরা আছেন, এটা আমাদেরই লজ্জার কথা। সব গুলি ডিমাণ্ডকেই আমি সমর্থন করছি।

শ্রীবিজয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে কয়টি ডিমাণ্ড পেশ হয়েছে, আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করি। এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন জানিয়ে

আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আমি আমার ডিমাণ্ড নং ১৫ সম্বন্ধে বলছি। এখানে এ্যামপ্লয়মেন্ট হয়েছে, আমি অস্বীকার করছি না। এখানে সমস্ত বেকারেরা এ্যামপ্লমেন্ট রেজিষ্ট্রার অফিসে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করেন তারা বাঁচার আশায় এবং চিন্তা যে চাকুরী কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সে চেষ্টা। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছি যারা অনেক দিন আগে পাশ করে এমপ্লয়মেন্ট রেজিষ্ট্রারে নাম রেজিষ্ট্রারী করেছে, নিয়ম এবং সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে গ্যালে তাদের আগে ইন্টারভিউ পাওয়া দরকার। সেই নীতিকে আমরা যদি আঁকড়ে ধরে না থাকি, সাধারণ মানুষ যারা আশায় এই এ্যামপ্লয়মেন্ট রেজিষ্ট্রেশান অফিসে এসে নাম রেজিষ্ট্রি করে এবং যারা সবার আগে পাশ করে নাম রেজিষ্ট্রি করলেন, চাকুরী পাওয়ার সময় তারা যদি সকলের পেঁছনে পড়ে, তার মানে যে একটা অনুতাপ, তার মানে যে একটা অবিশ্বাস জন্মায় এবং সরকারের প্রতি একটা তিক্ততা ভাব আসে, সেটা লক্ষ্য করা আমাদের দরকার। কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখছি যাদের নাম ত্রিপুরা এ্যামপ্লয়মেন্ট রেজিষ্ট্রেশানে অনেক আগে থেকে নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত আছে এবং তারা ইন্টারভিউ যেন অন্যান্য শহরাঞ্চলে যারা একবারের জায়গায় ৬ বার ৭ বার ইন্টারভিউ নেয়, সেখানে তারা একবার ইন্টারভিউ পায় না, এই ইন্টারভিউ পাওয়ার ব্যবস্থার দিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়, এ্যামপ্লয়মেন্ট রেজিষ্ট্রেশান অফিস থেকে যারা আগে নাম রেজিষ্ট্রি করে এবং যারা ইন্টারভিউ পায় না সেই সিনিয়রিটি যেন রক্ষা করা হয়। এবং যারা ইন্টারভিউ পায় না তাদের যেন এ সুযোগ দেওয়া হয়। টি গার্ডেন-এর শ্রমিকদের সম্পর্কে বলছি। আমাদের শ্রমিকদের কি অবস্থা? ডেভেলপমেন্ট স্কীমের মধ্যে সরকারী প্রচেষ্টা অনেক কিছু আছে। কিন্তু যে এলাকায় শ্রমিকরা বাস করে, সে এলাকায় চা বাগানের ম্যানেজার যারা মালিক যারা তাদের উপর নির্ভর করে তাদের উন্নতি হয় অনেকটা। কাজেই আজকের দিনে আমাদের ভাবা দরকার, ঐ যে শিল্প নিয়োজিত এই শ্রমিক, যাদের প্রয়োজনে ডেভেলপমেন্টের জন্য এই সরকার কোন কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন না, এবং অন্যান্য সাধারণ জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট স্কীম আছে এবং তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন খাতে আছে কিন্তু শ্রমিকদের ঐ বাগানে নিযুক্ত যে শ্রমিক তাদের জন্য করার কিছু পথ এই সরকারের নেই। আমি সেখানে বলব ঐ যে শ্রমিকেরা যে রকম ঘরের মধ্যে বাস করে, যে ভাবে আমাদের বিদেশী অর্থ তারা রোজগার করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি জানি. যতদূর আমার জানা আছে, শ্রমিকদের ঘর দুয়োরের জন্য একটা স্কীম আছে, সরকার ৫টা দেয়, আর মালিকেরা ৫টা দেয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শ্রমিকেরা যে অবস্থায় ঘরের মধ্যে বাস করে, আমরা সভ্য জগতের মানুষ হিসেবে যারা শ্রমের মাধ্যমে আমাদের বিদেশী অর্থ সঞ্চয় করি, তাদের জন্য আমরা ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য কাজে খরচ করি,

(গণ্ডগোল)

আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব এই সমস্ত সরকারী স্কীম শ্রমিকের জন্য আছে যাতে সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে বাগানের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেগুলি পায় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ্যানিমেল হাজবেন্ডারী এ্যান্ড ডায়েরী ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বলছি। এই কথা ঠিক এই ৩০ নং ডিমাণ্ডে সরকারের টাকা অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী আছে।

এবং বছর বছর এই খাতে সরকারী টাকা বেশী রাখা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আজকে দেখছি যে শিশুখাদ্য এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের অভাব এবং দুধের অভাবের জন্য শিশুরা বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না, রুগ্ন হয়। এদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যেটুকু চিন্তা এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য উৎপাদন করা প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। বাজেটে যে সমস্ত টাকা রাখা হয় এবং লাইভ স্টক সেন্টার বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা এবং টাকা গ্রামদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার দীর্ঘকালের ইতিহাস নিয়ে আমাদের দেখা দরকার যে আমরা যে সমস্ত টাকা ইনভেষ্ট করেছি উৎপাদন ভিত্তিক—কারণ উৎপাদনের দিকে যদি চিন্তা নিয়ে আমরা না করি, তাহলে দেশের এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সেটা কমানো সম্ভব নয়, কাজেই যে সমস্ত টাকা বাজেটে রাখা হয় তার উৎপাদনভিত্তিক যে ইনভেষ্টমেন্ট, সেইদিক থেকে বছর বছর আমরা যত টাকা আমরা ইনভেষ্ট করি তার বিনিময়ে সারা ত্রিপুরায় আমরা কতটুকু পেয়েছি এটা লক্ষ্য করা দরকার। কাজেই টাকা রাখাটাই বড় কথা নয়। উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে যে টাকা রাখা হয়েছে, সে টাকার বিনিময়ে সারা দেশের মধ্যে আমরা কি সাড়া জাগাতে পেরেছি এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের যে অভাব, শিশুখাদ্যের যে অভাব সেইদিকে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি সেটা আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা অতীতের ইনভেষ্টমেন্টের দ্বারা বর্ত্তমানে যতটুকু অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল, আমার বিবেচনায় ততটুকু হয়নি। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়কে এদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব। আমরা বলতে পারি সারা ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষক, এই কৃষক যদি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে গ্রামের আর্থিক মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠবে না। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে কৃষকের যে একমাত্র অবলম্বন গরু, যার উপর নির্ভর করে তার অর্থনীতি গড়ে উঠে, কারণ চাষের আধুনিক পদ্ধতি দেশে থাকলেও, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস হলেও, কলের লাঙলে চাষবাস হয় না, তাই আজকে গোচিকিৎসার প্রয়োজনটা মানুষের চিকিৎসা থেকে কম করে যেন আমরা না দেখি। যদি কৃষকদের হাত শক্ত করতে হয়, আর সত্যিই যদি কৃষকদের প্রতি আমাদের দরদ থাকে এবং জানিকে যদি গড়তে হয়, তবে তাদের কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব গ্রামাঞ্চলে এই গো-চিকিৎসার সুযোগের ব্যাপকতা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর ব্রজেন্দ্রনগর থেকে বার বার মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে, ব্রজেন্দ্রনগর একটা সীমান্ত অঞ্চল, গোচিকিৎসার কোন সুযোগ সেখানে নেই। ওখান থেকে আসতে হলে ধর্মনগর ১১/১২ মাইল, আর ওখান থেকে কদমতলা আসতে হলে ১২/১৩ মাইল। তাই যদি হয়, এত দূরে গরু নিয়ে এসে তারা কিভাবে চিকিৎসা করাবে? তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে গ্রামে বিশেষ করে দূরবর্ত্তী অঞ্চলে যে সমস্ত কৃষক আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে যাতে গো-চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত করা হয় এবং কৃষকের গোচিকিৎসার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়।

আমি আরেকটা ডিমাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করছি—ডিমাণ্ড নাম্বার—২৩, ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায় সম্বন্ধে এবং অনুন্নত সম্প্রদায় যারা তাদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা আছে এটা ঠিক, মন্ত্রীপরিষদেরও ভাবনা আছে একথা সত্য, একথাও বাস্তব সত্য যে ট্রাইবেলদের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করা হয়েছে

কাগজে পত্রে এবং টাকার অঙ্কও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু পুনর্ব্বাসন স্কীমে যে সমস্ত কলোনী হয়েছে, যত টাকা তাদের মাথাপিছু দেওয়া হয়েছে, আমি সেই কলোনীগুলির অবস্থা দেখেছি ঘুরে এবং সেই কলোনীগুলির অবস্থা দেখলে পরে তাদের যে জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার চিন্তা এবং যে অবস্থাতে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তা জুম ছেড়ে জমিতে নামার মত আবহাওয়া নয় এবং এই যে আদিবাসী মানুষ—সাধারণ মানুষ একটা সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবস্থার মধ্যে থেকে অভ্যস্ত, আমরা তাদের নিয়ে রিসার্চ করি। আমরা রিসার্চ যখন করি, তখন প্রথমেই চিন্তা করা দরকার এই যে সমাজ, এই সমাজকে কিভাবে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করতে পারি। একমাত্র পুনর্ব্বাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ শেষ হবে না। তাদের আর্থিক পুনর্ব্বাসন করতে গেলে আমার মনে হয়, তাদের মানসিক প্রস্তুতি এবং সামাজিক বিবর্তনের দরকার, সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কারণ পাহাড়ে উৎপাদিত সমস্ত ফসলের ব্যবস্থা করে অন্যেরা। কাজেই চাকুরীর মধ্যে, কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে এবং কিছু জমির মধ্যে স্থায়ীভাবে চাষবাসের ব্যবস্থার মধ্যে—এইভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কাজেই আদিবাসী সমস্যা, যেটা গুরুত্বর সমস্যা, এটা সম্বন্ধে আমরা যতই কলোনী করি, যত কিছুই করেছি, আমার মনে হয়, এটা পুনর্বার সার্ভে করে দেখা দরকার এবং তাদের যে অর্থনৈতিক ডেভলাপমেন্ট সেটা কতটুকু হয়েছে এটা নিয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এই সম্বন্ধে আমি একটা সাধারণ কথা তুলে ধরছি যে ধর্ম্মনগর একটা টি. ডি ব্লক করার জন্য মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ দেওয়ান বার বার বলেছেন এই হাউসে। কেন বলেছেন? ধর্ম্মনগরে একটা টি. ডি; ব্লক আছে কাঞ্চনপুরে। কাঞ্চনপুর থেকে দামছড়া হবে প্রায় ৫০/৫৫ মাইল দূর, যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, কিছুই নেই, বিরাট একটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল, এই অঞ্চল থেকে ঐ অঞ্চলের উন্নতি এবং গঠনমূলক কাজ যতটুকু হয়েছে এই টি.ডি. ব্লকের খাতায় হিসাব দেখা যাবে তাদের প্রপোরশান কতটুকু মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ বাবু যেটা দাবী করেছে, আমিও সেটা দাবী করি যে ঐ অঞ্চলে একটা টি. ডি. ব্লক সেপারেট ভাবে করা হোক। তা না হলে ঐ অঞ্চলের যে ট্রাইবেল তারা যেভাবে পেছনে পড়ে আছে, সেটা অবর্ণনীয়। বিরোধীরা যে রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়ে এই উপজাতিদের তাতিয়ে তুলেন এবং শাসনের বিরুদ্ধ একটা উশৃঙ্খলতা আনতে চায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একথা বলছি তা নয়। আমরা জানি এই বিরোধীদের জন্ম হয় আবর্জ্জনার মধ্যে, সমাজের যেখানে আবর্জ্জনা থাকে, সেখানেই তারা জন্মাবে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের আবর্জ্জনা দূর করা। সেই আবর্জ্জনা দূর করার দিকে লক্ষ্য রাখলে, ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে অগণিত মানুষ আছেন, তাদের অবস্থা না ফিরে, তাহলে এই যে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা, অশান্ত আবহাওয়া এবং অস্থিরতা সেটা দূর হবে না। তাই এদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব এবং চিন্তা নিয়ে, এই রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করার কথা চিন্তা করে, বিরোধী দলের যে ষড়যন্ত্র সেটা বানচাল করতে হলে, এই আদিবাসীদের যে পুনর্ব্বাসন হয়েছে সেইগুলি পরীক্ষা করা দরকার এবং অবিলম্বে তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে আমরা যেন কাজ করি এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার, ১৫,৩০,৩১,৩৭ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩, এইগুলিকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ হচ্ছে, ট্রাইবেল রিচার্স সম্পর্কে। আমি এতে আলোচনা করব। ত্রিপুরার যে ট্রাইবেল তাদের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই, ত্রিপুরার ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট-এর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, অথচ ট্রাইবেলদের কোন উন্নতি হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? সেই সম্পর্কে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে প্রথমে দেখতে পাই, ট্রাইবেলদের পেছনে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি একটা গাইডেন্স ছাড়া খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমরা টাকা দিচ্ছি, জমি দিচ্ছি, জুমিয়াদের, আমরা সব রকমের সুবিধা দিচ্ছি। কিন্তু তাদের কি হচ্ছে না হচ্ছে তার তত্ত্বাবধান আমাদের সরকার নিচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। প্রথম আমার মনে পড়ে এই যে ত্রিপুরার ট্রাইবেল জুমিয়া যারা তাদের সরকারী হিসাবে দেখি এই ত্রিপুরায় ৩০,০০০ উর্দ্ধে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত সেটেলমেন্টে দেখা গেল ৩০,০০০ পরিবারের যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ১১,০০০ হাজার এর জুমিয়া পরিবারের নামে যে জমি, তা এখনও রেকর্ড হয় নি। এই জন্য আজকে আমি এই কথাটাই বলছি যে, তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে, সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাতে কি হচ্ছে সেটা দেখবার মত কোন তত্ত্বাবধায়ক আমাদের সরকার রাখেন নি। তার জন্য আমি আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে এই অনুরোধ রাখব আমার সরকারের কাছে, আমরা যে টাকা দিচ্ছি, জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন, তাদের যা কিছু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি, তা দেখার জন্য সবকিছুতেই তত্ত্বাবধায়ক রাখতে হবে। এই জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। তারপর আমরা দেখি সারা ত্রিপুরাতে, যেমন আমার নির্বাচনী এলাকাতে, কাঞ্চনপুর, টি, ডি, ব্লক এলাকায়, সে দামছড়া অঞ্চল, খেদাছড়া অঞ্চল, আনন্দবাজার অঞ্চল, এবং কৈলাশহর অঞ্চলের ছামনু অঞ্চল, অমরপুর সাবডিভিশনের লংতরাই পাহাড়ের উপরে অনেক জুমিয়া আছে, বড়মুড়ায় অনেক জুমিয়া আছে, আঠারো মুড়ায় পাহাড়ে অনেক জুমিয়া আছে, এবং রাইমাশর্মা অঞ্চলে অনেক জুমিয়া আছে, খোয়াই সাব-ডিভিশানের গঙ্গানগর একটা বিরাট এলাকা, সেখানে বহু জুমিয়া এখনও রয়ে গেছে। আজকে যদি সুষ্ঠু ভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে আমরা ভাবতে পারি না কোথায় তাদের জমি দেওয়া হবে। আমরা যদি জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কথা চিন্তা করি তাহলে একমাত্র পাহাড় ছাড়া আর কোন পথ নাই। টিলাতে যদি আমরা জুমিয়া পুনর্বাসন দিতে চাই, তাহলে হরটিকালচারের কথা আমাদের ভাবতে হবে। হরটিকালচার স্কীম যদি আমরা করি তাহলে সর্বপ্রথমে আমি এই কথাই বলব যে, আমার ইনচার্জ মিনিষ্টারের কাছে এবং আমার সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখব যে, আমাদের প্রথমে একটা গ্রাম সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাম যদি আমরা সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে যে জুমিয়া আদিবাসী আছেন তাদের যদি আমরা হরটিকালচার স্কীমে পুনর্ব্বাসন দেই, তাহলে সেই স্কীম সফল হবে না, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ আমি কেন বলছি গ্রামের কথা?

তা আজকে যদি গ্রাম আমরা না করতে পারি, তাহলে তাদের সরকারের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই আজকে যদি ৫০ গজ, ৬০ গজ, ১০০ গজ, ২০০ গজ নিয়ে আমরা গ্রাম সৃষ্টি করতে পারি তাহলে সেখানে আমরা স্কুল দিতে পারব, চিকিৎসার জন্য ডিস্পেনসারী দেওয়া সম্ভব হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করলে ঠিক ঠিকভাবে তারা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিতে পারবে। এই জন্য আমি গ্রামের কথা বলছি। তাদের নিয়ে সর্বপ্রথমে একটা গ্রামের পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই গ্রামের পাশে ১০০, ২০০ একর, তাদের পরিবার অনুযায়ী সেই রকম জায়গা তাদের জন্য এ্যালট করে দিয়ে, তাদের হর্টিকালচার স্কীম-এ পুনর্বসতির কথা চিন্তা করতে হবে। এটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমি মনে করি আমরা জুমিয়া ট্রাইবেলদের আমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এই কথা বিশ্বাস করি।

তাছাড়া ট্রাইবেলদের একাংশ খুবই গরীব। তাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে তারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় না। আমাদের এখানে এই যে নিউট্রেশান স্কীম আছে, সেই স্কীমে আমি আমার সরকার-এর কাছে অনুরোধ রাখব, যে এই যে ট্রাইবেল ভিলেজগুলি হবে এবং ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে যেখানে ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা দরিদ্র আছেন, তাদের শিশুরা যাতে খেতে পায় সেইজন্য, এইসব অঞ্চলে নিউট্রেশান স্কীমে কিছু সেন্টার খোলা হউক। আমি বহুদিন এই কথা বলেছি, এই মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার সাথে সাথে, এমন কি প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই আমি এই কথা বার বার বলেছি এবং আজও আবার বলছি যে আমার কনষ্টিটুয়েন্সীতে দামছড়া অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল। সেখানে বার বার বিদ্রোহী মিজোদের আক্রমণ হয়, ডাকাতিও হয়। আমার দেশের যে প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমার দেশ-এর শান্তি রক্ষার জন্য যে পুলিশ, তারা সেখানে ঠিক সময়ে যেতে পারে না। কারণ সেখানে আমাদের কোন রাস্তা নেই। আজকে যদি দামছড়া যেতে হয় তাহলে আমাদের যেতে হবে আসামের ভিতর দিয়ে, রাঙ্গামাটি হয়ে মিজোরামের ভিতর দিয়ে, লক্ষীছড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। এছাড়া আর কোন রাস্তা নাই। তার জন্য আমি বার বার আবেদন এই হাউসে রেখেছি যে, এখানে একটা রাস্তা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে হওয়া দরকার। গতবারও আমি অ্যাসেম্বলীতে প্রশ্ন করেছিলাম, সেই প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক বছরের মধ্যেই এইখানে একটা নূতন রাস্তা করিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে এই রাস্তা আজ পর্য্যন্ত সার্ভে হল না। এটা শুধু ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের প্রয়োজনের জন্য বলছি না, যেমন ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের জন্য রাস্তার প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনি আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্যও এই রাস্তাটার বিশেষ দরকার আছে। তাই আমি আজকে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের আলোচনা করতে গিয়ে আমি এই রাস্তার কথা উল্লেখ করছি।

আমি আরো একটু বলছি এইখানে, এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, সাধারণত: জুমিয়ারা মাঘ-ফাল্গুন মাসে জুম কাটে, এবং সেই জুম চৈত্র মাসে তুলে। কিন্তু এবার চৈত্র মাসে ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ার ফলে এইবার তারা চৈত্র মাসে জুম ঠিক মত জালাতে পারবে না, তার জন্য এই যে ট্রাইবেল জুমিয়া ভাই যারা এখনও যারা অভাবে আছে, তারা যদি আবার জুম জালাতে না পারে,

তাদের সামনে একটা বিরাট রকমের বিপদ আসছে সামনে। আগামীতে তাদের যে কি অবস্থা হবে আমি তা চিন্তা করতে পারছি না। তার জন্য আমি আমার সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে, ট্রাইবেলদের বাঁচানোর জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা যেন আমাদের সরকার করেন।

আমি এখানে এ্যানিমেল হাজবেণ্ডারী ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ সম্পর্কে বলব। এখানে আমার পুর্ববর্তী বক্তারা অনেকেই বলে গেছেন, কারণ আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরা একটা কৃষি প্রধান দেশ। ত্রিপুরার রাজ্যে শতকরা ৮০ জনই কৃষক। এই কৃষকেরা একমাত্র গরু মহিষের উপর নির্ভরশীল। গরু মহিষ ছাড়া তারা হাল চাষ করতে পারেনা কিন্তু যদি এই গরু মহিষের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না থাকে, তাহলে কৃষকেরা অনেক সময়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে। তারজন্য আমি যেখানে যেখানে, শুধু শহর এলাকা নয়। দূর দূরান্ত অঞ্চলে যেখানে কৃষকেরা আছেন সেখানে সরকার যাতে আমাদের বাজেটে যে টাকা সেগুলি ঐ দিকে দৃষ্টি রেখে, গ্রামের গরু মহিষ পশু চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে ব্যবস্থা করেন তারজন্য আমি অনুরোধ রাখব। আমি আমার এলাকাতে, লালজুরি একটা বিরাট এলাকা, সেখানে পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। মাছমারা, বেতেসছড়া, কৃষ্ণটিলা, সেখানে হাজার হাজার কৃষক পরিবার আছেন। একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকার্জন। সেই কৃষকদের গরু মহিষের চিকিৎসা করার কোন উপায় নাই। তার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ এবং ইনচার্জ অব মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ রাখব, যাতে ঐ এলাকাতে অতি সত্বর একটা পশু চিকিৎসার ইউনিট (ভেটেনারী ইউনিট) সেখানে খোলা হউক। এই অনুরোধ আমি রাখব।

আদিবাসী অঞ্চল গুলি খুবই দরিদ্র অঞ্চল। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, এখনই তাদের অভাব লেগে গেছে। এই যে একটা টেষ্ট রিলিফের টাকা তার ফয়েষ্টের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। কোন কাজের ব্যবস্থা এখন নাই বললেই চলে, টেষ্ট রিলিফের টাকা হয়ত আছে। আমি জানিনা ঠিক কোন সাবডিভিশানে কত টাকা আছে। এইখানে আমি অণুরোধ রাখব, দরিদ্র আদিবাসী অঞ্চল যেখানে আছে, সেই এলাকাতে যাতে কাজের ব্যবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে তারা যাতে কাজ পায়, গরীব জনসাধারণ, এবং গরীব ট্রাইবেল ভাই যারা আছেন তাদের জন্য যাতে কাজের ব্যবস্থা করা হয়। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে, এটা আমি আমার সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। এই অনুরোধ গুলি রেখে আজ যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলি সমর্থন করে বিরোধী দলের কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দি হাউস ষ্ট্যাণ্ডস্ অ্যা ডজোর্ণড টিল থ্রি পি এম।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নং ৩০, ৩১ এর উপর বক্তব্য রাখব। এই ডিমাণ্ড নং দুইটি লেবার এ্যাণ্ড এ্যাপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লেবার সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে ত্রিপুরাতে যে লেবার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সেই ডিপার্টমেন্টকে একটু সমর্থন করতে হয়। আজকে আমাদের এখানে যে রকম ইণ্ডাস্ট্রী চা, আমরা যদি চা শ্রমিকের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাই শ্রমিকেরা যে ভাবে থাকে, যে বাসস্থান, এদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং, এদের যে নায্য পাওনা, সে সম্পর্কে শ্রম দপ্তর কতটুকু গাফিলতি

রয়েছে, তার প্রকৃষ্ট নজীর চা বাগান গুলির দিকে তাকালে দেখা যায়। আর যদি রিক্সা শ্রমিকদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তা হলে দেখাযায় লেবার ডিপার্টমেন্ট কি করেছে। আমি একটা বাস্তব ঘটনা তুলে ধরি, স্যার, যা এখনও চলেছে। আজকে রাজধানীর বুকে সিনেমা হল কর্মীরা কয়েক দিন যাবৎ ষ্ট্রাইক করেছে তাদের ন্যায্য দাবীর ভিত্তিতে। ওদিকে মালিক পক্ষ ওরা বলেছে যে তারা দিতে রাজী আছে, কিন্তু শ্রম দপ্তর বলেছে যে এ দাবী অযৌক্তিক, তা নিয়ে বিরোধ চলতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা চুক্তি হয়েছে লেবার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সিনেমা হল মালিক ও সিনেমা হল কর্মীদের মধ্যে। অথচ নিয়ম আছে যে একটা ফার্মে যতটা ইউনিয়ন থাকে তাদের ডেকে এনে সেই নিগসিয়েশান করা, কিন্তু আজকে হল কর্মীদের একটা বিপ্লব সংগঠনের মাধ্যমে যা হয়েছে, সেটা বেশীর ভাগ শ্রমিকেরা মানতেই রাজী নয়। আজকে দেখা যাচ্ছে মালিকেরা ইন্‌টারিম রিলিফ শতকরা ২৫ টাকা রাজি আছে, কিন্তু এখানে একটা ফেকড়া উঠেছে যে ১৫ টাকার নীচে থাকবে না। এদিকে শ্রমিকেরা বলছে যে না, মালিকেরা যাই দিক সেটা ইন রাইটিং থাকবে। লিখিত ভাবে থাকুক যে ২৫ টাকা, ২৫ টাকাই থাকবে। এখানে লিখিত ও অ-লিখিত কিছু অংশ সেটা থাকতে পারে না। শ্রম দপ্তরের নিকট আর্জি পেশ করা হয়েছে, দাবী পেশ করা হয়েছে, কিন্তু যেদিন ষ্ট্রাইক তার আগের দিন নাকি শ্রম দপ্তর এক চিঠি দিলেন এটা ইল্লিগেল। আমি জানি না তাদের লিগেলিটি কি। ইল্লিগেলিটি কি? যেখানে আইন রয়েছে, নিয়ম রয়েছে যে যতটা ইউনিয়ন রেজেস্ট্রী থাকে সবগুলিকে ডাকান, তাদেরকে না ডাকিয়ে কন্সিপিরেটার হিসাবে সেখানে কাজ করেছে। আমি জানি না তার পেছনে কি রহস্য রয়েছে। কার ইঙ্গিত রয়েছে, কিসের সাহায্যে তারা এসব করতে সাহস পাচ্ছে। আজকে চা দপ্তর, চা শ্রমিকদের পি.এফ বা কি? আজকে চা দপ্তরের যেখানে বাসগৃহ করে দেবার কথা, তা জানিনা আজকে বর্ডার এলাকায় চা শ্রমিক যেখানে সেলিং হয়েছিল বাংলা দেশের আমলে, বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আমলে, আজকে ওরা আজ অব্দি টাকাটা ওরা পায় নি। ওদিকে শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বার বার আবেদন করেছে, বার বার ধর্ণা দিয়েছে, কিন্তু তা আজও ঘটেনি। আজকে ওরা ঠিক মতো রেশন পায়না, ওদিকে শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, দেখা গেছে যে শ্রম দপ্তরের কিছু সংখ্যক কর্মচারী মালিকের ডাক বাংলোতে বসে খেয়ে দেয়ে ওরা চলেছে, কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থ ওরা দেখছে না। শ্রম দপ্তর দেখেছে মালিকদের সার্থ, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে। সেদিকে আমি শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, উনি যেন উনার ডিপার্টমেন্টের প্রতি আর একটু বেশী নজর দেন। আজকে স মিল রয়েছে, পূজা বোনাস পাবে না। যেখানে কোথাও শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজ করানো নিয়ম নেই আজকে স মিল ওয়ার্কাররা ১২ ঘন্টা ১৪ ঘন্টা খাটে, অথচ তারা তাদের কোন রকম সুযোগ সুবিধা পাবে না। আজকে দোকান আইনে নিয়ম রয়েছে, সেখানে লেবার ইন্সপেক্টার নেই। একজন লেবার ইন্সপেক্টারের উপর দোকান আইন কানুন দেখতে হবে, চা বাগান দেখতে হবে, একই ইন্সপেক্টরের উপর সব গুলি দায়িত্ব থাকে যে, যে কারণে আজকের আইন গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখা হচ্ছে না। আজকে সব দেশে, সব রাজ্যে রয়েছে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট যেন একাধিক লেবার ইন্সপেক্টার থাকে, কিন্তু এখানে সেটা নেই। এখানে বেকার ভুড়ি ভুড়ি

রয়েছে, ওদিকে তারা দৃষ্টি দেবেন না। আজকে রিক্সা শ্রমিকদের কথা যদি বলা যায়, তাহলে বলা যায় সেই মধ্য যুগীয় কথা মানুষ মানুষকে কাঁধে করে টানতো আজকেও এখানে মানুষ মানুষকে টানে, মানুষ আজকে পয়সার বিনিময়ে পয়সার বাহন হয়েছে। আজকে ওরা বার বার লেবার ডিপার্টমেন্টে, বার বার মিউনিসিপ্যালিটিতে, বার বার সরকারের কাছে অবেদন করেও ওরা কোন সুষ্ঠু জবাব পায় নি। আজ থেকে দশ বছর আগে বলা হয়েছিল যে রিক্সা শ্রমিকদের জন্য একটা কলোনী করা হবে, সেই হিসাবে সেটা অনেক দূর এগিয়েছিল, জানিনা কিসের ইঙ্গিতে সেটা আজ অব্দি বাস্তবায়িত হয়নি। আজকে করে এক আইন হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট একটা কাগজ দিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে যে মালিক বা শ্রমিকদের কোন লাইসেন্স দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট সেটা সব স্টেটেই দিয়েছিলেন, সব ষ্টেটে আজকাল লাইসেন্স দেওয়া হয়, দেওয়া হয় না শুধু আমাদের রাজ্যে যেখানে রিক্সা ওয়ালারা সারাদিন খেটে কিছু পয়সা করেছে, শ্রমিকেরা মালিক হতে চলেছে, সেখানে আজকে শ্রমিকেরা মালিকানার লাইসেন্স পাবে না। আজকে রিক্সা শ্রমিক তারা লাইসেন্স পাবে না সেই কারণে মিউনিসিপ্যালিটি এক অংশ নিয়ে নেয় অবৈধ ভাবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হ্যাঁ, সত্যি কথা রিক্সা দেওয়াটা আজকে ডিচার্জ করা উচিৎ। কিন্তু আজকে যেখানে আগরতলায় তিন থেকে সাড়ে চার হাজার রিক্সা শ্রমিক আমার দেশে রয়েছে, সেটার অলটারনেইট কোন চিন্তা না করে, ওদেরকে এ ভাবে মরতে দেওয়া, আমার মনে হয় না কোন সরকারের পক্ষে বা কোন দপ্তরের পক্ষে উচিত হবে। আমি এটুকুন বলতে চাই যে আজকে রিক্সা শ্রমিক যারা আজকে মানুষকে টানে তাদের জন্য হসপিট্যালের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাটা নেই। একটা রিক্সা ওয়ালার ছেলে সেও বাধ্য হয় রিক্সাওয়ালা হতে। আমি সে দিকে সমাজ তান্ত্রিক দেশের মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যদি সমাজবাদের পথে এগুতে হয় তাহলে প্রথমেই যারা নীচু স্তরের মানুষ তাদের দিকে দৃষ্টি আর একটু বেশী দিতে হবে।

তারপর আসছে এ্যামপ্লয়মেণ্ট। আজকে বেকার সমস্যা এত বেড়ে গেছে যে সরকারী চাকুরী দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এটা সত্যি কথা। কিন্তু এখানে প্রাইভেট সেকটারে যারা একটু ইন্টারেষ্টেড আজকে যারা অটো রিক্সার জন্য দরখাস্ত করেছে ৩০০ থেকে ৩৫০ জন দরখাস্ত করেছে, কিন্তু আদৌ সেটা হচ্ছে না। অফিসিয়েল গাফিলতিতে। আজকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আমি জানি ৩০ থেকে ৩৫টা লেদ মেসিন পড়ে রয়েছে, এগুলি ট্রেনিং কাম প্রডাকটিভ সেন্টার হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে যার ফলে এখানে যারা ম্যাকনিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার অথবা ম্যাকনিক্যাল ওভারসীয়ার বেকার রয়েছে, তাদের একটা প্রভিশান হতে পারে। আমি ইণ্ডাষ্ট্রি বাজেট আলোচনার সময় এখানে বলেছিলাম সরকারের পক্ষ থেকে ম্যাকানিক্যাল ডিভিশন করে তার আণ্ডারে ওয়ার্ক শপ গাড়ী ঘোড়ার কাজ কর্ম করার জন্যে যে একটা সেন্টারেল ওয়ার্ক শপ রয়েছে সেখানে একটা গাড়ী দিলে এক বছর আগে আসে না যদি না উপর মহল থেকে কেউ যদি টেলিফোন বা তদারকি না করেন। আজকে যদি প্রতি সাভডিভিশনে একটা করে ওয়ার্কশপ খোলা যায়, তাহলে এসব সাভডিবিশানের আণ্ডারে যে সমস্ত সরকারী গাড়ীগুলি রয়েছে সেগুলিকে সারাবার কাজ করা যেতে পারে এবং আমার দেশে যে

সব ইঞ্জিনীয়ার বেকার পড়ে আছেন, যারা ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন, স্কীমে যাদের ভবিষ্যৎ আদৌ দেখা যায় না, রাস্তা ঘাট দেখেন তাদের বিদ্যাটাও একটু কাজে লাগানো যেতে পারে। যে আমরা চাকুরী দিয়ে শেষ করা যাবে না, এটা মেনে নিয়েও বলতে পারি যে এদের সমস্যা সমাধানের যে পথ সেই পথের দিকে যতটা নজর দেওয়া দরকার, ততটা নজর দেওয়া হয় না। আমি এমপ্লয়মেন্টের মন্ত্রী বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, শুধু সরকারী চাকুরী না, আজকে তাদের জন্য কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করুন। এ্যাগ্রো বেস্‌ড ইণ্ডাষ্ট্রি, ফরেষ্ট বেস্‌ড ইণ্ডাষ্ট্রি, ঐ সমস্ত মাধ্যমে কো-অপারেটিভ সিষ্টেমে অথবা সরকারী সাহায্যে ওরা যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারে সে দিকে একটু নজর দিন।

এ্যানিম্যাল হাসবেণ্ডারী, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডারীকে যে কাজে লাগানো, আমরা ঠিক সেভাবে আজও লাগাতে পারি নি। এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডারী, পশু বলতে যে জিনিসটা বুঝায়, যেমন গরু উৎপাদন করতে পারি, তার চামড়া দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠতে পারে, আমরা কাজেই এই যে এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডারী, সেটাকে যতটা কাজে লাগানো, এ্যাগ্রিকালচারেল কাজে, আমার মনে হয় না এখানে লাগানো হয়। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পশু পালন বিভাগ এখানে একটা পোলট্রি রয়েছে, পোলট্রির কর্ম্মচারীদের এই যে বিপদের সময় যে সাহায্য করা তার জন্য একটা টেলিফোন পর্য্যন্ত নেই। গাড়ীর ব্যবস্থা ওদের জন্য করা হয়নি। ওদের জন্য যে গাড়ী বরাদ্দ, সেই গাড়ী দিয়ে অফিসাররা বাজার করেন, ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠান। ওঁদের ডেয়ারী সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, গ্রামের মানুষের কষ্টার্জিত যে দুধ, সেই দুধ শহরে এনে বাবুদের খাওয়ান। গ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয় না। আমি বার বার দপ্তরকে অনুরোধ করেছিলাম যে কন্‌ট্রাক্টারের মাধ্যমে নয়, নিজেরা পারচেজিং সেণ্টার খুলুন, বাইয়িং সেণ্টার খুলুন, যেখানে যেখানে সাধারণ মানুষ ন্যায্য পয়সা পেতে পারে। আজকে দেখা যায় গ্রামের একজন কৃষক সে একজন কন্‌ট্রাকটারের কাছে বিক্রি করবে, সেই কন্‌ট্রাককটার সাপ্লাইয়ারের কাছে বিক্রি করবে, সেই সাপ্লায়ার সরকারকে দেবে। তারপর আবার যারা সাপ্লাই করেন তাদের আরেকটা গ্যারাকল আছে, এখানে যারা প্যাচ মারবেন তাদের সংগে যদি কোন চুক্তি না হয়, তাহলে দুধ রিজেক্ট করা হবে। সেই রিজেক্ট দুধ ফেলে দেওয়া হয় না। সেই রিজেক্‌ট দুধ আবার সাপ্লাই করা হয়। আমি এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীতাপস দে :—চেষ্টা করব স্যার। ফুড এণ্ড নিউট্রেশান এটা করা হচ্ছে ট্রাইবেল সিডিউল কাষ্ট, এণ্ড বেক ওয়ার্ড কমুনিটিস। কিন্তু দেখা যায় যেখানে ট্রাইবেল সিডিউল কাস্ট অথবা ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটি অধ্যুষিত এলাকা, সেখানে আজকে যেটা স্পেশাল নিউট্রেশান প্রোগ্রাম বলা হয়েছে, সেটা হয় না। সেটা আজকে শহরের মানুষ পায়, শহরের ক্লাবগুলিতে আজকে দেখা যায়,আজকে স্পেশাল নিউট্রেশনের প্রোগ্রাম-এর ফাংশান চলেছে। স্পেশাল নিউট্রেশান

প্রোগ্রামে যে সমস্ত জিনিষ দেওয়ার কথা আমি দুই এক জায়গায় দেখেছি শুধু ডাল আর চাল সিদ্ধ ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি নিউট্রেশানকে চেক দেওয়ার জন্য যে প্রোগ্রাম সেখানে দপ্তরের আর একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। যেখানে যেখানে সেন্টার রয়েছে, সেখানে ঠিকভাবে চলছে কি না। স্যার, যেহেতু এটা শিশুদের খাওয়ান হয়- আমি দেখেছি এম, এল, এ, হোষ্টেল-এর পাশেই একটা রয়েছে নব কুমার ক্লাব, সেখানে দেখেছি তরকারী একদিনও দেয় না। শুধু ডাল এবং চাল সিদ্ধ, ডাল একদিকে, আর চাল আর এক দিকে আর খানিকহলদে জল দেখা যায়। আমি গ্রামেও দেখেছি আমার বসাবাসায় একটা সেন্টার রয়েছে, বার বার দপ্তরের কাছে পাবলিক থেকে একটা এ্যানকোয়ারী করার জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট সেদিকে নজর দেয় না। আমি যেখানে যেখানে সেন্টার রয়েছে সেগুলি ঠিকমত পরিচালিত হয় কিনা দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আর ব্যাকওয়ার্ড অধ্যুষিত এলাকায় যেমন আমার টেপানিয় এলাকা রয়েছে, সাতরিয়া সিডিউল কাষ্ট এরিয়া রয়েছে, আঠারমুড়া এরিয়া রয়েছে সিডিউল ট্রাইব এরীয়া ওখানে দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আগেও বলেছি, আজও বলছি। স্যার, আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ড গুলি এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন করে, কয়েকটি ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখছি।

ডিমাণ্ড নং ৩০, এনিমেল হাজবেন্ড্রি সম্পর্কে আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তারা অনেকেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন। আমি এখানে শুধু আমার এলাকার একটা ইন্ষ্টেন্স তুলে ধরতে চাই। আমার এলাকার মোহর ছড়াতে একটা এ, আই অর্থাত আর্টিফিশ্যাল ইনসিমিনেশান সাব-সেন্টার আছে, সেখানে আমি যোগাযোগ করে জানতে পারলাম যে সেখানে ষ্টক ম্যান আছে ঠিক সেখান থেকে রীতিমত ঔষধ পত্র দেওয়া হয় না। অথচ এটা একটা সম্পুর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা। এখানে একটা দুইটা নয়, বহু গরু, বাছুর ইত্যাদির চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। অতএব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যাতে আরও উন্নততর ব্যবস্থা যাতে সেখানে করা হয়, সেখানকার কৃষক সমাজ যাতে রীতিমতো পশু চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি স্যার।

ডিমাণ্ড নং ৩১ মেজর হেড ৩০৭ ফরেষ্ট। এই ফরেষ্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে স্যার, আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে গত ১৫, ২০ বৎসরে অনেক লোককে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সেখানে অনেক জায়গা এ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল। শুধু একমাত্র ফরেষ্ট থেকে সেই জায়গা রিলিজ করতে না পারায় আজ পর্য্যন্ত ১৫/১৬ হাজার লোকের একজনেরও পরচা হয় নাই, কোন ডকুমেন্ট দেওয়া হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার

দক্ষিণ-গোকুলনগর থেকে চার বৎসর আগে একটা প্রস্তাব এসেছিল, সেখানকার প্রায় পরিবারই ট্রাইবেল, তারা পুনর্ব্বাসনের টাকার জন্য চেয়েছিল,, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা সে টাকা পায় নাই। কোন রকম সুযোগ সুবিধাই তারা পাচ্ছে না। অতএব আমার অনুরোধ থাকবে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ঐ দিকে বিবেচনা করার জন্য।

তারপর আমি উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে বলব। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে একটু আগেও বলেছি যে ১৬/১৭ হাজার লোকের এখনও কোন রকম ডকুমেণ্ট দেওয়া হয় নাই, যাদেরকে কিছু পুনর্ব্বাসনের টাকাও দেওয়া হয়েছে—দুইটা ইন্‌স্টলমেণ্টে পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে অথচ তাদেরকে কোনরকম পরচা দেওয়া হয় নাই, এইরকম ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যে দপ্তর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে, যে দপ্তর'এর সমস্ত কিছু স্কীম আছে, সেই দপ্তর স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারে, তাদের সেটেলমেণ্টের জন্য ষ্টাফ আছে, সেই ষ্টাফ দিয়ে এইসব কাজ করাতে পারে, অথচ তাঁদের কোন দায় দায়িত্ব থাকবেনা ? বি, ডি, ও বা এ, ডি, ও যদি কোন প্রস্তাব না করেন তারা কোনকিছু করতে পারবেন না, তাদের কোনরকম ক্ষমতাই থাকবেনা, কোনকিছু করার এটা ঠিক নয়। অতএব আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি—যাতে এই ডিপার্টমেণ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য।

এরপর আমার এলাকার ট্রাইবেলদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে সেখানে বড়মুড়ায় দুইটি মরসুম বস্তী আছে। আমার জন্মের পর থেকে আমি জানি তারা সেখানে বাস করে আসছে, কিন্তু আজকে পর্যন্ত তাদের নাম কোন রেভিনিউ মৌজায় বা ব্লক এলাকাভুক্ত করা হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সমস্ত এলাকার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। বর্তমান ট্রাইবেল বেল্ট অর্থাত বড়মুড়া এরীয়াতে আগের থেকেই অভাব লেগে আছে। বিশেষ করে গত খরার বছরও আমরা দেখেছি যে আঠারমুড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যেহেতু জুম এরীয়া সেই হিসাবে এবং সেখানে প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে, যেহেতু গত বছরের খরায় এফেকটেড, কিন্তু বড়মুড়ার অবস্থাও তদ্রূপ, কিন্তু সেখানে কোন প্রজেক্ট করা হয় নি। কাজেই এদিকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বড়মুড়ার ঐ সমস্ত অঞ্চলে অতিসত্বর প্রজেক্ট যাতে চালু করা হয়। আমি রাইমা শর্মার একটা ঘটনা সম্পর্কে বলতে চাই। সেখানে মোটামুটি ভাবে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সাতশ' পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র আর বাকীগুলিকে দেওয়া হয় নাই। যেহেতু তারা নন-ট্রাইবেল, অন্য স্কীম থেকেও তারা কোন সাহায্য পাই নাই সেইদিকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের উপকারার্থে সেখানে প্রজেক্ট করা হয়েছে এবং তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে সেই কারণে, এর মধ্যে যারা ক্ষতিপূরণ পান নাই, যাদের নাম'এ কোনরকম এ্যালটমেণ্ট হয় নাই, সেইরকম বাঙালী যারা আছেন, তারাও যাতে ট্রাইবেলরা যেরকম সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, সেইরকম সুযোত যাতে দেওয়া হয়, ঐদিক আপনার মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ডিমান্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীআচাইচি মগ।

শ্রীআচাইচি মগ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীরা গরীব, এই আদি-বাসীরা বহু বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে আসছে। আমরা দেখতে পাই তাদের উন্নতি হয় নাই কারণ, সরকার লোক দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন, সব কিছু দিয়েছেন, তারা যাতে চারটি ডাল ভাত খেতে পারে। সরকার দিলেই হয় না, তাদের কি ব্যবস্থা করতে হবে, সেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তাদের আমরা ২৫ বছর ধরে যে লোন দিয়েছি, সব কিছু দিয়েছি, এখনও তারা ভাত খেতে পারছে না, তার কারণ হল তাদের প্রতি ঠিক মত দৃষ্টি দিচ্ছেন না যার জন্য জমি তারা করতে পারছে না। এই জন্য তারা বেকার অবস্থায় পড়েছেন এবং এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী ভাইয়েরা পড়েছে। এই বছরে আমরা দেখেছি যে অতি বৃষ্টি হওয়ার দরুণ এই বার তারা জুম চাষ করতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ অনেক বৃষ্টি হয়েছে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে খরা হয় সেই খরায় জুম পুড়িয়ে তবে তারা জুম চাষ করতে পারবে তা নাহলে তারা পারবে না এই জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের আদিবাসী ভায়েরা কি ভাবে বাঁচবে এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। আমি আরো বলতে চাই যে বন আছে, সেই বন সম্পদ আমরাও চাই। কিন্তু সারাটা জায়গাকে তো রিজার্ভ করলে চলবে না। এইখানে রিজার্ভ ঐখানে রিজার্ভ আর খালি ট্যাক্স। ট্যাক্স লইতে লইতে আমাদের অবস্থা শেষ। এই যে ট্যাক্স লইল এটা কি সরকারের কাছে দিল, না তারা নিয়ে নিল সেটা আমরা জানি না। আদিবাসীদের নামে খালি কেস করে। কিন্তু আমরাও বন চাই। বন আমাদেরও দরকার। রিজার্ভ এক জায়গাতে কর। যে সব খাস জমি আছে তাতে যে সব ভূমিহীন আদিবাসী আছে তাদের ভূমি দিতে হলে তাদের ৬০/৭০টি পরিবারকে এক সঙ্গে দেওয়া হউক। তাদের ট্যাক্স মুকুব করা হোক। ১২১০ টাকা করে লোন দেওয়া হয়, ৩০০০ টাকায় লোন দেওয়া হয়, আমি বলি তাদেরকে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম মারফতে তাদের কাজ দেওয়া হোক। আমরা আদিবাসী মদ খাই, জুয়া খেলি ইত্যাদি বলা হয়, এটা যাতে না হয়, এবং তাদের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজ দিয়া, পূর্নবাসন দিলেই আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীরা বহু উপকৃত হবে। আমি বলছি যে ট্রাইবেলদের মধ্যে অর্ধ শিক্ষিত যারা আছে তাদেরকে ত্রিপুরা ভাষায় পড়ানোর জন্য নিয়োগ করা হোক।

আমাদের বিলোনীয়া বিভাগের মধ্যে নিউট্রেশান সেন্টার খুব কম। কিন্তু আদিবাসী প্রচুর আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এস, ডি, ও. বল, বি, ডি, ও, বল, মন্ত্রী যেই দিক, আমরা যেখানে যেখানে বলব, সেখানে নিউট্রেশান সেন্টার দেওয়া দরকার। কারণ আমার দেশের মানুষের তো খেয়ে বাঁচতে হবে। যে চাল ডাল দেওয়া হয় সেটা পচা। নষ্ট। সেই পচা জিনিষ দিয়ে তো আমাদের চলবে না। কারণ আমরা কংগ্রেস। তাহলে তারা কংগ্রেসকে কি বলবে? বলবে যে তোমরা ভাল ভাল কথা বল, ক্যানভাস করে ভোট নিয়েছ। কিন্তু আমরা চাই আমাদের সরকারকে শক্তিশালী করতে। তাদেরকে আমাদের সাহায্য করিতে হবে। সরকার সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু ঠিক মত কাজ হয় না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার শ্রীনরেশচন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, আমি সেগুলি সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা প্রশ্ন অত্যন্ত লক্ষ্য করবার, এবং সেটা বিগত কয়েক বৎসর যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটা হল এখানে আছে যে (ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব এ্যাণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস), সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাষ্ট যারা আছেন, তাদের মধ্যে একটা পারসেনটেজ আছে, যে তারা সত্যি গরীব এবং যে সাহায্য তারা পেয়ে আসছে, সেই সাহায্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা উচিত। আবার তার মধ্যে আরো একটা জিনিস দেখার আছে যারা অর্থের দিক থেকে একটু সংগতি সম্পন্ন যারা আছেন তাদের দিকে সাহায্যের সেই পরিমাণ সিডুল কাষ্ট হিসাবে দিতেই হবে সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। বরঞ্চ এই যে কথাটা সিডুল কাষ্ট উইল গেট মোর বেনিফিট ফর দেয়ার ডেভেলাপমেণ্ট, আমি মনে করি সিডুল ট্রাইবদের বেলায়ও ঠিক একই কথা। ঠিক এ দিকে চিন্তা রেখে যাতে সরকার সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইবদের মধ্যে যে উইকার সেকসন আছে, তাদেরকে যাতে আরও ষ্ট্রেংদেন করে তুলেন সেইজন্য আমি এই হাউসকে একটা সাজেশান দিই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিস এখানে, আদার ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটি, এটা আমরা অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। এটা শুধু লেখাই থাকে, যেমন মুন্সী বাড়ীর গাই কিতাবে আছে গোয়ালে নাই। ঠিক এমনি অবস্থা হল আদার ব্যাকওয়াড কম্যুনিটির। আদার ব্যাকওয়াড কম্যুনিটি বলতে আমরা সব সময়ে বাজেটের পাতায় পাতায়, ফেসিলিটিস ফর আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটিস আমরা দেখে আসছি, কিন্তু আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটির মধ্যে যে সমস্ত সম্প্রদায় পড়ে, তাদের উপর সরকার কোন নজর দিচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না। আমি জানতাম এই আদার ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটির ছেলে পিলেরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলেজে যে বেতন ফি পাইত কিন্তু বর্ত্তমানে তা আর পায় না, এবং বুক গ্রেনুট বা অন্যান্য সাহায্যের ব্যাপার থেকেও তারা অত্যন্ত দূরে। শুধু এই নয়, চাকুরীর ব্যাপারেও তাদের কনসেসই তাদের দেওয়া হয় না। আমার কথা হল যদি সিডুল ট্রাইবের আদার ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটি জড়িত করা হয়, যদি সরকার বিবেচনা করে থাকেন যে, তাদেরও অবস্থা ঐ দুইটি সম্প্রদায়ের মত, এবং সেটা সরকার বিবেচনা করুন, আমি তা বলি না। কিন্তু আমি জানি আদার ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটির মধ্যে কতগুলি সম্প্রদায়, তাদের এমনি অবস্থা সিডুল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবেরই মত এবং এই কমুনিটির মধ্যে এই সম্প্রদায় গুলি, তাদের খাওয়া, পড়া, তাদের চলাফেরা তাদের আদব-কায়দা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা কোন অংশেই তারা সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবের চেয়ে উন্নত নয়। যার জন্য একবার আমার মনে আছে, একবার আমাদের এম, এল, এ, ডাঃ বি, দাস, মহোদয় সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে বলেছিলেন যে, এই যে একটা কমিটি আছে, "ওয়েল ফেয়ার অব সিডুল কাষ্ট এ্যাণ্ড সিডুল ট্রাইব" উনাদের কাছে একটা সুপারিশ করেছিলেন যে, এই ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির মধ্যে দুই একটা সম্প্রদায় এই অবস্থায় আছে যাহাদিগকে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবের পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে, সিডুল কাস্টের পর্যায় ভুক্ত করা নিয়ে তাদের—সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য

বলেছিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম যে এই উইকার সেকসানটাকে যদি সিডাল কাষ্ট এবং সিডাল ট্রাইবের মত সুযোগ সুবিধা দিয়ে, তাদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়, তাদের আর্থিক এবং শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া হয় এবং সর্ব স্তরের উইকার সেকসান মনে করে ভারত সরকার দুর্বল অংশের মানুষগুলিকে শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করার চেষ্টা করছেন, তার সঙ্গে তাদের ও সুযোগ সুবিধা করে দেবেন, এবং এই অনুরোধ রেখে আমি হাউসের সামনে একটা সাজেশান রাখতে চাই যে এই উইকার সেকসান অব সিডিউল কাস্ট এ্যাণ্ড সিডাল ট্রাইব এদের মত আদার ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটির জন্য সুযোগ সুবিধা রাখা হয়। আমি এমনও দেখেছি যে, সিডাল ট্রাইবের মধ্যে একটা সেকসান আছে যারা খাওয়া, পড়া কথা, বার্তায়, চেহারাই কোন রকমেই সিডাল-ট্রাইবের সঙ্গে মিলে না। কোন মতেই তারা ট্রাইবেল নয়, এবং শিক্ষা, দীক্ষায় বা চাকুরীর ক্ষেত্রেও একেবারে অনগ্রসর নয়, এরা আজও সিডাল ট্রাইব নাম দিয়ে সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। আমি অনুরোধ রাখব যে সিডাল কাষ্টের মধ্যে একটা রিশাফল করে যারা অন্নবিত্ত তাদেরকে ন্যায্যভাবে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হউক এবং যাদেরকে বাদ দেওয়া চলে তাদেরকে বাদ দেওয়া হোক। সিডাল ট্রাইবের মধ্যে যেমন লঙ্কর কমুনিটি নামে একটা কমুনিটি আছে, ফর এ্যাক্সাম্পল সেই সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্য আমি বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা বললেও অত্যুক্তি হবে না, রাজধানীতে এমন কিছু অবস্থাসম্পন্ন লোক আছে যারা নিজেদের সিডাল ট্রাইব বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সুযোগ সুবিধা পান। সেই দিকেও বিবেচনা করার জন্য, আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে ডেয়রী ডেভেলাপমেণ্ট—এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, আমি এই কথা রাখব যে, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত, যাতে গো সম্পদকে রক্ষা করার জন্য, সেখানে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের বেসিসে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা যায়, সেই ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। কারণ প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে এখন সেই ব্যবস্থা নাই যার দরুন মানুষের গরু, বাছুর দিন দিনই বিভিন্ন রকমের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা জানি গরু, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হয়তো সরকার বিভিন্ন রকমের চেষ্টা করছেন যা পূর্বে ছিল না, কিন্তু একটা জিনিষ অত্যন্ত অবহেলিত হয়ে আসছে সেটা হলো গো পালন ব্যবস্থা, গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা। গরুকে শুধু ঔষধ দিলেই বাঁচানো যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন গো খাদ্যের ব্যবস্থা করা। সেই গোচারণ ভূমি ত্রিপুরাতে নেই বললেই চলে। তাই আমি অনুরোধ রাখব প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে যাতে একটি করে গো চারণ ভূমি থাকে, তারই ব্যবস্থা করেন।

আর ড্যায়ারী ডেভেলাপমেণ্ট—এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। কৃষিক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে যারা কৃষক, তারা যাতে তাদের কৃষিকাজ সুসম্পন্নভাবে করতে পারে, সেই জন্য বিভিন্ন সময়ে আমরা ঋণের ব্যবস্থা করে থাকি। কিন্তু গোয়ালা নামে একটা জাতি আছে—কিংবা যারা গো দুধ সংরক্ষণ করে, তাদের গাভীর দুধ থেকে জীবিকার্জন করে, এবং সেই দুধ বাইরেও সাপ্লাই দেয়, তারা যাতে এই গাভী নিয়ে তারা সুন্দরভাবে বসবাস করে নিজের জীবিকা এবং জন্তুর সাহায্য করতে পারেন যার জন্য তারা চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু সরকারী ভাবে তাদের

জীবনকে সুন্দরভাবে গঠনের জন্য বা গো সম্পদকে পালনের জন্য আমরা কোন রকম সাহায্য সহায়তা তাদের করতে পারিনি। আমি অনুরোধ করব এই গোয়ালাদের, অর্থাৎ যাদের কাছ থেকে আমরা দুধ পেয়ে থাকি, তাদের কর্মের সাহায্য দিয়ে তাদের চলার পথে সহায়তা করা হয়।

আর একটা জিনিষ আমরা ড্যায়ারী থেকে দুধ পেয়ে থাকি এটা ঠিক কথা। দুধের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে শিশু খাদ্যের জন্য বেশী প্রয়োজন। যার জন্য আমরা শহরের বাইরে থেকে দুগ্ধ আমদানী করি। কিন্তু গ্রামগুলিতেও ড্যায়ারী ডেভেলাপমেন্ট-এর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আর যে সমস্ত দুধ ডিষ্ট্রিবিউশান করা হয়, সেই ডিষ্ট্রিবিউটেভও দুধের দাম দুই এক বছর অন্তর অন্তরই বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আমি বলব যে দুধের দামকে না বাড়িয়ে বরঞ্চ সাবসিডারী রেইটে যাতে বিতরণ করা হয় তার জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন, যাতে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সবাই পেয়ে উপকৃত হয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফরেষ্ট সম্পর্কে আমার একটি আবেদন ছিল যে, ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে অনেক জায়গা আছে, এইগুলিতে ফরেষ্টের কোন গাছ গাঁছড়া নাই। কিংবা সেখানে ফরেস্ট হবে এই রকম কোন লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। সেখানে অধিকাংশ জমি নাল এবং অধিকাংশ বাড়ী আছে, যারা অনেক দিন থেকে বসবাস করে আসছেন, অথচ তাদেরকে ফরেস্ট ভিলেজার করে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাদের নামে কোন রকমের জোত জমির ব্যবস্থা নাই। ফর একজাম্পল, আমি তেলিয়ামুড়ার ফরেষ্ট রিজার্ভ সম্পর্কে বলতে পারি। সেই ফরেস্টের ভিতরে ১০।১২টি গ্রাম আছে, এই গ্রামগুলিকে ফরেষ্ট ভিলেজ বলা হয়। সেই গ্রামগুলির মধ্যে দুইটা গ্রামের আবেদন ছিল যে তাদের রিলিজ করা হোক, এবং এই জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী একবার সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে তদন্ত করে বলেছিলেন যে, না এই গ্রামগুলিকে ফরেষ্টের আওতায় রাখা চলে না। কিন্তু সেই গ্রামগুলির একটাও আজ পর্য্যন্ত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রিলিজ করে নাই অথচ সেখানে ফরেষ্টের ব্যবস্থাও নাই। আমি আরো বলতে পারি যে এই ১২টা গ্রামের মধ্যে, ফরেষ্ট ভিলেজার যাদের করা হয়েছে কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্ট মেন্ট মাত্র তিনটা গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে। যদি ফরেস্ট ভিলেজার সবাই হয়ে থাকে, তাহলে মাত্র তিনটা গ্রাম থেকে খাজনা আদায়ের কি অর্থ হতে পারে? আর বাকী গ্রাম থেকে খাজনা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ইদানিং কোন এক গ্রামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেটা হল খামার বাড়ী—খুব সম্ভবতঃ সেখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইমেডিয়েটলী খাজনা আদায় কর। এবং তাদেরই প্রথম দাবী ছিল সেই গ্রামটাকে রিলিজ করার জন্য। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে রিলিজ তো করা হয়ই না উল্টো নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাড়াতাড়ি খাজনা আদায় করে দাও। আমার কথা হল তাদেরকে রিলিজ করে দিয়ে তাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর বহিঃভূক্ত করে তাদেরকে সেটেলমেন্ট দেওয়া হোক। অথবা যদি তাদের ফরেষ্ট ভিলেজার থাকতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হোক। এখানে যে দু'চোখো নীতি সেটা সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমি সেই সঙ্গে বলব সত্যিকারের ফরেষ্ট হওয়ার উপযুক্ত যে গ্রাম, সেই গ্রামগুলিকে রেখে বাকী গুলি রিজার্ভ মুক্ত করা উচিৎ। সেখানে আমিও গিয়েছিলাম, আমিও দেখেছি এবং আমার ধারণা মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয়ও সেই সমস্ত

জায়গা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন—এবং এক সময় সেখানে সেটেলমেন্টের কানুনগোও গিয়েছিলেন, এবং তিনিও বোধ হয় রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, এই গ্রামগুলিকে ফরেষ্ট রিজার্ভের বহিঃভুক্ত করা হোক কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর কোন এফেক্ট হল না, শুধু তেলিয়ামুড়ার ব্যাপারই নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলির যাতে আশু সমাধান করা হয়, তার কথা আমি হাউসের সামনে অনুরোধ রাখব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করব। কারণ আমি চার পাঁচদিন দাঁড়িয়েছি এই বাজেট আলোচনায় অংশ নিতে। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং স্পীকারের নির্দ্দেশে আমি কিছু বলতে পারি নাই। কাজেই আমি সময় চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাকে সময় দেন দেন তাহলে আমি বলতে পারি।

ফুড এ্যাণ্ড নিউট্রেশনে থেকে আমার কয়েকটা কথা আছে। শিশু খাদ্য—বিভিন্ন জায়গায় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সেই পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপারে যে ডিষ্ট্রীবিউশান করা হয় আমার মনে হয় সেই ডিষ্ট্রীবিউশান অপুষ্টিকর হয়েছে। কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুরা মরছে, শিশুরা ভোগছে ঠিক সেই জায়গায় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিশেষ করে ট্রাইবেলদের এরিয়াগুলিতে সেই অবস্থা ঘটছে। সেখানে নিউট্রেশান প্রোগ্রামে শিশু খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি হচ্ছে শহরের আশে পাশে যেখানে শিশুরা একটু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া খেতে পারে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে জানি, আমি যে কন্সটিটিউয়েন্সি থেকে এসেছে, সেই ইশান চন্দ্র নগর কনসটিটিউয়েন্সিতে ট্রাইবেল আছে, কিন্তু সেখানে দুইটিও নিউট্রেশান সেণ্টার নাই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনেকবার বলেছি যে, এটা একটা ট্রাইবেল সেণ্টার সেখানে একটা নিউট্রেশান সেণ্টারের ব্যবস্থা করতে, পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এবং এখানে বহু সংখ্যায় সিড্যুউল কাষ্ট আছে। সেই সিড্যুউল কাষ্টরা আবার উদ্বাস্তু তারা পাকিস্তান থেকে এসেছে, এবং সেখানটা হচ্ছে উদ্বাস্তু ট্রাইবেল এরিয়া। সেটা হচ্ছে কাঞ্চনমালা, চাম্পাবন, এবং মধুবন। এখানে ৫০০০ হাজার উদ্বাস্তুকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে—এবং তাদের বেশীর ভাগ হল সিড্যুল কাষ্ট। আমি বলছিলাম ঐ সমস্ত জায়গাতে দে আর সাফারিং ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিস ফ্রম ডে টু ডে। এই উদ্দেশ্য করে আমি বলছিলাম যে তাদের এখানে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হোক। পুষ্টিকর খাদ্য বলতে যা বুঝায় আমরা তা পাচ্ছি না। শুধু খিচুরী। শুধু খিচুরী খেয়ে শিশুদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা যায়? কিন্তু সেখানে তা ব্যবস্থা হল না। আমার মনে হয় এই রকম অনেক এরিয়া আছে। শুধু তাই নয়, সিড্যুউল কাস্ট্র এবং সিড্যুল ট্রাইবদের যে হাউসিং লোন দেওয়া হয়, সেই হাউসিং লোন সম্পর্কেও আমি বলতে পারি যে আমাদের এরিয়ার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত একটা লোনও পায় নাই। এবং তার জন্য আমি বহু অনুরোধ করেছিলাম যে এই উইকার ট্রাইবেল সেকসানকে এবং এখানে উইকার সিড্যুউল কাষ্ট সেকসান আছে। তারা উদ্বাস্তু, এবং এমন মানুষ এখনও আছে যাদের ঘর, বাড়ী নাই। এখানে হাউসিং লোনের ব্যবস্থা করা হোক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব, যাতে এই সিডিউল কাষ্ট উদ্বাস্তু এরিয়া, ট্রাইবেল এরিয়া এই সমস্ত জায়গায় তাদের বিভিন্ন রকমের ফেসিলিটি দিয়ে তাদের শিশুর

এবং ঘরের ব্যবস্থা করা হয়, তা যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লক্ষ্য রাখেন। এই বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এই সরকার তপশিলী জাতির উন্নতির জন্য, সহানুভূতি সহকারে এগিয়ে চলেছেন। ১৯৫৩-৫৪ ইংরেজী থেকে যে আমরা পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প আরম্ভ করেছি, তাতে আমরা ৫৯টি কলোনী এখনও চলিত অবস্থায় আছে। এখন এই বাজেটে যে কলোনীগুলি পুনঃ সংস্কার করার জন্য এই বাজেটে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে এখন ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯১০ টাকা স্কীম আমরা চালু করেছি। তাতে আমরা ১৯০০ পরিবারের মত জুমিয়াকে আমরা ১৯১০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দিয়েছি। তপশিলী উপজাতিদের যেসব প্রকল্প আছে এবং যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য, আমরা সেদিকে এগিয়ে চলেছি। তা ছাড়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিয়া থাকে। তাছাড়া এই ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নামে একটা ডিপার্টমেন্ট তাদের উন্নতির জন্য রাখা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬টি, টি, ডি, ব্লক আমাদের ছিল, অমরপুর মালটিপারপাস ব্লক, কাঞ্চনপুর, সাবরুম, ছামনু, এবং ডম্বুরনগর। এখন সেখানে বিভিন্ন ধরণের উন্নতির কাজ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষি, সেচ ও সমাজ উন্নয়ন, পশু পালন, যোগাযোগ, শিল্প উন্নয়ন আমরা এইসব উন্নয়নের কাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছি, বিশেষ করে আজকে আমার মাননীয় সদস্যরা হাউসের মধ্যে যেসব আপত্তি জানালেন, তার পরিণতিতে আমি বলব যে আমরা যথাযথভাবে তাদেরকে পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তবে ফরেষ্টের যে গ্র্যাণ্ড পাওয়ার জন্য যে মাননীয় সদস্য কালীবাবু এই হাউসের মধ্যে আপত্তি জানালেন সেটার জন্য সরকার পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ৪৬টি পরিবারকে সেখানে পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবছর সেখানে তাড়াতাড়ি দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং অন্যান্য জায়গায়ও জুমিয়া পুনর্বসতি দেওয়ার চেষ্টা করছি। যেসব অসুবিধা ছিল সে অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় এবং আমাদের প্রত্যেকটি জিলার মধ্যে ফরেষ্ট এবং ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার, তাদের পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য যে অসুবিধা আছে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা একটি কমিটি করেছি যে কমিটির মাধ্যমে আমাদের যে পুনর্বাসন এ্যালটমেনট দেওয়া দেওয়া হবে সেটা সে খাতে ব্যবস্থা হলে পরেই সেখানে সেইভাবে এ্যালটমেনট দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয় আগামী পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের এ সমস্ত কাজে অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে যে আমরা ট্রাইবেল উন্নয়ন খাতে যে আমরা এগিয়ে চলেছি তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না, এবার ব্লকের স্কীমের মধ্যে যে আমরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে আমরা উন্নত ধরণের আলু এবং বীজ, সার ইত্যাদিও সেখানে দিয়ে থাকি। তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষকদেরও আমরা সেই সার এবং আলু আমরা বিতরণ করিয়া থাকি— এবং নতুন ধরণের শস্য ফলানোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ইত্যাদি কৃষি ব্লকের মাধ্যমে আমরা সেইসব সাহায্য দিয়া থাকি, এবং শিক্ষাখাতে আমরা বিশেষ করে ট্রাইবেল, তপশিলী

উপজাতি ও তপশিলী জাতির জন্য স্কুলে আমরা বিভিন্ন ধরণের সাহায্য আমরা দিয়ে থাকি। তবে আমি আশা করব আমাদের যে বাজেট, আমাদের মাননীয় সদস্যরা সহযোগিতা করে আমাদের এই বাজেটকে সাফল্য মণ্ডিত করে আমার এই সমর্থন জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে ডিমাণ্ড নং ১৫, ৩০, ৩১, ৩৭, ২৩, তার উপর মাননীয় সদস্যগণ যে বিভিন্ন পয়েন্টস উত্থাপন করেছেন, তার আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য তাপসবাবু শ্রম দপ্তরের উপর যেসব কথা বলেছেন যে আজকেও শহরের উপর একটা ধর্ম্মঘট চলছে এ বিষয়ে শ্রম দপ্তর নিষ্ক্রিয় বলে যে তিনি বলেছেন, সেকথা ঠিক নয়। কারণ শ্রম দপ্তর এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। ব্যাপারটা এখানে এইরকম ঘটেছিল যে শ্রমিকদের মধ্যে দুইটি সংস্থা আছে। এখন যারা ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছেন সেটা হয় সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল, এবং আরও একটা সংস্থা আছে, সেটা হল সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। কাজেই আমরা দুইটি দলকেই ডেকেছিলাম, মালিক পক্ষকেও ডেকেছিলাম। তাছাড়া গত মাস খানেক আগে একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তিতে একটা দাবীর মধ্যে উভয় পক্ষই—মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছেন যে ১৫ টাকা হারে তারা ফ্ল্যাট্ রেইটে ইন্টারিম রিলিফ সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে দেবেন, ঐরকম ভাবে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং একটা সংস্থা এটা মেনে নিয়েছিল, এবং যারা আজকে ষ্ট্রাইক'এর ডাক দিয়েছে তাদেরও ঐ সময় ডাকা হয়েছিল, তারা উপস্থিত হয় নাই। আমরা শ্রম দপ্তর থেকে হয়তো বলতে পারি, চিঠি দিতে পারি তাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য, কিন্তু যদি উপস্থিত না হয়, সে শ্রমিক অর্গেনাইজেশানই হোক, আর মালিক অর্গেনাইজেশানই হোক, আমরা ডাইরেক্ট কিছুই করতে পারিনা। তাছাড়া একটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যখন হয়েছে আমরা মনে করি ঐ চুক্তি সমস্ত সংস্থাই মেনে নেবেন এবং এখন যারা ষ্ট্রাইকের ডাক দিয়েছে, তাদের সংগে এর আগে যে একটা চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির মেয়াদ আগামী আগষ্ট মাসে শেষ হবে। তাই আগষ্ট মাস না আসা পর্য্যন্ত তারা আগের চুক্তিতে আবদ্ধ আছে বলে মালিকরা বলছেন যে ঐ আগষ্ট মাস না আসা পর্য্যন্ত তাদের ঐ সব ব্যাপারে আলোচনায় বসতে তাঁরা পারেনা। কাজেই এই ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তা ঠিক নয়। আরও বলেছেন যে আমরা শ্রম দপ্তর পেমেণ্ট অব বোনাস, এ্যাক্টের ব্যাপারে সরকার কিছু করেন না, একথা ঠিক নয়। এই নিয়ে বহু মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকি এই মামলা যে দায়ের করা হয়েছে তার নজির স্বরূপ আমি এখানে একটা কাগজ পড়ছি। শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭, দোকান সংস্থা আইন, ১৯৭০, পেমেণ্ট অব ওয়েজ এ্যাক্ট ১৯৩৬, পেমেণ্ট অব বোনাস এ্যাক্ট ১৯৬৫, ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট ১৯৪৭-এর বলে, ১৯৭০-৭১ 'এ—তিনটি কেস, ১৯৭১-৭২ 'এ দুইটা কেস, ১৯৭২-৭৩ 'এ তিনটা কেস, এইরকম করে আমরা বহু কেস দায়ের করেছি, তার মধ্যে কিছু মিটে গেছে, কিছু মালিকের স্বার্থে গেছে এবং কিছু মামলা এখনও কোর্টে চলছে। কাজেই আমরা বসে আছি একথা বলা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্যের যে অভিযোগ যে আমরা নীরব দর্শক হয়ে আছি, এটা আশা করি ঠিক নয়। তারপর মাননীয় সদস্য কালিপদ ব্যানার্জী মহোদয় এবং তাপস দে

শ্রম দপ্তর সম্পর্কে আরও বলেছেন, তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। এনিমেল হাজবেন্ড্রী সম্পর্কে যে কথা উনারা বলেছেন, তার উত্তরে আমি বলব যে ত্রিপুরায় মহারাজার আমল থেকে এনিমেল হাজবেন্ড্রী বলে কিছু ছিলনা, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের পশু চিকিৎসালয়, ভেটারিনারী ইউনিট বা স্টকম্যান সেন্টার মিলে এ পর্যন্ত হয়েছে ৪০টি এবং ডিসপেন্সারী আছে ২৮টি, আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের ১২৫টার মতো মেডিকেল ইউনিট খোলার প্রস্তাব আমরা রেখেছি। ডা: বি, দাস মহোদয় যা বলেছেন যে বাঘমারাতে কোন ডিসপেনসারীর কথা হয় নাই এটা সত্যি কথা, তবে একট কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র সেখানে খোলার কথা ছিল। আমরা এই বছর এই কেন্দ্রটি খোলবার চেষ্টা করবো। নলছরে একটি কেন্দ্র খোলার কথা, এটা এ বছরের জন্য বিচারাধীন আছে। আর মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহোদয় বলেছেন যে ষ্টকম্যান সেন্টারে যে ৪০টি ভাড়া বাড়ীর মধ্যে আছে, সেখানে ভাড়া পায়না, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে ৮০টি ভাড়াটিয়া বাড়ীর ভাড়া নিয়ে গোলমাল ছিল তার মধ্যে গত দেড় বছরে ৮০টা থেকে কমিয়ে ৪/৫ টাতে এসে দাঁড়িয়েছে যেগুলির মীমাংসা এখনও হয় নাই। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, আমি শুনেছি। এর কারণ হল যে একটা এ্যাসেসমেন্ট কমিটি থেকে সেই ভাড়া এ্যাসেসমেন্ট করে দেওয়া হয়। আমরা পি, ডবল্যু, ডিকে অনেক লেখালেখি করেছি কিন্তু পি, ডবল্যু, ডি আবার জায়গার ভেলুয়েশানটা ঠিক করতে পারেন না, তার জন্য যেতে হবে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কাছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পি, ডবল্যু, ডিপাটমেন্টকে এ্যাকিউজ করছেন কি না নিজে বাঁচার জন্য ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যাকিউজ করার প্রশ্ন নয়, মাননীয় সদস্য হয়তো শোনেন নাই যে ৮০টার মত সেন্টারে ভাড়া নিয়ে গোলমাল ছিল আমি আগেই বলেছি তার মধ্যে কমিয়ে এনে ৪/৫টাতে দাঁড়িয়েছে। তাহলে আমরা দেখছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মীমাংসা হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। তবে মাননীয় মন্ত্রী এটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তার পয়েন্ট অব অর্ডার হবে না কেন? উনি মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, আর একজন কেবিনেট মন্ত্রী—মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকে এ্যাকিউজ করছেন বলে মাননীয় সদস্য অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা এ্যাকিউজিশান করা নয়, তিনি তাঁর ডিফিকালটির কথা বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব এ বিষয়ে সত্বর যাতে মীমাংসা হয় অর্থাৎ পেমেন্ট পান তাদের বাড়ীর, সেদিকে তিনি একটু অনুগ্রহ করে নজর দেবেন।

(ভয়েস) :—অশেষ ধন্যবাদ স্পীকারকে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছেন। আমি বলছিলাম ৮০টা ভাড়াটিয়া বাড়ীর এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পি, ডবল্যু, ডি'র কাছে চাওয়া হয়েছিল, এখন তার মধ্যে চার পাঁচটি ছাড়া, বাকীগুলির এ্যাসেসমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি পি, ডবল্যু, ডি-কে প্রশংসা করছিলাম কিন্তু তিনি তার সময় দিলেন না—আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে ফেলেছেন। কাজেই যেটা আগে বলেছি যে ৮০টা কেস ছিল তার মধ্যে সবগুলির মীমাংসা হয়ে গেছে, সবগুলির ভাড়াই আমরা দিয়ে দিয়েছি, শুধু যে চার পাঁচটা বাকী রয়ে গেছে, তার ভাড়া দিতে পারছিনা। কারণ এ্যাসেসমেন্ট কমিটি এখন পর্য্যন্ত ফাইন্যাল রিপোর্ট দেয় নাই। তার প্রধান কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাড়ী করেছে ঠিকই কিন্তু এর জায়গাটা হয়তো খাসের জায়গা, তার যে ল্যাণ্ডের ভেলিউয়েশান সেটা পি, ডবল্যু, ডি. ঠিক করতে পারেনা, এর জন্য যেতে হবে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের কাছে। এইসব ব্যাপার ফয়সলা হয়ে আসলে পরে এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট বের হয়। কাজেই এইগুলি অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাই নাই। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যার ফলে আমরা দেখছি যে ৮০টার মধ্যে চার পাঁচটা ছাড়া আর সবগুলিরই মীমাংসা আমরা করতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সঠিক এই কারণেই ভাড়া বাকী আছে আমি বলছিনা, তবে এইসব অসুবিধার কথাগুলি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এখানে বলছি। নোয়াবাদীর যে জায়গার মালিকানা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সেটা আমরা নজর দিয়ে দেখব কেন সেখানে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির কাজটা ত্বরান্বিত হয় নি। সেটা দেখার জন্য আমরা চেষ্টা নেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিষয়টি যে বিলম্বিত হচ্ছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আমি বলছি যে এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, ল্যাণ্ড ভেলুয়েশান ইত্যাদি ব্যাপারে দেরী হতে পারে। আমি নিজে সেটা অনুসন্ধান করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— নিশ্চয়ই দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্যাগুলি তো আমি বল্লাম, এবং দৃষ্টি দেওয়ার ফলেইতো ৮০টা কেসের মধ্যে অনেক কমে এসেছে। কাজেই যে দুই একটা বাকী রয়ে গেছে সেটা আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— স্পেশিয়ালী নোয়াবাদীর জায়গাটা দেখবেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আচ্ছা দেখব স্যার। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যান পাওয়ারের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় অনেক সদস্য এখানে বলেছেন বেকার সম্বন্ধে যে শহরেই চাকুরী বেশী হচ্ছে, গ্রামে দেওয়া হয় না, এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা যে ইন্টারভিউ নিয়েছি, সেই সময়ে যে আমরা একটা ফর্ম্ম ফিল আপ করতে দিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শহরেই শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, কাজেই শহরে গ্রামের তুলনায় বেকারও অনেক বেশী। কাজেই গ্রামে হয়না, এই কথাটা ঠিক নয়। গ্রামেও হয়েছে, সহরেও হয়েছে। তবে শহরে বেশী চাকুরী দেওয়ার কারণটা হল, শহরে স্কুল কলেজের

সংখ্যা যেমন বেশী, শিক্ষিতের সংখ্যাও বেশী এবং শহরে চাকুরীও বেশী। কাজেই শহরে যে তুলনামূলকভাবে বেশী হয় সেটা ঠিক নয়, গ্রামের দিকেও আমরা নজর রাখছি। তাছাড়া মাননীয় সদস্য তাপসবাবু একটু আগে লাইসেন্সের ব্যাপারে বলছিলেন যে রিক্সা লাইসেন্স আমরা দেই না, একথাটা ঠিক নয়। গত মার্চেও আমরা লাইসেন্স দিয়েছি এবং না দেওয়ার কোন কারণ নেই। এখন পর্যন্ত শ্রমিকের লাইসেন্স আছে ১৪০০ এবং মালিকের আছে ১১৭১। এখনও যদি কেউ প্রার্থী হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে সমবায় সমিতি যেগুলি আছে, সেগুলিকে আমরা প্রায়রিটি দেই।

শ্রীতাপস দে :—পয়েন্ট অব অর্ডার। আমি বলছিলাম যে নূতন করে কোন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। গত মার্চে তাদের রিনিউ হয়েছে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে গত মার্চে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এটা স্যার ঠিক নয়। রিনিউ করা হয়েছে, নূতন কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— সাধারণতঃ এইসব পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। যাই হোক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং মার্চ মাসে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—না স্যার। যারা শ্রমিক আজকে মালিক হয়েছে, তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন যে নুতন লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তিনিতো সংখ্যাই বলে দিয়েছেন।

শ্রীতাপস দে :—না স্যার, এটা ঠিক নয়। আমার কথা হল যে, একজন শ্রমিক একটা নুতন রিক্সা করেছে। কিন্তু সে মালিকের লাইসেন্স পায় নাই।

মিঃ স্পীকার :— রিক্সা শ্রমিক মালিক হয়েছে ?

শ্রীতাপস দে :—হ্যাঁ স্যার, শ্রমিক মালিক হয়েছে, কিন্তু সে মালিকের লাইসেন্স পায় না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্যের মধ্যে ছিল যে গত বছর কিছু লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং এই বছরেও আমরা কিছু লাইসেন্স দিয়েছি। তবে আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে যারা কো-অপারেটিভ করে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা আমি বলেছি। কিন্তু লাইসেন্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক নয়। যে লাইসেন্স দেওয়া হবে, সেগুলি শ্রমিকদের কল্যাণে যাতে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে নিতে পারে, শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করেই সরকার এটা করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পয়েনট অব অর্ডার। আমরা জানি যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থেকে ঋণ দেয়। যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কোন শ্রমিক একটা রিক্সা কেনে তাহলে কি সে লাইসেন্স পাবে না ? কারণ মন্ত্রী বলেছেন যে কো-অপারেটিভ না করলে লাইসেন্স পাবে না। এটা কি কথা ? এটাতো পলিসী হতে পারে না।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যাংক থেকে কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :—পয়েনট অব অর্ডার স্যার। আজকে ১০০ টাকা লোন নিয়ে কোন শ্রমিক যদি একটা রিক্সা কেনে, তাহলে তাকে লাইসেন্স কি দেওয়া হবে না ? কারণ একজনে তো আর কো-অপারেটিভ করতে পারে না। আর কো-অপারেটিভ না করতে পারলে তো লাইসেন্স পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ইনডিভিজুয়েল লোন দিচ্ছে, সেখানে তো লাইসেন্স না দেওয়ার কোন কারণই থাকতে পারেনা স্যার।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ইনডিভিজুয়েলের কথা মাননীয় সদস্য তাপস বাবু বললেন, আমি বলছিনা যে সে লাইসেন্স পাবে না। আমি বলছি যে কো-অপারেটিভ করলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আমার কথাটা হল যে কো-অপারেটিভ করলে অগ্রাধিকার দেই এই কারণে যে কো-অপারেটিভটাকে এনকারেজ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য উনি পরিস্কার করে বলেছেন যে ইনডিভিজুয়েলী করলেও সে লাইসেনস পায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—না স্যার, উনি বলেছেন যে কো-অপারেটিভ করলে প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে কি বলে দেওয়া হবে যে ইনডিভিজুয়েলী যদি টাকা চায়, তাহলে যেন তাকে টাকা না দেওয়া হয় ? কারণ গভর্ণমেনট বলছেন যে ব্যাংক সাহায্য করে, কিন্তু যদি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে রিক্সা কেনে লাইসেন্স না দেওয়া হয়, তাহলে কি করে সাহায্য হয় স্যার ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আগেই বলেছি এই রকম কোন কেস আমার জানা নেই। যদি এই রকম কোন কেস থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্যরা ব্যাংকের সংগে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন আমরা তো ইনডিভিজুয়েলী দেওয়ার কথা বারণ করিনি। তবে সমবায় করার জন্য আমরা এনকারেজ করি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যরা যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা পয়েনট অব অর্ডার হয় না। তবে মাননীয় মন্ত্রী সেটা ক্লারিফাই করার চেস্টা করছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব যে মাননীয় মন্ত্রী যখন বলেন তখন তাঁকে যেন ইনপেরাপ্ট করা না হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলেতো স্যার, পয়েনট অব অর্ডার তুলতেই হবে স্যার। এ ছাড়া তো আমরা কিছু বলতে পারি না। আই ক্যান ড্র ইউর এ্যাটেনশান এণ্ড ইউ ক্যান ডাইরেক্ট দি মিনিষ্টার টু সে হোয়াট আই ওয়ানট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে সব কিছুর উত্তর দিতে বাধ্য নন। তিনি যা জানেন, তারই উত্তর দেবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মন্ত্রী যদি এই দপ্তরের বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকেন, যদি সেটা তাঁর দপ্তরের বিষয়বস্তু না হয়, অবশ্যই তিনি তা বলবেন না। যদি তাঁর দপ্তরের বিষয় হয়, পলিসী ম্যাটার হয়, এখানে সেটা ব্যাখ্যা করে দিলেই ভাল হয়, আবার না বললেও পারেন তিনি। কিন্তু না বললে কি উনার গৌরব বাড়বে ?

মিঃ স্পীকার :—পলিসী ম্যাটার হলে উনি নিশ্চয়ই বলবেন। গভর্ণমেনটের পলিসী সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী পরিস্কার করে বলেছেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফরেস্ট সম্পর্কে আমি বলব যে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত বনের সীমানা থেকে ৫০০ একর জমি বিভিন্ন কারণে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০ জুমিয়া পরিবার টাঙিয়া প্রথায় জুম চাষ করছে। আজকে মাননীয় সদস্য অনেকে বলেছেন যে টীলা জায়গাতে যেখানে গাছ গাছড়া নেই সেখানে পর্যন্ত তাদের নিষেধ করা হচ্ছে। এই নিষেধ করার কারণ হচ্ছে যে যেখানে গাছ নেই সেখানে গাছ সৃষ্টি করা, এরই জন্য বন দপ্তর। যদি লুঙা বা অন্য জায়গা থাকে, তাহলে আমাদের বন দপ্তরের যারা শ্রমিক আছে, তাদের সেই জায়গায় ফসল করতে দেওয়া হয়। সেখানে আমরা আপত্তি করি না। আমাদের প্রায় ৩০০০ শ্রমিক বৎসরে কাজ করে আসছে এই বন দপ্তরে। আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই এই সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে—প্রায় ৩৫০০'র মতো লোক কাজ করবার সুযোগ পাবে। আজকে আমাদের যে রাবার বাগান, সেই বাগান থেকে আমরা রস সংগ্রহ করছি এবং তার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ৫০/৬০ হাজার টাকার মত বিক্রী করেছি। নূতন করে যে আরও রাবার বাগান করা হচ্ছে তার থেকে ভবিষ্যতে আমাদের ইনকাম বাড়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরায় পেপার মিল করার প্রস্তাব রয়েছে সেই প্রস্তাবিত পেপার মিল যদি হয়, তাহলে আজকে ত্রিপুরার যে জুমিয়া বা ট্রাইবেলরা রয়েছে যারা জঙ্গল থেকে মুলি বাঁশ কেটে এতদিন জীবিকা নির্বাহ করত এবং এইগুলি পুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করত, সেগুলি বন্ধ করতে হবে। কারণ এই বাঁশগুলি পেপার মিলের প্রয়োজনে লাগবে। শুধু মুলিবাঁশই নয়, অন্যান্য যে সব বাঁশ এবং নরম কাঠ আছে, সেগুলিও পেপার মিলের প্রয়োজনে লাগবে। যেমন রাবার বাগান সে গাছ থেকে যে কাঠ হয়, ২৫/৩০ বছর পরে যখন এই গাছগুলি এ্যাবাণ্ডাণ্ড হয়ে যাবে, সেই গাছগুলি পর্যন্ত পেপার মিলের কাজে আমরা লাগাতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আরও এই রকম গাছ আছে, যেমন গামাই গাছ, সেই গাছ পর্যন্ত ১০ বছর হয়ে গেলে, আমাদের পেপার মিলের কাজে লাগতে পারবে। তার জন্য আমরা শুধু বাঁশের চাষই করি না, গামাইর চারাও আরও বেশী করে লাগাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি যাই রোটেশান যাতে এইগুলি করা যায় এবং একবার বাগান কাটা হয়ে গেলে, আবার সেখানে পরবর্তী সময়ে নূতন করে বাগান করা হবে। ফরেষ্ট ভিলেজ বলতে আমরা যেগুলি বুঝি, সেই ফরেষ্ট ভিলেজার্সদের ভালভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। সেখানে আমরা কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফলের বাগান করে তাদের হর্টিকালচারের দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যদিকে তারা আমাদের ফরেষ্টেও যাতে কাজ করতে পারে, তার চেষ্টাও আমাদের রয়েছে। এর মাধ্যমে যারা নাকি জুমিয়া এবং ট্রাইবেল আছে, তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হবে এই ধারণা রেখেই আমরা ঐ পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা ১০০০ হাজার পরিবারকে এইরকম পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বাজেট হাউসের সামনে পেশ করা হয়েছে, এবং যে ডিমাণ্ডগুলি অনুমোদনের জন্য এখানে এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এই বাজেট যাতে পাশ হয়, তার জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রেখে, ডিমাণ্ডের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now the discussion on the demands is over. Now I am putting the Demands to vote one after another.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 33,00,000/-[inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 15.

(The Demand was passed by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now question before the House is that a sum not exceediug Rs. 75,00,000/- [inclusive the sums specified in Col. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 30 (Major Head 310—Animal Husbandry and 311—Dairy Development.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,15,44,000/- [inclusive the sums specified in Col. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 31, Major Head 307—Soil and Water Conservation (Forest) and 313—Forest.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 8,00,000/-[inclusive the sums specified in Col. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1974], be granted to defray the charges whieh will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 37—Major Head 482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,97,67,000/-[inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 23—Major Head 276—Secretariat Social and Community Services, 288—Social Security and Welfare and 309—Food & Nutrition (Special Nutrition Programme).

(The Demand was put to voice vote and passed).

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION.

Mr. Speaker :— Next Business of the House is Private Members' Resolution. First I would call on Sri Krishnadas Bhattacharjee to move his Resolution that—

"এই বিধানসভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, আগরতলা শহরের জল সরবরাহের বিষয়ে যে অব্যবস্থা চলিতেছে তাহা তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়া একটি

তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক এবং তদন্ত সাপেক্ষ জল সরবরাহের সময় এবং জলের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।" সদস্যগণের নাম (১) শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, (২) শ্রীবিনোদ বিহারী দাস, (৩) শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এল. এ।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ড রাখছি যে তিনজনের জায়গায় পাঁচজন নিয়ে কমিটি করা হোক এবং আর দুজনের নাম আমি বলি স্যার। একজন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী আর একজন হলেন শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্তী।

চীফ মিনিষ্টার :— এটাতো এ্যামেণ্ডমেণ্ড হয় না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এই প্রস্তাবটা এই হাউসে পেশ করছি। "এই বিধানসভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, আগরতলা শহরে জল সরবরাহের বিষয়ে যে অব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক, এবং তদন্ত সাপেক্ষ জল সরবরাহের সময় এবং জলের চাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।" সদস্যগণের নাম :—(১) শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, এম. এল, এ. (২) শ্রীবিনোদ বিহারী দাস, এ. এল. এ. (৩) শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এল. এ.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা শহরে জল সরবরাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজকে গ্রহণ করেছে। এই ওয়াটার সাপ্লাই হওয়ার পর থেকেই শহরে যে সমস্ত টিউবওয়েল ছিল, সেগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কিছু পুকুর ছিল সে সব ভরে ফেলা হয়েছে, এবং অনেক বাড়ীতেও আজকাল পুকুর রাখা হয় না। কারণ তারা সাপ্লাইয়ের জল ব্যবহার করেন। আজকে শহরের সমস্ত লোকেরাই সাপ্লাইয়ের জলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই জল সরবরাহ প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। এমন প্রায়ই যে সময়ে জল আসা উচিত সে সময়ে জল আসেনা। কোন কোন সময়ে এইরকম ভাবে আসে যে প্রায় আসেনা বললেই চলে, একটা বালতি ভরতে হয়তো আধ ঘন্টা সময় লাগে, সাড়ে ছয়টার সময় যে জল আসার কথা, কিন্তু জল আসছে না। কোন কোন এলাকার পথে পাড়ার মেয়েরা-বৌয়েরা বাল্টি, কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাড়ে ছয়টায় জল আসবে সেই সময় মত এসে তারা হাজীর হয়, কিন্তু সেই জল আসলো নটার সময়। কাজেই স্যার, এই যে তাদের হয়রানী স্যার, প্রায়ই ঘটে কোন কোন সময় জল যে আসে তার যে চাপ এত কম থাকে রাস্তায় হয়তো কিছুটা পায় কিন্তু যাদের বাড়ীতে লাইন নিয়েছে তারা জল পায় না। এমন অবস্থাও হয়। বিশেষ করে যখন ইলেকট্রিসিটি ফেল করে, কিংবা ঝড় আসে তার সেই ঝড়ে যদি কোন লাইন নষ্ট হয়, যদি ওয়াটার সাপ্লাইয়ে লাইন নষ্ট হলে সেটা ঠিক হতে দুদিন লাগে। অথচ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মত একটা বিষয়, সেখানে লাইন নষ্ট হওয়া মাত্র ঠিক হওয়া উচিত। কিন্তু সেদিকে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। তাই আমার মনে হয় এই বিষয়ে, যেখানে সমস্ত লোক এই জলের উপর নির্ভরশীল, মাত্র আগরতলায় ওয়াটার সাপ্লাই আরম্ভ হয়েছে বেশী দিন হয় নাই আরম্ভ থেকে শুরুতেই যদি কলিকাতার অবস্থা হয়, তাহলে পরে যে কি অবস্থা হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই এই বিষয়ে সরকারের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ওয়াটার সাপ্লাই

যাতে বন্ধ না হয়। কারেন্টের জন্য যাতে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ বন্ধ না থাকে এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে সরকারকে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য আলাদা জেনারেটার স্থাপন করতে হবে, যাতে লাইনগুলি চালু থাকে। ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই যদি বন্ধ থাকে, আসাম পাওয়ার যদি না আসে, যদি ঘরের লাইন নষ্টও হয়, তাহলেও যেন ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ বন্ধ না থাকে, জল সরবরাহ বন্ধ না থাকে। তার একটা অলটারনেটিভ এ্যারেঞ্জমেন্ট সরকারকে রাখতেই হবে। কারন জল সরবরাহ বন্ধ থাকলে মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না, কারণ আজকে শহরের লোক সকলেই এই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জলের উপর নির্ভরশীল। তাদের টিউবওয়েল গুলি তুলে ফেলা হয়েছে। পুকুরগুলি ভরাট করে ফেলা হয়েছে। বাড়ীতেও আজ কাল পুকুর রাখছে না, শহরে পুকুর রাখার মত সঙ্গতিও আজকাল নেই কারণ শহরে জায়গার দাম এত বেশী তাতে বাড়ী করে পুকুর করা সম্ভব পর নয়। এমত অবস্থায় ওয়াটার সাপ্লাইকে সব সময়ে সক্রিয় রাখা সরকারের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাছাড়া আজকে প্রায় দুই বছরের উওর হবে, নতুন টে-া চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কোন রাস্তায় পাইপ বসানোর জন্য রিকুইজিশান নিয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলির অনেকগুলিই হয়নি। অথচ আজকে লোক চায় যে তারা সাপ্লাইয়ের জল খায়। আজকে আমার মনে হয় পাইপের সর্টেজ। পাইপের সর্টেজের জন্যই পাইপ বসানো হচ্ছে না। পাইপগুলি সময় মত টেণ্ডার দেওয়া হয়নি, সময় মত কেনা হয়নি, যার জন্য পাইপের সর্ট এবং তার জন্য পাইপ লাইন করা যাচ্ছে না। সেটা কেন হয়েছে কার গাফিলতিতে হয়েছে সেটা তদন্ত করা প্রয়োজন, কেন সময় মত পাইপ ষ্টকে রাখা হয়নি? কারণ এই সমস্ত পাইপ পাওয়া দুষ্কর, এই সম্পর্কে যদি খুব সজাগ থাকা না হয়, সময় মত যদি পাইপ আমদানী না করা হয়, তাহলে এইগুলি আনা সম্ভব হয় না। আমার সন্দেহ আছে যে ষ্টকে পাইপ আছে কিনা। পাইপ যদি ষ্টকে না থাকে তাহলে যে পাইপ আনা দরকার, এবং যে সমস্ত রাস্তায় পাইপ লাইন বসানো হয়নি, যে সমস্ত গলিতে পাইপ লাইন বসানো হয় নি, সেই সমস্তগলিতে পাইপ লাইন বসানো উচিত। আগরতলা শহরে এমন সব গলি রয়েছে যেখানে এখনও পাইপ লাইন যায় নাই এবং সেই গলিতে পাইপ লাইন দেওয়ার প্রয়োজন। এবং একটা এ্যাসেসমেন্ট করা প্রয়োজন যে কোন গলিতে এখনও আগরতলা শহরে পাইপ লাইন যায় নি এবং এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াটার সাপ্লাই যে কিভাবে রান করছে আজকে প্রায় ২/৩ বছর যাবৎ তা আমি জানি না কারণ পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞ লোক আছেন কিনা তাও আমার জানা নেই। পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এখানে এমন লোক দিয়েই এই কাজটা করানো উচিত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই যে ওয়াটার সাপ্লাই বহুদিন যাবত ঐ কোন একটি ডিভিশানের সুপারেন্টেন্ডেন্টই ইঞ্জিনীয়ার বা কোন সাবডিবিশানের একজন এস. ডি. ও. এর চার্জে একটা এডিশন্যাল চার্জ দিয়ে রাখা হয়। এখন হয়তো একজন ইঞ্জিনীয়ার সেখানে দেওয়া হয়েছে, এ পর্য্যন্ত হতে পারে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞ লোক তাকে দিয়ে সেটা দেখান উচিত। পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ার সেখানে আছে বলে আমার মনে হয় না এবং আমার মনে হয় যার যেটা কাজ তাকে দিয়েই সেটা করানো উচিত। আজকে এত বড় একটা ওয়াটার সাপ্লাই করা হচ্ছে তার জন্য একজন পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ার

নিয়োগ করা উচিত এবং তাকে দিয়েই কাজ করানো উচিত। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে কাজেরত্রুটি হবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজটিলায় একটা ট্যাঙ্ক হওয়ার কথা, আমরা গত বাজেটের সময় শুনেছিলাম যে এটা শীঘ্রই হয়ে যাবে, এবং এটা হয়ে গেলে আর আমাদের কোন অসুবিধা থাকবে না। কিন্তু আজকে আর একটা বাজেট শেষ হতে চলল কিন্তু এই ট্যাঙ্কটা আজও হলো না। কাজেই এই যে স্লো প্রগ্রেস সেটা কেন হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এই ট্যাঙ্কটা গত পূজার আগেই অথবা অক্টোবারের মাসেই শেষ হওয়ার কথা ছিল, এই রকম একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম সরকারের কাছ থেকে, কিন্তু সেটা নাকি আজও শেষ হয় নি, যার জন্য শহরের জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে, এবং নতুন কোন লাইন দেওয়া হচ্ছে না, বহু লাইনের এ্যাপ্লিকেশান পড়ে আছে, আমি জানি না টোটাল নাম্বার কত হবে, তবে আমার বিশ্বাস অনেক হবে যে হাউস কানেকশানের জন্য প্রেয়ার পড়ে আছে, কারণ প্রচুর লোক আসে, তারা যাতে কানেকশানটা নিতে পারে তার জন্য যেন বলে দেওয়া হয়। কাজেই মনে হচ্ছে হাউস কানেকশান বন্ধ রয়েছে। হাউস কানেকশান দেওয়া হচ্ছে না। হাউস কানেকশান এ্যাপ্লিকেশান মিউনিসিপ্যালিটিতে। হাউস কানেকসান দেওয়া হচ্ছে না, কাজেই এগুলি যাতে পড়ে না থাকে, হাউস কানেকশান যাতে দেওয়া হয়, মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এখন যদি হাউস কানেকশান ষ্টপ হয়ে যায় সেটা অত্যন্ত দুঃখের হবে, এবং হাউস কানেকশান যত হবে ততই সরকারের আয় বাড়বে এবং আমাদের যে এ্যাসটাবলিষ্টমেন্ট খরচ সেটা যদি পুষাতে হয়, হাউস কানেকসান দিতে হবে, আর যে ইনকাম দ্বারা এই ওভার-অল চার্জটি পুষিয়ে যেতে পারবে। নাহলে হাউস কানেকসান যদি এখনই বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এই যে অভারঅল চার্জ এ্যাকসেটরা খরচ আছে তা কভার করা যাবে না। যেমন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই। আজকে যদি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারতাম, তাহলে এই যে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইয়ে যে লসটা হচ্ছে সেটা হত না, পাওয়ার কঞ্জামপসান বেশী হত, আমাদের ইনকামটা বেশী হত, সেই তুলনায় ওভারঅল চার্জটা কম হত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না বলেই লস হচ্ছে—হেভি লস হচ্ছে। এ্যাকৃসজেক্টলি আজকে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারেও আজকে ওভারঅল চার্জটা সেটা যদি আমাদের পুষিয়ে নিতে হয়, এবং ওয়াটার সাপ্লাইকে যদি একটা বিরাট লসে পরিণত করতে না হয়, তাহলে আমাদের হাউস কানেকসান দিতে হবে। যাতে আমাদের সাপ্লাইটা ষ্টাডি থাকে, সাপ্লাইটা যাতে ইমপ্রুভ করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। যার দ্বারা আমাদের যে লসটা আমরা রিসিআপ করতে পারি, এবং পাবলিক আণ্ডারটেকিং হিসাবে যাতে এটা লসে পরিনত না হয় তার জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—তার জন্য সাপ্লাই অব ওয়াটার যেমন দরকার সাপ্লাই অব ইলেক্‌ট্রিসিটি—

More Electricity will reduced the overall cost & more supply of Weter to the eonsumers will reduce the overall cost.

সুতরাং এই দিক থেকে চিন্তা করলেও হাউস কানেকসান দেওয়া দরকার, এবং তার জন্য আরও জলের ব্যবস্থা করা দরকার এবং ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে আরও যে অসুবিধা রয়েছে সেটা অন্যান্য বক্তারা বলবেন, আমি এই বলে আমার এই প্রস্তাবকে হাউসের সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা উঠেছে তার প্রতি আমি সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটা বলতে হয়, আগরতলা শহরে ওয়াটার সাপ্লাই হয়েছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। অতি অল্প দিনের কথা। আমি এই সেঙ্গে কথাটা বলছি যে অন্যান্য শহরে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রভিন্সে যে ওয়াটার সাপ্লাই সে বহু দিনের কথা। কিন্তু এখানে যেটা হয়েছে সেটা অতি অল্প দিনের কথা। তার মধ্যে কতগুলো আমাদের ডিফেক্ট রয়েছে। ঐ সমস্তগুলি আমি তুলে ধরছি একটার পর একটা। মাননীয় সদস্য শ্রী ভট্টাচার্য্য একটা কথা বলেছেন যে জলের চাপ। জল আসে না এ কথাটা যেমন বলা যায় না, জল আসছে কথাটাও বলা যায় না। এই কথাটা আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। যখনই ট্েপটা খোলা যায় বাড়ীতে, জল আসছে না এ কথাটা বললে কিন্তু ভীষণ মিথ্যে হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে একটা বালতী ভরতি করতে আধ ঘন্টা সময় লাগে। বালতি সত্যিই কি ভরতি হয়? কারণটা কোথায়? অতি সাধারণ একটা কথা আমি বলি। কিছু দিন আগে আমারই পাড়ার একটা বাড়ীতে ঝির ঝির করে জল পড়ছে। অথচ রাস্তার যে টেপটা আছে তাতে দেখা যায় জলের ফ্লো আছে। খুব খারাপ নয়। কিন্তু ঐ বাড়ীতে জল যাচ্ছে না কি ব্যাপার? ভোর বেলা হাটতে হাটতে হঠাৎ করে এক জায়গায় দেখলাম যে ড্রেনের পাশে একটা জায়গাতে খানিকটা লিকেজ আছে। আমি এসেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম যে কি ব্যাপার এ পাড়ায় জল পাচ্ছে না কতগুলো বাড়ীতে, সেখানে আমি একটা লিক দেখেছি আপনারা দয়া করে একটু এসে দেখুন। ওরা এসে সেটা দেখলেন, দেখলেন তাইতো বোধ হয় কোথাও লিক হয়েছে। দুদিন লাগলো সেখানে ওরা কাটলেন কেবল মাটি, এবং লম্বা যদি ধরি আমরা প্রায় ১০০ হাত হবে। আর চওড়া কত নাই বা বললাম। রাস্তাটাকে শেষ করলো, সোলিং ছিল, মেটেলিং ছিল, সবগুলিকে কাটতে হল, রাস্তার দুই পাশে মাটি কাটতে হল ড্রেনের পাশেও কাটলো, প্রচুর মাটি কাটা হল দুদিনে লিকেজ আর বেরোয় না। থার্ড ডেতে যখন বেরুল তখন দেখা গেল পাইপটিকে যেন স দিয়ে কেউ কেটে রেখেছে। সুজাসুজি কাটা। তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি ব্যাপার। উনি বললেন যে ঠিক যেন স্যার করাত দিয়ে কাটছে এ ধরণের কাটা সোজাসুজি দেখছি স্যার। বহুদিন যাবৎ এটা লিক ছিল কিন্তু জলের চাপে আস্তে আস্তে এরকম হয়ে গেল। তাহলে বহু দিন যাবৎ এ লিকেজটা ছিল। ঠিক এ ধরণের লিকেজ যেটা আজকে ধরা পড়েছে অনেকটা লিকেজ ছিল, রাস্তায় যখন আমরা চলি স্যার, তখন বহু জায়গায় আমরা দেখি হুর হুর করে জল উঠছে। এতে দুটো জিনিষ হয়, একটা হলো সাপ্লাইয়ের চাপটা একটু কমে যাচ্ছে, আরেকটা হলো জলের সাথে অন্যান্য অপরিশোধিত জিনিস এসে পড়ছে স্যার। এবং সেই জল আমরা পান করি বিশুদ্ধ জল বলে। তাতেও আমরা কি খাচ্ছি? কতগুলো রোগের জীবাণু খাচ্ছি। তাতে স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা কতটা অবিচার করছি সেটা আমি হাউসের সামনে নাইবা তুলে ধরলাম। জলটা স্যার, যেহেতু আমরা অন্যান্য খাবারটা কম খাই, তাই পান না করে তো জল খাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় এই টুকু বলতে পারি যে আমরা জলই খাচ্ছি, অন্যান্য জিনিস পাচ্ছি না। যদি অন্যান্য জিনিস খেতাম তবে জলটা পানই করতাম। কাজেই

কন্টামিনেশন প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। সারা আগরতলা শহরের যে ওয়াটার সাপ্লাই তার মধ্যে সে দিকে নজরটা সত্বর দিন, একথা বলার সাথে সাথে আমি বলব যে অতি অল্প দিনের যে ওয়াটার সাপ্লাই এরই মধ্যে কি করে এত সব হল? কাজেই তার মধ্যে পুরোপুরি তদন্ত হওয়া দরকার।

কারণ অতি অল্প দিন হল ওয়াটার সাপ্লাই হয়েছে। কেন আজকেই এই ধরনের ঘটনা হয়। তারপর সেই জল যখন নাকি আমরা বাড়ীতে নিয়ে যাই বেশ কিছুদিন আমরা খুবই গন্ধ পাই জলের মধ্যে আবার কিছুদিন তার মধ্যে ঘোলাটে জলও আমরা পাই। অন্যান্য প্রভিন্সে যা আছে আমি বলতে চাই স্যার, এখানে জলটা অন্যান্য জায়গায়, আমি বিশেষে করে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের কথা বলছি পলতার কথা স্যার, সেটাও সার্ভিস ওয়াটার। আমাদের এখানে যে সার্ভিস ওয়াটার নদীর বেড থেকে জলটা তুলে নিচ্ছি। নদীর বেডেতে সকটা কুয়া আছে, তার থেকে আমরা জলটা তুলে নেই, সার্ভিস ওয়াটারে নিয়ে আমরা ফিলটার এ্যলাম ট্রিটমেন্ট করি করি এবং ট্রিটমেন্ট করে তারপর আমরা পাঠিয়ে দেই পলতাতে হল সার্ভিস ওয়াটারে এনে এলাম টিটমেণ্ট করা হয়। সেপ্‌টিক ট্যাংকে পাঠানো হয়। ফিল্‌টার থেকে সেটা বেড়িয়ে আসে। সেখান থেকে পাম্প করে বেড়িয়ে এনে তারপর ক্লোরিন ট্রেটমেণ্ট করা হয়। তারপর জলটা এ্যানালাসিস করানো হয়। আমরা এতসব ট্রিটমেণ্ট করার পরও সেই জলটাকে কলেরার জার্ম ফ্রি কিংবা এবডমিন্যাল ট্রাবলস হতে পারে, পেটের গোলমাল হতে পারে, পৈত্তিক গোলমাল যেটাকে বলা হয় হতে পারে সেখানেও জার্ম একদম মুক্ত করতে পারিনা। আমি সহজ ভাষায় বলতে চাই পুরোপুরি করা যায় না। কিন্তু তবুও একটা পারসেন্টেজ আছে যে কলেরার জার্ম পার লিটার বা ১০০ গ্যালন প্রতি এতটা পরিমাণ থাকে তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সে ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই; আমাদের এখানে এলাম ট্রিটমেন্ট করে জলটা একটা কোঠরীতে পাঠিয়ে দিই; সেখান থেকে ক্লোরিন ট্রিটমেণ্ট একটু করে তারপর আমরা ছেড়ে দিলাম জলটাকে ট্যাঙ্কে এসে রিজার্ভয়েরে জমা হয়। সেখান থেকে পাম্প করে আমরা বাড়ী বাড়ী চালান করে দিই। কাজেই যে জল আমরা খাই বা পান করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষায় সেই যে পানীয় জল সেটা কি আমরা বিশুদ্ধ জল পান করছি? কাজেই তার একটা পুরোপুরি তদন্ত করে এবং সত্যি কারের বিশুদ্ধ জল পেতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য, কোথায় ডিফেক্টা আছে এবং কেন এরকম হল তার একটা পুরো-পুরি তদন্ত করে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থায় যাতে বিশুদ্ধ জল জল পেতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি করে এটা দেখা দরকার। আজকে টাউনের যে পপুলেশান দিনের পর দিন আরও বাড়বে। লাইন আমদের আরও বাড়াতে হবে। আমরা এখন কতগুলো বাড়ীতে টেপ দিয়েছি বা রাস্তায় যতগুলি টেপ আছে, প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে। কিন্তু মেইন লাইন আমরা যেটা করেছি; মানে কিছু দিন আগে, সেই লাইনের যদি আজকেই এই দুর্দ্দশা হয় এবং মাটির গভীর তলা দিয়ে সেটাকে আনা হয়েছে সমস্ত লাইনটাকে এক্ষুনি চেঞ্জ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কাজেই এই লাইন দিয়ে যদি আমরা এইভাবে বাড়িয়ে যাই; আরও টেপ যদি বাড়ানো হয়, জলের চাপ যদি আরও বাড়ানো হয় তাতে করে আমরা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি; কিংবা কোন দুর্দ্দশার দিকে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি সেটা একটু চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

কাজেই বিশুদ্ধ পানীয় জল যাতে আমরা দিতে পারি এবং চাপ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং সময় সীমা সেটা আমরা বেঁধে দেব ঠিক সেই ভাবে যাতে আমরা জল দিতে পারি সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সময় সীমা করতে গেলে প্রশ্ন জাগবে যেহেতু ইলেক্ট্রিক কারেন্টের আমাদের এখানে যা অবস্থা আমরা সময় মত দিতে পারবো না। কিন্তু তার, এটা কি একটা এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসের মধ্যে পড়ে না ? ইলেক্ট্রিক কারেন্ট এর যদি আমদের ঠিক এই অবস্থা হয়ে থাকে জলই যেখানে জীবন আমরা ছোট বেলা থেকে পড়ছি বা থাকি; "জলই একমাত্র জীবন" এবং জল ছাড়া আমরা চলতে পারি না, তা যদি আমরা বলে থাকি তাহলে এখন কি এমন কোন কিছু ব্যবস্থা করা যায় না জেনারেটর সেট বসিয়ে তার জন্য আলাদা লাইন বসিয়ে ? সেখানে পাম্প সেট চালু আমরা রাখতে পারি তার কি একটা ব্যবস্থা করা যায় না ? সেখানে কি আমরা রানিং সেট রাখতে পারি না ? সেখানে আমরা এমন একজন ইন্জিনীয়ার রাখতে পারি না, সেখানে নি আমরা এমন লোক রাখতে পারি না যে যাতে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করতে পারে ? এ ধরণের লোককে কি আমরা এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দিতে পারি না ? যখন নাকি সাপ্লাইটা আরও বেড়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে এখন থেকে যদি আমরা সাবধান না হই তাহলে ভবিষ্যতে জলই জীবন না হয়ে জলই আমাদের মরণ এ কথাটি প্রমাণিত হবে। এই বলে এই হাউসে যে রিজলিউশনটি এসেছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে, এবং এর একটা পুরোপুরি তদন্ত হওয়া দরকার এ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মোভার অব দি রিজলিউশনকে বলছি তিনি কি মাননীয় সদস্য শ্রীতাপস দে যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এটা কি তিনি মেনে নেবেন ? যদিও এমেণ্ডমেন্ট নোটিশ যেদিন রিজলিউশন বা মোশন আলোচনা হবে তার একদিন আগেই দিতে হয়, তবুও বিষয়টার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি মাননীয় সদস্যদের এমেণ্ডমেণ্ড এ্যালাউ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমার মানতে কোন আপত্তি নেই।

Mr. Speaker :—Now Hon'ble Minister-in-charge will please give his reply.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এসেছে ,প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়েছে, এবং আমারও উপকৃত হয়েছি, এই হিসেব যে আলোচনা অনেকটা গঠনমুলক. এবং সেই দিক থেকে নিশ্চয়ই ওই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হবে। বর্ত্তমানে যে অবস্থা হয়েছে. সেই অবস্থায় যে পরিমাণ জল এখানে আমাদের ষ্টোরে থাকার কথা এবং যার ভলে এই আগরতলা শহরের এক্সটেণ্ডেড এরিয়া সহ যে ভাবে জল সাপ্লাই দেওয়ার কথা ছিল, বর্তমান অবস্থায় যেটা আমাদের নেই। সে জন্য নুতন ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা সত্যি কথা আমরা এটা আরো আগেই আগেই আরম্ভ করেছিলাম; কিন্তু সেটা শেষ হতে সময় লাগছে, আশা করা যাচ্ছে এটা আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে জলের চাপ কিংবা জল সরবরাহের পরিমান সেটা বাড়ানো যাবে বলে আমাদের ধারনা। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পরিকল্পনাও আমরা. গ্রহণ করেছি, যাতে এই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ট্যাঙ্কের ক্ষমতাটা ১৬ লক্ষ গ্যালন পর্য্যন্ত করতে পারব। বর্ত্তমানে ১০ লক্ষ গ্যালন পর্য্যন্ত আছে। সেটাকে ১৬ লক্ষ গ্যালনে নেওয়ার জন্য

একটা ভূগর্ভস্থ জলাধার করে তার উপরে পাম্প সেট দিয়ে জলটা তুলে, উপরের ওভারহেড ট্যাঙ্কে করে সেই জল দেওয়ার সমস্ত রকম পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। কাজেই আগামী-তে আমরা আশা করছি এই যে জল সরবরাহের প্রশ্নটা মানে বিভিন্ন জায়গায় জল দেওয়া সেটা সম্পর্কে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই নেই যে এটা সম্ভব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্ন এসেছে জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এবং যেহেতু এটা পানীয় জল তার সরবরাহ সম্পর্কে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে জল যেটা আছে অত্যন্ত রোগের জীবাণু থাকে কিনা, সেই সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত সেরকম ফুল ফ্লেজেড লেবরটরী হয় নি, তবে আমাদের সেই পরিকল্পনা রয়েছে। এবং এই লেবরেটারি আমরা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে করতে পারব সেই লেবরেটারী। এখন আমাদের জলের সেম্পল নিয়ে কোলকাতা পাঠাতে হয়, বেকটারোলজিক্যাল যেটাকে বলি সেটা করার জন্য। সেই প্রসেসটা অনেকটা লেংদি হয়ে যায় বলে অনেক সময় মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন দেখা যায়, যার ফলে এই প্রস্তাবগুলি আসতে পারে এবং আসাটা স্বাভাবিক কিছু নয়, সে জন্য আমরা মনে করছি যে ত্রিপুরায় আমাদের যদি নিজস্ব একটা লেবরটারী থাকে তাহলে এই সময়টা না দিয়ে প্রশ্নটা আসার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বেকটারোলজিক্যাল কোয়াশ্চান-টাকে সলভ করা যায় সেটা দেখা যেতে পারে। যে পরিমান জল থাকার কথা এবং সাপ্লাই হওয়ার কথা সেটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে এটা বিদ্যুতের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে, এবং বিদ্যুতের যেহেতু অভাব রয়েছে, আসামের বিদ্যুতের যদি কোন ঘাটতি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই জল উঠাবার যে ব্যবস্থা—প্রণালীটা সেটাও কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তার জন্য অলরেডি আমরা যে বিদ্যুত উৎপন্ন হচ্ছে তার সঙ্গে এটাকে যোগ করে দিয়ে যদি আসামের পাওয়ারটা ফেইল করলে তাহলে যাতে এটাকে চালু রাখা যায় সেজন্য একটা লাইন অলরেডি টেনেছি, বোধ হয় মাননীয় সদস্যরা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, আমি বলছি না যে সবটাই এখন পর্য্যন্ত একেবারে পারফেক্ট হয়ে গেছে, যে সব বাড়ীতেই জল দেওয়া যাচ্ছে সে প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হলো জলের চাপ। কিংবা আগে যে একেবারে পাওয়া যেতনা আসামের বিদ্যুতটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকে ঠিক সেই অবস্থাটা নেই। হয়তো কোন কোন অঞ্চলে জল সাপ্লাইটা ঠিকমত হয় না। হতে পারে। এটা আজকের পত্রিকানেও আমি এই কথাটা বলেছি, এই কারণে যতটা জল আমাদের রাখা দরকার, ততটা পরিমান জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হয় নাই। আপনারা জানেন যে গান্ধী স্কুলে একটা ট্যাঙ্ক হওয়ার কথা আমরা এই হাউসে আগেও আলোচনা করছি। এটা কমপ্লিট হয়ে মোটামোটি একটা পর্য্যায়ে এসেছে, যেটার জন্য আমি বলছিলাম যে ২।৩ মাসের বা তার আগেও হয়তো আমরা জল সরবরাহ করতে পারব। তার ফলে যে জলের চাপ বা জল সৃষ্টি করার সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া বা সময় মত দেওয়া বা সময় মত দেওয়া যাবে বলে কিছুটা মেইনটেইন করা যাবে বলে আমি আশা করি। পাইপ লাইন এ যদি কোন গোলমাল যদি থাকে, এত তাড়িতাড়ি কেন হয়ে গেল এই সম্পর্কে যেহেতু জলটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, অন্ততঃ রোগের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে রোগ হওয়ার মত জলটা আমরা সাপ্লাই করি না। কোন জায়গায় হয়তো কোন ইমপ্লিকেন্টেশান. কেন মেনেজমেন্টের মধ্যে কোথাও কোন জায়গায় ঠিক তদারক হচ্ছে ঘোলা জল এসে যদি থাকে

তাহলে তার কারণ এটাও একটা হতে পারে, অথবা নতুন পাইপ দেওয়া হয় বাড়ীগুলিতে তখন যে গর্ত খোঁড়া হয়, সেই সময়ে যদি পাইপের মধ্যে কোন কারণে মাটি যায় বা কাদা যায় তাহলে হয়তো জলের সঙ্গে যেতে পারে। আমি এই কথাটা সঠিক করে বলছিনা। সম্ভাবনার কথা আমি বলছি। যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকে জল মানে যদি জীবন হয় যেটা মাননীয় ডা: সদস্য বলেছেন, আর জীবন মানেই মরন। কাজেই এটা নিয়ে যতটা চিন্তা করার আছে ততটা চিন্তা আমাদের থাকবে, এবং যতটা এ্যাভোয়েড করা যায়, ততটা আমরা পারি, আমরা চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় না এই ষ্টেজে কোন এক্সপার্ট-বিলীন কোন কমিটি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা যতটা ব্যবস্থা অবলম্বন করছি বা করেছি তার মধ্যে যদিও কোথাও গলদ রয়ে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে আমি পুর্ণ ক্ষমতা নিয়ে বলছি গই কথা নিয়ে এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে যিশেগ লোক দ্বারা সমস্ত ব্যবপারটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে, যাতে মাননীয় সদস্যদের মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন না থাকে। কাজেই একটা কমিটি করার মধ্যেই সেটা শেষ হতে পারে না। আর এই কমিটি করে এটা বেশীদূর অগ্রসর হবে বলে আমার মনে হয় না, তার কারণ হল যদি এ্যাক্সপার্ট কমিটি না হয় তাহবে এই সম্পার্কে বুঝাটা কঠিন হবে। আর একটা পয়েন্ট হল যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা হল চার্জে এমন কোন লোক রাখা হয়েছে কিনা কিংবা এ্যাক্সপার্ট নয় এমন নব লোক দিয়ে চালানো হচ্ছে। এমন একটা ধারনা হয়তো রয়েছে। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে. এ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার একজন এর দায়িত্বে রয়েছেন, যার পাবলিক হেল্থ সম্পার্কে আইডিয়া রয়েছে, এবং তার সঙ্গে ডিপার্টমেণ্ট এ লোক রয়েছে, যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই কন্সালটেড হয় এবং সেখানে উপস্থিত হয়েএবং কোথাও যদি ডিফেক্ট থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে আসেন। কাজেই এই সমপর্কে মাননীয় সদস্য যে এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা আমার মনে হয়, ভালো এ্যাক্সপার্ট না হলে একজন নবিশের হাত দিয়ে উঠা একদিকে একদিকে যেহেতু পাওয়ার প্লেন চালান হচ্ছে এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই—মনের মধ্যে আসে, আমাদের এই দিকে বিশেষ নজর আছে, কারণ এ জল আমাদেরও খেতে হয়, কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাবটা তিনি উইথড্র করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আমাদের যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কেপাসিটি তিনি বলেছেন যে সেটা ১৬ লাখ গ্যালন যাতে করা যায় সে চেষ্টা তিনি করছেন, এবং করা যায় কিনা তার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। আমার একটা কথা হল যে আমরা যখনই একটা পাবলিক আণ্ডার টেকিং করি, তখনই আমরা কোন রকম এ্যানালাইসিস না করে আরম্ভ করি বলে অনেক সময় আমরা বিরাট একটা লসের সম্মুখীন হই। সুতরাং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আমাদের ওয়াটার সাপ্লাইটা ঠিক কত গ্যালন হলে পরে এটা লসে পরিণত হবে না ঠিক এই রকম একটা প্লেন করে এটা করার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ সেই প্ল্যানিংটা না হওয়ার ফলেই

আমাদের সরকারের পাবলিক আণ্ডার ট্যাকিং গুলি লস যাচ্ছে। সেই প্ল্যানে আজকে যে পরিমান জল সাপ্লাই করলে আজকে যে পরিমাণ ইনকাম, সেই ইনকাম করলে আমাদের ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মোটামুটি লাভ না করলেও, নো লস, নো প্রফিটে যেতে পারে সে রকম একটা প্ল্যানিং করা দরকার বলে আমি মনে করি। সেটা ১৬ লাখ গ্যালনই হোক বা ২০ লাখ গ্যালনই হোক বা ১৫ লাখ গ্যালনই হোক সেটা বিবেচনা করে যেটা ভাল বুঝবেন সেটা করবেন। এই ভাবে একটা কন্সট্রাকটিভ এ্যানালাইসিস করে তারপরে সেই প্লেনটা করতে আমি অনুরোধ করব। আরেকটা বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন যেটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আসাম লাইনের উপর নির্ভর না করে আগরতলায় ইলেকট্রিক জেনারেটিং সেটের যে লাইন আছে তার থেকে আর একটা লাইন সেখানে নিয়ে যাতে আসাম সাপ্লাই বিঘ্নিত হলেও ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজ বিঘ্নিত না হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। তবে একটা বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ঝড়েও অনেক সময় লাইন নষ্ট হয়ে যায়। গতবার একদিন ঝড় হয়েছে বিকেল বেলায়, পরদিন সকালে জল আসেনি। জল আসেনি দেখে আমি ফোন করলাম, ওয়াটার ওয়ার্কসে যে আপনারা জল দেবেন না আজকে? ঝড়ে লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা খবর দিয়েছেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে? হ্যাঁ দিয়েছিলাম এখন পর্য্যন্ত আসেনি। আগের দিন বিকেল বেলায় যে লাইন নষ্ট, আর পরদিন সকালবেলা পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের লোক যায় নাই ঠিক করতে এটা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। আর একটা লাইন যদি করা হয় এখান থেকে, কিন্তু গভর্ণমেন্ট যদি তৎপর না হয় তাহলে এটা খুব দুঃখের হবে যে এই তৎপরতার অভাবে নতুন লাইন করা সত্বেও জল পাওয়া গেল না। কারণ ঝড়েই হোক আর যাই হোক, লাইন নষ্ট হওয়া মাত্র ওয়াটার সাপ্লাই থেকে খবর পাওয়া মাত্র রিপেয়ারিংয়ের জন্য ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে সব সময় এ্যালার্ট থাকতে হবে। এটাই বাঞ্ছনীয়। এবং আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, এই বিষয়ে একটা কড়া নির্দ্দেশ দিবেন, যাতে সেই বিষয়ে তারা এ্যালার্ট থাকে।

আর একটা বিষয়ে আমি অনুরোধ রাখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, সকালে যে জল সাপ্লাই করা হয়, সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা মাত্র এক ঘন্টার জন্য দেওয়া হয়। এই সকাল বেলায় মানুষের কাজ কর্ম অনেক বেশী থাকে এবং খাবারের জলের প্রয়োজনও সেই সময়ে বেশী থাকে। কাজেই এই সময়টা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এখন গ্রীষ্মকাল। তাই সূর্য্য তাড়াতাড়ি উঠে। তাই সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটা অন্তত ঘন্টা দুয়েক করা যায় তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণের সুবিধা হবে। এবং সকালের টাইমটা যে জল দেওয়া হয় এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার জন্য, আর বিকেলে যে দুই ঘন্টার জন্য দেওয়া হয়। সেটা আপাতত ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পজিশান ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত যে রকম আছে সে রকমেই থাকতে কোন বাধা নাই এবং এর বেশী পাওয়ার উপায়ও যখন নেই, অন্তত সকাল বেলার সময়টা একটু বাড়ানো হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাবটা উইথড্র করছি।

Mr. Speaker :—The leave of the House is necessary for withdrawal of the Resolution.

Now the question before the House is that the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Krishnadas Bhattacharjee be granted.

(The leave was granted by voice vote and the Resolution was withdrawn.)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker :— Here is an announcement for the House.

The Secretary who is also functioning as a Returning Officer for holding of election to Committee of the House by single transferable Vote has reported that he has received 18 nomination papers for election to Committee on Public Accounts, and 22 Nomination papers for election to Committee on Estimates, After completion of scrutiny, all 18 nomination papers on Public Accounts Committee have been found in order. Out of 22 nomination papers for election to Committee on Estimates, 21 were passed on scrutiny and one rejected.

I am to remind the memers again that last date of withdrawal of the candidature is the 11th of April, 1974 by 12 noon.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Mr. Speaker :— Now, there is another Resolution of Shri Bajuban Riyan Hon'ble Member is absent, so his Resolution falls through.

Next Resolution is of Shri Tapas Dey. I would call on Shri Dey to move his Resolution that—

"এই বিধানসভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে হাফ-এ-মিলিশন জব স্কীকে এ পর্য্যন্ত যতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদেরকে ১লা এপ্রিল, ১৯৭৪ সন থেকে রেগুলার পোষ্টে নিয়োগ করা হোক।"

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করতে চাই যে—এই বিধানসভা এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে হাফ-এ-মিলিয়ন জব স্কীমে এ পর্য্যন্ত যত জন নিয়োগ করা হয়েছে, তাদেরকে ১ লা এপ্রিল ১৯৭৪ ইং থেকে রেগুলার পোষ্টে নিয়োগ করা হউক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে হাফ, এ, মিলিয়ন, জব স্কীম এটা স্যার' সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম, এটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী মোহন ধারিয়া এ স্কীমটা প্রচলন করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষে হাফ-এ-মিলিয়ান বেকারকে নিয়োগ করা হবে তাই এটা বলা হয়েছে হাফ, এ, মিলিয়ন জব স্কীম। হাফ, এ, মিলিয়ন জবে প্রথমে যে বক্তব্য ছিল টেকনিক্যাল ষ্টাফকে ফাষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়ার জন্য। কিন্তু সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যা ঘটেছে, আমাদের এখানে

তার বিপরীত। আমাদের এখানে টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড এর যেখানে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা, সেখানে দেখা গেছে আজ অব্দি অনেক টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড বেকার পড়ে রয়েছে। এবং ওদের যে ডারেকটিভ ছিল সে ডাইরেকটিড গুলো করা হয় নি। যে সরকারী হিসাবে দেখা দেখা যায় এই অব্দি প্রায় ১৪০০ লোককে হাফ, এ, মিলিয়ন স্কীমে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ১০০ টাকা এবং ১৫০ টাকা মাইনে বা ভাতা দিয়ে যে কাজ করানো হয়, তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং পোষ্টিংটা বড় আন সায়েন্টিফিক এবং ইনডিগনিফাইড। আজকে একজন গ্রেজুয়েট ছেলেকে একটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর আণ্ডারে দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য। সুতরাং ওদের কাজের পরিমান যত বেশী সেই অনুপাতে রেমুরেশন নেই, তার মধ্যে আজকে এই যে ১৪০০ বেকার যুবক যুবতী যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা ছিল আপ টু ৩১ শে মার্চ্চ। সরকার বোধ হয় এক মাসের একসটেনশন দিয়েছেন। এবং জানি না আর এই ভাবে কদিন চালাবেন আজকে যে যুব শক্তির অপচয় রোধ করবার জন্যে যে এখানে এ্যাপয়েন্টমেন্টের স্কোপ এবং তাদেরকে ফ্রাষ্ট্রেশানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ফ্রাষ্ট্রেশানকে ত্যাগ করার জন্য আজকে এই রিজলিউশন যে যারা নাকি হাফ, এ; মিলিয়ন জব স্কীমে এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাদেরকে যাতে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের প্রথম থেকে রেগুলার পোষ্টে দেওয়া হয় যেন তারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী উৎসাহ অনুযায়ী ঠিকমত কাজটা করতে পারে। আজকে ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিকেপধারা আছে, তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা, কিন্তু ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিকেপদের কোন প্রেফারেন্স দেওয়া হয় নি। আজও ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপ অনেক রয়েছে যারা গণ ইন্টারভিউতে ফেস করেছে, বহু তদবির করেছে কিন্তু তারা পায় নি। যে সমস্ত কর্ম্মচারীরা রিটায়ার্ড করেছেন তাদের পরিবারে যদি চাকুরীরত কেউ না থাকে—তাহলে তাদেরকে চাকুরী দেওয়ার কথা, কনসিডার করার কথা। কিন্তু আজ অব্দি যতখানি করার কথা ততটা করা হয় নি, কিছুটা অবশ্য করা হয়েছে। যেখানে একটা পলিসি রয়েছে, পলিসি মতো কাজ না করে একটা আংশিক ভাবে কাজ করাটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়। আজকে দেখা যায় সিড্যুল ট্রাইব যে কজন এ্যাপ্লাই করেছে অথবা গণ ইন্টারভিউতে ফেস করেছে তাদের প্রায় সবার হয়েছে। তাদের কোটাটা রেখে দেওয়া হয়েছে। জানি না মার্চ্চ মাস ঐ টাকাটা কোথায় গেল। ঐরূপে যদি কাউকে দেওয়া যেত সিড্যুল কাষ্ট বা ফিজিক্যাল বা ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপ রয়েছে তাদের কাউকে দেওয়া যেত কিন্তু দেওয়া হয় নি। সুতরাং আজকে টেকনিক্যাল ম্যান বেকার পড়ে আছে; ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিকেপট বেকার পড়ে আছে, তারাতো আজকে নিরুপায় ফ্রাষ্ট্রেটেড নিঃসন্দেহে এবং যারা আজকে চাকুরী পেয়েছেন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে তারা ঠিক মতো কাজে যোগদান করছেন না। আজকে ব্লকের আণ্ডারে দেওয়া হয়েছে, তাদের পোষ্টিং কত আনসায়েন্টিফিক, যারা টেকনিক্যাল লে ম্যান তাদেরকে বলা হয়েছে টেষ্ট রিলিফের রাস্তা মাপার জন্য। একটা মেট্রিকুলেশন অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছেলের পক্ষে সম্ভব না টেকনিক্যালি যতটা মাটি কাটা হল বা মেজারমেন্ট নেওয়া সেটা সম্ভব না। কিন্তু আজকে ওদেরকে ঐ সমস্ত কাজ দেওয়া হয় যেখানে টেকনিক্যাল ম্যান রয়েছে, সেখানে টেকনিক্যাল ম্যানদের পোষ্টিং দেওয়া হয় না। সুতরাং আজকে দেখা যায় এক পরিবারে যে ভাইটি বা বোনটি ছিল হাট হাফ-এ-মিলিয়ন জব স্কীমের উদ্দেশ্য ছিল যে বেশীর ভাগ গ্রামের ছেলেরা অথবা যে সমস্ত পরিবারে কোন সরকারী কর্মচারী নেই অথবা

উপার্জনক্ষম কোন ব্যাক্তি নেই ঐ সমস্ত পরিবারকেই আগে স্কোপ দেওয়া। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আজকে যে বেসিক নিয়মটা এটা পর্য্যন্ত ফলো করা হয়নি। এখানে দেখা যায় বেশীর ভাগই আগরতলা শহরে রাজধানীর বুকে যাদের চাকুরীর খুব বেশী একটা প্রয়োজন নেই, তাদেরকে বিভিন্ন মফ:স্বলে পাঠিয়েছে, মফঃস্বলে যারা চাকুরীর মুখ দেখেনি তাদের ভাগ্যে সেই চাকুরী আজ অব্দি মেলেনি। সুতরাং আমি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে রিজলিউশনের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করি, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এদিকে যে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে সে ভাল, তাদেরকে যেন এই আর্থিক বছর প্রথম থেকেই দেওয়া হয়। আর যাদেরকে এখনও চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় নি তাদেরকে যেমন ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপড, সিডুল কাস্ট' রিটায়ার্ড পারসন, এদেরকে যাতে একটু প্রেফারেন্স দেওয়া হয় সে দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে এমনও দেখা যায় কতগুলো ছেলের এ্যাজ ওভার হয়ে গেছে, তাদের চাকুরী পাওয়ার কোন ভাগ্য নেই, স্কোপ নেই যেহেতু ওভার এ্যাজ। আমি একটা নাম বলতে পারি মানিক লাল সাহা, যে ছেলেটি মাসের পর মাস ধন্না দিয়ে চাকুরী পায় নি বা একটা অফার তার ভাগ্যে জুটলো না আর আজকে ওভার এ্যাজ। তার প্রায় পাগল হবার উপক্রম তার ভবিষ্যত অন্ধকার। আমার এলাকায় রয়েছে ১৯৫৯ সাল থেকে মেট্রিক পাশ করে যারা বেকার পড়ে রয়েছে, যাদের পি, টি, আই, ট্রেনিং রয়েছে; যাদের জি, টি, ট্রেনি; রয়েছে, যাদের টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান রয়েছে তাদের ভাগ্যে আজও চাকুরী জুটেনি। অথচ যারা ৭৩ ইংতে পাশ করেছে যারা গণ ইন্টারভিউ ফেস করেনি তাদেরও চাকুরী হয়ে গেছে। সুতরাং আজকে যদি যেখানে পরিবর্ত্তনশীল জগৎ পরিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে সেখানে যদি গতানু গতিক পথে চলে থাকে তাহলে সেটা হবে বড় পরিতাপের, বড় দু:খের ব্যাপার। আজকে যারা এখানে টেকনিক্যাল ম্যান বেকার রয়েছেন, তাদের জন্য একটা এ, আর, আই, কোর্স খোলার জন্য তারা বহুবার আবেদন করেছে, কিন্তু আজ অব্দি এখানে একটা ব্রাঞ্চ হয়নি আজকে ওদেরকে গিয়ে পড়তে হয় গৌহাটি, নয় পড়তে হয় বেঙ্গলে, এখানে ভাত জোটে না আর ওখানে তো প্রশ্নই উঠে না, আসা যাওয়ার খরচ তার উপর থাকার খরচ। সুতরাং আজকে তাদের দিকে নজর দেওয়া দরকার। আজকে আর একটির নাম বলতে পারি রেবতী মোহন দেব নাথ, বাড়ী বামুটিয়া, যে ছেলেটার পিসিমা চাকুরী বিক্রী করে ছেলেটাকে কলেজে পড়াচ্ছে যে ছেলেটা সেকেণ্ড ডিভিশানে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে, সেই ছেলেটির আজ অব্দি চাকুরী হয়নি। সুতরাং এই চাকরী দেওয়ার মধ্যে যে একটা অবিচার চলছে, ইনজাষ্টিস চলছে, যে বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পার্শ্ববর্ত্তী সদস্য বলেছেন লজ্জার কথা, এবং সত্যি সেটা শুভ না কোন সরকারের পক্ষেই প্রাপ্য যোগ্যতম ব্যক্তিকে না দিয়ে অন্যকে দেওয়া সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, দেখা যায় ফাঁকে ফাঁকে অনেক রেগুলার হয়, কিভাবে হয় জানি না, এবং ঠিক এরই মধ্যে দেখা যায় ক্রেস স্কীমে যারা ছিল ওভারসিয়ার, তাদের আজকে চাকুরী নাই। আজকে ৬ মাস যাবং দুই বছর যাবৎ কাজ করার পর আজকে তাদের চাকুরী নেই। রাস্তায় ঘুরছে কারা? যাদের এই সরকার ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছে। যারা এল, এম, ই, এল, পি, এম, ই, পাশ করে এসেছে, তাদের যাদের মধ্যে ফাষ্ট' ডিভিশানের ছেলেরাও রয়েছে

তারা আজকে তাদের চাকুরী নেই যেহেতু ক্রেস স্কীমে ছিল। আজকে আই টি, আই, পাশ করা ছেলেরাও বসে আছে, টেকনিক্যাল ট্রেইণ্ড ছেলেরা বসে আছে আমরা দেখি গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল নষ্ট, রিং ওয়েল নষ্ট এখানে কতকগুলো লোককে এ্যাবজর্ব করা যায় সেই পরিকল্পনা সরকারের নাকি এখনও নেই। অথচ টেকনিক্যাল ম্যানদের দিয়ে প্রভাইটি সেখানে আজকের এই অবস্থা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সার্ভেয়ার হয়েছে আজকে ওদের ভাগ্যে চাকুরী নেই। বড় দুর্ভাগ্য যেখানে সার্ভের অভাবে রাস্তায় কাজ হচ্ছে না। আমি আমার ডিভিশানের কথা বলতে পারি. সেখানে এ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন সার্ভেয়ার নেই, অথচ অনেক ছেলে বেকার পড়ে রয়েছে, ওদের চাকুরীর জন্য কোন সুবিধা নেই। আজকে দেখা যায় যে যারা কণ্টিনজেণ্ট রয়েছে, আমার এ্যাডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন এখানে ৫৬৯ জন কণ্টিনজেণ্ট। সেখানে আর একটা গ্যাড়া দেখা যায়। ডিভিশানে যে সমস্ত অফিসারা রয়েছেন, তাদের কারো ওয়াইফও হয়তো কণ্টিনজেণ্ট হিসাবে কাজ করছেন, তাদের হয়তো রেগুলার করতে হচ্ছে। আমি বলব যেখানে বেসিক প্রিন্সিপ্যাল নেই কণ্টিনজেণ্ট বলেই ওকে রেগুলার করতে হবে, এতো হতে পারে না। আজকে এমনও ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে যেখানে ১০/১২ বছর কণ্টিনজেণ্ট হিসেবে কাজ করছে তাদের দিকে নজর দেওয়া হয় না। কিন্তু এ্যাডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট প্রায় সমস্ত কণ্টিনজেণ্ট রেগুলার হয়েছে যেহেতু ওরা ঐ যে বড় বড় অফিসার, অফিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট এবং হেড ক্লার্কের আত্মীয়। সুতরাং তাদেরকে রেগুলার করা হয়েছে। এখানে কোন নীতি নির্দ্ধারিত হয়নি। আজকে হসপিটালে দেখা যায় ১০ দিনের কাজ করেছে মাসে ১০ দিনের পয়সা পায়, আর বাকী পয়সা পায় না যেহেতু কণ্টিনজেণ্ট। আজকে ডি. ডি. টি. স্প্রে যারা করে, তারা কণ্টিনজেণ্ট, তারা মাসিক পয়সা পায়, সিগন্যাল ওয়ার্কার, বছরে ৩ মাস, ৬ মাস কাজ পায় আর বাকী সময় পায় না। আজকে যে ইনজাষ্টিস চলছে সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আজকে আমার যে প্রস্তাব, আজকে হাফ-এ-মিলিয়ন-জব স্কীমে ১৪০০ এ্যাবজর্ব করা হয়েছে তাদেরকে কোন একটা নীতি নির্দ্ধারণ করে রেগুলার করা হয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনারেবাল মেম্বার শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিয় সদস্য তাপস বাবু যে প্রস্তাটা আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন এইজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমিও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হাফ-এ-মিলিয়ন-জব-এ যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে, সরকার বা প্লেনিং বিভাগ এই স্কীমের গুরুত্ব অনুভব করে নিয়োগ করেন নি এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও এটা বেকারদের কর্মসংস্থানের সাময়িক ভাবে একটা প্রচেষ্টা তাহলেও এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে দিয়ে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু না কিছু একটা কাজ আদায় করা যা নাকি পূর্ববর্তী বক্তা দিতে গিয়ে বলেছেন, তাদের যদি টেকনিক্যাল লোক থাকে তাহলে তাদের ভেতর দিয়ে সেটা পরবর্তী পর্যায়ে করবে। কিন্তু এখানে যেভাবে ব্লকের মধ্যে বা অন্যান্য জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেখা যায়

যে কোন পরিকল্পনা নেই। এই যে ছেলেগুলো, বেকার যুবকেরা, তাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩/৪ জন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কি তাদের কাজ, কি তাদের করণীয়, সেইজন্য সরকার কোন পরিকল্পনা রচনা করেন নি। অন্তত: আমাদের জানা নেই। যদি সেটা থাকে তাহলে অন্তত সেটা তাঁদের কাছে আছে। কিন্তু আমার জানা নেই। এবং তারাও যারা গিয়েছেন তাদের কারো কারো সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তারাও জানেনা তাদের কি কাজ। এবং সেই কাজটা করাবার জন্য যার উপর ভার দেওয়া হয়েছে, তিনি হচ্ছেন কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। উপরওয়ালাবাও যারা আছেন তারাও বিশেষভাবে জানেন না যে কি তাদের করণীয়। কাজেই এরজন্য ফ্রাস্ট্রেশান যে জিনিষটা এবং এতগুলো ছেলের যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট হল একটা না একটা দিক দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছুটা কাজ পাওয়া যায়। অন্তত যারা গ্রামাঞ্চলের থাকে তাদের সাময়িকভাবে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা হয়েছে তাদের দিয়ে আর কিছু না হোক গ্রামের কতগুলো প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাটিসটিকস হলেও নেওয়া যেত। এমনও যদি হত পঞ্চায়েতের খানাসুমারী, সেটাকে আবার নতুন করে করেছে তাহলেও না হয় বুঝা যেত যে একটা নতুন কাজ হয়েছে। কিন্তু আমি এমন সব ক্ষেত্রে জানি যে প্রকৃতপক্ষে অনেক জায়গায় এ রকম অভিযোগ আমি শুনেছি যে প্রকৃতই তারা কোন কাজ করছে না। একটা হাজিরা দিয়ে আসছেন আর যাচ্ছেন। আবার এমনও অভিযোগ শুনা যায় যে কোন ক্ষেত্রে কারো কারো নাকি কলেজে তাদের নাম লেখা আছে, তারা শুধু বেতন নিতে আসেন। কাজেই এই যে একটা পরিকল্পনা নিয়ে, যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা করা হয়েছে এর দ্বারা পরিকল্পনার কাজও হচ্ছে না এবং বেকাররাও বুঝে উঠতে পারছে না যে আমরা যদি ভাল করে কাজ করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জীবিকার দিক দিয়ে বা সরকারী কাজের মধ্যে আমরা সঙ্গতি বা পরবর্তী পর্য্যায়ে আমরা ভাল চাকুরী পাব। এই যে জিনিসটা এটা আমার মনে হয় যে পরবর্তী পর্য্যায়ে যেমন সরকার এই ধরণের পরিকল্পনা নিচ্ছেন তার আগেই নিজে-দেরই একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত যে তাদের নিয়ে কি কি পর্য্যায়ে কি কি কাজ আমরা করাব, এবং তাদেরকে মাঠে পাঠানোর আগে তাদেরকে কি ধরণের কাজ করতে হবে সেই সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ তাদেরকে একটা আইডিয়া, তাদেরকে কি করতে হবে সেটাকে দিয়ে তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে পাঠানো উচিত। বা কোন লোককে যদি কোন শিল্প সংস্থায় ট্রেনিং দিতে হয় তাহলেও তাদের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ থেকে এই ধরণের আর একটা সাবসিডিয়ারী পরি-কল্পনার ধারা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কি করা হবে, এমনি করে যাদ করা হয় তাহলে ভবিষ্যতের যে কাজগুলি সুন্দরভাবে এবং সুচারুভাবে হবে। এই সাজেশনটা রেখে, হয়ত আমার পরে আরো বক্তারা বলবেন, তার জন্য আমি আমার ভাষণ দীর্ঘ করতে চাই না। এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি বলছি, আমি এই কথাটা বলতে চাই আমরা যখন একটা পরিকল্পনা নিচ্ছি তখন আমাদের ক্ষেত্রে সেটাকে কি ভাবে ব্যবহার করব তার জন্য নিজস্ব একটা পরিকল্পনা করা দরকার। এবং সেটা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় তার জন্য সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টা দরকার। এবং সেইজন্য পরিকল্পনা যে বিভাগ আছে তারা সেটাকে রচনা করবেন এবং তাদের এ্যাক্সজিকিউশান যে বিভাগে আছে সেটাকে পরিপূর্ণ রূপদান করবেন। তাহলে কাজটা আরো একটু ভালো হবে এটা আমি বিশ্বাস করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে আমার বন্ধু সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন, এই প্রস্তাবটা খুবই মূল্যবান এই জন্য যে এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করি। হাফ এ মিলিয়ন জবে ত্রিপুরার যে প্রায় ১৪০০ বেকারকে এ্যাবজর্ব করা হয়েছে যে কথা মাননীয় সদস্য বলেগেছেন যে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নেই, না রেখেই ব্লকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তারা যে কি কাজ করবে এমন কোন গাইডেন্স সেই হাফ-এ-মিলিয়ন জবে যারা কাজ করছে তাদের কাছে নেই। এবং পায় নাই অফিস থেকে, এবং তারা এলোমেলো ভাবে ঘুরছে যে না পায় তারা বস থেকে কোন সাহায্য না পায় তারা যার অধীনে কাজ করছে তার থেকে সাহায্য। তারা ব্যাঙ্গের পাত্র হয়ে পড়ছে। কোন কোন ছেলে গ্রেজুয়েট ছেলে চাকুরী পাচ্ছে সাধারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর কাছ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে। কি ট্রেনিং ? পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বলছে—কোম্পানীকা মাল দড়িয়া মে ঢাল। আজকে যে তোমরা ১০০ টাকা পাচ্ছ ১৫০ টাকা পাচ্ছ এই টাকা নিয়ে তোমরা চলে যাও। এই যে বেকার যে সব ছেলে শিক্ষিত যে সব ছেলে- আগামী দিনের যারা ত্রিপুরার ভবিষ্যত আর তাদের যে কাজের একটা এ্যাফিসিয়েন্সি ছিল, তাদের যে জীবনের একটা কর্ম ধারা ছিল তারা সেটা ভুলে গেছে। কেউ ব্যাঙ্গ করে বলছে বেকার ভাতা তো পাচ্ছ। এই ভাবেই চলছে। কাজেই তাদের যে কর্মপন্থা কি সেটার কোন সুযুক্তি ছিল না। কাজেই এই যে বেকার, শিক্ষিত বেকার তাদের কাজের দিকে এ্যাফি-সিয়েন্সি ছিল, তাদের জীবনের একটা কর্মধারা ছিল, সেটা থেকে তারা চ্যুত হয়ে গেছে। কেউ ব্যাঙ্গ করছে বেকার ভাতা পাচ্ছে, কেউ বলছে আছি থাকি এইভাবে চলছে। কাজেই তাদের যে কর্মপন্থা কি সেটা কোন সুনির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই যে বেকার তাদের শিক্ষাগত যে যোগ্যতা, তারা যে কাজ করতে চায়, এই মনোভাব যদি গড়ে তুলতে হয় তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কাজ দিতে হবে, কাজ দিতে গেলে আমাদের মাননীয় সদস্য তাপসবাবু বলেছেন যে—১৯৭৪-৭৫ আর্থিক সনের প্রথম থেকে তাদেরকে রেগুলার করে তাদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা উচিৎ। আমরা দেখেছি ক্র্যাশ প্রোগ্রামে কিছু ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট, কিছু টেকনিক্যাল-ম্যানকে এবজর্ব করা হয়েছিল। কয়েকদিন আগে আমি যখন গ্রামাঞ্চলে গেছি তখন তারা বলছিল যে আমাদের তো চাকুরী নেই আর। তারা আবার ভবঘুরে হয়ে ঘুরছে। কিছুদিন আগেও তারা চাকুরী করছে। মা-বাবার মনেও একটা সান্ত্বনা ছিল যে তাদের ছেলেরা চাকুরী করছে। কিন্তু এখন আর নেই। তারা হতাশায় ভুগছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেখানে কিছু রিলিফ ফিটনেস, হাফ-এ-মিলিয়ন-জবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। একবার রিলিফে কাজ করার পরে রিট্রেন্স হল, আবার হাফ-এ-মিলিয়ন এ কাজ পাবার পরে রিট্রেন্স হবে। তাদের কোন ভবিষ্যত নেই। ভবিষ্যত তাদের অন্ধকারের মধ্যে চলেছে। কিছু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছিল, তারা অবশ্য রেগুলার করে নিয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে কিছু লোককে ১৯৭২ সনে জব কর্ম ঘোষণা পত্র ফিলাপ করার চান্স দেওয়া হয়েছে। গ্রামের ছেলেরা ফর্ম ফিলাপ করেছিল। তাদের এর পরবর্তী ষ্টেজের যারা বেকার হয়ে আছে তাদের কোন জব কর্ম ফিলাপ বা ইন্টারভিউ হচ্ছে না। তাদেরও সুযোগ দেওয়া দরকার। আমি দেখেছি যে কিছু কিছু বেকারের বয়স আমার থেকেও বেশী, তারা ৬২ সনেতে গ্রেজুয়েট হয়ে আছে বা ৬৮ সনের

পর্য্যন্ত গ্রেজুয়েট ছেলে আছে যারা আজকেও চাকরী পায় নাই। তারা হাফ-এ-মিলিয়ন-জবেও কাজ পায় নি। এই যে গ্রেজুয়েট হয়ে তাদের যে একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারা সেটা হারিয়ে ফেলছে। কাজেই সামগ্রিক দিকে চিন্তা করে অন্তত সরকার, এই রিজলিউশন যে এসেছে এই রিজলিউশনকে আমরা সমর্থন করি। সরকারও যাতে বিবেচনা করেন এই আশা আমি রাখি, এবং হাফ-এ-মিলিয়ন-জবে যাদের অ্যাবজর্ব করা হয়েছে তাদের যাতে রেগুলার করা হয় এই আমার বক্তব্য স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশচন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের কাজ কতটা নেই কাজ তো খৈ ভাজ। ঠিক এই রকম আর কি। কাজের ব্যবস্থাটাও ঠিক এই রকমই। এই বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে আমার কথা হল যে এটা ভীষণ একটা সমস্যা। এই এক মাসের মধ্যে প্রায় ১৪০০ কর্ম্মচারী তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল হাফ-এ-মিলিয়ন-জব প্রোগ্রামে, তারা বেকার হতে চলেছে একটা সমস্যা আছে। একটা রাজ্যের পক্ষে একসঙ্গে ১৪০০ কর্ম্মচারী বেকার হবে সেটা একটা দুঃসহনীয় ব্যাপার, এবং সেটা আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে একটা সংকট জনক অবস্থায় সৃষ্টি হবে বলে আমায় ধারণা। এ ছাড়াও দেখা যায় ক্র্যাশ প্রোগ্রামে একদল কর্ম্মচারী যারা চার বছর আগে নিযুক্ত হয়েছিল এবং যাদের পে দেওয়া হয়েছিল এই রকম কর্ম্মচারীও কিছু সংখ্যক বেকার হয়েছে। তারা ওভারসিয়ার। আর এইদিকে দেখা যায় কন্টিজেন্ট হিসেবে যারা নিযুক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে রেগুলার করা হচ্ছে। যদি কন্টিজেন্ট ওয়ার্কারকে রেগুলার করে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে হাফ-এ-মিলিয়ন-জবে যারা চাকরী করেছে অথবা যারা চার বছর পর্য্যন্ত ক্র্যাশ প্রোগ্রামে কাজ করছিল তাদের থেকে না দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে আমি সেটা বুঝিনা। আরো দেখা যাচ্ছে এই ১৪০০ কর্ম্মচারী বেকার হতে চলেছে, তারপরে কয়েকজন ওভারসিয়ার বেকার হয়ে গেল তার মধ্যে দিয়ে এখনও আবার ফ্রেশ এ্যাপোয়েন্টমেন্ট দিয়ে কিছু সংখ্যক লোককে নিয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরে। আমার মনে হয় ফ্রেশ এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে নিয়োগ করার আগে যারা বেকার হতে চলেছে তাদের কথা চিন্তা করা উচিৎ ছিল এবং যাতে তারা কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল। যাই হোক আমার আসল বক্তব্য বিষয় হল এই ১৪০০ লোককে একেবারে বেকারত্বের দিকে না নিয়ে, তাদেরকে যাতে রেগুলার করা যায় সেই চেষ্টাই করা হবে যুক্তিযুক্ত। যদি তা না হয় এখানে আমার একটা সাজেশানমূলক কথা থাকবে যে তারা যাতে বেকার হয়ে না পড়ে, তাদের যে সার্ভিসটা আছে, যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা যাতে কন্টিনিউ করে যতদিন পর্য্যন্ত তারা রেগুলার হিসেবে কাজ না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত যাতে এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ হতে পারে ত্রিপুরায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই অনুরোধ হাউসের মাধ্যমে রাখব। এই বলে আমি এই রিজলিউশান এর পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্‌ল মেম্বার শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুহৃদ শ্রীমান তাপস যে প্রস্তাব এনেছেন......

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীমান শব্দটা একজন এম, এল, এ, আরেকজন এম, এল, এ কে বলতে পারেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— তা বলতে পারা যায়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি, এবং এ সম্পর্কে আমাদের যে উদ্বেগ সেটা আমি প্রকাশ করতে চাই। এটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যে যখন প্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল তাতে বলা হল যে প্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্টটি দেয় প্লেনিং দপ্তর এ। তাতে বলা হয়েছে যে ১০০ টাকা করে বা ১৫০ টাকা করে গ্রেজুয়েট যারা তারা ১৫০ টাকা এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েট তারা পাবে ১০০ টাকা। এই যে ১০০ এবং ১৫০ টাকা করে যারা এ্যালাউন্স পাবে তাদের ৬ মাস পরে তাদের যে ট্রেনিং এই ট্রেনিংটা যাতে ভাল হয় অর্থাৎ ছয় মাস যদি কাজ কর্ম কাভ করে তাহলে তাদের রেগুলার ভেকেন্সিতে অ্যাবজর্ব করা হবে। তাদের কিন্তু ছয়মাস পার হয়ে গেছে। পে্লনিং থেকে যাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু বি ভেরী ব্রিফ ইন ইউর স্পীস।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার আমি খুবই সংক্ষেপেই বলব। আমি শুধু আমার উদ্বেগের কথাটা এখানে বলছি স্যার, এই যে ৬ মাস যাদের পূর্ণ হয়ে গেল যেখানে গভর্ণমেন্টের একজন সেক্রেটারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন, ডাইরেক্টার কিন্তু নয়। প্লেনিং দপ্তর এর যে সেক্রেটারী অর্থাৎ ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন, সেক্রেটারী অব দা ডিপার্টমেন্ট নট ডাইরেক্টার, রেগুলার চাকুরী দিচ্ছেন ডাইরেক্টার। স্কেল দিয়ে যদি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় সেটা দিচ্ছেন ডাইরেক্টার। কিন্তু হাফ-এ-মিলিয়ন-জব এই স্কীমে যাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এ্যালোউন্স দিয়ে তারা সই করছেন ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি। যেখানে বলা হয়েছিল যে ৬ মাস হলে রেগুলার ভেকেন্সিতে অ্যাবজর্ব করা হবে। তার মানে হয় রেগুলার ভেকেন্সি হবে এই দপ্তরে বা হচ্ছে। কিন্তু তারপর কি হল মার্চ মাস শেষ হয়ে গেছে। এপ্রিল মাস একমাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হল। তাহলে গভর্ণমেন্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতি সরকার পালন করছেন না। কারণ ৬ মাস পরে তাদের রেগুলার ভেকেন্সিতে এ্যাবজর্ব করা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে একমাস বাড়িয়ে সেই প্রতিশ্রুতি গভর্ণমেন্ট পূর্ণ করেননি. আর এই স্কীমটা ছিল ওয়ান জব ওয়ান ফেমিলি। আমি তার আগেও একবার বলেছি তার জন্য আর বেশী বলব না। ওয়ান জব, ওয়ান ফেমিলি যে বলা হয়েছে যে পরিবারে চাকুরী নাই……

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে মাননীয় সদস্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গেই ত আসবে স্যার। তবে ওয়ান জব, ওয়ান ফেমিলি কেউ বলেন নি। আমি তথ্য রাখছি এখানে। ওয়ান জব, ওয়ান ফেমিলি সেই ওয়ান জব, ওয়ান ফেমিলি সঠিক ভাবে দেখা হয় না। যাই হোক যে চার্ট একটা হয়েছিল অর্থাৎ ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেণ্ট একটা চার্ট তৈরী করে দিয়েছিল অব চার্ট, কি তাদের করতে হবে।

যে অভিযোগ এখানে উঠেছে সেটা সত্যি। কিন্তু একটা জব চার্ট ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার করে দিয়েছিলেন। সেটা দিয়েছিলেন প্রত্যেক ব্লকে। এবং ব্লক পোষ্টিং দিল গ্রাম পঞ্চায়েতে। তাদের দিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারীর আণ্ডারে। তাতে অনেকের মনে ক্ষোভ আছে, আবার অনেকে বলেছেন যে ঠিক আছে আপনারা বাড়ীতেই থাকুন। বার যার বাড়ীতেই তারা আছেন। তাহলে এই যে যুব শক্তির অপচয় হল সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ এবং টাকাটা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট দিচ্ছেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট যখন টাকাটা দিচ্ছেন তখন পোষ্ট ক্রিয়েট করে তাদের রেগুলার ভেকেন্সিতে অ্যাবজর্ব করা যায়। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা নাই। এবং আমি আশা করব যে এই প্রস্তাবে যে বলা হয়েছে ১লা এপ্রিল থেকে রেগুলার পোষ্টে তাদের নিয়োগ করা হবে, তা সরকার করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ স্পীকার :—নাউ দি অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তাপস দে মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে বলা হয়েছে.........

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্য খুব সংক্ষেপ করুন।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—হাফ-এ-মিলিয়ন জব এ যাদের অ্যাবজর্ব করা হয়েছে তারা অনেকেই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর অধীনে আছে, তাদের দেখাশুনার লোক নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভুলত্রুটি যে না থাকবে তা নয়। থাকলেও কথাটা যে ভাবে বলা হয়েছে ঠিক তা নয়। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের আণ্ডারে সেখানে কোন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী অধীনে দিতে পারেন। কাউকে ভি, এল, ডব্লিউ, এর অধীনে দিতে পারেন। কাউকে এক্সটেনসান অফিসারের অধীনে দিতে পারেন এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে কাজের মানে কাজ আছে ঐ ভাবে দেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্রামে যারা বয়স্ক লোক আছে তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামের লোক যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তারা যাতে উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে এবং গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সভা সমিতি করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাতে তারা সামাজিক জীবনে আরও উন্নতি লাভ করতে পারে সে সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেওয়ার কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে। গ্রামে সভা সমিতি করে গ্রামে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অন্ধকার থেকে তারা যাতে আলোর দিকে অগ্রসর হতে পারে সে সব দিকে নজর দেওয়ার জন্য তারা থাকে। কাজেই এই যে বলা হয়েছে তাদের কোন কাজ নেই এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বলছে যে আমরা কি করব বাবা একশ টাকা বেতন পেয়েছ এটাই যথেষ্ট, এ কথা ঠিক নয়। কাজেই গ্রামের এ সমস্ত কাজের উপর তাদের নজর আছে। এবং ব্লক অফিসার তাদের কোন জায়গায় পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর সংগে দিতে পারে, কোন কোন জায়গায় ভি, এল, ডব্লিউ এর সঙ্গে দিতে পারে, কোন জায়গায় অন্য এক্সটেনশান অফিসারের সঙ্গে দিতে পারে কাজ শিক্ষা করার জন্য দিতে পারে এবং কাজ শিক্ষা করলে তাদের পরবর্তী যে নিয়োগ হবে সেটা হবে সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। এই নিয়োগ হবে। কাজেই হয়তো হাফ-এ-মিলিয়ন জবে প্রথম কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, সে কথা আমি অস্বীকার করি না। তবুও একেবারে যে অযথা তাদের দেওয়া হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে হাউসের সামনে এই প্রস্তাব যে ভাবে বলা হয়েছে, আমি মনে করি যে দোষ ত্রুটি থাকলেও একেবারে কাজ ছাড়া যে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে এ কথা আমি স্বীকার করতে পারছি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ-মহোদয়, সময় যখন আমার কম আমি এর বেশী আর বলতে চাইছি না।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাফ এ মিলিয়ন জব এ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের রেগুলার পোষ্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথা নিয়ে একটা প্রস্তাব

এসেছে। হাফ এ মিলিয়ন জব এই পরিকল্পনা যখন গ্রহণ করা হয়, এটা সেণ্ট্রাল স্কীম। এবং তার মধ্যে এই কথাটা ছিল যে, হাফ এ মিলিয়ন জবে যারা যাবে তাদের কেউ কেউ হয়ত ট্রেনিং পাওয়ার পর বিভিন্ন প্রফেসন নিয়ে তারা সেলফ এ্যামপ্লয়মেণ্টের দিকে চলে যেতে পারেন, কেউ কেউ হয়ত রেগুলার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এ চলে যেতে পারেন। এমনি করে স্কীমটাকে দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় সদস্যরা হয়ত একটু উৎকণ্ঠিত হয়েছেন যে এই সব ১৪০০ লোক বেকার হয়ে পড়বেন। এর মধ্যে ১৪০০ এর কথা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তার কারণ হল এই যে এর মধ্যে রিট্রেন্সড ষ্টাফও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পরিকল্পনাটা ছিল এই রকম যে যত জনকে দেয়া হবে এবং স্কীমটা এই রকম ভাবেই ছিল যে তাদের অফটার ট্রেনিং রেগুলার পোষ্টে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক তেমনি ধরনের লোকদের নিয়ে এবং এই নাম্বারের লোককে এই স্কীমের আওতায় নিয়ে আসা এবং এই ভাবেই প্রস্তাবটা পাঠানো হয়েছিল। সেণ্ট্রাল স্কীম তাই। কাজেই মাননীয় সদস্যদের উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন রয়েছে। সেই প্রশ্নটা হল যে তাদের একেবারে নির্দেশহীন ভাবে পাঠানো হয়েছে সেটা সত্য কথা নয়। আপনারা শুনেছেন যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যাদের অধীনে গিয়ে তাদের রিপোর্ট করার কথা তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন ভাবে কি করে এই পরিকল্পনার মধ্যে রেখে ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া যায় ৬ মাসের মধ্যে, যাতে স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যখন রেগুলার পোষ্টে আসবে তখন যাতে তারা ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। এটাই ছিল উদ্দেশ্য এবং এই ভাবেই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কোথাও কোথাও হয়ত সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হয় নি, হতে পারে। এটা অসম্ভব কিছু নয়। আমরা যতটুকু জানি যে, আমার জানা আছে যে সিভিল সাপ্লাইয়ের কার্ড ভেরিফিকেশানে তাদের লাগানো হয়েছে। আমি জানি যে বিভিন্ন ষ্টাটিষ্টিক্সের কাজে তাদের লাগানো হয়েছে। সবাই একই পরিকল্পনার ভিতর নিযুক্ত হয়েছি কি হয়নি, পার্টিকুলার ঘটনা কিংবা কোন গ্রুপের ঘটনা কিংবা কোন একটা এলাকার ঘটনা সম্পর্কে আমি ঠিক বলতে পারব না যতক্ষন পর্য্যন্ত না এটার মেন্সন না হচ্ছে। আমি স্কীমটা কি ছিল এবং কি আছে সেটার দৃষ্টিতেই আমি আলোচনা করছি। কারণ নীতিটার প্রশ্ন এখানে রয়েছে এখন যাদেরকে যে স্কীমে পাঠানো হয়েছে। ছটা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এটা সেণ্ট্রাল স্কীম, এবং সেণ্ট্রাল স্কীম যেহেতু সেহেতু টাকাটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আসছে। এবং এটা এক বছরের জন্য। মানে যে পিরিয়ড আছে সেই পিরিয়ডের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। এবং যাদের ৬ মাস পূর্ণ হয়নি তাদের কণ্টিনিউয়েসান দেওয়া হয়েছে। এবং যাদের ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে তাদের ভেকেণ্ট পোষ্ট দেখার জন্য অলরেডি ডিপার্টমেণ্ট পুলিশকে বলা হয়েছে। এর মধ্যে আমার যতটুকু জানা আছে, যে টাইপিষ্ট হিসাবে ট্রেনিং দিতে পারে কিনা এই স্কীমের মধ্যে তাদেরকেও যারা জব ফর্মে বলেছে যে আমি টাইপ জানি হয়ত দেখা গেল পরীক্ষা করে যে টাইপ যা করেন এতে অফিসের কাজ চলে না, তাদের টাইপ শেখানোর কাজেও লাগানো হয়েছে আমার যতটুকু জানা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা মাননীয় সদস্যরা উত্থাপন করেছেন, যে তাদের কোন পরিকল্পনা দেওয়া হয়নি, কোন স্কীম দেওয়া হয়নি এমনি করে ১০০ টাকা বা ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরো কতকগুলি কথা এসেছে যে, যেটা উৎক্ষিপ্ত বলা চলে। এই জন্য বলছি যে এর মধ্যে কথাগুলি আসে না আসে না এই কারণে যে হাফ এ মিলিয়ন জবে যারা গেছে তাদের সঙ্গে ঐ ক্র্যাশ প্রোগ্রামে যারা বেকার হয়েছে কিংবা যারা আগে কাজ করত তাদের অ্যাবর্জবেশনের কথা সেটা সেপারেট কোশ্চেন। এই হাফ এ মিলিয়ন জব সেটা সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় কি না হয় সেটা নির্ভর করছে যার কাছে যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের রিপোর্টের যে তারা কতটুকু কাজ করছে কি না করছে তার একটা রিপোর্টের ভিত্তির উপর তাদের রেগুলার পোষ্টে

অ্যাবজর্বশনের কথা উঠবে। এবং যখনই হাফ-এ-মিলিয়ন জব প্রোগ্রামে নেওয়া হয় তখন ফিফথ প্লেনের কার্ট ইয়ারে যে পোষ্ট কিংবা ফিফথ প্লেনের যে পোষ্ট আমাদের ক্রিয়েট করার কথা সবগুলি বিচার করেই এই হাফ-এ-মিলিয়ন জব এর ট্রেনিংয়ের স্কীম আমরা আনিয়ে ছিলাম। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ফিফথ প্লেনের আজকে পর্য্যন্ত যে টোট্যাল স্কীম কি এ্যালটমেন্ট হবে না হবে সেটা এখন পর্য্যন্ত ফাইন্যাল কিছু হয় নি। কাজেই আজকের দিনে বলা যাচ্ছে না যে এদের সবাইকে এক সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যাবে। কিন্তু যারা এই স্কীমের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন দপ্তরকে বলে দেওয়া হয়েছে যেখানে যতগুলো পোষ্ট খালি রয়েছে উপযুক্ত বিবেচনায়, অর্থাৎ তাদের নামে যে রিপোর্ট এসেছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের রেগুলার পোষ্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর একটা কথা এখানে আলোচনাও করা হয়েছে সেটা হল ওয়ান জব ফর ওয়ান ফেমিলি। এটা হয়ত সব জায়গায় মানা হয় নি, সেই সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে। যেহেতু জব ফর্মে যারা সই করে দিয়েছেন তার মধ্যে এই কথাটা ছিল যে যদি কারো এমন দেখা যায় যে, সে ফেমিলিতে আরো পাঁচ জন লোক রয়েছে, এই রকম বহু ক্ষেত্রে পার্টিকুলার রিপোর্ট এসেছে। আমি হাউসের সামনে বলতে পারি, পার্টিকুলার রিপোর্ট যখন এসেছে, এ্যানকোয়ারী করে দেখা গেছে এবং তার পরে তাকে চাকুরী থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। তেমনি করে যদি পার্টিকুলার কোন ইন্স্টেন্স, কোন কাজ, কোন রিপোর্ট মাননীয় সদস্যদের জানা থাকে-নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে বেকারদের সম্পর্কে যে প্রশ্ন এসেছে সে প্রশ্নে আমরাও উদগ্রীব এবং পরিকল্পনা যতটুকু আমরা গ্রহণ করেছি, যতটুকু স্কীমে পাঠানো হয়েছে তাদের এ্যামপ্লয়মেন্টে হয়তো কিছুদিন দেরী হতে পারে তার রিপোর্টের জন্য, তাহলে অন্ততঃ এটুকু বলা যেতে পারে যে যে অ্যাবজর্ব কোন না কোন ভাবে হয়ে যাবে। যদি রিপোর্টটি স্কীম অনুযায়ী যে ভাবে ট্রেনিং হবার কথা এবং সেই রিপোর্ট যদি এসে যায় তাহলে পেয়ে যাবে। এই ভিত্তিতে আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তিনি এই প্রস্তাব উইদড্র করবেন।

মিঃ স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার শ্রী তাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কথা বললেন যে এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া হবে, সেলফ অ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীমে যারা গেছে, যাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, আমি যতটুকু জানি যে কিসারী স্কীমে অথবা অন্য কোন স্কীমে ওদেরকে, কিসারী স্কীমে যারা রয়েছে তাদের কথা আমি বলতে পারি যে তাদেরকে ট্রেনিংয়ের পর এভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন লোন অথবা ব্যাংকের থেকে ফিনান্স করার এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নি। সুতরাং এটাও যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশাই আশ্বাস দেন যে সেদিকেও নজর দেবেন তাহলে আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ হয়, যেহেতু এটা হাফ-এ-মিলিয়ন জব স্কীমের সঙ্গে অ্যাবজব করার প্রশ্ন নয়, ওদেরকে ফিনানসিয়াল এড দেওয়ার কথা, এবং এখানে ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিক্যাপড যারা ওদের সম্বন্ধে দেখলাম উভয় মন্ত্রী মহোদয়, দু'জনেই কেন যেন নীরব রইলেন। টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড এর কথা যেখানে বলা হয়েছিল সেলফ এ্যামপ্লয়মেন্ট স্কীমে হাফ-এ-মিলিয়ন জব স্কীমে যেটা উল্লেখিত ছিল সেটা সম্বন্ধেও কোন বক্তব্য রাখেন নি। তবুও যেহেতু মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ্যাস্যুরেন্স দিয়েছেন, তবে এ্যাস্যুরেন্সের মধ্যে আমি এ টুকু বলি যে ওভার এ্যাজ হয়েছে যাদের, রিটায়ার্ড কেস, ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিকেপড তাদের কেসগুলি যেন প্রায়রিঠি দেওয়া হয় এবং টেকনিক্যাল ম্যান যারা ইদানিং বেকার হয়েছেন, এবং যারা বেকার রয়েছেন তাদেরকে যেন প্রায়রিটি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকু আবেদন রেখে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারি।

Mr. Speaker :—The leave of the house is necessary for the withdrawal of the resolution.

Now the question before the House is that the Leave of the House to withdraw the Resolution moved by Sri Tapas Dey be granted.

(The Leave was granted by Voice Vote and the Resolution was withdrawn)

Mr. Speaker :—The House stands adjournd till 12-30 A.M. on Wednesday. the 10th April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 720

By Shri Bulu Kuki,
Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether Shri Subal Paul, a student was stabbed to death on 12.2.74 at Asram Choumuhani, Agartala ; and
2. If so, the names of persons arrested in conccetion with that murder ?

Answers

1) Yes Sir, death due to stabbing, near Math Chowmohani, Agartala and not at Ashram Chowmohani, Agartala as revealed from Ejahar and as gathered on investigation.

2) Shri Pradip Kumar Saha S/O Shri Mouo Mohan Saha of Dhaleswar, Nutan Palli, Agartala.

STARRED QUESTION NO. 943

By Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নিমিত্ত কোন বে সরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে কি ?

খ) উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম।

গ) ঐ সকল প্রতিষ্ঠান কি কি কাজ করিতেছেন এবং সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি কি সাহায্য করিতেছেন ?

ঘ) যদি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কত (বাৎসরিক হারে)

উত্তর

ক) ত্রিপুরাতে অস্পৃশ্যতা এমন কোন সমস্যা নহে যাহা দূরীকরণের নিমিত্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজ করার প্রয়োজন হয়। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কে কোন কাজ করিতেছে বলিয়া জানা যায় না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 947

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৭৪ ইং সনের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কত জন পুরুষকে নির্বীজকরণ। কতজন স্ত্রীলোককে বন্ধ্যা করণ এবং কতজন স্ত্রীলোককে "লুপ" পরান হইয়াছে ;

২) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন স্বেচ্ছাসেবী দল বা সংস্থা পরিবার পরিকল্পনা কার্য্য সূচীর সহিত যুক্ত আছেন কি ?

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৭৪ ইং সনের ১লা মার্চ পর্য্যন্ত :—

নির্বীজ করণ—	৪,৫৭৪ জন পুরুষ।
বন্ধ্যা করণ—	৩৬১ ,, স্ত্রীলোক
লুপ ধারণ—	৩৮৩ ,, স্ত্রীলোক

STARRED QUESTION NO. 948

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১ইং সনের আদম সুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরা চর্ম্মকারের সংখ্যা কত ?

খ) তাহাদের উন্নতির জন্য সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে।
তাহাদের মধ্যে পুনর্বাসন পায় নাই এই রকম পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

ক) ৪২২৮ জন।

খ) অত্র উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে ৪র্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় চর্মকারদের চর্মশিল্পের প্রসারতার জন্য আর্থিক অনুদানের মধ্যে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানেও আর্থিক অনুদানের হার বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুরূপ একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে।

এতদব্যতীত সমষ্টিগত ভাবে তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য যে সকল প্রকল্প চালু আছে সেই সব প্রকল্প হইতেও সর্ব্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা তাহারা পাইয়া থাকেন।

গ) চর্মকার সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেই পুনর্বাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তপশিলভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে ভূমিহীন কৃষিজীবি হইলেই পুনর্বাসনের প্রাথমিক ভাবে বিবেচিত হইতে পারে। এইরূপ ৮৩ পরিবার ১৯৭৩-৭৪ সন পর্য্যন্ত পুনর্বাসন পাইয়াছে।

STARRED QUESTION 956.

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

1. Whether any office memorandum was issued on 14. 2. 74, on grant of further instalment of 'Interim Relief" to the employees of the Government of Tripura, when procedure for opening of "One Year Post-Office Time Deposit" has been detailed out ?
2. If so, why a part of the arrear 'Interim Relief' was to be deposited at all, when the relief itself is so inadequate ?
3. What are the reasons for not granting D. A. at the rate of the Central Government ?

ANSWERS

1. Yes Sir.
2. The 'Interim Relief' has been sanctioned on the basis of the recommendations of the Tripura Pay Commission which was constituted on 14. 8. 1973. The Commission has made its recommendations of all aspects. As regards the requirement of depositing a part of the arrear amount in 'One Year Post-Office Time Deposit', the decision was tak en by the Government with a view to creating a sense of

participation and involvement on the part of the employees in the Plan development of the State in as much as a some equivalent to 66⅔% of the net collection is advanced to the State as loan for utilisation in the development programmes.

3. As already pointed out against Question No. 2, 'Interim Relief' has been granted on the basis of the recommendations made by the 'Tripura Pay Commission'' which was constituted on 14. 8. 73 and has been functioning since then. The question of granting D. A. "at the rate of the Central Government" does not arise when a Pay Commission constituted by the State Government is functioning.,

STARRED QUESTION NO. 908.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Eood and Civil Supply Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

ত্রিপুরা চা বাগান সমূহে Food Corporation of India সরাসরি চাউল গম। আটা সরবরাহ করে কিনা ?

ANSWER

না, মহাশয়।

STARRED QUESTION NO. 996

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Develop men Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিশালগড় অধীনে কিল্লা মৌজা এবং বর্ম্মা মৌজায় আজ পর্য্যন্ত রিং-ওয়েল এবং টিউব ওয়েল একটিও নাই

২) যদি হঁ্যা হয়ে থাকে তাহলে বর্ত্তমান বৎসরে এ মৌজায় T, W ও R, C, বসানোর কথা সরকার চিন্তা করবেন কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২) বিশালগড় ব্লক ডেভালপমেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 1016.

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট, সার্ভেয়ার ও ওভারসিয়ারদের বেতন বৈষম্য ১৯৫৯/১৯৬১ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত দূর না করার কারণ কি ?

২) এই ব্যাপারে সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?

৩) থাকলে কতদিনের মধ্যে কার্যকরী করা হবে ?

৪) না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) এইরূপ বেতন বৈষম্য আছে বলিয়া সরকারের জানা নাই

২, ৩ এবং ৪) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 1069

By Shri Samar Choudhury.

QUESTIOS

1. Whether it is a fact that some employees are residing at G. B. Hospital trainee nurse hostal).
2. (If so' who are they).
3. The total accommodation for the troinees and number of trainees admitted into the hospital).

ANSWER

1. (Yes)
2. 6 of them are Assistant Nurse, 5 of them are staff Nurse and the remaining one is Matron.)
3. Accomodation for 60 is available and 44 trainees are there in the Hostel).

STARRED QUESTION NO. 1072

By Sri Tapas Dey,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগে কতজন deputationist আছে কোন পদে কতজন ;

২) Deputationist allowance বাবদ এ পর্য্যন্ত (১৯৭২-৭৫) মোট কত খরচ করা যয়েছে ;

৩) Deputationist নিয়োগের কারণ ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগে দুইজন অফিষার ডেপুটেশানে আছে ; তাহাদের তাহাদের মধ্যে একজন পুলিশ এডভাইসার অপরজন কমানডেন্ট ,ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ বেটেলিয়ন।

২) এ পর্য্যন্ত ১৯৭২-৭৪) মোট ৪,৮৬১,৫০টাকা পুলিশ বিভাগে ডেপুটেশন এলাওন্স বাবত খরচ হইয়াছে।

৩) নিম্নলিখিত কারণে পুলিশ বিভাগে ডেপুটেশনিষ্ট নিয়োগ করিতে হইয়াছে :—

১) স্থানীয় পুলিশ অফিসারদের মধ্যে উপযুক্ত লোকের অভাব হেতু,

২) পুর্ণরাজ্য প্রাপ্তির পর রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে পুনগঠনের প্রয়োজন।

STARRED QUESTION NO. 1073
By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-eharge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে পুলিশ এডভাইসার করা হয়েছে এবং নিয়োগের উদ্দেশ্যে কি ছিল ,

১) নিয়োগের পর থেকে এডভাইসার তার অফিস খরচ বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে ,

৩) এডভাইসার রাজ্য সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট পেশ করেছেন কি না ?

৪) যদি করে থাকেন তার সারমর্ম ?

উত্তর

১। গত ১৫।৩।৭৩ ইং নিয়োগ করা হইয়াছে। ত্রিপুরায় পুলিশের অবস্থা ভারত অন্ত-র্ভুক্তির পুর্ব্বে বা ইউনিয়ন টেরিটরীর সময়ে কোন ও উন্নতি হয় নাই। ভারত সরকার বা অন্যান্য রাজ্য সমুহ বর্ত্তমান সময়োপযোগা পুলিশের উন্নতি বিধানর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। রাজ্যগুলিতে এজন্য পুলিশ কমিশন ও নিযুক্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার ও এইরূপ পুলিশের উন্নতি বিধানের প্রশ্ন উঠে। ত্রিপুরার মত ছোট রাজ্য পুলিশ কমিশন গঠন ব্যয়সাধ্য বিধায় ভারত সরকারের পরামর্শানুযায়ী একজন বিচক্ষন পুলিশ অফিসার কে ত্রিপুরা পুলিশ বিভ্যগের পুন: গঠনের বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করার প্রশ্ন উঠেএবং তদনুযায়ী ভারত-সরকারের পরামর্শানুযায়ী পুলিশ এডভাইজার নিযুক্ত ডরা হয়।

২। মোট টা ৯৭,৪৪৭·৭৮ পয়সা।

৩। হ্যা মহাশয়, পুলিশ বিভাগের উন্নতি বিধানের জন্য বহু রকম প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবগুলি বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে :

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annuxure…'B'

UNSTARRED QUESTION No. 848

By Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ সালে ত্রিপুরা সরকারের কোন দপ্তরে মোট কতজন নুতন কর্মি নিযুক্ত হইয়াছে তাহার শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব ?

২। ইহাদের মধ্যে ক) তপশিলী জাতি খ) তপশিলী উপজাতি গ) মুসলিম ঘ) মনিপরি, ঙ) অন্যান্য সংখ্যালঘু অংশের কতজন।

উত্তর

১। ১৯৭৩-৭৪ সালে ত্রিপুরা সরকারের অধীন নুতন কর্মি নিযুক্তির দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। তন্মধ্যে শ্রেণী ভিত্তিক ও জাতি ভিত্তিক নিযুক্তির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ,

জাতি	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	কন্টিজেন্সী
ক) তপশিলী জাতি	—	৩ জন	১৪ জন	৭৯ জন	৫৬ জন
খ) তপশিলী উপজাতি	—	৬ ,,	২৪৪ ,,	১৩৪ ,,	২৬ ,,
গ) মুসলিম	—	১ ,,	৩৩ ,,	৫ ,,	৪ ,,
ঘ) মনিপুরি	—	—	৩৪ ,,	৫ ,,	১০ ,,
ঙ) অন্যান্য সংখ্যা লঘু	—	—	—	—	—

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS APPOINTED DURING 1973-74.

Sl. No.	Name of Department	Class	Total number of persons appointed during 1973-74						
			Sch. Castes	Sch. Tribes	Muslims	Manipuri	Other minorities	Others	Contingent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Civil Secoetariat	Class—I	—	—	—	—	—	1	
		Class—II	—	—	—	—	—	5	
		Class—III	—	—	—	—	—	6	
		Class—IV	—	—	—	—	—	—	
		Contingent	—	—	—	—	—	16	
2.	Office of the Advocate General	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	—	
		Class—III	—	—	—	—	—	—	
		Class—IV	1	—	—	—	—	3	
		Contingent	—	—	—	—	—	—	
3.	District & Sessions Judge.	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	—	
		Class—III	—	—	—	—	—	1	
		Class—IV	—	—	—	—	—	—	
		Contingent	—	—	—	—	—	5	
4.	Election Department	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	1	
		Class—III	—	—	—	—	—	9	
		Class—IV	—	—	—	—	—	—	
		Contingent	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Directorate of Animal Husbandry	Class—I	—	—	—	—	—	1	
		Class—II	—	—	—	—	—	3	
		Class—III	8	16	—	1	—	29	
		Class—IV	10	3	—	—	—	69	
		Contingent	—	—	—	—	—	—	
6.	Chief Minister's Secretariat	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	—	
		Class—III	—	—	—	—	—	2	
		Class—IV	—	—	—	—	—	—	
		Contingent	2	—	—	—	—	1	
7.	Labour Department	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	—	
		Class—III	1	—	—	—	—	—	
		Class—IV	—	1	—	—	—	—	
8.	Food & Civil Supplies Deptt.	Class—I	—	—	—	—	—	—	
		Class—II	—	—	—	—	—	6	
		Class—III	—	—	—	—	—	16	
		Class—IV	—	—	—	—	—	2	
		Contingent	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Jail Department.	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	—	—	—	—	—	—
		Class-IV	1	1	—	—	—	1
		Contingent	—	—	—	—	—	—
10.	District Magistrate (West)	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	1	—	—	—	3
		Class-III	—	—	—	—	—	19
		Class-IV	—	2	—	—	—	4
		Contigent	1	2	1	—	—	60
11.	Directorate of Fire Services	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	5	20	—	2	—	25
		Class-IV	—	—	—	—	—	—
		Contigent	—	—	—	—	—	1
12.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	2
		Class-III	—	—	—	—	—	3
		Class-IV	—	—	—	—	—	—
		Contengent	—	—	—	—	—	1
13.	District Magistrate (South)	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	1
		Class-III	5	5	—	—	—	35
		Class-IV	1	—	—	—	—	3
		Contengent	1	1	—	—	—	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Directorate of Panchayats.	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	—	2	—	—	—	8
		Class-IV	—	—	—	—	—	—
		Contingent	—	—	—	—	—	3
15.	Tripura Public service Commission.	ClassI	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	1	—	—	—	—	3
		Class-IV	—	—	—	—	—	6
		Contigencies	1	—	—	—	—	—
16.	Local Self Govt. Department.	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	—	—	—	—	—	—
		Class-IV	—	1	—	—	—	—
		Contengencies	—	—	—	—	—	—
17.	Directorate of Tribal Research.	Class-I	—	—	1	—	—	1
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	—	—	—	—	—	—
		Class-IV	—	—	1	—	—	1
		Contingencies	—	—	—	—	—	—
18.	Directorate of Agriculture.	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	—	—	—	—
		Class-III	12	4	—	—	—	—
		Class-IV	—	—	—	—	—	4
		Contingencies	—	—	—	—	—	14
19.	Department of Cooperation	Class-I	—	—	—	—	—	—
		Class-II	—	—	1	—	—	6
		Class-III	3	2	—	—	—	24
		Class-IV	—	1	—	1	—	4
		Contingencies	—	—	—	—	—	—

G.C. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Directorate of Welfare for Sch. Castes and Sch Tribes.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	—
		Class III	2	8	—	—	—	20
		Class IV	6	16	1	—	—	24
		Contingencies	2	2	—	—	—	8
21.	Directorate of Health Services.	Class I	—	—	—	—	—	2
		Class II	1	1	—	—	—	15
		Class III	3	7	6	3	—	49
		Class IV	8	27	6	1	—	60
		Contingencies	18	6	1	—	—	94
22.	Conservator of Forests.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	—
		Class III	7	2	1	2	—	37
		Class IV	22	43	3	1	—	120
		Contingencies	—	—	—	—	—	—
23.	District Registrar, South Tripura.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	—
		Class III	5	5	—	—	—	35
		Class IV	1	—	—	—	—	3
		Contingencies	2	1	—	—	—	7
24.	Public Works Department.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	2	—	—	—	—	23
		Class III	8	43	—	—	—	73
		Class IV	3	—	—	—	—	25
		Contingencies	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Inspector General of Police	Class I	—	—	—	—	—	6
		Class II	—	3	—	—	—	26
		Class III	40	54	5	21	—	219
		Class IV	—	—	—	—	—	1
		Contingencies	—	—	—	—	—	—
26.	Education Deptt.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	14
		Class III	37	68	16	—	—	497
		Class IV	14	37	—	—	—	66
		Contingencies	22	8	—	—	—	130
27.	Directorate of Public Reletions & Tourism.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	—
		Class III	1	1	—	1	—	5
		Class IV	—	—	—	—	—	3
		Contingencies	1	—	2	2	—	14
28.	Industries Department.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	2
		Class III	2	3	1	1	—	12
		Class IV	1	1	—	—	—	5
		Contingencies.	4	5	—	8	—	49
29.	Superintendent of Press.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	—
		Class III	1	2	—	—	—	12
		Class IV	1	—	—	—	—	1
		Contingencies.	2	1	—	—	—	13
30.	District Magistrate & Collector, North Tripura.	Class I	—	—	—	—	—	—
		Class II	—	—	—	—	—	1
		Class III	3	2	2	3	—	28
		Class IV	7	1	—	2	—	9
		Contingencies.	—	—	—	—	—	—

UN STARRED QUESTION NO. 912

By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি শিক্ষা বছরে কৈলাসহরের কোন কোন জায়গায় নূতন প্রাইমারী অথবা জে, বি, স্কুল খোলা হইবে ?

উত্তর

১) চলতি শিক্ষা বৎসরে কৈলাসহর মহকুমার নিম্ন লিখিত স্থানে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার জন্য নির্বাচনক্রমে উক্ত মহকুমার বিদ্যালয় পরিদর্শককে এ ব্যাপারে কার্য্যকারণের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১) দক্ষিন মইনামা (কৃষ্ণকান্ত পাড়া)
২) চাচংবাড়ী
৩) পশিরাম চৌধুরী পাড়া (লাবনছড়া)
৪) কৃষ্ণ দেববর্মা পাড়া (চৈলেংটাছড়া)
৫) লংথরাই পাড়া (উত্তর)
৬) গিলাছড়া (ভগমনি পাড়া)
৭) ভাগ্যমনি রোয়াজা পাড়া
৮) পেটুয়াকারবারী পাড়া
৯) ভূয়াছড়া (নিলচন্দ্র কারবারী পাড়া)
১০) দক্ষিন হালাহড়া
১১) বৈষ্ণব চরন রোয়াজা পাড়া
১২) অরবিন্দ নগর কলোনী
১৩) বগাছড়া
১৪) দেবীপুর (উত্তর)
১৫) শৈলাপি ছড়া
১৬) অনিলা
১৭) হালাইছড়া
১৮) পশ্চিম নালকাটা
১৯) কুঞ্জরাম রিয়াং পাড়া
২০) শান্তিপুর (ধাতুছড়া)

UNSTARRED QUESTION NO. 917.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই তেলিয়ামুড়ার ছনখলা সিনিয়র বেসিক স্কুলে বর্তমানে কতজন শিক্ষক আছেন এবং উক্ত শিক্ষকদের দ্বারা সমস্ত ক্লাশে লেখাপড়া শিখানো সম্ভব কিনা ;

২) যদি উক্ত শিক্ষকদের দ্বারা সমস্ত ক্লাশে লেখা পড়া শিখানো সম্ভব না হয় তাহা হইলে বর্তমান বৎসরে উক্ত স্কুলে আরো শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে কি ?

উত্তর

১) প্রশ্ন উঠে না কারণ খোয়াই তেলিয়ামুড়ায় ছনখলা সিনিয়র বেসিক স্কুল কোন স্কুল নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

আনষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং ১১২

By শ্রীঅজয় বিশ্বাস

প্রশ্ন নং ১) ত্রিপুরার প্রত্যেক মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের ভ্রমণ ভাতা বাবত মোট খরচ, বেতন ও অন্যান্য ভাতা বাবত মোট খরচ বিদ্যুৎ খরচ এবং টেলিফোন বাবত খরচের হিসাব ?

উত্তর— ত্রিপুরার প্রত্যেক মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের ভ্রমণ ভাতা বাবত মোট খরচ, বেতন ও অন্যান্য বাবত মোট খরচ, বিদ্যুৎ খরচ এবং টেলিফোন বাবত খরচের বিবরণ পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইল :—

নাম	টি, এ, ও ডি, এ,		বেতন ও অন্যান্য ভাতা		বিদ্যুৎ		টেলিফোন	
	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪
১) শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী।	১৪৩৫০.০০প:	১৯৮৭৩.৬০প:	১৩৬২৫.৩০প:	১৪৪০০.০০প:	১২০০.০০প:	১২০০.০০প:	৭৬৫২.৩৭প;	১০০১৯.৪৩প:
২) শ্রী এম, আর, নাথ, মন্ত্রী।	৪০৬৪.৫০প:	৩৩১০.৬০প:	১১০৩২.২৬প:	১২০০০.০০প:	১২০০.০০প:	১২০০.০০প:	২০৫৭.১০প:	৩৭৭২.১০প:
৩) শ্রী এইচ, সি, চৌধুরী, মন্ত্রী।	৫৭৫২.১০প:	১২০০.০০প:	১১৩৫৪.৮৪প:	১২০০০.০০প:	১২০০.০০প:	১২০০.০০প:	৩৪৪৩.৮৫প:	৩৬১৪.৪০প:
৪) শ্রী কে, সি, দাস, মন্ত্রী।	৪৪১৪.৪৫প:	৪৭৭২.২৫প:	১১০৩২.২৬প:	১২০০০.০০প:	১২০০.০০প:	১২০০.০০প:	৩০১১.০০প:	৪৫৮২.৯৫প:
৫) শ্রী ডি, কে, চৌধুরী, মন্ত্রী।	৩৬০০.০০প:	৩০৬০.০০প:	১১০৩২.২৬প:	১২০০০.০০প:	১২০০.০০প:	১২০০.০০প:	২৪৩৫.১০প:	৩৯১৯.৭৫প:
৬) শ্রী এস, সি, সোম, উপমন্ত্রী।	২২০০.০০প:	৬৮০০.০০প:	*১৩২৭৪.২০প:*	১৫৬০০.০০প:	৯০০.০০প:	৯০০.০০প:	২৮২৭.৩০প:	৪০৪২.৫০প:
৭) শ্রী এম, আলী উপমন্ত্রী।	২৮৭৩.০০প:	৪৭০০.০০প:	৮২৭৪.২০প:	৯০০.০০প:	৯০০.০০প:	৯০০.০০প:	৩১৭৪.৫০প:	১১১৭৭.১০প:
৮) শ্রীমতী বি, চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী।	৮৩৩২.০০প:	৪৮৪৯.৩০প:	*১৩২৭৪.২০প:*	১৪৪০০.০০প:	৯০০.০০প:	৯০০.০০প:	৬৩৯৩.৯৭প:	৭২১১.০৫প:

| ২০০.০০ পঃ মাসে সামচুয়ারী এলাউন্স এতে আছে।

* ৪৫০.০০ পঃ মাসে বাড়ী ভাড়া এতে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1048

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education be Department pleased to state :—

QUESTION

1. Under what objective circumstances, the Government of Tripura granted higher initial pay of Rs.390.00 and Rs,370.00 to all teachers of Government and Non-Government Degree Colleges respectively upto 18-2-69 ?
2. The date from which the Government decided to grant higher initial pay as a matter of principle ?
3. The reasons for stoppage of higher initial pay to the teachers of Degree Colleges appointed after 18-2-69 ?
4. Is it a fact that F. R. 27 had been made applicable to teachers of Government Degree Colleges indiscriminately on fixation of a date (18-2-69) arbitrarily to deprive the teachers with same qualifications etc. appointed after 18-2-69 from higher initial pay ? —With reasons.
5. Steps taken so far remove the anomaly mentioned above ?

ANSWER

1. Higher initial start of pay at Rs. 370/- was allowed to the teachers of Government and Non-Governmenr Degree Colleges in Tripura to attract good and efficient persons to the teaching profession in consideraiion of the backwardness of the State and high cost of living here. Consequent upon promulgation of the revised scales of pay w. e. f. 1-4-61, the Government of India notionally fixed the pay of those Govt. College teachers, who had been appointed with higher initial pay in the pre-revised scale of pay the period from 1-4-61 to 3-4-64 at Rs. 390/- in the revised pay-scale.
2. In case of teachers of the Government Degree Colleges, the higher initial start of pay was granted w. e. f. 4-2-64. It was extended to the Non-Government College teachers w. e. f. 1-4 65, the date from which the Grant-in-aid Rules come into force in Tripura.
3. Due to restriction imposed by the Government of India.
4. No, the Government of India imposed restriction on grant of higher initial start of pay to teachers recruited after 18-2-69. Higher initial start of pay has been granted to teachers recruited after 18-2-69 on specific recommendation of the U. P. S. C.
5. This is under examination of the Government.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, April 10, 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Wednesday, the 10th April, 1974 at 12-30 P.M.

PRESENT

Mr. Speaker, Shri M. L. Bhowmik in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers and 46 members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred questions. Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—Question No. 594.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 594.

প্রশ্ন

১) উপজাতি মহিলাদের নিজ ব্যবহারের কাপড় বোনার জন্য সুতা সরবরাহের সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কি ;

২) থাকিলে কিভাবে এবং কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হইয়াছে ;

৩) না থাকিলে এ প্রকার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) উপজাতিদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে শিল্প অধিকারের সেনট্রাল মার্কেটিং অর্গেনাইজেশান হইতে নিম্নলিখিত ব্লকগুলিতে সরবরাহ করা হইয়াছে মোহনপুর, জিরানীয়া, উদয়পুর, সাবরুম, খোয়াই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুলু কুকি :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমবায় সমিতিগুলি থেকে কিভাবে সূতা দেওয়া হয়, কোন টাকা নেওয়া হয় কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কো-অপারেটিভ মারফত দেওয়া হয় টাকা দিয়ে।

শ্রীবুদ্ধ কুকি :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সূতার রেট কি? সাবসিডি দেওয়া হয় কি না?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—বিভিন্ন স্কীমের আণ্ডারে আছে। কোথাও কোথাও সাবসিডি দেওয়া হয়, আবার কোথাও কোথাও টাকা দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্কীমের আণ্ডারে সূতো বিলি করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কি কি স্কীম'এ এই সুতা বন্টন করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে কোথাও কোথাও টাকা দেওয়া হয়েছে, কিনে নেওয়ার জন্য, কোথায়ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, কোথাও বিনা মূল্যে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বিভিন্ন স্কীমে দেওয়া হয়। আমি জানতে চেয়েছি কি স্কীমে দেওয়া হয়?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— শিল্প অধিকারের যেটা, সেটা কো-অপারেটিভের মারফত দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ নিতে চায় তার জন্য কিনে নিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট মারফত বিলি করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মারফত উপজাতিদের মধ্যে সাবসিডি দিয়ে দেওয়া হয় এবং বিনা মূল্যেও দেওয়া হয়।

শ্রী সুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অমরপুর, বোলংবাসা ব্লকে সূতো না দেওয়ার কারণটা কি?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খয়রাতি সাহায্য বাবদ অমরপুরেও দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে কোথাও সাবসিডি দেওয়া হয়, কোথাও দেওয়া হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোথাও যে দেওয়া হয়, সেটা কি ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— সাধারণতঃ কো-অপারেটিভ মারফত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ইন্ডিভিজুয়েলের ক্ষেত্রে এ্যাপ্রোচ করলেই সেটা ডীলার মারফত অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট খয়রাতি সাহায্য অথবা সাবসিডি দিয়ে সেটা দেওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি জানতে চাইছি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ডি. এম. বিনে পয়সায় দিতে পারেন, বা সাবসিডি দিতে পারেন, আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পুরো টাকাটা আদায় করা হয়, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মার্জিনাল ফার্মার যারা, তাদের সাবসিডি দেওয়া হয় অথবা সি. ডি. স্কীমে যারা আছে, তাদের সাবসিডি দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এস. এস. বি বলে একটা অর্গেনাইজশান আছে, তাদের মাধ্যমে কৈলাশহর বেতছড়ায় বিনা পয়সায় ১৫ শ' টাকার সুতো বন্টন করা হয়েছে, এটা কি সুতো বনটন করার সংগঠন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এস. এস. বি. মারফত বিলি করা হয়েছে—বনটন কার মারফত হচ্ছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ফাণ্ড কোথা থেকে আসছে। খয়রাতির ব্যাপারেও হতে পারে। ডি. এম. এর ফাণ্ড থেকে দিতে পারে অথবা অন্য কোন ডিস্ক্রীশিনারী ফাণ্ড থেকেও হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— প্রশ্নটাতো এটাই যে এস. এস. বি. সুতো বন্টন করার সংগঠন ? এস, এস, বি. এর মাধ্যমে কি সুতো দেওয়া হয়েছে কি হয় নি ? আর যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এস, এস, বি, কি সুতো বনটন করার সংগঠন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস, এস, বি, সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কীম। তারা বিশেষ অবস্থায় দেশের কোনরকম গোলমালের সময়ে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজ তারা করবার জন্য নিয়োজিত হন। জনসাধারণের কাজের জন্য তারা ব্যবহৃত হন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সমবায় সমিতি গঠন হওয়ার পর কতটা আবেদনপত্র আছে যারা আবেদন করেও সুতো পান নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতগুলি অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— অমরপুরে এই সুতো বিলির কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ? যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যে সব ব্লকে সুতো দেওয়া হয়েছিল ডিষ্ট্রিবিউশনের জন্য কো-অপারেটিভের মারফৎ সেটাও বলা হয়েছে। অমরপুরেও যেটা খরিদ করে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে সেটাও ইন কাইণ্ডস দেওয়া হয়েছে সুতো দিয়ে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— ইন কাইণ্ড যেটা দিয়েছেন বলেছেন সেটা কত টাকার সুতো দিয়েছেন এবং কতজনকে দিয়েছেন অমরপুরে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৪০ বাণ্ডেল দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— আমি জানতে চাই যে এই যে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় সেটা কি পঞ্চায়েত ভিত্তিতে, অর্থাৎ একই পঞ্চায়েতে একাধিক সমবায় সমিতি গঠন হয় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা কো-অপারেটিভের নিয়মানুযায়ী হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সোনামুড়া মহকুমায় তুইবাকাল ট্রাইবেল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং কালীখোলা ট্রাইবেল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি—দুইটী সোসাইটি বার বার আবেদন করেও কোনরকম সূতা পায়নি কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার কোন ঘটনার কথা বললে সেটার উত্তর দেওয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বিশালগড় ব্লকে না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বিশালগড় ব্লকে সূতো দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে টাকাও দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সূতো কিনতে পারে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জবাব দিয়েছেন যে বিশালগড়ে যদি দিয়ে থাকে তাহলে কার মারফতে দেওয়া হয়েছে এবং কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গত বছর উদয়পুর সাবডিভিশনে কতগুলি সূতো দেওয়া হয়েছে এবং কার মারফতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুরে ভদ্রা উপজাতি মহিলা সমিতিকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে সূতোর জন্য, আর শিলাঘাটি উপজাতি মহিলা সমিতিকে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি সদর ডি. এম. বিশালগড় ব্লকে বি. ডি ও.কে সূতো ক্রয় করার জন্য অথবা বিনামূল্যে ব্লকে সূতো বিতরণ করার জন্য, উপজাতিদের দেওয়ার জন্য কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আগেই বলা হয়েছে যে ব্রজপুর গাঁও সভায় ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে সমবায় সমিতির মারফত। সাকুমা মহিলা সমিতিকে ৫০০ টাকা, টাকারজলায় ৫০০ টাকা, বুরবুরিয়ায় ৫০০ টাকা, মাগ্যাদেওয়ানে দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ট্রাইবেলরা এই সূতোর উপরে নিজেরা কাপড় চোপর তৈরী করা নির্ভর করে। যদি তাদের টাকা দেন তাহলে শুধু সেই টাকা দিয়ে ট্রাইবেলদের কি হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ডিকনট্রোল্ড। তবু আমরা ট্রাইবেলদের জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের চেষ্টা করছি এবং লেখালেখি চলছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকে ডিলারদের মারফতে এবং কো-অপারেটিভের মারফতে কত সূতো দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— খোয়াই ১৪০ বাণ্ডেল, তেলিয়ামুড়ায় ১৪০ বাণ্ডেল দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার মারফতে দেওয়া হয়েছে ডিলার না কো-অপারেটিভের মাধ্যমে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা জেলাশাসকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সমিতিগুলির কথা বলেছেন সেগুলি রেজিষ্টার্ড সমিতি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সাধারণত: রেজিষ্টার্ড সমিতিকেই দেওয়ার কথা। সেখানে রেজিষ্টার্ড না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১৪০ বাণ্ডেল সূতো দেওয়া হয়েছে এটা কোন্ ডিপার্টমেন্টের মারফতে এবং কোন্ সনে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা জেলাশাসকের মারফতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— কোন্ সনে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা গত সনে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি বিশালগড় ব্লকে তারামুড়ায় ৫০ পারসেন্ট সাবসিডি দিয়ে অর্থাৎ ৩২·৫০ পয়সায় ব্লক থেকে সূতো নিয়ে ৪০ টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই ধরণের কোন রিপোর্ট আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি এই তথ্য ভুল। কারণ ব্রজপুরে ১৬ বাণ্ডেল, পদ্মনগরে ১৬ বাণ্ডেল এবং রামনগরে ১৬ বাণ্ডেল সূতো দেওয়া হয়েছে এবং সবগুলি দালালেরা ৪০ টাকা দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের সূতোর দরকার ছিল তারা একজনও পায়নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে কত টাকা দেওয়া হয়েছে আর কত বাণ্ডেল সুতা দেওয়া হয়েছে এবং যদি সেই সুতার বাণ্ডেলগুলি ডিলারদের কাছ থেকে নিয়ে, তাহলে আমি সেটা বলতে পারব না।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্রজপুর গাঁও সভার কথা বলেছেন। কিন্তু আমি জানি যে রামনগর, ব্রজপুর এবং পদ্মনগর এই তিনটি গাঁও সভাতে সুতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সুতাগুলি সাবসিডিতে ৩২·৫০ পয়সা করে নিয়ে ৪০ টাকা করে বিক্রী করে দিয়েছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এ রকম কিছু হয়ে থাকে, তাহলে এই বিষয়ে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর উত্তরে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুতা এলট করার জন্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে এবং যে সুতা আসবে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি টি, ভি, ব্লকের মারফতে বিলি করবার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা উপ-জাতিদের জন্য। কাজেই টি, ডি, ব্লকের প্রশ্ন উঠে না। এটা যেখানে ট্রাইবেলরা ছড়িয়ে আছে, সে সব জায়গারই প্রশ্ন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি প্রতিশ্রুতি দিবেন যে যেভাবে সুতা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে রেজিষ্টার্ড নয় এমন বিভিন্ন সমিতি বা ব্যক্তি সুতা নিচ্ছে, কাজেই এগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টিকুলার রিপোর্ট এলে পর নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রতিশ্রুতি দিবেন কি যে যেখানে অধিকাংশ উপজাতিদের ঘরে একটা করে তাঁত আছে এবং বর্তমানে যে বিলির ব্যবস্থা সেটা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অধিকাংশ উপজাতিরা তা পাচ্ছেন না, কাজেই প্রত্যেক উপজাতি মহিলারা যাতে সাবসিডি রেটে সুতা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যেহেতু ডি-কন্ট্রোল হয়ে গিয়েছে, কাজেই এর উপর আমাদের কোন হাত নেই। সে জন্য আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে লেখাপড়া করছি যাতে উপজাতি অঞ্চলের উপজাতিয় লোকেরা যে সুতাটা পাবে, সেটা গভর্ণমেন্টের হেফাজতে এনে সেটাকে তাদের মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউশান করার জন্য। এবং সেটা যখন মিল থেকে ডাইরেকটলী চলে আসবে তখন হয়তো এই সুতার রেটটা একটু কম হতে পারে আর সেজন্যই আমরা চেষ্টা করে চলেছি।

শ্রীবুলু কুকী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১২, স্যার।

প্রশ্ন

১। অমরপুর শহরে গার্লস হাই স্কুল খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে স্থাপন করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। অমরপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণী খোলার আদেশ ইদানিং দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে যেমন শিক্ষক নিয়োগ, বাড়ী ঘর এবং ভর্তি ইত্যাদি ব্যাপারে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গার্লস সিনিয়র বেসিক স্কুল যেটা

আছে, সেই স্কুলের মধ্যেই ক্লাশ নাইন পর্য্যন্ত ওপেন করতে বলা হয়েছে এবং সেখানে যে শিক্ষকের প্রয়োজন, তাও সেখানে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮৮।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮৮, স্যার

প্রশ্ন

১। উত্তর টাকারজলা জুনিয়ার বেসিক স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে কবে পর্য্যন্ত ইহা করা সম্ভব হবে ? এবং

৩। এই মর্মে তদ্এলাকার জনসাধারণ সরকারের নিকট কোন আবেদন করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই স্কুলটাকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নত করার প্রশ্ন কি বাধা আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাধারণতঃ স্কুল আপ গ্রেডেড করার যে সমস্ত কণ্ডিশান থাকে, সেগুলি সার্ভে করে দেখা হয়। কিন্তু তারা সেগুলি এখন পর্য্যন্ত পুরন দরতে পারেন নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে সেই কণ্ডিশানগুলি কি কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সাধারণতঃ স্কুলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে জনসমষ্টি থাকে, তা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিকটবর্তী যে সমস্ত স্কুলগুলি থাকে, সেগুলি থেকে এটার দূরত্ব, তৃতীয় শেষ শ্রেণীতে অর্থাৎ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ৫ম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ইত্যাদি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উত্তর টাকারজলা জুনিয়ার বেসিক স্কুলটি সম্বন্ধে এই রকম কোন সার্ভে করা হয়েছে কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সার্ভে করা হয়েছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৭৭, স্যার।

প্রশ্ন

ক) রজত জয়ন্তী (স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৫ বৎসর পূর্ত্তি বৎসর) বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি তপশীলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে (গ্রামগুলির নাম)?

খ) না করা হইয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ না মানার কারণ ?

উত্তর

ক) ৮টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে যেগুলিতে তপশীলিভুক্ত অনেকে বাস করেন। গ্রামগুলির নাম :—

(১) চড়িলাম, (২) মোহনপুর, (৩) কামালঘাট, (৪) জামজুড়ি, (৫) খিল-পাড়া, (৬) দেওয়ান পাশা, (৭) জোলাই বাড়ী ও (৮) মহু।

খ) ক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গান্ধীগ্রাম এবং দুর্জয়নগর এই গ্রামগুলি কোন স্কীমে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রুরেল ইলেকট্রিফিকেশানের আওতার মধ্যে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, রজত জয়ন্তী বছরের যে প্রোগ্রাম ছিল ৮টি গ্রামের নাম বলছেন। এছাড়া ময়দানগর, যোগেন্দ্রনগর এবং ইন্দ্রনগরের যে হরিজন বস্তি আছে সেখানে হয়েছে কি না? যদি না থাকে তার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্দ্রনগরের এলাকায় হরিজন বস্তিতে বিদ্যুত দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বন করা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মিঃ সরকারকে আগে করতে দিন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনি যে গ্রামগুলির নাম বললেন যেখানে তপশীল অধ্যুষিত গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মশাই একটি তপশীল পরিবারের নাম করতে পারেন যার বাড়ীতে রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যুত গিয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ীতে বিদ্যুত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ পাওয়ারের অভাব এটা বহু বার আলোচনা হয়েছে। কারও বাড়ীতে দেওয়া হয়নি এক-মাত্র রুরেল এরিয়াতে রাস্তার মধ্যেই রয়েছে। আর রাস্তার সংগে যারা আছে কিছু কিছু হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাওয়ার যদি আমাদের এভেলএবল হয় তখন ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাবে। (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ৮টি গ্রামের নাম বললেন সেই ৮টি গ্রামের লোক সংখ্যার কত পার্সেন্ট তপশীল জাতি এটা জানাবেন কি? এবং যেখানে যেখানে দেওয়া হয়েছে সেই সব জায়গাতে এখন বাতি জলে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাতি জলে না জলে আগরতলা বসেও মাননীয় সদস্যরা অনেকেই বোধ হয় অনুমান করে থাকেন। এটা নির্ভর করে সাপ্লাইয়ের উপর। যদি সাপ্লাই পজিসান ঠিক থাকে তাহলে সেখানেও বাতি জলে থাকে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কত পার্সেন্ট সিডিউল্ড কাষ্ট সেই গ্রামগুলিতে আছে?

মিঃ স্পীকার :—পার্সেন্টেজ অব সিডিউল্ড কাষ্ট কত জানতে চাইছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হিসাব করে দেখা হয়নি। এর জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান যদি আসে তাহলে বলা যাবে।

শ্রীতাপস দে :—তাহলে কি ভাবে তপশীল জাতির হিসাব দেওয়া হয় তার? যদি হিসাবই না করা হল তাহলে কি ভাবে দেওয়া হল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার যারা তপশীল জাতি—যাদের সিডিউল্ড কাষ্ট বলা হয় তাদের জন্য বিশেষ কোন এলাকা রয়েছে এই রকম কোন এলাকার কথা আমার জানা নাই। সেখানে পার্সেন্টেজের তফাৎ হতে পারে কোথাও কম কোথাও বেশী আছে এটা হতে পারে। কিন্তু সব জায়গাতে পপুলেশান আছে। যেখানে বিদ্যুত যাবে সেখানে সিডিউল্ড কাষ্টও বেনিফিটেড হবে এবং অন্যেরাও হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে রজত জয়ন্তী বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশই ছিল তপশীল ভুক্ত জাতি—তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন তপশীল ভুক্ত জাতিই আছে এই রকম জায়গার নাম জানা নাই। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মেলাঘরে রুদ্রসাগরের পারে কিম্বা সদরের চাবিপাড়ার এবং গজারিয়া এগুলি তপশীল অধ্যুষিত অঞ্চল। এছাড়া আরও আছে। এগুলিতে তপশীল লোকই বেশী না অন্যান্য জাতিও আছে? আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এগুলিতে তপশীল ভুক্ত লোক সংখ্যাই বেশী আছে। এবং নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের যে তপশীল ভুক্ত অধ্যুষিত গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কথা। মাননীয় মন্ত্রী মশাই তার উত্তরে বলেছেন যে ৮টি গ্রাম করা হয়েছে এবং সেগুলিতে বাতি জ্বলছে না এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কাজেই লাইন টানা হয়েছে না শুধু থাম দাঁড় করান হয়েছে। এবং আমি যে গ্রামগুলির নাম বললাম সেগুলির কথা মাননীয় মন্ত্রী মশাই চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইন আছে রুদ্রসাগর কোন কোন এরিয়াতে (ভয়েস—নাই নাই) (শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—হাস্য, মেলাঘরে আছে) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে লাইন আজ পর্য্যন্ত গিয়েছে—তারপর যদি পাওয়ার সাপ্লাই বাড়ে তাহলে ঐ পর্য্যন্ত নেওয়া যেতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু আজকে লাইন টানলেই বিদ্যুত দেওয়া যাবে না। এটা যেহেতু স্থিরকৃত নয় আমরা বলতে পারছি না—কাজেই সেখানে লাইন দিয়ে অযথা মানুষকে হয়রানির মধ্যে এনে আনন্দ আছে বলে মনে করি না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন মেলাঘরে লাইন আছে। আমি পার্টিকুলারলী বলছি—রুদ্রসাগর এলাকায় তপশিল জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যেমন কাঁঠালমুড়া, রাংগামুড়া, চন্দ্রমুড়া ইত্যাদি—লাইন গিয়েছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে গ্রামগুলি রয়েছে যেগুলির নাম উল্লেখ করেছেন সেই গ্রামগুলিতে আমার পক্ষে এতটুকু অসুবিধা হবে না যদি পাওয়ার সাপ্লাই বেড়ে যায়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমি সেগুলি স্বীকার করছিনা স্যার। মাননীয় মন্ত্রী উত্তরে বলছেন মেলাঘরেও গ্রামগুলিতে আছে। আমি পার্টিকুলার গ্রামগুলির কথা বলছিলাম। সেই গ্রামগুলির মধ্যে আনার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাওয়া সাপ্লাই পজিশান ইম্প্রুভ করলে এগুলি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—তাহলে স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশ পুরাপুরি মানা হয়নি এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তার উপর লাইন না নিয়ে গ্রামের ভিতরে লাইন নেওয়া যায় না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, নির্দেশটা ছিল তপশীল ভুক্ত জাতি অধ্যুষিত গ্রামে সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উত্তরে বলবেন কি কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ সেটি উনারা মেনেছেন কি মানেন নাই আমি শুধু এই কথাটাই জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের গ্রাম যেগুলি আগে ভিতরের দিকে সেই গ্রাম পর্য্যন্ত বিদ্যুত যায় নাই। নির্দেশ থাকলেও অসুবিধা আছে বলেই সেটা হয়নি। কিন্তু সেখানে যে প্রয়োজন আছে লাইন দেওয়ার সেই লাইন টানা আছে যদি বিদ্যুতের পজিশান ইম্প্রুভ করে তাহলেই সেখানে যেতে পারে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে লাইন টানা আছে কিন্তু আমি অস্বীকার করছি যে লাইন টানা নাই। এবং আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি রুদ্রসাগর এলাকাতেও নাই এবং চারিপাড়া বা গজারিয়া—এই রকম অনেকগুলি গ্রাম আছে যেখানে লাইন টানা হয় নাই (ইন্টারাপশান) না যায়নি। চারিপাড়াতে রাস্তার ওখানে গিয়েছে কতটুকু, তারপর আর যায়নি (ইন্টারাপশান) আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমার কোয়েশ্চানটা সহজ করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ ছিল সেটা মানা হয়নি। অসুবিধা যদি থাকে সেই অসুবিধার কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে যথা সময়ে জানান হয়েছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানান হয় নাই এটা সত্যি কথা নয়। কথাটা হল সেই পর্য্যন্ত যেতে হলে যা প্রয়োজন সেটি করা হয়েছে। আর পরের পজিশান ইম্প্রুভ করলে সেটি আমরা করতে পারব।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমার উত্তর পাই নাই…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যেখানে মানুষ ভাত খেতে পায় না সেখানে বিদ্যুত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তার কোন প্রতিবাদ এই সরকার জানিয়েছেন কি না ? তপশীলি ভুক্ত জাতির লোককে ভাত না দিতে পেরে বিদ্যুতের…

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার এই প্রশ্ন এখানে আসে না…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ওরা একটা নির্দ্দেশ দিলেই আমাদের পালন করতে হবে না কি ? আমরা জানাতে পারি না, আমার এখানে খেতে পায় না, ওরা আগে ভাত…

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্নের উপর এটা আসে না এটা আমি বলছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বৈদ্যুতিকরণ বলতে মাননীয় মন্ত্রী কি বুঝেন ?

মিঃ স্পীকার :— আপনার প্রশ্ন আছে...

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি সাপ্লিমেন্টারী করছি...

মিঃ স্পীকার :— সাপ্লিমেন্টারী শেষ হয়েছে। আর সাপ্লিমেন্টারী করা চলবে না। (ইন্টারাপশান) আপনার প্রশ্ন বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নম্বর ৯১৯

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোয়েশ্চান নম্বর ৯১৯

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমার আমলীঘাট, কাঁঠালছড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২) থাকিলে চলতি বছরে তাহা করা হইবে কি না ?

উত্তর

১) বর্ত্তমান বছরে নাই।

২) প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কি কারণে হবে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমলিঘাট নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় যেটা সেইটার কথা আমরা আগামী বৎসরে চিন্তা করে দেখবো। আর কাঁঠালতলী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় যেটা সেইটা এখানে উচ্চতর বিদ্যালয় করতে যে সমস্ত সর্ত্তের প্রয়োজন আছে তা পূরণ করে নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানেন কি যে কাঁঠালতলী স্কুলটা হচ্ছে সাব্রুম মহকুমার কাছের একটা জায়গা এবং এখানে সিনিয়র বেসিক স্কুল হলে সাব্রুম শহরে যে গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে সেই স্কুলের চাপটা কমবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যেহেতু শহরের সংলগ্ন এই জন্য এই অঞ্চলের ছাত্ররা সাব্রুম হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ পায় সেই জন্য সেইটাকে বিলম্বে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমলিঘাট সম্পর্কে ওরা আগামী বৎসর বিবেচনা করবেন, এই বৎসর বিবেচনা করবেন না কেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বৎসর সেশনের মাঝামাঝি এসে গেছে সুতরাং এই বৎসর এইটা করা যাবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আগামী শিক্ষা বৎসরে এইটাকে উন্নীত করা হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা নভেম্বর মাসে আপগ্রেড করার সময়ে দেখা হবে, যে সময়ে সমস্ত স্কুলকে আপগ্রেড করা হয় তখন বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— উনি এর আগে বললেন যে এই বৎসরই আরম্ভ করা হয়ে গেছে তারপর বললেন আগামী শিক্ষা বৎসরে করবেন আর এখন বলছেন দেখা হবে, দেখা হবে কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বিবেচনা করে দেখা হবে সেইটা বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নম্বর ৯৯৮।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৯৮।

প্রশ্ন

১) সদর দক্ষিণ বিশালগড় ব্লক অধীনে জম্পুই কলোনী জে, বি, স্কুলকে এস, বি স্কুলে আপগ্রেড করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি?

২) যদি থাকে এ বৎসরের করার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন কি?

৩) যদি না হয়ে থাকে, তার কারণ কি?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বিদ্যালয়ের এলাকাটি এখনও উচ্চ বুনিয়াদী পাওয়ার সর্ত্তপূরণ করে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩৬।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বগাফা রোডে গত ৮-৩-৭৪ইং তারিখে জীপ দুর্ঘটনায় কত জন লোক আহত হইয়াছে?

২) উক্ত জীপ কি কারণে দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিল?

উত্তর

১) মোট চারিজন।

২) পিছনের উভয় চাকাই হঠাৎ খুলিয়া যাওয়ায় দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া তদন্তক্রমে জানা যায়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত — মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে উক্ত জীপটির নং কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— টি, আর, টি, ২৬৫।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উক্ত জীপটার মেকানিক্যাল টেষ্ট কি হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত তারিখে করা হয়েছে সেইটা ২-১২-৭৩।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জীপটা যখন দুর্ঘটনায় পড়ে তখন সেই জীপে আরোহীর সংখ্যা কত ছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণত: ১৫ জন, যেখানে সাত জন থাকার কথা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ঘটনাটা কিন্তু ঠিকই ১৫ জনই ছিল। হয়তো ২০/২২ জনও হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রীর উত্তর থেকে বুঝা যাচ্ছে ওরা ১৫জন এলাউ করছেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রিয়েলি কত জন ছিল ? ১৫ থেকে ২৫/৩০ জন থাকার কথা, রিয়েলি কত জন ছিল সেইটা আমি জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত করে জানা যায় যে সেখানে ১৫ জন ছিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে স্যার, মেকানিকেল টেষ্ট কে করেছিল, কোন অফিসার করেছিল ? এইটা কি আগরতলায় বসে করেছিলেন না সেখানে গিয়ে করেছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যারা টেকনিকেলি এ্যাকসপার্ট আছেন তাদেরকে দিয়েই এইগুলি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই ধরণের এ্যাকসিডেন্ট যখন হয় তখন যারা মেকানিকেল টেষ্ট করে এইগুলি পারমিট করেন তাদের কোন কৈফিয়ত তলব করা হয় কি না। দেখা যাচ্ছে যে ৬ মাসের মধ্যে দুটো পিছনের চাকা খুলে গেল এবং মেকানিকেল টেষ্ট হয়েছে ৬ মাসও হয় নি, দেখা যাচ্ছে ৬ মাস হার্ডলি ৩ মাস, কাজেই এই ধরণের এ্যাকসিডেন্ট যখন ঘটে তখন মেকানিকেল টেষ্ট যারা করে তাদের কাছ থেকে কোন কৈফিয়ত তলব করা হয় কি না যে এই সমস্ত কেন তারা পারমিট করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিটনেস সার্টিফিকেট যারা দেয় তখন তারা সব দেখেশুনেই করেন। কিন্তু কোন এ্যাকসিডেন্টের কথা বলা যায় না। যে কোন সময়ে এই ধরণের এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। কাজেই এইভাবে পেছনের চাকা খুলে যাওয়া এইটা এ্যাক্সিডেন্ট এবং এ্যাকসিডেন্ট বলেই এ্যাক্সিডেনট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এ্যাক্সিডেন্ট হলেই যখন তদন্ত হয় তখন কি এইটা দায়িত্ব না যে কি করে তিনমাস আগে যেটা নাকি পেশ করা হয়েছে তার দুটো চাকা খুললো এবং তার জন্য কে দায়ী ? ঘুষ খেয়েছে কি না ? কত টাকা ঘুষ খেয়েছে ? এইটা কি সরকারের দায়িত্ব না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আর অ্যাক্সিডেন্ট হতো না। কারণ যন্ত্রের যে কোন সময়ে গোলমাল হয়ে যেতে পারে এবং তারপর ইনকোয়ারী করতে গিয়ে দেখা গেছে যে যান্ত্রিক গোলযোগ যে কোন সময়ে হয়ে যেতে পারে কাজেই এর উপর কোন হাত আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—যেহেতু দেখা যাচ্ছে এই অ্যাক্সিডেনটা—যেখানে সাত জন জীপে প্যাসেঞ্জার থাকার কথা, সেখানে ১৫ জন প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অভিজ্ঞতা এই জীপগুলি ১৫ জন নয়, ২১ জন পর্যন্ত প্যাসেন্জার হয়ে যায়. এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের চোখের উপর দিয়ে এই ঘটনাগুলি ঘটছে এবং তার দরুন পেছনের চাকা খুলে যাচ্ছে সেইজন্যই এ্যাক্সিডেন্টগুলি হচ্ছে। অন্তত: ত্রিপুরা সরকার রাস্তার মধ্যে এমন ব্যবস্থা কর-বেন কি না যাতে সাতজন প্যাসেন্জারের বেশী না নেয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে রাস্তার উপর এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সমস্ত রাস্তার মধ্যে পুলিশ রাখাটা সম্ভব হয় না, মাঝে মাঝে গেট আছে, সেখানে থাকার জন্য অনেক সময়ে গাড়ীতে বেশী প্যাসেন্জার নেয়, সেটাকে এ্যাভয়েড করে তারা নিয়ে যায়। যদি চোখের সামনে হয়, এমন কোন রিপোর্ট থাকে যে চোখের সামনে হয়েছে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেইসব কেসে তদন্ত করা যেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, যে গাড়ী কম হওয়াতে, জীপে বেশী লোক টানতে বাধ্য হয়, আরও গাড়ী দেওয়া দরকার এই এ্যাক্সিডেন্ট বন্ধ করার জন্য? পুলিশ দিয়ে নয়, কেস করে নয়, গাড়ী বাড়িয়ে যাতে মানুষ বাধ্য না হয় ৪০ জন একটা গাড়ীর মধ্যে উঠতে, সেইরকম করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাড়ীর সংখ্যা কম আছে বলে আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই। তার কারণ আমি যতটুকু শুনেছি, তাতে দেখছি যে এক একটি গাড়ীর টিপ ৩/৪/৫ দিন পরপর দেওয়া হয়, তার মানে অল গাড়ী আছে অথচ টিপগুলি ৩/৪/৫ দিন পর পড়ে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—বাস গাড়ীর সংখ্যা কম থাকাতে ১৩জন লোক নিচ্ছে জীপে, আমরা জানি কোন কোন সময় ২৫ জনের মত নিচ্ছে এবং বাস গাড়ীর সংখ্যা কম থাকাতেই এই ঘটনগুলি ঘটছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, যে গাড়ীর নাম্বার আছে, তার মধ্যে বাসের সংখ্যা যা আছে, হয়তো বলতে পারি কিছু কম থাকতে পারে। কিন্তু ট্যাক্সী বা জীপের নাম্বার কম আছে, সেটা আমি স্বীকার করি না। বাসের ব্যাপারে গাড়ী বাড়ানোর জন্য আবে-দন পত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং যাতে গাড়ী বাড়ানো যায়,তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু চ্যাসীস ইত্যাদি পাওয়া যায়না বলে এটা যেরকমভাবে আমরা চাই, সেইভাবে কাজটা হচ্ছে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী:—২০/২২ জন লোক উঠবে কেন? এ্যাকসিডেন্টের ঝুঁকী নিয়ে উঠছে যেহেতু গাড়ী নেই, সেটা কি সত্য নয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ৩/৪/৫ দিনের পর একটা ট্রীপ পড়ে তার মানে হল গাড়ী আছে, গাড়ী চলতে পারে। কিন্তু ৪/৫ দিন পরে ট্রীপ দেওয়া হয়, কাজেই বাসের সংখ্যা বাড়ালে এটার সমাধান হবে তা নয়। তথাপি আমি বলেছি একথা যে বাসের সংখ্যা বাড়ালে হয়তো কিছুটা কমতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জীপ আছে, কিন্তু ট্রীপ দেরীতে পড়ে বলে লোক বেশী হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যবস্থা করবেন কি না, ট্রীপ যাতে বেশী করা যায় টাইম ফিক্স করে দিয়ে যে আধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা পরে জীপগুলি সার্ভিস দেবে, সেই ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—এখানে মন্ত্রী বলেছেন যে মেকানিক্যাল টেষ্ট করা হয়। স্যার এমন অভিযোগও আছে সরকারের কাছে যে উদয়পুর বসে মেকানিক্যাল টেষ্ট এবং ট্রায়েল দেওয়া হয়, স্পটে না যেয়ে। বিলোনিয়ার জীপের মালিক বিলোনিয়া না গিয়ে উদয়পুর বসে টাকা নিয়ে সেখানে উদয়পুরে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, এইরকম অভিযোগ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, আমরা অভিযোগ করছি, এই সম্পর্কে কোন তদন্ত কমিটি করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখনও সব সাবডিভিশানে আমাদের ইন্‌সপেকটিং ষ্টাফ দিতে পারিনি। উদয়পুর রাখা হয়েছে এবং সেখানে চেকিং হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলা—ধর্মনগর বাস রুটের তেলিয়ামুড়া, ডলুবাড়ী, মনু, পানিসাগর ও কুমারঘাট ষ্টেজ গুলিতে পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা না থাকাতে যাত্রী সাধারণের অশেষ দুর্ভোগ হইতেছে বলিয়া সরকার অবগত আছেন কি, এবং	হ্যা, মহাশয়।
২) অবগত থাকিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন ?	উল্লেখিত স্থানে টি, আর, টি, সি'র বাস স্টেশান তৈরী ও যাত্রীগণের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য ভূমি ক্রয়ের চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— টি, আর, টি, সি, বাস এইসব রুটে চালু করার পূর্ব্বে পায়খানা প্রস্রাবের ব্যবস্থাগুলি করা প্রয়োজন ছিল, যে সব স্টেশানে টি, আর, টি, সি'র অফিস আছে, সেইসব অফিসে এইসব সাধারণ প্যাসেঞ্জারের থাকার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল বলে মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে—আগে কোনটা আসবে—আগে পায়খানা আসবে না মানুষ চলাচল করবে, এই প্রশ্নটায় ওপিনিয়ন ডিফার করবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৪ স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রামঠাকুর ও নৈশ মহাবিদ্যালয়দ্বয়ের স্থান পরিবর্ত্তন'এর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	না।
২) যদি হঁ্যা হয়, তবে কবে পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত করা হবে ?	প্রথম নাম্বার প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আসেনা।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, নাইট কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন কাউনসিল রামঠাকুর কলেজে এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এবং ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন কাউনসিল এতদব্যাপারে কোন আলোচনা করেছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— করেছেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যদি করে থাকেন, তবে সেটা কি অবস্থায় আছে এবং এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে অর্থ সংস্থান সেটা প্ল্যানিং কমিশন থেকে করা হয়, সেই অর্থসংস্থান যথোপযুক্ত না থাকায় আপাতত: করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে মঠ চৌমুহিনীতে শিক্ষা দপ্তরের একটা বিরাট জায়গা আছে এবং সেখানে এই কলেজটা এবং স্কুলটা অনায়াসে রাখা যায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা দপ্তর সেখানে একটা জায়গা নিয়েছে, তবে যেহেতু অর্থের সংস্থান নেই, সেখানে যাবে কি যাবে না, সেটা এখনও বিবেচনা করা যায়নি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রামঠাকুর কলেজ এবং নাইট কলেজে স্থান অভাবে লেখাপড়া বিঘ্ন ঘটছে সেটা সত্য কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটার মত অবস্থা হয়নি। তার কারণ টেম্পোরারী শেড রামঠাকুর কলেজে করে দেওয়া হয়েছে এবং এম, বি, বি, কলেজের মধ্যে নাইট কলেজের জন্য যে জায়গা আছে তা পর্যাপ্ত।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কিছুদিন আগেও নাইট কলেজের ছাত্ররা বিধানসভায় অভিযানকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বলেছে যে তাদের সেখানে স্থান সংকুলান হয় না বলে রীতিমত ক্লাস হয় না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছে অবশ্য সেটা আমার জানা নেই, তবে স্থান সংকুলান হচ্ছে, সেটা আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি এবং রুমও সেইভাবে অ্যাডজাষ্টেড হয়েছে।

Mr. Speaker :— The Question hour is over. Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the starred questions which are not replied orlaly.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Mr. Speaker :— Here is an information for the House. Hon'ble Member Shri Radhika Rn. Gupta who has submitted nomination paper for election in Public Accounts Committee has withdrawn his candidature. Other Members may also withdraw their candidature, if they so desire by 12-00 noon to-morrow, the 11th April, 1974.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— There is one Calling Attention Notice to which Hon'ble Deputy Minister for Agriculture agreed to make a statement today, the 10th April, 1974. Now I would request Hon'ble Deputy Minister for Agriculture to make a statement on Calling Attention Notice of Shri Kalipada Banerjee and Shri Benode Behari Das on—"সাম্প্রতিক বন্যায় সোনামুড়ার রুদ্রসাগর অঞ্চলে তথা সমগ্র ত্রিপুরায় বুরো ধানের ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ১৯৭৪ইং ২৫শে মার্চ হইতে ত্রিপুরায় সামগ্রিকভাবে এবং এলাকাভিত্তিক বৃষ্টিপাত হইতেছে। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় এই সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। এই বৃষ্টিপাতের ফলে স্বভাবতঃই নীচু এলাকাগুলিতে সাময়িকভাবে জল জমে যায়। এই বৃষ্টিপাতের পূর্বে খরার ফলে যে সমস্ত স্বাভাবিক ভূমিতে বুরো ধানের চাষ করা হয়েছিল তাহা শুকাইয়া যাওয়ায় সেই সমস্ত ফসলের ক্ষতি আংশিকভাবে দেখা দিয়াছিল। বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের উপকার হইয়াছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির এলাকায় সাময়িকভাবে জল জমিয়া গিয়াছে এবং ঐসব এলাকায় দীর্ঘকাল জল জমিয়া থাকিলে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় কি পরিমাণ বুরো ধানের জল জমিয়া ক্ষতি হইয়াছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ হইতেছে। তবে এই পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী সাম্প্রতিক অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সোনামুড়া, বিশালগড় ব্লক এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ জমিতে জল জমিয়া বুরো ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা তাহা এই—

সোনামুড়া—১,৬৫০ একর, বিশালগড়—২,১০০ একর।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়াও আমি নিজেও কাকড়াবনে গিয়েছিলাম। ঐখানে বুড়িজলা বিরাট একটা এলাকা। আমার অনুমান অন্তত ৮০০ একর বুরো ধানের ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য এই রিপোর্টটা এখনও আসে নাই এখানে। তবে আমি নিজে সেটা দেখে এসেছি। তবে নির্দিষ্ট ফিগার আমি দিতে পারব না।

ডা: **বিনোদ বিহারী দাস** :—অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্টেটমেন্টে বলেছেন ১,৬৫০একর বুরো জমি ক্ষতি হয়েছে রুদ্রসাগর এলাকায়। এই যে জমির মালিক ৯০০ পরিবার তারা একটিমাত্র ফসলই পায় সারা বছরে। কাজেই এই যে ক্ষয় ক্ষতিটা যে পরিমাণ ভাবছেন তাই যদি হয় তাহলে এই ৯০০টা পরিবারের ক্ষতিপূরণ করার কথা ভাবছেন কিনা এই মুহূর্তে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা আমি দেখেছি এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তারপর তাদের সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তারা রেশন কার্ড চেয়েছে এবং টেস্ট রিলিফ চেয়েছে এবং আগামী বুরোধানের বীজ ধান চেয়েছে। আর কিভাবে এই বন্যা থেকে ফসলটাকে রক্ষা করা যায় তার পরীক্ষা নিরীক্ষার কথাও বলেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সব সময়ে এইরকম দুর্যোগের সময়ে সাহায্য করেন। যদিও এটা পরিকল্পনায় আসে নাই তবু পরীক্ষানিরীক্ষা করে তাদের সাহায্য করার প্রয়োজন আছে যেহেতু তাদের বুরো ফসল ভিন্ন আর কোন ফসল তাদের নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গত শনিবার দিন সম্ভবত: ১২টার সময়ে বুড়িজলাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সম্ভবত ১০,০০০পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত এবং সেখানে তাদের ১ লক্ষ মনের মত ধান নষ্ট হয়েছে এবং এক ফসলী জমি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে তারা খয়রাতি সাহায্য চেয়েছে এবং কাজ চেয়েছে এবং ফ্রি রেশন যাতে তাদের দেওয়া হয় এই দাবী তারা করেছে ? এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন বুড়িজলাতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে ৩০,০০০ পরিবার সেখানে হবে বলে আমার মনে হয় না। তবে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। তবে তারা কি করে বাঁচবে সেই কথা বলেছেন। আমি বলেছি যে এই ফসল রক্ষায় চেষ্টা করা হবে যাতে অন্তত: সেগুলি বাঁচিয়ে রাখা যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, শুধু বুড়িজলাতে নয়, হড়িজলা আছে, ইছাছড়া আছে, দুধ পুষ্করিণী আছে, দক্ষিণ মির্জা আছে. কেরাণী খামার আছে, ময়নাটিলা আছে, এই সমস্ত মিলে। শুধু বুড়িজলার টিলার উপর থেকে দেখে এসেছেন মন্ত্রী মহাশয়। এটা দিয়ে তো বিচার করা যাবে না। সেখানকার সমগ্র এলাকার লোক ক্ষতিগ্রস্ত। সেইদিক দিয়ে আমি এই প্রশ্নটার ক্লারিফিকেশান চেয়েছিলাম।

শ্রীমুনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত এলাকাটাই দেখেছি। তবে ৩০,০০০ পরিবার হলে দেড় লক্ষ লোক এমনিতেই হয়। উদয়পুরের লোকসংখ্যা আমি জানি না। তবে বুড়িজলাতে যদি দেড় লক্ষ লোক হয় তাহলে উদয়পুরে কত লোক হবে? তবে আমি যেটা দেখে এসেছি অন্তত এখানে ৮০০ থেকে হাজার একর নষ্ট হয়েছে। কাজেই বুড়িজলার যে ৫০০ এর মত পরিবার আছে তারা বলেছে সেখানে আমার সংগে আলোচনা হয়েছে, তারা বলেছে যে আগামীতে কি করে রক্ষা করা যায় তারা আমাকে একটা ম্যাপ দেখিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা গিয়েছিলেম, তাদের আমি বলেছি, এখানে ৫জনের একটা কমিটি হয়েছে, সেই কমিটি থেকে বলেছে কিভাবে তাদের রক্ষা করা যায় সেই দিকে তাদের জোর দিয়েছে। আর যখনি দুর্যোগ লাগে তখনি গভর্ণমেণ্ট একটা কিছু করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করার কথা আমি বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, কলিং এটেনশান ছিল সারা ত্রিপুরা ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শুধু বিশালগড়, সোনামুড়া এবং উদয়পুরের কথা বললেন। আর সারা ত্রিপুরার খবর পেলাম না।

শ্রীমুনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেণ্ট লেভেলে সারা ত্রিপুরার কোন খবর আসে নি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি যেটা দেখেছি সাবরুমে কোন ক্ষতি হয় নাই। কমলপুরে কোন ক্ষতি হয় নাই, খোয়াইতে কোন ক্ষতি হয় নাই। কৈলাসহরে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সেই রিপোর্টটা আমি পাই নি। সাবরুম, বিলোনীয়া, অমরপুর, ধর্ম্মনগর, খোয়াই-এর কথা আমি মুখে জানি। গভর্ণমেণ্টের কোন খবর নাই। তবে কৈলাসহরে সতর মিঞার হাওর-এর দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সেই খবর এখনও পাই নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—গভর্ণমেনটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই কলিং এটেনশানটা এনেছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে গভর্ণমেনটের কোন খবর এখনও আসে নি। তিনি একটা তারিখ চেয়েছিলেন, আজকের তারিখে তিনি রিপ্লাই দেবেন। উনার নিজের খবর বলছেন। আমি চেয়েছি সরকারের খবর। কোন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, বন্যা হয়েছে, সেটা আমার কাছে আছে খবর যে প্রায় সারা ত্রিপুরাতে বন্যা হয়েছে। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলছেন কৈলাসহরে বন্যা হতে পারে। এটা কি ঠিক কথা হল? একজন ডিপার্টমেনটের মিনিষ্টার কি এইরকম ষ্টেটমেনট করবেন?

শ্রীমুনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খবরটা আসে নাই আমি বলেছি। এত তাড়াতাড়ি এই খবর দেওয়া গভর্ণমেনট থেকে সম্ভব নয়। সারা ত্রিপুরায় কার কত ক্ষতি হয়েছে সেটা ঠিক করে আনতে একটু টাইম লাগে যার জন্য এই খবর আমরা ঠিক করে দিতে পারি নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি অনারেবল স্পীকারকে বলব ষ্ট্রীকচার দিতে। কারণ এই সময়টা নেওয়া হয় খবর সংগ্রহ করার জন্য। যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেক দপ্তর যদি খবর না দিয়ে থাকে তার হেড কোয়ার্টারে তাহলে এটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সময়ের মধ্যে এই খবর সরকারের কাছে আসা উচিত ছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উনি যে খবর বললেন এই খবরে আমরা খুশী হতে পারছি না এই জন্য যে নিত্য বৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আগামী কাল এই সম্পর্কে তথ্য এনে পুরো স্টেটমেনট করতে পারবেন কিনা ?

শ্রীমনচুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা বলেছিলাম যে খবর আনার চেষ্টা করব। কিন্তু এটা একটা জিনিষ সব জায়গা থেকে খবর আনা সম্ভব হয় নাই বলেই আমি দিতে পারি নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আপনি যেখানে বলেছেন যে ওর উচিত ছিল। তারপরে যদি উনি এভাবে ষ্টেটমেন্ট করেন যে আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে আনব কি না ? আমি মনে করি এটা মাননীয় স্পীকারের উপর একটা এসপার্শান, কাজেই উনি তাঁর ষ্টেটমেন্টটা উইথড্র করুন।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে খবর আনার কথা বলি নাই। আমি বলেছি যে খবরটা জানতে পারি নাই। কাজেই আমি বুঝি না যে ওরা একটা এ্যাসেম্বলীর মধ্যে কি ভাবে অসত্য কথা পরিবেশন করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী: — স্যার, আপনার রুলিং এর পর জাষ্টিফিকেটরী কোন ষ্টেটমেন্ট এখানে করা চলে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, উনি বলেছেন যে এই বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন, এখনও খবরটা এসে পৌছায় নি।

বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, আপনি বলেছেন যে ঠিক ঠিক খবরটা এনে দেওয়া উচিত ছিল। গত ৫ তারিখে এই কলিং এটেনশান নোটিশ টা দেওয়া হয়েছিল, আর আজকে ১০ তারিখ। কাজেই সরকারের হাতে এমন কি মেসিনারী নাই যাতে সমস্ত খবরটা ঠিকভাবে আনতে পারেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই যে খবরটা তিনি আজকে দিতে পারলেন না, সেটা সঠিক ভাবে এনে আগামী কাল এই হাউসে একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন ?

শ্রীসুধাময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে একটা কলিং এটেনশানের উপর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ষ্টেটমেন্ট করেছেন যে সবটা খবর তার কাছে এসে পোছায় নি এবং সেজন্য উনি দুঃখিত। কলিং এটেনশানটাকে যেভাবে দেখা উচিত এবং যেভাবে তার কথা আনা দরকার ছিল, সেভাবে সব জায়গা থেকে সেটা আসে নি। তবে উনি যতটা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, তার উপর ষ্টেটমেন্ট করেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে সবটা সংবাদ এই টাইমের মধ্যে আনা সম্ভব হয় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি উনাকে যে ষ্টেটমেন্ট করতে বলেছিলাম, সেটা তো পেলাম না। তিনি নিজে কোথায় কোথায় গিয়েছেন এবং গিয়ে যে খবরটা সংগ্রহ করেছেন, সেই সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু আমি যেটা চাইছি, সেটা দিতে পারছেন না। কাজেই আমি কি আশা করতে পারি যে উনি পুরাপুরি খবরটা নিয়ে আগামীকাল এই হাউসে আমাদেরকে সেই ইনফরমেশানটা দিবেন ?

শ্রীমুনছর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতটা জানি, সেটুকু আমি এখানে বলেছি। আমি কৈলাসহরের খবরটা পাই নি, সেটা এনে আমি কালকে এই হাউসে জানাতে পারব।

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention Notice from the Hon'ble Member, Shri Bidya Chandra Deb Barma on the subject that—গত ৯ই এপ্রিল খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর ভূমিহীন কলোনীর অমর কলোনীর অবনী চক্রবর্তীর পুত্র নারায়ণ চক্রবর্তীর অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given consent to the motion of Shri Deb Barma. I would now request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement to-day, if he is not in a position to make statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কালকের মধ্যে এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister in-charge agreed to make a statement on tomorrow, the 11tn April, 1974.

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই, টি, আইর ষ্টুডেন্টরা তাঁদের স্টাইপেণ্ডের এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারে এই মন্ত্রীসভার কাছে একটা রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে। এই সম্পর্কে আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ আছে এবং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটা ষ্টেটমেন্ট চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইউর কলিং এটেনশান নোটিশ হেড বিন রিজেক্টেড বাই মি।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ আছে, সেটা হচ্ছে রাণীরবাজার বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকেরা গত ৩ মাস যাবত তাদের বেতন পাচ্ছে না এবং তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার জন্য একটা প্রতীক ধর্মঘট করতে যাচ্ছেন, এটার কি হল ?

Mr. Speaker :— Hon'ble members, service conditions, strike, lock-out etc. cannot be the subject matter of a Calling Attention Notice.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটার মধ্যে শুধু আছে বেতন বন্ধ করা হয়েছে, ষ্ট্রাইক বলে তো কিছু নেই, আপনি একবার পড়ে দেখুন না।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনি এই বিষয়ে আর্লিয়েষ্ট অপর্চুনিটি গ্রহণ করেন নি, এটা অনেক দিন আগে থেকেই এই অবস্থা চলছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটীশ ছিল যে আই, টি, আইর ছেলেরা তাদের একটা রিপ্রেজেনটেশান এই মন্ত্রীসভার কাছে দিয়েছে। আমার এটা কেন বাতিল হল স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ইউ ক্যান নট আস্ক ফর এ্যানি এ্যাক্সপ্লেনেশান ফ্রম মি। ইউ প্লিজ মিট মি ইন মাই চেম্বার এণ্ড আই স্যাল ট্রাই টু সেটিসফাই ইউ।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, আমারও একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল এবং আপনি বলেছিলেন যে আমার কলিং এটেনশান নোটীশটা আপনার কনসিডারেশানে আছে। কাজেই আমার সেটার কি হল, আমি এখন পর্যান্ত জানতে পারলাম না ?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ ষ্টিল আণ্ডার কনসিডারেশান।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, কালকেই তো এসেম্বলীর লাষ্ট ডে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— স্যার, আমারও একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— এটাও অনেক দিন আগের ঘটনা, আর্লিয়েষ্ট অপরচুনিটী গ্রহণ করেন নি।

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আমরা পত্রিকাতে দেখলাম যে এই এসেম্বলীতে কালকে এবং পরশুদিন কিছু সংখ্যক এম, এল, এ, মন্ত্রী এবং কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া হয়েছে এবং সেজন্য প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে। কাজেই আমি জানতে চাই, এই খরচ করার টাকা পয়সা আপনি কোথায় থেকে পেলেন ?

Mr. Speaker :—This should not be raised in the House. I request the Hon'ble Member not to raise this issue in the House (interruption).

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে কি ধরে নেব মাননীয় স্পীকার মহোদয় খাইয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— ধরে নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। যদি এখানে খাওয়ান হয়ে থাকে that has been done by the Leader of the House.

INTRODUCTION OF THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1974 (TRIPURA BILL No. 7 OF 1974).

Next business of the House is introduction of the Tripura Appropriation Bill, 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974). I would request the Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debandra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation Bill 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved by D. K. Choudhury, Finance Minister that the leave to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1974 Tripura Bill No. 7 of 1974) be granted.

(It was put to voice vote and granted)

Mr. Speaker :—A Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated Fund of the State of Tripura for the Services of the Financial year 1974-75.

Mr. Speaker :—Now, I call on the Finance Minister to move his motion to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974).

Shri Debandra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974) be introduced.

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Finance Minister that the Tripura Appropriation Bill, 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974) be introduced.

(It was put to voice vote and introduced.)

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার স্যার, (ইনটারাপশান)

Mr. Speaker :—At this stage considerationটা আসেনি। এটা ঠিক (ইনটারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কনসিডারেশানের জন্য মুভ করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— Consideration stage is tomorrow, not to-day.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আপনি তো ইচ্ছা করলে পারেন ... ...

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার, আমরা বিলের কপিই পাই নাই (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই বিলের অপোজ হয় না। রুলসে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের অপোজ করার কোন স্কোপ নাই।

মিঃ স্পীকার :— একসপ্লেনেটারী ষ্টেটমেন্ট দেওয়া চলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অপোজিশানের কোন স্কোপ আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—পার্লামেন্টারী প্রেকটিসে আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না স্যার, এই ষ্টেজে এই বিলকে অপোজ করার কোন স্কোপ নাই। লিডার অব দি হাউস যদি এগ্রি করেন কনসিডারেশান মোশান এনে—ওরা প্রিপেয়ার্ড না থাকলে আমরা দুই এক জনে বলতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনা কনসিডারেশান ষ্টেজে আসবে। কারণ অন্যান্য বিজনেস আছে। আজকে সেই বিজনেসগুলি শেষ করে যদি সময় থাকে তখন দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— কনসিডারেশান আসছে না ...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাতো হয় না, মাননীয় লিডার অব দি হাউস যা বল্লেন সেটা হয়, তাহলে আমাদের সময় এই ভাবে এলট করতে হবে যাতে ৬টা পর্যান্ত আইদার কনসিডারেশান টেক্ আনতে হবে, আদারওয়াইজ মাননীয় লিডার অব দি হাউস যা বলেছেন সেটা চলে না (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে কনসিডারেশান বিল আনতে হয়, সেটা আলোচনায় আনতে হয় as it is খুব আলোচনার স্কোপ নাই। তবে বিকালে কনসিডারেশান বিল এনে তারপর করা যেতে পারে।

মি: স্পীকার :—আজকে আমাদের যে বিজনেস হাউসে আছে তাতে সময় আছে। যদি পরবর্তী সময়ে কনসিডারেশান আনে তাহলে করা যেতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—বিসেসের সময় ভেবে দেখুন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice office.

If the sense of the House এটাই হয়—আজকেই কনসিডারেশান মোশান এনে আলোচনা করতে চান, তাহলে আমি রাজি আছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— লিডার অব দি হাউস যদি এগ্রি করেন বিসেসর সময় আলোচনা করে দেখুন।

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, বিসেস হউক তারপর আলোচনা করে দেখি। এখনই বিসেস হয়ে যাক, আমি আলোচনা করে দেখি।

The House stands adjourned till 2-30 P. M. to-day.

(After Recess)

মি: স্পীকার :— I shall now request the Hon'ble Finance Minister Shri D. K. choudhury to move his motion for consideration of the Tripura Appropriation Bill 1974 (Tripura Bill No. 7) of 1974.

Mr. D. K. Choudhury :— Dr. Speaker Sir, I beg to move. The Tripura Appropriation Bill 1974 (Tripura Bill No, 7) of 1974 be taken into consideration atonce.

Mr. Speaker :— I shall now put the motion to vote. Now the question before the House is the motion moved by Shri D. K. Choudhnry, Finance Minister, that the Tripura Appropriation Bill 1974 (Tripura Bill No. 7 of 1974) be taken into consideration.

(That the Bill was put to voice vote and the bill was considered).

Mr. Speaker :— At this stage the members may raise discussion on the motion. Before Hon'ble members start discussion I would like to give before the Hon'ble members my observations on this motion. The debate on the

Appropriation Bill is restricted on matters of public improtant or Administrative Policy implied on the grant eoncerned by the Bill which have not already been raised in the relevent on the demand for greant were under diseussion. The various points that have been discussed on the points during the course of debates raising the various demands for grant cannot be a matter of discussion on the Appropriation Bill. As cut motion for move and during the discussion on demand for grant are not permitted to be discussed during the discussion on the Appropriation Bill, whatever it is relevant to the discussion on the demands for grant is not relevant to the debate on the appropriation Bill. Now Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty to kindly raise discussion.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর বলতে গিয়ে প্রথমে শ্রম দপ্তরের বরাদ্দের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। শ্রমদপ্তরের কাজকর্ম নির্ভর করে যে শ্রম আইনগুলি আছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কার্য্যকরী করতে পেরেছেন কতটা এবং যেহেতু শ্রম হচ্ছে কনকারেন্স লিষ্টে রয়েছে, সেইজন্য শ্রম দপ্তরের কাজকর্মের জন্য এবং শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নূতন কি কি আইন করা দরকার রাজ্য সরকার এই কাজ যাতে করতে পারে সেই দিকে সাহায্য করা। এইটা ঠিক যে ভারতবর্ষের যে শ্রম আইন আছে সেইটা শ্রমিকদের স্বার্থে গভার্ণমেন্ট করেছে তার জন্য নয়। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে এই আইন তৈরী হয়েছে এবং মালিকদের ঘেষা, মালিকদের স্বার্থে ঘেষা আইন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সহজে তারা মালিকদের স্বার্থ হানি করতে চান না। কারণ সরকার নিজেই হচ্ছে বড় মালিক এই ভারতবর্ষের মধ্যে। যেখানে আগে হয়তো সরকারী কর্মচারী বা শ্রমিক কম ছিল আজকে সরকারী এবং আধা সরকারী প্রচুর সংগঠন হয়েছে। যে সমস্ত সংগঠনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে, সরকারী কর্মকারী কাজ করে। কাজেই এমন কোন আইন সরকার করতে পারে না যে আইন এই সরকারকে মানতে হবে। যার ফলে শ্রমিক কর্মচারীরা বেশী সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। আমি দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেমন ষ্টাট ডিস্পিউট অ্যাক্ট, এ্যাক্টটা হয়েছে। একটা আইন আছে বটে যদি কোন জায়গায় মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ হয় তাহলে সেই বিরোধের মীমাংসা করার জন্য কন্সটিটিউশনেল্সি যে সমস্ত ব্যবস্থা কিন্তু আমরা কি দেখছি? দেখছি ৭০ সালে হয়তো একটা ষ্টাট ডিসপিউট হয়েছে কিন্তু আজকে ৭৪-৭৫ সালেও সেই ষ্ট্যাট ডিসপিউটের মীমাংসা হয় নি। বিভিন্ন ষ্ট্যাটের মধ্যে গিয়ে —এমন কোন আইন নেই সেই আইনের মধ্যে যাতে মালিককে বাধ্য করা যায় যাতে এই কন্সিলিশন রিপোর্টকে মান্য করবে। তেমনি যদি কোন অ্যাক্টের মধ্যে দেখি বোনাস অ্যাক্ট রয়েছে বটে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক সরকারী কর্মচারী এবং আধাসরকারী কর্মচারী এই বোনাস অ্যাক্টের আওতার বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তাছাড়া ছোট ছোট শিল্পগুলি বোনাস অ্যাক্টের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে যদিও সরকার এই কথা বলেন না যে বোনাস হচ্ছে একটা বেকার পেমেন্ট আর একটা মজুরী যেটা পাওনা সেইটা বোনাস হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। তবু এই বোনাসকে সরকারী কর্মচারী এবং আধাসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কোন

ব্যবস্থা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এইটা ডায়াস সাহেবের রাজত্ব নয়। এখন আমরা ষ্ট্যাট হয়েছি। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি যে ষ্ট্যাট হওয়ার পরে আপনি কয়টা আইন এখানে পাশ করছেন শ্রমিকদের স্বার্থে, শ্রমিকদের কল্যাণে। এইটা তিনি দেখাতে পারবেন না যে একটা আইন তিনি এখানে শ্রমিকদের স্বার্থে তৈরী করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা আইনকে পরীক্ষা করে দেখাবো যে এখানে কিভাবে সেই আইনগুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথমে প্ল্যানটেশন লেবারদের কথা বলছি এই জন্য যে এই রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শ্রমিক হচ্ছে এই প্ল্যানটেশন লেবার এবং আজকে সেই বাগানগুলির অবস্থা কি? একটা ছোট বাগানের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই। সেই বাগানের শ্রমিক বিজয় তাঁতী সে গত সপ্তাহে আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছে তার বাগান বন্ধ, সেই বাগানের ম্যানেজারের ১৫০ টাকা বেতন পাননা, কিন্তু তার হাজার টাকা আয়, কারণ সে সমস্ত বাগানের সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন। শুধু অস্থাবর সম্পত্তি নয়, চা বাগানের জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। ৫০/৬০ বছর এর পুরানো শ্রমিক, তাদের সেই জমি সহরের বাবুদের কাছে এমন কি সরকারী কর্মচারিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে, তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু যে বাগান বন্ধ তা নয়, বাগানের শ্রমিক যে ৫০ বছর ধরে জমি দখল করে সেখানে চাষ করছে, সেই শ্রমিককে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কারণ? তার কোথায় বাড়ী সেই মেনেজিং ডিরেক্টারের কোনদিন এই শ্রমিকেরা তার চিহ্ন দেখেনি। একজন ম্যানেজার এসে এখানে ডিরেক্টর হয়ে বসে আছে, কেউ কি বলতে পারবেন যে এখানে শ্রম দপ্তর আছে, কোনদিন সেই শ্রম দপ্তর সেই বিজয়ের আবেদন শুনেছেন? তিনি লিখেছেন যে আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন করেছি কিন্তু কোন বিচার পাইনি এবং তার জন্য তিনি আমার কাছে লিখেছেন যে আমাদের রক্ষা না করলে হবে না। আমার বাবা ছিলেন এখানকার শ্রমিক, আমার জন্ম শ্রমিকের ঘরে, এই সমস্ত জমি কত কষ্টে চাষ করেছি। বাগানের নাম লুধুয়া, শুধু লুধুয়া নয়, এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জানেন, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী জানেন কিনা আমি জানিনা যে প্রত্যেক বাগান থেকে আজকে শ্রমিককে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে ৩০ টি বাগান আছে, হয় পরিপূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, নতুবা আধা বন্ধ হয়ে গেছে, শ্রম দপ্তর থেকে বা এই সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই বাগান আইনের মধ্যে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা আছে— ব্যবস্থা আছে যে তাদের দুইখানা ঘর দিতে হবে, ঘরের মাপ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঘর মেরামত হচ্ছে না কেন? এই শ্রম দপ্তর বলতে পারবেন সেই ঘরগুলি মেরামত হয়েছে কি না? কলাছড়া বাগানে কেউ যান, দেখেন সেই বাগানের চেহারা কি, সেই বাগানের শ্রমিকের ঘরের চেহারা কি? সামান্য বৃষ্টি হলে সেই শ্রমিক থাকতে পারে কি না? ২ খানা ঘর দূরের কথা, একখানা ঘরও মেরামত করে দেওয়া হয় কিনা? সেখানে আমরা দেখেছি সেচের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা, সকলের ব্যবস্থা সব সেই বাগান আইনে আছে, শ্রমিকেরা কতদিনে হাজিরা পাবে, কতদিন ছুটিতে থাকবে, সব বাগান আইনে আছে লীভ বুক তাদের দেওয়ার কথা, যে তারা কতদিন ছুটিতে ছিল। কিন্তু লীভ বুক তাদের দেওয়া হয় কি? আমি বাগানগুলি ঘুরে জিজ্ঞাসা করেছি ম্যানেজারকে, বাগানে লীভ

বুক দেওয়া হয় কিনা, লীভ বুক দেওয়া হয় না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকা জমা দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের স্লিপ দেওয়া হয় না কোনদিন, ম্যানেজার কোনদিন প্রভিডেন্টের টাকা জমা দেয় না। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। এই সম্পর্কে কোন কাজ করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট একটা আছে—কেন্দ্রীয় আইন, আমাদের এখানকার শিল্প যেগুলি আছে, সেইগুলি মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টে পড়ে না। অন্যান্য ষ্টেট কি করেছেন, এইগুলিকে ইনক্লুড করেছেন। আমি কয়েকটি ষ্টেটের নাম করব যেমন মহারাষ্ট্র, পশ্চিম বাংলা, তাদের নিজেদের ষ্টেটের আইন আছে, যে আইনে তারা বলেছেন যে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হউক। আমাদের এখানে হোটেল ওয়ার্কস আছে, প্রেস আছে, উইভিং আছে, বেকারী আছে, সিনেমা কর্মী আছে, সোপ, ক্যাণ্ডেল ইত্যাদি আছে, ফরেষ্ট বেসড ইণ্ডাষ্ট্রি যেমন ছাঁতার বাট কর্মী আছে, তারা এই মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টের আওতার মধ্যে আসছে না। ত্রিপুরা সরকার এইগুলি এই এ্যাক্টের মধ্যে আনতে পারেন, কিন্তু তাঁরা আনবেন না। তেমনি যেগুলি আছে, সেগুলির অবস্থা কি নিয়ম হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছরে রিভিশানের জন্য রিভিউ করা হবে। করা হয়েছে কি? এাগ্রিকালচারে আছে, কবে সেই মিনিমাম ওয়েজ ঠিক হয়েছিল, ২ টাকা, আজকে শুনেছি একটা কমিটি হয়েছে, সেই কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাও আজকে এক বছর হয়ে গেছে, তার রায় বেরুচ্ছেনা। আর আজকে শুনছি দুই টাকা মজুরী হচ্ছে যখন দুই টাকায় এক কে. জি. চাউল পাওয়া যায় না, সেখানে আজকে মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট রিভিউটা হচ্ছে না এবং তাদের রিভিশানও হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, চা বাগানের মিনিমাম ওয়েজ ঠিক হয়েছে ২.১৫ পয়সা। আর কাছাড়ের বাগানের শ্রমিকরা পাচ্ছে ২.৮২ পয়সা, এবং পশ্চিম বাংলায় শ্রমিকরা চেয়েছে ৭.০০ টাকা, তারা এখন পাচ্ছে ৫ টাকার উপর। এমন আকাশ পাতাল তফাততো হতে পারে না। কাজেই আজকে চা বাগানের মিনিমাম ওয়েজ রিভিউ করার দরকার। আজকে আমি শুনেছি যে বিড়ি শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজ রিভিউ করার জন্য কমিটি হয়েছে, আমি জানি না সেটা রিভিউ হযেছে কি না, তেমনি অন্যান্য যেগুলি এর আওতার মধ্যে পড়ে—যেমন মটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কস, তাদের কবে একটা মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স আপ হয়েছিল, সেটা কেন রিভিউড হচ্ছে না, তাদের কেন মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টের সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হচ্ছে না, সেটা আমরা জানতে চাই। কনট্রাক্ট লেবার, যাদের জন্য কোন আইন ছিল না, সেটাও সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট আইন করে দিয়েছে কনট্রাক্ট লেবার যারা তাদের জন্য কি সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে, একেবারে অস্থায়ী বলে, তাদের যেমন খুশি ব্যবহার করা যাবে না। সেই আইন কি চালু করা হয়েছে? যারা কনট্রাক্ট লেবার, তাদের কি সেই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়? কত লেবার এসে বলেছেন তাদের যেমন খুশি ছাঁটাই করা হয়, যেমন খুশি পয়সা দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তারা সেই সুবিধাগুলি পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বোনাস এক্ট একটা আছে। সেই এক্টে আছে যদি এক বছরের বোনাস পাওনা হয়, ৮ মাস বকেয়া রাখতে পারে, তার বেশী বকেয়া যদি রাখতে হয়, তাহলে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পার্মিশান নিতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি যারা চা-বাগানের শ্রমিকদের বোনাস দিচ্ছে না, অন্যান্য শিল্পে যারা দুই বছর

তিন বছর যাবত বোনাস দিচ্ছে না, যে লিষ্ট এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন মন্ত্রী মহাশয়রা. তাঁরা কি বলতে পারবেন সেই মালিকরা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন নিয়েছেন কি না? তাঁরা কি বলতে পারবেন কি ষ্টেপ নিয়েছেন সেই বোনাস আদায় করার জন্য? দুই একটি ক্ষেত্রে কেস করে দিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা করেননি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্সদের জন্য একটা এ্যাক্ট আছে ১৯৬১ সনের এবং ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের রুলস ইত্যাদি আছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করব সেই এ্যাক্ট অনুসারে মালিকরা কাজ করছেন কি না তা কি দেখা হয়? এখানেতো মোটর ওয়ার্কাস মালিকদের অর্গেনাইজেজান আছে, তাদের কি এখানকার সরকার বাধ্য করেছেন যে তোমাদের শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিন দিতে হবে, রেষ্ট রুম দিতে হবে, ইউনিফর্ম দিতে হবে, ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স ইত্যাদি দিতে হবে এবং লীভ ওয়েজেস ইত্যাদি দিতে হবে? আমি জানি অনেক মালিক আছেন, যারা একজন ড্রাইভারকে আজকে তুলছেন এবং কালকে তাকে নামিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি নিয়োগ পত্র পর্যন্ত দিচ্ছেন না। এই নিয়োগ পত্র পাওয়ার জন্য তাদের শ্রমিক নেতারা শ্রমদপ্তরে দেখা করেছেন, আমার সংগেও দুই এক জনের দেখা হয়েছে। কি ব্যাপার? না নিয়োগপত্র যাতে মালিকরা দেয়, তার জন্য। গভর্ণমেণ্ট হচ্ছেন মালিকদের গভর্ণমেণ্ট। ১০ হাজারের উপর এই মোটর শ্রমিক, হ্যাণ্ডিম্যান আছে, তারা সবচেয়ে অল্প বেতনের শ্রমিক, তারা সারাদিন-রাত্রি পরিশ্রম করে, একটা গাড়ী যদি হঠাৎ রাস্তার মধ্যে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তাদের সারা দিন-রাত্রি থাকতে হবে, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কিছু নেই। তারা কি ওভার টাইম পায়? বলতে পারবেন কোন শ্রমিককে বাধ্য করেছেন তাদের ওভার টাইম দিতে? মোটর ট্রান্সপোর্ট এ্যাক্ট, সেটা সব মোটর মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। এটা আবার যারা বড় মালিক, তাদের জন্য প্রযোজ্য। ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কেন এটা করতে পারেন না যে না, প্রত্যেক মালিকের বেলায়ই এটা প্রযোজ্য হবে অন্তত: কতকগুলি কাজে প্রযোজ্য হওয়া দরকার যেমন ওভার টাইম, মিনিমাম ওয়েজ, তাদের লীভ, তাদের সার্ভিস কণ্ডিশান, নিয়োগ বিধি, সিকিউরিটি অব সার্ভিস থাকে, এইগুলিতো আর বড় এবং ছোট মালিকের জন্য অপেক্ষা করে না? হ্যা, বলতে পারেন যে রেষ্ট রুম, ক্যান্টিন, সেইগুলি বড় মালিকরা দিতে পারে, ছোট মালিকরা দিতে পারে না। কিন্তু যেখানে মুষ্টিমেয় অ্যামেনিটিজ না হলে একটা মানুষের চলে না শ্রমিক কর্মচারীর সেগুলি অন্তত: তাদের দেওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তেমনি ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট একটা আছে। অধিকাংশ জায়গায় ফ্যাক্টরীর লিষ্ট দেওয়া হয়েছে আমি দেখেছি। বলতে পারবেন যে সমস্ত জায়গায় ফ্যাক্টরীতে মালিকরা অভার টাইম দেয় আমরা চেয়েছিলাম, এখানে দেওয়া হয়েছে আমি দেখেছি ফ্যাক্টরী লিষ্ট। আইনে আছে যে ফ্যাক্টরীতে অভার টাইম কাজ করানো হয় সেই ফ্যাক্টরীতে অভার টাইম দিতে হবে। কোন শ্রমিক যদি বলে আমি অভার টাইম পাই নি, বহু শ্রমিক আবেদন নিবেদন করেছে, তাদের কথা শোনা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি উইথ পে হলিডেজ একটা এ্যাক্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা উইথ পে হলিডেজ এ্যাক্ট করেছেন। এখানে একজন মন্ত্রী বলেছিলেন যে চা-বাগানে এইরকম কোন নিয়ম নাই যে উইথ পে হলিডেজ দিতেই হবে। কেন হবে না? অন্যান্য ষ্টেটে খবর নিয়ে দেখুন যে উইথ পে হলিডেজ আছে

এবং আমার এখানে উইথ পে হলিডেজ হতে পারে এবং প্রভিশান এখানেও রয়েছে যে উইথ পে হলিডেজ দেওয়া দরকার। শপ এ্যাসিষ্টেন্টদের একটা কাজ। এটা পাশও আমরা করেছি। সমস্ত মফঃস্বল শহরগুলিতে এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। শুধু চালু করলেই হয় না। তার জন্য ইন্সপেক্টরেটকে ট্রেনদেন করতে হয়। দোকানগুলি রেজিষ্টার রাখে কিনা এইগুলি দেখতে হয়। কিন্তু আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে তার জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টাফ না থাকার ফলে এটা শুধু কাগজে কলমে রয়ে গেছে। কিন্তু শপ এ্যাসিষ্টেন্ট যারা নাকি কর্মী তারা কোনরকম সুযোগ সুবিধা এই আইন থেকে পাচ্ছে না। আগরতলা শহর ছাড়া মফঃস্বলের শহরগুলিতে বা মফঃস্বলের বাজারগুলিতেও এই আইন প্রযোজ্য কিনা তাও এই শ্রমিক কর্মচারীরা জানে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, রিক্সা নিয়ামক বিধি একটা আছে। রিক্সা শ্রমিকদের জন্য মহা-রাজার আমল থেকে করেছিল। যে সমস্ত রিক্সা মালিকদের কাছ থেকে নেয় সেই ভাড়া নিয়ন্ত্রিত করে, রিক্সার কন্ডিশান দেখে যে রিক্সাগুলি ভাল কিনা। আমি জিজ্ঞাসা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা রিক্সা না চড়তে পারেন, কিন্তু রিক্সাগুলি তাদের চোখেও পড়ে না যে রিক্সাগুলির মধ্যে পর্দা আছে কিনা, ভাঙাচোরা কিনা, তারা পার্টস্ কিনতে পারে কিনা। যেমন খুশী ভাড়া দিচ্ছে, ৪ টাকা ৫ টাকা মালিককে ভাড়া গুণতে হবে এবং একটাই কথা আছে মালিক-দের কাছে যে আমরা পার্টস পাচ্ছি না, পর্দা পাচ্ছি না। কেন? তোমরা গভর্ণমেন্টের কাছে দাবী কর যে এই সমস্ত আমাদের কনট্রোল রেটে দিতে হবে। গভর্ণমেন্ট তো তাদের দিতে পারে যে এক্স মিল প্রাইসে, যে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে এই সমস্ত পার্টস্ হয় সেখান থেকে তারা এনে দিতে পারে, দিয়ে এই সমস্ত রিক্সাগুলি চলার উপযুক্ত করতে পারে এবং শ্রমিকদের যেখানে দুই টাকা ছিল সেখানে তো চার টাকা পাঁচ টাকা হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতবার বিধানসভায় রিক্সা শ্রমিকেরা এসেছিল। গতবার এই মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আমিও দেখা করেছি রিক্সা শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন যে রিক্সা বিধি পাল্টানো হবে। ড্রাফটস হয়েছে। গত দুই বছরের মধ্যে কেন সেই ড্রাফটস রুলসে পরিণত হল না আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না? ওরা তো বলছেন গরীব অংশের মানুষের জন্য ওরা। রিক্সা ওয়ালারা যদি গরীব অংশের মানুষ না হয় তাহলে গরীব অংশের মানুষ কারা? যদি এই সমস্ত চা বাগানের মানুষ যারা ২ টাকা ১৫ পয়সা পায় ওরা যদি গরীব অংশের মানুষ না হয় তবে গরীব অংশের মানুষ কারা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখছি কোন লেবার কোর্ট পর্যন্ত নাই। আইনে আছে। আইনে আমি আবেদন করতে পারি। লেবার কোর্টে গেলে—১৯৭১ সালের কেস, আজকে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত পড়ে আছে। কারণ আমার তো আলাদা কোন কোর্ট নাই। একজন জজ আছেন, আর সময় হলে তিনি মামলা করবেন। ১৯৭১ সালে গোলকপুরে ষ্ট্রাইক হয়েছিল। তারপর সেই ষ্ট্রাইকের মামলা বিভিন্ন কোর্ট থেকে ঘুরতে ঘুরতে আজকে লেবার কোর্টে এসে পৌঁছেছে এবং সেই শ্রমিকেরা হচ্ছে কনট্রাক্ট লেবার যাচির কনট্রাক্ট লেবার। তারা বসে থাকবে? মালিকেরা তাদের করে ছাঁটাই করে দিয়েছে। এই কেস চলা কালে তাদের ছাঁটাই করে দিয়েছে যাতে তারা চলে যেতে বাধ্য হয় বাটীতে। এই ব্যবস্থা তারা করে

দিয়েছে। তারা তো জানে যে এই গভর্ণমেন্ট তাদের গভর্ণমেন্ট। কেসের তোযাক্কা তারা করে না। সে জন্যই এক দিকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে আর এক দিকে লেবার কোর্টে এই মামলা রেগে দেওয়া হচ্ছে। সেই শ্রমিক হচ্ছে কনট্রাক্ট লেবার যাদের চাকুরীর কোন স্থায়িত্ব নাই, যার জন্য এই ৩/৪ বছর এই কোর্টের কেসের জন্য থাকতে হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার জন্য একটা আইন আছে। সেটাও ওরা জানেন না। যখনি কোন ধর্মঘট হয় তখনি বলেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমি প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর একটা বক্তব্যকে এখানে উপস্থিত করছি।— 'ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীর উস্কানির পরিণতি' এই বলে ধর্মঘটের সংজ্ঞা ঠিক করা খুবই সহজ। কিন্তু একটা দেশে কি ঘটছে তার সুন্দর ছবি তোলাই ধর্মঘট। ব্যারোমিটারের মতো শ্রমিক হবে দেশের আর্থিক অবস্থার মান নির্ণয়ের যন্ত্র। আমাদের দেশে জীবন যন্ত্রের মান ও মজুরীর মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান আছে এই ব্যবধানটা ক্ষুধা, দারিদ্র্য অবশেষে ধর্মঘট সৃষ্টি করে। আসল কথা হল ভারতে এই ব্যবধান আছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে নতুবা মজুরী বৃদ্ধি করে এই ব্যবধান দূর করা সম্ভব। আমি দেখেছি অল্প লোকের হাতে বিপুল সম্পদ জড হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ধর্মঘট তো হবেই। এই ধর্মঘটের মিমাংসা কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়।" ওরা ভুলে গেছেন ওদের নেতার কথা। বেসরকারী কোন ধর্মঘট উপলক্ষ্যে এই কথা বলেন নি। ডাক ও তার ধর্মঘট হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। সেই ডাক ও তার ধর্মঘট করার সময়ে পণ্ডিত নেহেরু যে কথা বলেছিলেন উরা তার বিপরীত পথ অবলম্বন করেছেন। উরা দেখছেন না যে শ্রমিক কর্মচারীর জীবন ধারণের মান কত নীচে নেমে গেছে। উরা দেখছেন না যে সমগ্র দেশে টাকাওয়ালা লোক এবং নিজস্ব দারিদ্রগ্রস্ত লোক তার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে। বৃটিশের আমলের চাইতে অনেক বেশী। বৃটিশের আমলে বিড়লার টাকা ছিল মাত্র ৩০ কোটি, আজকে সেই বিড়লার টাকা হয়েছে ৬০০।৭০০ কোটি। আর আমাদের শ্রমিক যারা সেই বৃটিশ আমল থেকে যে মজুরী পেতেন আজকে সেই মজুরী তার থেকে কমে গেছে। উরা জানেন না সে কথা। উরা বি, এম, পি, দিয়ে নামে। কেন ঐ সমস্ত সুইপাররা যারা নাকি জি, বি, হাসপাতালের সুইপার সেখানে দুই দিন আগে বি, এম, পি, পোষ্ট করে গুণ্ডা পাঠিয়ে ১ তারিখ জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করে। ওদের যে ধর্মঘট, বাঁচার ধর্মঘট সেই ধর্মঘটকে দমন করার জন্য। এটা কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, কোন কম্যুনিষ্ট নেতার নয় এই মন্তব্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ওদের সাবধান করে বলছি যে উরা ধর্মঘটকে ব্যারোমিটার হিসাবে দেখুন। যে কথা প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। তার থেকে হুসিয়ারী নিন এবং আগামী দিনে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন যে শ্রমিক কর্মচারীর গলা কেটে এই রাজত্ব রক্ষা করা যাবে না, তাদের উপর দমন নীতি চালিয়ে এই রাজত্ব করা যাবে না। ওঁদের যে বিশ্বাসী লোক আছে যাদের দিয়ে এদের কাজকর্ম চলে সেই বিশ্বস্ত লোকও এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমি জি, বি, হাসপাতাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। এর আগে এই হাউসের সামনে বলা হয়েছিল জি, বি, হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য, দুটো কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই হাউসের অধিকার আছে দাবী করার যে এই কমিটি কি কি সিদ্ধান্ত করেছেন যার ফলে অব্যবস্থা দূর করতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জি, বি, হাসপাতালে আমরা কি দেখছি? রোগীর চাপ কমে নি, ক্রমশঃ বাড়ছে। হ্যাঁ, কিছু আসন সংখ্যা বেড়েছে বটে। কিন্তু রোগীর চাপের তুলনায় সেই আসন সংখ্যা কিছুই নয়। এই চাপ বাড়ার দুটো কারণ। একটি হচ্ছে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন না খেতে পেয়ে যে অসুখ হয়, সেই অসুখ আজকে বাড়ছে। অর্থাৎ ম্যালনিউট্রেশান-এর জন্য যে অসুখ, সেই অসুখ বাড়ছে। তার কারণ হল ব্যাপকভাবে প্রাইভেটলী বাড়ীতে বসে চিকিৎসা করাব মত ক্ষমতা মানুষের থাকছে না। আজকে এমন মানুষ কমই আছে যে ডাক্তার ডাকতে পাবে এবং ডাক্তার ডেকে বাড়ীতে বসে চিকিৎসা করাতে পারে। কাজেই হাসপাতালে যেমন মানুষের চাহিদা বাড়ছে, একমাত্র আগরতলা ছাড়া আমরা বলতে পারি যে মফঃস্বলের কোন হাসপাতাল ইকুইপড নয় যাতে পুরাপুরি চিকিৎসা হতে পারে, এই রকম হাসপাতাল মফঃস্বলে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কারণে আজ এখানকার জি, বি, হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং রোগীর সংখ্যা বাড়ার ফলে এখানকার মত কিছু ব্যবস্থা যেমন দুইটো সীট আছে, তার মাঝখানে একটা সীট ঢুকিয়ে দাও, সেই সীটে বালিশ পাবে না, বিছানা পাবে না বা কোন রকম আসবাব রাখবার জায়গা পাবে না। আর আর একটা সীট না ঢুকাতে পারলে নীচে একটা আসন করে দাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝি যে রোগীকে ফেরত দেওয়া যায় না, কারণ আমরাইতো পাঠাই, আমরাই তো চিঠি দিয়ে বলে যে ওকে ভর্ত্তি করবেন। বিশেষ করে আমি আমার কথা বলতে পারি যে আমি বহু লোককে ভর্ত্তি করাবার জন্য পাঠিয়েছি। কারণ আমি জানি, তারা যদি একা যায় তাহলে ভর্ত্তির সুযোগ পাবে না। হয়তো তারা অনেক দূর থেকে আসছেন, কাঞ্চনপুর থেকে আসছেন। আমরা তো জানি যে ডাক্তারদের আমরাই ব্যস্ত করছি, কারণ ওদের সেই ভর্ত্তি করার সুযোগ নাই, নার্সদের বাবস্থা করছি, একজন নার্সের যদি ৪ জন রোগী দেখার কথা থাকে, তাহলে তাকে কম পক্ষে ১২ জন রোগীকে দেখতে হয়। ষ্টাফ বাড়ছে না, কোন ইকুইপমেন্ট বাড়ছে না কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এটা শুধু জি, বি, সম্পর্কেই নয় মফঃস্বল হাসপাতালগুলি সম্পর্কেও। কেন, আমি আগেই বলেছি যে আমরা কি কিছু বেশী সীট বাড়াতে পারি না, আমরা কি কিছু বেশী ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ী রাখতে পারি না, অথচ আমাদের সরকার এটা রাখছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য সম্পর্কে এর আগেও আমি একদিন বলেছিলাম যে খাদ্য সম্পর্কে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। পচা ভাত নাকি খেতে দেওয়া হয়। তারা অবশ্য স্কেলের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই স্কেল কি আছে? স্কেল অনেক কাট ডাউন করা হয়েছে, স্কেল অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে। যার ফলে রোগীরা অধিকাংশ হোটেল থেকে ভাত এনে খায়। এমন কি কেউ কেউ আগরতলা চলে এসে খায়। আমি তো একজনকে গালিগালাজ করেছি, বললাম হাসপাতাল থেকে, সে বলল কি করব, মরে যাব। হস্‌পিটালে থেকে বাঁচা যায় না। আমি মাঝে মাঝে এসে বাইরে খেয়ে যাই। আর সব রোগী তো বাইরে এসে খেতে পারে না।

কাজেই আজকে এই অবস্থায় এসেছে, রোগীরা সময় মতো তাদের খাওয়া পায় না, দেরীতে খাবার দেওয়া হয়, ২টা ২॥টা অথবা ৩টার সময়ে খাবার দেওয়া হয়। আমি জানিনা যে একটা হাসপাতাল রান করলে আমরা কি রোগীদের ১২টা কিম্বা ১টার মধ্যে খাওয়ার দিতে পারি না। আমরা এতটুকু অরগানাইজ করতে পারি না রোগীকে ২/২॥টা পর্য্যন্ত, সকাল বেলায় রোগীকে একটুখানি রুটি বা একটু গুড় দিয়ে রাখলাম, তারপর ২/২॥টার সময় খাবার দিলাম। রোগী তা এমনিতেই মরবে। তারপর সেখানকার অন্যান্য অবস্থাগুলি কি ? গরম জল করার জন্য হট ওয়াটার বেগ নাই। এইতো কিছুদিন আগে ঋষ্যমুখের একজন রোগীকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম, তিনি বললেন হট ওয়াটার বেগ নাই, আমি নিজে কিনে এনেছি। কিন্তু কেরোসিন নেই বলে এটেনডেন্ট বলছে যে জল গরম করে দেওয়া যাবে না। হট ওয়াটার বেগ নাই, কেরোসিন নাই, কাজেই ডাক্তার যে তাকে বলেছেন সেক দিবেন, তার আর সেই সেক দেওয়া হয় না, আমি সেই রোগীর নাম বলতে পারি. তিনি হচ্ছে ঋষ্যমুখের সুবোধ মজুমদার, তিনি জীপ এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে অত্যন্ত গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্ত্তি হয়েছিলেন, এই অবস্থায় তিনি সেক দিতে পারেন নি, কারণ কেরোসিন নাই আবার হট ওয়াটার বেগ নাই, কাজেই সেক দেওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে সেখানকার অবস্থার একটা নমুনা। আমি আরও বলি যে সেখানে লাইট এবং ওয়াটারের কোন নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা নাই। জলের কল যেটা আছে, সেটা সময় মত কাজ করে না এবং সেখানে বিদ্যুতের কি ব্যবস্থা আছে, আমি জানিনা, এটা মাঝে মাঝে আমাদের এখানেও হয় এবং সেটার জন্য একটা আলাদা ইউনিট হওয়ার কথা এবং সেটা কেন মাঝে মাঝে চালু থাকে না তাও আমি জানি না। আর মস্কুইটো—এখানে অনেক বেশী ডি, ডি, টি, স্প্রে করার কথা বা অন্যান্য এন্টি মস্কুইটো যে সমস্ত আছে, সেগুলি স্প্রে করার কথা। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে কোন কোন ওয়ার্ডের মধ্যে ১ মাসের মধ্যেও স্প্রে করা হয় না। মশায় কামড়ে, সেখানে মশারী টাঙ্গানো নিষিদ্ধ, আমরা গেলেতো অতি অল্প সময় থাকি, তারপর চলে আসি কিন্তু রোগীরা ? তারা সেই জেল খানার লোকের মত সেখানে মশারী খাটাতে দেওয়া হয় না, এই জি, বি, হাসপাতালের রোগীরা তো সেই জেল খানার কয়েদীর মত মাননীয় স্পীকার স্যার, মেডিসিনের ব্যাপারে আমি দেখেছি প্রবলেম যে বাহির থেকে অধিকাংশ ঔষধ কিনতে হয়। তারপর ব্লাড ব্যাংক এটা সম্পর্কে অনেক বার এখানে বলা হয়েছে যে ব্লাড সংগ্রহ করা যায়, ওরা টাকা খরচ করুন। আমরা দেখিয়ে দেব, কোথায় থেকে ব্লাড সংগ্রহ করা যায়, ক্লাব গুলিকে ডাকুন, টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমরা নিজেরাও চেষ্টা করে দেখব। এটা সম্ভব নয় যে একজন রোগী আসবে, আমরা নিজেরা বলব তোমরা নিয়ে দিয়ে এস, একজন ৩/৪ বার দিতে পারে, এর বেশী কতবার দিতে পারে। অথচ এই জিনিষটাই আজকে চলছে এবং ব্লাডের অভাবে অনেক অপারেশন পড়ে আছে, অপারেশান করতে পারছে না ব্লাড নেই বলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্যানসারের কি ব্যবস্থা হয়েছে, আমি জানি না। টি, বি, রোগীকে যেখানে এক মাস রাখার কথা, সেখানে ১০/১৫ দিন রেখে ছেড়ে দেওয়া হয় আর বলা হয় যে বাড়ীতে গিয়ে চিকিৎসা কর। তার ফলে সমস্ত পরিবার শুদ্ধ আমি এখানে একটা রোগীর কথা বলতে পারি, কল্যানপুরের একটা পরিবার আজকে ৩টা রোগী হয়েছে, সেই

রোগীকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে তার বাবা, মা এবং ছেলে তিন জনই সেখানে টি, বিতে আক্রান্ত হয়েছে। এই হচ্ছে অব্যবস্থা। আর প্রাইমারী ষ্টেজ যাদের হয়, তাদের রাখবার কোন ব্যবস্থাই নাই, তাদেরকে জেলখানাও রাখা হয় না বা তাদেরকে আইসোলেশানের কোন ব্যবস্থা নাই। তাদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে, এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই। আর লেপ্রসির জন্য কি ব্যবস্থা ? লেপ্রসির জন্য আইদার কোন কলোনী করা হউক না হয় তো আইসোলেশান ওয়ার্ড করা হউক, লেপ্রসির পেসাণ্ট বহু আছে, আমার খোয়াইতে দেখেছি বহু পেসন্ট আছে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং লেপ্রসির চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর দুই একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ডাক্তারদের নিয়ে কলহ আজও বন্ধ হল না। এই গত সপ্তাহে দেখেছি, ডাক্তার দত্তকে তাড়াবার জন্য ডাক্তার নন্দির লোক চেষ্টা করছে, আমি জানি না, এই পিছনে কোন স্বার্থ আছে কিনা। ডাক্তার নন্দীকে ডাক্তার দত্ত তাড়িয়েছেন, কাজেই ডাঃ নন্দী এখানে এসে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যাতে ডা: দত্তকে তাড়ানো যায়। এ বড় চমৎকার খেল। মানুষের চিকিৎসা হবে কি হবে তার ঠিক নেই, কিন্তু আমরা ওকে তাড়াচ্ছি, ওকে জানাচ্ছি আবার ওকে তাড়াচ্ছি একে আনছি। ডাঃ নন্দী ভাল ডাক্তার ছিলেন, আবার ডাঃ দত্ত ভাল ডাক্তার যদিও জনসাধারণের অনেক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু একজন ভাল সার্জেনট হিসাবে আমি মনে করি ডাঃ দত্তের ও থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু গভর্ণমেন্ট তো বলছেন না যে কি কারণে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। সত্যি যদি তাকে সুপারিণ্টেন্ট করা হয়, তার যে সার্জেন্টের কাজ সেটাকে বাদ দিয়ে তাহলে পর আমি জানি না, ডা: দত্তে কি আছে। সুপারিনটেণ্ডেন্টের জন্য যে কোনও লোককে দিয়ে এ্যাড্মিনিষ্টেটিভ কাজ চালানো যায়, যে কোন এম, বি. বি, এস দিয়ে এটা চালানো যায়, তার জন্য একজন সার্জেন্টের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার ডাক্তারদের ব্যাপারে আমি মনে করি একটা রোটেশান হওয়ার দরকার। বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ডাক্তারখানা পড়ে আছে, সেখানকার ডাক্তারেরা কাজ শিখার মতো কোন সুযোগই পাচ্ছে না। আমি জানি না এখানে কি সিষ্টেম আছে। কিন্তু একবার রোটেশান হওয়ার দরকার যে এক বছর পরে কেউ এখানে থাকবে না, এক বছর পর মফঃস্বলে যে ডাক্তার আছে, এমন কি রাইমা শর্মাতেও যে ডাক্তার আছে তারও কিছু শিখবার দরকার আছে। কাজেই রোটেশান করে দাও। জি,-বিতে যারা আসতে পারে, তারা যদি বড় হস্পিটালের অভিজ্ঞতা নিতে পারে এবং তারপর না হয় সে আবার মফঃস্বলে যাবে। এমন নয় যে ইন এ্যাক্সেসিব্যাল এরিয়া, সেখানে বেশী ডাক্তার থাকবে না, অথচ সেখানে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালানো হবে এটা আমি অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করি। দুর্গম এলাকা থেকে রোগী আনা যায় না, দূরবর্তী ডাক্তার খানা বলে, সেখানেও বেশী কোয়লিফাইড ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। কাজেই সেই ভাবে ডাক্তাদের পোষ্টিং হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমনিই আমি বলব যে এই যে ক্লাস ফোর ষ্টাফ বিশেষ করে সুইপার আজকে ধর্মঘট করছে। সেটাতো আর এক দিনে হয়নি। আমি দেখেছি সেখানকার একজন ওয়াসারম্যান ক্লাস ফোর ষ্টাফ, কাশীরাম দাস ১০ বছর চাকরী তার। তুমি ট্রেড ইউ-

নিয়ন আন্দোলন কর কাজেই তোমাকে ছাঁটাই করব। স্যার, আমি এই ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারীর সংগে দেখা করেছি—তিনি রাজী হয়েছিলেন। যদি সে স্বীকার করে যে কোন-খানে কাজ করতে রাজী হবে তাহলে আমি নিয়ে নেব। আমি তখনকার ডাইরেক্টার ডাঃ দত্তের সংগে দেখা করেছি তিনি বলেছিলেন যে উকে বলুন লিখে দিতে—যে কোন জায়গায় গিয়ে কাজ করতে রাজি আছি। সে লিখে দিল, তারপরও বললেন যে উপরতলা থেকে আপত্তি আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে মন্ত্রীদের আপত্তি আছে, কাজেই কাশীরাম দাসকে নেওয়া যাবে না সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে। রিগ্রেট করার পরও তাকে নেওয়া হল না—১০ বছরের একজন কর্মচারী। তোমাদের দোষ তাকে টেম্পরারী করে রেখেছ তাকে কোয়াসী পার্মানেন্ট পর্যান্ত কর নাই। তাকে পার্মানেন্ট কর নাই তারপর তাকে এক কথায় তাকে ছাটাই করে দিলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ছাঁটাই করে ক্লাস ফোর এম্পলয়ীকে দমান যাবে না। বি, এম, পি, দিয়ে ক্লাশ ফোর এম্পলয়ীকে দমান যাবে না। এদের ন্যায্য দাবি সেগুলি পুরণ করতে হবে। নাসদের বহু অভিযোগ আছে। আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমার সময় কম। আমি জানি তাদের অনেক অভিযোগ আছে সেগুলি শুনতে হবে। সেগুলিকে যথা সম্ভব সেগুলিকে দূর করতে হবে এবং এদের নিম্নতম মজুরী যা দাবী করছে তা দিতে হবে। আপনারা বলুন যে আমরা অন্যনের দিতে পরছি না কিন্তু এরা নিচের তলার লোকগুলিকে নিম্ন-তম মজুয়রী ২৫০ টাকা—ক্লাস ফোরকে দিয়ে দিচ্ছি—আমরা মেনে নিলাম আমরা খুশী হব। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ জি, বি, হাসপাতালের কোয়াটার্স ও, এন, জি, সি, দখল করে আছে আমি সেদিন বলেছিলাম মন্ত্রী মশাই বলেছিলেন যে তিনি জানেন না। আমরা জানি তারা ভাড়াও দেয় না।...

মিঃ স্পীকার :— Hon'bld Member, this is beyend tbe jurisdiction (inturruption)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আচ্ছা স্যার আমি এটা বাদ দিলাম—কোয়াটারগুলি ছেড়ে দেওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার শেষ হয়ে এসেছে। খোয়াই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব বিশেষ করে আমার কনষ্টিটিউনসীর কথা আমি খুবই কম বলি। কারণ সাধারণভাবে অন্যান্য জায়গার যে চেহারা আমার এলাকাতেও তাই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারবেন এটা পেনালাইজড হবে কেন? আসারামবাড়ীর ডাক্তারখানাতে গরুও রাখা যায় না। ঔষধপত্র নাই, রাখার জায়গা নেই ডাক্তার আমাকে বললেন যে আমার ঘরের মধ্যে যে রাখব তারও উপায় নাই। এবং যে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সেই ঘরও কয়েক বছর ভাড়া দেওয়া হয়না; সেই বাড়ীওয়ালা এসে আমার কাছে নালিশ করে কি হবে। গভর্ণ-মেন্টতো আমরা নই গভর্ণমেন্ট অনেক বড়, গভর্ণমেন্ট তোমাদের মত বাড়ীওয়ালাদের দেখেন না। চেবরীতে, কতকাল যাবত ডাক্তারখানার দাবী করছে। এই তিনটি এলাকার ডাক্তারের কোন ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। প্যানালাইজড—একটা খোয়াই সমগ্র পূর্ব্ব পাহাড়, পশ্চিম পাহাড় একটা প্রাইমারী হেলথ সেনটার নাই। বলতে পারেন কেন নাই? খোয়াই ত্রিপুরার মধ্যে সেকেণ্ড সাবডিশান যেখানে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সেখানে এই অবস্থা কেন?

আজ একটা ইণ্টিরিয়র ট্রাইবেল এলাকায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নাই। যখন কোয়েশ্চান উপস্থিত করা হয় তখন উত্তরে বলা হয় কোন পরিকল্পনা নাই কাজেই কোন প্রশ্ন উঠে না। এই ষ্টিরিও টাইপ জবাব আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলে আমি আশা করব যে ইন একসেসেবল এরিয়া যেগুলি—ত্রিপুরার যে সমস্ত দুর্গম এলাকা সেখানে মেলিরিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের। আমরা নিজেরাও দেখে এসেছি সে সব জায়গায় যদি ডাক্তার না পাঠান হয় তাহলে খুব অসুবিধা হবে। কাজেই কম্পাউণ্ডার দিয়ে নয়। ক্লাশ ফোর দিয়ে নয় ডাক্তার দিয়েই চিকিৎসার ব্যবস্থা যাতে করা হয় এই বলেই আমি এপ্রোপ্রিয়েশান এর উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার এপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৭৪ ইনট্রেডিউস করা হয়েছে হাউসে এটাকে সমর্থন না করার কোন কারণ নাই। কারণ ডিমাণ্ডওয়াইজ যা ডিমাণ্ড হয়েছে আমরা পাশ করেছি। আজকে শুধু টোট্যাল এক্সপেণ্ডিচারের যেটা সেটাকে খরচ করার জন্য কাজেই সেটাকে সমর্থন না করে পারি না। এবং সেই ক্ষেত্রে কথা হতে পারে এইটুকু সরকার মোট টাকাটা খরচ করবে আগামী আর্থিক বছরে —সরকারে পলিসি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি যেটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় এবং নীতিগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে মানা হয় তা আলোচনা করার হচ্ছে সুযোগ। আমি এটাতে উল্লেখ করতে চাই আমাদের সরকার যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করবেন তার প্রতি সরকারের এমন নজর থাকবে যে তাতে জনসাধারণের কল্যাণার্থে যে সমস্ত পলিসি ব্যবহার করা হবে সেগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যদি আগ্রহ থাকে এবং যাতে সচেষ্ট থাকে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে। আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই যেমন—উল্লেখ করতে পারি আমি —আমাদের ভূমিহীনদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি সম্পর্কে জুমিয়াদের পুনর্বাসন নীতি সম্পর্কে সরকার যে মনোভাব নিয়েছে সেটি সলিষ্ট নীতি বটে, কিন্তু ইমপ্লিমেনটেশানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ঠিকভাবে প্রতিশ্রুতিমত যে সমস্ত কথাবার্ত্তা সেটা রক্ষা করা হয় না। উল্লেখ করতে পারি উদাহরণস্বরূপ—যারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পেয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীতে ১৯৫৩ ইং সাল থেকে ১৯৫৭ ইং সাল পর্য্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে সরকারের বলিষ্ঠ নীতি রয়েছে বটে। কিন্তু অসুবিধা আছে আজকে তাদের যে এলওেড জমি সেই জায়গার আজকে তারা পরচা ১০ বছর ১২ বছর ১৫ বছর পরেও পায় নি। ফলে পুনর্বাসনের এলোটেড ল্যাণ্ড সেখাকে তারা বন্ধক দিয়ে বা সরকারের কাছে মর্গেজ দিয়ে এগ্রিকালচার লোন বা কোপারেটিভ থেকে লোন সেটা তারা নিতে পারছে না। সেটা দুঃখের বিষয়। আমার সরকারের আগ্রহ আছে এবং চেষ্টা থাকা সত্বেও আজকে ১৫ বছর যাবত সেই সমস্ত কেসগুলির সুরাহা হয় নাই। এটা দুখের কথাই বটে। সিডিউলড কাষ্ট, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এবং সিডিউল ট্রাইব যেখানে সেখানে এলটমেণ্ট পেয়েছে সেইসব জায়গার ঠিক এই অবস্থা। আজকে তারা বিভিন্ন কলোনী থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমরা চেষ্টা করছি—তাদের ভূমি দিয়ে তাদের ভবিষ্যতে বাঁচার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে তাদের বাচবার

জন্য তাদের রক্ষার জন্য কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই অবস্থা। কাজেই উল্লেখ করতে পারি। আমি কতগুলি কলোনীর নাম আমি বলতে পারি—বলতে চাই না। সময় খুব বেশী নাই। এই ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের স্বল্প বরাদ্দের মধ্য দিয়ে আর্থিক যে সংগতি তার মধ্য দিয়ে যে নীতি আমরা গ্রহণ করেছি সেটা ইমপ্লিমেন্ট এর ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে আমরা যাব। নইলে সমালোচনা হচ্ছে কথাবার্তা হচ্ছে। মানুষ অসন্তুষ্ট মানুষ তা বলবেই। এবং সেটা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে করতে না পারি—অসন্তোষ যে আছে এটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আর একটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চায়েত রাজ এক্ট চালু হয়েছে। এবার এমন করে পঞ্চায়েতের হাতে সরকার ক্ষমতা দেবেন—কোন কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে অস্বীকার করি না। কিন্তু সেখানে মন প্রাণ খুলে কাজ করতে না দেওয়া হয়—আর দুর্নীতি যে আছে সেই দুর্নীতি দমন করার জন্য কোন কৌশল কোন আইন যদি সরকারের হাতে না থাকে তাহলে এই ক্ষমতা দেওয়া নিরর্থক। এবং ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। এটা আমি মনে করি সেজন্য যদি কোন সুষ্ঠু নীতি না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রিসেন্টলী যে ঘটনা সেটা হচ্ছে এই যে রেশন কার্ড বিলি হচ্ছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। পঞ্চায়েত প্রধানরা সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। তারপর রেভিনিও ইন্‌সপেক্টার তহশীল কাছারীর মাধ্যমে তাদের রেশন কার্ড দিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে এটা আনন্দের বিষয়। তাতে ফলস্ কার্ড ধরা পরবে। কারণ এর জন্য ফেমিলি রেজিষ্ট্রার থাকে যদি একজনের নাম না থাকে বা সে যদি গ্রামেই না থাকে গাঁও সভাতে না থাকে সে যদি সংশ্লিষ্ট ফেমিলির না হয় তাহলে সে রেশন কার্ড পাবে না। সেটা ঠিক কিন্তু অসুবিধা কোথায়—সেখানে অসন্তোষ কমেনি। অসন্তুষ বেড়েছে, কতখানি বেড়েছে? সেইটা হচ্ছে আজকে যেখানে একজন লোক গরীব মানুষ রেশন কার্ড করতে যাবে আপনারা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামদেশের জনসাধারণের অবস্থাটা কি? সেই ক্ষেত্রে একজন গরীব মানুষ একজন রিক্সা শ্রমিক সে সারাদিন রিক্সা চালিয়ে দিনান্তে দুই-টাকা আড়াই টাকা নিয়ে কোন প্রকারে আজকের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যোগেও তাকে বাঁচতে হয়। সেই ক্ষেত্রে সেই রেশন কার্ড করার জন্য যাবে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে, প্রধান মশায় লিখে দিলেন তারপর সেক্রেটারী লিখে দিবে যদি চিনে তারপর কি হবে? তারপর যাবে রেভেনিউ ইন্‌সপেক্টরের কাছে রেভিনিউ ইন্‌সপেক্টর লিখে দিবে এই করতে করতে তার যে সময় লাগছে তা প্রায় ১৫ দিনের মত। ১৫ দিনের পর সে রেশন কার্ডের জন্য তহশীল কাছাড়ী, পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং অন্যান্য জায়গায় তাকে ঘুরাফেরা করছে। কাজেই এই যে নীতি সেইটা ভাল নীতি আমি মনে করি ফলস্ কার্ড এবং দুর্নীতি দমন করার জন্য এবং দুর্নীতিকে আমরা না দেওয়ার জন্য এই একটা ভাল নীতি। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি অসুবিধাটা আমি সেইটা বলেছি অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে সরকার থেকে কোন ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয় না যে বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদেরকে কোন অর্ডার দেওয়া হয় না পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে কোন অর্ডার নেই, এই সরকারের কোন নির্দেশ নেই যে তোমাদের এই করতে হবে। ফলে জনসাধারণ নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করছে। আজকে কি দেখা যায় একটা ফেমিলিতে

৭ জন লোক আছে সেখানে একাউন্ট রেজিষ্টারে। গত বৎসর ছিল ৭ জন কিন্তু এই বৎসর ফেমিলি রিভিশন হয় নি। কিন্তু এখন ফেমিলি ভাগ হয়েছে। কিন্তু সেখানে ফেমিলি রেজিস্টারে দেখা যায় সকলের নামই আছে বটে কিন্তু ফেমিলি ভাগ হওয়ায় জন্য আলাদাভাবে রেশন ড্র করার কোন সুযোগ নাই। কারণ একটা ফেমিলিতে তারা ছিল গত বৎসর তখন হয়তো তার বাবার কার্ডে রেশন ড্র করা হতো কিন্তু এখন ছেলে ভিন্ন হওয়াতে হয়তো সে চলে গেছে এক মাইল দূরে সেখান থেকে এসে তাকে এখন রেশন ড্র করতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের কোন নির্দেশ নেই। আমি পাঠিয়েছি ব্যক্তিগত ইন্টারেষ্ট নিয়ে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর কাছে যে তোমরা ব্লকে যাও গিয়ে জিজ্ঞাসা কর সরকারের কি নির্দেশ আছে। তারা বলছে যে আমরা বলেছি কিন্তু কেউ কোন নির্দেশের কথা বলতে পারে না। অবাক হয়ে যাই সরকারী নীতি কিভাবে ইম্‌পলিমেনটশন হচ্ছে। কিভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে সরকারকে অপদস্ত করা যায় এবং অপর দিকে মানুষকে ভোগাচ্ছে। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে সরকারী নীতি সুষ্ঠভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মশায়কে এবং সরকারের দৃষ্টি থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এবং উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোপারেশন এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যামপ্লয়মেন্ট এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রেও সরকারী নীতি ঠিক ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কি না সেই দিকে মন্ত্রীদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি একটা ছোট উদাহরন দিতে চাই কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে প্রমোশন হচ্ছে. সেইটা দরকার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়া দরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী সেখানে প্রমোশন হওয়া দরকার। সেখানে দেখা যায় যে কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন একটা রয়েছে সেখানে যারা ইন্‌সপেটর রয়েছে তারা ট্রেণ্ড এবং আদার রিক্যুজিট কুলাফিকেশন আছে এবং সেখানে অ্যাক্যুইট পোটার্ণ অব ন্যাশনেল ইউনিয়ন যেটা সেইটাতে তাদের যে অ্যাক্যুইট পেটার্ণ আছে সেই পেটার্ণ অনুসারে তাদেরকে স্কেল দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অ্যাড়কেশন ইন্‌সপেকটর যাদের সমান কোয়ালিফিকেশান সেখানে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। আর কি দেখা যায় সেখানে ইন দি ইয়ার ১৯৬৯ একটা গত কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব ছিল যেটা সরকারের বিবেচনাধীন ছিল এবং সেটাই সরকার এগ্রি করেছে যে ৪০ পার্সেন্ট যদি যাদের রিকুজিট কোয়ালিফিকেশান আছে তাদেরকে অ্যাবজর্ব করা হবে অ্যাস এ ইন্‌স্‌পেক্‌টর অব কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু সেখানে সেইটা মানা হচ্ছে না। নীতি সরকারের রয়েছে, রোলস সেখানে রয়েছে অ্যাক্যুইট পেটার্ণ রয়েছে কিন্তু সেইটা পালন করা হচ্ছে না? কি অসুবিধা? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি এই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিষ হচ্ছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। অপজিশন নেতা অনেক কথা বলছেন জি, বি, হসপিটালের কথা। সেইটা ডাক্তার রথীন্দ্র দত্ত সম্পর্কে কথা উঠেছে আমরা শুনেছি যে ভদ্রলোক বেষ্ট সার্জেন। সেখানে তার সম্বন্ধে কে কি করছে আমি সেইটা বলতে যাচ্ছি না। সেখানে আজকে দেখা যায় ভদ্রলোককে ডি, এম, এবং জি, বিতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট করে রাখা হয়েছে। এবং এই ডি, এমে সপ্তাহে এক দুই দিন চিলড্রেন ওয়ার্ডে উনি দেখাশুনা করেন। এর পরে উনি সার্জারী করবেন। কাজেই এই যে এত বড় একটা সার্জেন তাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারছি না

তার সার্ভিস আমরা ঠিক ঠিকভাবে গ্রহন করতে পারছি না। তার জন্য সরকার মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট কি করছে। সেই ভদ্রলোকের উপর এত বড় বুঝা চাপিয়ে দিলেই, উনি ভাল লোক হতে পারেন, সৎ লোক হতে পারেন, অ্যাফিসিয়েন্ট হতে পারেন কিন্তু একটা ওয়ার্ক লোড রয়েছে। একটা মানুষ তো যন্ত্র নয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে উনার মত এক জন সৎলোক উনার সার্ভিস যাতে আমরা ভাল ভাবে পেতে পারি এবং তার উপর থেকে এই ওয়ার্ক লোড কমিয়ে দেওয়ার জন্য। মাননীয় অধ্য মহোদয়, আমি জানি যে অ্যাসেম্বলি চলছে এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চান যায় সেই কোয়েশ্চানগুলির উত্তরও তাকেই দিতে হয়। কাজেই কি সার্জারী করবেন। একটা মেজর অপারেশন করতে হলে তার প্রিপারেশন নিতে হয়। সেই সময়ও তার নাই। সুপারিন্টেণ্ডেন্টগিরি করবেন না সার্জারী করবেন ? কাজেই সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার এবং ওয়ার্ক বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুষ্ঠ নীতি গ্রহন করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট আজকে আমি শুনেছি যে আগামী শিক্ষা বৎসরে অনেক জুনিয়র স্কুলকে আপগ্রেড করে সেখানে সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হবে এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে পরিণতঃ করা হবে। সেই ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ নীতির অত্যন্ত প্রয়োজন যে কিসের ভিত্তিতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শৈলেশ সোম মহাশয় প্রশ্নোত্তরের সময় তিনি বলেছেন যে কতগুলি সর্ত্ত রয়েছে সেগুলি পূরণ করলে তাহলে সেখানে দেওয়া হয়। এইটা আমি স্বীকার করছি যে এক বৎসরে এক সংগে সেইটা আপগ্রেড করতে পারব না কিন্তু সেখানে দৃঢ় পদক্ষেপ সমালোচনা হোক তাকে ভয় না করে না করে সেইটাকে শেষ করতে হবে। যেখানে দেখা যায় ট্রাইবেল এরিয়া সেখানে হয়তো সবগুলি সর্ত্ত পূরণ হয় নাও হতে পারে ঘর ইত্যাদি যে করে দিতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে তার মধ্যে একটা দুইটা হয়তো তারা পূরণ করতে পারে না সেখানে বিবেচনা করা দরকার সেখানে রিলেকসেশনের দরকার রয়েছে। কোন কোন নাম আমি উল্লেখ করতে চাই না যেখানে কোন সর্ত্ত পূরণ করা হয় নি অথচ সেখানে করা হয়েছে। হয়তো সেইটা হয়েছে বিশেষ বিবেচনা ক্ষেত্রেতে। কিন্তু সেই বিশেষ বিবেচনাটা যদি জানা যায় তাহলে সেইটা আমরাও গিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারি। এবং আমি বলবো ডিপুটি মিনিষ্টারকে কাইগুলি টু টেক নোট এবং উনি তার উত্তর দেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকটা কথা বলছি যে শহরের ভূমিহীন শহরের আশে পাশে এমন অনেক বিধবা রয়েছে তারা মানুষের বাসায় বাসার কাজ করছে, ভূমিহীন তারা দরখাস্ত করেছে, বছরের পর বছর কিন্তু তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিকশা শ্রমিক যারা তাদেরকে রিকশা লাইসেন্সের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। আমি জানি রাণীর বাজার অঞ্চলে কতকগুলি রিকশা শ্রমিক তারা আজকে ৭ বছর যাবত চীৎকার করছে কিন্তু লাইসেন্স পাচ্ছে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরের ভিটি বিক্রী করছে রিকশার মালিক হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে যদি মালিক হলে যদি লাইসেনস পাওয়া যায়। কিন্তু লাইসেন্স আর পাচ্ছে না। ফলে শহরে আসছে পুলিশ তাদেরকে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। এই হলো তাদের ব্যবস্থা। কাজেই প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সরকারী নীতি সেইটাকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠ ভাবে যাতে পালন করা হয় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই বলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আজকে যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলটি এখানে এসেছে, তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, শিক্ষা নীতি এবং সেই নীতি রূপায়নের ব্যাপারে আমার বক্তব্য রাখতে চাইছি।

স্যার, আমরা কেবল ত্রিপুরায় কেন, সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যাপারে যে ছবি দেখছি, এতে এই জিনিষটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যে ভারতবর্ষের শিক্ষার জগৎটা সকলের জন্য নয়—এবং এটা আমরা দেখছি যে শিক্ষা দিনে দিনে, ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে রাখা হচ্ছে, কেবল একটা মুষ্টীমেয় শ্রেণীর জন্য। আমাদের জাতীয় আয়ের ৩·১ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু ফার্দার যে ডেভলাফমেণ্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে, যে ডেভলাপমেন্ট জরুরী প্রয়োজন ছিল, সেই ডেভলাপমেন্টগুলি আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা জগতে নেওয়া হয় নি। স্যার, জরুরী ডেভলাপমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নিতে হয়, তাহলে মোর রিসোর্সের প্রয়োজন, মোর রিসোর্স যে মুহূর্ত্তে দিতে যাবে, নিশ্চিতভাবে তখনই কষ্ট অব এডুকেশান পার পিপল বাড়বে এবং তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি এবং যথাযথ একটা ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিষটা নেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে ভারত-বর্ষের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এমন কিছু লক্ষ্য করতে পারছি না প্রচুরভাবে যাতে দরিদ্র জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে পারে। স্যার, শিক্ষার প্রসারের যে দাবীটা আমরা দেখছি, সেটা মূলত: সংখ্যা এবং মূলগত অধিকারের দাবী, ফলে টিচার্স পিপলস রেসিও যেটা আছে, যেটার কথা সেদিনও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন প্রাইমারী ষ্টেজে ১:৪০ রেসিও, সেই রেসিও উন্নাসিক রেসিও উন্নাসিক এইজন্য বলছি যে এই রেসিও কমানোর প্রয়োজন আছে। কোন স্কুলে ১০/১২ জন ছেলে আছে, সেখানে শিক্ষক দিতে হচ্ছে অথচ কোন স্কুলে বেশী ছেলে আছে, অথচ উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলে এই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি। কেবল সাধারণ একটা প্রশ্নোত্তরে ওয়ান টিচার্স স্কুল কয়টি আছে, সেটাও আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী স্পেসিফিক জানাতে পারেন নাই। কিন্তু স্যার আমরা একটা অবস্থা দেখছি, যে সেই ওয়ান টিচার্স স্কুলের সংখ্যা নগণ্য নয় ত্রিপুরায়। যেখানে ৪০-এর বেশী অনেক স্কুলে ছাত্র আছে, হিসেব নিয়ে দেখুন, আমি হিসেব নিতে বলছি শিক্ষা দপ্তরকে, বহু স্কুল আছে যেখানে ৪০ জনের বেশী ছাত্র সেখানে, শিক্ষক একজন, এই রেসিও মানা হচ্ছে না। আমরা যে জিনিষটা দেখছি, কর্ম্মসংস্থানের কোন সুযোগ এই শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই। আজকে প্রাইমারী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে এবং ইউনিভারসাল প্রাইমারী এডুকেশানের কথা ভারত সরকারও বলেছেন। কিন্তু যে ইউনিভার-সেল প্রাইমারী এডুকেশানের কথা বলা হচ্ছে সেখানে ইউনিভারসেলিটি মোটেই নেই, তা না হলে প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয়ের মাত্রা এত আমরা দেখতাম না। সেই ইউনি-ভারসেলিটির কথা বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে ১৯৭৪-৭৫ সালে অনেক স্কুল বাড়ানো হবে এবং প্রাইমারী শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে জিনিষটা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে এমনিতেই যারা স্কুলে আসছে, তার মধ্যে ৭০ ভাগ ছেলে এই প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করতে পারছে না। আরও বহু ছেলে বাইরে রয়ে গেছে যারা অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে আসছে, সেইগুলিকে স্কুলে আনা এবং অপচয়ের মাত্রা বন্ধ করা এই দুইটি সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে নীতি রূপায়নের প্রয়োজন, সেটা নেওয়ার কোন প্রচেষ্টা বা প্রয়াস আমরা দেখছি না। স্যার দশ ক্লাশ সিলেবাসের কথা আগেও এখানে বলা হয়েছিল। আমি আজকে সেই সম্পর্কে একটু বলছি, অবশ্য সেদিন যে আমি আলোচনা করেছিলাম, তা আমি বলতে যাচ্ছি না, তবে দশ ক্লাশের সিলেবাসে যে খেলার টীচারের কথা বলা হয়েছে, এবং যেটাকে সিলেবাসের মধ্যে একটা সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তাঁরা হয়তো বলবেন যে সেন্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশান এটা উল্লেখ করেছেন যে

এটাকে কম্পালসারী সাবজেক্ট করতে হবে। কিন্তু যখন আমরা কোন সাবজেক্টকে কম্পালসারী করতে যাব, তখন দেখতে হবে স্কুলগুলি প্রপার এসিস্টেনস পাচ্ছে কি না, প্রপার ফেসিলিটিস এবং এসিস্টেনসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, রিকমেণ্ডেশান অব দি কনফারেনস অব এডুকেশানাল সেক্রেটারীজ এণ্ড ডাইরেক্টার অব এডুকেশান, এতে রিকম্যাণ্ড তাঁরা করেছিলেন স্কুলগুলিকে প্রপার এসিস্টেনস এবং প্রপার ফেসিলিটিস দিতে হবে। সেই প্রপার ফেসিলিটিস এবং প্রপার এসিস্টেনসের নমুনা আমরা কি দেখি, গত ১০ বছরে ত্রিপুরার কোন একটা জায়গায়—সাবরুমে, ৪ হাজার টাকার খেলার মাঠের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছিল। খেলার সাজ সরঞ্জাম সরকারী স্কুলে কিছু কিছু দেওয়া হয়, কিন্তু বেসরকারী স্কুলে দেওয়া হয় না, নীতিগুলি দুই একটা স্কুলে প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু একটা প্রগ্রামের ভিতরে যে এটা নেওয়া প্রয়োজন, সেটা করা হচ্ছে না, এই জিনিষটা আমরা দেখছি। সুতরাং যে রিকমেণ্ডেশান, সেই রিকমেণ্ডশানটা পর্য্যন্ত মানা হচ্ছে না—এখানে আমরা এটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি। স্যার, প্রসংগক্রমে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এখানে বলা হয়েছে একটা ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের কথা, ধীরে ধীরে ইউনিভারসিটিতে পরিণত হবে। এটা কাঁঠালের আমসত্বের মত, এর কোন অস্তিত্ব নেই। ইউনিভারসিটি না থাকলে ক্যাম্পাস হয় না, এটা একটা ভাওতা মাত্র জনসাধারণের কাছে। উনারা জনসাধারণকে ভাওতা দিয়ে প্রচার করতে চাইছেন যে আমার ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস করছি। ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস যদি এখানে রূপায়িত হয়, ত্রিপুরার ছেলেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে এখানে আলাদা ইউনিভারসিটি গঠন অতি সত্বর প্রয়োজন আছে। স্যার, ইউনিভারসিটি এডুকেশান, কলেজ এডুকেশান ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন কমিশনের উল্লেখ করতে পারি। জে, পি, নায়ার কমিশন এবং যেটা গজেন্দ্র গাডকার কমিশন, তাঁরাও ইউনিভারসিটি এডুকেশান এবং কলেজ এডুকেশান সম্পর্কে অনেক বলে গেছেন। আমরা শুধু এটাই দেখছি যে প্রিভিলেজড ক্লাশ যারা—একটা মাত্র শ্রেণীর জন্য যে ইউনিভারসিটি এডুকেশান এবং কলেজ এডুকেশান যে চলে যাচ্ছে, তার একটা ইংগীত তাঁরা সেখানে রেখে গেছেন যার ফলে এনটায়ার উইকার সেকশান থেকে ট্যালেনট ছেলে বাছাই করার জন্য তাঁরা বলেছেন। খুব অল্প সংখ্যক অটনমাস কলেজ থাকবে, বিশেষ একটা শ্রেণীর জন্য, সেই অটনমাস কলেজে তারা যাবে। অটনমাস কলেজের কথা অবশ্য বলেছেন গজেন্দ্র গাডকার কমিশান, কিন্তু সেই রিপোর্ট আমরা দেখেছি যে হ্যাভ নট যারা, তাদের জন্য স্কোপ খুব কম, এমন একটা অবস্থায় কলেজ এডুকেশানের অবস্থা কি হতে পারে এবং ত্রিপুরা সরকার কি করতে পারেন? মহকুমা স্তরে কলেজ দিতে পারবেন কি না, সেটা প্রশ্ন না তুললেও, কোন ধরণের কোন ব্যবস্থা করার ক্ষমতা ওদের নেই। কিন্তু কেবল কলেজ শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রাইমারী শিক্ষা ক্ষেত্রে, সর্বস্তরে আমরা এটা দেখছি যার জন্য আপগ্রেড করা যাচ্ছে না। নীচের লেভেল থেকে—নিম্ন বুনিয়াদী থেকে উচ্চ বুনিয়াদী থেকে হাই স্কুল'এ যে রূপান্তর করার প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সমাধানের জন্য, সেই জিনিষটাও করা হচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বলেছেন যে পরিকল্পনা নেই, পরের আর্থিক বছরে এটার কথা চিন্তা করা হবে। এই ধরণের কিছু উত্তর তাঁরা তৈরী করেই রেখেছেন। এছাড়া অন্য কোন উত্তর তাঁদের নেই। শিক্ষা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত সুষ্ঠু পথ তাঁরা দেখাতে পারেন নি।

স্যার, ঐ সংগে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার কলেজগুলিতে সরকারী শিক্ষকদের স্কেলের বৈষম্য যে বৈষম্যের কথা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছিল এবং একটা জবাবেও তাঁরা বলেছিলেন এই বৈষম্য দূর করার ব্যাপারটা তাঁরা দেখেছেন, বিবেচনাধীন আছে। সেই বিবেচনার কথা কিন্তু শেষ হয় নি। এখনও বিবেচনাধীন। ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম যে ইউ, জি, সি, একটা স্কেল দিয়েছে। সেটা বলছে কলেজ টিচার সবাইকে দেওয়া হবে সেম কোয়ালিফিকেশানের ক্ষেত্রে। এটা ত্রিপুরা সরকার দিবেন কিনা সেই সম্পর্কে এখনও তাঁরা চিন্তা করেন নি। এ ধরণের অবস্থা আমরা দেখছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দেখি, সেদিন আমি মন্ত্রী মহাশয়ের একটা উত্তর সম্পর্কে বলেছিলাম, সেটা তিনি বিভ্রান্তিকর উত্তর দিয়েছেন এবং আমি একটা নামের কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং আমি একটা নামেরকথা উল্লেখকরেছিলাম। স্যার, একটা নাম নয়, বহু নাম আছে যাদের ১৭৫ টাকা দেওয়া হয়, এম, এ, যারা অনার্স যারা, যাদের স্কেল ২২৫ টাকা দেওয়ার কথা তাদের ১৭৫ টাকা থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমি কয়েকটা নাম এখানে রাখছি। যেমন কানু গোপাল দত্ত, কৌশিক লাল সাহা, ঝরণা চক্রবর্ত্তী, বীণা চক্রবর্ত্তী, শ্যামলী ভটাচার্য, অর্চনা রায়, দীপক নারায়ণ চক্রবর্তী। এরা সবাই এম, এ, এম, কম। সন্তোষ সরকার এম, কম এবং আরও বহু আছে। স্যার, যেগুলি সম্পর্কে আমরা দেখছি কোন ধরণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি বরং হাউসকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা চালানো হয়। আমি ঐ সঙ্গে আরও দুয়েকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের এখানে যে নতুন মাধ্যমিক যে টেন ক্লাস স্কুল যেটা চালু করা হয়েছিল, এটা চালু করার পরে ছেলেরা বই পায় নি পর্য্যন্ত। সেটা আমি এর আগেও উল্লেখ করেছিলাম এবং বই পাওয়ার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত হয় নাই। কেন এ অবস্থাটা হল? এ অবস্থা হওয়ার পেছনে কি কোন কারণ ছিল তাঁরা তদন্ত করে দেখেছিলেন কি যে বই এর দামও বেড়েছিল এবং আমরা বিশেষ করে দেখি যে ফেবরুয়ারীর পূর্ব্বে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা কেস ভ্যালু ২০ পারসেণ্টের উপর স্থানীয় ব্যবসায়ীকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কেন? কোন অবস্থায় তাঁরা জনসাধারনের কাছ থেকে বেশী পয়সা নিয়েছিলেন সেটা কিন্তু তদন্ত করে দেখা হয় নি। জনসাধারণ এমনিতেই বই কিনতে পারছে না। এর উপর আমরা দেখলাম বই এর যে ফেস ভ্যালু এর উপরেও আরও ২০ পারসেণ্ট বাড়তি দাম নেওয়া হচ্ছে। কেন এই ধরণের অবস্থা এবং শিক্ষা বিভাগ সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কোন ষ্টেপ আজ পর্যন্ত নিতে পারে নি। নিতে পারে নি বলেই আমরা দেখছি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যেটা বিল পাশ হয়েছে সেই বিল পাশ হওয়ার পরেও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে আজ পর্যন্ত চালু হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না আমি জানি না। আমি জানি না যে এই যে ডিরেক্টার রিটায়ার করার পরেও তাকে এখানে বসাবার জন্য এটা স্থগিত রাখা হয়েছে কি না। কেন আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে হচ্ছে না। তারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন কিন্তু কাজে ঐ ধরণের প্রয়াস তাদের নাই। ঐ সংগে স্যার, আমি স্কুল হেলথ স্কীমের দিকটা আর একটু বলতে চাই যে আজকে স্কুল হেলথ স্কীম একটা জিনিষ আছে সেটা মন্ত্রী মহাশয়েরাও বলেন, আমরাও বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি লেখা আছে স্কুল হেলথ স্কীম। কিন্তু ব্যাপারটা কি এবং কোথায় সেই স্কীম আছে আমি জানি না। কেউ জানেন কিনা, কেউ বলতে পারবেন কিনা আমি বলতে পারছি না যদিও এটা স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে পড়ছে। স্যার, স্কুল হেলথ স্কীম একটা অস্তিত্ববিহীন জিনিষ। এর জন্য কিছু পয়সা খরচ হয় প্রতি বছর। গতবার একটু বেশী পয়সা খরচ হয়েছে এবার একটু কম। তারা কিছু করে না। কোন স্কুলে মেডিকেল ইন্‌সপেক্‌শান হয় না যে ছাত্রদের সপ্তাহে একদিন মেডিকেল পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল সেই পরীক্ষা কোথাও হয় না। আমরা দেখি না কোন্ ধরণের ডাক্তারী নির্দেশ ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় কিনা। অথচ এই ছাত্ররা বিভিন্ন ধরণের রোগে ভোগে, আমরা বিভিন্ন সময়ে এই জিনিষটা দেখে থাকি যার ফলে স্কুল হেলথ স্কীম ব্যাপারটাই ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্য হয়ে গেছে। স্যার, এই হেলথ স্কীমের

সেটআপ এর জন্য যা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ যেটা দেওয়া উচিত ছিল এবং সেটা ঠিক কচ্ছে কিনা দেখার প্রয়োজন ছিল, তার কোন ব্যবস্থা নাই। এস, ডি. এম, ও, যিনি সাবডিভি-শন্যাল টাউনে আছেন তাদের যদি বলা যায় আপনারা স্কুলে এসে দেখুন, ছেলেদের একটু পরীক্ষা করে দেখুন, তারা বলবেন যে আমরা তো এরজন্য আলাদা কিছু পাই না। অনেকে এইরকম বলেছেন, প্রমাণ আছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা বলে থাকেন। কারণ হেলথ স্কীমের অধীনস্ত কোন ডাক্তার অথবা চিকিৎসক সেখানে নিয়োগ করা হয় নি যার ফলে তারা স্কুলে ঘুরে ঘুরে তারা দেখতে পারবেন। স্যার, যার ফলে আমরা দেখছি যে উপজাতি বোর্ডিংগুলিতে ছাত্ররা যখন অসুখে পড়ে তখন ডাক্তার তাদের মিলে না এবং কোন জায়গায় এমনও প্রমাণ আছে দুয়েকটা ছেলে মারাও গেছে ডাক্তারের অভাবে, ঔষধের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে। এমনও প্রমাণ আছে যার ফলে ঐ হেলথ স্কীমটা রাখার কোন কারণ নাই। কাজ যদি না হয় তাহলে রেখে কি লাভ ? যদি রাখতে হয় তাহলে ঠিকভাবে রাখার প্রয়োজন আছে। আমি বলি যে এটাকে ঠিকভাবে ঢেলে নেবার বন্দোবস্ত করুন তা না হলে লোক দেখানোর জন্য রেখে বাইরের লোককে দেখালাম যে আমাদের একটা স্কুল হেলথ স্কীম আছে, এর কোন মানে নেই। স্যার, এই সংগে আমি আর একটা জিনিষ বলতে চাই যে জার্ণালিস্ট এক্রেডেশানের যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা আমি এই সঙ্গে উল্লেখ করতে চাইছি যে ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট যারা আছেন তাদের সরকারী এক্রেডেশান দেওয়ার জন্য সারা ভারতবর্ষে যে প্রচলিত বিধি আছে সেই বিধি হচ্ছে বিশিষ্ট পত্রিকার যে সাংবাদিক আছে তাদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করা। এই কমিটি ওয়ার্কি জার্ণালিস্টদের এক্রেডেশান দেওয়ার সুপারিশ করবেন। কিন্তু এখানে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সমস্ত দিক উলটো হয়ে গেছে। কোন নিয়ম তারা পালন করার একটা সামান্যতম ইচ্ছাও দেখা যায় না। এ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কয়েকজন পেটুয়া সংবাদপত্রের সাংবাদিক নিয়ে একটা বোর্ড হয়েছিল। আর ওয়ার্কি জার্ণালিস্টদের পরিবর্তে এই সাংবাদিকদের এক্রেডেশান দেওয়া হল। এরা অবশ্য পত্রিকার মালিকও। এই যে একটা বিদঘুটে অবস্থা সেই বিদঘুটে অবস্থাটা কেন সৃষ্টি হল ? আমি বুঝতে পারি না যে ত্রিপুরা সরকার কোন নিয়মের ধার কি ধারেন না ? প্রেসের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা তারা রক্ষা করবেন না। স্কুলের উন্নতির দিক থেকে যেটা প্রয়োজন, শিক্ষার ব্যাপারে যে বস্তুগুলি প্রয়োজন সেটা দেখার চিন্তা পর্যন্ত তারা করেন না। এমন যে একটা অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে থেকে কোন ধরণের উন্নতি হতে পারে এটা তো বিশ্বাস করা যায় না। স্যার, আমরা দেখছি যে নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্ত গলদ যেমন রয়ে গেছে তেমনি সঠিক নীতি প্রনয়ণের ক্ষেত্রেও গলদ রয়ে গেছে। সঠিক নীতি রূপায়ণের এবং প্রণয়নের এই দুটোর মধ্যে যদি জোর না দেওয়া যায় তাহলে কোন ভাবেই কোন ধরণের উন্নতি সম্ভব হবে না। যা বলবেন তারা মুখে, যেমন এতদিন বলে আসছেন তেমনি বলে কঁলে মানুষকে ভাওতা দেবেন, মানুষ বেশীদিন সেই ভাওতা সহ্য করবে না। এর জবাব মানুষ দেবে।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর বলতে গিয়ে আমি প্রথম শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলছি। আমাদের এই রাজ্যে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কোন নীতি এখন পর্যন্ত সরকারের নেই।

বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা চালু করার আগে, প্রাইমারী শিক্ষার আরও প্রসার আমি যতটুকু জানি যে প্রায় ৫০ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী এই প্রাইমারী শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পায় না ঐ প্রাইমারী স্কুলের অভাবে এবং প্রাইমারী শিক্ষার আগে বালোয়ারী শিক্ষার যে দরকার, কারণ প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার আগে ছোট ছোট শিশুদের মানবিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই ব্যাপক বালোয়ারী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রাইমারী শিক্ষার তুলনায় বালোয়ারী শিক্ষার যথেষ্ট অভাব, কাজেই ব্যাপক ভাবে এই বালোয়ারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর

প্রয়োজনে যে পরিকল্পনার প্রয়োজন, সেটা এখন পর্য্যন্ত নাই। প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার পরও প্রাইমারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে আমার যতটুকু ধারণা এক থেকে দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী এখানকার প্রাইমারী স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করে। কিন্তু প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে কলেজ ষ্টেজ পর্য্যন্ত কতটা ছাত্রছাত্রী যেতে পারে, মাঝখানে ব্যাপক সংখ্যায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অভাবে বা অন্যান্য কারণে শিক্ষার দিক থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়. অর্থাৎ কলেজ স্তর পর্য্যন্ত যেতে পারে না। আর এতদ্ব্যবস্থায় কলেজ এডুকেশান পর্য্যন্ত যারা যেতে পারে, তাদের সংকুলানও আমাদের ষ্টেটের কলেজগুলি দিতে পারে না। তাই এই যে কলেজ স্তরে বা উচ্চতর শিক্ষার স্তরে স্থান সংকুলানের যে অভাব, তার ফলে আমরা দেখছি যে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাছে এই বছরেই বেশ কয়েকজন ছাত্র সিডিউল্ড কাস্টের সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য এসেছিল এবং তাদের সমস্ত দুরাবস্থার কথা জেনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছি যে এভাবে ফল্স সার্টিফিকেট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কেন এই অবস্থার মধ্যে মানুষকে পড়তে হচ্ছে, একটা কাস্ট হিন্দু, সে একটা সিডিউল্ড কাষ্টের সার্টিফিকেট খুঁজ করে? তারা অবশ্য আমাকে বল্ল যে আপনি কি চান না, আমরা কলেজে ভর্ত্তি হই, আমাদের তো কোন সংকুলান হবে না, সিডিউল্ড কাষ্ট হলে হয়তো হতে পারে। এইভাবে মানুষ দুর্নীতির দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে, উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার ফলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়া এগ্রিকালচারেল এডুকেশান, কৃষি শিক্ষা, এরও কোন ব্যবস্থা নাই। আমি ঠিক জানিনা, আমি শুনেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে লবঙ্গ, এলাচ, গোলগোলমরিচ, এসব জিনিষ খুব অল্প জমিতে চাষ করে ভাল মুনাফা পাওয়া যায়। এটা সত্য কিনা, আমি জানি না, তবে শুনেছি। এসবের চাষ যাতে প্রসার লাভ করতে পারে, অল্প পরিমাণ টিলা জমিতে যদি এই চাষ করা যায়, এর যথেষ্ট পরিমাণ দর আছে, তাহলে এই কৃষি পণ্য উৎপাদনের মারফতে অনেক সংখ্যক শিক্ষিত যুবক বা অন্যান্য মানুষ এই সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে এই কৃষি ক্ষেত্রেও কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। আর মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বার বার বলে আসছি যে আমাদের এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংকট, সেই সংকটের সমাধানের জন্য সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং প্রাইমারী এডুকেশানকে বাধ্যতা মূলক স্তরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন আর এই প্রাইমারী শিক্ষার পূর্ববর্ত্তী সর্ত্ত হল বালোয়ারী শিক্ষা, এই শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের এখানে নিত্য নুতন সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। আর ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হল একটা বর্ডার ষ্টেট এবং ১৯৪৯ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও পরে বহু সংখ্যক লোক এখানে প্রবেশ করেছে এবং আজও যে প্রবেশ করছে না বলে কেউ বলতে পারছেন না। কাজেই অনবরত এখানে লোক আসছে, কিন্তু সমগ্র চাপটা বাড়ছে ঐ কৃষির উপর, কাজেই শিল্পের মত একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে যদি এই ব্যাপক সংখ্যক লোককে শিল্পেতে সরিয়ে নেওয়া যায় এবং এই দিক থেকে যে একটা প্রচণ্ড সংকট তাকে সুপরিকল্পিত ভাবে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের বিষয় বস্তু হিসাবে সরকার এটাকে গ্রহণ করতেছেন না, অথবা করতে পারছেন না। ফলে শুধু যে কৃষিতেই সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়, এটা জাতীয় এবং উপজাতীয় ক্ষেত্রেও একটা সংকটের সৃষ্টি করছে। কারণ জমির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ার ফলে অনগ্রসর যে উপজাতি যেহেতু তারা কৃষিতে অত্যন্ত অনগ্রসর, সেই দিক থেকেও তারা প্রচণ্ড কম্পিটিশনের মধ্যে কি কৃষির ক্ষেত্রে কি জমির ক্ষেত্রে সবচেয়ে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত। কাজেই এই জমির উপর চাপ বাড়ার সাথে সাথে তাদের সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, তারা পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে, আর এটাই হল এখানকার সংকটগুলির মধ্যে একটা। এখানে ছোট মাঝারী ধরণের নানাবিধ ইণ্ডাষ্ট্রী হতে পারে. কিন্তু সেটা না হওয়ার ফলে এই ইণ্ডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রেও একটা সংকট দেখা দিয়েছে। আর পুনর্বাসন বা উপজাতিদের উন্নয়ন সম্পর্কে আমি বলছি যে উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটাকে শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে

দেখলেই চলবে না, অর্থনৈতিক সুষ্ঠ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সফলতা খুবই নগন্য। এবং উপজাতিরা বিভিন্ন দিক থেকে আজকে পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া উপজাতিদের যে একটা জাতীয় সমস্যা, সেটাকেও ত্রিপুরা সরকার দেখেও দেখছেন না। এবং এই উপজাতিদের সামাজিক, ভাষাগত এবং জাতিগত যে সমস্যা যে সমস্ত অঞ্চলে উপজাতিরা ঘনবসতিপূর্ণ ভাবে বাস করছে, সেই সমস্ত অঞ্চলে অ-উপজাতিরা যাতে অনুপ্রবেশ না করতে পারেন এবং তারা যাতে একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে ঘনবসতিপূর্ণ ভাবে বাস করতে পারে তারও কোন প্রচেষ্টা নাই এবং ত্রিপুরাতে উপজাতিদের ঘনবসতি অঞ্চলগুলিতে আমাদের ভারতের সংবিধানের ষষ্ট তপশীল অনুযায়ী একটা আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে উপজাতিদের দ্বারা নির্বাচিত কমিটির হাতে তাদের নিজেদের উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ভারত সরকার নিয়োজিত হনুমন্তিয়া কমিশন যে প্রস্তাব করেছে, সেটাও আমাদের ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করছেন না। কাজেই এই উপজাতিরা সেই দিক থেকেও সাঙ্গতিক ভাবে পরাস্ত। শিল্প, কৃষি এই সমস্ত জিনিষ মিলে. এবং উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জাতীয় সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটা সুষ্ট ব্যবস্থা না থাকার ফলে।

পাবলিক হেলথ সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে যথেষ্ট পরিমানে হাসপাতাল বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার বাড়ান দরকার। এগুলি যে অনুপাতে বড়োন দরকার সরকারের এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই। ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলে যে হাসপাতালগুলি আছে সেগুলিতে উপযুক্ত ডাক্তার নিয়োগ করা দরকার এবং ঔষধ পত্র সাপলাই করা যেটুকু হয়. আজকে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র হাসপাতালে থাকা সত্বেও রোগীদের সেই সমস্ত ঔষধ দেওয়া হয় না এবং সাপ্লাইয়ের ত্রুটি দূর করা এবং রোগীদের খাদ্যের আরও উন্নয়নের প্রয়োজন। এই সমস্ত দিক থেকে আজকে হাসপাতাল বা পাবলিক হেলথ সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার। শ্রম সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। শ্রমের নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ— আজকে বিভিন্ন ষ্টেটে যে সমস্ত কথা বিবেচনা করছে কৃষি মজুর যারা আমাদের এখানে আছে কৃষি মজুরদের নিম্নতম বেতন সম্পর্কে সরকার কোন চিন্তা করছেন না। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে কৃষি মজুরেরা যথেষ্ট পরিমান কম মজুরী পায় এবং এই মজুরী বাড়ানোর জন্য তার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এই সরকারের নাই। কৃষি মজুর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সেক্টারে যে সমস্ত মজুর- অবশ্য আমাদের এখানে শিল্প নাই সাধারণ রিক্সা বা বিড়ি শিল্প এইগুলির মধ্যে যে সমস্ত মজুর আছে এরা ছাড়া আর যারা আছে তারা হল কৃষি মজুর। এই সমস্ত মজুর-দের নিম্নতম বেতন নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা ঘটেছে। এবং এর ফলেই আজকে মজুর এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যে আজ ধর্ম্মঘট, হরতাল, ইত্যাদি হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করার একমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। এবং সেই অধিকারকে তারা প্রয়োগ করছে এবং সরকার সেই সমস্ত অবস্থার প্রতি উগ্র মনোভাব গ্রহণ করছেন যা ট্রেড ইউনিয়ন নীতির পরিপন্থী। কাজেই এই সমস্ত জিনিষগুলি বিবেচনা করা দরকার। আর একটা কথা আমি বলব যে লোয়ার ইনকাম গ্রুপ নির্দ্ধারণের সম্পর্কে সরকারের একটা নীতি। হল ২ হাজার টাকা যাদের বার্ষিক আয় যাদের তারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপে পড়ে। (ইন্টারাপ-শান) যাই হউক যাদের ইনকাম ২০০ টাকার কাছাকাছি যাদের বেতন তারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপের মধ্যে গণ্য হয় না। এই নীতির ফলে আজকে ২০০ টাকা হলে সেটা অত্যন্ত কম আয়। বর্ত্তমান জীবন ধারণের মানের যে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যে ভাবে দাঁড়িয়েছে এই নীতির ফলে আজকে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হল ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী যারা তারা। তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যেহেতু তাদের একটা ধারা বাধা বেতন আছে ২০০ টাকা বা দেড়'শ টাকা বা ১৭০ টাকা— কাজেই কোন একটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সার্টিফিকেট জোগার করার তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যার ফলে একটা লোয়ার ইনকাম গ্রুপের তার গণ্য হতে পারে না। যাদের জমি বা অন্যান্য দিকের আছে তাদের আয় ২০০ টাকা হলেও তারা কোন রকমে আয়

মারফত লোয়ার ইনকাম গ্রুপে পরতে পারে। কিন্তু ক্লাশ .ফার এস্‌পলয়ী যারা আছে তারা লোয়ার ইনকামের সুযোগ সুবিধা পায় না। এই লোয়ার ইনকাম গ্রুপ সম্পর্কে আমাদের ত্রুটি আছে। যার ফলে একটা অংশের মানুষ যারা সব চাইতে বেশী যা খাচ্ছে। সেই সম্পর্কে আমি বিবেচনা করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই আলোচনা কতক্ষণ চলবে···

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—১০ মিনিট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এর পর আরও ৩টা প্রস্তাব আছে··

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—হ্যাঁ···

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান বিল নম্বর ৭ সেই সম্পর্কে যে ডিমাণ্ডগুলি সেগুলি আলোচনার পরই সামগ্রিক ভাবে ভোট অন এ্যাকাউন্ট এর বিলটা এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। এটার বিরোধীতার কোন প্রশ্নই উঠে না মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি দেখছি ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্বাসন সম্পর্কে আমি বলছি। স্যার, ত্রিপুরাতে আদিবাসী হউক বা এমনি যারা ত্রিপুরার নাগরিক তাদের মধ্যে বহু ল্যাণ্ডলেস আছে। তারা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত জমির জন্য পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করার পরেও তারা জমি পাচ্ছে না। আমি সেদিন একটা প্রশ্ন করেছিলাম বিলোনীয়ার একটা এরিয়া সম্পর্কে সেখানে সমস্ত জমি দখল করে আজ প্রায় দীর্ঘ ১০ বছর ১২ বছর কিন্তু তারা জমি পাচ্ছে না। সেটা সম্পর্কে মিনিষ্টার বলেছেন যে সরকারের প্রয়োজনে লাগিতে পারে সে জন্য দেওয়া হচ্ছে না। এই কথা আমরা জানি যে ফরেষ্টের ক্লিয়ারেন্‌স পাচ্ছে না—লোংগা জমি, ভাল জমি আজ ১০ বছর যাবত চাষ করছে—ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্‌স দিচ্ছে না। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টেরও কোন কাজে লাগছে না। কাজেই এই সব দিকে যে সব অসুবিধা আমি গত দিনও বলেছিলাম যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যদি প্রেয়োজন থাকে সেটা আমরা চাই না। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বলছে যে ফরেষ্ট ভিলেজ—এই ফরেষ্ট ভিলেন শব্দটা দূর করে দিয়ে ভিলেজার্স'দের ফরেষ্ট যদি করা হয় তাহলে যে সব ভূমিহীন আছে তাহলে তাদের সুবিধা হবে। সেমনি স্যার। ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন শুধু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট-এর ঠেলাঠেলির জন্য একজন আর এক জনকে দায়িত্ব দিয়ে এড়ানোর জন্য এই পুনর্বাসন ঠিক ভাবে হচ্ছে না। এটা ত্রিপুরার একটা বিরাট সমস্যা। এবং এ জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ যদি সুষ্ঠু ভাবে সারা ত্রিপুরার ভূমিহীনদের এবং জুমিয়াদের জন্য তাদের উপযুক্ত ভূমি দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে আরবান এলাকাতে ওয়াটার সাপ্লাই করার কথা আছে। সেখানে উদয়পুরে ওয়াটার সাপ্লাই করার ব্যবস্থা আছে। উদয়পুরে ওয়াটার সাপ্‌লাই হউক সেটা আমরা চাই। সেখানে ওয়াটার সাপ্‌লাই হউক আমরা চাই তেমনিভাবে শান্তি বাজারে, মনুতে রুরেল এরিয়া হিসাবে জল সাপ্‌লাইয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু বিলোনীয়া একটা টাউন সেই টাউন আরবান এরিয়াতেও পরল না আর রুরেল এরিয়াতেও পরল না। সেখানে ওয়াটার সাপ্‌লাই অর্থাৎ পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা দুঃখের ব্যাপার। টিউব ওয়েলে সেখানে জল পাওয়া যায় না রিং ওয়েলে জল পাওয়া যায় না কাজেই সেখানকার লোকের পানীয় জলের অভাব আছে। সেখানে ওয়াটার সাপ্‌লাই একান্ত দরকার। কিন্তু বাজেটে নাই। আমার মনে হচ্ছে এই সব আরবান এরিয়া হিসাবে এই টাউনগুলিতে ওয়াটার সাপ্‌লাই করার ব্যবস্থা করা হউক। আবার সেখানে রুরেল এরিয়া আরও আছে যেখানে ঘন বসতি আছে সেই সব জায়গাতে রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল কোথাও সাকসেসফুল হয় না। সেখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে তথ্য -সংগ্রহ

ধীন আছে। আমি শিলাছড়ি গিয়েছিলাম সেখানে একটা রিং ওয়েল হচ্ছে। সেখানকার মাটিগুলি শ্লেটের মত। রিং ওয়েল করা হয়েছিল—রিং ওয়েলের কনট্রাকটার বাইরে থেকে জল দিয়ে বিল নিয়ে গিয়েছে। দুই দিন জল থেকে আর জল থাকে না। আবার ১০।১২ দিন অপেক্ষা করার রিং অয়েলে চুইয়ে চুইয়ে জল আসে কিন্তু সেটা ব্যবহারের যোগ্য নয়। তেমনি মতাইয়েও একই অবস্থা। সেখানে রিং ওয়েলও হবে না টিউব ওয়েলও হবে না। কাজেই সেখানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে নইলে জনগণ বাঁচবে না। এই চৈত্র মাসে —এবার বর্ষা হয়েছে কিন্তু সে সব জায়গায় দারুন সংকট। তেমনি জোলাই বাড়ীতে একই অবস্থা। পানীয় জলের দারুণ সংকট। বহু পাহাড়ী অঞ্চল আছে সে সব জায়গাতে অফিসারদের যাতায়াত খুব কম। কাজেই সেখানকার চিত্র তারা জানেন না। উল্লেখ করছি বীরেন্দ্রনগর, পুঃ লক্ষীছড়া সেই সব জায়গাতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। সেই সব জায়গাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা যদি সমস্ত কাজ সহরের আশেপাশে বা রাস্তার দুই পাশে যেখানে অফিসাররা যাচ্ছেন বা মন্ত্রীরা যাচ্ছেন বা এম, এল, এ'রা ঘুরাঘুরি করেন সেই সব জায়গাতে লোক দেখানোর জন্য কাজ না করে সুদূর পল্লী অঞ্চলে কার করা উচিত। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—ফিসারী লোন ধরা হয়েছে। আমরা বিগত বছরগুলিতে যে সব ফিসারী লোন দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি ধরণের লোকদের ফিসারী লোন দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। এই লোন দেওয়া হয়েছে—এই ফিসারী লোন নিয়ে অনেকে বাড়ী করেছে জমি কিনছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ফিসারী লোনটা দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে এটাকে কাজে লাগানো হয় না। কাজেই সরকারের এইভাবে লোন দেওয়া উচিত যে সব লোক অন্ততঃ পক্ষে মাছের চাষ করে। মাছ হচ্ছে ত্রিপুরার প্রধান খাদ্য। ত্রিপুরার প্রায় মানুষই মাছ খায়। এই মাছের চাষের জন্য ফিসারী লোন নিয়ে যারা মাছের চাষ করছে না তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। তাদেরকে যদি শাস্তি না দেওয়া হয় অন্ততঃ একটা ইনটেন্স যদি না থাকে তাহলে লোন নিয়ে স্তার নানাভাবে সেইটাকে নষ্ট করবে। আর কৃষি ক্ষেত্রে মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে আমি উদয়পুরে দেখেছি জল সেচের জন্য যে সেচ ব্যবস্থা করা হচ্ছে এমনভাবে যদি তারা ত্রিপুরাতে যেখানে ছড়া নেই যেখানে নদী নেই সেখানে অন্ততঃ শ্লুইচ গেট যদি না করা হয় তাহলে আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ আমরা হতে পারব না। এইটা করলে কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নতি হবে এই আশা আমার আছে এবং সমস্ত টাকা যদি সুষ্ঠুভাবে গ্রামাঞ্চলের লোকের মধ্যে দেওয়া হয় এবং যাতে সর্বত্র সেইটা ছড়িয়ে পড়ে সরকারের সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—নেক্সট আইটেম ইন দি লিষ্ট অব বিজিনেস আই রিসিভড প্রাইভেট মেম্বারস' রিজলিউশন। নাউ আই উড কল অন শ্রী সুধন্ব দেববর্মা টু মোভ হিজ রিজলিউশন অন দি সাবজেক্ট দ্যাট ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, ত্রিপুরা থেকে সমস্ত সি, আর, পি, অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্তার আমার রিজলিউশানটা হলো যে ত্রিপুরার বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে ত্রিপুরা থেকে সমস্ত সি, আর, পি, অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্তার, আমরা আমাদের বাজেট অধিবেশনে এই ত্রিপুরার বিধানসভাতে আমাদের মাননীয় গভর্ণারের ভাষণে শুনেছি যে এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সন্তোষজনক। মাননীয় স্পীকার স্তার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আজকে কি এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে আইন স্বঙ্খলা ভেংগে যাওয়ার মত অবস্থা যে এতো পুলিশ থাকা সত্বেও সি, আর, পি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও ভর্তি।

ত্রিপুরার সর্ব্বত্র আজকে আমরা দেখছি সি, আর, পি গিজ গিজ করছে। কেন? কি প্রয়োজন যে সি, আর, পি সর্ব্বত্র এখানে এনে রাখা হয়েছে? এখানে স্বয়ং মাননীয় গভর্ণর বলেছেন যে আইন শৃঙ্খলা এখানে সন্তোষজনক। তাহলে এই অবস্থায় এখানে সি, আর, পি, রাখা প্রয়োজন আছে কি না সেইটা আজকে ত্রিপুরার মানুষ ভাবছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কয়েকদিন আগে শুনেছি কলিকাতার হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেছে যে রাজ্যগুলিতে সি, আর, পি রাখা সেইটা বেআইনি। কিন্তু এরা বেআইনি কি আইনি এই প্রশ্ন তাদের কাছে নেই। শুধু নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আজকে সি, আর, পি, প্রয়োজন। এই রাজ্যে পুলিশ আছে কিন্তু না তাতে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই আজকে সি, আর, পি আনার প্রয়োজন। কেন? এই সি, আর, পিকে আনার প্রয়োজন আছে তার কারণ আজকে জনতাকে ঠেংগাতে হবে আমরা তার প্রমাণ দেখেছি এই রাইমাশর্মাতে। সেখানে পুলিশকে দিয়ে একটা আতংকের সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না শুধু বাইরে থেকে সি, আর, পি, এনেই সেইটা সম্ভব হয়েছে। কাজেই আমরা সেখানে কি দেখেছি এমন সমস্ত নিষ্ঠুর নির্ম্মম অত্যাচার করেছে যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেখানে আজকে আতংকের সৃষ্টি করা হয়েছে যে যুদ্ধের অবস্থা। সেখানকার মানুষকে কবে শেষ হবে সেই ডম্বুর প্রজেক্ট আরও কত বছর লাগবে কে জানে। কিন্তু সেখানে ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে ঘর ভেংগে দিয়ে সেখানকার লোককে এই ট্রাইবেলরা তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে আতংকের সৃষ্টি করা হয়েছে সেইটা কেবল সম্ভব হয়েছে এই সি, আর, পির জন্য। আরও দেখেছি সেখানে মানুষ সমস্ত ঘটনা যেটা এই হাউসে উল্লেখ করা হয়েছে, কি রকম নিষ্ঠুরভাবে সেখানে তারা অত্যাচার করেছে। একটা ঘটনার কথা আমি বলি যে গজেন্দ্র জমাতিয়ার ঘরে তার মেয়ে ডেলিভারির কেস সে গর্ভ যাতনায় ঘুমরাচ্ছে তার ছেলে অসুস্থ এই অবস্থায় স্যার, এই শীতের দিনে তার ঘর ভেংগে দেওয়া হলো এই সি, আর, পি, দিয়ে। কত বড় নিষ্ঠুর সেই ঘটনা? মাননীয় স্পীকার স্যার, স্থানীয় পুলিশের দ্বারা সেইটা সম্ভব হতো না সেইজন্য সি, আর, পি আনা হয়েছে সেখানে। আর এখানে ধর্মঘটকে ভাংবার জন্য স্থানীয় পুলিশকে তারা বিশ্বাস করেন না তাই তারা সি, আর, পিকে তারা আনবে কর্ম্মচারীদের ঘরে ঘরে সি, আর, পি, পাঠানো হয়েছে। এই জি, বিতে পাঠানো হয়েছে। মিলিটারী বিশেষ অ্যাবনরমেল অবস্থা যদি হয় যদি আইন শৃঙ্খলা নাগালের বাইরে চলে যায় এই অবস্থার যদি সৃষ্টি হয় তাহলে সরকারকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা পুলিশ মিলিটারী নামিয়ে দেয়। কাজেই সেখানে মিলিটারী না নামিয়ে এমন একটা সংগঠন যে সি, আর, পি, মিলিটারী এবং এদের পার্থক্য কোথায় আমি বুঝি না। পুলিশ এবং মিলিটারী তার মাঝখানে একটা সংগঠন যাদের নাম হলো সি, আর, পি, ; সি, আর পি, মিলিটারীরই নামান্তর। কাজেই এই মিলিটারীকে নামানো সেইটা হয়তো লোকের চোখে একটু বাধে কাজেই এই সি, আর, পিকে রাখতে হবে যদি প্রয়োজন হয় এবং এই সি, আর, পি, দিয়েই আজকে এই মিলিটারীর কাজ চালিয়ে দেবে। এবং স্যার, সেইটা করানো সম্ভব আমরা দেখেছি সেইটা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে। আমরা খবর পাই এমন খবর পাই যে কিভাবে এই সি, আর, পি, ত্রিপুরার সর্ব্বত্র যে নারী নির্য্যাতন চালাচ্ছে যে স্বামীকে মারধোর করে, তার স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার

করছে এরা কারা ? যারা এমন সব নিষ্ঠুর কাজ করছে ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদেরকে এখানে কেন রাখছে ? কারন ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা এইখানে এই ত্রিপুরা মানুষের যে আন্দোলন তাকে দমানোর জন্ত এই কর্মচারী তাদের যে স্তায্য দাবী এইটাকে দাবিয়ে রাখার জন্ত এই সি, আর, পির প্রয়োজন এখানে এবং এই সি, আর, পি'র দ্বারা মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের দাবীকে দাবিয়ে রাখতে পারবেন এইটা যেন এই শাসক গোষ্ঠি মনে না করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বেশী বাড়াতে চাই না যেহেতু আজকে এখানে সি, আর, পির প্রয়োজন নাই এই সি, আর, পিকে যেন তারা বিদায় দিয়ে দেন এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রোলিং পার্টি থেকে কেউ বলবেন না ?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— কালকের এই তিনটা রিজিলিউশন আছে আজকের এজেনডায় ডিসকাশনটাকে ডেফার করে কালকের জন্ত রাখা হয়েছে বাকীটা যেটা ছিল। আমার যা মত স্যার, এখনের বক্তৃতার পরে আবার আজকের যে এজেনডাতে যে তিনটা রিজিলিউশন ছিল সেই রিজিলিউশন ডিসকাশনে আসুক সেইটা দিয়ে আজকের দিনে যা হলো তারপর বাকীটা ডেফার হয়ে কালকে যাবে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— এইটাতো প্রাইভেট রিজিলিউশনের উপর চলছে।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাবটা এসেছে তাকে নিয়ে যে বক্তব্য রাখলেন, তার যৌক্তিকতা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তার কারণ হচ্ছে যে, আজকে দেশে লোকসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের কাজ যে ভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে সমস্যাও বৃদ্ধি হচ্ছে। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য একটা সমস্যা-সঙ্কুল অঞ্চল। অবশ্য এখন আমরা পাশে বাংলাদেশকে বন্ধু সুলভ রাষ্ট্র হিসাবে পেয়েছি। কিন্তু তাহলেও এটা ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে আমাদের একটা সীমান্ত অঞ্চল। আর এদিকে যদিও অন্ত অঞ্চলে আগের মত ব্যবস্থা নাই, তাহলেও আজকে আমাদের মিজোরামে কিছু কিছু সমাজ বিরোধী কাজ চলছে। এবং কিছুদিন আগেও আমরা দেখলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে কিছু পুলিশকে সেখানে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সময় সময় এখানেও দেখা যায় যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বা কোন সময় বার্মার অঞ্চল থেকে হঠাৎ হঠাৎ কিছু সমাজ বিরোধী লোক এসে এই রাজ্যের অভ্যন্তরে বা সমস্ত দেশটায় একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সেখানে লোক রাখতে হবে। সেই লোকদের যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে সীমানার অভ্যন্তরে কাজ চলার জন্ত সেখানে ফোর্স রাখতে হবে। তার মানে যাই হউক না কেন এবং ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যদি কোন ছোট-খাট ঘটনা ঘটে, আজকে যদি ডাকাতিও হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়, পুলিশ যায় নি কেন ? একদিকে যেমন একদলের সি, আর, পি, ভীতি আছে, ঠিক তেমনি আর এক দল আছে যারা শান্তি কামী লোক। তারা চায় যে, তাদের যতটুকুই বিও থাকুক,

তারা শান্তিতে বাস করতে চায়। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরায় আর্মড পুলিশ ফোর্স থাকা প্রয়োজন। এবং সে জন্যই যেহেতু আজকে আমাদের দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। সেই জন্য তার যে সীমানা নির্ধারণ করার যে ফোর্স, তার জন্য সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স, বর্ডার সিক্যুরিটি ফোর্স, এই ধরণের বিভিন্ন দেশের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সেই কাগজগুলিকে করা হচ্ছে। এবং সেই জন্য মিলিটারীর মধ্যেও যারা এই ধরণের পোষ্টে থাকেন বা যারা বি, এস, এফ, বা সি, এফ এতে আছেন, তাদের যে ফোর্স তারা কখনও কখনও এখানে আসেন। এবং একটা দল আসলে পরে আর একটা দল চলে যায়। কাজেই আজকে ভারতবর্ষে যা হচ্ছে এমন লোক চিরদিনের জন্যই একটা খারাপ অঞ্চলে থাকবে, আর একদল ভালো অঞ্চলে থাকবে এ অবস্থায় তা হয় না। কাজেই যেটা আর্মড ফোরসের মধ্যে আছে সেই জন্য কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে সেখানে করা হয়েছে। এবং ত্রিপুরাতে এই সি, আর, পি বলে যারা থাকছে, তারা স্থায়ী ত্রিপুরার লোক নয়। কোন জায়গায় এই ধরণের ব্যবস্থাকে একটা করে দেওয়া হয়। তারা ছয় মাস করে থাকেন, তারপরে চলে যান। আর একদল আসে। তাহলে যে নামেই যে লোক আসুক না কেন, আমাদের লোক আসতেই হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে বিশেষভাবে সীমানার অভ্যন্তরের দিক দিয়ে বিভিন্ন আর্মড ফোরস, সি, আর, পি থাকা উচিৎ, বি, এস, এফ থাকা উচিৎ। এবং সেটা সরকার নির্ধারণ করবেন যে কি অবস্থায় কি পরিমাণ লোক ত্রিপুরার অভ্যন্তরে রাখা দরকার। যদি তিনি মনে করেন যে নরম্যাল পুলিশ ত্রিপুরার বর্ডারে থাকবে, কিংবা এই পরিমাণ, এই সংখ্যার লোক থাকবে তাই সরকারকে সেই মতে চলতে দেওয়া উচিৎ। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষা করার জন্য এবং বাইরেও যদি ছোট-খাট ডাকাতি হউক বা ছোট-খাট কোন রাহাজানির ঘটনাই হউক সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মোকাবিলা করার জন্য। কাজেই সেইদিক থেকে ত্রিপুরা সরকার সি, আর, পি, বি, এস, পি বা যে ধরণের ফোরসই আসুক না কেন, তাদের এনে সেই জিনিসটাকে রাখবেন। কাজেই সেজন্য সি, আর, পির প্রতি যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ, স্যার, আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই অ্যাসেম্বলীতে, এই বিধানসভার ফ্লোরে কমপ্লিট অনেক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নারী ধর্ষণ, রাহাজানি ইত্যাদি। যেটা নাকি পুলিশ, সি, আর, পি, করেছে। কিন্তু একজন সদস্যও ওদের দিক থেকে উঠে দাঁড়ালেন না এই নারী ধর্ষণ, এই সি, আর, পি'র অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলতে। এবং আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, নারীদের ইজ্জৎ সম্পর্কে ওদের ধারণা কি মাত্রায়ই ডিটরেট করেছে।

(গণ্ডগোল)

এবং প্রতি সেসনে এ ধরণের ঘটনা বইয়ে উঠছে। সেই ভুইশীমা কলোমা ভারতী রিয়াংকে ধর্ষণ করছে। সেই অঞ্চলের পুলিশ ফাঁড়ি আছে, তাদের জন্য মদ দিতে হবে, মেয়ে দিতে হবে, এই দাবী তাদের। সেই সোনামুড়ার রাঙ্গামাটির মুকরেজা বিবি সি, আর, পির হাতে ধর্ষিত হল। এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা তুলে ধরা হল। কিন্তু তাদের দিক থেকে সহানু-

ভূতিত দূরের কথা নারী জাতির সম্বন্ধে যে সম্ভ্রম বোধ, সি, আর, পি, ও পুলিশ সম্পর্কে তাদের যে ধারণা সেটাও আমরা সাধারণ মানুষ হিসাবে আশা করতে পারি না; এবং এই প্রসঙ্গে আমি এই রকম যে ২/৪টা ঘটনা ঘঠছে, সেটাকে আমি সরকারের দৃষ্টি গোচর করতে চাই। ধর্ম্মনগরের এস, ডি, ও অফিস, সেখানে সি, আর, পি, ক্যাম্প নিয়োজিত করা হয়েছে। মটর ষ্ট্যাণ্ডের নিকট সি, আর, পি, ক্যাম্প আনার পর এই ধর্মনগর শহরের যুবতী মেয়েরা, ভদ্র মহিলারা দিনে—রাতে সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। নবেম্বর মাসে জৈনকা ভদ্রমহিলা রিক্সা করে যাচ্ছিলেন, তখন দুইজন সি, আর, পি রিক্সার উপর ঝাপিয়ে পড়ল, এবং সেখানকার জনসাধারণ এসে তাকে সি, আর, পির আক্রমণ থেকে এই ভদ্রমহিলাকে রক্ষা করল। এবং তাদের ধরে থানায় হাজির করল। তারপর সেই সি, আর পি ক্যাম্পের লোকেরা এসে থানা ঘেরাও করে ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। সেই যে মহিলার ইজ্জৎ বিপন্ন হয়েছিল এবং যারা সেই ইজ্জৎ নিয়ে টানা-টানি করেছিল ওদের কোন বিচার হল না। সেদিন রাতে টি, আর, টি, সি, অফিসের সামনে ঠিক এই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। একজন যুবতী মেয়ের উপরে ওরা আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আশে পাশের দোকানদারগণ যারা ছিল তারা সেটাকে প্রতিরোধ করে। ওরা পালিয়ে গেল। শনিবার সন্ধ্যায় অফিস টিলায় থেকে দুজন সি, আর, পি, দুজন যুবতী মেয়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, এবং পথচারী মানুষ এসে সেটা প্রতিরোধ করে। এমনি ধরণের ঘটনা ধর্মনগর শহরে দিনের পর দিন হচ্ছে। সম্ভবত: এটা ধর্মনগরের যাঁরা নির্ব্বাচিত এম, এল, এ, তাঁদের জানা আছে। এবং সেই ধর্ম্মনগরের টিলার নীচে যে জলের টিউবটা, যে জলের কলটা আছে, ওখানে যে রিংওয়েলটা আছে সেখানে তারা স্নান করতে যায়। এবং সেই রিংওয়েল থেকে শত শত মহিলারা সব সময় জল নেয়। অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় সাবান মাখে, কাপড় ধোয়, স্নান করে কাজেই এই সব ধরণের অভিযোগ বার বার করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন বিহীত ব্যবস্থা করা হয় নাই। ধর্ম্মনগর শহরের উপর এই ধরণের কাণ্ড-কারখানা দিনের পর দিন রাস্তার উপরে হচ্ছে। এগুলি কংক্রীট ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ, স্যার, আমি শুধু একটা জায়গার কথা উল্লেখ করব। এবং গত সেসন গুলির প্রত্যেকটা সেসনে এক একটা কংক্রীট ঘটনা, সেগুলি হচ্ছে নারী ধর্ষণের ঘটনা। যেটা হচ্ছে সব চেয়ে বেশী সেনসেটিভ, কিন্তু সেটা ওদের চিন্তায় এটা আশা করতে পারি সি, আর, পিকে থাকা এবং দেখা গেছে মাননীয় মন্ত্রী বললেন নারী ধর্ষণ করে যদি আইনের আওতায় বেঁচে যেতে পারে তাহলে ক্ষতি কি। এত নির্লজ্জভাবে এরা বলাত্ত পারে। কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে নির্লজ্জের মত দম্ভোক্তি, যারা র‍্যাপ করে, যারা রাহজানি করে, যারা নারী ধর্ষন করে, তাদের পক্ষে আমরা আছি। এই তাদের একজন মন্ত্রীর, এই তাঁর একটা নির্লজ্জ উক্তি। সি, আর, পি করে রাখছে। গত ২৬ বছরের ভারতের বাজেট, যে বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে। ঘাটতিকে সমৃদ্ধ করছে, তাদের পুলিশ, সি, আর, পি, এবং মিলিটারী। অন্যান্য খাতে বাজেট কমে যাচ্ছে, আর ওদের জেলের বাজেট বাড়ছে, কাঁটা তারের বাজেট বাড়ছে। আমাদের উপর আক্রমণ। কারণ গণশক্তির বিরুদ্ধে যে শাসক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসের যে বাহিনী তারা পুলিশ মিলিটারী ইত্যাদি এবং মিলিটারীকে পর্দ্দার আড়ালে রেখে প্যারা মিলিটারীর মত সি, আর, পি,কে হাজির করেছে সারা ভারতবর্ষে। প্রত্যেক রাজ্যে আমর্ড

পুলিশ আছে। তাতেও কেন্দ্র নিরাপদ বোধ করতে পারছে না, কোন্ মুহূর্তে কি হয়ে যায়। কাজেই ওদের গ্যারান্টির জন্য কেন্দ্রের যে বুর্জোয়া শাসন দণ্ড রাজ্যে রাজ্যে ওটাকে নিরাপদ রাখার জন্য রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রের রিজার্ভ বাহিনী রাখা হয়েছে। রিজার্ভ বাহিনী রাখা হয়েছে এই যুক্তিতে যে ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের জন্য রাখা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি গোটা ভারতবর্ষে যেখানে তারা গেছে ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের একটা ক্রাইসিস তারা ঘটিয়েছে। ঐ নাগা ল্যাণ্ডে কিছুদিন আগেকার ঘটনা। নাগা যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তাকে হত্যা করেছে। সেজন্য নাগা ল্যাণ্ডের যে ট্রাইবেল লীডার, ট্রাইবেল এম, এল, এ, তারা সিগনেচার করে যুক্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছেন যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যখন একজন মহিলা তখন নাগা ল্যাণ্ডের একজন যুবতী তার ইজ্জত, তার সম্ভ্রম, তার চেসটিটি বিঘ্নিত হচ্ছে। কাজেই তারাই ল' অ্যাণ্ড অর্ডার এবং এমন কি মানুষের ইজ্জত বিপন্ন করছে। কাজেই ল' অ্যাণ্ড অর্ডার তো দূরের কথা উল্টো ল' অ্যাণ্ড ক্রাইসিস সৃষ্টি করছে। সি, আর, পি, এর একটা মেগাজিনে বলা হয়েছে ক্যাপশান দিয়ে—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত……" অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হবে সেখানেই তোমরা হবে অবতার, শ্রীকৃষ্ণের মত। ওদেরকে বোঝানো হয়েছে যে অধর্ম্ম যখন আসবে তখন সি, আর, পি, ধর্ম্ম স্থাপন করার জন্য কলির কৃষ্ণরূপে হাজির হবে এবং গোটা ভারতবর্ষের উপর যে ওদের অত্যাচার আমরা লক্ষ্য করছি এবং কলির শ্রীকৃষ্ণ হিসাবে ওদেরকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। সর্বত্র আমরা লক্ষ্য করছি যেখানে সংগ্রাম, যেখানে জনগণের আন্দোলন সেখানেই এসে তারা হাজির হয়। কালকে দেখেছি গাড়ী ভর্ত্তি হয়ে হাতে সাব-মেসিনগান নিয়ে আগরতলা শহরে তাদের ঘোরানো হচ্ছে। কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটেছে কি যেখানে তাদের কোন কাজ করতে হয়েছে। করতে হয়নি এই জন্য যে ধর্মঘটটা ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ঐ লীগের গুণ্ডা বাহিনীর চাইতেও অনেক বেশী সুসংগঠিত ছিল ওয়ার্কাসরা। কোন প্ররোচনা তাদের দিক থেকে ছিল না। কিন্তু ওদের দিক থেকে প্রোভোকেশান দেওয়া হয়েছে লাইট মেসিনগান হাতে নিয়ে। আমি শুনেছি যে লবীতে কংগ্রেস সদস্যরা বলছেন যে আমাদের ভদ্রমহিলারা যারা স্কুলে চাকরী করতে যাবেন তাদের ইজ্জত পর্যন্ত আজ বিপন্ন। সি, আর, পি, এর যেখানে পিকেট বসানো হয়েছে সেখানে তাদের ইজ্জত, তাদের মান সম্মান বিপন্ন। জি, বি, তে আমরা দেখেছি সেই জিনিষ। হরিজন কলোনীতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। সেখানে এগ্রয়ীদের এনে রথীন দত্তের চেম্বারে থ্রেট করা হয়েছে সি, আর, পি, অফিসারের সামানে যে তোমরা ধর্ম্মঘট করতে পারবে না। কাজেই সেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হিসাবে লীগেল গুণ্ডা বাহিনীকে দিয়ে সি, আর, পি, বি, এম, পি দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ৪০ ইউনিট সি, আর, পিকে নামানো হয়েছিল গুজরাটে। কিন্তু সেখানকার এম,এল, এ দের বাঁচানো যায় নি। কংগ্রেস মিনিষ্ট্রিকে রক্ষা করা যায় নি। জনরোষ সেখানে দুর্বার। সেখানে সি, আর, পি, মিলিটারী, পুলিশ দিয়ে জনরোষকে দমন করা যায় নি। কাজেই গুজরাট তার নজীর। কালকে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানকার যারা আমর্ড পুলিশ তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়নি; সি, আর, পি এর হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে কারণ ওরা আমাকে চিনে না, সংগ্রামী মানুষকে চিনে না। কেবল গুলি করে যাও। এ রাজ্যের জল হাওয়ায় যারা মানুষ তাদের সিম্প্যাথি আছে, তাদের দরদ

আছে, তারা কোন গুণ্ডা বাহিনীর সর্দারদের নির্দেশ মত যেখানে সেখানে আক্রমণ করতে পারবে না একটা মুহূর্তের জন্য হলেও তারা চিন্তা করবে এই ত্রিপুরার জল হাওয়ায় যারা সংগ্রাম করছে তারাও মানুষ, আর আমরা যারা সংগ্রামকে ভাঙছি আমরাও মানুষ। কি স্বার্থে? কি স্বার্থে? আমরা লক্ষ্য করেছি উত্তর প্রদেশে সেই পুলিশ বিদ্রোহ। সেখানে কলেজের ছাত্রদের পেটানোর জন্য পুলিশ রাজী হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আনা হয়েছিল, তখন তারা রিভল্ট করতে বাধ্য হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার জল হাওয়ায় যারা মানুষ, যে পুলিশ, তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে অস্ত্র ধরতে দিলে অস্ত্র হয়ত ঘুরে যেতে পারে। আতংকে ওঁরা কাপছেন। কারণ দিল্লী থেকে ভাড়া করে সি, আর, পি আনতে হবে। কারণ তারা ওদের চিনবে না এবং লক্ষ্য করছি কালকে এমন এক ঘটনা। ওরা দালালদেরও চিনছে না মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার গাড়ী করে ধর্মঘট ভাঙার জন্য। তার যে ড্রাইভার, কালকে আগরতলা শহরে মুখ্যমন্ত্রীর ড্রাইভারকেও আমরা দেখেছি ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ঐ দালালদের যে ড্রাইভার তাদেরকেও সি, আর, পি, পেটাচ্ছে। কে শত্রু কে মিত্র এটাও ওরা চিনে না। কারণ ওদের একটাই ক্রাইটেরিয়া যে ডাণ্ডা মার, কোন লোক চেনার দরকার নেই। এই তাদের সার্ভিস। কাজেই সেখানে শাসক গোষ্ঠীর বুর্জোয়া জমিদারদের যারা সংগ্রামের বিরুদ্ধে, মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই এর বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র আশ্রয় এই পুলিশ, ঐ গুণ্ডা, ঐ মেশিনগান, ঐ সি, আর, পি। ত্রিপুরা রাজ্যের আমর্ড পুলিশ, ত্রিপুরার সাধারণ পুলিশ, ত্রিপুরা রাজ্যের হোম গার্ড এত বাড়িয়েও এঁরা নিরাপদ বোধ করছেন না। কাজেই দিল্লীশ্বরীর কাছ থেকে তাদের বিশেষ করে ভিক্ষে করে আনতে হবে আমাকে আরও কিছু সি, আর, পি, দাও, আমাকে বাঁচাও, আমরা ডুবছি। আরব সাগরের তীরে গুজরাটের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বাঁচতে পারেননি, ওঁদের মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর মিটিংএ সি, আর, পি, রক্ষা করতে পারে নি পুনাতে। কাজেই আজকে গোটা ভারত বর্ষের বিক্ষোভ যখন উত্তাল তখন সি, আর, পি, পুলিশ মিলিটারী ওদের রক্ষা করতে পারবে না এই বিশ্বাস আমাদের আছে। কাজেই আমরা আগে থেকে হুশিয়ার করে দিতে চাইছি, ত্রিপুরার জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে. ইজ্জতের স্বার্থে এবং তাদের ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের কোয়েশ্চান যখন জনগণের কাছ থেকে নয়, ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের কোয়েশ্চান আসছে মেমনী শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে এবং ওঁদের নিরাপত্তার জন্য, ওঁদের স্বার্থে ত্রিপুরার মানুষ বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওরা সি, আর, পি,কে পোষণ করছে, অতিরিক্ত বি, এম; পি, বি, এস, এফকে তারা পোষণ করছে এবং ত্রিপুরার বাজেটের মধ্যে গরীব রাজ্যের বাজেটের মধ্যে একটা ড্রেনেজ তারা করছে ডাকাতদের জন্য, রাক্ষসদের জন্য। এই জন্য আমি বলছি যে ত্রিপুরা থেকে সি, আর, পি, প্রত্যাহার করা হোক।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে রিজলিউশান এসেছে এর কোন অর্থ নাই বা কোন মূল্য নাই। সেজন্য এটাকে গ্রহণ করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা নারী ধর্ষণ কারী, যারা উশৃঙ্খল, যারা সমাজের সর্বত্র শান্তিতে বাধা তাদের জন্য মিলিটারী। তারাই ভয় পায় পুলিশ মিলিটারী সি, আর, পি, দেখলে। পুলিশ মিলিটারী সি, আর, পি রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য থাকে। শান্তি যেখানে বিঘ্নিত হয় সেখানেই

তাদের প্রয়োজন পড়ে। তাই আমি বলছি শান্তি বিঘ্নকারী যারা, যারা উশৃঙ্খলকারী তারাই ভয় পায় সি, আর, পি, দেখলে। একজন সদস্য বলেছেন নারী ধর্ষণ করেছে তেলিয়ামুড়ায় না কোন্ জায়গায়। উনি যদি সামনে থাকতেন তাহলে কি করে এই ধর্ষণ দেখলেন? উনি আবার গীতার বাণী উচ্চারণ করেছেন আপনারা জানেন মহাভারতে সেই দৃশ্য দেখতে পারেন নি বলেই ভীম দুঃশাসনকে এবং দুর্যোধনকে শাস্তি দিয়েছিলেন রক্ত পান করে এবং উরু ভেঙে। সুতরাং আপনি কেন বাধা দিলেন না।? সুতরাং হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এই সমস্ত কথার অবতারণা করেছেন। কাজেই সত্য তথ্য পরিবেশন করাই ভাল। সুতরাং অযৌক্তিক যে তথ্য অন্যান্য সদস্যদের বদনাম করে বলেছেন সেটা ঠিক হয় নাই। সুতরাং আমরা এতটুকু নির্লজ্জ নই যে এই রকম ব্যাপারে আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকব। সুতরাং মাননীয় সদস্যের কথায় বাধ্য হয়ে প্রটেষ্ট করতে হল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের রাজ্যের ভিতর এবং বাইরে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কারণ এমন সময় একদিন ছিল এবং এখনও সেই সময়টা দূর হয়ে যায় নি যে তারা চার দিকে শত্রু বেষ্টিত নয়. কোন এক সময়ে চীন ভারতকে আক্রমণ করেছিল, তাদের সেই অহেতুক আক্রমণ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যেও রেহাই পায়নি। আর তারই জন্য এখানে পুলিশ রাখার এবং মিলিটারী রাখার প্রয়োজন ছিল এবং সেই আক্রমণ থেকে যে ত্রিপুরা এখনও রেহাই পাবে, এটা আমার বিশ্বাস করতে পারি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কিছুদিন আগেও আমাদের রাজ্যের বুকে মিজো আক্রমণ হয়েছিল, তাতে আমাদের যে একটা বিরাট পরিকল্পা, ডুম্বুর পরিকল্পনা, সেখানেও তারা বেশ কয়েক বার আক্রমণ করেছে তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যে ব্লকগুলি আছে, সেগুলির মধ্যেও মিজোর আক্রমণ হয়েছে। অথচ উনারাই আবার ঐ উপজাতিদের অনেক সময়ে গদগদ হয়ে যান, কিন্তু সেই উপজাতিদের জন্য আজকে যেসব টি, ডি, ব্লক আছে, সেগুলিতে মিজোদের দ্বারা আক্রমণ হয়েছে এবং সেই আক্রমণের পিছনে যদি এখানকার যারা সমাজদ্রোহী, তাদের যদি উস্কানি না থাকে, তাহলে তারা আজকে কেন এই পুলিশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, কেন সি, আর, পির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় যে তাদের যোগসাজসে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে আর তার জন্য আমাদের এখানে সি, আর, পি কেন, মিলিটারীকেও রাখা যেতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজের মধ্যে উৎশৃঙ্খলতাকারী একটা মানুষের দল দিনের পর দিন উৎশৃঙ্খলতা বাড়িয়ে চলেছে। যেমন আজকে খাদ্যের সমস্যা নিয়ে, যেটা নাকি পৃথিবীর একটা সমস্যা, আজকে যেভাবে সারা পৃথিবীর মধ্যে যে একটা খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে একটা হাহাকার উঠেছে, তা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্যের নামে একটা উৎশৃঙ্খলতার উস্কানি দিচ্ছে এবং ত্রিপুরাতেও সেই দাবী নিয়ে একটা অসম্ভব কল্পনা করা হচ্ছে যে আমাদের কংগ্রেস সরকারকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যদি আমরা একটা অন্য সরকার আনতে পারি, অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সরকার যদি আনতে পারি, তাহলে খাদ্যের দাবী আমরা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেব। এই অহেতুক মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করার তাদের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটাকে দমন করবার জন্য বা সেই উৎশৃঙ্খলাকে দমন করার জন্য এখানে পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগেও আমরা এই হাউসে দেখেছি যে আমাদের বিরোধী

পক্ষের যে সমস্ত সদস্য রয়েছেন, তারা এই হাউসকে একবার অবহেলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের ভালবাসাকে, মানুষের বিচার এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার রূপায়ণকে ব্যহত করবার জন্য তারা কয়েকবার এখানে হামলা চালিয়েছেন যার ফলে আমাদের এই হাউসের কার্য্যকলাপ চালাতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই, তারা এই রকম বাধা দিয়েও আমাদের কাজকে আটক রাখতে পারেন নি। কারণ আমরা মানুষের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি এবং আমরা মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবিরত চেষ্টা করে আসছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আর একদিনও বলেছি যে আমাদের এই হাউসে যে ন্যায়দণ্ড আছে, যেটা সারা ভারতে তথা সারা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারের দণ্ডরূপে প্রখ্যাত, সেই ন্যায় দণ্ডকেও তারা অপহরণ করতে চেয়েছিল। কাজেই এই রকম উৎশৃঙ্খলতার সৃষ্টি যারা এখানে করতে পারে, তারা বাইরে সেই উৎশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করতে পারে এবং পারে বলেই আমাদের এখানে পুলিশী ব্যবস্থা থাকবে না তো কোথায় থাকবে, এখানে সি, আর, পি থাকবে না কেন। সুতরাং আভ্যন্তরিন যে বর্ত্তমান গোলমাল, এটা অতীতেও চলে এসেছে, আবার ভবিষ্যতেও চলবে, এই রকম আশঙ্কা নিয়ে আমাদের এখানে সি, আর, পি রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, পুলিশী ব্যবস্থাকে আর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়া আরও কতগুলি ঘটনা সেই বিলোনীয়া থেকে আরম্ভ করে সাবরুম থেকে আরম্ভ করে, অমরপুর থেকে আরম্ভ করে এই সদরের সীমান্ত অঞ্চলে ঘটেছে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাকাতি এবং চুরির পর্য্যায়ে পড়ে। সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধী পক্ষের কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পুলিশী ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা হউক। কাজেই পরের বেলায় মিলিটারী ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা যেতে পারে, চোর ডাকাতের বেলায় পুলিশ, সি, আর, পির ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার কথা উনারা বলতে পারেন, আবার আর এক সময়ে বলেছেন যে না সি, আর, পির কোন দরকার নাই, এই যে তাদের বক্তব্যের মধ্যে কন্ট্রাডিক্টরী, এটা কি করে হতে পারে, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। তারা অবশ্য সময় বুঝে সাধারণ মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে তার জন্যই হয়তো সি, আর, পি উচ্ছেদের কথা বলেছেন। তাই আমি এই হাউসের সামনে এই অনুরোধ রাখব যে সি, আর, পি হচ্ছে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবার প্রয়োজন আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের রাজ্য যে কয়টা দুর্গতির মধ্যে পড়েছিল যেমন বন্যা এবং খরা, সেই সময়েও এখানকার সি, আর, পি, এবং পুলিশের আমাদের প্রয়োজন পড়েছিল। আমরা দেখেছি এই আগরতলা শহরের চারদিকে যে একটা বাঁধ রয়েছে, সেটা যাতে বন্যার সময়ে ভেঙ্গে না যায়, তার জন্য সেটাকে রক্ষা করার জন্যও তাদেরকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। সুতরাং মানুষের শান্তির জন্য অথবা যে সমস্ত নৈসর্গীক বিপদ আপদ ঘটে, সেখানেও আমাদের পুলিশ বাহিনীর দরকার হয়। সুতরাং এখানে সি, আর, পি, থাকলেই যে আমাদের একটা বিরাট সমস্যা হবে, এটা আমরা মনে করতে পারি না। বরং যারা এখানে বিপদগামী বা উশৃঙ্খলতাকামী, যারা নারী ধর্ষন করে বা যারা কু-মনোবৃত্তি নিয়ে সমাজের মধ্যে কাজ করতে চান, তারাই এই

পুলিশকে এবং সি, আর, পি,কে ভয় করতে পারে, অন্য কারো ভয় করার মত কোন কারণই থাকতে পারে না। তাই আমি বিরোধী দলের মাননীয় বন্ধুগণকে বলব যে আপনারা এই পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে আসুন আমাদের সঙ্গে, একসঙ্গে যাতে এই রাজ্যের মানুষ সুন্দর এবং শান্তির পথে চলতে পারে আমরা সেইভাবে সবাই মিলে কাজ করি এবং তা করতে গিয়ে এখানে যদি সি, আর, পি,র প্রয়োজন হয়, তাহলে সি, আর, পি, রাখব, পুলিশের প্রয়োজন হলে পুলিশ রাখব, মিলিটারী রাখব। এই বলে তাদের যে রিজলিউশান, তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাধারমন নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভাতে বিরোধী পক্ষ থেকে এই রাজ্য থেকে সি, আর, পি, প্রত্যাহার সম্পর্কে যে রিজলিউশানটা আনা হয়েছে, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দুই বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে আমাদের এই বিধান সভার এবং প্রথমে এই বিধান সভায় এসে বিরোধী পক্ষের থেকে যে সমস্ত কথা শুনেছিলাম, আজও সেই কথাগুলিই বার বার পুরানো রেকর্ডের মত তারা বলে যাচ্ছেন। কাজেই তাদের বক্তব্যের মধ্যে নতুনত্ব কিছু আছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আজকে সি, আর, পি,র অত্যাচার সম্পর্কে উনারা যে কথাগুলি উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি দুই বছর আগেই হয়েছিল এবং সেগুলি বহুবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। যদি কোথাও হয়ে থাকে সত্যি সত্যি। ধর্মনগরে সম্পর্কে আজকে মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে উদাহরণ রেখেছেন—উনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছেন। কারণ আমরা ধর্মনগরের মানুষ আমরা এই কথা শুনি নাই। কাজেই অসত্য কথা পরিবেশন করা এবং অসত্য কথা বলা এটা তাদের স্বভাব, স্বভাব বলেই তারা এই সমস্ত কথা বলছেন। শতকরা সব কথাই এই দুই বছরের আমরা পর্য্যালোচনা করে দেখি তাহলে আমরা দেখব সত্যের কোন স্থান নাই। যেমন একটা কথা আগেও বলেছেন—গতকাল আগরতলা সহরের উপর মেসিনগান নিয়ে মিলিটারী টহল দিয়েছে। এটা অত্যন্ত অসত্য কথা। কালকের এই অবস্থার কথা কারও মুখে শুনি নাই এবং আজকেও সমস্ত দিনের মধ্যে শুনি নাই। উনি বোধ হয় বসে বসে তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছেন এবং বক্তব্যে বাহাদুরী নেওয়ার জন্য এই কথাটা পরিবেশন করছেন। এর মধ্যে কোন সত্য নাই। এইসব বিভ্রান্তিকর কথা বলে বলে উদের যে অভ্যাস হয়েছে সেই অভ্যাসের জন্যই এই কথা বলেছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যারা দেশের জনপ্রতিনিধি জনতা যাদের এখানে পাঠিয়েছেন এই বিধান সভায়, এই বিধান সভার নির্লজ্জের মত টেবিলের উপর উঠে নাচতে পারে তারা যে কত বড় ভদ্র, কত বড় জনপ্রতিনিধি এবং জনসাধারণের জন্য তাদের যে কি দান সেটা এই বিধানসভায় গতকালই প্রমাণ দিয়েছেন। এর পরও তিনি (ইন্টারাপশান) জনতার কাজ করার জন্য তাহলে সেখানে বলার কিছুই নাই। তারা এই টেবিলের উপর যে নাচা নেচেছেন এই কথাটা উনারা বিচার করে দেখুন উনারা কি এবং এখানে কি করতে এসেছেন এবং এই ধরণের অসত্য কথা পরিবেশন করে থাকেন। গত বছরের কথা সেগুলি যদি দেখা যায় দেখা যাবে

ধর্মনগরের উত্তরাঞ্চলে নকশালরা বহু খুন জখম করেছেন। উরাই ওদের সঙ্গে ছিলেন। (ইণ্টারাপশান) পুলিশ কেন আসে না সেই অভিযোগ যেমন এনেছিলেন আবার পুলিশ নিয়োগ করার পরেও আবার এরা চিৎকার করেছেন যে পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে সেখানে। অর্থাৎ ওরা কি চান বা কি চিন্তা করেন সেটা বিচার করার কোন উপায় নাই। শুধু দলবাজী করে যাচ্ছেন অসত্য কথা পরিবেশন করে যাচ্ছেন। তবে এটাও ঠিক তারা যে পুলিশের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার তাদেরই নেতা জ্যোতি বসু যখন পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় পুলিশ হামলা করেছিলেন তাদের উপরই কাজেই তাদের যেসব পুরানো নজির আছে তাতে আমি অনুরোধ করব তারা তাদের সেইসব পুরানো কথা চিন্তা করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সি, আর, পি,র উপর যে রিজিলিউশান এনেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিস্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখান থেকে ত্রিপুরা থেকে সি, আর, পি, উঠিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছে। এবং প্রস্তাবের পক্ষে যে যুক্তি রেখেছেন সেই যুক্তি আগেও এই হাউসের সামনে অনেকবার রেখেছেন। আজকে বিশেষ করে এই প্রস্তাব রেখে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। বার বার যা আলোচনা এই হাউসের মধ্যে হয়েছে এবং যার জবাব প্রতি বারই দেওয়া হয়েছে—আবার রিজলিউশান করে এনে আবার সেই একই প্রসঙ্গ কেন টেনে আনা হয়েছে তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। হয় আমাদের জবাব ওনারা শুনেন না—ওয়াক আউট করে থাকেন কিংবা শুনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন না। উনারা শুধু বলার জন্যই আসেন শুনতে আসেন না।। নইলে ঠিক হাউসের সামনে এই ধরণের একটা প্রস্তাব এক মাসের মধ্যে কতবার আলোচিত হয়েছে তারপরও কি করে এল। যাই হুউক ঘটনা যেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলি ঘটনাই এখানে আলোচনাও হয়েছে জ্বালাময়ী ভাষণে সেইসব বক্তব্য রেখেছেন এবং এর প্রতিটি জবাবও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে। তথাপি একটা বোধ হয় নীতি ওরা গ্রহণ করেছেন যে মিথ্যা একটা জিনিষকে বার বার যদি বলা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ হয়ত একদিন এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে। এটা শুনেছিলাম গোয়েবলসের আমলে নাকি এই ধরণের একটা কথা প্রচলিত ছিল। আমি জানি না গোয়েবলসের শিক্ষা উনারা কতটা গ্রহণ করেছেন। তবে কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে গোয়েবলসের শিক্ষা উনারা পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন। নইলে ঠিক এইভাবে বার বার একটা জিনিষের পুনরাবৃত্তি এই হাউসের মধ্যে এই এক মাসের মধ্যে এই সেশানের মধ্যে বহুবার আলোচনা হয়েছে। যাই হউক সি, আর, পি, বেটেলিয়ান সম্পর্কে সি, আর, পি, পোষ্টিং সম্পর্কে আগেও বলেছি—আমি জানি এই বারও শুনবে না। এখানে তিনটা বেটেলিয়ান আছে সি, আর, পির। মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই জানা আছে সি, আর, পি,—সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স এখানকার সেক্টারের, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর পোষ্টিং হয়ে থাকে। —বিভিন্ন রাজ্যে (ইণ্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সব ষ্টেটে নয় ......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যেখানে প্রয়োজন পড়ে। আমার যতটুকু জানা আছে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আমলে সি, আর, পি,র প্রয়োজন হয়েছিল এবং সি, আর, পি, (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের প্রয়োজনে ......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেখানকার মন্ত্রী পরিষদের আহ্বানে এবং মেদিনীপুরে বিশেষ করে আমি বলছি জায়গাটা আমার মনে রয়েছে যে করেই হউক। মেদিনীপুরে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠে—যারা আজকে এই কথা বলছে যারা আজকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তাদের এই সি, আর, পি, রেখেই মেদিনীপুরে শাসন করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মিস-ষ্টেটমেন্ট .....

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই ধরনের যেখানে যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে যথেষ্ট সি, আর, পি,কে রাখা হয়েছে ...... (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— Mis-statement, absolutely mis-statement, false...

Shri Sukhamoy Sengupta :— সেখানে প্রয়োজন আছে সেই কথাই বলা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

Shri Nripendra Chakraborty :— Absolutely false ......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যাই হউক, এখানে এই সি, আর, পি,র কাজটা কি? যেখানে ল এণ্ড অর্ডার বিপর্য্যস্ত হওয়ার মত কোন রকম সম্ভাবনা থাকে সেই সব জায়গায় ভারত সরকার ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্টের অনুরোধে সেখানে সি. আর পি. পাঠাতে পারে। আমাদের এখানে ত্রিপুরার প্রশ্নটা কি? আমি আগেই বলেছি তিনটা ব্যাটেলিয়ন আমার এখানে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তিনটা ব্যাটেলিয়নের মধ্যে একটা শুধু অলটারের জন্য কোথাও কোথাও আনা যায় না। বি. এস. এফ-কে আমরা কোন অর্ডার দিতে পারি না ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই এইটা মাননীয় সদস্যরাও এতো জানেন নিশ্চয়ই এইটাও জানেন যে এদের উপর ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট কোন হুকুম দিতে পারে না। একটা ব্যাটেলিয়ন ঐ সীমান্ত রক্ষার কাজে ওখানে নিয়োজিত রয়েছে। আর দুইটা ব্যাটেলিয়ন নরমেলি উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন কোন অংশে এই সি. আর. পি.কে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখানে বহুবার বলেছেন যে সেইসব অঞ্চলগুলি ঐ গার্ডে হচ্ছে না যার ফলে অনেক রকম ইনসিডেন্ট সেখানে হচ্ছে সেইজন্য সি. আর. পি.কে যদি সেখানে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এইটা অপরাধ কোথায়? সীমান্তের দায়িত্ব যেমন আমাদের ষ্ট্যাটের রয়েছে সীমান্তের দায়িত্ব ভারত সরকারেরও রয়েছে। কাজেই সেখানে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ থাকা চলবে না তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে হটিয়ে দিতে হবে এই প্রশ্ন আসে না। অনেকগুলি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা

হয়েছে ধর্মনগরের ঘটনার কথা ধর্ম্মনগরের আরেকজন সদস্য বলেছেন যিনি দেখেছেন কি না দেখেছেন, কি হয়েছে কি না হয়েছে অন্ততঃ ধর্ম্মনগরের মানুষের জানার কথা যারা মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ধর্ম্মনগরে থাকেন কি না, কার রিপোর্ট উনি পেয়েছেন আমি বলতে পারি না। যারা ঘটনাতে থাকেন যে সব মাননীয় সদস্যরা যাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় জনসাধারণের কাছে তাদের চোখে পড়লো না তাদের কাছে এলো না, এলো কোথায় মাননীয় সদস্য যিনি ধর্ম্মনগর এলাকায় শুধু ঐ খোঁজ করতে যান। আর কোনখানে কতটুকু অসত্য সংবাদ নিয়ে আসা যায় সেই সংবাদ আহরণের জন্য যিনি ব্যস্ত তখন তার মুখ থেকে আমাদেরকে এই হাউসে শুনতে হবে যে এই ঘটনা হয়েছে। যাহাই হোক তথাপি আগে বলেছি এখনও বলছি আমি এখানে ইনষ্টেন্ট দিয়েছি আমাদের কাছে সি. আর. পি সম্বন্ধে কোন জায়গায় যদি কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয় তাহলে তার সম্পর্কে তদন্ত করা হয় এবং সি. আর. পি.র যে ডিসিপ্লিন সেই ডিসিপ্লিনটা কতখানি পর্য্যন্ত তার ইনস্টেন্ট আমি এই হাউসের সামনে রেখেছি। শুধু মদ খেয়ে মাতলামী করেছিল, মাতলামী করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল অন ডিউটি সেইজন্য একজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং দুইজনকে তাদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনি করে তারা সি. আর. পি.র উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। যেখানে প্রমাণিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে সামান্যতম যদি শৃঙ্খলার কোনরকম কিছু করে তাহলে তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই এই কথা বলা চলে না যে সব ঘটনা যদি কোন নূতন ঘটনা এসে থাকে নিশ্চয়ই তা দেখা হবে যে এইরকম কোন ঘটনা হয়েছে কিনা। কিন্তু পুরণো যতগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকটার রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটার তদন্ত করা হয়েছে। এমন কি এই সম্পর্কে এই হাউসের সামনে আমি বলতে পারি যে এমন কি রিটেন কমপ্লেনের প্রশ্ন হয় না পত্রিকায় যদি কোন খবর বের হয় তারও তদন্ত করা হয় অন্ততঃ সি. আর. পি. সম্পর্কে আমি বলতে পারি, বি. এম. পি. সম্পর্কে, পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে তদন্ত করা হয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যায় যে আমাদের দেশে লোকেলি রিক্রুইট যারা পুলিশ বাহিনী আছে তারা সবাই সৎলোক খুব খুশী হয়েছি কথাটা শুনে আমাদের এখানকার লোকরা তাদের মধ্যে কোন দুর্নীতি নাই তারা সবাই যারা থানাটানা পরিচালনা করছেন তারা সবাই ভাল, সৎলোক কেন বাইরে থেকে আনা হবে এইসব ভাল লোকরা রয়েছে। কিন্তু হাউসের মধ্যে যখন কথা উঠে পুলিশের কথা যখন শুনি তখন দেখা যায় যে পুলিশ বাহিনীকে বাহিনী পুলিশ কি পুলিশ একেবারে দুর্নীতিপরায়ণ এই একটা সাংঘাতিক অবস্থা তা দিয়ে চলে না। কোন দিকে যাওয়া যায়? কোন্ দিকে যাওয়া যাবে আমি সেইটা বুঝতে পারছি না; এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বক্তব্য থেকে আমি যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি আমি জানি না ঠিকমত আহরণ করতে পেরেছি কি না, কারণ ওদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই, তার কারণ হলো ওদের ধারণা যে লোকেল লোক নিয়ে এই যে পুলিশ বাহিনী উলটো হয়ে যাবে সেই ধারণা অথচ এই হাউসের সামনে এই বাহিনী সম্পর্কে বহু কমপ্লেন করা হয়েছে। আজকের দিনে সেইটা করা যায় না। কারণ যেখানে সি. আর. পি.র প্রশ্ন উঠেছে কাজেই সি. আর. পি.কেই আঘাত করে এই যে মানুষগুলো

তাদেরকে বুঝানো যে দেখ তোমাদের সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না আমাদের অভিযোগটা খালি সি. আর. পি. সম্পর্কে। মানুষের মনটা সাধারণ মানুষের মনটার স্মরণ করার শক্তি কম বলে গতকালের কথাটা হয়তো আজকে তাদের মনে থাকে না। এই জন্য যে কোনভাবে কথা বলে যাওয়া যায় এবং সেইটা এই হাউসেও সম্ভব অন্য কোনখানে সম্ভব নয়। যাহাই হোক আমি ইমিডিয়েট যে প্রসংগটা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন সম্পর্কে সেখানে একেবারে মেসিন গান, একেবারে সেই সাংঘাতিক অবস্থা চলছে, টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সেইটা অন্তত: আমার জানা নাই কোথায় এবং সি. আর. পি. আছে কি না। সি আর. পি. যেখানে রয়েছে তাদের হাতে লাঠি দেওয়া হয়েছে বন্দুক পর্য্যন্ত নং আমি বলছি লাঠি নিয়ে তারা ঘুরছে এবং জি. বি.র যে কথা একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন কোথায় কোথায় তারা থাকতে পারে কারণ তার সেখানে পোষ্টেড হয়েছে আর হস্পিটেলের কথা যেখানে বলা হয়েছে হস্পিটালে সি. আর. পি.র কোন নাম উল্লেখ নেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সি. আর. পি. বলে কিছু ছিল না, বি. এম. পি. ছিল। কারণ এইবারের ধর্ম্মঘট তারা যাহাই বলুক না কেন আন্দোলন বলুক, দাবী দাওয়া আদায়ের প্রশ্নই বলুক না কেন সেখানে আমরা দেখেছি এবং যদি উদাহরণ দিতে বলেন আমি বহু উদাহরণ দিয়ে দিতে পারবো সেখানে বাইরে থেকে লোক এনে কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠানো হয়েছে এবং তাদেরকে থ্রেটেনিং করা হয়েছে তবু বলা হবে যে ওরা দাবী নিয়ে স্বেচ্ছায় ওরা চলে এসেছে বহু ইনস্টেন্স আমি দিতে পারবো। আজকে দেওয়ার দরকার হবে আগামী দিনে যদি দরকার হয় আমি দিবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বাড়ীমধ্যেও কর্মচারীরা থাকেন, আমাদের আশেপাশেও কর্মচারীরা থাকেন আমরা অন্তত: তাদের খবরটা বলতে পারি আমরা জানি কি হয়েছে না হয়েছে এই হাউসের সামনে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা বলেছেন যে সুখময় বাবুর গুণ্ডা বাহিনী, আমি এতটুকু পর্যন্ত যেতে চাইনা, কারণ ওর প্রপাগাণ্ডার প্রয়োজন আছে, আমার দরকার নেই, ওর প্রচারের প্রয়োজন আছে। আমি শুধু একথা বলতে চাই, অচেনা মুখ দিয়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠান, সেই মোহনপুর, বিশালগড় থেকে লোক এনে, ওদের দিয়ে সেই বাড়ীঘরে থ্রেটেন করা যাতে মুখ চিনতে না পারে, বলতে না পারে, সেটা কোন পর্যায়ভুক্ত তাদের কি টাকা দিয়ে আনা হয়েছে? যদি টাকা দিয়ে আনা হয়ে থাকে, তাহলে ভাড়াটে গুণ্ডা হবে না কেন? হ্যাঁ আমরা জানি ঐ কর্ম্মচারীরা তার জবাব দেবে এবং কিভাবে জবাব দেবে তা আমরা জানি, জানি বলেই কালকে কোন ঘটনা হয় নি। আমরা জানতাম এই হচ্ছে, আমরা কোন এ্যাকশান নেইনি, আমরা জানি কি করতে হবে না হবে। কর্মচারীরা কোথায় আছে না আছে, কর্মচারীরা জানেন এবং তাদের উপর আমার এই বিশ্বাস আছে যে তারা জানেন কাদের সংগে যাচ্ছেন, কিভাবে যাচ্ছেন তারা জানেন এবং যারা আসতে চেয়েছিলেন, আমি এক ধর্মনগরের কথা বলতে পারি শিক্ষক যারা গিয়েছিলেন তাদের কি করা হয়েছে? মাননীয় সদস্যরা হয়তো বলবেন আপনার পুলিশ বাহিনী, আপনি তদন্ত করে দেখুন। আমাদের তদন্ত করে দেখার দরকার পড়েনা। এইটুকু জেনে রাখুন আপনারা যেমন হঠাৎ করে খবর পেয়ে যান, আমরাও কিছু কিছু পাই এবং তদন্ত

হবে এটা মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখবেন। যখন আমরা গুণ্ডা বাহিনীকে এ্যালাউ করিনি, গুণ্ডা বাহিনী আমরা এখানে বাড়তে দিতে চাইনা, সেইভাবে যদি ছদ্মবেশী গুণ্ডা আমদানি করা হয়, কোন অগন্থাতে থে্টেন করার জন্য, এবং তার জন্য যদি সি, আর, পি, দরকার পড়ে, তাহলে সি, আর, পি, বাড়াতে হবে এবং ওদের শায়েস্তা করার জন্য—গুণ্ডারাজ তৈরী করার আগে আমাদের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, সতর্কতা রাখতে হবে। কাজেই আমি মনে করি না, সি, আর, পি, থাকাটা অন্যায়। যেখানে বর্ডার এরিয়া রয়েছে, যে কথার উল্লেখ বার বার হচ্ছে যে সীমান্ত এলাকা দেখা হচ্ছে না, বিদ্রোহী মিজোরা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় এদিকে ওদিকে থাকছে, দরকার হলে সি, আর, পি, থাকবে। অভ্যন্তরে যদি বিশৃংখলা কোন গুণ্ডা সৃষ্টি করতে চায়, সেই বিশৃংখলাকে পথে আনার জন্য দরকার হলে সি, আর, পি, থাকবে, আরও বাড়বে। সি, আর, পি, কমিয়ে দেবার প্রশ্ন নেই বা তুলে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। এটা আমাদের দায়িত্ব বলে কথা নয়, ত্রিপুরা বর্ডার স্টেট একটা, এটার একটা স্ট্রেটেজিক সেট্রেটিজিক্যাল ইম্পটেন্স রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাব আমি জানিনা কেন এসেছে। এই এক মাস আলোচনার মধ্যে এই সি, আর, পি, প্রশ্নটি বহুবার উঠেছে। কেন এই প্রস্তাব এসেছে, সেটা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলতে পারবেন। আমি আশা করব এই এক মাস আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তদন্ত যেগুলি করা হয়েছে, সেইগুলি সব হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, নূতন ঘটনার কথা যদি কোন থাকে, তাহলে তদন্ত করে দেখতে পারি, এই বলে, এইটুকু অনুরোধ করব যদি অনুরোধ করার মত থাকে যে এই অবস্থায় কোন প্রস্তাব আনার প্রয়োজন ছিল কি না, তিনি একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীসুধন্ন দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্ন দেববর্ম্মা :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে প্রস্তাব আমি এনেছি, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কোন উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি, শুধু বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। উনারা বলেছেন এইরকম ধরণের প্রস্তাব নাকি অনেকবার এনেছি, অনেকবার কেন, এক'শ বার আনব, অনেকদিন আগের ঘটনা নিয়ে নাকি এই প্রস্তাব এনেছি। কিন্তু এতো হামেশাই ঘটছে। কাজেই আরও আসবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সি, আর, পি,—কে আভ্যন্তরে এবং দক্ষিণে এবং সীমান্তে রাখা হয়, আর কোথাও রাখা হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য, জনতার গণআন্দোলনাক দমন করবার জন্য, সি, আর, পি, কি আসেনি? মিজোর দোহাই দিয়ে উনারা বলতে চান আরও সি, আর, পি, পুলিশ দরকার। আমরা দেখি আজকে যে সমস্ত অভিযোগ আমরা এনেছি, অনেক ঘটনা আমরা এখানে তুলে ধরেছি, কিন্তু একটা ক্ষেত্রেও কি দেখাতে পারবেন যে একটা সি, আর, পি, অপরাধিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, জেলে দেওয়া হয়েছে? বরং তাদের এই দুষ্কৃতিকে সাফাই গাওয়ার জন্য, তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন তাদের রক্ষা করার জন্য, এটাই এই শাসক গোষ্ঠীর নীতি, এটাই তাদের ধর্ম। কাজেই আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি শাসক গোষ্ঠি রাখতে পারেন নি, কাজেই তাদের কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। ত্রিপুরার মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এটা ভাল করে বুঝে। আমি এই নিয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ করতে চাইনা। আমি জানি এই প্রস্তাবের কতটুকু সার্থকতা আছে।

Mr. Dy. Speaker :—Discussion is over. Now I am putting the Resolution to vote. The question before the House is the resolution moved by Shri Sudhanwa Deb Barma that—

'ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে, ত্রিপুরা থেকে সমস্ত সি, আর, পি, অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।'

(The Resolution was lost by voice vote.)

Mr. Dy. Speaker :—Next Resolution is of Shri Tapash Dey ; I would Call on Shri Dey. But the Member is absent, the Resolution falls through.

There is another resolution of Shri Abhiram Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his resolution—

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজুল্যুশান হচ্ছে— "That this Assembly requests the Central Government to adopt necessary Legislative and Executive measures to declare the Tribal compact Area of Tripura, a Scheduled and Reserved area for Tribals, and to transfer all developmental and cultural works to an elected Council in that reserved area."

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা আজকে নূতন নয় এবং এই প্রশ্নটা সাধারণতঃ ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের মৌলিক দাবীর প্রশ্ন এবং এই রিজার্ভ এলাকা গঠনের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনতা এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যারা প্রগতিশীল মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষ, এই দাবীর পেছনে সমর্থন জানিয়েছে এবং সেই আন্দোলন আজও থামেনি বরং দুর্বার গতিতে এই আন্দোলন এগিয়ে চলছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন এই দাবী ? উপজাতি জনসাধারণ কেন উপজাতি এলাকা রিজার্ভ চায় এবং রিজার্ভ এলাকায় এনে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং তার শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য কেন এই দাবী তুলেন ? তার উত্তরহচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণ একদিন ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে ত্রিপুরা উপজাতি জনসাধারণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যাগুরুত্ব হারাবার সংগে সংগে আজকে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, আজকে তারা বাঁচা মরার প্রশ্ন জীবনের চরম মুহূর্ত্তের উপলব্ধি হচ্ছে। আজকে তারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের ধ্বংস নিকটবর্ত্তী। এই অবস্থায় আমরা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণ গণতান্ত্রিক জনতার সমর্থন নিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের দাবী করে এসেছিলাম এবং দাবী করেছিলাম এই অটোনমাস কাউন্সিলের উপর তার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সমস্ত দায়িত্ব এবং টাকা পয়সার বরাদ্দ করে দিয়ে এই উপজাতি জনসাধারণকে রক্ষা করার কথা বলেছিলাম আমরা আরও বলেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে যারা সুদখুর মহাজন এবং যারা অকৃষক ব্যবসায়ী এবং কিছু কর্মচারী এবং অন্যান্য উকিল মোক্তার যারা পয়সার মালিক তারা উপজাতির জমিকে দখল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ত্রিপুরার উপজাতির জনসাধারণ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটা বেসরকারী হিসাবে দেখেছি যে প্রায় ৭৫,০০০ একর জমি

থেকে উপজাতি উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং এর ফলে তার অর্থনীতিক অবস্থা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে যে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কমিশন গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ করতে পারি ধেবর কমিশনের কথা যে কমিশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে দেখেছে সেখানে উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি, তারা তাদের জমি রক্ষা করতে পারছে কিনা, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ সাধন হচ্ছে কিনা এই সমস্ত তারা দেখছে এবং ত্রিপুরাতে এই ধেবর কমিশন এসেছিল এইখানকার সরকারের কাছে, রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বিশেষ করে উপজাতি গণশক্তি পরিষদের কাছে একটা ফর্ম পাঠিয়ে দেয় এবং সেটা পুরণ করে দিতে বলে ত্রিপুরার উপজাতিদের অবস্থা কি সেই সমস্ত বোঝানোর জন্য। সেই ধেবর কমিশন সেই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সুপারিশ করেছিল সেটা চারটা পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে করেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—1) proponderance of tribal in tha population 2) compact area, reasonable size of the area 3) Under-development nature of the area 4) Marked disparity in economic standard of people, এই চারিটি ভিত্তির উপরেই তারা এটা দেখেছিলেন এবং এই ধেবর কমিশন গঠিত হওয়ার পরে ১৯৬১ সালে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। সেই রিপোর্টের মধ্যে তাঁরা কি বলেছেন? ১৯৬১ ইং সালে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই অবস্থা ছিল এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনসাধারণ তখনও জমিতে কিছু বসবাস করছিল। এই জমিকে রক্ষা করার মত ব্যবস্থা তখন ছিল এবং এই অবস্থা ছিল বলেই ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার ষড়যন্ত্র করেছে এ ধেবর কমিশনের রিপোর্টে যে বলা হয়েছিল ত্রিপুরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উপজাতির রক্ষার জন্য, জমিতে তাদের স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে ভাঙবার জন্য এই সরকার ষড়যন্ত্র করে এই রিজার্ভ এলাকাগুলি ভাঙতে আরম্ভ করে। এই বিধানসভার মধ্যেই আমরা বলেছি এই ষড়যন্ত্রগুলি সরকার কিভাবে নিয়েছে। নিয়েছে এই ভাবে, ঐ পাবিয়াছড়ার উচ্ছেদ প্রাপ্ত উপজাতি জনসাধারণকে কিভাবে পুনর্ব্বাসন এর ব্যবস্থা করেছে। রাইমা শর্মা থেকে উচ্ছেদ প্রাপ্ত উপজাতি জনসাধারণকে জলায়াতে পুনর্ব্বাসন করেছে। আমরা বলেছিলাম লক্ষীনারায়ণপুরের কথা, বলেছিলাম তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়ার কথা। আর এইবার পুনর্ব্বাসনের নামে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি ভাঙবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। আরও ষড়যন্ত্র কিভাবে করেছে? উপজাতি এলাকাগুলিতে পরিকল্পনার নাম করে, আগরতলার সামনে দুর্গা চৌধুরী বাড়ীতে ক্যাটেল ফার্ম করার নাম করে সেখানকার ১৫ শত মানুষকে উচ্ছেদ করার যে ষড়যন্ত্র, আরও দেখেছি রাইমা শর্মার ষড়যন্ত্র। এইভাবে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করে উপজাতিদের উৎখাত করায় জন্য এই সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিরা শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক দিক দিয়ে দুর্ব্বল হতে পারে। কিন্তু এই সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা তারা জানে বলেই তারা সরকারকে আগেই হুশিয়ারী করে দিয়েছিল যে তারা যদিও আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল, ব্যবসায় বাণিজ্যেও তাদের স্থান নেই তবুও অন্যায়কে তারা সীকার করানতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা বুকের রক্ত দিতেও প্রস্তুত আছে এবং এই

হুশিয়ারী দিয়েছিল এই সরকারের কাছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কমিশন আর কি বলেছিলেন ? তারা বলেছিলে যদি এইখানে ট্রাইবেল রিজার্ভ না করা যায় তাদের বাঁচার মত ব্যবস্থা যদি সৃষ্টি না করা যায় তাহলে কি করতে পারে ? এখানে টি ডি, ব্লক করতে পারে। তাই সরকার এই টি, ডি, ব্লকই বেছে নিয়েছেন। কারণ এই টি, ডি ব্লকের মধ্য দিয়ে তাঁরা ট্রাইবেলকে মারতে পারে, আরও তাড়াতাড়ি ধ্বংস করতে পারে। ত্রিপুরার টি, ডি, ব্লকগুলির চেহারা দেখলে পড়ে আমরা কি দেখব ? এই যে সাবরুমের সাতচাঁদ যে টি, ডি, ব্লক উপজাতিদের উন্নয়নের নাম করে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর খরচ করে তার কয়টা উপজাতির পকেটে যায় সেটা আমরা জানি। কারণ এই যে একটা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর আছে এই উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার থেকে যায় কয়টা পয়সা উপজাতির পকেটে যায় ? যেমন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন এর ব্যবস্থা করে তাকে তারা প্রহসনে পরিণত করেছেন। কংগ্রেসের টিকটা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে উপজাতিদের ঠকাবার জন্য। সেই টি. ডি, ব্লকের মধ্য দিয়ে উপজাতিদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। বরং যেখানে যেখানে টি, ডি, ব্লক আছে সেখানেই উপজাতিরা আরও বেশী করে জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। সেখানেই তারা আরও বেশী অনাহারে মরেছে, আরও বেশী করে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে যার প্রমাণ হচ্ছে কৈলাশহরের ছামনু ব্লকের ঘটনা। সেখান থেকে প্রতি বৎসর চাকমা, মগ, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষ আসামে চলে যায়। এই ঘটনা আমরা বলেছি, ত্রিপুরা বিধান সভায় এর নজীর আছে। বহু নজীর উপস্থিত করেছি। এ সরকার জানে যে যেহেতু এই উপজাতিদের শিক্ষা নাই, যেহেতু ওদের টাকা পয়সা নাই' তাদের যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করেছে বেশী। এই অবস্থার ভিতর দিয়েই আমরা দেখি কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে কমিশন গঠন করেন। সেই রকমের একটা কমিশন গঠন করে তারা ১৯৬৮ সালে, এ, আর, সি, কমিশন অর্থাৎ প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন। এই কমিশন ত্রিপুরাতেও আসেন, ত্রিপুরাতে এসে তারা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের অবস্থাগুলি দেখেন এবং দেখার পর তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা রিকমেন্ডেশান দাখিল করেন ১৯৬৯ সনে। তাদের রিকমেণ্ডেশানে তারা বলেছেন যে মিজোরাম, আসাম এবং মেঘালয়ের মত, যেখানে ঐ সংবিধানের ৭ম তপশীলিতে তাদের রক্ষা কবজের ব্যবস্থা আছে, ঠিক তেমনি ভাবে মনিপুর এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য করা যেতে পারে। কাজেই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আজকে কি দেখছি ? আমরা দেখছি এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন ত্রিপুরা এবং মনিপুরের ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছেন অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেওয়ার এবং তা দিলে পর ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের পিছনে ছড়া মানুষগুলি দাবী করছে, তাদের সেই দাবী ঐ কমিশনও স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম, এত বেমান যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনসাধারণের নূনতম যে অধিকার অন্তত: যেটুকু সংবিধানে আছে, সেটুকু স্বীকার করে নিতে চান না। আমরা জানি এই সংবিধানের ৭ম তপশীলি অনুযায়ী এখানে যাতে স্বায়ত্ব শাসন না দিতে হয় অথবা ডেবর কমিশনের যে সুপারিশ সেটা যাতে এখানে কার্য্যকরী না করতে পারে, কিন্তু যে একটা এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করেন, এমন নজীরত রয়েছে, ভারতবর্ষের মধ্যে তো এটা নজীর বিহীন নয়। আমরা জানি যে এটা তামিল নাড়ুতে আছে, পশ্চিম বঙ্গে আছে যেখানে উপজাতি এলাকা সেখানে

তারা এই ধরণের ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করেছেন এবং করে তারা সংবিধানের উপজাতিদের জন্য যে মৌলিক অধিকার সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার। আমি বক্তৃতায় যে এত দিন শচীন বাবুর যে সরকার ছিল, সেটা হয়তো প্রগতিশীল নয়, কারণ এই সুখময় বাবু একদিন শচীন বাবুর বিরুদ্ধ হয়ে ঐ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি কংগ্রেসকে চাই না, কংগ্রেসকে এমন এক জায়গায় এনে দেব যেদিন সব ঘৃনায় কেউ ঐ কংগ্রেসের কাছে যাবে না। সুখময় বাবু কেন এই কথা বলেছিলেন তিনি আরও বলেছিলেন যে আমি হচ্ছি গরীবের বন্ধু, আমি হচ্ছি পশ্চাদপদ মানুষের বন্ধু আর ক্ষুদিত, নির্য্যাতিত মানুষের বন্ধু, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এই কংগ্রেসই দায়ী। কিন্তু আজকে দেখছি তিনি তাঁর আগের কথাগুলি ভুলে গিয়েছেন, তাঁর মুখ্য মন্ত্রীত্বের দুই বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়েছে, এই দুই বছরের মধ্যে উপজাতিরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারে তাদেরকে মরতে হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে উপজাতিরা আরও বেশী করে নিপীড়িত এবং বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের উপর অত্যাচারের খড়্গ আরও বেশী করে নেমে এসেছে। তার প্রমাণ এই সরকার উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেবে না ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি দেবে না এবং এই ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করতে গিয়ে এখানকার প্রাপ্ত বয়স্ক উপজাতিদের নিয়ে একটা কাউন্সিল গঠন করে উন্নয়নমূলক কাজ করার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা তাদের কাছে হস্তান্তর করবেন না। এখন এমন একটা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে উপজাতিরা এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আর চলতে পারছে না। এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ১৬ লক্ষ তার মধ্যে ৫ থেকে ৬ লক্ষ হচ্ছে উপজাতি কিন্তু এই ৬ লক্ষ উপজাতিকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। আর সেই সংগে ত্রিপুরার অ-উপজাতি যারা গণতন্ত্র চায় বা যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, তারাও যেখানে উপজাতিদের দাবীগুলিকে স্বীকার করছে এবং সেজন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠিক এমনি সময়ে এই অগণিত জনসাধারণের যে ন্যায্য দাবী, সেই আদায়ের জন্য তারা যখন সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তখন এই সরকার কি করছেন? তা তারা ঐ মহারাজার আমলে যে রিজার্ভটুকু ছিল, সেইটুকুই রাজ্যপালকে দিয়ে অর্ডিন্যান্স জারী করে বাতিল করে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অর্ডিন্যান্স জারী করার সংগে সংগে আপনিও দেখছেন যে ত্রিপুরাতে কি উত্তাল সুরু হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে উপজাতিরা যে ভাবে আগরতলা শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, শুধু উপজাতিই নয়, তার সংগে ছিল অ-উপজাতি গণতান্ত্রিক জনতা। কেন আজকে এই অবস্থা হল? ১৯৬০ সালেই তো এই ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছিল এবং ঐ আইনেই ১৮৭ ধারা ছিল, কিন্তু তা দিয়েও উপজাতিদের জমি হস্তান্তর থেকে রক্ষা করতে পারা যায় নি, তারা তখনও তাদের জমি থেকে বেশী বেশী করে উচ্ছেদ হয়েছিল। তখন তো মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ ছিল, তথাপি তাদেরকে রক্ষা করা যায় নি। কাজেই এই উপজাতিদের প্রতি এই মন্ত্রীসভা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বা বে-মানি করেছেন সেটা আমরা অনেক আগে থেকে লক্ষ্য করে আসছি। তাই আজও তারা এই কালো আইন জারী করে বা কালো অর্ডিন্যান্স জারী করে, সেটাকে এই বিধান সভাতে এনে আইনে পরিণত করে উপজাতি জনতার যে ন্যূনতম দাবী, সেই দাবীকে আর একবার মস্যাত করে দিতে চাইছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের এই মন্ত্রীসভা যদি মনে করে থাকেন যে আমরা এভাবে জনতাকে উপেক্ষা করে চলব, তাহলে তাকে এই শিক্ষাই নিতে হবে, সেটা হচ্ছে ঐ ওয়াকারেট শিক্ষা। এটা শুধু এই মন্ত্রীসভাকেই নয়, যারা এই মন্ত্রীসভার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদেরকেও আমি এটা স্মরণ করতে বলছি।

মাথা মুড়িয়ে, গাধার পিঠে চড়িয়ে যে গুজরাট ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নজীর সৃষ্টি করেছে, জনতার দাবীকে যারা মানে না, জনতার কথা যারা শুনে না, বঞ্চিত মানুষের পিছে যারা থাকে না, যারা এই সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের স্বার্থের পিছনে থাকে, তাদের পরিণাম এই হয়। তেমনি ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও ৬ লক্ষ উপজাতি জনতার সংবিধানে তাদের যে অধিকার আছে, যদি এই সরকার তাদের সেই অধিকারকে স্বীকার না করে বা তাদের বাঁচার পথে, তাদের আন্দোলনের পথে যদি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাকেও এই শিক্ষা এক দিন ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে নিতে হবে এবং ত্রিপুরার জনতাঃ তাদেরকে সেই শিক্ষা দিবে, এটা আমরা আশা করি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণের চিন্তায় ত্রিপুরার আপামর জনতা দাবী তুলেছে যে ভূমি সংস্কারের যে কালো আইন যেটাকে তোমরা এই বিধান সভার মাধ্যমে আইনে প্রবর্ত্তন করতে চাইছ, সেটাকে বাতিল করে দাও। আর উপজাতিদের অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের যে নায্য দাবী, সেটাকে স্বীকার করে নাও এবং উপজাতি জনসাধারণের জন্য সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে, সেটাকে স্বীকার করে নাও। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকারকে আমরা আর কি ভাবে আখ্যা দিতে পারি, আজকে যেখানে উপজাতি জনসাধারণের মাতৃ ভাষায় কথা বলার অধিকার নাই, তার মাতৃ ভাষায় কোন বক্তব্য রাখার সুযোগ সুবিধা নাই। আজকে আমি উপজাতির ছেলে আমার মাতৃ ভাষায় বলার যদি সুযোগ থাকত, তাহলে আমি আমার বক্তব্যকে আরও কত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কি দূর্ভাগ্য যে গত ২৬ বছরের মধ্যেও এই বেইমান সরকার তাদের মাতৃ ভাষায় লেখা পড়া করার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারল না বা সেই সুযোগ সরকার তাদেরকে দিতে চাইছে না। এর থেকে বেইমানি আর কি হতে পারে? এই রকম বেইমানি ঐ ৬ লক্ষ উপজাতির কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তাই এই উপজাতি জনসাধারণকে যদি এই মন্ত্রী সভা মনে করে যে এভাবে চলে যাবে, তাহলে আমি বলব যে তারা ঐ মুর্খের রাজত্বে বাস করছেন। দেওয়ালের লেখন তাদেরও এক দিন পড়তে হবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই মন্ত্রী সভাকে আমি হুঁসিয়ার করে দিতে চাই যে এই দাবী শুধু আমার দাবী নয় বা এটা কোন কমিউনিষ্টের দাবী নয়, এই দাবী হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী, এই দাবী ত্রিপুরা রাজ্যকে ভবিষ্যতের উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার দাবী এবং ঐ ৬ লক্ষ উপজাতিকে রক্ষা করবার দাবী। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা ট্রাইবেল রিজার্ভের পক্ষে যে রিজলিউশানটা এখানে এনেছেন এবং তার স্বপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে আমার একটা কথা মনে হয় সেটা হচ্ছে একটা প্রবাদের কথা—যার শিল তার নুড়া, তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া। উনি যে ভাবে ট্রাইবেলদের স্বার্থের কথা বলে একটা ভাবাবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে এই হাউসের মন জয় করতে চেয়েছেন, তাতে আমি মনে করি না কংগ্রেসী যারা এখানে রয়েছেন, কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী যে সমস্ত মাননীয় সদস্য এখানে রয়েছেন তারা ট্রাইবেলদের সম্পর্কে কোন অংশে কম দরদী নয়। এবং কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী আমরা আমাদের জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত যে সম্প্রদায়

তাদের জন্য আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কতগুলি প্রিভিলেজ স্বীকার করে নিয়েছি আমাদের সংবিধানে এবং সেই অনুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে সেই রকম যে সমস্ত আদি-বাসী রয়েছেন, তারা ঐ সমস্ত প্রিভিলেজগুলি ভোগ করছেন। এখানে বলেছেন উনারা বিপ্লববাদী, প্রগতিবাদী, সমাজতান্ত্রিক দল, আমি বুঝতে পারি না মহারাজার আমলে যে রিজার্ভ সৃষ্টি হয়েছিল কয়টি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য একটা অঞ্চল রিজার্ভ রেখে দাও। আর যারা এই রাজ্যের অধিবাসী তারা কেও নয়। তাদের জন্য এই রাজ্যের ভূমির কোন অধিকার নাই। আজকে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা বলেছেন—তার জানা উচিত যে মহারাজার এই রিজার্ভ আইনে ৫টি সম্প্রদায় মাত্র ট্রাইবেল বলে স্বীকৃত হয়। আজকে ভারতবর্ষে ১৯টি ট্রাইবেল সম্প্রদায় একই সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করছে। কিন্তু মহারাজার আমল-এর রিজার্ভকে সমর্থন করে সেটাকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে তারা শুধু ৫টি সম্প্রদায়ের জন্যই ত্রিপুরাতে কতগুলি অধিকার ভোগ করতে চাইছেন। আর বাকী যে ১৪টি সম্প্রদায় যারা সাঁওতাল, মুড়া, মগ, চাকমা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে তাদের জন্য কোন কন্সিডারেশান নাই। আমরা দেখেছি যে আইন এখানে তৈরী হয়েছিল মহারাজের আমলে মহারাজার জীবিতকালে, মহারাণী রিজেন্টের আমলে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তাকে বাতিল করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ১৯৪৭ ইং সালে যখন হাজার হাজার উদ্বাস্তু ফেমিলি আসতে লাগল মহারাজা তাদের আশ্রয় দিলেন তাদের এই আশ্বাস দিয়েই এনেছিলেন। রিজেন্ট মহারাণীর আমলে আমরা দেখেছি ১৯৪৭ ইং সনে পার্টিশানের পর সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু এখানে এসেছে বাংলা দেশ থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদের ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকায় রিজেন্ট মাতা মহারাণীর আদেশে সমস্ত কলোনী সেই সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনী তৈরী হয়েছে। আমরা দেখেছি তখন কমিউনিষ্ট পার্টিতে যারা ছিলেন তারা এই ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ করেনি এই যে ট্রাইবেল অঞ্চলে উদ্বাস্তু অ-ট্রাইবেল কলোনী তৈরী করা হল, জমি দেওয়া হল তাদের পুনর্বাসন হল তখন এই কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। তারা তখন কি করেছেন—তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তখন তার প্রতিবাদ করেননি। কারণ তারা দেখলেন যে ট্রাইবেলরা, অনুন্নত, রাজনীতির দিক দিয়ে কম সচেতন। কিন্তু পলিটিক্যালী এডভান্সড হল যারা উদ্বাস্তু এসেছে বাংলাদেশ থেকে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এবং তারা এখানে এসেছে প্রচুর সংখ্যায়, একটা অনুন্নত অঞ্চলে ইকনমিকেলী সব চেয়ে ব্যাকওয়ার্ড একটা অঞ্চলে এসেছে। এই গভর্ণমেন্টের এমন কোন আর্থিক সংগতি ছিল না যে এত বিরাট সংখ্যক একটা উদ্বাস্তুকে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেয়। তখন আমরা দেখেছি যে এই কমিউনিষ্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের নিয়ে এই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দাও তাদের লোন দাও ২০শ টাকা লোন দাও ১৯শ টাকা লোন দাও—উদ্বাস্তুরা ভুখা তারা এসেছে হাজারে হাজারে—কলোনী তৈরী হয়েছে। তাদের দুর্বিসহ জীবন ছিল। তখন দেখেছি কমিউনিষ্ট পার্টি আমার কলোনীতে যখন আন্দোলন করেছে—তারাও কমিউনিষ্ট পার্টির পিছনে চলেছে। আমরা দেখেছি তখনকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। তখন কোন উদ্বাস্তু এই কংগ্রেস সরকারের পক্ষে ছিল না বললেই চলে।

তখন তারা এই রিজার্ভের পক্ষে ছিলেন না। যখন এই রিজার্ভ বাতিল হয়ে গিয়েছে তখন রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে আজকে উদ্বাস্তুদের স্বার্থের পরিপন্থী এইসব কথা বলছেন। তারা বলছেন রিজার্ভ এলাকায় উদ্বাস্তুদের ঢুকতে দিও না—এই যে উদ্বাস্তুরা আমাদের পক্ষে, এই কথা তখন তারা বলেন নি। আমরা দেখেছি এই উদ্বাস্তুদের ভোট নিয়ে যখন প্রথম ইলেকশানের সময় তারা ৩০টির মধ্যে ২১টি আসন পেয়েছিল। আর কংগ্রেস পেয়েছিল ৯টি সিট। প্রথম ইলেকশানের কথা আমি বলছি। আর দ্বিতীয় ইলেকশানের সময় উদ্বাস্তুরা দেখল যে—এই উদ্বাস্তুদের ভোটের প্রায় সব ক'টি ভোটই পেয়েছিল এই কমিউনিষ্ট পার্টি। তারপর উদ্বাস্তুরা বুঝতে পারল যে কমিউনিষ্ট পার্টির এটা হল রাজনৈতিক ষ্ট্রেটিজি কমিউনিষ্ট পার্টির পিছনে গিয়ে আমরা এখানে বাঁচতে পারব না তারপরই তাদের সমর্থনে ভাটা পড়ল। এর পরের ইলেকশানে কমিউনিষ্ট পার্টি ১৫টি সিট আর কংগ্রেস পার্টি ১৫টি সিট। এরপর দেখা গেল উদ্বাস্তুরা ক্রমশঃ ওদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আর এর পরের ইতিহাস আমাদের জানা। এরপর আমরা দেখেছি কংগ্রেস ১৯টি তার ২৭টি এবার ৪১টি আসন পেয়েছে। ক্রমশঃ আমরা দেখছি যে উদ্বাস্তুরা তাদের যে সমর্থন ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির পিছনে তারা আজকে কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে ইস্যু নিয়ে আগে আন্দোলনে নামেন নি আজকে সেই ইস্যু নিয়ে উনারা রক্তপাতের বিপ্লব ঘটাবার কথা বলছেন। এই কথা ১৯৫২ ইং সালে ১৯৬২ ইং সালে এবং ১৯৬৭ ইং সালে বলেন নি। কারণ তখন যদি এই সব কথা তারা বলতেন তাহলে এই বাংগালী উদ্বাস্তুদের সমর্থন তারা পেতেন না। তাই তখন সেই কথা বলেন নি। এখন উনারা একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থন সীমিত করে ফেলেছেন এবং সেই সম্প্রদায়ও এখন তাদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। তাই তারা এই সম্প্রদায়ের সমর্থন যাতে হস্তচ্যুত না হয় এই একটা সম্প্রদায়কে হাতে রাখার জন্য আজকে এই শ্লোগান দিচ্ছে। কাজেই বাস্তবকে উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ সেখানে আজকে হয়েছে ১৭/১৮ লক্ষ এবং তার অধিকাংশই হচ্ছে নন-ট্রাইবেল। তারা ছড়িয়ে আছে সুদূর লংথরাই পর্বতে, জম্পুই হিলে ১৮ মুড়ায়। আজকে আমি দেখেছি যে ছৈলেংটাতে, ছামনুতে, মাহুলীতে ক'টি আদিবাসী ছিল। যারা ছৈলেংটাতে ট্রাইবেলদের পাশাপাশি বসবাস করছে—একটা হিন্দী গানের কলি একটা ট্রাইবেল ছেলে যেমন গাইছে তেমনি একটা বাংগালীর ছেলেও ঠিক এমনি গাইছে। একটা ট্রাইবেল যে যেমন বাংলা ভাষায় কথা বলছে একটা বাংগালী ছেলেও ট্রাইবেল ভাষায় কথা বলছে। ট্রাইবেল-এর ভাষায় তারা গান গাইছে। আজকে যে কালচারেল ডিফারেন্সের কথা বলছেন—৬ষ্ঠ তপশীল এবং ৫ম তপশীল আপনারা চাইছেন—আজকে কালচারেল ডেসপারিটি থাকলে পরে এই রিজার্ভ হয়। আমরা দেখছি যে কালচারেল সেপারেশানও আমাদের ক্রমশ: দূর হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি ট্রাইবেল মেয়েরাও বাংগালীর কালচার অনেকটা গ্রহণ করেছে। এবং বাংগালীও ট্রাইবেল কালচার গ্রহণ করেছে। সুদূর ট্রাইবেল অঞ্চলে আমি জানি ছোট ছোট বাংগালী ছেলেমেয়েরা একই স্কুলে পড়ছে। ট্রাইবেলদের ভাষায় তারা ফ্লুয়েন্টলী বলতে পারে এবং ট্রাইবেলের গান তারা ফ্লুয়েন্টলী গায়। এবং ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরাও ফ্লুয়েন্টলী বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে গান গাইতে পারে। সেখানে ইকনমিক ডেসপারিটিও সেখানে নাই। একজন উদ্বাস্তু রিফিউজি হয়ত একটা আদিবাসী এলাকায় একটা

টিলার উপর ছোট প্‌লট নিয়ে সে চাষ বাস করছে। এডুকেশানের সুযোগ সুবিধা ট্রাইবেল ছেলেদের যেমন রয়েছে অব্যবস্থা বাংগালীদের জন্যও তেমনি অব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই আমরা দেখতে পাই উত্তপ্রত ভাবে ট্রাইবেল এবং বাংগালীরা একই সংগে পিসফুলী বাস করছে। আজকে ২৭ বছর পরে কমিউনিষ্ট পার্টি—যারা প্রগতিবাদী বলে দাবি করেন তাদের এই স্লোগান সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা বিশ্বাস করি ট্রাইবেল-এর স্বার্থে হয়নি হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে কমিউনিটির সমর্থন কমিউনিষ্ট পার্টি পেয়েছে বিশেষ করে এই দেববর্ম্মা সম্প্রদায়ের—সেই দেববর্ম্মা কমিউনিটিকেই প্রথমে শচীনবাবুকে ১৯৫২ সালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রথমে ১০ হাজার টাকা দিয়ে প্রথম জুমিয়া রিহেবিলিটেশান দিয়ে আরম্ভ করে। বিশ্রামগঞ্জে শচীনবাবু জুমিয়া কলোনী স্টার্ট দিলেন। তখন আমরা কি দেখেছি—তখন কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা সেখানে বাধা দিলেন তারা থ্রেট করলেন। তারপর তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারা সমস্ত জায়গা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। ৪র্থ পরিকল্পনায় আমাদের গভর্ণমেণ্ট যতগুলি জুমিয়া রিহেবিলিটেশান স্কীম নিয়েছিলেন যতগুলি ট্রাইবেল কলোনী করেছিলেন—লক্ষ্মী-নারায়ণ ট্রাইবেল কলোনীর কথা আমি জানি সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে জুমিয়া স্কীম অনুসারে। লোন দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি তারা কারা ছিল ? সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির দালাল। তাদেরকে আমরা জুমিয়া রিহেবিলিটেশন স্কীম অনুসারে তাদেরকে জায়গা দিয়েছে, টাকা দিয়েছি। টাকা ভোগ করেছে, পার্টিকে চাঁদা দিয়েছে। কয়েক দিন পরে জায়গাটাকে ননট্রাইবেলদের কাছে পজেশন বিক্রী করে দিয়ে চলে গেছে। প্রথমে তারা বাঁধা দিয়েছে না, তোমরা গভার্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে পুনর্বাসন নিও না সেই জায়গায় তোমরা যেয়না, গভার্ণমেণ্টের কাছে যেও না। যখন দেখেছে যে আর বাঁধা দেওয়া যায় না তখন তারা বলছে যে যাও। তখন তিনশো টাকা করে পেয়েছে ৫শো টাকা করে পেয়েছে এবং এর একটা হাফ পর্সন তারা পার্টিকে চাঁদা দিয়েছে। এই পার্টিকে আমরা দেখেছি একটা কলোনীকে ডেজার্ট করে এক সাবডিভিশান থেকে অন্য সাবডিভিশনে গিয়ে সে আবার জুমিয়া সেজেছে। সেজে সেখানে আবার একট প্লট নিয়েছে। আপনাদেরই ফলোয়ার। সেখানে প্‌লট নিয়ে আবার সেখানে তিনশো টাকা নিয়েছে, জমি নিয়েছে। সেটেলমেণ্টের সময় আমরা দেখেছি এই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর কথা যারা বলেন একটা এলাকায় সেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর জুমিয়া এলাকায় তারা ছিল না। তারা ডেজার্ট করে চলে গেছে টাকাটা নিয়ে ভেকেণ্ট পরে রয়েছে জায়গা। সেখানে ননট্রাইবেলরা গিয়ে কলোনী বসিয়েছে। যখন সেটেলমেণ্ট অপারেশন হয় তখন ননট্রাইবেলকে পজেশন দেখছে এবং সেটেলমেণ্ট ষ্টাফ তাদের নামে রেকর্ড করেছে। তারা যদি উপস্থিত থাকতো ডেজার্ট করে না যেতো তাহলে এই সার্ভে সেটেলমেণ্ট অফিস নিশ্চয়ই তাদের নামে রেকর্ড করতো। কিন্তু তারা ডেজার্ট করে চলে যায় এবং ভেকেণ্ট পরে থাকে এবং ননট্রাইবেলরা সেখানে পজেশন করে এবং সেই পজেশন অনুসারে তাদের নামে রেকর্ড করেছে। কাজেই আমরা দেখেছি এই যে ট্রাইবেল আজকে জমি থেকে চ্যুত হয়েছে সেটা আপনাদেরই পলিসির ফলে। আপনারাই আপনাদের ফলোয়ারদেরকে সংগঠন করতে পারেন নি। কাজেই আজকে আমরা কি দেখেছি আমরা ট্রাইবেল রিজার্ভেশন

রেখেছি, ট্রাইবেল রিজার্ভেশন আমরা রেখেছিলাম কিন্তু ননরেজিষ্টার্ড ডকুমেন্টের ননট্রাইবেলদের কাছে বহু জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। কি করে হলো? আমাদের ফলোয়াররা যারা ছিল আপনাদের যে সংগঠন ছিল কোন কিছু আইন দিয়ে জনসাধারণের উপকার করা যায় না যদি জনসাধারণ সেই আইনের পেছনে না থাকে। আপনারা জনসাধারণকে সংগঠিত করলেন না কেন যে ননট্রাইবেলদের কাছে তোমরা জমি হস্তান্তরিত এইভাবে করবে না তাহলে তোমাদেরই সর্ব্বনাশ হবে। আজকে সর্ব্বনাশ হতে দিয়ে, জমি থেকে তাদেরকে চ্যুত করে দিয়ে দল বাড়াবার আন্দোলন করবেন, এইতো হলো আপনাদের পলিটিকেল উদ্দেশ্য। আজকে আপনাদের দল বাড়াবার সুযোগ হয়েছে কিন্তু আমরা জানি, আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবো। আমরা রিফিল করেছি এই জন্য যে আপনারা ৫টা সম্প্রদায়ের জন্য রিজার্ভেশনের প্রস্তুতি চেয়েছেন আর আমরা চাই কি? ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ১৯টি সম্প্রদায় আদিবাসী সম্প্রদায় যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে যারা মগ, চাকমা, হালাম, সাওতাল, উরা, উরাণ, মুরা, মানছিমুড়া ওদেরকে আমরা এই সুযোগ সুবিধা দিতে চাই। আর আমরা এইটা দেখতে চাই যদি এমন কোন অঞ্চল থাকতো রিফিল করার উদ্দেশ্য আমাদের এই নয় যে রিজার্ভ সম্পর্কে ভেবে চিন্তে দেখতে রাজী নই তা নয়। যদি আমরা প্রয়োজন মনে করি যে এইটা ফিফ্‌থ সিডিউল বা সিক্স সিডিউলের পক্ষে এই কণ্ডিশন যদি কোন অঞ্চল ফুলফিল করে তাহলে ভবিষ্যতে সেই সমস্ত অঞ্চলকে কোন রিজার্ভেশন দেওয়া যায় কিনা সেইটা আমাদের কন্‌সিডারেশনের মধ্যে নেই এই কথা আপনারা ভাবছেন কি করে? যে সিক্সথ্‌ সিডিউল অটোনমাস কাউন্সিল আপনারা করবেন আপনারা কি বলতে পারবেন যে এমন কোন ডিষ্ট্রিক্ট রয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে ট্রাইবেল মেজরিটি? তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট যেখানে রয়েছে ত্রিপুরাতে এমন কোন্‌ একটা ডিষ্ট্রিক্ট রয়েছে যেখানে একটা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্‌সিল আমরা আপনাদেরকে দেবো? কোথায় রয়েছে এমন একটা সাবডিভিশন যেখানে ট্রাইবেলরা মেজরিটি আছে। কাজেই আপনাদের এই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আপনারাই এই ট্রাইবেলদেরকে জমি থেকে চ্যুত করেছেন। ইন্টেনশনেলি ট্রাইবেলদেরকে এক সাবডিভিশন থেকে আর এক সাবডিভিশনে নিয়ে জুমিয়া সাজিয়েছেন। গভর্ণমেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা আপনারা নষ্ট করেছেন। আবার এই জমির পজেশন বিক্রি করে দিয়ে, ননট্রাইবেলদের কাছে যারা ননরেজিষ্টার্ড ডকুমেন্টের দলিলে পজেশন বিক্রি করে দিয়েছে সেই টাকাটা অর্দ্ধেক দিয়েছে পার্টিকে আর বাকীটা জুমিয়াদেরকে দিয়েছেন। এই তো আপনারা করেছেন। কেন করেছেন কারণ তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করবেন। তারা যাতে জমিতে চিরকালের জন্য ইকোনমিকেলি সেটেলমেন্ট না হতে পারে তার জন্য আপনারা এই ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আজকে ট্রাইবেল দরদী সেজে আজকে আপনারা ট্রাইবেলদের মন পাবেন না। মন পাবেন না যে তা আজকে লক্ষ্য করতে পারছেন। ইন্দিরাজী আসার কালে যে পরিমাণ ট্রাইবেল খোয়াইতে গিয়েছিল তা যদি আপনারা দেখতেন তাহলে আপনাদের স্বর্ণপুরী খোয়াই, আপনাদের ঘর যে ভেংগে যাচ্ছে, লাল কেল্লা যে ভেংগে যাচ্ছে সেইটাকে অনুমান করতে পারতেন। কাজেই আপনারা যতই প্রচার করুন না কেন বিশেষ

করে এই ট্রাইবেল আপনাদের পেছনে আর যাচ্ছে না, ট্রাইবেল বেলটাও আজকে ভেংগে পড়েছে। কাজেই আমি এই যে রাজনীতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে রিজলিউশন মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। বিরোধীতা করি এই জন্য যে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পরিষ্কার যে ত্রিপুরার যে মূল জনসংখ্যা তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, এই যে বিচ্ছিন্ন করে রাখার যে প্রয়াস সেইটা রাজনীতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে কথা মাননীয় সদস্য শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বলে গেছেন যে ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে এদের কাছে তাদের দাম থাকে এবং নিজেদের ভোটের সুযোগ সুবিধার জন্য তারা এই যে ত্রিপুরার উপজাতি যারা তাদেরকে ভুল পথে ব্যবহার করছেন. এর সাপোর্টে যে তথ্য মাননীয় সদস্য এখানে পরিবেশন করেছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন তার বক্তৃতা রাখতে গিয়ে যেমন অনেক কথা বলেছেন কমিশনের কথা উল্লেখ করেছেন আরেকটা কমিশনের কথা উল্লেখ করেছেন। আরেকটা কথা বলেছেন যে কংগ্রেসী আমলে শত শত লোক অনাহারে মৃত্যু হয়েছে এবং যে উপজাতি ত্রিপুরাতে সংখ্যাগুরু ছিল তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। তথ্যের দিক থেকে এই ক্ষেত্রে কোন ভুল নাই কিন্তু কথাটা এমন ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তাতে মনে হবে যে কংগ্রেসী শাসনেই তারা সংখ্যালঘু হয়ে গেছেন। কিন্তু সংখ্যালঘু কেন হয়েছে বাংলাদেশ যেটা পূর্ব্ব পাকিস্তান ছিল সেখান থেকে উদ্বাস্তরা আসার ফলে তারা সংখ্যালঘু হয়েছে। ১৯৪১ ইং তাদের যে জনসংখ্যা ছিল ১৯৫১তে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেড়েছে। ১৯৭১ এ যে জনগণনা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৯৫১ সনে যে জনসংখ্যা ছিল আদিবাসীর তার চেয়ে অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাধীনতার পরে। কোন কোন প্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তার চেয়ে বেশী ত্রিপুরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। শত শত লোক যদি কংগ্রেসে ঢুকে মরেই গেল তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারটাকে কোথা থেকে বাড়লো। এইটার কারণটা কি? যদি কোন মাননীয় সদস্য বলেন যে কংগ্রেসের সুশাসনের ফলে তারা সংখ্যালঘু হয়েছে ওটাতো তা নয়। তারা সংখ্যালঘু হয়েছেন তার কারণ হলো উদবাস্তরা এদেশে এসে তাদের সাতপুরুষের যে ভিটেমাটি ছেড়ে। এইটুকু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পুর্ব বাংলা এবং পানজাব এই দুই প্রদেশের জনগণের যথেষ্ট অবদান রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, পুর্ব বাংলার বাঙ্গালী সেইদিন হাসিমুখে তার দেশ পুর্ব-পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সেটাতেও তারা আপত্তি করে নি। তত্‌কালীন ভারতের নেতা যারা ছিলেন হিন্দু, মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর নেতারা এই অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন যে পুর্ব পানজাব এবং পুর্ব বাংলার এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণ হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক যদি এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলে যেতে চান এবং গিয়ে বাস করতে চান তাহলে তাদের পূর্ণ মর্য্যাদার সহিত তাদের পুনর্বসতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কাজেই আজকে কিছু উদবাস্ত এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন সেটাকে এই ভাবে একটা নজির দাঁড় করবার চেষ্টা সেইটা

অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। আরকটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরা এবং মণিপুরে উদাহরণ দিয়েছেন, মণিপুরের যে কণ্ডিশন ত্রিপুরার সেই একই কণ্ডিশন নয়। মনিপুরের এরিয়া এ্যাইট থাউজেণ্ডর স্কোয়ার মাইলেরও বেশী এবং তার সপ্তমাংশ টোটের এরিয়া প্রায় ৭ হাজার স্কোয়ার মাইল হলো ত্রিপুরা এরিয়া। মনিপুরে

মিঃ স্পীকার :—দি হাউস ষ্ট্যাণ্ডস অ্যাডজর্ণড টিল ১২-৩০ পি, এম, অন থ্রাসডে দি এলিভেন্থ এপ্রিল ১৯৭৫। ডিসকাশন উইল কনটিনিউ, দি মেম্বার স্পিকিং উইল হেভ দি প্লোর।

STARRED QUESTION NO. 821.

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTIONS

১) বিভিন্ন গাঁও সভাতে নুতন রেশন কার্ড দেওয়ার নিয়ম পদ্ধতি এবং পৌর এলাকায় রেশন কার্ড দেওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহা হলে তাহার কারণ কি ?

৩) ১৯৭৩ ইং ১৯৭৪ সালে কতগুলি নুতন রেশনসপ্ হইয়াছে এবং কতগুলি পুরাতন রেশন দোকান বাতিল হইয়াছে?

ANSWER

১) না।

১) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ১৯৭৩ সালে ২২০টি নুতন নায্য মুল্যের দোকান এবং ১৯৭৪ সালে ৬টি নুতন নায্য মুল্যের দোকান খোলা হইয়াছে। কোন নায্য মুল্যের দোকান বন্ধ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 937

By Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মেলাঘর জুনিয়র বেসিক স্কুলটি সিনিয়র বেসিক স্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

খ) থাকিলে এ পরিকল্পনা কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) স্থানীয় জনসাধারণ জমি ও গৃহের ব্যবস্থা করিলেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে।

STARRED QUESTION NO. 950

By Shri Benone Behari Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মেলাঘরে গার্লস হাইস্কুল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURY—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 968

By Shri Radha Raman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Departmen[t] be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকের কো[ন] গাঁওসভাতে কত টিউবওয়েল এবং কত রিংয়েল দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকে দেওয়[া] টিউবওয়েল ও রিংয়েলের গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাবে এতৎসহ দেওয়া গেল।

গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	রিংওয়েল সংখ্যা ১৯৭২-৭৩	রিংওয়েল সংখ্যা ১৯৭৩-৭৩ ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্য[ন্ত]
১।	বড়জলা	—	১
২।	লক্ষ্মীছড়া	—	—

১	২	৩	৪
৩।	বামুটীয়া	২	—
৪।	তারানগর	৩	—
৫।	বিজয়নগর	১	—
৬।	কলকলিয়া	১	—
৭।	দেবেন্দ্রনগর	১	২
৮।	পূর্ব্ব সিমুনা	১	১
৯।	বৈকুণ্ঠপুর	—	১
১০।	সুবলসিং	—	১
১১।	ইন্দ্রনগর	—	১
১২।	দক্ষিণ দশঘড়িয়া	—	১
১৩।	বালুরবন	—	১
১৪।	মনতল	—	১
১৫।	মোহনপুর	—	১
১৬।	সিংগার বিল	—	২
১৭।	নরসিংগড়	—	১
১৮।	উত্তর দেবেন্দ্রনগর	—	১
১৯।	কুঞ্জবন	—	১
	মোট—	১৫	১৬

মোহনপুর ব্লকে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত যথাক্রমে ১৫টি ও ১৬টি রিংওয়েল এবং ৩৬টি ও ৩০টি টিউবওয়েল করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 1020.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৎসরভিত্তিক গৃহহীনদের বাস্তভূমি প্রদানের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। উল্লিখিত সময়ে প্রতি মহকুমা অফিস হইতে কতগুলি প্রস্তাব আসিয়াছে এবং কয়টি মঞ্জুর হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। মহকুমার নাম

মহকুমার নাম	বৎসর ভিত্তিক বাস্তুভূমি মঞ্জুরীর সংখ্যা				
	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪
সদর	—	—	—	৯	১০৫
সোনামুড়া	—	—	—	৪৬৯	৪৭২
খোয়াই	—	—	১৪	১৬৩	—
কৈলাশহর	—	—	৫১	১০৪	—
ধর্ম্মনগর	—	—	১৩২	—	—
কমলপুর	—	—	৩৭	—	—
উদয়পুর	—	—	১১	১৭৩৪	১৮৩
অমরপুর	—	—	৩৪	১০৬৮	—
বিলোনীয়া	—	—	২০৪	৩৪৮৪	১২৩
সাবরুম	—	—	১৮৯	১৩৮৭	৩

২। মহকুমার নাম

মহকুমার নাম	মহকুমা অফিস হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের বৎসর ভিত্তিক সংখ্যা					মহকুমা অফিস হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মঞ্জুরীর সংখ্যা				
	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪
সদর	—	—	—	৪১	১৫০	—	—	—	৯	১০৫
সোনামুড়া	—	৫৯	১২৬	১৫৬৭	—	—	—	—	৪৬৯	৪৭২
খোয়াই	—	—	১৪	১৬৩	৪	—	—	১৪	১৬৩	৪
কৈলাশহর	—	—	১৫৫	—	—	—	—	৫১	১০৪	—
ধর্ম্মনগর	—	—	২৩৭	—	—	—	—	১৩২	—	—
কমলপুর	—	—	৩৭	৫৮৭	—	—	—	৩৭	—	—
উদয়পুর	—	—	১১	১৭৩৪	১৮৩	—	—	১১	১৭৩৪	১৮৩
অমরপুর	—	—	৩৪	১০৬৮	—	—	—	৩৪	১০৬৮	—
বিলোনীয়া	—	—	২০৪	৩৪৮৪	১২৩	—	—	২০৪	৩৪৮৪	১২৩
সাবরুম	—	—	১৮৯	১৩৮৭	৩	—	—	১৮৯	১৩৮৭	৩

UNSTARRED QUESTION NO. 1058

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state—

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether the Government had appointed any Commission during the last ten years under the Commission of Inquiry Act, 1952 ;	Yes.
2. If so, the names of the Commissions appointed by the Government ;	The following two Commissions of enquiry were appointed in 1968 :— 1. Baxi Commission. 2. Laskar Commission.
3. Total expenditure incurred thereon during the aforesaid period ; and	Rs. 4,26,255/-
4. Whether the Commissions are still functioning ?	No.

UNSTARRED QUESTION NO. 1067

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) মোহনপুর ব্লকের মাধ্যমে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১০ই মার্চ পর্যান্ত কোন সূতা বিলি করা হইয়াছে কি ?

(২) বিলি হইয়া থাকিলে ঐ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কোন গাঁওসভায় কত সূতা বিলি হইয়াছে ? গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

(১) মোহনপুর ব্লকের মাধ্যমে ২৫৩ বাণ্ডেল এবং ৪ মুঠা সূতা ১৯৭৩-৭৪ইং সনের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত বন্টন করা হইয়াছে।

(২) গাঁওসভা ভিত্তিক সূতা বণ্টনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

	গাঁওসভার নাম		বাণ্ডেল	মুঠা
১)	বুলারবন গাঁওসভা		১০	১০
২)	দক্ষিণ দশঘড়িয়া গাঁওসভা		৭	১০
৩)	কম্বুমছড়া	,,	১৫	—
৪)	সুরেন্দ্রনগর	,,	৭	১০
৫)	বরকাঠাল	,,	১৪	৮
৬)	ডুমর্বাকারি	,,	৭	১০
৭)	কালাছড়া	,,	১০	১৬
৮)	বৈকুণ্ঠপুর	,,	১১	২
৯)	উত্তর দেবেন্দ্রনগর	,,	১০	১৬
১০)	নোয়াগাঁও	,,	২২	১৬
১১)	মেঘলীবন	,,	৭	১০
১২)	মনতলা	,,	১১	৮
১৩)	বোধজংনগর	,,	৩১	১০
১৪)	চাঁদপুর	,,	২৪	৬
১৫)	তৈছমুংকরই	,,	১২	৬
১৬)	পশ্চিম সিমনা	,,	৭	১০
১৭)	দেবেন্দ্রনগর	,,	৭	১০
১৮)	পূর্ব্ব সিমনা	,,	১০	১০
১৯)	সুবলসিং	,,	৬	—
২০)	ফটিকছড়া	,,	৯	—
২১)	তমাকারী	,,	৪	১৪

—— ——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 11th April, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, the Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers and 48 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—Question No. 1068.

Shri Sukhamoy Sengupta (Chief Minister) :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 1068.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় ইনফরমেশান সেণ্টার, সাব-ইনফরমেশন সেণ্টার এবং বিভিন্ন সঙ্ঘ ও ক্লাবে সরকার রাজ্যের পত্র প্রত্রিকাগুলি এক কপি করিয়া পাঠানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন;

২। যদি তাহা সত্য হয় তবে, রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির উন্নতিকল্পে সরকার অবিলম্বে সকল পত্রিকা যাতে ইনফরমেশন ও সাব-ইনফরমেশন সেণ্টারগুলি পাইতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করিবেন কিনা?

উত্তর

১। ইনফরমেশন সেণ্টারে স্থানীয় কোন পত্রিকা পাঠানো বন্ধ হয় নাই। বিভিন্ন সঙ্ঘ ও ক্লাবে জনসংযোগ ও পর্যটন দপ্তর কর্তৃক কোন পত্রিকা পাঠানো হয় না। সাব-ইনফরমেশান সেণ্টারে পত্রিকা পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়াছে।

২। সাব-ইনফরমেশান সেণ্টারে পত্রিকা সরবরাহের বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে থেকে সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ হইয়াছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত তারিখ থেকে এটা বন্ধ হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি, কি কারণে বন্ধ করা হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত কাগজগুলি আবার রিভিউ করে তাদের সার্কুলেশান এবং জনসাধারণের স্বার্থে কতটুকু কাজে লাগবে না লাগবে সবটুকু রিভিউ করে দেখে তারপর আবার চালু করা হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত---বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যে সব সাব-ইনফরমেশান সেন্টার আছে ঐসব সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে ত্রিপুরার ক্ষুদ্র সকল পত্রিকা পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---এটা নির্ভর করে রিভিউ করার পর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি কোন কোন কাগজগুলি বন্ধ করার আগে পাঠানো হয়েছিল? তাদের নাম জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবগুলি কাগজের নাম দিতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রিভিউ করা হবে, কি কি যোগ্যতার ভিত্তিতে কাগজগুলি পাঠানো হবে কিনা তা ঠিক করা হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নির্ভর করবে তার সার্কুলেশানের এবং তার স্টান্ডার্ডের উপর এবং বিভিন্ন দিক থেকে জনসাধারণের পক্ষে কতটুকু কার্যকরী করা হবে এর উপর।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রথম যখন পাঠানো হত তখন কি বেসিসে পাঠানো হত এবং এখন রিভিউ করার কথা উঠছে কেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রতি বছরেই রিভিউ করার কথা। আগে রিভিউ হয় নি। কিন্তু এখন কাগজ বেড়েছে, তার জন্য এটা করা হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অর্থ সংকটের জন্য পাঠানো যাচ্ছেনা না কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---এটা সত্যি নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ কথা স্বীকার করবে কি যে 'দেশের কথা' যেটা সি,পি,এম, এর মুখপত্র সেটা কোন সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে যায় না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ কোন পার্টির পত্রিকা হিসাবে সেগুলি পাঠানো হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেসব বিচারের বিষয়বস্তু বললেন সেই কাগজটা তার মধ্যে পড়ে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---সাধারণতঃ পার্টির পেপার হলে সেইসমস্ত বিচার করা হয় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে কোন পার্টির কাগজ সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে যাবে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---কোন পার্টির বিশেষ স্বার্থে যে সব কাগজ বেরোয় সেগুলি যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গণরাজ পত্রিকাটি কোন পার্টির পত্রিকা কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---কোন পার্টির পত্রিকা কিনা এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে 'দেশের কথার' উপর লেখা নাই "মাকস্‌বাদী পার্টির' মুখপত্র এবং গণরাজ পত্রিকার উপরেও লেখা নাই 'কংগ্রেসের মুখপত্র'?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---আমি বলেছি যে গণরাজ পত্রিকা কোন পার্টির বলে কোন তথ্য নাই।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস---কোন পার্টীর পেপার সাব-সেন্টারে পাঠানো হবে না এটা কি ডেমোক্রেসির কন্ট্রেরী নয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---জনসাধারণের কাছে যে পেপার পাঠানো হবে তার একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রিভিউ করা হচ্ছে, কবে নাগাদ রিভিউ শেষ হবে এবং সেটা কে রিভিউ করছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---এটা স্বাভাবিক নিয়মে যতটুকু সম্ভব নেওয়ার ততটুকুই নেওয়া হবে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত---এটা কি সত্যি যে সাব-ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে কমিটি আছে এবং কি কি পত্রিকা এ অঞ্চলের লোক চায় এইরকম কোন আবেদন কমিটির মারফতে আছে কিনা সরকারের কাছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---কমিটির রিকমেনডেশান থাকতে পারে। কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করে যে রিভিউ করার কথা বল্লাম সেই সমস্তের মধ্যে যদি পড়ে তাহলে পাঠানো হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে পার্টির মতামত প্রকাশ করে এইরকম কোন পত্রিকা সাব-ইনফরমেশান সেন্টারে যাবে না এই যে বিবেচনা এটা এক মাত্র ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টই করে থাকে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---এইরকম কম্যুনিস্ট গভর্ণমেন্টও করে থাকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---এইরকম কোন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন কি যে কোন পার্টির মতামত যদি কোন পত্রিকা প্রকাশ করে তাহলে সেই পত্রিকার বিলি বন্টন বন্ধ করতে হবে। পত্রিকায় বিলি বন্টন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মনে করছেন যে এটা একটা ফ্যাভার। সেই ফ্যাভারটা এর বিরোধী। আমি জানতে চাই যে সরকারটা ইলেকশনের সুযোগ সুবিধা দেয় সেই সরকারটা যে নীতির অনুসরণ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্য নীতি অবলম্বন করেন যে কোন পার্টীর পত্রিকা দিতে চায় নাই। এটা কি ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচয় নয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---এই প্রশ্ন আসে না বলেই মনে হচ্ছে। ফ্যাসিষ্ট কথাটা আসেই না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---স্যার, পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন বিলি বন্টন করাটাকে মাননীয় মন্ত্রী মনে করছেন একটা ফেভার। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি যে সরকার ইলেক্শানে দাঁড়াতে চায়, সেই সরকার যে নীতি অনুসরণ করেন, তার চাইতে আলাদা নীতি অনুসরণ করলে অন্য দলকে তার বক্তব্য পাবলিকের কাছে পৌঁছাতে দিতে তিনি রাজী নন, এটা কি ফেসিষ্ট মনোভাবের পরিচয় নয়?

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা ঠিক এভাবে আসা উচিত নয়।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে পত্রিকার ব্যাপারে রিভিয়্যু করা হচ্ছে, এই রিভিয়্যু করার দায়িত্বটা কার?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---ডিপার্টমেন্টের।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এজন্য ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন সেল গঠন করা হয়েছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন ভাবে খবরাখবর নেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে সাময়িকভাবে করা হচ্ছে বলে বল্লেন, এই সাময়িকভাবেটা কতদিন পর শেষ হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত---স্যার, আমার কথা হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা যাতে ত্রিপুরার সমস্ত রকম নিউজ পেতে পারেন সে জন্য তারা খুবই উৎসাহী। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করে সাব-ডিভিশন্যাল ইন্ফরমেশান সেন্টারগুলিতে নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিভিয়্যুটা হয়ে গেলেই তারপর কোন্ কোন্ পত্রিকা পাঠানো হবে, সেটা স্থির করা হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী--- ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার---৮০৩।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস---ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০৩, স্যার।

প্রশ্ন

১। বিগত বৎসরগুলির তুলনায় আগরতলা ডেয়ারী ফার্মের মাধ্যমে দুগ্ধ সরবরাহ কি কমিতেছে? এবং

২। যদি হইয়া থাকে, তাহার কারণগুলি কি?

উত্তর

১। না, মহাশয়। ১৯৭১-৭২ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে দুগ্ধ সরবরাহ কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সালে দুগ্ধ সরবরাহ পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৬৮ সালে এই দুধের সাপ্লাই কত ছিল?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৮-৬৯ সালের দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭০-৭১ সালে এই দুধের সাপ্লাই কত ছিল?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭০-৭১ সালের তথ্য আমার কাছে নাই। তবে ১৯৭১-৭২ সালে ৫,৩০,৬১১ লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭৩-৭৪ সালে এই দুধের সাপ্লাই কত হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৩,৩১,৩৭৫ লিটার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে আগের বছর থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে দুধের বিক্রি কমলো, এর কারণটা কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিক্রয় মূল্য কিছু বেশী হয়েছিল বলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৬৮ সালে এই দুধের সাপ্লাই কত ছিল এবং বর্তমানে কত?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ১৯৬৮-৬৯ সালের তথ্য আমার কাছে নাই। তবে বর্তমানে আমরা ১.৫০ পয়সা লিটার দরে খরিদ করি এবং ২ টাকা লিটার দরে বিক্রি করি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---স্যার, উনি বলেছেন যে বাড়ছে। তাহলে আগে কত ছিল এখন কত হয়েছে, এগুলি না জানালে আমরা কি করে বুঝব যে বাড়ছে কি কমছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---আপনি কোন্‌টা চান, দুধের দাম না তার পরিমাণ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---স্যার, উনি বলেছেন যে দুধের দাম বাড়াতে দুধের বিক্রি কমেছে। আমি জানতে চাইছি আগে কত ছিল এবং কত বেড়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---এটা আমি পরে জানাব, স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই প্রাইসিংটা কিসের ভিত্তিতে হয়, এই যে দাম বাড়ানো এবং কমানো হয়, এটা কিসের ভিত্তিতে হয়?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---দুধের দাম যখন মফঃস্বলে বেশী থাকে, আমরা যখন দুধ পাই না, তখন দাম কিছু বাড়িয়ে নিতে হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন প্রফর্মা এ্যাকাউন্টস এই দুধের জন্য রাখা হয় কিনা এবং সেই প্রফর্মা দেখে আমাদের কি লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে, না, লাভ লোকশান কোনটাই হচ্ছে না এবং কিসের ভিত্তিতে আমরা এই দুধের দামটা ঠিক করি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---স্যার, প্রপার এ্যাকউন্টস রাখা হয়। লাভ ক্ষতি কি হচ্ছে, সেই খবর এখন আমার কাছে নাই। তবে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি পরে জানাতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে দরটা ঠিক হয়, এটা কি লাভ করার জন্য ঠিক হয়, না লোকসান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠিক হয়, না নাকি এই দর ঠিক করার ফলে আমাদের লাভও হচ্ছে না, আবার লোকসানও হচ্ছে না, অর্থাৎ নো প্রফিট, নো লসের ভিত্তিতে চলছে জানাবেন কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---স্যার, আমাদের লাভ হচ্ছে না। তবে নো প্রফিট নো লসের ভিত্তিতে চল্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই দুধ বিক্রি করে ত্রিপুরা সরকারের কোন লোকসান হচ্ছে না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---বলেছি তো নো প্রফিট নো লস।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে দুধ সাপ্লাই করা হয়, তাতে কতটুকু গরুর দুধ, কতটুকু মহিষের দুধ, তার কতটুকু পাউডার মিশানো হয়?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---আই ডিমান্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে উনার দপ্তরটিকে এস্টিমেট কমিটি পরীক্ষা করেছিল এবং তারপরে এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---স্যার, রিপোর্ট হয়ে থাকলে নিশ্চয় আমি জানতে পারতাম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি---রিপোর্ট তো সাবমিট করা হয়েছে, তা না হয় তো আমি এখানে একথা বলতে পারি না। কারণ আমিও সেই এস্টিমেট কমিটির একজন মেম্বার ছিলাম। কাজেই এ রিপোর্টের মধ্যে কি মন্তব্য করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানেন কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---সেই রিপোর্টের মধ্যে কি মন্তব্য করা হয়েছে, তা আমি এখনও পড়ে দেখি নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তা না পড়ে দেখার কারণ কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---পার্টিকুলার এই বিষয়টা আমার নজরে আসে নি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি---সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দুধের মত একটা এ্যাসেন্সিয়েল ফুড, এটা যাতে মানুষ কম দামে পেতে পারে, সেজন্য সরকার থেকে সাব-সিডি দিয়ে বিক্রি করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এটা আপনি জানেন কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---এই রকম কিছু সুপারিশ করা হয়ে থাকলে, সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে দুধ সাপ্লাই করা হয় তার কতটুকু গভর্ণমেন্ট ফার্ম থেকে তার কতটুকু প্রাইভেট কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে আসে?

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এর মধ্যে আসে না।

শ্রীতাপস দে---আসে...

মিঃ স্পীকার---নো নো...

শ্রীতাপস দে---না স্যার, টোটাল সাপ্লাইয়ের কত পার্সেন্ট গভর্ণমেন্ট ফার্ম থেকে আসে এবং কত পার্সেন্ট প্রাইভেট কন্ট্রাকটার থেকে আসে এটাই আমার প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার---নো, নো, দিস ক্যান্ট বি...

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---কত পার্সেন্ট আসে এটা নাই, তবে ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের ক্যাটেল ফার্ম থেকে আসে ১৭,৪৯১ লিটার, ১৯৭২-৭৩ সালে আসে ১৭,৪৬৮ লিটার এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে আসে ৪৮,৪৪২ লিটার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী---স্যার, আমার একটি প্রশ্ন ছিল তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে পড়েন নি। এখন আবার বলছেন যে গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করবেন, কোনটা ঠিক? উনি কি জানেন, বিষয়টি কি উনি জানেন। এষ্টিমেট কমিটি যে রিকমান্ড করেছে তাতে তিনি বলেছেন যে গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করে দেখবেন। উনি কি সেটা জানেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে গভর্ণমেন্টের এটা জানা আছে এই বিষয়টি আমি বিবেচনা করে দেখব। আমি আগেও বলেছি যে এটা পড়ি নাই। গভর্ণমেন্টের জানা আছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী---গভর্ণমেন্টটা কি, মন্ত্রী জানেন না, গভর্ণমেন্ট জানেন এর অর্থ কি? গভর্ণমেন্ট কে, মন্ত্রী সভা গভর্ণমেন্ট না অন্য কেউ? অদ্ভুত কথা!

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য, এটাতো প্রশ্ন হতে পারে না...

শ্রীকালীপদ বানার্জী—উনি কি বলেছেন...

মিঃ স্পীকার---দিস ক্যান্ট বি সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী---না --- কেন হবে না, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে উনি এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট দেখেন নি। এখন উনি বলছেন যে গভর্ণমেন্ট জানেন, উনি জানেন না। গভর্ণমেন্ট কে? উনি বলেছেন যে গভর্ণমেন্ট জানেন অথচ উনি জানেন না। এই দপ্তরের যিনি মন্ত্রী তারা গভর্ণমেন্ট নয়! গভর্ণমেন্ট কে, গভর্ণমেন্ট কি ডিরেক্টার, গভর্ণমেন্ট কি সেক্রেটারী? তাহলে তারা জানেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে আসা সম্ভব নয়। আমি বলেছি যে গভর্ণমেন্ট জানে। আমি বলছি যে সেক্রেটারীদের এই বিষয়টি জানা থাকে সেক্রেটারী হচ্ছে গভর্ণমেন্ট। কাজেই আমি বলেছি যে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী--সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট! সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট, সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি বলছেন সেক্রেটারী গভর্ণমেন্ট!

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---সেক্রেটারী গভর্ণমেন্টের কর্মচারী। সেক্রেটারী সেই দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, সেই কথাই আমি বলেছি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস---মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে হোল মিল্কের মধ্যে পার্সেন্টাইজ-এর ব্যাপারে ডিমান্ড নোটিশ চেয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে থেকে আমি জানতে চাই যে হোল মিল্ক যে সাপ্লাই করা হয় তাতে কি পাউডার মিল্ক মিশান হয় কিনা। এবং যদি মিশান হয় তা হলে পেস্তুরাইজ করে তারপর পাঠান হয় কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে দুধটা সাপ্লাই করা হয় তার মধ্যে হোল মিল্ক কতটুকু, স্ট্যানডার্ডাইজড মিল্ক কতটুকু এবং স্কীম মিল্ক কতটুকু?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, আমি নোটিশ. চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী---কি আছে আপনার কাছে? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি আগরতলা সহরের দুধের রিকোয়ারমেন্ট কত এবং তার কত অংশ আমাদের সাপ্লাই সেন্টার থেকে সাপ্লাই হয়?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আন্দোলনের সময় রেড ক্রশের পচা পাউডার মিল্কগুলি ছিল, সেগুলি ডেয়ারী ফার্মএর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে এই কথা সত্যি কি না?

Mr. Speaker :—No, no, this cannot be a supplementary question. Shri Madhusudan Das

Shri Madhusudhan Das ;—Question No. 826.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---কোয়েশ্চান নম্বার ৮২৬।

প্রশ্ন

১। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় তৌজিবিহীন ঘরের সংখ্যা কত? এবং মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি নাই এমন পাকা ভিটি ঘরের সংখ্যা কত?

২। উক্ত ঘরের মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

৩। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় যে সব তৌজিবিহীন ঘর উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহাদের ব্যবসায়ের সুবিধার্থে পুনরায় কোন জায়গা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি?

উত্তর

১। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় তৌজিবিহীন ঘরের সংখ্যা ৬৪টি এবং অনুমতি নাই এমন পাকা ভিটি ঘরের সংখ্যা ৬০টি।

২। উক্ত ঘরের মালিকদের বিরুদ্ধে এযাবত ৭৯টি মামলা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিনা অনুমতিতে পাকা ভিটি তৈরী করার জন্য ৬০টি এবং তৌজিবিহীন মালিকের বিরুদ্ধে ১৯টি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

৩। যে সমস্ত তৌজিবিহীন জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিকল্প জায়গা পাওয়ার উপযুক্ত নহে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে সপিং সেন্টারে স্থান দেওয়া হইবে।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ২ নম্বর প্রশ্নের জবাবে বলেছেন---উপযুক্ত নয়---এটা বিচারের মাপকাঠি কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জবরদখলকারীদের মধ্যে অনেকেই দোকান করে না এমন লোকও হতে পারে, তার পর যারা জবরদখলকারী তাদের মধ্যে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা আছে এবং তারা ডিজার্ভিং এই রকম যারা সেগুলি সরকার বিবেচনা করেন।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এক একজন ৭/৮টি ঘর ভাড়া খাটাচ্ছে, আর এখানকার বেকাররা দরখাস্ত করা সত্ত্বেও ঘর পায় না। এই কথা সত্যি কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

মিঃ স্পীকার---প্রশ্নটা আবার বলুন।

শ্রীতাপস দে---একই ব্যক্তি ৭---৮টি ঘর ভাড়া খাটাচ্ছে। আর এখানকার বেকাররা শিক্ষিত বেকাররা মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করেও ঘর পায় না এই তথ্য সত্যি কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে---মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---তথ্য পরিবেশিত হলে আমি দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই যারা আন্‌অথরাইজড অকোপেন্ট হিসাবে আছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে পুরানো কোন বছর থেকে আনঅথরাইজড অকোপেন্ট?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা স্বীকার করবেন কি যে এই বাজারের মধ্যে বা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে শত শত লোক এমনি করে দীর্ঘদিন আগে থেকে আনঅথরাইজড অকোপেন্ট আছে তাদের সেই সমস্ত জায়গায় রেগুলারাইজড করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা আছে আমিতো বললামই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী---আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা দীর্ঘ দিন যাবত আন্‌অথরাইজড অকোপেন্ট রয়েছে তাদের সেই সমস্ত জায়গায় রেগুলারাইজড করা হচ্ছে না কেন? সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের নীতিটা কি?

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা দখল করে আছে যদি উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রী তাপস দে ঃ---সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে অনুমতি না নিয়ে এই যে ৬০টি ঘরের বিরুদ্ধে কেজ চলছে সেইটা কতদিন যাবত চলছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---সেইটার সময় আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যে সমস্ত লোক আন---অথরাইজড অক্যুপাই করে আছে তারা যে দাবী করেছে তাদের সেই দাবীটা লিগেল করার জন্য কোন আবেদন তারা করেছেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেই মামলাগুলি কতদিন যাবত চলছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত দিন যাবত মামলাগুলি চলছে সেইটা, আমার কাছে সেই তথ্য নেই।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে সাপ্লিমেনটারী যে প্রশ্নগুলি আসছে কোনটারই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে নেই। কাজেই যে তথ্যটি আছে উনার কাছে সেই তথ্যটি আমাদেরকে জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এইটাতো কোন প্রশ্নই নয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তথ্য মাননীয় সদস্য চেয়েছেন যে কত দিন যাবত মামলা চলছে সেই তথ্য সম্পর্কে বলেছি যে সেইটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে যারা আন্‌অথরাইজড অক্যুপেন্ট এদের মধ্যে ব্যবসায়ের দিক থেকে খুব গরীব এদের কেজগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস উনি দিতে পারেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে তো আমি আগেই বলেছি যে যারা নাকি আমাদের রিজার্ভ বলে বিবেচিত হবে তাদের কেজগুলি বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি এই আশ্বাস দিবেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এইগুলি বিবেচিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল রকমের জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদ সেইটা বন্ধ রাখা হবে এই প্রতিশ্রুতি কি দেবেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---না, যেখানে কেজ দায়ের করা হয়েছে সেখানে এই প্রতিশ্রুতির কোন প্রশ্ন উঠে না। কোর্টে যা রায় হয় তাই করতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---কোর্টের বাইরে যেগুলি আছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাইরের কি আছে না আছে তদন্ত করে দেখা যাবে। সাধারণতঃ রাস্তার উপরে থাকলে তা দেওয়া যাবে না। কাজেই এইগুলি কি পর্য্যায়ে আছে সেইগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়টা ঘরের তৌজি দেওয়া হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তৌজি দেওয়া হয়েছে কি না সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, যদি ১৯৭৩-৭৪ সালে একটি ঘরের ও তৌজি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই যে ৬০টি ঘর তৌজি বিহীন অবস্থায় আছে সেইগুলির তৌজি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তৌজির ব্যপার সেইটা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের, তৌজিটা অ্যাক্‌জামিন করলে পরে দেখা যেতে পারে যে তৌজির যদি কেহ প্রার্থী হয়ে থাকে তাহলে সেইটা আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে তৌজিটা হলো রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে চান যে আগরতলা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির জমিতে মিউনিসিপ্যালিটিকে না জিজ্ঞাসা করে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট তৌজি দিচ্ছে-এইটা কি বলতে চান?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---না আমি এই কথা বলছি না, এইগুলি দরখাস্ত দেখে যদি তৌজির উপযুক্ত কেজ হয় সেইগুলি আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীসমীর বর্মণ ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, তৌজি দিচ্ছেন না, মিউনিসিপ্যালিটির দোকান ঘরের তৌজি রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে উনি বলেছেন এইটা তো ঠিক নয় স্যার, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দোকান ঘরের ভিটির তৌজি দেওয়া হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৩-৭৪ সালে যদি একটি ঘরেরও তৌজি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই যে ৭টি ঘর তৌজিভিত্তিহীন অবস্থায় আছে এবং যে ঘরগুলি অবৈধভাবে ভেংঙ্গে ফেলা হয়েছে সেই ঘরগুলির তৌজির ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রীমশায় করবেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইগুলির কথা বলেছি যে যদি আমরা যে ভিত্তিতে আমরা দিয়ে থাকি তার মধ্যে পড়লে আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, যে পাক্কা ভিটিগুলি বাজারে আছে এই পাক্কা ভিটি করার আগে মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদন না দেওয়ার কারণ কি? যার জন্য এখন মামলা চলছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---অনুমোদন না দেওয়ার ধরুনই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---মিউনিসিপ্যালিটির অনুমোদন দেওয়ার কোন অধিকার আছে কি? যদি অধিকার থেকে থাকে কত ধারাতে তারা অনুমতি দেন মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অনুমতি যারা নিচ্ছে না-কথাটা হচ্ছে, যারা না কি মিউনিসিপ্যালিটিকে না জানিয়ে এই রকম ঘর করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---আমি তো জানি যারা না কি পাক্কা ভিটি করেছে তারা সবাই আগে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে দরখাস্ত করেছিল অনুমতি দেওয়ার জন্য কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি দেয় নাই। কাজেই যদি এই ধরণের অনুমতি চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে ভিটি পাক্কা করার অনুমতি দেবেন কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাক্কা ভিটি করতে পারে অনুমতি না পেয়ে যেখানে পাক্কা ভিটী করেছে সেই ক্ষেত্রেই আমরা কেস দিয়েছি।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ---যদি অনুমতি না চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে কেস দেওয়া হয়েছে ঠিকই আছে। আর যদি অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না দিয়ে কেজ দেওয়া হয়ে থাকে এই কেসগুলি মাননীয় মন্ত্রীমশায় কনসিডার করবেন কিনা এবং কেস প্রত্যাহার করে নেবেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনুমতি চাইলেই সেইটা পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং যদি অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি কেহ অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না দিয়ে কেজ করা হয়ে থাকে তাহলে সেই কেজেতে সেই কেজ উইণ্ড্র করে আনা হবে কিনা এইটা হচ্ছে প্রশ্ন। যদি অনুমতির জন্য দরখাস্ত করার পর তার বিরুদ্ধে কেজ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রেতে সেই কেস উইথড্র করা হবে কিনা?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---অনুমতি চাইতে পারে কিন্তু অনুমতি না পাওয়াতেই কেস করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---উত্তরটা কনন্ট্রাডিকটরি হয়ে গেল। আমি এইটা বুঝলাম না যে অনুমোদন চায়নি না পায়নি কোনটা ঠিক?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে অনুমতি চাইলেই পাওয়া যায় না। অনুমতি চাইলে এইটা পরীক্ষা করে দেখা হয় অনুমতিটা সে পাওয়ার যোগ্য কিনা। কাজেই সেই সময়ের মধ্যে যদি সে পাক্কা ভিটি করে ফেলে তাহলে সেই সমস্ত কেজে আমরা মামলা দায়ের করি।

শ্রী সুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মধুসূদন দাসের জবাবে বলেছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তিকে ১৯৭৩-৭৪ সালে তৌজি ভুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে সেই সমপর্য্যায়ের যদি কোন দরখাস্ত থাকে অন্যান্য ব্যক্তিদের সেই ব্যক্তির ন্যায় তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কিনা সেই বিষয় মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছে জানতে চাচ্ছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এইগুলি আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে যদি রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট তৌজি দিয়ে থাকেন তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির কোন আইনের বলে কত ধারামূলে এই ৭টি কেস চালাচ্ছেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেভেনিউর কথা অবশ্য স্লীপ অব টাং হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার সংশোধন করে বলেছি এইগুলির জন্য যদি কেহ প্রার্থী হয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষা করে দেখবো এবং যদি তারা পাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে তাদের দরখাস্ত বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন ধারা মূলে পারমিট দেওয়া হয় বা অনুমোদন দেওয়া হয়?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি, এই যে ৬৪ জন আনঅথারাইজড অকুপায়ার তাদের প্রত্যেকের নামে মামলা করা হয়েছে কিনা, না কি বেছে বেছে মামলা করা হয়েছে?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---৬৪ জনের নামেই মামলা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---নো মোর সাপ্লিমেন্টারী। শ্রী বুলু কুকি।

শ্রীবুলু কুকি ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯ স্যার।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার উপজাতি শিক্ষিত বেকার যুবকদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পাঠানোর জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে ১৯৭৩ইং সনে একটি সার্কুলার ইস্যু করিয়াছেন।

২। সত্য হইলে, কোন বিভাগে কত জনের নাম পাওয়া গিয়াছে এবং কতদিনের মধ্যে নাম দেওয়ার নির্দেশ ছিল?

উত্তর

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবুলু কুকি ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন 'না'। আমি নিশ্চিতভাবে জানি প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের এলাকাতে উপজাতি শিক্ষিত বেকার যুবক কত আছে জানাও এবং তারা নামও দিয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই বলেছি যে, যে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেইরকম কোন সার্কুলার ইস্যু করা হয়নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে উন্নয়ন মন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় বলে এসেছেন যে ককবরক লেখাপড়া শেখানোর জন্য আমরা কিছু ট্রাইবেল ছেলে চাই এবং তোমরা দরখাস্ত করতে পার?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উন্নয়ন মন্ত্রী বলতে পারেন, আমার জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিভাগ থেকে ইন্সপেকটরেট অব স্কুলস অফিস যে আছে, সেখানে থেকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে উপজাতি ছেলেদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে, এটা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী বিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৩।

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে কার্য্যরত সুইপার এবং স্কেভেঞ্জারের সংখ্যা কত, এবং

২। বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত সুইপার এবং স্কেভেঞ্জারের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের কত লোক আছে, তার পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহধীন আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ---স্যার, এই সেশান আজকে শেষ হচ্ছে, এটা পাওয়ার কি সুবিধা আছে স্যার?

মিঃ স্পীকার ঃ---সেশান না চললে সম্ভব নয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---পরের সেশানে এই তথ্য হাউসের সামনে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার---দিস কোয়েশ্চান উইল কাম এ্যাজ এ পস্টপণ্ড কোয়েশ্চান।

শ্রী অজয় বিশ্বাস। শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪৯।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর'এর সাকাইবাড়ীতে আলগাপুর (পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত) মাঠের ফসল এবং জমি, সুকনাছড়া ও সাকাইছড়ার বন্যায় প্রতি বৎসরই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে সরকার খবর রাখেন কি?

উত্তর

পাহাড়ী নদী সুকনাছড়া এবং সাকাইছড়াতে বন্যা হইলে সাধারণতঃ আলগাপুর এবং সাকাইবাড়ীর নিম্ন এলাকা পানিসাগর ব্লকের অন্য এলাকার মত প্লাবিত হয়।

প্রশ্ন

২। ঐ অঞ্চলে বন্যা নিরোধের এবং ফসল ও জমি রক্ষার জন্য সুকনা ও সাকাইছড়ার সংস্কারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে উক্ত ছড়ার সংস্কারের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে কি, এবং

৪। করা হইলে কবে ঐ ছড়া সংস্কারের কাজ সুরু হইবে?

উত্তর

২। আপাততঃ নাই।

৩। ও ৪। এই প্রসঙ্গ উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাঃ---যেখানে ফসল এবং জমি নষ্ট হচ্ছে, সেই ছড়া সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন কি সরকার মনে করেন না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ---এই সম্পর্কে সাধারণতঃ মাইনর ওয়ার্ক যেগুলি, সেইগুলি ব্লকের তরফ থেকে দিয়ে থাকে। আর পার্মানেন্ট মেজারের জন্য, এটার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ছড়াটাতে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে কোন রকম বন্যা নিরোধ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা সার্ভে করা হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্মানেন্ট বাঁধের জন্য এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মাঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি যে সাকাইছড়ার পাড়ে অনেকের বাড়ী আছে, তারা ছড়ার অনেকাংশ নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়েছে যার ফলে ছড়ার পরিসরটা ছোট হয়ে গেছে এটাও বাঁধার সৃষ্টি করে এবং এটাও বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটা কারণ, মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ---এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কি, কতটা পরিবার এফেকটেড হয় এই ফ্লাডে এবং এটা হিসেবের মধ্যে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে ফ্লাড প্রটেক্শান মেজার নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্তঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্মানেন্ট বাঁধ করতে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলতে পারব হবে কি হবে না।

মিঃ স্পীকারঃ---শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দেঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৫।

প্রশ্ন

১। টি জে, সি, এস, এর ন্যায় পুলিশ বিভাগে কোন সার্ভিস করা হয়েছে কিনা? যদি না হয় তা'র কারণ?

উত্তর

১। না, কারণ অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও জুনিয়র সিভিল সার্ভিস বিভিন্ন বিভাগের একই স্কেলের বিভিন্ন পদ নিয়া গঠন করা হইয়াছে। সিভিল সার্ভিস অফিসারদের সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন পদে কাজ করিতে হয় বিশেষতঃ সাধারণ প্রশাসনের কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য। পুলিশ অফিসারদের জন্য কোন জুনিয়ার কেডার সার্ভিস গঠন করা প্রয়োজন নাই। পুলিশ অফিসারদের পদোন্নতির নিয়ম শুধু তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যতটুকু জানা যায় পুলিশ বিভাগের কাঠামোতে অন্য রাজ্যে জুনিয়র পুলিশ সার্ভিস কেডার প্রচলিত নাই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের ন্যায় জুনিয়র সিভিল সার্ভিস বিদ্যমান আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭৮।

প্রশ্ন

১। জরীপ কার্য শেষ হওয়ার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত সংখ্যক লোককে জবর দখলকার হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে।

২। ঐ সকল জবর দখলকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে মোট কতজন ঐ সকল জবর দখল করা ভূমি সরকার হইতে বন্দোবস্ত পাইয়াছেন?

উত্তর

১। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটার ইন্টেনশনটা বুঝে উত্তরের ব্যবস্থা করেছি। কারণ জবর দখলকার যেভাবে লেখা হয় 'অং বং' সেটা আর একজনের জায়গায় জোর করে দখল করলে লেখা হয়। আর এটা যদি খাস জমি দখল করা হয়ে থাকে তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা তৈরী করেছি। ইনটেনশান্টা বোধ হয় তাই। খাস জমিতে জরীপ কার্যকালে কোন লোককে 'জবর দখলকার' হিসাবে রেকর্ড করা হয় নাই।

২। প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---বে-আইনী দখলকার আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন বোধ হয় আসে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---ইনটেনশনটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে বে-আইনী দখলকার আছে কিনা নিশ্চয়ই বলতে পারেন। খাস জমিতে বে-আইনী দখলকার।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ---সরকারী রেকর্ডে যদি কোন রেকর্ডের তারতম্য থাকে তাহলে সেই রিপ্লাইটা দিতে তো পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বে-আইনী দখলকার হিসাবে ১,০৪,০৬৭টি কেস আছে। তার মধ্যে আমি ডিভিশন-ওয়ারী হিসাবটা দিয়ে যাচ্ছি। সদর---২৭,৯৬১ টা, সোনামুড়া---৬,৪৯৮, খোয়াই---১২,৯০১, কমলপুর---৪৫২০, ধর্মনগর-২,৮৯০, কৈলাসহর---১০,০৮৮, উদয়পুর---৯৮৭৪, বিলোনীয়া---১০,৩৪৯, অমরপুর---৮৬৬১, সাব্রুম---৭,৩০৫। মোট ১,০৪,০৬৭টি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত। দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাই নি। এর মধ্যে কতজনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে ১৮,২৩৬ জনকে বন্দো-বস্ত দেওয়া হয়েছে। আর ৩,৬০৯ জনকে এভিক্‌ট করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ---মাত্র দেখা যায় যে ১৮ হাজার লোক বন্দোবস্ত পেয়েছে আর ৩ হাজার এভিক্‌টেড হয়েছে। বাদ বাকী যারা রইলেন ৭৫ হাজার এর উপর তাদের বন্দোবস্ত দিতে সেটেলমেন্ট অপারেশন শেষ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন পূর্বে। এখন পর্য্যন্ত কেন এদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে যে সমস্ত রেকর্ড পত্র ছিল সার্ভে সেটেলমেন্ট সেটা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছে। এই সম্পর্কে যদি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাহলে অনেক সময় লাগবে কারণ প্রায় ১৪ লক্ষ তৌজীর প্রশ্ন আসছে। এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা একটু সময় লাগবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১৮ হাজারের হিসাব দেওয়া হল, যাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে গৃহহীনকে জমি দেওয়াটা অন্তর্ভুক্ত কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ফিগার আমি বলতে পারছি না এখন। সম্ভবত এটা পড়ে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ---বে-আইনী দখলকারদের এখন পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ায় সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন যাবত এ কথা সত্যি কিনা। জমি আছে দখলে অথচ সরকার রাজস্ব পাচ্ছেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী নীতি হিসাবে ভূমিহীন যারা তাদের দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। যদি এনকোয়ারী করে দেখা যায় যে সে ভূমিহীন সত্যিকারের, এখনও দেখা যায় অন্য জায়গায় জমি দখল করে বসে আছে। এই সমস্তগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ খুব সময় লাগবে। আমরা যারা ভূমিহীন তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করব খাস জমির ব্যাপারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---যে ৩ হাজার উচ্ছেদ করার কথা বলা হয়েছে, ঐ ডুমবুর প্রকল্পে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে বে-আইনী দখলদার তারাও এর অন্তর্ভুক্ত কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি যে এই বে-আইনীভাবে দখল করা জমির মোট পরিমাণ কত এবং এই বে-আইনীভাবে দখল করা জমির মধ্যে মোট ভূমিহীনের পরিমাণ কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত ডিটেলড্ রিপোর্ট আমার কাছে নাই। এই তথ্য সংগ্রহ করতে সময় লাগবে। হাউসের কাছে আমি মোটামুটি একটু উপস্থিত করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন যে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে যারা ভূমিহীন বে-আইনী দখলদার তারা বন্দোবস্ত পাবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন নয়। এটা সরকারের নীতিই আছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ--১৯৬০ থেকে ১৯৭৪ হয়েছে, এটা তো কত তাড়াতাড়ি। কাজেই তাড়াতাড়ি আমি চাই না। আমি চাইছি এক বছরের মধ্যে দিতে পারবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, কারণ আমরা চাই না যে একজনের জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে পাবে। সেইসব পরীক্ষা করে দেখতে কিছু সময় লাগবে। কাজেই এখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House replies of the Unstarred Questions and also of the Starred Questions which are not answered orally.

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—স্যার, আমারও কিছু কথা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, যখন রিজলিউশানের উপর আলোচনা হবে, তখন আপনি বলতে পারবেন।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার ঃ—স্যার, আমার কথা হচ্ছে, আমি অন্ততঃ গোটা পনের কোয়েশ্চান দিয়েছি, কিন্তু কোনটারই উত্তর পায় নি। বার বার আমি দেখছি যে আমার উপর এভাবে অবিচার করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি তো থাকেন নি, তাই প্রশ্ন করতে পারেন নি।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ—স্যার, আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আমি সেটা ডিসএলাউ করেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—স্যার, গত ৯ তারিখের ধর্মঘটের ব্যাপারে, আমরা শুনছি যে সোনামুড়াতে দুইজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং চীফ মিনিষ্টারের যে দুই জন ড্রাইভার ছিল, তাদেরকেও নাকি অন্যত্র বদলী করা হয়েছে এবং আরও শুনছি যে এই এ্যাসেম্বলীর ড্রাইবারদের নাকি গাড়ীর চাবি দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেব্যল মেম্বার, দীজ আর অল বেস-লেস ফ্যাকট্স। তাছাড়া আপনি যে কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছেন, সেটা সার্ভিস কনডিশানের ব্যাপারে, তাই এটা একর্ডিং টুরুলস ডিস-এ্যালাউ করেছি।

Mr. Speaker :—There is one Calling attention notice to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 11th April, 1974, I shall request the Minister for Food & Civil Supply to make a statement on the calling attention notice of Shri Bidya Ch. Deb Barma on—

গত ৯ই এপ্রিল খোয়াই মহকুমার কল্যানপুরের ভূমিহীন কলোনি অমর কলোনীর অবনী চক্রবর্ত্তীর পুত্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯-৪-৭৪ ইং তারিখে অমর কলোনির শ্রীঅবনী চক্রবর্ত্তীর পুত্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। তার বয়স ১১ বছর ছিল। তার মাতার বিবৃতি অনুসারে সে ছোটবেলা থেকে এজমা রোগে ভোগিতে ছিল, যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বাড়িয়া যেত। প্রায় ৪-৫ দিন আগে তার পিতা মাতা কর্তৃক পিঠুনি খাইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যায় এবং বাজারে অবস্থান করিতে থাকে। সংবাদে প্রকাশ এ ৪-৫ দিন সে অন্যের দানের সাহায্যে বাঁচিয়া ছিল এবং ৯-৪-৭৪ ইং তারিখে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় কল্যানপুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভর্তী করা হয়। ডাক্তারের মতানুসারে সে তখন অধিক তাপমাত্রায় ভুগিতেছিল। ডাক্তারের মতে ব্রংকানিমোনিয়া ফলে হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই তার মৃত্যুর কারণ। পরিবারের লোকজন—শ্রীঅবনী চক্রবর্ত্তী ৫০ বছর, শ্রীমতি পারুল বালা চক্রবর্ত্তী—৪৫ বছর, তাপস চক্রবর্ত্তী—১৮ বছর, শ্রীমতি অনুপমা চক্রবর্ত্তী—৬ বছর, চন্দন চক্রবর্ত্তী—৫ বছর এবং প্রভাত চক্রবর্ত্তী—২ বছর।

মৃত ছেলেটির বাবা একজন পুরোহিত এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বর্ত্তমানে তিনি ৩ কানি খাস টিলা ভূমির মালিক যাহার দখল তিনি ৫-৬ বছর পূর্বে ৮৬০ টাকার বিনিময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র দেব এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন। গত আউস ঋতুতে, তিনি আউস ধান ও মেসতা পাট পাইয়াছিলেন। তার একটা গরু আছে যেটি দৈনিক ২৫০ গ্রাম দুধ দেয়। শ্রীমতি পারুল বালা চক্রবর্ত্তী ১৯৭৩-৭৪ সনে প্রাথমিক ভাবে বি, ডি, ও কর্ত্তৃক আয়োজিত টেষ্ট রিলিফরে কাজ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এ পরিবারের নিকট ৪ কে, জি, ধান আছে, তাদের দুই খানা ঘর আছে ছনের ছানি এবং বাঁশের চাম্পা কম্পা বেড়া। এই পরিবারের কোন মহাজনের নিকট ঋণ নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেনকি যে যখন নারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সংঙ্গে সংঙ্গে যখন তার মৃত্যু হয় তখন হাসপাতালে উপস্থিত লোকের সামনে ডাক্তারবাবু কি ঘোষনা করেছিলেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডাক্তার যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে লেখা আছে যে তার হাই টেম্পোরেচার ছিল এবং ব্রংকনিমোনিয়া—হাফানির রোগে ভোগছিলেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—তার মৃত্যুর পর মূহর্ত্তে ডাক্তার উপস্থিত সকলকে বলেছেন যে তার অনাহার মৃত্যু হয়েছে। তার পেটে বেশ কয়েক দিন ধরে কিছু পড়েনি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে, সেটা আমি এখানে পরিবেশন করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী কি অবগত আছেন যে এ' ফেমিলীটা সম্পূর্ণরূপে রেশন দোকানের উপর নির্ভরশীল এবং কোন রেশন এ' কল্যাণপুর এলাকায় সাপ্লাই করা হয় নি যদিও সেখানে চাউলের দর ২ টাকার বেশী?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেশন দোকান আছে কিম্বা সেখানে রেশন সাপ্লাই করা হয় নি, এই রকম যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা খোজ করে দেখতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজের ষ্টেটমেন্ট বলেছেন যে এই পরিবারটির কোন লোকই কর্মক্ষম হওয়া সত্বেও কোন কাজ পাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এ' এলাকায় আজ পর্য্যন্ত কোন টেষ্ট রিলিফের কাজ করানো হয় নি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ষ্টেটমেন্ট আছে তার ১৮ বছরের একটি ছেলে আছে এবং সেই ছেলে বাবা মায়ের খোজ খবর রাখে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিজের ষ্টেটেমেন্টে বলেছেন তার ঘরে ৪ কে, জির মত ধান আছে এবং যে পরিবারের একজন লোকও কাজে নিযুক্ত নয়, যারা এক দানা রেশন দোকান থেকে পাওয়ার উপায় নাই অথবা যেখানে কোন টেষ্ট রিলিফের কাজ নাই, তার পক্ষে এই অনাহার মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু আছে কিনা বাচার?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছেলের বাবা যিনি তিনি পুরোহিতের কাজ করেন এবং তা দিয়ে পরিবার প্রতিপালন করে থাকেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যখন ডাক্তার তাকে অনাহার মৃত্যু বলে ঘোষণা করলেন, তখন সেখানে স্থানীয় পত্রিকার কিছু সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে তথ্য আছে, সেটা আমি এখানে পরিবেশণ করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই ঘটনা খোয়াইর এস, ডি, ওকে জানাবার পরেও এস, ডি, ও, এ' এলাকায় রেশন সাপ্লাই করা অথবা টেস্ট রিলিফের কাজ করার মত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে এটা আসে না। কারণ এটা হচ্ছে একটা অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে একটা কলিং এটেন্শান নোটিশ। এটা হয়তো সেপারেট্লী আসতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, এটা যে অনাহার মৃত্যু এটাতো একবারও স্বীকার করে না। কাজেই অনাহার মৃত্যু—অনাহার হলে নিশ্চয়ই সে ৪ দিন ৫ দিন না খেয়ে কাটিয়েছে সে আমাদের মত সুস্থ সবল থাকবে না। তার কোন কোন না অসুখ হবেই—সে জ্বরই হউক আর পেটের অসুখই হউক। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই রকম একটা সিরিয়াস কেস রিপোর্টেড হওয়ার পরেও সেখানকার কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন না। যাতে এই রকম ঘটনা না ঘটে এবং মাননীয় মন্ত্রী মশাই খবর নিয়ে দেখবেন অমর কলোনীতে আর একটি ঘটনা ঘটেছে। খেলার মাঠে আর একজন লোক পরে আছে। এবং এই এলাকার মধ্যে এটা দ্বিতীয় ঘটনা।

মিঃ স্পীকার ঃ—সুড বি সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, হোল এলাকাটায় যেখানে দেখা যাচ্ছে অল্প দিনের মধ্যে দুটো স্টার্ভেশান কেস হয়েছে সেখানে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেবেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম যদি কোন জায়গার জেনারেল কনডিশান খারাপ হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—ইন একসারসাইজ অব দি পাওয়ার কনফার্ড (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—আমার একটা বক্তব্য আছে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে—হচ্ছে কি স্যার, হ্যা ঃ—আজকে সকাল থেকে আমি অন্তত আমার এলাকার কথা জানি যে আটা সাপ্লাই হয়নি এবং গমও সাপ্লাই হয়নি। ময়দা সাপ্লায়েড হচ্ছে বেকারীগুলিতে—একটা অসহনীয় অবস্থা। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে বলব যেহেতু আজকেই আমাদের শেষ অধিবেশন সম্ভবত ঃ, কাজেই উনি একটা স্টেট-মেন্ট করুন, বিকালে করুন-যে উনি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও যতটুকু আমার মনে আছে উনি আটার কোন অভাব নাই, আটা এসে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলেছিলেন। এটা যদি অসত্য না হয়ে থাকে তাহলে তিনি ক্ল্যারিফায়েড করুন কি কারনে আগরতলা সহরের লোক আটা পাচ্ছে না এবং বেকারীগুলি ময়দা পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে চাই। (ইন্টারাপশান)।

শ্রীকালীপদ বানার্জী ঃ—কলিং এটেনশান ছিল (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—আমাকে বলতে দিন না (ইন্টারাপশান) আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা আগে হয়ে যাক।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা রেসপনসিবল সদস্য, তিনি যখন অভিযোগ করেছেন—অন্তত আমার জানা নাই যে রেশনের দোকানে আটা পাওয়া যায় না এটা আমাদের জানা নাই। এই রকম রিপোর্ট আসে নাই। যেহেতু হাউসের সামনে এসেছে আমি বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ—ইন একসারসাইজ অব দি পাওয়ার (ইন্টারাপশান) আপনার কি অভিযোগ আছে?

শ্রীকালীপদ বানার্জী ঃ—আমার কলিং এটেনশানের রিপ্লাই—কালকে যে—

মিঃ স্পীকার ঃ—আমার মনে হচ্ছে এগ্রিকালচার মিনিস্টারের কথা বলছেন বুরো ধান সম্পর্কে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী ঃ—হ্যাঁ

মিঃ স্পীকার ঃ—সেটাতো তিনি কালই তার উত্তরে স্পস্ট বলেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ বানার্জী ঃ—উনি বলেছিলেন যে ঘটনাটা জেনে আজকে তিনি বলবেন—

শ্রীমনছুর আলী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার খবর এসেছে—না অন্য কোথাও ধানের ক্ষতি হয় নাই। তিনটা জায়গাতে ক্ষতি হয়েছে—উদয়পুর, সোনামুড়া এবং বিশালগড়, আর কোথাও বুরো ধানের ক্ষতি হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—বুরো ধানের আর কোন জায়গাতেই ক্ষতি হয় নাই, বলছেন তিনি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কৈলাসহরের খবর এনেছেন কি না?

শ্রীমনছুর আলী ঃ—আমি সমস্ত ত্রিপুরার খবরই এনেছি কাল যে কথা বলা হয়েছে—তিনটা ব্লকের ক্ষতি হয়েছে।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANEL OF CHAIRMAN.

Mr. Speaker :—In exercise of the powers conferred by rule 11(i) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following Members to form the panel of Chairman for the year 1974-75.

1. Shri Sunil Ch. Dutta.
2. Shri Benode Behari Das.
3. Shri Nripendra Chakraborty.
4. Shri Krishnadas Bhattacharjee.

I have an announcement to make :—

To-day was the last day for withdrawal of nomination papers by the candidates who was submitted their candidature for the Committee on Estimates and Committee on Public Accounts. Time of withdrwal was fixed 12-00 noon which was extended upto 4-00 P.M. to-day.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি একটা জিনিষের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ইলেকশান অব কমিটি সম্পর্কে। আমাদের রুলসে কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস বলে একটা প্রভিশান রয়েছে যার জন্য গত বছর নমিনেশান পেপার্স কল করেও সেটার ইলেকশান করা হয় নাই। এটার প্রতি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছি চিঠি দিয়ে যে এটা ঠিক হয়া নাই। এই বছরেও আমি দেখছি যে কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস সেটাকে ইলেকটেড করার জন্য প্রস্তুতি মাননীয় স্পীকার নেন নি। আমি জানতে চাইব একটা রুলস যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাননীয় চেয়ারম্যান বাতিল করে দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি করে সেই রুলস অনুযায়ী আমরা কমিটি গঠন করছি

না। এই হল এক নম্বর পয়েন্ট। দুই নম্বর পয়েন্ট হল প্রত্যেক রাজ্যেই সিডিউল্‌ড ট্রাইব এবং সিডিউল্‌ড কাস্টের জন্য একটা এসেম্বলী কমিটি আছে এবং কেন্দ্রেও আছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যেখানে এত সিডিউল্‌ড কাস্ট এবং সিডিউল্‌ড ট্রাইব বলা হয় ৪২ পার্সেন্টের বেশী। সেখানে এই কমিটি গঠন করা হয়নি বা করা হচ্ছে না। তার জন্য রুলসও এমেণ্ডমেন্ট করার দরকার হয় না। মাননীয় স্পীকার নিজেও জানেন যে রুলসের মধ্যে যে কোন কমিটি আপনি গঠন করতে পারেন। এবং সেই রকম কমিটি গঠন করার উদ্যোগ মাননীয় স্পীকার কেন নিচ্ছেন না সেটা আমি জানতে চাইব। এই দুটি বিষয়ে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আমি দু'টি বিষয়ই বিবেচনা করে দেখব। যাতে এই কমিটিগুলি হয় সেই বিষয়ে আমি লিডার অব দি হাউস-এর সঙ্গে আলোচনা করব এবং মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সঙ্গেও আলোচনা করব।

PRESENTATION OF COMMITTEES' REPORTS

Next business before the House is presentation of Committees' Reports. First, I would call on Shri Tarit Mohan Das Gupta, Chairman of the Committee on Public Accounts to present before the House, the 12th & 13th Report of the Committee on Public Accounts.

Shri Tarit Mohan Das Gupta—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 12th & 13th Reports of the Committee on Public Accounts.

স্যার, এই রিকমাণ্ডেশান ছাপান হয় নাই এগুলি সাইক্লোস্টাইলড করা হয়েছে। আপনি দয়া করে দেখবেন যাতে আমরা এর পর ছাপান অর্থাত প্রিন্টেড রিপোর্ট পেতে পারি।

Mr. Speaker—Next. I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Committee on Estimates to present before the House the 17th, 18th, 19th & 20th Reports of the Committee on Estimates.

Shri Sunil Ch. Dutta—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 17th. 18th, 19th & 20th Reports of the Committee on Estimates.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রথম এসেম্বলীর সময় আমাদের এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট ছাপিয়ে বের করা হত। পরবর্তীকালে আমরা দেখছি যে আমাদের রিপোর্ট ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয় না। যদি এই দিকে মাননীয় স্পীকার মহোদয় দৃষ্টি দেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—তারপরও হয়েছে বলে আমার খবর আছে। আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ—১৯৭২ সালের পর হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই টার্মেও হয়েছে একবার। So far my information goes, এবারও একটা ছাপা হয়েছে—এই টার্মে। I would request the Hon'ble Members to collect their copies of the Reports from the Notice Office.

PRESENTATION OF PETITION

Mr. Speaker—I have received a Notice from Shri Amarendra Sarma for Presentation before the House. I have given my consent to present the Petition before the House. Now, I call on Shri Amarendra Sarma to present his petition before the House.

Shri Amarendra arma—Hon'ble Speaker Sir, I beg to present before the House the petition signed by Shri Arun Majumdar and 1,151 petitioners regarding setting up of new colleges at Dharmanagar, Khowai & Udaipur.

ত্রিপুরা বিধান সভা বরাবরেষু,

আবেদনকারী শ্রী অরুন চন্দ্র মজুমদার—

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা পড়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এটা আপনি টেবিলে লে করে দিতে পারেন---

নেক্সট বিসিনেস অব দি হাউস ইজ কনসিডারেশন অ্যাণ্ড পাছিং অব দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল ১৯৭৪, ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৭ অব ১৯৭৪। আই কল অন শ্রীসুনীল দত্ত টু রিজিউম হিজ ডিসকাশন অন দি এপ্রোপ্রিয়েশন বিল।

শ্রীসুশীল দত্ত ঃ---আই ওয়াজ স্পীকিং অন দি রিজিলিউশন, এইটা তো স্যার, আরেকটা জিনিস, আমি এইটার উপর বলছিলাম না।

মিঃ স্পীকার ঃ---ইয়েস, হি ওয়াজ স্পীকিং অন দি রিজিলিউশন, আই অ্যাম সরি। নাউ অনারেব্যল মেম্বার শ্রীনিরঞ্জন দেব। মাননীয় সদস্য আমি আপনাকে অনুরোধ করবো দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করার জন্য। কারণ আরও অনেক বক্তা আছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার উপজাতীরা আদিম গরীব অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব একটা শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কাঠামো একটা ছিল, কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই দীর্ঘ ২৬ বছরের পরে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে তারা তাদের সবকিছু হারাতে বসেছে। সুতরাং লক্ষ্য করেছি আমি যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখিনি যে উপজাতীদের যে ভাষা এই কক্‌বরক, এই কক্‌বরক ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার এবং এইটাকে সরকারের দ্বিতীয় ভাষা করার এই রকম ইংগিত বা আলোচনা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখিনি। এর পরে আজকে আমরা ১৯৭৪-৭৫ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত করেছেন সেখানে লক্ষ্য করেছি যে উপজাতীদের এই যে কক্‌বরক ভাষাকে স্কুলে চালু করা এবং সরকারী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে এটাকে সরকারী অফিসে চালু করার কোন উদ্যোগ আমরা দেখছি না। সুতরাং আজকে আমরা দেখি যে এই সরকার আইন মানছে না স্যার, এবং আমরা লক্ষ্য করেছি এখানে যে রিপ্লাই-রিপোর্ট অব দি কমিশনার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে লিখা রয়েছে টিচার বাই অ্যাপয়েন্টিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান টিচার টু টিচ মাদার টাং অ্যাট প্রিলিমিনারী স্ট্যাজ ইফ্ দেয়ার আর ৪০ স্টুডেন্টস ইন এ স্কুল অর টেন পিউপল্‌স ইন এ ক্লাশ —

সুতরাং যেখানে এই কমিশনার সুপারিশ করছেন যে কোন স্কুলে ৪০ জন ছাত্র যদি থাকে তাহলে তাদের ভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে হবে অথবা যদি কোন ক্লাশে বা শ্রেণীতে যদি ১০ জন ছাত্র থাকে তাহলে তাদের ভাষায় যেখানে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ সুবিধা তাদেরকে দিতে হবে। সুতরাং এইখানে আমরা দেখছি যে আরেকটা জায়গাতে স্যার, উল্লেখ করা হয়েছে যে এইটা সেই কমিটির কমিশনার বলেছেন যে ফর সিডিউল কাস্ট অ্যাণ্ড সিডিউল ট্রাইবস, ইন ইটস ফিফ্‌টিনথ রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে ট্রাইবেল স্টুডেন্টস উইল হেভ নট বিন অ্যাব্যল টু পাস দেয়ার স্কুল ফাইনেল অ্যাক্‌জামিনেশন আর অফেন অ্যাম্পলয়েড এ টিচার ইন দি লওয়ার ক্লাশেস ইফ্ দে হেভ পাসড—। স্যার, এখানে কমিশন সুপারিশ করেছেন যে যেসব ট্রাইবেলরা তারা মেট্রিক পাশ করতে পারেন নাই তাদেরকে এই সব স্কুলে চাকুরী দেওয়া এবং তাদেরকে মাতৃভাষায় এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী অঞ্চলে যে সব এলাকাতে উপজাতী স্কুলগুলি আছে এই স্কুলগুলিতে তারা শিক্ষা দেবেন তাদের মাতৃভাষায় মাধ্যমে এবং এই সুপারিশ এইটা কমিশন সুপারিশ করেছেন

এবং আমাদের ত্রিপুরাতে এই কমিশন ১৯৭০ সালে এসেছিলেন এবং তারা চম্পকনগরে লোকশিক্ষালয়ে গিয়ে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তার নং ৫০৩ সেইটাতে লিখা আছে দি কমিশনার ভিজিটেড সিনিয়র বেসিক স্কুল ডিউরিং হিজ ভিজিট টু ত্রিপুরা ইন মার্চ ১৯৭০।—— সুতরাং আমাদের এখানে যে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন স্যার, এইটা অন্তত দুঃখজনক তিনি যে মন্তব্য করেছেন যে নানা রকম সম্প্রদায় রয়েছে ত্রিপুরাতে। আমি তো স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরাতে কক্‌বরক ভাষায় ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলে প্রায় ১০টা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে রয়েছে জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং কালৈ, মুরশিং, ইত্যাদি আছে স্যার, তারা কক্‌বরক ভাষাতেই কথা বলে লেখাপড়া করে। সুতরাং কোন জায়গাতে আমাদের পার্থক্য টা রয়েছে?

তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। অথচ কোন স্কুলে কিংবা কোন শ্রেনীতে যদি দশ জন ছাত্র ও থাকে তাহলেও তাদের ভাষায় শিক্ষার সুযোগ তাদের দিতে হবে। কিন্তু আমরা এখানে দেখি যে, তারা তাদের কক্‌বরক ভাষাতেই লেখা পড়া করতে পারে না। সুতরাং এই রকম জায়গাতে আমাদের এই যে পার্থক্যটা রয়ে গেছে, উপজাতিরা যে তাদের ভাষাতেই লেখা পড়া করতে পারে না, এটা আমি বুঝতে পারছি না স্যার। এটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি, আমাদের এইত্রিপুরী ভাষা এবং চট্টগ্রামের ভাষা এক নয় স্যার। কিন্তু তারা যখন পড়াশুনা করে, তখন আমরা দেখি যে, তারা সেই ভাষাতেই পড়াশুনা করে। আমাদের এখানে আঞ্চলিকগত ভাবে ভাষায় পার্থক্য রয়ে গ্যাছে স্যার কিন্তু আজকে আমরা যা দেখছি, আমাদের এখানে যে সরকার, কংগ্রেস সরকার, যে সব ভাওতা দিচ্ছেন, উপজাতিদের শিক্ষা দীক্ষায় এবং অন্যভাবে পেছনে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং তারা সেইআইন মানছেন না, এবং কমিশনার যে সুপারিশ করেছে তাও তারা কার্যকরী করছেন না। সুতরাং আমরা দেখি যে, উনারা যে বলছেন যে, আমরা উপজাতিদের দরদী, আমরা তাদের জন্য এই করব, সেই করব। প্রতি সেসনে উনারা এখানে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, কিন্তু আদৌ তা হচ্ছে কি না তা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের সেটা, বিচার করে দেখতে হবে। আমরা দেখছি স্যার, সেই কাঞ্চনপুরের সাতনালাতে, সাতনালার সিনিয়র বেসিক স্কুল, সেখানে মনিমালা রিয়াংকে মাতৃভাষায় কথা বলতে গিয়ে সেখানকার হেডমাষ্টার গৌতম ভট্টাচার্য্য মনিমালা রিয়াংকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে স্যার, উপজাতিদের শিক্ষার জন্য, উপজাতিরা কক্‌বরক ভাষাতে, তারা তাদের মাতৃভাষাতে লেখা পড়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদর সামাজিক উন্নতি হোক, এটা কি তারা চায় না স্যার? সুতরাং তাই যতই বলুক না কেন যে, তারা উপজাতির মঙ্গল চায়, ভালো চায়, কিন্তু আমাদের এরা উপজাতিরা আজ বুঝতে পেরেছে যে এই সরকার তাদের ভাওতা ছাড়া আর কিছুই দিচ্ছে না। এবং আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে, এই সরকারের আর ভাওতা দেওয়া চলবে না। সুতরাং আজকে উপজাতিরা সংঘবদ্ধ, এবং তারা যে কোন সংগ্রামে, যে কোন আন্দোলনে তারা তাদের বুকের রক্ত দিয়েও স্যার, আজকে তারা তাদের সাংবিধানিক দাবী, ন্যার্য্য দাবী আদায় করবেই করবে। সুতরাং আমরা দেখছি, স্যার, নিজের মাতৃ-ভাষায় কথা বলতে, নিজের মাতৃভাষায় কবিতা লিখতে, সাহিত্য সৃষ্টি করতে কে না চায়। আমরা দেখছি সেই মাইকেল মধুসূদনকে। তার ইচ্ছা ছিল ইংরেজী ভাষায় মস্ত বড় কবি হবেন। কিন্তু তিনি পারলেন না, স্যার। তাকে নিজের দেশে ফিরে আসতে হলো, এবং বাংলাতেই কবিতা লিখলেন এবং পরে মস্ত বড় একজন কবি হলেন। আমাদের এই কংগ্রেস রাজত্বে সেটা বুঝা দরকার। কারণ একটা জাতিকে, সংখ্যালঘু জাতিকে যদি তারা মনে করে থাকেন যে, তাদের সব কিছুকে খর্ব করে দেবেন তাহলে আমি বলব যে তারা বোকামী করছেন। সুতরাং স্যার, উনারা একবার বলছেন পারছি না, একবার বলছেন এই স্বরাজ আসছে, এই কাজ হচ্ছে, এই ধর্মঘট হচ্ছে এই রকম নানা কথা। স্যার, আমার একটা কথা মনে পড়ে, কোথাও একটা বই পড়তে গিয়ে সেটা পড়েছিলাম, যেমন ঃ-

Who crried— "the Doctor,
I am pregnant."
We have done this,

সুতরাং যখনই একটা পরিস্থিতি দেখা দেয়, তখনই তারা মনে করেন যে এর পেছনে আমরা আছি। সুতরাং রাজ্যের উন্নতির কাজে হয়ত হরতাল ধর্মঘট বাধা দিচ্ছে, কিন্তু উপজাতিদের কক্‌বরক ভাষায় লেখা পড়া করতে, অক্ষর তৈরী করতে, এবং সরকারী ভাষা করতে তাদের তো আর আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা দেখছি এই সব আলোচনা এই হাউসে করা হয়, কি বিরোধী পক্ষ, কি রুলিং পক্ষ, তখনই তারা এই কথা বলছেন।

স্যার দীপালিকা বলে একটা সরকারী স্কুল পাঠ্য বই আছে, কিন্তু সরকার থেকে এখনও সব জায়গাতে সেই বই দেওয়া হয় নি।আমি উল্লেখ করছি স্যার, গত মার্চ মাসে জম্পইজলাতে সে বই পাঠানো হয়েছে। আর একটা কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি স্যার, গতবছর এই স্কুলে স্যার সে বই দেওয়া হয় নি। সেখানকার হেডমাষ্টারের রিপোর্ট আমি পেয়েছি স্যার, যে, এই সব বই এখনও সেখানে দেওয়া হয় নি। এই অবস্থা চলছে, বই সেখানে দেওয়া হয় না। পাহাড়গুলির মধ্যে এই অবস্থা। এখানেও সব বই দেয় না। তাহলে স্যার, তারা কেমন করে পড়াশুনা করবে। উপজাতি ছেলে মেয়েরা তারা বাংলা ভাষায় লেখা পড়া শিখবে। সুতরাং তাদের যদি বছরের প্রথম থেকেই বই গুলি না দেয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাতে লেখা পড়া করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা দেখছি উপজাতি এলাকাগুলিতে সবচেয়ে বেশী অব্যবস্থা রয়েছে। আমরা দেখি এই উপজাতি এলাকাগুলিতে কংগ্রেস সরকার বৈমাতৃসুলভ মনোভাব। বিচ্ছিন্ন সেই এলাকা গুলিতে আমি গতবছরও যে কথা উল্লেখ করেছি সেটা হলো হাসপাতালের জন্য। একটা বিরাট এলাকা, সেখানে হাসপাতাল নেই, ডিস্পেনসারী নেই, সেখানে কোন উন্নয়নমূলক কোন কাজই হচ্ছে না। একটা কথা স্যার, স্কুলের দুরাবস্থা সম্পর্কে। ধারিয়াথল একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল। গত বছর ঝড়ে সেটা ভেঙ্গে গেছে স্যার। কিন্তু এখনও সেটা রিপেয়ার করা হয় নি। সেখানকার লোকেরা সরকারকে জানিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। সেখানে ছাত্রদের পড়া শুনার কোন ব্যবস্থাই নাই। আর একটা জরুরী অবস্থা স্যার, এখানে উল্লেখ করতে হয় বিশেষ করে বলছি যে কারণ এটা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এবং গত ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে খোলা হয়েছে। এবং খোলার থেকে সেখানে একজনও বাদ নাই যে অনাহারে থাকতে হয় নি। গতবারও এই বোর্ডিংটার কথা আমরা বলেছি যে, সেখানে জানুয়ারী মাস থেকে স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। ৮০০ জনের মতো সেখানে ছাত্র আছে স্যার। সেখানে টেবিল চেয়ার কিচ্ছু নেই। তারা নিজেরাই ডেক্স তৈরী করে নিয়েছে। আমাদের যে সব ছাত্ররা উপজাতি যারা, তারাও পায় নাই। এই অবস্থা সেখানে স্যার। এই অবস্থায় জলের ব্যবস্থাও নেই সেখানে। আমরা নিজেরা দেখছি ছাত্ররা নিজেরা সেখানে কাচা কুয়া তৈরী করেছে। এবং সেখানে একটা ঘর তৈরীতে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। এইভাবে উপজাতি ছেলেরা সেখানে লেখা পড়া শিখছে। তারপরে আমরা দেখেছি কামালঘাটে একটা বোডিং ছিল। আমরা দেখেছি স্যার, মাষ্টাররা না থাকার জন্য বোর্ডিংয়ের ছাত্ররা চলে গেছে। কিন্তু আমরা আরো দেখেছি যে মোহনপুরে আরোও একটা বোর্ডিং ছিল। এখন নাই। এই অবস্থাতে স্যার এই উপজাতিদের জন্য এখানে দাড়িয়ে রুলিং পার্টির বক্তারা বক্তৃতা দিচ্ছেন কিন্তু সেটা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

জুমিয়াদের একটা জুমিয়া স্কীম দেওয়া হয়। এই স্কীমে জুমিয়াদের ১৯১০ টাকা করে দেওয়া হয় স্যার। এবং আমরা দেখছি যে জুমিয়াদের এই ১৯১০ টাকার মধ্যে তারা ১৫০০ টাকা পায় কিনা তা আমার সন্দেহ আছে। আমি এখানে দেখেছি যে, কি ভাবে জুমিয়াদের কাছ থেকে এই অর্থ আত্মসাৎ করছে এই দালালরা।

Mr Speaker—Hon'ble Member, your time is over.

শ্রীনিরঞ্জন দেবঃ—স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি আর পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেবঃ---ঠিক আছে স্যার। সুতরাং ভুবন্ত দেববর্মা ২৫০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা রিজার্ভকে দিয়েছে, খগেন্দ্র দেব বর্মা ২৫০ টাকা পেয়েছে তার থেকে ৫০ টাকা তাকে দিতে হয়েছে, ভদ্রমণি দেববর্মা ২৫০ টাকা পেয়েছে তার মধ্যে ৫০ টাকা রিজার্ভকে দিয়েছে, বীরেন্দ্র দেব বর্মা ২৫০ টাকা পেয়েছে তার থেকে ৫০ টাকা দিতে হয়েছে, মণীন্দ্র দেববর্মা ২৫০ টাকা পেয়েছে তার মধ্যে ৫০ টাকা রিজার্ভকে দিতে হয়েছে, বিনয় দেববর্মা ২০০ টাকার মধ্যে ২৫, টাকা উপেন্দ্র দেববর্মা ২০০ টাকার মধ্যে ২৫ টাকা, জীতেন্দ্র দেববর্মা ২০০ টাকার থেকে ২৫ টাকা, অভিমন্যু দেববর্মা ২৫০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা, বিপ্লব দেববর্মা ২৫০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা রিজার্ভকে দিতে হয়েছে, ক্ষিতীশ দেববর্মা ৬৩০ টাকার থেকে ১৩০ টাকা, হরেন্দ্র দেববর্মা ৬৩০ টাকার থেকে ১৩০ টাকা, বিযুরাম দেববর্মা ৬৩০ টাকার মধ্যে ১৩০ টাকা, বিশ্বমোহন দেববর্মা ৬৩০ টাকার থেকে ১৩০ টাকা---

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ---অন্যারএ্যাবল মেম্বার, এ্যাপ্রোপ্রিয়েসন এর মধ্যে এই সব দৃষ্টান্ত তুলে লাভ নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেবঃ---না স্যার, আমি একটু বলছি স্যার। উপজাতিরা তারা তাদের-সম্পর্কে যিনি লিখিছেন, ১৩৭৭ বাংলার লেখা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি হয়ত এখানে বেসিক ট্রেনিং কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লিখেছেন উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকায় জর্জরিত এবং কিভাবে কংগ্রেস সরকার দ্বারা তারা প্রতারিত হচ্ছে তার কাহিনী করুন এবং অবর্ণনীয়। সুতরাং আজকে এই কংগ্রেস যতই চেচা মেচি করুক না কেন উপজাতিদের জন্য আমরা কত রকম ব্যবস্থা করছি কোনদিনও এই মিথ্যাটাকে তারা সত্য করতে পারবে না। উপজাতিরা জানে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের আদি বাসস্থান এবং মহারাজার আমলে তাদের সৈন্য সামন্তের যে রিজার্ভ ছিল ১০০ বর্গমাইল এই কংগ্রেস সরকার এই উপজাতিদের মারবার জন্য এই উপজাতি রিজার্ভটাকে তুলে দিয়েছে। আজকে তারা সবচেয়ে পেছনে পড়া জাতি হলেও তারা যে কোন আন্দোলনের সম্মুখীন হতে রাজী, কারণ আমরা জানি এই জাতটাকে একটা উন্নত সম্প্রদারে পরিণত করার কোন ইচ্ছা কংগ্রেস সরকারের নেই। এই জন্য এই উপজাতিরা সংগ্রামে জন্য প্রস্তুত আছে।

শ্রীবুলু কুকীঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফিনান্স মিনিস্টার যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল উত্থাপন করেছেন এই সম্পর্কে আমি কিছু আলোচনা করব। বিশেষত ফরেস্টের উপর আমার আলোচনা। ফরেস্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে আসে। কারণ ফরেস্টের সংগে উপজাতিদের সমস্যা অংগাগীভাবে জড়িত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরা হল ৬০ ভাগ টিলা ভূমি এবং পাহাড়ী এলাকা এবং আবাদ জমি মাত্র ২২ ভাগ এবং যেখানে অনাবাদী জায়গায় আবাদ করা যায় সেটা হল ১৮ ভাগ। অথচ ত্রিপুরা সরকার এ'সমস্ত টিলা ভূমিগুলি এবং জনসাধারণের বাসস্থানের জায়গাগুলি এমন কি তাদের আবাদী জমিগুলি পর্যন্ত রিজার্ভ ভুক্ত করে সেখানকার জনসাধারণকে কিভাবে লান্ছনা এবং তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পনা করছে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উপজাতিরা আছে, আজকে সরকার থেকে বলা হয় যে এখনও ১৮ হাজার জুমিয়া পরিবার আছে যদিও এই সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করার দিক থেকে ত্রিপুরা সরকার সচেষ্ট না হয়ে কিভাবে যারা উপজাতি ফরেস্টের মধ্যে বসবাস করছে এবং জুমের উপর নির্ভরশীল তাদের কিভাবে উচ্ছেদ করা যায় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রের কারণ হল এইখানে যে ভারতীয় ফরেস্ট আইন বলে একটা আইন আছে, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ভারতীয় ফরেস্ট আইনকে মেনে চলছেন কিনা সন্দেহ। যদি তারা ভারতীয় ফরেস্ট আইন মানতেন তাহলে সেই আইনের কতগুলি নিয়ম অনুসারে যেখানে উপজাতিরা জুম চাষ করছে সেই জায়গাতে কি ব্যবস্থা করা হবে সেটাও চালু করতেন ত্রিপুরাতে। কিন্তু দেখা যায় ভারতীয় ফরেস্ট আইনে ভিলেজ ফরেস্ট গঠন করার যে আইন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না।

তার পরিবর্তে ফরেষ্ট ভিলেজ সেখানে চালু করেছে। কিন্তু তার নিয়মটা কি? সেখানে যে সুযোগগুলি দেওয়ার কথা সেগুলি দেওয়া হয় নি। তাদের জুম করার জন্য কোন অধিকার দেওয়া হয় নি। আমি জানি তাদের টাঙ্গিয়াসিস্টেমে জমি করার অধিকার দেওয়া হয় বলে মন্ত্রীরা বলছেন। কিন্তু টাঙ্গিয়া সিস্টেমে মাত্র এক বছর করতে পারে। আর জীবনে করতে পারবে না। কিন্তু ফরেষ্ট আইনে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা, অন্তত: যে পরিমাণ এলাকাই থাকুক রোটেশনালী সেখানে যাতে জুম চাষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু সেই ব্যবস্থা না করে ত্রিপুরা সরকার তাদের কিভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়, তাড়াহুড়া করে এমনভাবে আইন করেছে যে শুধু উপজাতিরা নয় অ-উপজাতিরা পর্য্যন্ত সেই রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতরে যারা জায়গা জমি দখল করে বসে আছে তারা পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত পাচ্ছেনা। সেইগুলি রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে এবং জমির চারদিকে গাছলাগিয়ে সেই জায়গা থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেছে এই কংগ্রেস সরকার। ত্রিপুরা সরকার বলেছে জুমিয়া পুর্ণবাসন এখনও ১৮ হাজার পরিবার বাকী। আজকে যদি সমস্ত ফরেষ্ট এলাকা রিজার্ভ করে ফেলেন তাহলে উপজাতিদের এবং ভূমিহীনদের কোথায় জমি দেওয়া হবে। আমি জানি গত ২৬ বছরে ত্রিপুরা সরকার বেশ কতক অংশ জুমিয়া পরিবারকে টাকা দিয়েছে, ভূমি দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের জোত স্বত্ত দেওয়া হয় নাই। যে জায়গাকে ভূমিহীনরা পুর্ণবাসন পেয়েছে সেই জায়গাকে রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জোত স্বত্ত দেওয়া হয় নাই। সেখানে যদি মরিচা গাছ পর্য্যন্ত থাকে তা হলেও সেই গাছের মাশুল দিতে হবে। কিন্তু অনারেবল স্পীকার, স্যার, যে কৃষক ভূমিহীন, যে জুমিয়া সে কি খাজনা দিতে পারবে, সে কি ট্যাক্স দিতে পারবে? তার পক্ষে সম্ভব নয়। যার ফলে যারা জুমিয়া ভূমিহীন পুর্ণবাসন পেয়েছে তারা পর্যন্ত বন্দোবস্ত পায় নি। আজকে ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন জায়গায় ফরেষ্ট ভিলেজ করেছে এবং কিভাবে জনসাধারণকে উত্খাত করে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তার কতগুলি নজীর আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। অম্পি বাজারে একটা ফরেষ্ট অফিস আছে এবং একজন ফরেষ্ট অফিসার আছে।

একজন লোক কৃষ্ণকুমার মরশুম বলে, সে ১৮টা গাছ কাটার জন্য দরখাস্ত করে এবং করার পর এ' ফরেষ্ট অফিসার গিয়ে মার্কা দিয়ে আসে এবং মার্কা দেওয়ার পর সে তার কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে আসে এবং বলে আসে যে তুমি গাছ কেটে ফেল। এর পরবর্ত্তী সময়ে যখন অমরপুর ডিভিশনের ৭ মাইলের ফরেষ্টার সেখানে গিয়ে দেখে যে এ' জায়গাতে গাছগুলিতে মার্কা দেওয়া হয়েছে এবং কেন দেওয়া হল, কে দিল, এ সব কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে এ' ফরেষ্টার কিছু সংখ্যক লেবার নিয়ে সেই গাছগুলিতে যে মার্কা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তুলে দিয়ে আসে। তারপর তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করে যেহেতু তুমি অন্যায়ভাবে এই গাছগুলি কেটেছে, কাজেই তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্নটা হল যে ফরেষ্টার আগে গাছগুলিতে মার্কা দিয়ে এসেছে, সে তো তার কাছ থেকে ৩০০ টাকা নিয়ে গিয়েছে এবং বলে গিয়েছে যে তুমি এগুলি কাটতে পার। স্যার, শুধু কি এখানে, এই ফরেষ্ট ডিপাটমেন্ট কি ভাবে মানুষের উপর উৎপীড়ন করে, কি ভাবে অত্যাচার করে, পুলিশ পর্য্যন্ত ওদেরকে আটকার না। এই রকম আরও আছে, যেমন কাছিমা গ্রামের এক জন লোক অমরপুর বাজাযে থেকে গরু কিনে নিয়ে যাচ্ছিল এ' ফরেষ্ট অফিসের উপর দিয়ে, তখন তাকে বলা হল তুমি এই গরু কোথায় থেকে আনছ, নিশ্চয় তুমি এই গরু চুরি করে আনছ। কাজেই চুরি করে গরু নেওয়া যাবে না, তোমাকে সেজন্য জরিমানা দিতে হবে। ১০০ টাক দাও তো ছেড়ে দেব, না হয় গরু খোয়াড়ে দেব। এই কথা বলায় সে ভয় পেয়ে বাধ হয়ে ১০০ টাকা দিয়ে কোন রকমে তাদের থেকে মুক্তি পেল। এভাবে ফরেষ্ট আজকে বিভিন্ন জায়গাতে মানুষের উপর জুলুম চালাচ্ছে। স্যার আমি আর একটা ঘটনার কথ এখানে বলব, সেটা হচ্ছে ধর্মনগরের। বিশেষ করে উপজাতিরা এই ফরেষ্টের উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ তাদের কাছে অন্য কোন উপায় নাই। তাদের একটা মাত্র পথ আছে, সেটা হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন বাচার জন্য হয় তো এক

বোঝা লাক্ড়ি আর না হয় তো এক বোঝা বাশ এ' ফরেষ্টের থেকে আনতে হবে এবং এনে বাজারে নিয়ে সেটাকে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আজকে তারা এই সুযোগটুকুও পাচ্ছে না। এভাবে ঐ ধর্মনগরের ফরেষ্ট অফিসে ২০০০ মত দা তাদের কাছে থেকে কেড়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এবার আপনারা হিসাব করে দেখুন যে কতটাকা এভাবে আসল। কাজেই এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এখানে যে আইন প্রয়োগ করেছেন, কারণ আমি জানি এখানে যে এই ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট চালু আছে, সেটাকে তারা ঠিক ভাবে মানছেন না। তাই আমি ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের জন্য নূতন করে একটা আইন রচনা করে এই এ্যাসিম্বলীতে এনে সেটা পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য এই সরকারকে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশি কান্ত সরকারঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রেজেন্ট বিলে ত্রিপুরো রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থাদি আছে। আমি প্রথম দিকে ব্যাপারটা বুঝ উঠতে পারি নি যে তারা এই বিল সম্পর্কে কি বলে গিয়েছেন। যা হউক দুই চারটা বিষয় আমি তাদের কথাগুলি শুনেছি যেমন উপজাতিদের জন্য যারা এখানে অনেক কান্নাকাটি করেছেন, সেই সংঙ্গে আবার সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদেরও' রেখেছেন, যাতে করে তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটু জোর হয়। আবার অন্য দিকে টেনে এনেছেন গত ২৬ বছরের কথা। কিন্তু আমি বলি গত ২৬ বছর ধরেই এই উপজাতিদের অর্থাৎ জুমিয়াদের পুর্ণবাসনের কাজ চলে আসছে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ জায়গাতে। তাই আমি বলব, এই সরকার অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার তাদের পুর্ণবাসনের জন্য যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তার মধ্যে যদি কোথাও কোন প্রকার সংশোধন করলে পরে সেটা একটু ভাল হয়, তারও ব্যবস্থা করছে। কেন আমি এই কথা বলছি, তার কারণ হচ্ছে প্রথমে ছিল পরিবার পিছু ৫০০ টাকা এখন সেটাকে ১৯১০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এই ১৯১০ টাকাই নয়, তাদের পিছনে প্রতি কলোনি বেসিসে প্রায় 8 হাজার সাড়ে চার হাজার টাকা সরকারের লেগে যাচ্ছে, এটা আমি জানি। এখন পুর্ণর্বাসন কোথায় দেওয়া হবে? না এখানে আমরা দেছি যে যদি ব্যক্তিগতভাবে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়, তাহলেও আদিবাসীরা সেই পুর্ণবাসন নিয়ে থাকছে না, কারণ সেখানে হয়তো বা রিংওয়েল যাবে না, টিউব-ওয়েল যাবে না কিম্বা স্কুল হবে না। তাই সেই কাজ করতে গেলেও তাদের ভিতর জ্বালা শুরা হয়ে যাবে, কেন না, তারাই ত আগে থেকে এই আদি-বাসীদের সর্বনাশ করে আসছে। ধরুন অমরপুরে রাজ প্রসাদ কলোনি বলে একটা কলোনি আছে, সেখানে যখন সরকার আদিবাসীদের পুর্ণবাসন দিতে শুরু করল তখন তাদেরকে বলা হল যে তোমরা উদয়পুর সাব-ডিভিশনে চলে যাও, সেখানে গেলে আরও কিছু টাকা পাবে। সরল আদিবাসীরা তাই অর্থের লোভে ঐ আগের জায়গা বিক্রি করে দিয়ে চল্লো ঐ গাবুছড়াতে। তাদের এই সব করার পিছনে যে উদ্দেশ্যটা আছে সেটা হচ্ছে আদি--- বাসীরা যাতে ১০০--২০০ পরিবার এক জায়গাতে মিলতে না পারে, যদি মিলে তাহলে যে সরকার থেকে তাদের স্কুল থেকে শুরু করে ডাক্তারখানা, রিং-ওয়েল টিউব-ওয়েল ইত্যাদি করে দিয়ে এক জায়গাতে তাদেরকে বসিয়ে দেবে এবং তাতে করে তাদের উন্নতি হবে সেটা এই বিশেষ দলটা এক চোখেও ভাল বলে দেখতে পারে না। কারণ এই রকম হলে যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে না। তাই এখন আবার আসছে তাদের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে। আমি বলি তারা যখন কলোনিতে ঠিক ভাবে বসে যাবে, তখন কি তাদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না? নিশ্চয় যাবে, কেন না তারা যদি কলোনিতে ঠিক ভাবে বসে যায় এবং সরকার যখন তাদের ভূমির সেটেল্‌মেন্ট দেবে, তখন কি ভূমির প্রতি তাদের যে অধিকার, সেটা থাকবে না। তা থাকবে। তার একটা হচ্ছে ফরেষ্ট ভিলেজার্সদের অধিকার। তারা ফরেষ্টের মধ্যে থেকে সমস্ত রকম কাজ কর্ম করবে এবং তা করে তাদের পরিবার প্রতিপালন করবে। এখন যদি সেই ফরেষ্টের জমিতে তাদের অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে সেই জমিটা বিক্রি করতে তাদের সুবিধা হবে, এই

হল তাদের কথা। আর আমাদের কথা হচ্ছে, আদিবাসীরা সরল মানুষ, তাদেরকে যে যেমনি বুঝায় তেমনিই বুঝে এবং তেমনিই চলে। তাই আমি আর এখন তাদের সেই সব কথার উত্তর দিচ্ছি না, তবে আমি এই কথা বলছি---

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 3 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---শ্রী নিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তার আজকে এই ২৬ বছর ধরে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের অর্থাৎ অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ত্রিপুরা সরকার যা করেছে সেটা সত্যিইআনন্দের বিষয়। আজকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি ২৬ বছর পূর্বের কথা আজকে দেখা যাচ্ছে যে আদিবাসীর ছেলেরা কলেজে পড়ছে, বোডিংয়ে থাকছে, এস. ডি, ও, হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ওভারশিয়ার হচ্ছে মাষ্টার হচ্ছে--- সত্যি এই কংগ্রেস সরকারের এটা গৌরব। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে পুণর্বাসন সম্পর্কে বলছি। পুণর্বাসন অর্থ কি? এরা কোন দিনও ২৬ বছর আগে জমিকে তারা ভালবাসত না হাল চাষ করত বেশীর ভাগ। বর্তমানে জুম কাটতে কাটতে ত্রিপুরায় আর বন জংগল নাই। আর এক বছর যেখানে জুম চাষ করবে সেখানে ১০-১৫ বছর কিছু হয় না। তার কারণ আমি বলব আগে যখন জুম করত---এক জুমের ভিতর দিয়ে তারা বছরের তরি তরকারী ময় মসল্লা সহ তাদের খাদ্য সংগ্রহ হত। বর্তমানে আমরা দেখছি জুম করুক বা না করুক সেই আগের ফসলও হয় না আর সেই তরি তরকারীও হয় না। আর সরকারে যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাদের পালা সিস্টেম করে যাতে তারা জমিকে ভালবাসে সেই ব্যবস্থা করেছেন। এখানে আমি আর একটা প্রস্তাব রাখছি আমাদের পরিকল্পনায় যা যা আছে তা ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। আমি এই কথা বলছি যে তারা সরল মানুষ এই কথা সত্যি এরা নিজের ভাল নিজে ঠিক বুঝতে পারে না। তাই আজকেও দেখছি এত বড় মাথা ভারী দপ্তর আবার তার একটা ডাইরেক্টরেটও হয়েছে। প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে আদিবাসী অভ্যর্থনা কেন্দ্র আছে। আমি যদি বলি যে উদয়পুরেও সাইন বোর্ড আছে---কি হচ্ছে সেখানে? কোন তদবীর নাই আদিবাসীরা আসছে আর মুহরীর খপ্পরে পরছে দালালদের খপ্পরে পরছে। কেউ জিজ্ঞাস করে না। সামান্য একটা কৃষি ঋণ দাদন লোন এটাই হচ্ছে না। আবার বলা হচ্ছে গৃহ ঋণ পাবে সাহায্য করা হবে ঃ আমি কতদিন বলেছি যে সাবডিভিশান অফিসারের কাছে তুমি টাকা দিয়ে দাও না কেন? আমি অনেক বার বলেছি যে এর মধ্যে ফাকটা কোথায়। আমি অনেকবার বলেছি সাবডিভিশান অফিসারকে বাজেট অনুসারে টাকা দিয়ে দাও---গৃহ নির্মাণের জন্য আমরা টাকা দিয়ে দেই। সবাইকেতো নয়। তা করা হচ্ছে না যার নামে টাকা দিতে হবে তাকে আগরতলা আসতে হবে---বেশ মনের মত। দিবে ৩০০ টাকা দেড়শ টাকা নিতে পারে কিনা সন্দেহ। তাই আমি বলছি এটা সংশোধণ করতে হবে। স্যার, আমার সেখানে আমার নাকের ডগার উপর দিয়ে এই কাণ্ড হচ্ছে। এটা পরিবর্তন করতে হবে। সাব ডিভিশান অফিসারকে টাকা দিয়ে দিতে হবে। এবং যে টাকা পাওয়ার যোগ্য সেখানে সেটি দিতে হবে। আর একটা কথা হল আদিবাসীরা মোকদ্দমা যদি করে--- ধরুন ফরেষ্টের---আছে টাকা আছে মেডিকেল ফেসেলিটির জন্য টাকা আছে। তাই আমি বলছি যে ক'টা লোক চিকিৎসার জন্য টাকা পাচ্ছে। ফেকড়া আছে---স্যার, আমাকে সময় দিতে হবে। ফেকড়াটা হচ্ছে---ধরুন অমরপুর থেকে একটা রোগী আসল উদয়পুরে। তাকে কি করতে হবে হাসপাতালে ভর্তি হলে ৫-৭ জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে দিনের বেলায় কি হবে? তাদের হোটেলে থাকতে হবে। তার সেই কোন গাড়ীতে আসল তার সার্টিফিকেট দিত হবে এবং মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট দিতে হবে তারপর সেগুলির মঞ্জুরীর জন্য আগরতলা আসতে হবে। একরে কি পাচ্ছে একটি পয়সা? একটিও পাচ্ছে না। এই গেল মেডিকেলের খবর। তারপর হাউসিংয়ের প্রশ্ন---ধরুন ক'টা নাম পাঠান হল। এখন কি করে কার নাম পাঠান হল আমার তার মধ্যে কোন প্রশ্ন রইল না। তারপর দেখাগেল যে মনের মত নামগুলি আসিয়া পরল। আমি ২০ বছর ধরে ৪-৫টা নাম

পাঠিয়েছি। আমার একটা নামও আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হল না। এখন হয়েছে কি বলে যে মন্ত্রীদের কাছে যাও। আমরা মন্ত্রীদের কাছে সব নাম পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই বলছি ঐ যে আদিবাসী অভ্যর্থনা সমিতি আছে সেটাতে অফিসার থাকতে হবে। আদিবাসীরা আসবে তাদের বলতে হবে তাদের কি মোকদ্দমা তাদের কি দুঃখ তাদের কি কষ্ট। আর তার পিছনে আর একটা তদারক রাখতে হবে ঐ ভদ্রলোক কি করছে তার জন্য। আমি এই কথা কেন বলছি তাদের মঙ্গলের জন্য সরকার বহু কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু কি করে যে কি হয়ে যাচ্ছে স্যার,। আর একটা কথা বলব আদিবাসীদের ঐযে ভদ্রলোক বলছিলেন, জুমের অধিকার শত শত বছর আদিবাসীরা বেশীর ভাগ একত্রিত থাকতে চায়।

একটা বসতির ভিতরে ধরুন মগরাবাড়ী, শিলাগাছীরা তুতাবাড়ী ঐ একটার মধ্যে তারা পরিবারগুলি ঘরদোর করে। এরা কোন দিন বন্দোবস্ত হলো কি হলো না সেই দিকে তাকায় না। এইবার সেটেলমেন্টের সময় দেখেছি ২শো-তিনশো-পনচাশ বছর আগের যারা বসতি তাদের রেকর্ড হয়েছিল না। বোধ হয় এখন হয়ে গেছে। এইগুলি দেখতে হবে। আরেক দিক দিয়ে দেখতে হবে কি, এই বর্ত্তমান সরকার তাদেরকে মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। কি করে মুক্ত করতে পারে? এই সমবায় কোঅপারেটিভ করলেই তো হবে না। এরাতো এখনও সেইটা বুঝে না। তাই আমি বলেছিলাম এই এসেম্বিলিতে যে একটা পারা বা একটা গাঁওসভার মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে যে আদিবাসী আছে সেখানে এই রকম একটা পাওয়ারফুল কমিটি রাখতে হবে আদিবাসী দিয়ে যাতে নাকি তারা নিজেরা তাদের ব্যবস্যা বাণিজ্য রেশন সোপ, কনট্রাক্টারী ইত্যাদি বাশ, বেত, ছন করতে পারে। ঐ কমিটি যদি একটা করে দেওয়া হয় আদিবাসীদেরকে নিয়ে তাহলে মনে হয় ভাল হবে। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে নজর দিলে তারা পয়সা যদি পায় কিছু তাহলে তারা মনে করবে যে এইটা আমার উন্নতির স্থল। আমি দেখছি আজ পর্যান্ত একটা আদিবাসী যেমন ধরুন মহারাণীপুর সেই একটা বিসিনেস, ব্যবস্থা করছে না। যেমন ধরুন তুলামুড়া দেখেছি দিনের পর দিন মানুষ বাড়ছে, ব্যবস্যা বাড়ছে বিসিনেস বাড়ছে কিন্তু একটা আদিবাসী আজ পর্য্যন্ত একটা পানের দোকান পর্য্যন্ত করছে না। তার কারণটা? উৎসাহিত কম তারা এই দিকে। তাই আমি বলছি এই সব এলাকার ভিতরে ছোট ছোট কমিটি করে এবং এই সমবায়েকে তার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবং সমবায় যারা চালায় এবং এদের উপর এই রকম নির্দেশ দিতে হবে যে বাপু এই ছয়মাস, এই এক বছরের ভিতরে এই অঞ্চলের মধ্যে সমস্ত সমবায় করতে হবে আদিবাসীকে। কারণ তদারকির জন্য তদবির রাখতে হবে। আর ফরেস্টের কথা আমি বলছি একটা জিনিস যে আদিবাসীরা এখন লাকড়ি বেচা সুরু করেছে। আগে করতো না পেটের দায়ে। কিন্তু পচা গাছ নিয়ে ফরেস্ট টানা টানি করে। শাল গাছ নিয়ে নয়। বনে যে গাছ নষ্ট হয় সেইটা হয়তো তারা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে কিন্তু একটা ধারা আছে আদিবাসীর নিত্য প্রয়োজনের জন্য রান্নাবান্না ঘর দোর, ইত্যাদির জন্য বন্দোবস্ত ফ্রি পাবে সেইটা আছে কি না? কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা দেখছি যে এইটার তদারক নাই বলে,---এইটা তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দিলে আমি কিছু বলতে পারবো না। আমাকে একটু সময় দেন।

কেন বলছি যে ছনের দাম বেশী হয়েছে, বাশের দাম বেশী হয়েছে। এইগুলি বেচতে গেলে মাশুল দিতে হবে। তাই বলছিলাম এই জিনিসটা অন্ততঃ কনসিডার যদি না করা হয় তাহলে হবে কি ধরুন ৬ টাকা ছনের বোঝা আমি যদি আনি সেইটা হয়তো এতো টুকু হবে তারা যদি আনে তাহলে এত বড় হবে কিন্তু মাশুলটার বেলায় কিন্তু ঐ একই মাশুল দিতে হবে। ফলে হয়েছে কি আমি জিতে গেলাম ঐ আদিবাসীরা ঠকে গেছে। কাজেই এইটা ফ্রি দিলে আমার-মনে হয় ভাল হতো। আরেক দিক দিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে যে অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়, কোথায় জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়? যেখানে রাস্তা নাই, ঘাট নেই। তাহলে সেখানে কোন কনট্রাকটার যায় না রাস্তাঘাট কি করে হবে? তাই আমি বলবো যে পুনর্বাসন যেখানেই দেবেন সেখানে এই মাশুলটা উঠিয়ে দিতে। আমার আদিবাসীর উপর এই মাশুল চাপিয়ে দিলে তাদের পূর্ণবাসন হবে না, সেই কলোণী হবে না কিছুই হবে না। তাই যেটুকু আমাদের বিলে আছে এই অর্থ যাতে

এদের কল্যাণে ব্যয়িত হয় আমি সেই অনুরোধ রাখবো। আরেক দিক দিয়ে আমি এখানে ফরেস্টের দিকে আসি। একমাত্র ত্রিপুরার সম্পদ হলো এই ফরেস্ট। কম্যুনিস্ট পার্টির যন্ত্রণায় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ফরেস্ট দৌড়ানো আরম্ভ করছে। এই বন যদি না থাকতো তাহলে ত্রিপুরায় থাকতোটা কি? আমরা কথা বলতাম কার সঙ্গে? তাই আজকে বনবিভাগ যে এই কাজটা করছে তারে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর যেটা মানুষের অকল্যাণ করছে সেইটার আমি প্রতিবাদ করছি। আজকে এই বন বিভাগ থাকার দরুন আজকে আদিবাসী থেকে সুরু করে আর আমরা যারা উদ্‌বাস্তু এসেছি এই বন বস্তু সংগ্রহ করে এই লাকড়ি, ছন, বাশ বিক্রি করে এই সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। আরেক দিকে এই বনবিভাগকে বলবো যে আইনটা কি? ইনডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্‌ট টা তারা বোধ হয় ঠিক ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যে পালন করছে না। আমি এই কারণে বলছি যেমন একটা গরজির বাজার। এটা মহারাজার আমলে সৃষ্টি হয়েছে। এইটা নাকি এখন ফরেস্টের তালুক। এরা একটা বহাল তবিয়তে বসে আছে খাজনাটাজনা রেভেনিউ দিচ্ছে না এবং সরকারের ক্ষমতা নাই এদেরকে উচ্ছেদ করতে পারে। কারণ ৫০-৬০ বছর আগের দখলকার তারা। আবার এই দিকে জুমিয়াদের বেলায় খাজনা দিচ্ছে না কিন্তু বছরের পরে গিয়ে তাদেরকে একটা পরচা দেয় ৫০ বছর করে। তাহলে জমিদারী গেল, তালুক গেল সবই গেল ফরেস্টের জমিদারীর মধ্যে না কি? এইটা কোন আইনে বলেছে বলতে পারি না। আরেক দিক দিয়ে একটু নজর দেন স্যার, ফরেস্টে যারা আছে বা কাজ করছে তাদেরকে আমি প্রশ্ন করেছি এই বাপু তোমার ঘরের কাছে জঙ্গলটা না করে একটু দূরে যাওনা, সেই কথা শুনছ না ঐ শুধু আনাচেকানাচে ঘুরছে। তাই মানুষ বনে যন্ত্রণা হয় কেন? কারণ মানুষ বন সৃষ্টি করে আবার মানুষই বনকে ধ্বংস করে আজকে এই ফরেস্টের যন্ত্রণায় বন ভালভাবে হচ্ছে না। কেন বলছি ধরুন একটা রাস্তা গজি থেকে দক্ষিণ মহারাণী এইটা টি, টি, সির আমলের রাস্তা স্যার এখন সেখানে রাস্তার উপর বনবৃক্ষ রোপন করছে স্যার। এইটাতো ২৫ বছর আগের রাস্তা, টি, টি, সির আমলে রাস্তা করেছে সেই অনুসারে অ্যালাইনসেট নিয়েছে আর সেখানে এখন ফরেস্ট গাছ লাগিয়েছে রাস্তার মধ্যে। আরেক টা নজির আমি দেখাই এদের নমুনাটা ফরেস্ট বাজেটের টাকা দিয়ে এরা টিউবওয়েল বসেয়েছিল। আজকে শত শত কর্মচারী কষ্ট পাবে, ধরুন কেন সেই কথা বলছি যে ছোট ছোট কর্মচারী---

কারও বাড়ী ধর্মনগর, কারও বাড়ী জয়নগর, কারও বাড়ী অরুনধুতিনগর, তারা শহরে এসে ভারাটিয়া থাকে, কোথায় সেই কুঞ্জবন, কোথায় মিলিটারী গ্রাউণ্ড সেখানে অফিস চলে গেছে। ফরেস্ট অফিস লিচু বাগান না কোথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার শুনছি এ্যাগ্রিকালচার অফিসও নাকি ঢুকানো হবে সেখানে, নোটিশ ইশু হয়েছে। এ হেন অবস্থায় কর্মচারীরা, ক্লাশ এম্পলয়ীরা কি বাসের জন্য দৌড়াবে না কি করবে? জনসংযোগের বাইরে নিয়ে একটা অফিস করা হল। কেন আমাদের যে নূতন অফিস সৃষ্টি হয়েছে, সেইগুলি না হয় বাড়িয়ে দিত, তা নয়। তাই আমি বলছি এই যে ছোট ছোট কর্মচারী। তাদের যেখানে জনজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ, এই জিনিষগুলি দেখাশুনা করতে হয়।

ফরেস্ট'এর বাগান হউক। কারণ ফরেস্ট বাদে সৃষ্টি থাকবেনা। কিন্তু জনতার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই বন করতে হবে। মিনিষ্টার বলেন যে কেস নেই। কি মুস্কিলের কথা। এখানে আমার বাড়ীঘর, ১০ বছর যাবত আমরা এখানে বাস করছি---ধরুন চন্দ্রপুর, তার চার পাশে ফরেস্টের বাগান করল, আমি গরু ছাগল নেব কোথায়? আমার গরু ছাগল পাওয়া যায় না, কোথায় গেল খোজ খোজ, দেখা গেল ঐ ফরেস্ট বীট অফিসে। কি ব্যাপারে? না তোমার গরু, ছাগল আমার ফরেস্টের সম্পদ নষ্ট করেছে। অতএব তার হাল বন্ধ, টাকায় টাকা গেল, হয় কোর্টে দিল নয়তো থানায় দিল, এইহচ্ছে অবস্থা। এই বিষয়গুলি চিন্তা করা উচিত। শাল বাগান গরু খায় না, ছাগল খায় না, কড়ই খায় না, গর্জন খায় না, এইগুলি করা উচিত।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ---আমি শেষ করছি স্যার, ফরেস্টের উপর কয়েকটি কথা বলেই শেষ করব। যেমন ধরুন মাতার বাড়ী, মুরাপাড়া, রাধাকিশোরপুর, গোকুলপুর সেখানে আগের যে কমিটি সেই কিছু জমি রিলিজ করে দিয়েছে, তারা কিছু টাকাও পেয়েছে, কিন্তু এখন আর টাকা দেবেনা, কারণ সেগুলি নাকি ফরেস্ট ভিলেজ। এঅত্যন্ত দুঃখ-জনক কথা স্যার। তেমনি ধরুন বাইশা মৌজা, মহারাণী---যেখানে কলোনিগুলিতে পুন-র্বসতি করবে মনে করছি, এই জায়গাগুলি অনতিবিলম্বে রিলিজ যদি না করা হয়, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঝুলে থাকব। আরেকটা জিনিয স্যার, ডি, এম, এবং ডি এফ, ওর কমিটি, ডি, এম, কেন ডি, এফ, ও'র কাছে যাবে বা ডি, এফ, ও বা কেন ডি, এম'এর কাছে আসবে? রিজার্ভ ফরেস্টের প্রয়োজনে যেসব জায়গা, তার পার্মিশান দেয় ডি, এম, তেমনি যেসব রিজার্ভ এলাকা আছে, তার পার্মিশান দেয় সি,এফ ও। কাজেই, ফরেস্ট এ্যাক্টে স্যার একটা ফাক আছে। আমার আর সময় নেই লাল বাতি জ্বলেছে। অতএব আমি বলছি যে সরকারের যে পরিকল্পনা অতি সুন্দর, এটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে প্রযোজ্য হয়, এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---শ্রী বাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বিল মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মুভ করেছেন, এই বিল এনে যে ৫৫ হাজার টাকা ঃ---প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা চেয়েছেন, এই টাকা আগামী এক বছরে খরচ করা হবে, সেই টাকা ত্রিপুরার প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষের সার্থ রক্ষা করার জন্য এটা খরচ হবে এবং উপজাতিদের যাতে সার্থ রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়ে খরচ করা হবে। আমি আমার বক্তব্য, স্যার, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার সার্থ রক্ষা রনামে যে টাকা খরচ করেছেন, টাকা খরচ কম হয়নি, অনেক খরচ হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে, আমরা দেখছি গ্রামে কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করেছেন, দাতব্য চিকিৎসালয় করেছেন, কিন্তু সেইগুলির বর্তমান অবস্থা কি দেখি? কোন বিভাগীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেখানে ভাল মত থেকে রোগীদের চিকিৎসা করাতে পারছেনা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র'এর মধ্যে চিকিৎসার নামে জেলখানা খুলে রাখার মত হচ্ছে, গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় গুলিতে কোন জায়গ্যাতে কম্পাউণ্ডার দিয়ে, চালান হচ্ছে, কোন জায়গায় নার্স নেই, কোন জায়গাতে ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই। তাই আমরা জানি গ্রামের দুর্গম এলাকার রোগীরা সেই ডাক্তার খানায় না গিয়ে নিজের বাড়ীতেই মারা যায়, না হয় কেউ কেউ চেষ্টা করেন জি, বি, এসে চিকিৎসা করতে। কিন্তু জি, বি,'র যে অবস্থা, সেখানে রোগী থাকার মত নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি বলতে চাই এই স্বাস্থ্য বিভাগে বহু টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সুচিকিৎসা না পেয়ে, মানুষ অসুস্থ থাকছে এবং তারা সুস্থভাবে কাজ করতে পারছেনা। ফলে কত শ্রম শক্তি যে নষ্ট হচ্ছে, সেই দিকে সরকার নজর দিচ্ছেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, উপজাতিদের রক্ষার নামে এই কংগ্রেস সরকার গত ২৬ বছর'এ, ভারতীয় সংবিধান যে কতকগুলি রক্ষা কবচ আছে, উপজাতিদের যে স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতেও তার জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে খরচ করা হবে বলে। কিন্তু কাগজে পত্রে যে টাকা খরচের হিসাব আমরা দেখি, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে উপজাতিদের আথিক অবস্থার উন্নয়নের চিহ্ন, লেখাপড়ার চিহ্ন, তাদের স্বাস্থ্যের চিহ্ন, সমাজের সর্বদিক দিয়ে মানুষ হিসাবে চিহ্ন তা আমরা দেখিনা। আমরা কি দেখছি এখানে ত্রিপুরার গ্রামে, যে পরিবারে আগে বছরের খোরাকী হত, এখন সেই পরিবারের খোরাকী হচ্ছে না। যে পরিবারের ছেলে স্কুলে যেতে পারত, এখন তারা যেতে পারছেন না, যে পরিবার কলেজে যেতে পারত, তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং ত্রিপুরা সরকার তাদের রক্ষার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ৬টি সেন্ট্রাল স্পন্সরড স্কীম যে আছে, সেই স্কীমে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে এবং সেই টাকা খরচ করার একটা সোর্স আছে, ত্রিপুরায় সেটা হচ্ছে টি, ডি, ব্লক এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। আমরা দেখছি এই যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্ট হওয়ার পর থেকে কি করছেন এবং

কত টাকা খরচ করেছেন, সেটা আমরা কাগজে পত্রে দেখব কিন্তু সেই টাকাগুলি সঠিক মত খরচ হচ্ছে কি না এবং সেই টাকাগুলি উপজাতিদের উন্নয়নের কাজে লেগেছে কিনা, সেইগুলি দেখার মত এখানে কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে দিনের সেশান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের নেতা একটি কমিটির কথা দাবী রেখেছিলেন, এবং স্পীকার মহোদয় সেটা করার কথা বিবেচনা করা হবে বলেছেন। আমি বলব যে একটা কমিটি হউক। কারণ বর্তমানে যে ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি আছে, তাতে ডিপার্টমেন্ট 'এর লোক থাকবে এবং উপজাতিদের মধ্যে যারা কংগ্রেসী করেন, তাদের পেটুয়া লোক যারা, তাদেরকে কিছু টি, এ,, ডি, এ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখারই জন্য এই প্রচেষ্টা। আমরা জানি উপজাতিদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। আমরা জানি যে এই যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার এক একটা কাজের জন্য যে খরচ হচ্ছে তার হিসাব দিতে হবে এবং সেটা একটা রিপোর্ট আকারে বের করতে হবে যেটা সমগ্র ভারতবর্ষের রিপোর্ট--সিডুল কাস্ট এণ্ড সিডুল ট্রাইবস কমিশন রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখি অনেক কিছু থাকে।

আমরা সারা ভারতবর্ষের চিত্র এখানে পাই। যদি আমরা সেই চিত্র দেখি তাহলে বুঝা যাবে না যে সারা ভারতবর্ষে কি হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক মান দিনের পর দিন কমছে। তাদের লেখা পড়ার মান যে কমে যাচ্ছে সেটা বুঝাবার কোন উপায় নাই। আমরা দেখছি সেই রিপোর্টে আছে যে উপজাতিরা জমি পাচ্ছে, তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, তারা পুনর্বাসন পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি এক দিকে জমি পাচ্ছে। আর এক দিকে চলে যাচ্ছে এবং সেই জমি যাচ্ছে মহাজনদের কাছে অথবা কোন উপজাতির বড় জোতদারের কাছে যারা এই কংগ্রেসের যে পলিসি সেই পলিসিতে সাহায্য করবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি ত্রিপুরাতে উপজাতি পুনর্বাসনের নামে কয়েকটা স্কীম এখানে চালু করা হয়েছে। প্রথমে তারা স্থির করেছে তারা পুনর্বাসন দেবে এবং প্রথম ৫০০ টাকা দুটো কিস্তিতে দেবে এবং ৫ কানি জমি দেবে, সেই স্কীম তারা করেছিল। পরবর্তী সময়ে সেই স্কীম বাতিল করে আর একটা স্কীম চালু করল এবং কলোনী করল। উপজাতিরা কলোনীতে থাকবে এবং তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে, জলের ব্যবস্থা করা হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, সর্বরকমের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা জানি ত্রিপুরাতে ৫৯টি কলোনী স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এখন ১২।১০ বছর পরে আমরা দেখি সেই কলোনী এখন আর নেই এবং যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারা এখন ভূমিহীন হয়ে আবার উচ্ছেদ হয়েছে এবং অন্য জায়গায় চলে গেছে। পরবর্তী সময়ে সেটাকে বদল করে আর একটা নুতন স্কীম তারা চালু করতে সুরু করল। ১৯৬৮ সন থেকে ত্রিপুরায় একটা নুতন স্কীম তারা চালু করল তার নাম হচ্ছে অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম। সেই পাইলটপ্রজেক্ট স্কীম প্রথম দিকে দেখেছি যে একটি পরিবারের জন্য ৩,৭২৫ টাকা খরচ করে তাদের জমি রিক্লেম করে দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ছিল। প্রথম যে স্কীম সুরু হয়েছিল তখন ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেবে বলে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা সেখানে কি দেখি? গত আর্থিক সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৭৯ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং ১৭৯ পরিবারের মধ্যে ৯ পরিবার ডেজার্টেড করেছে সরকারী হিসাবে। কিন্তু আমার হিসাবে অর্ধেকও সেখানে নেই এবং যারা আছে তাদের সরকার বছর খানেক আগে আগরতলায় একটা সিনেমা হলে একটা ত্রিপুরার ফিল্ম চিত্র দেখেছিলাম---'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে'। সেখানে দেখেছি পাইলট প্রজেক্টের চিত্র এবং সেখানে কৃষি উন্নতি দেখানে, হয়েছে। জলসেচের সুব্যবস্থা আছে, সারা ভারতবর্ষে তারা এটা প্রচার করবে এটা ত্রিপুরার একটা উপজাতি উন্নয়নের চিহ্ন হিসাবে। একটা লজ্জার ব্যাপার স্যার। অথচ বাস্তব অবস্থা কি? আগে যে জমি দেওয়া হয়েছে সেটা জঙ্গল হয়ে গিয়েছে এবং যে কৃষির জমি আবাদ করা হয়েছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন সরকারী সাহায্য স্টপ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের এখন শক্তি নেই যে ঐ জমিতে চাষ করবে এবং গরু বাছুর যেগুলি কেনা হয়েছিল সবগুলি এখন চলে গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি গিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন কি অবস্থায় আছে। এর পরবর্তী সময়ে তারা আর একটা স্কীম চালু করেছেন.,। সেই স্কীমটা হচ্ছে ১৯১০

টাকার স্কীম। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বার বার জিজ্ঞাসা করলেও স্কীমের নাম তিনি বলতে পারছেন না। তিনি বলছেন ১৯১০ টাকার স্কীম। যে স্কীমেই হউক, আমরা জানি সেই স্কীমের যে চিত্র তারা দেখিয়েছেন টিলার উপর জমি পাওয়া যাবে অথচ তারা এই দিকে বলছেন যে ভূমির সিলিং লিমিটের বাইরে যে সমস্ত জমি আছে সেগুলিকে বের করে নিয়ে উপজাতিকে এবং অন্যান্য জাতিকে জমি দেবে। কিন্তু আবার এই দিকে বলছেন যে লুঙ্গা জমি নেই। সেজন্য টিলা জমিতে দিতে হবে। আমরা দেখেছি গত ৩ বছর আগে থেকে যে সব ক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারা প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর ১৯১০ টাকার জায়গায় আর দ্বিতীয় কিস্তি পাচ্ছে না। কবে যে পাবে সেটারও কোন ঠিক নেই। এবং ত্রিপুরায় তারা বিভিন্ন জায়গাতে এই স্কীম সুরু করেছে। কিন্তু সমগ্র দিকটা বিচার করে দেখলে দেখব সব জায়গায় ত্রিপুরা উপজাতিদের স্বার্থ ফ্যালুর হয়েছে এবং ত্রিপুরার টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে যে টাকাগুলি খরচ করছেন সেই টাকাগুলি ঠিকমত কার্যকরী করা হচ্ছে না। কারণ টাকা এমন সময়ে তাদের কাছে পৌঁছায় যে তখন খরচ করেও কোন লাভ নেই। আমরা জানি গত আথিক বছরে টাকা স্যাংশান হয়েছে বছরের শেষ অর্থাৎ মার্চ মাসের ২০ তারিখের পর। অমরপুরে একটা জায়গাতে সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীমে একটা কালভার্ট করার কথা। কিন্তু এই কালভার্ট ঐ জায়গাতে না হয়ে অন্য জায়গাতে হয়েছে। চক্রান্ত করে ওরা টাকা মেরে বসে আছে। এই হচ্ছে অবস্থা এবং আমরা জানি ভারতবর্ষের এই যে স্কীম আমরা দেখি সেটা চালু করবে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ঐ গভর্ণমেন্ট কিছুই করছে না এবং করতে পারবে বলে আমি ধারণা করি না। সেজন্য এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে হাউসে অ্যাপ্রো-প্রিয়েশান বিল এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বক্তব্য রাখছি উপজাতি উন্নয়ন সম্বন্ধে। ত্রিপুরা রাজ্যের আদিম আধিবাসী হল এই উপজাতি। আজকে এই উপজাতির উন্নয়নের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। কিন্তু আজকে এই যে উপজাতিদের যে উন্নতি সেটা ঠিক ঠিক ভাবে হয় নাই। এই কথাটা আজকে বাস্তব সত্য। ত্রিপুরা সরকার এই উপজাতির উন্নতির জন্য বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে উপজাতি কলোনী করেছেন। বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে বিভিন্ন স্থানে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়েছেন। তাছাড়া উপজাতিদের উন্নতির জন্য উপজাতি উন্নয়ন ব্লক স্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তথাপি আজকে উপজাতিদের উন্নতি ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না। তার কারণ যদি আমরা দেখি এই উপজাতিদের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই আমাদের যে বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দ এইখানে বিধানসভায় তারা উপজাতিদের দারিদ্র্যের কথা অনেক বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনারা এই বিধানসভায় যতটুকু কথা বলেন উপজাতিদের উন্নতির জন্য, মাঠে উপজাতিদের কাছে গিয়ে সেই কথা বলেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

কারণ আমি দেখেছি ত্রিপুরাতেই সর্ব প্রথম উপজাতি কলোনী সৃষ্টি হয় এই বিশ্রাম-গঞ্জে। সেই বিশ্রামগঞ্জে উপজাতিদের জমি দিয়ে, ঘর দিয়ে, স্কুল দিয়ে এবং টাকা পয়সা সব কিছুর সুবিধা দিয়ে সরকার বহু চেষ্টা করেছেন। আমি আরও জানি বিভিন্ন জায়গাতে কলোনি করতে গিয়ে আমার সরকারের এবং আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। কারণ এটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারেন যে যদি এভাবে উপজাতিদের জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়ে কলোনী করে দেওয়া হবে এবং তাতে যদি উপজাতিদের উন্নতি হয়, তাহলে পর তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আর তার জন্য তারা এখানে বলেন এক কথা, আর মাঠে গিয়ে বলেন অন্য কথা। কাজেই আজকে তারা উপজাতিদের জন্য যতই দরদী সাজেন না কেন, এই উপজাতিদের অবনতির পিছনে অর্থাৎ উপজাতিদের যে উন্নতি হয় নি, সেজন্য আমি তাদেরকেই

দায়ী করব। আর একটা জিনিষ আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই উপজাতিদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে যাচ্ছেন, সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমরা কি দেখতে পাই, আমরা দেখি যে সরকারী কর্মচারী মহল যতটুকু দরদ দিয়ে এই উপজাতিদের কল্যানের জন্য কাজ করা উচিত ছিল, সে ভাবে হয় নাই বলে আমার ধারনা। আজকে কেন এই কথাটা আমি বলছি, কারণ এটা একটা গুরুতর কথা। আমি এখানে দরদের কথা কেন বলছি? কারণ আমি জানি বিভিন্ন জায়গাতে উপজাতিদের হর্টিকাল্‌চারের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এই পুনর্বাসন দিতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফলের চারা যেমন---আনারসের চারা, কলার চারা, লিচুর চারা, জামের চারা এবং কাঁঠালের চারা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলি এই উপজাতিদের কাছে ঠিকভাবে পৌছায় নি। তার জন্যেই আমি এই কথাটা বলছি যে সরকারী কর্মচারীরা তাদের উন্নয়নের জন্য তেমন কোন দরদ দেয় নি এবং দরদ না দেওয়ার জন্য তাদের যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা ততটুকু হওয়া সম্ভব হয় নি। তাই আজকে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনরোধ করব যে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য আমরা যে ভাবে কাজ করতে চাই যেমন আমরা কংগ্রেসী সরকার বা কংগ্রেস কর্মীর যে ভাবে কাজ করতে চাই সেভাবে যদি কর্মচারীরাও করত তাহলে উপজাতিরা আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতেন এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও যদি আমাদের সঙ্গে এক মত হয়ে যৌথ ভাবে উপজাতিদের কল্যানের জন্য চেষ্টা করেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের হাতে যে টাকা পয়সা আছে অর্থাৎ সরকার তাদের জন্য যে টাকা পয়সা খরচ করতে চান, তা দিয়ে আমরা উপজাতিদের কল্যাণ ঠিকভাবে করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উপজাতিদের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে যে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক, কক্ বরক্ ভাষায় তাদের লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করা হউক। এটা আমিও চাই। তবে এখানেও একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে সব উপজাতির ঐ কক্ বরক্ ভাষায় কথা বলতে পারেন না, এটা যারা ত্রিপুরী ভাষা-ভাষি তাদের জন্যই এই কক বরক ভাষা চালু করা যেতে পারে। কিন্তু তার সাথে সাথে ত্রিপুরাতে যে চাকমা আছে, যে মগ আছে, যে গারু আছে, যে লুসাই আছে, যে খাসিয়া আছে বা আরও বিভিন্ন যে সব ট্রাইবেল আছে, যারা ত্রিপুরী ভাষা জানে না, তাদের মাতৃ ভাষায় যাতে তারা লেখা পড়া করতে পারে, সে দিক দিয়েও সরকার দৃষ্টি দেবেন, এই অনুরোধ আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে সরকারের কাছে রাখছি যে যারা ত্রিপুরী ভাষা জানে না, তারা যাতে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে খাদ্যের সমবন্টন সম্পর্কে। আমি ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখেছি, তাছাড়া আমি নিজেও একজন গ্রামের লোক, কাজেই আমি গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। কারণ আমাদের সরকার যদিও খাদ্যের বিলি বন্টন সুষ্ঠুভাবে করছেন, তথাপি আমি বলব যে তার মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। সে কথাটা আমি এখানে এখন তুলে ধরতে চাই। আমি জানি হয়তো যারা চালাক চতুর লোক তারা হয়তো ভূয়া রেশন কার্ড করে নিয়েছেন। কিন্তু যারা নিরীহ মানুষ বা যারা গ্রামের মানুষ অশিক্ষিত মানুষ, তারা কোন রেশন কার্ড করতে পারে নাই। তার জন্য আমি আমার মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ রাখছি, এই যে গ্রামের মধ্যে আমাদের পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রেশন কার্ড ইস্যু করার প্রচলন করা হউক, এটা আমি চাই। তাছাড়া আমি দেখেছি চিনির ব্যাপারে যে সরকার সাব-ডিভিশন ওয়াইজ চিনির কোটা ঠিক করছেন। কিন্তু সব সাব ডিভিশনে লোক সংখ্যা সমান নয়। সেজন্য আমি দেখেছি যে কৈলাশহর সাব-ডিভিশনের লোক যে পরিমান চিনি পায়, সেই পরিমান চিনি আমার ধর্মনগর সাব-ডিভিশনের লোক পায় না। কেন পায় না? তার কারণ হচ্ছে ধর্মনগর সাবডিভিশনের লোক সংখ্যা অনেক বেশী। কাজেই লোক সংখ্যার অনুপাতে তারা চিনি অনেক কম পায়। কাজেই আমি মনে করি সাব-ডিভিশন ওয়াইজ

চিনির কোটা ঠিক না করে, লোক সংখ্যার অনুপাতে চিনির কোটা ঠিক করা উচিত এবং তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ সমপরিমান চিনি পাবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে চিনির সম পরিমান বন্টন করা সম্ভব হবে। তারপর আমি আর একটা কথা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে উপজাতিদের বিষয়, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের উন্নয়নও অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। এখানে আমি বলতে চাইছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ফরেণ্ট সেই ফরেণ্ট সমন্ধে উপজাতিরা একটা বিদ্বেষ মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। এই বিদ্বেষ মনোভাব গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে তারা ফরেণ্টের মধ্যে জুম কাটতে পারে না, অথচ তাদের জীবনধারাটাই হচ্ছে জুম কাটা। সরকার ঠিক মত হয়তো তাদেরকে জমি দিতে পারেন না, যা দিলে পর তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হত। কাজেই এই অবস্থায় তারা বাধ্য হয়ে জুম কাটে এবং সেজন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে নানাভাবে বাধা দেয়।

আজকে তার জন্য আমি একটা সাজেশান রাখব (ইন্টারাপশান) এই প্রস্তাব রাখব। আজকে যে প্রস্তাব আমি রাখছি আমার সেই প্রস্তাব মতে যদি ফরেণ্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করেন তাহলে আমি আশা করব আমার উপজাতি ভাই যারা আছেন আমার জুমিয়া ভাইরা যারা আছেন তাদের আর এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না। তারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে সুহৃদ মনে করবে। কারণ আমি কিছুদিন আগেও বলেছি জুমিয়াদের নিয়ে একটা গ্রাম পরিকল্পনার কথা বলেছি---ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ভিতর যে সমস্ত জুমিয়া আছে তাদের নিয়ে একটা ফরেস্ট ভিলেজ হিসাবে একটা গ্রাম করে যদি ঠিক ঠিক ভাবে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য টাকা খরচ করা হয় এবং সেই টাকার মাধ্যমে যদি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন তাদের আনারসের বাগান এবং বিভিন্ন ফলের বাগান, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের গাইড করেন তাহলে আমার মনে হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতি তাদের এই বির্দ্বেষ মনোভাব থাকবে না। এটা তাদের স্বার্থেই মনে করবে। আমার সময় আর বেশী নাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমার এই প্রস্তাব আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে এবং ফরেণ্ট ডিপার্ট-মেন্টের কাছে অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এই আলোচনা আর কতক্ষণ চলবে।

মিঃ স্পীকার ঃ--প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশানের সময় এসে গেছে। অতএব আপনারা যদি বেশী সময় নেন তাহলে আমাকে হাউস-এর সময় এক্স্টেণ্ড করতে হবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ অপজিশানের শ্রীসরকার বাকি আছেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ---স্যার, আমিও একটু বলব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনারাতো অনেক আলোচনা করেছেন। মন্ত্রীদের বক্তব্যগুলি শোনা দরকার।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস ঃ---আমাদেরও বক্তব্য থাকতে পারে স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জেনারেল এড্মিনিস্ট্রেশানএর উপর সরকারের কর্মচারীদের সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোন এবং নীতি এই সম্পর্কে আমি বিষয়টি টানব। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৪ই ডিসেম্বর সারা ত্রিপুরা বন্ধের সময় সরকারী কর্মচারীরা কম অংশ গ্রহণ করেছে বলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা কি (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---আমি এটিচিউড সম্পর্কে বলছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---১৪ই ডিসেম্বর নিয়ে আলোচনা করছে না।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---১৪ই ডিসেম্বর কর্মচারীদের সম্পর্কে এটিচিউড---মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং ৯ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর এটিচিউড আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি সেদিন কর্মচারীদের অভিনন্দন করেছেন। কিন্তু তিনি সেদিন ভুল করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সরকারের যে পলিসি বেতন, ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে যে পলিসি নিয়েছেন সেটি কর্মচারীরা মেনে নিয়েছে। সেই ভুলটা তিনি করেছিলেন। এবং ১০ই এপ্রিল এবং তার আছে এই বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শুনেছি কেবল উপশিক্ষা মন্ত্রীই ইউনিয়ন ভাঙ্গবেন না তিনি নিজেও নেমে পরবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটাকি এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের পারভিয়ের মধ্যে আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---আমি ওখানটায় আসছি স্যার---জেনারেল এডমিনিস্টেশানের নীতি এটাতে রিফ্লেক্টেড হয়েছে । আজকে সার্ভিস রুলস্ সম্পর্কে বলেছেন। ১৯৩০ সালে করাচী কংগ্রেসে কর্মচারীরা ধর্মঘট করতে পারবে এটা তাদের মেনিফেস্টোর মধ্যে স্বীকৃত। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর সেটা সংবিধানের ১৯ ধারায় right to form organisation and unions সেটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু যখন সংগঠিত হয় ইউনিয়ন করে ধর্মঘট করে তখন সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলসের কথা উল্লেখ করেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটা জানিয়ে দিতে চাই তার এটিচিউড কর্মচারীদের সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলের বিরুদ্ধে। কারণ এই সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল বৃটিশের ডোনেটেড। এবং এই সার্ভিস রুল বৃটিশ এই জন্য করেছিলেন---এই দেশের যারা কর্মচারী ওদের যাতে টুলস হিসাবে ব্যবহার করা যায় স্লেভের পর্যায়ে রাখা যায় পিপলস্ থেকে সরিয়ে রাখা যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা ক্ষমতায় এলেন ঐ ব্ল্যাক কিংস এবং কুইনসরা---দেখা গেল যে তারা বৃটিশের সার্ভিস রুল এতটুকু পরিবর্তন করেন নি। সেই সব কানুন সেই সার্ভিস মেন্টেনেনস এ্যাক্ট, কিম্বা মিসা কিম্বা ৩১১ ধারায়---রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণরকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে---অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি ইনভেস্টিগেশানে প্রমাণ হয় যে কর্মচারীরা দোষ করেছে তাহলে তাকে সাস্পেণ্ড করা যাবে ছাঁটাই করা যাবে। কিন্তু এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে---এমন অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি অথবা গভর্ণর যদি ইচ্ছা করেন যদি সেটিসফায়েড হন তাহলে তাদের কোন একস্প্ল্যানেশান ছাড়াই তাদের ছাঁটাই করতে পারবেন। যেটি বৃটিশ সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলে ছিল না আমাদের স্বাধীন দেশের সরকার সেটিকে যোগ করেছেন। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি গোটা ভারতবর্ষের ১৮ হাজার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সেই সার্ভিস রুলের বলি হয়ে আছে। অল ইণ্ডিয়া স্টেট এম্পলয়ীজ ফেডারেশানের জেনারেল সেক্রেটারী, সুকুল, এক বছর যাবত তিনি ডিটেণ্ড হয়ে আছেন। কাজেই সার্ভিস রুলের কথা যেটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে সময় মত বসে তিনি ৯ই এপ্রিল ধর্মঘট সম্পর্কে তাদের এটিচিউড অর্থাৎ তিনি পরিস্কার থ্রেট করেছেন---ছাঁটাই, সাসপেনশান, ইত্যাদি সব রকম শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এবং অলরেডি আমাদের কাছে ইনফর্মেশান আসতে সুরু করেছে যে সাসপেণ্ড করা হচ্ছে, ছাঁটাই করা হচ্ছে বদলি করা হচ্ছে। এইগুলি আমরা লক্ষ্য করছি। কাজেই যেটি উল্লেখ করেছেন সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল--সেই সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল সেই সম্পর্কে আমরা পরিস্কার লক্ষ্য করছি যে এম্পলয়ীজদের লক্ষ্যটা সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলের বিরুদ্ধে । উনি বলেছেন যে কর্মচারীদের জোর করে যেতে দেওয়া হচ্ছে না অচেনা লোক বাধা দিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি গত এক মাস যাবত সারা ত্রিপুরায় কর্মচারীরা এই জন্য মবিলাইজড হয়েছে ডেমোনেস্ট্রেশান দিয়েছে। হাজার হাজার কর্মচারী সমস্ত অতীতের ইতিহাসকে ভেঙ্গে দিয়ে তারা মিছিল করেছেন ডেমোনেস্ট্রেশান দিয়েছেন। সরকার লক্ষ্য করেছেন এমন কি ১৯৭৩ সালে সেই ১৬ই এপ্রিল দিল্লীতে ১০ লক্ষ স্টেট এম্প্লয়ীজদের পিটিশান সামমিট করা হয়েছে এবং ১৬ই মার্চ সারা ভারতবর্ষে এমন কি ত্রিপুরাতেও মিছিল ডেমোনেস্ট্রেশানের মাধ্যমে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময়ে এই কর্মচারীরা তাদের ইউনিয়নের মাধ্যমে তাদের টি, ই, সি,

সি, র মাধ্যমে ডেপুটেশান দিয়েছে। কিন্তু সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি গভর্ণর যেখানে টি, ই, সি, সি,র সঙ্গে আলোচনা করেছেন পে কমিশান তাদের মতামত জানতে চেয়েছেন কিন্তু ঐ মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটেশান নেন নি। তিনি সেটা এভয়েড করেছেন। তার পাল্টা টাউট সমিতি আছে তাদের নিয়ে ঘুষ ঘুষ করছেন তাদের নিয়ে বসেছেন এবং এদের সঙ্গে দেখা করেনি। এবং তারা বার বার আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ধর্মঘট যাতে না করতে হয় সেজন্য তারা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই সরকার এই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল উদের সঙ্গে বসে আলোচনা করা। তিনি উদের এভয়েড করেছেন এবং ৯ই এপ্রিল লক্ষ্য করেছি শতকরা ৯০ জন কর্মচারী এই ধর্মঘটের সামিল হয়েছেন। এবং লক্ষ্য করেছি তাদের যে দালাল সমিতি---এ,টি, টি, এ, এবং ফেডারেশান তারা রাস্তায় মিছিল করেছিল বিভিন্ন সময়ে এবং একটা ইনস্টেনসও মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারবেন না যেখানে তাদের ডেমোনেষ্ট্রেশানের কোটা একটাও ফুলফিল হয়েছে। এবং পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি ৫ই এপ্রিল হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ছাত্র যুবক কর্মচারীদের সমগ্র চিন্তা ধারার পাশে দাঁড়িয়েছে। কি তাদের দাবি? ওদের নিড--বেস্ড পে চেয়েছিল দ্রব্য মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিম্নতম মজুরী দাবি করেছিল। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর কর্মচারীরা তাদের নিম্নতম বেতন যেটি তারা পায় ২১৫ টাকা আর স্টেট এম্পলয়ীজ যারা তারা এভারেজ পায় ১৫৫ টাকা। কিন্তু একই বাজারে গিয়ে তাদের একই দ্রব্যমূল্যের সংকটে তারা ভুগছে তাহলে এত ডিফারেন্স কেন? থার্ড পে কমিশনে এই কথা বলেছে এবং পঞ্চদশ যে সম্মেলন সেই এই কথা বলেছে কিন্তু আজকে ২৬ বছরে তারা সেইগুলি গ্রহণ করেন নি। কাজেই দিনের পর দিন তাদের আচরণ সেই কর্মচারীদেরকে ধর্মঘট করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯৭২ সনে সেই জুপিলেট মোড়ের এই ট্রেজারী ব্যানচের মন্ত্রীরা আজকে কি লক্ষ্য করেছি তারা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিতে নেমেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি সেই জীপ ভর্ত্তী করে সেই ২।৪ ট্রাক পাঠিয়েছিলেন আর বলেন যে মুখ্যমন্ত্রী তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে অচেন। মুখ দিয়ে। ত্রিপুরার ত্রিশ হাজার কর্মচারী তারা পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন করেছে তারা ধর্মঘটের সামিল হয়েছে তাদের ঘরের কর্মচারী তাদের পায়ের তলার পিপ্যলস্। কাজেই যখন দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী যে হালে পানি পাচ্ছে না। কারণ ওদেরকে বার বার প্রতারণা করেছে, ওদেরকে বার বার বঞ্চিত করেছেন। কাজেই তারা ধর্মঘটের সামিল হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি মিঃ মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিজ্ঞতা আছে সেই কল্যাণপুরের আন্দোলনের সময়, সম্ভবতঃ মুখ্যমন্ত্রী আমার যতটুকু মনে পড়ে সেইদিন কল্যাণপুরের আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। এখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই পায়ের তলার মাটি সেইদিন সরে গিয়েছিল। কাজেই আজকে এই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৯ই এপ্রিলের ধর্মঘটে যেখানে এই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন সেই কর্মচারীরা এর মধ্যে তাদের যে অবস্থান তাদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে সেই মাটি যখন সরে যাচ্ছে তখন সার্ভিস কণ্ডাক্ট রোলসের ভয় দেখাচ্ছেন। আর সেই এক্স-চীফ্ মিনিস্টার সেই কল্যাণপুরের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যেখানে তার পায়ের তলার মাটি খসে যাওয়ার ভিত্তি তৈরী হয়েছিল সেই এক্স-চীফ্ মিনিস্টার সেই শচীন্দ্রলাল সিংহ আজকে কর্মচারীদের দাবীকে সমর্থন করছেন। কাজে কাজেই কল্যাণপুরের থেকে যে অভিজ্ঞতা যেটা আমরা পেয়েছি জানি না ইতিহাস থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে নিয়ে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কাণ্ডজ্ঞান এদের নেই। এবং আজকে ৯ই এপ্রিল সেই আন্দোলন ধর্মঘট থেকে এই শিক্ষা তাদের হবে না। এইজন্য মুখ্যমন্ত্রী যেখানে ওদের দাবীদাওয়া ওদের কি কেন ওরা ধর্মঘটে গেল, এই হরিজনরা, এই ক্লাশ ফোর অ্যাম্প্লয়ী এই ত্রিপুরার ৩০ হাজার কর্মচারী কেন ধর্মঘটে গেল এবং হুশিয়ারী দিল এইটাতো লাগাতর ধর্মঘট নয়, কাজেই এর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষা নেওয়া উচিত। শিক্ষা যদি না নেন তবে এই পথ যদি নেন সেই রিট্রেন্চমেন্ট আক্রমণে যদি নেমে পড়েন তবে আমি উনাকে এই কথা বলতে চাই এই একদিনের হুশিয়ারী এক দিনই থাকবে না এইটা লাগাতর ধর্মঘটে টান দিতে পারে। আজকে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট গোটা ভারতবর্ষে সেই ৪০ লক্ষ কর্মচারী এক ঐতিহাসিক

ঘটনা। এই ৯ই এপ্রিলে দেখেছি এই ছাত্রদেরকে তো বলা হয়নি যে তোমরা স্কুলে যেওনা কিন্তু ওরা কেন গেল না। কারণ এই ধর্মঘটের পেছনে মেহনতি মানুষ, ছাত্র, যুবক, কর্মচারী ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছে, কাজেই এইটাকে যদি মুখ্যমন্ত্রী দমনপীড়ণের পথে মোকাবিলা করতে চান তাহলে মনে করবো যে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি উনার ভূমিকম্প ঘরে এবং এই ধরণের ঝড় যে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কল্যাণপুরের ঘটনা যেমন একজন চীফমিনিস্টারকে ভিটি ছাড়া করেছে আর এই ৯ই এপ্রিল এই চীফমিনিস্টারকে ভিটি ছাড়া করবে এবং জেনারেল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন চালু করতে গিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে দৃষ্টি ভঙ্গী তিনি গিয়ে এই শিক্ষা তিনি নেবেন কি না জানি না তবে সেইটা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---অনারেব্যল মিনিস্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ। নাউ দি মিনিস্টার উইল গিভ রিপ্লাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য জি, বি, হসপিটালের মিস্‌-মেনেজমেন্ট সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলেছেন আমি সেই সম্পর্কে বলে যাচ্ছি। তিনি প্রথমতঃ বলেছেন যে রোগীদের ভীর অপর্যাপ্ত, বেড্‌ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জি, বি, হস্‌পিটালে ১৯৭২ ইংরাজী পর্য্যন্ত ৩১০টি বেড ছিল। ১৯৭৩ সালে আমরা ১০৪টি বেড আমরা করেছি। কথা হচ্ছে বর্ত্তমানে ৪১৪টি বেড আছে আমরা ক্রমে ক্রমে শয্যা সংখ্যা বর্ধিত করবো। এক সঙ্গে শয্যা বৃদ্ধি করা এইটা সম্ভব নয় এবং আমরা আগামী ৫ম প্লেনে আমরা চাচ্ছি যে জি, বি, হস্‌পিটালে আরও দুইশো বেড বর্ধিত করবো এবং আইস্‌ হস্‌পিটালের জন্য কিছু বেড বর্ধিত করবো এবং কেনসার হসপিটালের জন্য আমরা আরও ৫০টি বেড করতে পারবো এবং ১৯৭৪-৭৫ এর মধ্যে আমরা জি, বি, হস্‌পিটালে ৫০টি বেড এবং ক্যান্সার ওয়ার্ডের জন্য ২৫টি বেড করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক সঙ্গে সব করা সম্ভব নয়। এইটার সঙ্গে অর্থসঙ্গতির প্রশ্ন আছে--- এবং কেবল বেড বৃদ্ধি করলেই যে সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এখন মানুষ হস্‌পিটালে যেতে অভ্যস্ত হয়েছে, সাধারণ অসুস্থতার জন্যও হসপিটালে আসছে। আমরা সেইজন্য সেই দিকে মনোনিবেশ করেছি। তিনি বলেছেন কেন্সার ট্রিট্‌মেন্ট সম্বন্ধে আমরা ক্যান্সার ট্রিট্‌মেন্ট করার জন্য ক্যান্সার ট্রিট্‌মেন্ট যাতে এই আগরতলাতে হয় এই জন্য ক্যালকাটা থেকে যে স্পেসিয়ালিস্ট আছেন তারা আসছেন এবং টাটা মেমোরিয়েল হস্‌পিটাল থেকে বোম্বে থেকে ডাক্তার কুঠারী যিনি ইণ্ডিয়ার মধ্যে বেস্ট স্পেশিয়ালিস্ট ক্যান্সারের জন্য তিনি এখানে তদর্ন্ত করেছেন এবং মিনিস্ট্রি অব হেলথে তিনি রিপোর্ট করেছেন এবং প্ল্যানিং কমিশন এখানে ক্যান্সারের ওয়ার্ড করার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা সেংশন করেছেন এবং আগামী বৎসরের ফাইনেন-শিয়েল ইয়ারে আমরা এখানে ২৫টি বেড চালু করবো এবং অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি আমরা খরিদ করবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে উম্মাদ কেস সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা ১৯৬৩ তে আমারা উন্মাদ রোগীদের জন্য আমরা ১০টি বেড করেছি। এখানে একটা ওয়ার্ড হয়েছে এবং আমাদের জন্য ত্রিপুরার জন্য রাঁচীতে আমাদের ২১টি বেড আছে। এবং বিহারে আরোগ্যশালায় আরও ৪টি বেড আছে। সুতরাং উম্মাদ রোগীদের ট্রিট্‌মেন্টের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এখন আমাদের আগরতলায় ডঃ এ, কে, বিশ্বাস তিনি ট্রিট্‌মেন্ট করছেন এবং আমরা ১০টা বেডে রোগী ভর্ত্তী করে যাচ্ছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন লেপ্রোসিস সম্পর্কে। এইটা হলো সেনট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। বর্ত্তমান বৎসরে আমরা বাজেটে ১৪ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এই লেপ্রোসিস ট্রিট্‌মেন্টের জন্য মোবাইল মেডিকেল ইউনিট আছে তারা ঘুরে ঘুরে ট্রিট্‌মেন্ট করে থাকেন এবং প্রতিটি ডিসপেন্সারী এবং প্রাইমারী হেল্থ সেনটারে লেপ্রোসিস মেডিসিন আছে এবং স্পেশিয়েলি জি, বি, তে চেস্ট ক্লিনিক আছে, সেই ক্লিনিকে ট্রিট্‌মেন্ট হয়ে থাকে, পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে থাকে এবং ঔষধপত্র

ডিস্‌পেনসারীতে পেয়ে থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, বি, সম্পর্কে তিনি বলেছেন। টি, বি, হলো সেনট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। বর্ত্তমান বৎসরের আমরা ৪৩ হাজারে টাকা মেডিসিনের জন্য রেখেছি রিজার্ভ বেডের জন্য। যেমন আমাদের ত্রিপুরার বাইরে যে সমস্ত বেড আছে তারজন্য ৯ হাজার টাকা আছে এবং ফাইনেনসিয়েল অ্যাসিস্টেন্ট যারা এই ডিসপ্লেস্‌ড পারসন্স এবং টি, বি, গ্রস্ত তাদের জন্য আমরা ২৮ হাজার টাকা রেখেছি। এবং আমাদের আগামী ৫ম প্লেনে আমাদের জি, বি বেডের আরও ৫০ টি বেড বৃদ্ধি হবে এই পরিকল্পনা আমরা রেখেছি এবং আমাদের এখানে ডাক্তার একজন স্পেশিয়ালিস্ট আছেন তিনি ট্রিট্‌মেন্ট করছেন। এখানে তিনি একটা কথা বলেছেন যে সমস্ত টি, বি, রোগীকে রাখা হয় না। বর্ত্তমানে যে ট্রিটমেন্‌ট চালু আছে সেই সমস্ত রোগীকে হসপিটালে রাখার প্রয়োজন নাই। কারণ এই যে ইনফেক্‌সাস কেজে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হসপিটালে রাখার বিধান এবং তাদের ট্রিট্‌মেন্টের জন্য মেডিসিন হসপিটালের বা ডিসপেনসারীতে বা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে আছে। সেই সমস্ত রোগীরা ঔষধ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই রোগী কিউরেব্যল হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জি, বি, হাসপাতালে বেড সংখ্যা আমি আগেই বলেছি ৪১৪ এবং এভারেজ পেশান্ট লাস্ট ইয়ারে অর্থাৎ ১৯৭৩ সনে ৫২৯ হয়েছে। আইট ডোর পেশান্ট হয়েছে ৩,২১,৬৩২, লাস্ট ইয়ারে অপারেশান কেস্‌ হয়েছে ৮১৩৭, তন্মধ্যে মেজর অপারেশান হয়েছে ১৩০১টি। তারা একদিকে বলছেন যে হাসপাতালে পর্যাপ্ত রোগী হচ্ছে, আমরা বেড দিতে পারছিনা, অপর দিকে বলছেন যে রোগীরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। সুতরাং হাসপাতালে যদি এইরকম ট্রিট্‌মেন্ট না হত বা সেইরকম ডায়েট না পেত, তাহলে এত রোগী হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ থাকত না স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জি, বি, হাসপাতালে যে সমস্ত সার্জারী কেস হয়, ইস্টার্ণ রিজিয়নের মধ্যে কোন জায়গায় সেইরকম হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতি বেডে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। ডায়েট সম্পর্কে বলেছেন খাবার উপযুক্ত নয়। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এই এ্যাসেম্বলীর এস্টিমেট কমিটি সাডেন ভিজিট দেন হাসপাতালে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তারা বলেছেন যে ডায়েট সম্পর্কে তারা ইনস্পেকশান করেছেন এবং তারা সেটিস্‌ফায়েড। কাজেই তারা বলতে হবে বলছেন, কিন্তু কোন ভাল জিনিষের কথা তারা বলছেন না, সেটা তারা দেখেন না। এর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি কি আছে, সেটাই শুধু তারা লক্ষ্য করে থাকেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাস্ট ইয়ারে আমরা ডায়েটের জন্য ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা খরচ করেছি, বর্তমান বছরে ৯ লক্ষ টাকা এই বাবদ রেখেছি। ডায়েট সম্পর্কে তিনি বলেছেন নিম্ন মানের ডায়েট দেওয়া হয়। কিন্তু যে রোগীর জন্য যে ডায়েট ডাক্তার প্রেসক্রিপশান দেন, সেই অনুসারে ডায়েট দেওয়া হয়। নিম্ন মানের নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই ডায়েটের জন্য প্রতি পেশান্টে গড়পরতা ৪.০৫ পয়সা খরচ হয় পার ডে। সুতরাং আমি একথা বলব যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙল, সেই বিরাট রাজ্যেও আমাদের মত ডায়েটের জন্য খরচ করেন না। উনার বলেছেন স্টাফ কম, স্টাফের অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ১৬টি ক্লিনিক আছে, তার মধ্যে ৬৭ জন ডাক্তার আছে, এবং স্পেশিয়ালিস্ট আছেন ৮ জন। তাহলে পরে আমাদের এখানে যে আগে এভারেজ হিসেব দিয়েছি ১:৯ হয়, কিন্তু অল ইণ্ডিয়া স্টেটিস্টিকস আমরা দেখেছি যে সেখানে ১:২০। সুতরাং আমাদের এখানে স্টাফের অভাব, সেটা সত্য নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন নার্সের অভাব। আমাদের ১৮৭ জন নার্স আছে অর্থাৎ ১:৩, যে জায়গাতে অল ইণ্ডিয়া ফিগার হচ্ছে ১:৫। সুতরাং নার্সের অভাব আছে, সেকথা স্বীকার করতে আমি রাজী নই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জি, বি, হাসপাতালে ৩২৮ জন ক্লাশ---৪ এম্পলয়ী আছে, সুতরাং স্টাফের অভাব সেকথা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন মেডিসীনের সর্ট আছে। আমরা জি, বি, হাসপাতালে লাস্ট ইয়ারে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মেডিসীন খরিদ করেছি। বর্তমান বছরে ৯ লক্ষ টাকা মেডিসীনের জন্য বাজেটে রেখেছি। তিনি বলেন যে ইনস্ট্রুমেন্ট ভাল নয়। সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই লাস্ট

ইয়ারে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট খরিদ করেছি ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার, বর্তমান বছরে ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য বাজেটে প্রভিশান রেখেছি পাচ লক্ষ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের হাসপাতালে যেরকম মেডিসীন দেওয়া হয়, আমি বলতে পারি যে কোন স্টেটে সেইরকম পর্যাপ্ত পরিমাণে মেডিসীন দেওয়া হয় না। পার পেশান্ট আমরা এভারেজ হিসেব করে দেখেছি ৩৭'২৫ পয়সা করে প্রতি পেশেন্টের জন্য খরচ হয়। আমরা যে পরিমাণ ঔষধ দেই, অন্যান্য অনেক স্টেটেই সেই পরিমিত ঔষধ দেওয়া হয় না। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন, ঔষধ পাওয়া যায় না, সেটা হয়তো কোন কোন সময় এমন হতে পারে যে স্টকে যে কোম্পানী বা যে ব্রাণ্ডের ঔষধ দরকার, সেটা সাময়িক না থাকতে পারে, কিন্তু মেডিসীন নেই, একথা আমরা স্বীকার করতে রাজী নই। তিনি বলেছেন ইনস্ট্রুমেন্টএর অভাব, আমি সেকথা স্বীকার করতে রাজী নই। কারণ লাস্ট ইয়ার তামিলনাড়ুর এস্টিমেট কমিটি এখানে ভিজিট করেছেন, তারা বলেছেন যে জি, বি, হাসপাতালে যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, আমাদের বড় স্টেটেও সেইরকম ইনস্ট্রুমেন্ট নেই। আমাদের এখানে যে হাই পাওয়ার এক্সরে মেশিন আছে, তা অত্যন্ত ভাল মেশিন এবং তার দ্বারা সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি নেওয়া যেতে পারে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, তাতে আমাদের দেশের অনেক লোক উপকৃত হয়। আমাদের এখানে যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সেইগুলি অত্যন্ত মডার্ণ ইনস্ট্রু-মেন্ট এবং লাস্ট ইয়ারে অত্যন্ত মূল্যবান ইনস্ট্রুমেন্ট খরিদ করা হয়েছে। কাজেই ইনস্ট্রুমেন্টের অসুবিধা আছে, সেটা স্বীকার করতে আমি রাজী নই। মাননীয় সদস্য সার্জন দত্ত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তুলেছেন, এই সম্পর্কে আমি বলব তিনি একটা উদ্ভট এবং কাল্পনিক বক্তৃতা রেখেছেন মাত্র। কারণ সার্জন দত্তকে, ডাক্তার নন্দীর গ্রুপ এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, এই কথাটা মোটেই সত্য নয়। এটা তিনি তার নিজস্ব কল্পনা থেকে বলেছেন। সার্জন দত্ত এখান থেকে চলে যাবেন এমন কোন কথা হয়নি। গতকালও তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তিনি একথা আমাকে বলেন নাই। ডাক্তার দত্ত সার্জন হিসেবে কাজ করার কথা, তিনি সুপারিন্‌টেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেন কেন, সেই সম্পর্কে আমি বলব ডাক্তার দত্ত ১৯৬৫ সনে সার্জন হিসেবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পান। ১৯৬৬ সনে তিনি ভি,এম এণ্ড জি, বি,'র সুপারিনটেনডেন্ট'এর পোস্টের জন্য ইউ, পি, এস, সিতে পিটিশান করেন এবং তাকে ইউ, পি, এস, সি থেকে সুপারিন্‌টেনডেন্ট হিসেবে সিলেক্ট করে এখানে পাঠান, এবং তিনি সেন্ট্রাল হেল্থ সার্ভিসের লোক, সুতরাং ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট তাকে সার্জন না করে সুপারিন্‌টেনডেন্ট করেছেন, সেটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা হেল্থ সার্ভিসেস রুল হয়ে যাচ্ছে এবং সেই স্টাফ রুল ইতিমধ্যেই ফাইনাল স্টেজে আছে। স্টেট হেল্থ সার্ভিসেস রুল হলে ডাক্তার দত্ত সম্পর্কে আমরা চিন্তা করছি এবং তার সার্ভিস যাতে ভাল ভাবে ইউটিলাইজড হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেব। মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন মফঃস্বলের ডাক্তার জি, বি,তে আছে, একথা আমি স্বীকার করি এবং লাস্ট ইয়ারে আমরা যেসব ডাক্তার মফঃস্বলে দূর দূরান্তরে ছিলেন, তাদেরকে আমরা এখানে এনেছি এবং কয়েকজনকে জি, বি, হাসপাতাল থেকে মফঃস্বলে প্রেরণ করেছি। তিনি আসারামবাড়ী ডিস্পেন্সারীর কথা বলেছেন, আসারামবাড়ীর ডাক্তারখানা বিল্ডিং রিপেয়ার করার জন্য, আমরাও প্রয়োজন বোধ করছি এবং সেই সম্পর্কে আমরা মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে পি, ডবল্যু, ডি, কে ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ইং সনে চিঠি লিখেছি এবং আবার রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ইং সনে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়তো পি, ডবল্যু ডি'র হাতে অনেক জরুরী কাজ আছে, তারা সেটা করতে পারেনি, আশা করা যায় কয়েক দিনের মধ্যেই সেই কাজটা সম্পন্ন হবে। তিনি বলেছেন বাচাইবাড়ী বিল্ডিং এ্যাসেস্‌মেন্টের জন্য ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না, সেই সম্পর্কে আমরা পি, ডবল্যু, ডি কে এ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বলেছি এবং আশা করি এ্যাসেস্‌মেন্ট হবে এবং ভাড়া দেওয়া হবে। তিনি বলেছেন চেব্রীতে একটা ডিসপেন্সারীর কথা, চেব্রীতে কোন ডিসপেন্সারী নেই, তবে চেব্রীর নিকটবর্তী রামচন্দ্রঘাট লালটীলাতে একটা ডিস্‌পেন্সারী আমরা স্যাংশান করেছি এই বছর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী

পক্ষের নেতা যে কয়টি পয়েন্ট রেখেছিলেন, তার উত্তর আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীজে, এল দ.ম মহাশয়, তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি, তিনি বলেছেন যে বিলোনিয়ায় প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারএর অভাব এবং সীট সংখ্যার অভাব। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে বিলোনিয়াতে একটা ৩০ বেডের হাসপাতাল আছে এবং সাতটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে এবং প্রত্যেকটির ১০ শয্যা বিশিষ্ট, সাতটি এলোপেথিক ডিসপেন্সারী আছে এবং দুইটি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী আছে। আমি বলতে পারি যে যে কোন সাবডিভিশান থেকে সেখানে মেডিক্যাল ফেসিলিটীজ বেশী পাচ্ছে। বিলোনিয়ায় লোক সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার, সেই জায়গাতে প্রতি ৩০ হাজারে একটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে। সাধারণতঃ ত্রিপুরাতে আমাদের প্রতি ৫৫ হাজার পপুলেশানে একটি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার, সেই জায়গাতে বিলোনিয়াতে হচ্ছে সাতটি। সুতরাং তিনি যে কথাটা বলেছেন, তার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলতে হবে, বলে গেছেন। তাই তাদের কথা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত পয়েন্ট উথ্থাপন করেছেন, আশা করি আমি তার উত্তর দিতে পেরেছি।

মিঃ স্পীকারঃ---শ্রী হরিচরণ চৌধুরী।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরীঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব অসত্য কথা এই হাউসের মধ্যে পরিবেশন করেছেন সেগুলি অবাস্তব কথা। আমাদের সরকার কিছু করেন নাই। মাননীয় সদস্যরা কি করেছেন জানি না। কিন্তু আমাদের সরকার কিছু করেন নাই। আমার সরকার তপশীল জাতি এবং উপজাতির জন্য বিশেষ করে তাদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তবে প্রথমে শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বলি যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন রকমের খাতে তাদের জন্য টাকা খরচ করছেন। ক্লাস টু হতে ক্লাস ফোর পর্য্যন্ত তাদের বুক গ্র্যান্ট দিয়ে থাকি। ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত দিয়ে থাকে এবং ক্লাস নাইন হতে ক্লাস ইলিভেন পর্য্যন্ত আমরা বিভিন্ন রকমের সাহায্য দিয়ে থাকি। তাছাড়া প্রত্যেকটা বোর্ডিং এ শত শত উপজাতি ছাত্র সাহায্য পাচ্ছে। এখন আমাও সরকার চিন্তা করছেন যাই এই স্টাইপেণ্ড আর কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা। তবু তারা বলেন আমরা কিছুই করছি না। বিশ্বাস করুন আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা ট্রাইবেল এলাকায় যে সমস্ত স্কুল আছে তারা শিক্ষায়, দীক্ষায় আগ্রহী হলেও তারা নানা রকম প্ররোচনা দিয়ে তাদের পার্টি ভুক্ত করতে চায়। তখন একটা থলি নিয়ে স্কুল ছেড়ে দিয়ে তারা পার্টি করতে থাকে। তখন কি স্কুল করবে না তারা পার্টি করবে? এইভাবে তাদের শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদপদ ক'রে রাখা হয়েছে। আর এখন বর্তমান সময়ে সমন্বয় কমিটি বলে একটা কমিটি তৈরী করেছে এবং সমস্ত মাষ্টারদের নিয়ে মিটিং করে ট্রাইবেল এলাকায় স্কুল করতে দেয় না। তারা রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত বাজার ইত্যাদিতে জড়ো হয়ে জিন্দাবাদ করছে। কিন্তু তারাই আবার এখানে ট্রাইবেল দরদী হয়ে নানারকম কথা বার্তা বলছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য মোটেই চিন্তা করছে না। এইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দিকে আথিক ক্ষেত্রে তারা যাতে উন্নত হতে পারে সেজন্য আমরা ৫টি ক্ষেত্রে টি, ডি, ব্লক করেছি। তাছাড়া একটা বহুমুখী ব্লক করেছি। সেখানে অনেক রকম সাহায্য আমরা দিয়ে থাকি। আমরা ডেমনস্ট্রেশানের মাধ্যমে ট্রাইবেলদের স্যার, বীজ, আলু ইত্যাদি দিয়ে থাকি এবং ইক্ষু করার জন্য এই ব্লকের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ করে থাকি। আর তাছাড়া ট্রাইবেলদের জন্য বাগান করবার জন্য গ্র্যান্ট দিয়ে থাকি, লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করছি। কিন্তু তারা নানারকম প্রবঞ্চনা করে তাদের কাছ থেকে চাদা আদায় করে। কারণ বলে যে তাদের দয় দরবারেই না কি তারা এইগুলি পেয়েছে। কাজেই তাদের ভাগ দাও। এইভাবে তাদের ঠকাচ্ছে।

তাছাড়া মেডিকেলের মধ্যেও আমাদের যারা গরীব ট্রাইবেল আছে, যারা ঔষধ কিনে খেতে পারে না, যারা হাসপাতালে আসতে পারে না তাদের আমরা অনেক টাকা সাহায্য দিয়ে আসছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ২৬ বছরে প্রায় ৩০ হাজার পরিবারকে জুমিয়া পুর্ণবাসন দিয়েছি এবং ৫৯টি কলোনী এখনও আমাদের রয়ে গেছে। সবটা যে ঠিক আছে আমরা বলি না। কিছু নষ্ট হলেও তাদের দ্বারাই নষ্ট হয়েছে। তারা জুম করার জন্য নানারকম প্রলোভন দিয়ে জমি বিক্রি করিয়ে তারপর পার্টিতে নিয়ে থাকে। এইভাবে তারা দিনের পর দিন উপজাতিদের অর্থনৈতিক স্বার্থ নষ্ট করছে। তারা মনে করে এই ট্রাইবেলকে যদি আমরা গরীব রাখতে পারি তাহলে তারা তাদের পার্টি বাচাতে পারবে। এই হল তাদের ধারণা। তাছাড়া অমরপুরে আমরা একটা পাইলট প্রজেক্ট করেছি। এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। সেখানে আমরা ট্রাকটার দিয়েছি। ভুমি সংস্কার করে দিয়েছি, বীজধান দিচ্ছি, তাদের গরু দিচ্ছি এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অথচ তারা বলে আমরা কিছুই করি নি। তারা বলে সেখানে কেউ নেই। কিন্তু আমরা দেখি সেখানে ৪০০ পরিবার আছে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে। তারাই প্ররোচনা দিয়ে ১৫০০ পরিবারকে সেখানে থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে সমস্ত অসত্য কথা এই হাউসে প্লেস করেছে সেটা ট্রাইবেলদের সত্যিকারের উন্নতির জন্য করে না। সব সময়েই চিন্তা যে ট্রাইবেলদের যদি ভাওতা দিতে পারা যায় তাহলে তাদের কি যে হবে জানিনা। তাছাড়াও আদিবাসীদের জন্য ব্লক স্কীম আমরা সাহায্য দিয়ে থাকি যেমন মোরগ পালনের জন্য আমরা সাহায্য দিয়ে থাকি। আর শুকর পালনের জন্য আমরা সাহায্য দিয়ে থাকি। (রেড লাইট) ব্লকের মধ্যে বালোয়ারী স্কুলের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছি আর সেই উপজাতি এলাকায় আদিবাসীদের ছেলেমেয়েদের পুষ্টির জন্য ৭০টা এলাকার মধ্যে ৪০০টি কেন্দ্র করে দিয়েছি। অতএব যে সমস্ত বক্তব্য তারা রেখেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

মিঃ স্পীকার ঃ---অনারেবল চীফ মিনিস্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের কনসিডারেশন স্টেজে যে বক্তব্য হাউসে রাখা হয়েছে সেই বক্তব্যর মধ্যে আমরা বাজেট ডিস্কাশনের সময়েও ডিমাণ্ড এর উপর যে সব বক্তব্য ছিল প্রায় একই কন্ঠস্বরে, একই বক্তৃতা। কাজেই হাউসের আরও যে ইম্পোর্টেন্ট কাজ আছে, সেগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারতাম। যেসব আলোচনা হয়ে গেছে আগে সেইসব আলোচনা সামনে না এনেও আমরা আলোচনা করতে পারতাম। যাই হোক আমি খুব বেশী কথা এই সম্পর্কে বলতে চাই না, কারণ এই সম্পর্কে বাজেট ডিস্কাশনে বহু কথা বলা হয়েছে আমাদের তরফ থেকেও, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকেও। তবে একটা মাত্র কথা, যে কথাটা আজকে আমি শুনলাম, মাননীয় সদস্য অনিল বাবু কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকারের মনোভাব যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন, এটা মাঠের বক্তৃতা হতে পারে, কিন্তু হাউসের বক্তৃতা নয়। কর্মচারীদের ভালমন্দ কি ভাবে হবে, না হবে কর্মচারীদের সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল থাকার দরকার কি দরকার নাই কোন এ্যাম্প্লয়ীর জন্য কোন ডিউটি থাকবে না, তাদের কোন সার্ভিস রুলস রিক্রুটমেন্ট রুলস থাকবে না, কার কার কি ডিউটিস সেভাবে কিছু বর্ণিত থাকবে না অথচ কর্মচারীদের এ্যাম্প্লয়মেন্ট অথবা বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সেটা কি প্রসেসে হবে, আমি জানি না। কর্মচারীরা কিসের দ্বারা প্রচলিত হবে, তা আমি বুঝতে পারি না ওদের ঐ বক্তব্য থেকে। যে কোন দেশেরই হউক একটা নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে যেখানে যে পজিশানে যে থাক তার কতগুলি দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেই দায়িত্বটা পালন করার মধ্যে কি কি দায়িত্ব যদিও আমাদের সংবিধানে, যে সংবিধানের উল্লেখ ওদের মুখে প্রায় ভুতের মুখে রাম নামের মতই শুনা যায়, সেটাকে নস্যাৎ করবার জন্য বোধ হয় ওদের এই চিন্তা। সংবিধানে এত বেশী অধিকার, যেখানে কেবল অধিকারের কথাই বলা হয়েছে, দায়িত্বের কথা বর্ণনা করা হয় নি। আমি জানি না এমন কোনও দেশ আছে

কিনা যে দেশের ভক্ত ওরা, সেই দেশেও এই ধরনের কথা আছে কিনা, কোনও সংবিধানের মধ্যে এতখানি ব্যক্তি স্বতন্ত্র যে শুধু অধিকার পাওয়ার কথা থাকবে এবং সেখানে ধরে নেওয়া হয় যে দেশটা এত গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, স্বেচ্ছায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, সেচ্ছায় কন্ট্রোল হয়ে উঠেছে, এই দেশের জন্য অধিকারের প্রশ্নটাই সামনে রাখা দরকার, তার সামনে দায়িত্বের কথাটা বলা যাবে না। এই অধিকার সংবিধানের মধ্যে দেওয়া হয়েছে যে কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে এত অভিযোগ, এত কথা, এত দূর্নীতি অনেক কিছু শুনা যায় এই কংগ্রেস সরকারের সম্পর্কে, সেই কংগ্রেস সরকার সংবিধান রচনা করেছেন কাদের উপর ভরসা করে, দেশের মানুষের উপর ভরসা করে। তারা ভরসা করেছেন মানুষের যে ব্যক্তিত্বটা সেটাকে জাগিয়ে তুলে দায়িত্ব পালন করা যাবে। তার অধিকারটা বলাই যথেষ্ট তার কাছে দায়িত্বের কথাটা বলা দরকার হবে না এই ভারতবর্ষে। তথাপি যে কোনও ফেক্টরী হউক, মিল হউক আমি অন্যান্য দেশের সরকারী কর্মচারীদের কথা এখানে বলতে চাই না, কোন দেশের সংবিধানের কথা বলতে চাই না যে এমন একটা দেশ আছে কিনা যে দেশের কর্মচারীদের কর্মধারা বা দায়িত্ব কতটুকু হবে, কি ভাবে চলবে না চলবে তার কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা নাই, এমন একটা দেশের কথা আমি জানি না এখন পর্য্যন্ত যার ইতিহাস আমি পড়ি নাই, সেই ইতিহাসটা যদি তারা আমাকে শিখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি সেটা শিখতে রাজী আছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন প্রশ্ন হল এই যে অধিকারটা দেওয়া হয়েছে সংবিধানের মধ্যে, যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে জাগিয়ে তুলে প্রত্যেকটা মানুষকে আত্ম সচেতন করে তুলে যাতে করে তার দায়িত্বটা সম্পর্কেও সে নিজে নিজে বুঝবে। আর সেই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ধরনের ইতিহাস অন্য কোনও দেশে হয় নি। এখানে হয়েছে, এই যে সংবিধান রয়েছে, এই সংবিধান রেড বুক হতে পারে, বাইবেল হতে পারে অথবা গীতাও হতে পারে। কিন্তু তাদের কাছে এটা রেড বুক হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারীদের সম্পর্কে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ভাল করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের খুব ভাল করছেন কর্মচারীদের যে ব্যবস্থা সেই সম্পর্কে তাদের কিছু বলার নাই। তথাপি গত ২৬ বছরের ইতিহাস প্রতি কথায় তারা টেনে জানছেন--- কেন্দ্রীয় সরকার। আবার যখন দাবীর কথা উঠবে, তখনও এই কেন্দ্রীয় সরকারকে টেনে জানবে। যে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে, তোমরা কেন দিচ্ছোনা। এই যে একটা অদ্ভূত যুক্তি, এই যে একটা অদ্ভূত মানসিকতা ২০ বছরে কি করে হবে, আমি জানি না, আমি বলতে পারছি না এর পরিবর্তন কি ভাবে আসবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারীদের সম্পর্কে সরকার সচেতন, একথা আমরা বলতে পারি, সেজন্য আমরা দেখেছি যে কর্মচারীদের ধর্মঘটে নামানোর আগে কর্মচারীদের এ্যাসোসিয়েশন শুধু নয় এ' ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটিকে এনে, কারণ এখানে ডি, ওয়াই, এফ আছে, সেখানে আনতেই হবে। অর্থাৎ এখানে কর্মচারীদের মানসিকতার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ কর্মচারীরা আন্দোলন নাও করতে পারে। কাজেই তাদেরকে পথে আনার জন্য এবং দেখাবার জন্য কি দরকার নয় যে এ' ছাত্র যুবককে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। যদি মিছিলে কর্মচারীরা ১০০ হয় তাহলে তাদের সংখ্যা হবে ১০০০। এমনি করে তারা একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় যারা দ্বারা বুঝিয়া দিতে চায় যে কর্মচারীরা সাঙ্গতিক বিক্ষুব্দ। যে এই কারনে কর্মচারীরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছে। আমি প্রত্যেকটা কর্মচারীর খবর রাখতে চেষ্টা করেছি, অন্ততঃ ঐ ধর্মঘট উপলক্ষে, এটা আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমি সেই দিন বক্তব্য রাখতে---যে টুইষ্ট করাটা ওদের একটা গুণ, ওরা সব জিনিষই টুইষ্ট করতে পারে। সেখানে বলা হয়েছিল এই কথা যে একটা গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত যে সরকার, সেই সরকার কতগুলি প্রতিশ্রুতি মানুষের কাছে দিয়ে এসেছে যার ফলে তাদেরকে ভোটে পাঠানো হয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার সব জায়গাতেই রয়েছে। এখন ওরা যে নীতি এবং যে প্রতিশ্রুতি মানুষের কাছে দিয়ে এসেছে এবং তারা সরকার বানালো, আমি অপজিশান এর কথা বলছি, কারণ তারাও এক দিন সরকারে আসতে পারেন যদি গণতন্ত্র রক্ষা করে আসতে চান।

সেই দিনও এই প্রশ্ন উঠবে। একই প্রশ্ন, কারন আমরা এই ধরনের গভর্ণমেন্ট দেখেছি কি হয়েছে কি হয়নি কি পরিনতি তার তাও দেখেছি। কাজেই এই সরকার বদলান যায়। কিন্তু যে সরকার ৫ বছরের জন্য মানুষের ভোটের দ্বারা যারা ভোট দিয়েছে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য যদি করতে হয় তাহলে যারা ইম্প্লিমেন্টিং মেসিনারী---যেটা এই কর্মচারী সমাজ। যারা ইম্প্লিমেন্ট করবে নিচু তলা পর্য্যন্ত। সেখানে উরা বাধন গাড়ছে। ঐ যে মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হয়েছে---একটা গনতান্ত্রিক নীতির মধ্যে দিয়ে, সেই নীতি যদি কার্য্যকরী করা না যায়---যে কথা মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলি উরা দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি যাতে রক্ষা করা না যায় সেজন্য এই কর্মচারী সমাজকে লেলিয়ে দিতে হবে। তার জন্য যে কোন মিন্স সেই মিন্স যাই হউক না কেন সেই মিন্সের কোন ব্যাখ্যা নেই। মিথ্যাও বলা যেতে পারে সত্যও বলা যেতে পারে টুইস্টও করা যেতে পারে যা নয় তাও বানাতে পারেন। এটা হল মিন্স, মিন্স উরা যা খুশী নিতে পারে। লক্ষ্য হল কি করে ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু গনতন্ত্রের মধ্যে এটা চলে না। কাজেই এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য আর একটা ব্যাখ্যা করতে চাই। ৯ই এপ্রিল যে ঘটনা ঘটেছে কর্মচারী সমাজকে কি করে বিভ্রান্ত করা হয়েছে আর কর্মচারী সমাজকে কি করে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই খবর আমাদের কাছে আছে। আমি তাদের কথাই বলছি। আমি আর একদিন বলেছিলাম যে কথার উল্লেখ আজ মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন, যে আমার মন্ত্রীরা নাকি ডাইরেক্টলী কর্মচারী সমাজের মধ্যে কাজ করা সুরু করেছেন। কিম্বা বিভাজন করছে। আমরা মানুষের রায় নিয়ে এসেছি। আমরা কতগুলি কাজের কথা বলে এসেছি তাদের কাছে। আমরা চাইব না আমাদের কর্মচারী সমাজ মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে কর্মচারী সমাজও বাদ যান না। সেই প্রতিশ্রুতিগুলি যাতে রক্ষা করা যায় ইম্প্লীমেন্ট যাতে হয় সেই ইম্প্লীমেন্টেশানের জন্য একটা মানসিকতা তৈরী করার দায়িত্ব আমাদের নেই? আমরা সাধারন মানুষের কাছে যে কথা দিয়ে এসেছি যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমরা তা পালন করব না? আমরা সেখানে অপরাধি হয়ে গেলাম? কাজেই সেখানে আমাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কথা আমরা সেই মানসিকতা কর্মচারীদের মধ্যে তৈরী করব। এটাও সত্যি কথা কর্মচারীদেরও গৃভেন্স থাকতে পারে, কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ থাকতে পারে---নিশ্চয়ই কর্মচারীদের অভাবের প্রতি নজর রাখা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মানতে হবে যে কর্মচারী সমাজ সমগ্র সমাজ থেকে পৃথক নয়। এই ত্রিপুরার কথা বলছি ভারতবর্ষের কথাও বলছি সমস্ত সমাজের সঙ্গে তারা জড়িত। কাজেই সমাজের সঙ্গে যেহেতু জড়িত সমাজ উন্নত হলে কর্মচারী সমাজও উন্নত হতে পারে। সেখানে কি দেখছি আমরা? আমরা দেখছি যে কর্মচারী সমাজকে লেলিয়ে দেওয়া হয় ঐ কাজগুলি তোমরা করো না। অর্থাৎ সাধারন মানুষকেও যাতে ক্ষেপান যায় আর যে সাধারন মানুষ যাদের কাছে---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্তত একটা এসেম্বলির সদস্য যারা তাদের কাছ থেকে এইটুকু অন্তত আশা করতে পারি বক্তব্য রাখার সময় উরা ডিস্টার্ব করবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনাদের নেতা যখন কথা বলেন আমি লক্ষ্য করেছি কোন মেম্বারই তাকে ডিস্টার্ব করেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যখন কথা বলেন আপনারা সকলে মিলিত ভাবে তাকে ডিস্টার্ব করেন। এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমগ্র ভাবে যে সমাজ থেকে কর্মচারী সমাজ তৈরী হয়েছে সেই সমাজকে তুলতে গেলে এই কর্মচারী সমাজের কতটুকু দাবি ঐ সমাজের সঙ্গে খাপ পেতে পারে এই ভাবে কর্মচারীদের মানসিকতা তৈরী করা দরকার। এবং ঐ সমাজটাকে টেনে তুলার দায়িত্বটাও যেহেতু একটা সরকার গনতান্ত্রিক সরকার রয়েছে ঐ সমাজটাকে টেনে তুলার দায়িত্ব কর্মচারী সমাজেরও। কারন তারাই ইম্প্লীমেন্টিং মেসীনারী। সেখানে যদি গলদ হয় সেখানে যদি ইচ্ছাকৃত

ভাবে কর্মচারী সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের অভাবের---আর এক দিকে সেখানে সাধারন মানুষকে গিয়ে বলবে ঐ দেখ কর্মচারীরা তোমাদের কাছ থেকে ঘুষ খায়। এই হাউসের সামনে শুনেছি এই কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ন---বিভিন্ন জায়গার খবর এরা বলেছেন। কিন্তু মিছিলে দেখি তখন এই চেহারাগুলি ভাসে যাদের নাম আমরা মাঝে মাঝে শুনি। কর্মচারীদের। কাজেই এই মিছিল তার মানে হল কর্মচারী সমাজকে নিয়ে খেলার জন্য এক দিকে বলছেন দুর্নীতিবাজ আর অন্য দিকে বলছে যে তোমাদের জন্য আমরা ফাইট করছি। এমনি করে একটা অরাজকতা অবস্থার সৃষ্টির চেষ্টা এবং আমার মনে হয় ইচ্ছা না থাকলেও সেই দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি এই রিফ্লেকশান মাননীয় সদস্যদের উপর জানতে চাই না যে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল আগুন নিয়ে আমরা খেলছি না আগুন নিয়ে খেলছেন উনারা। যেখানে যে সমাজকে যে ভাবে চালানো দরকার ছিল---এক দিন হয়ত এই গনতান্ত্রিক মানুষের ভোটে এই সরকারে আপনাদেরও আসতে হতে পারে মাননীয় সদস্যকেও আসতে হতে পারে। সেদিন এই কর্মচারী সমাজ তাদের পলিসিকে ইম্প্লিমেন্ট করবে। সেদিন যদি ঠিক এই অবস্থা হয় তাহলে কি হতে পারে সেদিনকার অবস্থা চিন্তা করে দেখুন। সাধারন যুক্ত ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট পশ্চিমবংগের, ৩১১ ধারা একটা আছে। কে প্রয়োগ করলেন প্রথম? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তি যিনি প্রয়োগ করেছেন তিনি হলেন মাননীয় জ্যোতি বাবু। জ্যোতি বাবু জ্যোতি বোস। তিনি সেদিন শাসন ক্ষমতায়। সেদিন কর্মচারী সমাজকে কি ভাবে ট্রিট করেছেন সেই ইতিহাস আজকে পুরান হয়নি। এই সেদিনের কথা। কর্মচারী সমাজকে কি ভাবে দেখিয়েছেন সেই ইতিহাস আজকেও পুরান হয়নি। কাজেই আজকের দিনে আমরা শুধু এই কথাই বলতে চাই যে ৩১১ ধারার খবর আমরা জানতাম না উনিই দেখিয়েছেন। উনি জ্ঞানী লোক উনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন কর্মচারী সমাজকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়। ওকথাটা উরাই শিখিয়েছেন। কাজেই তাদের কাছে আমরা এই দিক থেকে ঋণী যে ৩১১ ধারা সংবিধানের মধ্যে একটা রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারী সমাজের তারা উপকৃত বন্ধু অন্তত মুখে এইকথাই তারা বলেন। গনতান্ত্রিক উপায়ে তারা ধর্মঘট করেছেন কতজন করেছেন সেই প্রশ্ন আমি তুলছি না। কিন্তু যারা ধর্মঘট করেনি---আজকেও আমি খবর পেয়েছি তাদের মার ধোর করা হয়েছে। মার ধোর করা হয়েছে। (ইন্টারাপশান) আমি এখানে এই হাউসে with all my responsibility আমি এখানে কথা বলছি। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি। ঐ যারা (ইন্টারাপশান) ঐ তারা নিজেরাই বলেছেন যে ঐ মুষ্টিমেয় কতগুলি লোক মুস্টিমেয় কত জন কর্মচারী সেইদিন জয়েন করেছিল হরতালে যোগদেয় নি। তার জন্য ওরা মার খেয়েছে। ওরা বলছে বার বার চীৎকার করে যে তাদের পেছনে কর্মচারী সমাজ রয়েছে সেই কর্মচারী সমাজ যদি তাদের বৃহত্তর অংশ তাদের সঙ্গে থেকে থাকে তাহলে এই যে ক্ষুদ্র একটা সমাজ যে সমাজ তাদের হরতালে যোগ দেয়নি তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সেই দিন অফিসে গিয়েছিল তাদের উপরে মারধোর করা হলো কেন? আমি এখানে দাড়িয়ে বলছি এই কথা এবং আমি হাউসের সামনে যে কোন ফেক্ট যখন দরকার পরবে আমি উপস্থিত করতে রাজী আছি। হরতালের আগেও আমি দেখেছি যে কিভাবে কর্মচারী সমাজকে ভয় দেখানো হয়েছে, ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে, আমি এখানে দাড়িয়ে বলছি আমি বাইরে থেকে বলিনি আমি এই হাউসের সামনে দাড়িয়ে বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কর্মচারী সমাজের যেটা ন্যায্য অভিযোগ আছে সেইগুলি আমরা দেখছি। কিন্তু আমরা মনে করি যে বৃহত্তর যে জন সমাজ সমগ্র জাতী· যেখানে পরে রয়েছে আজকে তাকে বাদ দিয়ে কর্মচারী সমাজকে আলগাভাবে, পৃথক ভাবে এইটা দেখা সম্ভব নয়। তাহলে বলতে হবে যে শুধু কর্মচারী সমাজটাই দেশ এ ছাড়া আর কিছু নয়? তাহলে ঐ এইটার সঙ্গে মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে যতটা করা সম্ভব এই মানুষগুলির উপর অন্যায় না করে, বেকাররা ঘুরছে, ওভারটাইম পাচ্ছে কর্মচারীরা, আজকে সমাজে তাদের একটা সংস্থান আছে,

বহু বেকার পরে রয়েছে, ওভারটাইম নিয়ে কাজ করছে না, আমি দেখেছি অফিসে অফিসে ঘুরছে দায়িত্ব পালন না করে, অফিসে অফিসে ঘুরে বক্তৃতা করছে। কাজেই সেই পথে আমরা যেতে চাই না। আজকে যদি আমরা জ্যোতিবাবুদের পথ অবলম্বন করতে পারতাম, যদি আমাদের সামনে সংবিধান না থাকতো যদি গনতন্ত্রে বিশ্বাস না করতে পারতাম তাহলে ঐ জ্যোতিবাবুদের পথ অবলম্বন করতে পারতাম। জ্যোতি-বাবুর পথে আমরা যেতে পারি না তার কারণ গনতন্ত্রকে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে এই কর্মচারী সমাজের যে ন্যায্য দাবী, ন্যায্য অধিকার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অভিপ্রায় কোন সরকারের নেই। জয়হিন্দ্।

Mr. Speaker :—Discussion on the bill is over. Now I am putting the clauses to vote.

Clause 2 do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried)

Mr. Speaker :— Cl. 3 do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried).

Mr. Speaker :— The schedule do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried).

Mr. Speaker :— Clause 1 do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vot and carried).

Mr. Speaker :— The title do stand part of the bill.

(Then it was put to voice vote and carried).

Mr. Speaker :— Now I would request Hon'ble Chief Minister to move his motion for passing of the bill.

Shri Sukhamoy Senguta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1974., (Tripura bill No. 7) of 1974 as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that the Tripura Appropriation bill 1974 (Tripura Bill No. 7) of 1974 as settled in the Assembly be passed.

(Then the bill was put to voice vote and passed).

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে যে নমিনেশন পেপারস্ কল করা হয়েছিল এবং উইথড্রয়েলের সময় ৪টা পর্য্যন্ত ছিল। আমরা জানতে চাচ্ছি যে ইলেকশান হবে না কি নমিনেশন পেপারর্স উইথড্রয়েল হয়েছে কিছু। পজিশনটা কি আমরা জানতে চাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আমি এখন পর্য্যন্ত খবর পাই নি, খবর নিয়ে জানাবো।

Mr. Speaker :— Next Item of business is Private Member's Resolution. To-day in the list of business there are three Resolutions. Moreover the Resolution of Sri Abhiram Deb Barma being carried over form the list of business for yesterday the 10th April, 1974 will be taken up first to-day. Now I would call on Shri Sunil Dutta to discuss on the resolution of Sri Abhiram Deb Barma.

শ্রীসুনীল দত্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কালকে বলেছিলাম যে, প্রস্তাবক তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে মনিপুরে যেটা সম্ভব হয় ত্রিপুরাতে কেন সম্ভব হবে না? আমি তার উত্তরে বলেছিলাম যে মণিপুরের এরিয়া এবং ত্রিপুরার এরিয়া এর মধ্যে যথেষ্ট পারাক। মণিপুর ত্রিপুরার প্রায় দ্বিগুণ এবং মণিপুরে ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া আছে তার জন্য মণিপুরে যে কাউন্সিল করা সম্ভব ত্রিপুরাতে এইটা সম্ভবপর নয়। তিনি কমিশনের কথা বলেছেন যে দেবর কমিশন কি কি জিনিস বিচার বিবেচনা করে কমপেক্ট এরিয়া, ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া ডিকলার করবেন, কোনটাই ত্রিপুরাতে সম্ভব নয়। আর যে কথা তিনি বলেছেন যে আদিবাসী, মাননীয় সদস্য যদুপ্রশন্ন মহাশয় বলেছেন যে উদ্বাস্তু যারা ত্রিপুরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাদের যে আর্থিক অবস্থা আদিবাসীদের যে আর্থিক অবস্থা তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। গ্রামে যারা বাস করেন এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আর্থিক অবস্থার কোন তফাৎ নেই। কাজেই ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল কাউন্সিল গড়া সম্ভবপর নয়। আর সংখ্যা-লঘুতে পরিণত ঃ হয়েছেন আমি বলেছি কালকে কারণটা কি উদ্বাস্তু আগমন। তবে সংখ্যালঘু তারা ঠিকই হয়েছেন। কিন্তু তাদের যে গত কয়েকটা সেন্সাসের ফিগার আমার কাছে আছে তাতে দেখা যায় ১৯৫১ ইংরাজীতে ত্রিপুরায় ট্রাইবেলদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার আর ১৯৭১ সেই সংখ্যা হয়েছে ৪ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তাহলে এই দুই দশকের মধ্যে দেখা যায় সেন্ট পার্চেন্ট অ্যাকসিড করে গিয়েছে। যে জায়গাতে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কংগ্রেসী শাসনে হাজার হাজার লোক না খেয়ে মারা গেছে এই কথা সত্যি নয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এই হাউসে বলেছেন যে ত্রিপুরা থেকে আদিবাসীরা এই ত্রিপুরা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সেইটা সত্য নয়। আর উদ্বাস্তু আগমনের কথা আমি যেটা বলেছি যে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পানজাবের কথা বলেছি। পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীর যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ত্রিপুরাতে বুকের রক্ত দিয়েছেন এই ত্রিপুরাতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ম্যালেরিয়ায় প্রাণ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ একর জমি আবাদ করেছেন তাদের বুকের রক্ত ফেলে দিয়ে এবং ত্রিপুরাতে তারা সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। কাজেই তারা অনাহুত অতিথি নয়। উদ্বাস্তুরা যখন এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল? ত্রিপুরার আরণ্যক তারা আবাদ করে সেই সব জমিতে তারা ফসল ফলাচ্ছেন। আমার মনে আছে ১৯৫০ ইংরাজীতে কি হয়েছিল। কমলপুর মহকুমার এস, ডি, ও, টেলিগ্রাম করেছিলেন তত্কালীন চীফ কমিশনারের কাছে যে শতে শতে লোক মেলেরিয়ায় মারা যাচ্ছে, সতকারের অভাবে তাদের ডেড বডি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ছিল উদ্বাস্তুদের আগের ইতিহাস। হাজার হাজার লোক, এই ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলে-ছিলেন, লক্ষ লক্ষ একর জমি তারা আবাদ করেছিলেন। তারা অনাহুত অতিথি নন।

ধেবর কমিশন সম্পর্কে যে বক্তব্য, ধেবর কমিশনের সুপারিশে শুধু ট্রাইবেল কাউন্সিল গঠন নয়, কমপেক্ট এরীয়া ডিক্লেরেশান নয়, বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে টি, ডি, ব্লক করার জন্যও সুপারিশ করেছিলেন এবং সেই টি, ডি, বল্ক এখানে করা হয়েছে। হয়তো টি, ডি, বল্কের কার্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, যদি কনস্ট্রাক্টিভ সাজেশান তারা দেন যে টি, ডি, ব্লকের কার্যকলাপ পরিবর্তন করে, তার সুষ্ঠ রূপায়ন করে, আদিবাসীদের কল্যাণে এই টি, ডি, ব্লক যাতে নিয়োজিত হয়, সেইরকম কোন কন্-স্ট্রাক্টিভ সাজেশান তারা একটিও রাখেননি। কাজেই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য রেখেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল কাউন্সিল গঠন করা হউক, সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারছিনা, আমি তার বিরোধিতা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—স্যার, শুধু এই প্রস্তাবটার মধ্যেই আলোচনাটা সীমিত রাখা হউক। বাকী দুইটি প্রস্তাব বাদ দিয়ে, এর মধ্যেই আলোচনাটা সীমিত রাখা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—ঐ দুইটি প্রস্তাব উইদ ড্রন না হলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এমনিতেইতো বাদ পড়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমরা কি এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে পারব? আপনারা কতক্ষণ বলতে চান?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমাকে সময় দিতে হবে। কারণ বক্তব্যটাতো রাখতে হবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাকে ৩০ মিনিট সময় দিন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল এবং আজকে শ্রী ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীদত্ত যে বক্তব্য এই প্রস্তাবের উপর রেখেছেন, আমি মনে করিনা যে রুলিং পার্টির বক্তব্য এটা হতে পারে। কারণ তাদের বক্তব্য ট্রাইবেল কোয়েশ্চান বলে কোন কোয়েশ্চান নেই। কোয়েশ্চানটা হচ্ছে গরীবের সমস্যা। গরীব বাঙ্গালীর মধ্যেও আছে, কাজেই ট্রাইবেলের কোয়েশ্চান---এটা তাদের দৃষ্টির সামনে নেই। আর আমি যদি সংবিধানের দিকে দেখি, তাহলে দেখব যারা সংবিধান রচয়িতা, তাদের দৃষ্টিতে ট্রাইবেলের একটা কোয়েশ্চান রয়েছে যার জন্যে সংবিধানে তারা ২৪৪ এবং ২৪৪(এ) এবং তার কতকগুলি সিড্যুল ৫থ সিড্যুল এবং সিক্সথ সিড্যুল তারা রেখেছেন। এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য জাতির থেকে উপজাতি অনগ্রসর হিসেবে তারা কতকগুলি প্রটেকশান পেতে পারে এবং সেই প্রটেকশানের ব্যবস্থা আছে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে আছে আমাদের সংবিধানে ৩৫০(এ), সেখানে আমরা দেখছি ল্যাঙুয়েজ, সেটাও প্রটেকশান পাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জাতির সমস্যাটা আলাদা কেন? না, গণতন্ত্রের মধ্যে জাতির সমান বিকাশ হয়নি যাকে বলা হয় ইংরেজিতে---আনইভেন ডেভলাপমেন্ট---অসম বিকাশ। এটা গোটা গণতন্ত্রের নিজের সার্থে নয়। আমি যদি দেখি ব্রিটিশ রাজত্বে আমাদের দেশ, তাহলে দেখতে পাব যে বাঙ্গালা দেশের সংঙ্গে ওড়িষ্যাকে যুক্ত করেছে, আমরা দেখতে পাব সিন্ধুর সঙ্গে বোম্বেকে যুক্ত করে দিয়েছে এবং বোম্বের সঙ্গে গুজরাটকে যুক্ত করে দিয়েছে, আমরা দেখতে পাব সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে একটা মাদ্রাজ রাষ্ট্র করে দিয়েছে। কেন? না কতকগুলি ইনডাস্ট্রিয়েল ডেভলাপমেন্ট হবে, আর বিরাট একটা জায়গা থাকবে যেখানে ইন্টারন্যাল এ্যগ্রিকালচার---সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ করার জায়গার জন্য বিস্তীর্ণ জায়গা। সেই জায়গা হচ্ছে ওড়িষ্যা, বিহার যারা ব্রিটিশের রাজত্বে থেকে বাঙালাদেশের কল কারখানা গড়ে, বিভিন্ন জাতিকে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের সেই সুযোগকে সাপ্রেস করেছে। মানুষ জানতে পারেনি জারের আমলে কত জাতি ছিল কেউ জানতে পারেনি---এটাকে বলত প্রিজন হাউস-জেলখানা জাতির জন্য এটা হচ্ছে জেল। সেই জেলখানা যখন ভেঙ্গে গেল তখন দেখা গেল এক, দুই ডজন নয়, অনেকগুলি জাতি, যারা অন্ততঃ ৫০ হাজার লোক তারাও আজকে আত্ম-বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। কাজেই আমি জানি যে ধনতন্ত্র যেখানে আছে, সেখানে কোন সিড্যুল এরীয়া করে, কোন অটনমাস ডিস্ট্রিক্ট করে এই উপজাতিগুলির আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া যাবে না, সেইদিক থেকে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানিনা, যে সংবিধানে যে সুযোগ সুবিধার কথা আছে, সেগুলি থেকে আমার ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা কেন বঞ্চিত হচ্ছে? আমি আগেও দেখিয়েছি, ফিফ্‌থ সিড্যুল সম্পর্কে আমি আগেও এই হাউসে বলেছি, এই সম্পর্কে আমি বেশী কথা বলতে চাই না, সেই ফিফ্‌থ সিড্যুল এখানে চালু করা হয় নি। আজকে যখন ফিফথ সিড্যুলের মত একটা দাবী উঠেছে---মত আমি এইজন্য বলছি কারণ ফিফ্‌থ সিড্যুল আসামের জন্য, আমার এখানে যদি অটনমাস ডিস্ট্রিক্ট করতে হয়, তাহলে সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে এবং আসামের অনুরূপ একটা বিধান আমাদের জন্য সংবিধানে রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সমস্ত যুক্তি এখানে দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরীয়া-ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরীয়া নেই বলে বলেছেন, কিন্তু আমি জানিনা কিভাবে তারা এটা বিচার করেছেন। পাঁচটি ট্রাইবেল বল্‌ক অলরেডি গঠিত হয়েছে এবং পাঁচটি ট্রাইবেল বলকের জন্য প্রপোজাল গেছে, এই ১০টি ট্রাইবেল বলক---যেটার পরিধি হবে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত, যেটাকে বলা যায় সমস্ত ইস্ট্রার্ণ রিজিয়ন, আমার মনে হয় এটাই হবে ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরীয়া। মিঃ দত্ত এবং মিঃ ভট্টাচার্য্য কি মনে করলেন, তা

দিয়ে হবে না, কমিশনগুলি কি মনে করছেন? আমি দেখেছি ধেবর কমিশনের সঙ্গে পট্টনায়কের রিপোর্ট---তিনি চীফ কমিশনার, সেখানে দেওয়া আছে, দেখুন, তিনি বলেছেন হিয়ার ইজ এ ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরীয়া---এখানে একটা ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরীয়া আছে, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে এটাকে রিজার্ভ এরীয়া করা যায় কিনা এবং কমিশন কি বলেছেন কমিশন বলেছেন টি, ডি, ব্লকগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে সুযোগ দাও, যদি সেটা সাক্সেসফুল না হয়, তাহলে ওটা করতে হবে। তারপর সুযোগ দেওয়ার পর এ আর সি কি বলেছেন সেটা করতে হবে। কাজেই একটা দীর্ঘ সময় বিটুইন ধেবর কমিশন এবং এ,আর, সি কমিটি---একটা দীর্ঘ সময় দিয়েছে, তার মধ্যে একটা বিরাট গ্যাপ আছে টি, ডি, ব্লক যে করেছে, সেটা দেখে এ, আর, সি বলেছে হ্যা, সেখানে ট্রাইবেল বেল্ট একটা রয়েছে। তারা যে শব্দটা ইউজ করেছেন, সেটা হচ্ছে ট্রাইবেল বেল্ট। মাননীয় সদস্যরা যদি মনে করে থাকেন যে খোয়াই সাবডিভিশান বা অমরপুর সাবডিভিশান বা সদর সাবডিভিশানে হবে কিনা, তাহলে ভুল করবেন--- এটা রি-ডিমার্কেশান করতে হবে, এই এলাকাটাকে পুনরায় চিহ্নিত করতে হবে। কিভাবে? না মৌজা ভিওি ক---যেখানে মেজরিটি পপুলেশান ট্রাইবেল আছে, সীমান্তের মৌজা নিয়ে একটা এরীয়াকে ডিমার্কেট করার যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমি জানি এখানে এইরকম ধরণের একটা এরীয়া পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কোয়েশ্চান তুলে বিশেষ করে রুলিং পার্টির বন্ধুরা যে বিভ্রান্ত করেন, সেটা কি? আমরা একটা ইলেকশানে দেখেছি তারা বলেছেন *ঐ দেখ* ওরা হিন্দুস্থান পাকিস্তান করতে চাচ্ছে। সিক্সথ সিড্যুল কি তাই? সেটা করতে পারেননা বলে এইরকম বলেছেন। সিক্সথ সিড্যুলে বলা হয়েছে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হবে কি কি ব্যাপারে? এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড। পঞ্চম তপশীলে আছে মাহাজনদের কাজটা রেগুলেট করার জন্য এবং এ্যালটমেন্ট অব ল্যাণ্ড, এই সম্পর্কে তাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে। এখানে কতকগুলি রিজিওনাল কমিটি হবে অথবা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা অটনমাস কমিটি হবে, তার হাতে কতকগুলি পাওয়ার দেওয়া হল, কি সম্পর্কে? এ্যালটমেন্ট অব ল্যাণ্ড, মেনেজমেন্ট অব ফরেস্ট, তাও রিজার্ভ ফারেস্ট নয়, অন্যান্য প্রাইভেট ফরেস্টগুলি মেনেজ করা, ইরিগেশান, রেগুলেশান অব জুমিং, ভিলেজ ও টাউন কমিটি, প্রাইমারী স্কুল এবং ল্যাঙ্গুয়েজ, সোশ্যাল, কাস্টমস, ডিস্পেন্সারী, হ্যাবিটেশান, মার্কেট, রোডস, এ্যাগ্রিকালচার, এ্যানিমেল হাজবেণ্ডী, ফরেস্ট্রি, সোশ্যাল ওয়ার্কার, ভিলেজ পুলিশ ইত্যাদি। আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছি ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন, ত্রিপুরার অখণ্ডতা বিপন্ন হচ্ছে? আমরা দেখেছি টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের আমলে বাজেট ট্রান্সফার হচ্ছে। এখানেও দেখছি বাজেট ট্রান্সফার হয়েছে। একটা কাউন্সিল হবে এবং সেই কাউন্সিলের কাছে এই বাজেটটা ট্রান্সফার করে, যে বাজেট ট্রান্সফার হবে সেই টাকাটা ট্রাইবেলরা নিজেরা নিজেদের টাকাটা খরচ করবে। সেখানে বড়লোক এবং গরীব লোকের প্রশ্ন আছে। কাজেই তারা নিজের হাতে নিজের টাকা খরচ করবে। আমরা চাই সেটা। একটা দুর্বল অংশ বলে, তার গনতান্ত্রিক যে অধিকার, সেটা প্রয়োগ করার ক্ষমতাটা---সেটা আমি দেবনা কেন? সংবিধানে যেটুকু দেওয়া আছে, সেটা আমরা দেব না কেন? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা সিক্সথ সিড্যুলে দেখছি কতক ক্ষমতা গভর্ণরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যদি এই কমিটিগুলি কোনরকম ক্ষতিকর কাজ করে, সেগুলি দেখবেন আবার রাজ্যের আইন যদি কোন এলাকায় প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে সেগুলিও গভর্ণর দেখবেন যে সেই আইনে সেখানে প্রয়োগ করা যাবে কিনা বা সেই আইন প্রয়োগ করলে ঐ ট্রাইবেলদের কোন অসুবিধা হবে কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে দুইটি ব্যাপারে রেগুলেশানের কথা বলা হয়েছে---রেগুলেশান এ্যাণ্ড কন্ট্রোল---মানি ল্যাণ্ডিং এবং ট্রেডিং বাই নন, ট্রাইবেলস। তারা সেই এলাকা থেকে চলে যাবে না, বাঙ্গালী সেই এলাকা থেকে চলে যাবে না। কিন্তু তাদের উপর রেগুলেটিং অর্থাৎ তাদের নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা এই কমিটির থাকবে। কি নিয়ন্ত্রন না, ইচ্ছামত তাদের মহাজনি ব্যবস্যা করতে পারবেন না, বা ইচ্ছামত ট্রেড করতে পারবেন না। তারা থাকবে, তাদের যে জমি সেই জমিতে তারা থাকবে কিন্তু তাদের ইচ্ছামত তাদের শোষণগুলি চালাতে পারবেন না সেই জিনিষটা এখানে বলা

হয়েছে, এই রেগুলেটিং এ্যাণ্ড কন্ট্রোল এ অবাঙ্গালী মহাজন যারা বা যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য এমন কথা তো বলা হয় নি যে অবাঙ্গালী গরীব অংশের জনসাধারণ সেখাতে থাকতে পারবেন, এমন কোন ধারা কি সেখানে আছে? সিক্সথ সিডিউলের মধ্যে এমন কোনও কথা আছে যে সেখানে কোন বাঙ্গালী থাকতে পারবে না বা কোন নন-ট্রাইবেল থাকতে পারবে না? এই রকম কোন কথা সিক্সথ সিডিউলের মধ্যে নাই। কাজেই শাসক গোষ্টিকে যদি কন্ট্রোল করা হয় বা স্ট্রিক্ট করা হয়, তাতে আমি জানি না যে কারো আপত্তি থাকতে পারে। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং যারা ট্রাইবেলদের কথা এখানে বলছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কি হয়? তাতো আমরা দেখছি যে চোখের সামনে, আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই এখানে যে হালে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে রটে গিয়েছে যে ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার নেই, কাজেই ট্রাইবেলদের জমি দখল কর। বেশী দূরে নয়, এই গাবর্দিতে সেখানে কারা একত্রিত হচ্ছেন, নায়েক সন্তোষ মজুমদার এবং স্কুলের হেড মাষ্টার সন্তোষ ঘোষ এবং কার বিরুদ্ধে, না ঐ সুবি দেববর্মার বিরুদ্ধে, তার ৫০ বছরের দখলীয় জমি ৩০০ লোক নিয়ে সেটা দখল করেছেন---বলে ট্রাইবেল রিজার্ভ নাই, কিশের তোমার জমি। এটা তো ঘটবেই। মাননীয় ট্রাইবেল মন্ত্রী সম্ভবতঃ সেখানে গিয়েছিলেন---শিলাছড়িতে, সেখানকার ট্রাইবেলেরা কি বলেছেন? বলেছেন যে বেড়া থাকতে গুরুতে খাচ্ছিল, বেড়া দিয়েছিলেন তো ঐ মহারাজার রিজার্ভ, সেই বেড়া থাকতেই গুরুতেই ফসল খাচ্ছিল, আর আপনি ট্রাইবেল মন্ত্রী হয়ে সেই বেড়া তুলে দিলেন? আমার মাঠের ফসল সমস্ত যাতে ইচ্ছামত গরুতে খেতে পারে, তার রাস্তা খুলে দিয়েছেন, এই মহারাজার রিজার্ভ তুলে দিয়ে। বলে নি, বলেছে, যারা বলেছে, তারা আমার কাছে এসে বলেছে যে আজকে যেটুকু ছিল, আমি বলছি না, অনেক কিছু ছিল। বলা হয় এই কথা যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ তো শুধু এটা ট্রাইবেল এর জন্য। এটা সত্য, তবুও ওরা জেনে শুনে বলছেন ১৮।১৯ টা ট্রাইবেল, এখানে অনেক কথা বলছেন। ১৮।১৯ টা ট্রাইবেল থাকলে চলবে না। বাংলাদেশের ভাষার মধ্যে আমি তো চিটাগাঙ্গের ভাষা বুঝি না, নোয়াখালির ভাষাও বুঝি না, তার জন্য সেগুলি বাংলা ভাষা নয়? কাজেই ট্রাইবেল এর মধ্যেও রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া এবং ত্রিপুরী, তারা একটা ভাষায় কথা বলে, যাকে বলে কক বরক এবং এটা ঠিক নয় যেমন মিঃ চাকমা বলেছেন যে আমার চাকমা ভাষার কি হবে? আমার এখানে সংবিধানের মধ্যে চাকমা ভাষার জন্যও রয়েছে, লিঙ্গুষ্টিক মাইনরিটি যদি তিনি হন, তাহলে তার জন্য রয়েছে স্কুল দিতে হবে অন্ততঃ প্রাইমারী শিক্ষা পর্য্যন্ত তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার এখানে আমার সংবিধানের মধ্যে রয়েছে যদি হিন্দুস্থানি থাকে, যদি মনিপুরী থাকে, সেই লিঙ্গুষ্টিক মানরিটিকে তার নিজের মাতৃভাষায় ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত লেখা পড়ার সুযোগ দিতে হবে। আমি সেই সেক্শানের কথা পড়ছি---৩০০(এ) ধারা। কেন তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করছেন না? তিনি একজন কংগ্রেসের মেম্বার, তিনি কি কখনও বলেছেন যে আমার স্কুলের মধ্যে ৪০ জন চাকমা ছাত্র আছে, আমার ভাষার মাষ্টার দিয়ে চাকমা ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে। একবারও তিনি তুলেছেন এই হাউসের সামনে? একবারও তিনি সেই কথা বলেন নি। অথচ আজকে তিনি কক বরকের বিরোধীতা করছেন, সেই চাকমা ভাষার কথা বলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি ভাষার কথা মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন যে ট্রাইবেলরা তো বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছেন, ট্রাইবেলের মেয়েরা যখন বাংলা ভাষা বুঝে, তখন আবার আলাদা ভাষা কি? আমি তাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করব যে আসামে ত অনেক বাঙ্গালী অসমীয়া ভাষা চমৎকার বলতে পারেন, আমার মনে হয় অসমীয়াদের চাইতে অনেক ভাল বলতে পারেন। আমার আত্মীয়স্বজন দুই এক জন আছেন, যারা অসমীয়ার থেকে অনেক ভাল অসমীয়া বলতে পারেন তাহলে আপনি চিৎকার করছেন কেন যে আমার বাংলা ভাষা সেখানে রক্ষা হচ্ছে না। তাহলে আপনিও তো বলতে পারেন যে বাঙ্গালীরা তো সেখানে অনেক দিন যাবৎ আছে, অসমীয়া ভাষাও তারা শিখেছে, সেই কথা তো বলছেন না, তারাই আবার ক্লাশিফিকে-শানের কথা বলে, তারা মনে করে ওদের গ্রাস করে, ওদেরকে খেয়ে ফেলবে, লিকুইডেড

করতে পারবে, তারা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, তারা হচ্ছে নেশান্যাল ইন্টিগ্রেশানের সব চাইতে বড় শত্রু, তাদের চিহ্নিত হয়ে থাকার দরকার। যারা এই কথা বলে যে ট্রাইবেল ভাষাকে আমি গ্রাস করতে পারি, ট্রাইবেলের অস্তিত্বকে আমি গ্রাস করতে পারি এবং তাদের সমস্যা বলে কিছু নাই, নেশান্যাল ইন্টিগ্রেশানের কথা তারা যেন না বলেন। নেশান্যাল ইন্টিগ্রেশান কমিটি হয়েছে, যেটার সঙ্গে আমাদের প্রধান মন্ত্রী জড়িত, তার কার্য্যকলাপ হচ্ছে এটুকু যে প্রতিটি জাতি, প্রতিটি উপজাতির, এমন যারা, এটা তো সবারই জানা আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে এই জাতি উপজাতি হিসাবে, লেঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটি হিসাবে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যেই আজকে এটা চলছে এবং সেজন্য আমি বলছি যে ওরা হচ্ছে আমাদের দেশের পক্ষে বিপদ যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছেন যে ট্রাইবেল দের গ্রাস করে ফেলা যায়, তাদের অস্তিত্বকে আমরা শেষ করে দিতে পারি, তাদের ভাষাকে আমরা শেষ করে দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন কি? বলেছেন ওরা তো রিফিউজিদের আগে বাধা দেয় নি আজকে কেন আবার চিৎকার করছেন। ভদ্রলোক কি জানেন না যে একটা দেশের মধ্যে সেচুরেশান পয়েন্ট একটা রিস করে, রিফিউজি এসে এসে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হল, যেখানে এই কেন্দ্রীয় সরকার পর্য্যন্ত বলেছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্থজী পর্য্যন্ত বলেছেন যে সেচুরেশোন পয়েন্ট রিস করে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি সবিনয়ে মাননীয় ভদ্রলোককে যে পশ্চিম বাংলাতেও সেচুরেশান পয়েন্ট এসেছিল কিনা? বাঙ্গালী আজকে সেই বাঙ্গালী এলাকাতে যেখানে ডাঃ রায়ের মত মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছেন তাদের আন্দামানে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাদের মানাতে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাদের উড়িষ্যাতে পাঠিয়ে দিতে হবে, ইউ, পিতে পাঠিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাদেরকে ছড়িয়ে দিতে হবে, বাংলা দেশে ওদের স্থান নাই, অস্বীকার করতে পারবেন? কেন বলেছিলেন, তিনি বাঙ্গালী বিরোধী একটা দেশের মধ্যে একটা সেচুরেশান পয়েন্ট রিস করে। অবশ্য আমি মনে করি না যে পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে বাঙ্গালীদের রাখা যেত না, আরও ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজ্‌ড করা যেত। মানুষ শুধু জমিতে থাকে না, থাকে শিল্পে, কল কারখানায় অন্যান্য জায়গায় নিয়োগ করে সমস্ত বাঙ্গালীকে বাংলাদেশের মধ্যেই রাখা যেত। যেহেতু এই কংগ্রেস সরকার হচ্ছে উদ্বাস্তু বিরোধী, সেজন্য তাদেরকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে এই বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করে দাও। এত বড় শত্রু আর বাঙ্গালীর পক্ষে আর কেউ নাই যে শত্রুতার জন্য সমস্ত বাংলাদেশকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দেওয়ার পরও সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য ঐ মানা থেকে আন্দামান পর্য্যন্ত তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই তো কংগ্রেসের ইতিহাস, আর আজকে উদ্বাস্তুদের জন্য চোখের জল ফেলা হচ্ছে এখানে। এই ট্রাইবেল দেরকে উচ্ছেদ করার জন্য আজকে উদ্বাস্তুরা হচ্ছে কংগ্রেস সরকারের বড় শত্রু। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে একটা সেচুরেশান পয়েন্টে রিস করেছে। এখানে আমি একটা কোটেশান দিচ্ছি—সেটা হল ১৯৫৬-৫৭ সালে কমিশন ফর সিডিউল্ড কাষ্ট এ্যাণ্ড ট্রাইবস যে একটা এ্যানুয়েল রিপোর্ট বের হয় তার ২০০ পৃষ্টাতে তারা বলেছেন—তার ত্রিপুরা সম্পর্কে বলেছেন "The tribal people are apprehensive of their land given to the refugees এটা সি, পি, এমের কথা নয়। কমিশনার তিনি নিজে এসেছিলেন এবং নিজে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের দেখে এই রিপোর্ট লিখেছেন। এটা আজকের নয়, ১৯৫৬-৫৭ সালে "I gathered that some of the refugees are purchase land from the tribals. I recommend that elemination of tribals' land inside and outside the Tribal Reserves must be stopped immediately" অর্থ হল কি? যে ট্রাইবেল রিজার্ভের ভিতরে হউক আর বাইরে হউক এটা যে জমি রিফিউজিরা কিনে নিচ্ছে অথবা তাদের হাত থেকে যে জমি চলে যাচ্ছে, এখুনি তা বন্ধ করতে হবে। এটা কবে বলেছেন, না ১৯৫৬-৬৭ সালে। তারপর আমরা যখন জেলে ছিলাম ১৯৬২-৬৬ পর্য্যন্ত, তখন ৩ লক্ষ রিফিউজি এখানে এসেছে, কিন্তু কোন ট্রাইবেলকে আসতে দেওয়া হয় নি। যে সামান্য ট্রাইবেল এসেছিল অমরপুরে তাদেরকে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে বাইর

করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বুঝি না, যে কি মনোভাব নিয়ে এখানকার গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছেন, আর আমাদেরকে কখনও বলা হচ্ছে বাঙ্গালী বিরোধী আর কখনও বলা হচ্ছে ট্রাইবেল বিরোধী। বাঙ্গালীকে নিয়ে এসেছি, উই আর কন্সিসটেন্টলী ডেমোক্রেটস। আমরা বরাবর গণতন্ত্রকে ভালবাসী, আমরা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পাহারীকে উস্কানি দেই না। আমরা এও জানি যে সর্ব শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে সমস্ত জাতিকে সমস্ত অধিকার দিয়ে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তার জন্য ঝগরা করার কোন প্রয়োজন আমাদের মধ্যে নেই। আমরা ঐক্যে বিশ্বাস করি এবং গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি, সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে এই সরকার তাদের ট্রাইবেল বিরোধী মনোভাব পরিত্যাজ্ঞ করুন। এই শাসক দলকে আমি আরও অনুরোধ করব যে আপনারা দেখুন একটা এ্যাসেম্বলী কমিটি হয় না, আজকে ৩ বছর আপনারা এখানে রয়েছেন সিডিউল্ড কাস্ট সিডিউল্ড ট্রাইবস কারো মনে স্ট্রাইক করেনা যে একটা এ্যাসেম্বলী কমিটি হওয়ার দরকার। গতবারেও আমি বলেছিলাম, এবারেও বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল বেল্টগুলিতে ব্রেক আপ করেছেন আমি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগেও। এই ট্রাইবেল বেল্টগুলিতে নন-ট্রাইবেল বসাবার চেষ্টা করছেন। আপনারা আজকে জোর করে ট্রাইবেল উচ্ছেদ করার ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নিচ্ছেন। এখানে ঐ গাবদির ঘটনা যা আমি বল্লাম পাবে তারা পুলিশের সাহায্য? পাবে না। ঐ বাঙ্গালী নায়েব বাবু পাবেন ঐ বাঙ্গালী হেডমাস্টার বাবু পাবেন ঐ বাজারের গুণ্ডা বাহিনী তারা পাবে কিন্তু ঐযে ট্রাইবেল যারা ৫০ বছর জমিতে আছে সে পুলিশের সাহায্য পাবে না। আমি লিখে দিতে পারি তারা পাবে না। আমি আজকে দেখেছি আমার পাড়াতে যা নিয়ে এই মেইজটা টেনে নিয়েছিলাম---কাল রাত্রিতে তার বাড়ী দখল করা হয়েছে। কারা, যারা এরেস্ট হয়েছিল! চিন্তা করতে পারেন! যা নিয়ে এতবড় ঘটনা হল এই গভর্ণমেন্টের যদি গনতান্ত্রিক চেতনা সামান্যতম থাকত---রাত্রির অন্ধকারের সেখানে ঘর তুলা হয়েছে, সেই গুণ্ডারা যারা এরেস্ট হয়েছিল তারা সেই কাজে পার্টিসিপেট করেছে, পুলিশকে আমি নিজে বলেছি কোন আশ্রয় পেয়েছে, কোন সাহায্য পাচ্ছে? ৩০ বছর ৩৩ বছরের মানুষকে যদি এই ভাবে গুণ্ডারা যদি নাকি একজন রিক্সাওয়ালাকে এই ভাবে উচ্ছেদ করতে পারে সহরের উপর আর গ্রামের ট্রাইবেলরা পাবে আপনাদের পুলিশ থেকে সাহায্য! না টাকাওয়ালা লোকেরা পাবে যারা থানাকে কিনে রাখে যারা বড় লোক তারা পাবে? ট্রাইবেলদেরতো থানা কিনবার মত পয়সা নেই পুলিশকে কিনবার মত পয়সা নাই কাজেই আজকে আমরা দেখছি যে উচ্ছেদ হচ্ছে। এই সরকার একটি জায়গাও দেখাতে পারবেন না। আমি বলতে পারি যে আমরা যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসলাম পল্টুর জমাতিয়াদের উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে সেই জমাতিয়াদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত জমাতিয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ১০ বছর সেই কেস চলেছে আমাদের বিরোদ্ধে। আমরা নাকি বিকল্প সরকার গঠন করছি। একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ঐ বুলু কুকী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লোককে ঠেংগিয়ে আমাদের সমস্ত লোককে ঠেংগিয়ে আমাদের জেলে রেখে তারপর সেই ট্রাইবেলদের জমিকে মহাজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এইতো সরকার! মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্যই আমি বলছি যদিও অর্থনৈতিক---প্রশ্ন এই নয় যে গরীব উদের মধ্যেও আছে আমাদের মধ্যেও আছে। প্রশ্ন এই নয় উদের ছেলেরাও বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে উচ্ছেদের প্রশ্ন। সেই জাতি মাত্র নিজেকে বিকাশ করার পথে, সেই বিকাশের পথের বাধা যদি সামান্যও রিমুভ করতে পারি দূর করতে পারি তার আত্ম-বিকাশের সুযোগ---আমি মনে করি না এই সরকার দিতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও যদি এই অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট গঠন করে টিলা ছাড়া আর যতটুকু জমি থাকু কনা কেন যত অল্প লোকই সেখানে বাস করুক না কেন সেই জায়গাটুকু যাতে আজকে ট্রাইবেলের জন্য দিতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যখন শ্রীমতি গান্ধী এসেছিলেন---তারপর পত্রিকাতে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে শ্রীমতি গান্ধী নাকি খুব চিন্তিত! এবং মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন যে এত ট্রাইবেল নাকি এসেছিল যে তুলনা হয় না। খোয়াইয়ের নাকি সমস্ত ট্রাইবেল নেমেছিল। আমি মনে করেছি শ্রীমতি অপর্না সেনকে

আমি নিয়ে যাব সম্ভবতঃ শ্রীমতি গান্ধীর চেয়ে বেশী লোক আমি জমাতে পারব। প্রশ্ন এই নয় যে শ্রী মতি অপর্না সেন বা শ্রীমতি গান্ধী কত লোক একত্রিত করতে পারল কিনা—প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীমতি গান্ধী এই ট্রাইবেল সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন। এটা বলা হচ্ছে কেন? বলা হচ্ছে ট্রাইবেলদের বিক্ষোভকে দমাবার জন্য একটা আশার সৃষ্টি করার জন্য তাদের ভোতা করার জন্য। তারা যেন আন্দোলনের পথে না নামে তাদের মধ্যে ইলিউশান সৃষ্টি করা। তাদের মধ্যে ভুল ধারনার সৃষ্টি করা। কি শ্রী মতি গান্ধী করবেন? এই অর্ডিনান্স শ্রীমতি গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে হয়নি? মহারাজার রিজার্ভ শ্রীমতি গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে উইথড্র হয়নি? শ্রীমতি গান্ধী জানেন না যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে---এখানকার গভর্ণর শ্রীমতি গান্ধীর অনুমোদন ছাড়া সেই অর্ডিনেন্স পাশ করেছিলেন? কাকে তিনি বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, কোন সাংবাদিককে তিনি বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। ত্রিপুরার ট্রাইবেল জনসাধারন কেন ত্রিপুরার কোন জনসাধারনকে তিনি বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে সমগ্র ত্রিপুরার স্বার্থে সমগ্র ত্রিপুরার ঐক্যের জন্য সমগ্র ত্রিপুরার গনতান্ত্রিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করে আপনারা যারা রুলিং পার্টির মধ্যে আছেন আপনাদের গনতান্ত্রিক চেতনার কাছে আবেদন রাখছি যে এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন যাতে সংবিধানকে সংশোধন করে তারা ত্রিপুরায় একটা ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া পুনর্গঠন করে এবং ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট গঠন করে তার হাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিয়ে যে সমস্ত ক্ষমতা তাদের প্রয়োগ করার অধিকার আছে সেই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার তারা মেনে নিক।

মিঃ স্পীকার---শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস---মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস---মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে উপজাতিদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করছি। আমিও এই ধরনের একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম। কিন্তু সেই প্রস্তাব এর কি হল আমি জানি না। আমার সেই প্রস্তাবটা আসেনি---এই বিধান সভার মিটিংয়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার ট্রাইবেল-এর প্রশ্ন— এটা একটা জাতীয় প্রশ্ন। কাজেই এটাকে শুধু অর্থনৈতিক ভাবে চিন্তা করলে চলবে না এটা ন্যাশনেলিটির প্রশ্ন। এবং আমার ধারনা এই প্রশ্ন ত্রিপুরার সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা ঐক্যমত না হওয়ার এমন কোন একটা প্রচণ্ড বাধার কোন কারন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রশ্ন আজকে বহু দিন পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরায় তার কোন সমাধানের পথে অগ্রসর হচ্ছে না। আজকে রিজার্ভ এলাকা তুলে দেওয়া যখন হল--- আমরা রিজার্ভ এলাকা তুলে দেওয়ার বিরোধীতা করেছি। সরকার পক্ষ থেকে যে প্রশ্ন উৎথাপন করা হয়েছে যে রিজার্ভ ছিল মাত্র ৫টি ট্রাইবের জন্য। ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, ইত্যাদি ৫টি ট্রাইবের জন্য এই রিজার্ভ ছিল এবং সেজন্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯টি ট্রাইব আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, জাতি এবং উপজাতি কোন স্থায়ী সত্বা নয়। জাতি এবং উপজাতি ইতিহাসের একটা আপেক্ষিক সত্বা। আজকে ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশে যখন মহারাষ্টের লোকেরা আসত তখন বর্গীর হামলা বলে তাকে বলা হতো। কিন্তু বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি যে ঐক্য সৃষ্টি হল তাতেই ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস আজ পূর্ববর্তী ইতিহাসকে পরিবর্তীত করে একটা সর্ব ভারতীয় জাতীয় সত্বার সৃষ্টি করেছে। কাজেই জাতি বা উপজাতী এইটা চিরস্থায়ী কোন স্বত্বা নয় এইটা ইতিহাসের একটা রিলেটিভ তার টার্ণ এবং ইতিহাসের একটা আপেক্ষিক যা পরিবর্ত্তিত হয়। মহারাজার আমলে হয়তো বা কোন খানে এই ৫টা সম্প্রদায়ছাড়া আর অন্যান্যদেরকে বহিরাগত মনে করা হতো। সেই কারণে হয়তো বা সেই প্রটেকশন ছিল আজকে তার প্রয়োজন নাই। আজকে ১৯ টা ট্রাইবস যে ত্রিপুরাতে আছে সেই সমগ্র ১৯টা ট্রাইবসের জন্য এই রিজার্ভটা রিঅ্যাডজাস্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু ১৯টা ট্রাইবসের স্বার্থের কথা

বলে ৫ টা ট্রাইবের নামে যে রিজার্ভ ছিল সেই রিজাভটা তুলে দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করেছে বলে আমার মনে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই সেই ১৯টা ট্রাইবকে এই রিজার্ভেশন এলাকার মধ্যে আনা উচিত ছিল। আজকে উত্তর ভারতে যে সমস্ত জাতি আর্য্য জাতি বলে অবিহিত ভারতের ইতিহাসে জাতী উপজাতী এই ব্যাপারে বহু উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে আছে। এরা একদিন বহিরাগত হিসাবে ছিল। আজকে যেখানে উত্তর ভারতের লোকরা জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তারা একসময় পশ্চিম এশিয়া থেকে আর্য্যদের আগমন হয়েছিল। আজকে সেই মহিষাশূর মর্দিনীরূপে যে সমস্ত উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের কাছে পূজনীয় সেই মহিষাশূর মর্দিনীর ইতিহাস এক সময় উত্তর ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের অনার্য্যদের বিরুদ্ধে আর্য্যদের সংঘর্ষে ঐতিহ্াসিক রূপক ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই একদিন ইতিহাসে যা জাতি উপজাতি থাকে আরেকদিনের ইতিহাসে পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে একটা উপজাতী একটা জাতির স্বত্ত্বায় পরিণত হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, জাতির সাথে রাষ্ট্রর একটা সম্পর্কে আছে, নেশন্যালিটির প্রশ্নের সাথে ষ্ট্যাট্র কোয়েশ্চনের একটা সম্পর্কে আছে যেহেতু ভারতবর্ষের একটা জাতি ইণ্ডিয়ার হিসাবে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা জাতি সেই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করবো। যেহেতু বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িষ্যা পাঞ্জাবী আধিবাসী আছে সেইজন্য বিভিন্ন ষ্ট্যাটে কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্ত্তী স্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকবে, বিভিন্ন ভাষাভাষি রাষ্ট্র থাকবে। যেহেতু বিভিন্ন উপজাতীরা আছে আধিবাসী স্তরের থেকে আর একটু নীচের স্তরের যে উপজাতী আছে সেইজন্য একটা ষ্ট্যাটের মধ্যে একটা ভাষাভাষি ষ্ট্যাট বাঙ্গালী বিহারী উড়িষ্যা বা ত্রিপুরা এই রকম কতকগুলি ষ্ট্যাটের মধ্যেও কতকগুলি উপজাতীয় স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল থাকবে। কাজেই যেহেতু সমগ্র জাতীর প্রত্যেকটা রাষ্ট্রীয় প্রশ্নটার সঙ্গে জড়িত সেইজন্য জাতীর মধ্যে যে ছোট ছোট ব্যবধান সেইটা সম্পর্ণ-ভাবে জাতীয় স্তরে এখনও পৌছায়নি সেই ব্যবধান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেও ছোট ছোট সমগ্র রাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রেখেও এবং সমগ্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীঃ সরকারের ঐক্য বজায় রেখেও অধিবাসীর জাতীর জন্য প্রদেশ সরকার, উপজাতীর জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তা আমাদের সংবিধানেই আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা একটা গুরুতর বিষয় হিসাবে উঠতে পারতো না এইটার একটা সমাধান হয়ে যেতে পারতো কিন্তু দুভাগ্যের বিষয় এইটার কোন সমাধান হচ্ছে না। পঞ্চম তপশীল অথবা ষষ্ট তপশীল এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের মাননীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন কোন সদস্য উৎথাপন করেন যে এখানে উপজাতীরা মেজোরিটি হিসাবে আছে এমন কোন ডিস্ট্রিক্‌ট বা অঞ্চল নেই। উপজাতীরা মেজোরিটি হিসাবে থাকতে পারে, কোন খানে সংমিশ্রণ হিসাবে ঘনবসতি পূর্ণ থাকতে পারে এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের সংবিধানের পঞ্চম তপশীল ষষ্ট তপশীল ইত্যাদি আছে। সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আমি বলছি না কিন্তু কোন না কোন ব্যবস্থার মধ্যে উপজাতীরা এবং এখানকার উপজাতীদের যে ভাষা সেই ভাষা তাদের জাতীয় স্বত্বায় পরিণত হয় নাই আজ পর্য্যন্ত। তাদের যে একটা জাতীয় সমস্যার দিক থেকে আজকে এই উপজাতীয় সমস্যাটাকে দেখা উচিত ছিল এবং তাদের যে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল সেই আঞ্চলিক সায়ত্বশাসিত অঞ্চল সেইটা বিবেচনা করা উচিত ছিল। এইটা আমাদের সংবিধানের স্বীকৃত একটা ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষের গনতন্ত্র ব্যবস্থার মধ্যে একটা স্বীকৃত ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার মধ্যে আরও অগ্রসর ব্যবস্থা লাভ করে যেটা সোভিয়েট রাশিয়ার মত বা অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জাতি কয়েকটা জাতি আজকে পূর্ণ জাতীয় স্বত্বায় পরিণত হয়েছে তার ভাষা নিষপিস্ট হয়ে যায় নাই এবং আমাদের দেশেও এইটা করা যেতে পারে আমাদের দেশে এইটা স্বীকৃত। কাজেই এইটা হতে পারে না এমন কোন বিধান নাই। আমার মনে হয় এইটা এই ব্যবস্থার মধ্যে হতে পারে যেটা আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত। কাজেই আমি অনুরোধ করবো এই জাতীয় সমস্যাটাকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারের পক্ষে অন্ততঃ গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস জাতীয় সমস্যার ইতিহাসের

সঙ্গে জড়িত। গীতায় একটা শ্লোকে আছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে অধস্তন- কশ্মলমিধম বিষয়ে সম্পর্কিতা অনার্য্য দুষ্টমেয়জন্ম মসবির্তী কমর্জুনঃ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যখন অর্জুন সম্পত্তির জন্য জ্ঞাতী বধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন যে আমি সম্পত্তির জন্য জ্ঞাতী বধ করতে পারবো না। শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনার্য্যসুলভ মনোভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিপদের সময়ে এই অনার্য্যসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ কর। কাজেই মহাভারতে যখন ভারতবর্ষে উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একটা শ্রেণী বিভক্ত দাস প্রথায় রূপান্তরিত হতে চলছিল সমগ্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাস সেই উত্তোলনের ইতিহাস এবং অর্জুন সেই পুরাণো সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তক আর শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্ত্তিত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক হিসাবে মহাভারতে এই ঘটনার উৎথাপন হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, কালিপ্রশন্ন সিংহের মহাভারতের শান্তি পর্বে কৃষ্ণ যখন, যুধিষ্ঠীর যখন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পিতামহ এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণটা কি। ভীষ্ম তার উত্তরে বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষের একটা সময় ছিল যেখানে শ্রেণী বিভক্ত বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এসেছে, রাজা এসেছে এবং সম্পত্তি নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, রাজা এখন যুক্ত হচ্ছে এইজন্যই মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, জাতী সমস্যা একটা ভারতবর্ষের অত্যন্ত পুরাণো সমস্যা এবং এই সমস্যা একের পর এক উন্নত হতে হতে বৃটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের বর্গি, বাঙ্গালী, বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতের মধ্যে ছিল বিরোধ বাংলাদেশের লোকেরা বলতো, খোকা ঘুমালো পারাজুড়ালো বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবো কিসে? মহারাষ্ট্রীয় লোকদেরকে বর্গি বলে ঘৃণা করতো তাদেরকে আতংকের চোখে দেখতো পরবর্ত্তীকালে বৃটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক জাতী হিসাবে তার উদ্ভুদয় ঘটে। এবং রবীন্দ্র নাথ বলেছিলেন শেখ হিন্দু পাঠান মুঘল এক দেহে হলো লীন। কাজেই মাননীয় স্পীকার, জাতীয় সমস্যার সমাধান না করে যদি জাতীয় ঐক্য মনে করে থাকেন আমি মনে করি সেইটা অবৈজ্ঞাণিক। বেল আর ডিমকে এক বাসকে পেকেট করে দিয়ে যারা মনে করেছেন বেল আর ডিমের মধ্যে ঐক্য করেছে তাহলে সেইটা ঐক্য আনবে না। কাজেই আমি আবার অনুরোধ করবো ঐক্য মানে অনগ্রসর জাতীকে এদের যে জাতীয় স্বত্বা থাকে তাকে স্বীকার করে তবেই এই ঐক্য আসতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন বাঙ্গালী যদি উপজাতীয় লোকদের স্বার্থে আরও বেশী বাঙ্গালী ত্রিপুরা রাজ্যে না থাকুক এই যদি বলে সেইটা বাঙ্গালীর জাতীয়তার বিরুদ্ধে হয় না। জাতীয়তা এবং নেশনেলিজম দুইটা জিনিস আছে, জাতীয়তা এবং উগ্র জাতীয়তা কোন জাতির স্বার্থে আরও একটা জাতীয় স্বার্থে বিরোধ হয় না। কাজেই আমি মনে করি ত্রিপুরার বাঙ্গালী ভাষাভাষি বাঙ্গালী যারা উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল তারা একটা ঐতিহাসিক কারণে এসেছিল তারা উপজাতীকে ধ্বংস করতে আসে নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রতিটি উপজাতির ভাষার উন্নতি হওয়া পর্য্যন্ত, উন্নত জাতিতে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত, তার একটা জাতীয় সত্বার স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের সংিবধানের স্বীকৃত জাতীয় সত্বাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের পঞ্চম এবং ৬ষ্ঠ তপশীলের যে অবতারণা করা হয়েছে, আমাদের সংবিধানে, তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনুরোধ করব, এই জিনিষটার কি ব্যবস্থা হবে, আজকে সভায়—এই প্রস্তাবটা পরাস্তই হউক বা জয় যুক্তই হোক, আমি অনুরোধ করব সমগ্র উপজাতিয় সত্বা নিয়ে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আজকের ত্রিপুরায় যেটা মৌলিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যে কথা বিভিন্ন দৃষ্টিতে আলোচিত হয়েছে, এই জিনিষটা যাতে একটা ঐক্যমত এর সমতা নিয়ে আসতে পারে। এটাতে এমন কোন ব্যবধান নেই যে ঐক্যমত হতে পারেনা, সেইরকম কোন যুক্তি এতে নেই, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কংগ্রেসই হউক বা অন্যান্য যারা—জিনিষটাকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছেন তাদেরও আমি অনুরোধ করব জিনিষটা ভালভাবে গবেষণা করে আজকে ভারতবর্ষের সংবিধানে স্বীকৃত একটা বিষয় বস্তু হিসেবে ত্রিপুরাতে কেন সেটা কার্যকর হবে না, কেন এখানে ঐক্যমত আসতে পারলামনা, সেই জিনিষটা চিন্তা করার জন্য এবং অনুসন্ধান করে দেখার জন্য

আমি অনুরোধ করব। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা যে উপজাতিদের ঘনবসতি অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন, সেটা সংবিধান সম্মত এবং ত্রিপুরার উপজাতিদের সার্থে, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর সার্থে, ত্রিপুরা বাসীর মধ্যে ইন্টিগ্রেশানের জন্য, এই জিনিষটাকে বিবেচনা করার জন্য আমি প্রিসাইডিং অফিসার এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—অনারেবল চীফ মিনিস্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনাটা খুবই একটা সেনসিটিভ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এর একটু এদিক ওদিক হলে পরে এটার পরিণতি কোথায় যেতে পারে, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছিন, উপলব্ধি করতে পারেন। এই সম্পর্কে আজকে মহারাজার আমলের একটা আইন অর্ডিনেন্স দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। এরই মধ্যে চিতকার সুরু হয়েছে কতকগুলি এ্যাজাম্পশানের উপর। এই হবে না। অর্ডিন্যান্সটি না রেখে, মহারাজার রিজার্ভটাকে রেখে, কিভাবে সর্থ রক্ষা করা যেত, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা কেউ তাদের বক্তব্য রাখতে পারেননি। অন্ততঃ একটা বিষয়ে আমি যতটুকু সেন্স বুঝেছি হাউসের, সেটা হচ্ছে যে মহারাজার আমলের আইনটা বর্তমানে অচল, এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যরা সবাই একমত। প্রশ্ন যেটা এসেছে, এর পাশাপাশি আরেকটা কিছু করা দরকার উপজাতিদের সার্থ রক্ষার ব্যাপারে, উপজাতিদের মনে কোনরকম প্রশ্ন না থাকে, সেইজন্য কতকগুলি প্রশ্ন উৎথাপন করা হয়েছে এবং এই প্রস্তাবটিও বোধ হয় এই উদ্দেশ্যে। আর যদি এটা এসে থাকে যে মহারাজার আমলের আইনকে রাখার জন্য, অর্ডিন্যান্সটা তুলে দিতে, অর্ডিন্যান্স খারাপ হয়েছে, এই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে বলতে হবে তারা অনেক পুরোনো যুগে বাস করছেন। যে আইন মহারাজার আমলেই লংঘিত হয়েছে, অর্ডারের পর অর্ডার দিয়ে, যে আইনকে প্রায় বাতিল করে আনা হয়েছিল, বাস্তব অবস্থায় আজকে সেই আইন, সেই যে রিজার্ভ বলে বলা হচ্ছে, তার কার্যকারিতা দেখছিনা। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের ওপিনিয়ান কোথায় ডিফার করছে বলে আমি জানিনা। উপজাতি সমস্যাটা আজকে নূতন নয়, পুরোনো সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান আমাদের সবাইকে মিলেই করতে হবে। এর মধ্যে এটা প্রশ্ন নয় যে এটা এক মাত্র সরকারেরই একটা দায়িত্ব। সরকারের দায়িত্ব ছিল, বাস্তব অবস্থায় যে বাধাগুলি ছিল, সেইগুলি অপসারণ করা, তার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অর্ডিন্যান্সটা এসেছে। প্রাথমিক যে বাধাগুলি, সেই বাধাগুলি অপসারণ না করে কি করে আরেকটা ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, সেটা সত্যিই আমার বুদ্ধির অগম্য। অর্ডিন্যান্সটাই যদি শেষ কথা হত, তাহলেও হয়তো মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য'এর মধ্যে কিছু সত্যতা থাকত। সেখানেও একটা প্রশ্ন রাখা হয়েছে। আগে যেখানে ডিস্ট্রিৎ মেজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে, তার মত নিয়ে, যেকোন ট্রাইবেলের জমি বিক্রী করার অধিকার দিয়ে দিতে পারতেন। এই অবস্থা চলছিল। তারপর মাঝখানে একটা ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি করে তার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, এবার অর্ডিনেন্স এর মধ্যে একটা কথা রাখা হয়েছে, সেটা হল কালেক্টারের ক্ষমতা আইনে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, কমিটি করার কথা বলা হয়েছে, এবং কমিটির ওপিনিয়ন নিয়ে, কোন জায়গা বন্দোবস্ত দিতে হলে দেওয়া যাবে। এখানে এই আইনের মধ্যে শুধু কমিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কম্পোজিশান কিভাবে হবে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত যাবে কি যাবেনা, ব্লক লেভেল পর্য্যন্ত যাবে কি যাবেনা, সেই সম্পর্কে অর্ডিন্যান্সের মধ্যে উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। মাননীয় সদস্যরা অপেক্ষা করতে রাজী হলেননা। কারণ এটা নিয়ে একটা রাজনীতি খেলা। কারণ এই বিষয়টি এমন একটা গুরুতর বিষয়, এমন ডেলিকেট বিষয় যে এটা নিয়ে রাজনীতি যেকোন দিকে ঘুরানো যায়, যে কোন দিকে মোর ফিরিয়ে নেওয়া যায়। যদি সত্যি উপজাতিদের স্বার্থের প্রশ্নটা

সামনে থাকত, তাহলে একটা আলোচনার ভিত্তিতে---কমিটি কিভাবে হবে, আঞ্চলিক পরিষদটা কমিটি হিসেবে রিকগনাইজ্‌ড হবে, নাকি রিজিওন্যাল ট্রাইবেল কমিটি হবে, নাকি আরেকটু ছোট করে---যেখানে ট্রাইবেল মেজরিটি আছে, সেইসব এরীয়াতে কিভাবে কমিটি গঠন করা হবে, তার কোন ইঙ্গীত পর্যন্ত এখানে দেওয়া হয়নি। শুধু একটা অর্ডিন্যান্সরে মধ্যে আটকে দেওয়া হয়েছে যে ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট তার খুশি মত কাজ করতে পারবেননা। একটা কমিটি করতে হবে। এখন মাননীয় সদস্যরা যদি সত্যি উপজাতিদের সার্থ সম্পর্কে, সচেতন থাকতেন, কিংবা সত্যি যদি সার্থটাই বড় প্রশ্ন হত, তাহলে একটা আলোচনার ভিত্তিতে সেটা হত যে কমিটিটা কিভাবে আপনারা করতে যাচ্ছেন? কমিটি হবে কি হবে না, তার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়ার একটা পথ পাওয়া যেত। কিন্তু আলোচনাটা এমন একটা পর্য্যায়ে হয়ে যাচ্ছে যাতে করে উপজাতি অ-উপজাতির কথা তাদের বক্তব্যের মধ্যে সবাই বলতে চাইছেন যে অন্ততঃ উপজাতি এবং অ-উপজাতির মধ্যে কোন জায়গায় বিবাদ নাই, এটা একটা জাতির বাচার প্রশ্ন, আমিও এক মত। এই সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নাই। কিন্তু সেটা কি ভাবে হবে, কতটুকু করা যাবে, আজকের বাস্তব অবস্থার মধ্যে কতটুকু করা সম্ভব, সেই যে একটা আলোচনার ভিত্তি সেই আলোচনার ভিত্তিটা রাখা হয়েছে এই অর্ডিন্যান্সের মধ্যে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় চান নি, মহারাজার রিজার্ভটাকে মেনটেইন করতে, অন্ততঃ তাদের বক্তব্য থেকে আমি যেটা বুঝেছি, সেটা হল এটার মধ্যে আর একটা অল্টারনেটিভ কিছুর দরকার ছিল। আমি বুঝেছি যে মহারাজার রিজার্ভ তুলে দিতে কারো আপত্তি নাই এবং এই অর্ডিনান্সটার পারর্পাসটাও তাই। মহারাজার আইনকে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে যে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে, এটা শুধু সরকারের পক্ষেই প্রশ্ন নয়, এটা হচ্ছে আজকে একটা উপজাতি সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন। কাজেই এখানে একা সরকার পক্ষই বেশ কিছু একটা করলেন, আর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এটা নয়, রাজনীতি করলেন, আজকে সেই প্রশ্ন নয়। আমি আগেও বলেছি যে এটা খুব ডেলিকেটেড প্রশ্ন, আলো চনার ভিত্তি একটা রাখা হয়েছে যাতে করে আলোচনা করে, আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা একটা জায়গাতে আসতে পারি যে কি ভাবে কমিটি হবে এবং কি জাতীয় কমিটি হবে। এটা একটা সুযোগ রাখা হয়েছে যাতে করে একটা আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু আমি দেখছি এই হাউসের সামনে দাড়িয়ে যে সবাই এই একটা প্রশ্নকে বড় করে দেখাতে চাইছেন যে যেটা মাননীয় বিরোধী দলের নেতাও বলেছেন কিম্বা মাননীয় সদস্য জুনু দাস মহাশয়ও বলেছেন সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশানের কথা। এটা সত্য কথা। আজকে ডিন্টিক্-শানের প্রশ্ন নয় বা একটা জাতিকে শেষ করে দেওয়ার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হল আজকে সবাইকে পাশাপাশি থাকতে হবে এবং পাশাপাশি থাকতে গেলে আমাদের কি করনীয় আছে, কি করতে হবে বা কি করব, সেই জিনিষটা এক পক্ষের প্রশ্ন নয়। এটাকে সবাই বলে আলোচনা করার প্রশ্ন। কতগুলি সেন্টিমেন্ট বা সাইকোলজিক্যাল এ্যাপ্রোচ করে পলিটিক্যাল গেইন করার জন্য আজকে এটা নয়। আজকে হচ্ছে কি ভাবে আলো-চনা করে এর মধ্যে আমাদের যে সম্ভাবনা আছে সেই প্রশ্নের মীমাংশাটা আমরা কি ভাবে করতে পারি যাতে এই উপজাতি যারা আছে, এই উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে নিজস্ব উপায়ে তাদের আথিক উন্নয়ন করতে পারে, সেই প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। আমার মনে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটার মধ্যে যথেষ্টস্কোপ রয়েছে, আমি এই সম্পর্কে আর বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে চাইনা, শুধু অনুরোধ করব যে এই ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে আজকের দিনে কোন উষ্কানিমূলক কোন তরফ থেকে যেন কোন কিছু করা না হয়, যাতে করে যে জিনিষটা আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌছাতে পারি, আমরা যাতে এর একটা সুষ্ঠ সমাধান খুজে বের করতে পারি এবং এর সুষ্ঠ সমাধান করতে পারি। আমি জানি না এখানে এমন কোনও সদস্য আছেন কিনা, মাননীয় সদস্যদের মধ্যে একটা জাতিকে গ্রাস করার কথা উঠেছে, কারা গ্রাস করতে চান, এটা কোনও প্রশ্ন নয়। আজকে অন্ততঃ আমি বলতে পারি যে এমন কোনও প্রশ্ন নাই যে একটা জাতি আর একটা জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে, এমন একটা

প্রশ্ন কারো মনের মধ্যে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। বাস্তব সম্মত উপায়ে কি করে এই যে একটা প্রশ্ন একটা অবহেলিত অংশ যেমন আমাদের উদ্বাস্তু আছে একটা অবহেলিত অংশ, তেমনি উপজাতিদের মধ্যেও আছে। আবার উপজাতিদের মধ্যে যেমন বর্ধিষ্ণুরা রয়েছেন, তেমনি উদ্বাস্তুদের মধ্যেও বর্ধিষ্ণুরা রয়েছেন। কাজেই তারা উপজাতি বলে, এই লোকগুলিকে এখানে টেনে আনার কোন দরকার করে না অন্ততঃ যারা অলরেডী এষ্টাবিলষ্ড। কাজেই সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই গরীব মানুষগুলি যাদের সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে যা দেওয়া হচ্ছে তাও তারা গ্রহণ করতে পারে না, এই লোকগুলিকে কি করে বাচানো যায় বা লোকগুলি কি করে বেচে থাকতে পারে এবং তাদের উন্নতি টাই বা কি ভাবে করানো যায়। উপজাতির নাম করে এক শ্রেণীর উপজাতীয় ধনিক শ্রেণীর পক্ষে ওকালতি করবার জন্য এই প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা এসেছে এই গরীব মানুষগুলিকে কি করে বেচে থাকবে, তাদের উন্নতি কি করে সম্ভব হবে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আমিও এক মত যে এটা আমাদের সবাইকে দেখতে হবে, এটা কারো বিরুদ্ধে কারো অভিযান নয়, এটা হচ্ছে সবাই মিলে ত্রিপুরা হিসাবে আমরা একটা বৃহত্তর জাতির অঙ্গিভুত হয়ে এখানে যে ছোট ছোট গ্রুপ রয়েছে, তাদেরও জাতি হিসাবে বাচার প্রশ্নটাই আসল এবং তারা যাতে সাংস্কৃতিক দিয়ে ডেভেলাপ হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য একটা সুষ্ঠ নীতি, একটা সুষ্ঠ পন্থা আমাদের বের করে আনতে হবে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরাতে এই ধরনের প্রশ্ন না আসে, উপজাতি, অ-উপজাতির প্রশ্ন, এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব গতকাল এই হাউসে উপস্থিত করেছিলাম, আমার প্রস্তাবের বিপক্ষে বলতে গিয়ে রুলিং পার্টির সদস্যরা কিছুটা বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তাদের সেই সব বক্তব্যের মধ্যে একটা জিনিষ ফোটে উঠেছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিরা তাদের সংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য যে ভাবে সঙঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছেন সেটাকে কি ভাবে অন্য দিকে দাবীয়ে দেওয়া যায় অথবা সেটাকে কি ভাবে একটা বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তারা তাদের বক্তব্যগুলি রেখে গিয়েছেন। যেমন মাননীয় সদস্য যদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন উপজাতিদের যে রিজার্ভ সেটা নিয়ে উপজাতি এবং অ-উপজাতি বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িকতা জিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু আমরা কোনদিনই বলি নাই যে উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে একটা বিভেদ করতে। আমাদের উপজাতি রিজার্ভ দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি হয় নাই যদিও এই শাসক গোষ্ঠী এটাকে সম্বল করে উপজাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সেই ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। তাই মাননীয় ভট্টাচার্য বলেছেন যে আজকে উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব ও ভাষার বিনিময় হচ্ছে। সত্যিই সেদিক থেকে আমরা গর্বিত। কারণ উপজাতি এবং অ-উপজাতি গ্রামাঞ্চলে যারা পাশাপাশি বাস করে তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, কারণ উপজাতির সঙ্গে গ্রামের বাঙ্গালীরাও সমানভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। গরীব বাঙালী এবং গরীব উপ-জাতিতে একটা মিল আছে। সেই মিতালী ত্রিপুরার পক্ষে শুভ। সেজন্যই উপজাতিদের জন্য রিজার্ভের যে দাবী সেই দাবীর বিরুদ্ধে তারা দাড়ায় নি। ওরা এই দাবীকে আরও সমর্থন করছে এবং এই দাবীকে আরও জোরদার করছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন ও আজকে উঠেছে তাদের মনে যে শুধু পঞ্চম তপশীল ত্রিপুরা রাজ্যে সাংবিধানিক ভাবে দিলেও উপজাতি আর রক্ষা পাবে কিনা। তার নজীর আছে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের মধ্যে সাতটি প্রদেশে পঞ্চম তপশীল চালু আছে। যেমন আজকে অন্ধ্র, গুজরাট, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশে এই ৫ম তপশীল চালু আছে। কিন্তু সেই ৫ম তপশীল চালু অবস্থাতেও সেখানকার উপজাতিদের অবস্থা কি? তারাও তো স্বর্গরাজ্যে বাস করে না। তাদের দাবী হচ্ছে সাংবিধানিক দাবী। তাদের দাবী হচ্ছে জমি কিভাবে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেই দাবী উঠেছে ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের ৭৫ হাজার একর জমি অ-উপজাতি জনসাধারণের মধ্যে ট্রান্সফার হয়েছে। তারা সেটাকে ফেরত চেয়েছে এই কারণে যে ১৯৬০ সনে যে ভূমি সংস্কার আইন ত্রিপুরাতে চালু হয়েছিল এবং সেই ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে যেখানে বলা আছে ১৮৭ ধারায় যে উপজাতির জমি অ-উপজাতির কাছে যদি হেস্ত নেস্ত হয় সেটা বে-আইনী। কাজেই এই জন্য আজকে উপজাতিরা দাবী করছে যে ১৯৬০ সনে যে ভূমি সংস্কার আইন চালু হয়েছিল তারপর উপজাতিদের কাছে যত জমি হস্তান্তর হয়েছে সেটা বে-আইনী হয়েছে এবং সেটা ফেরত পাওয়াই আইনসঙ্গত হবে। এবং সেটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তার বক্তব্যে বলতে চেয়েছেন যে উপজাতি সমস্যা সবচাইতে বড় সমস্যা। কিন্তু তারা জেগে ঘুমাচ্ছেন। কাজেই তাদের জাগানো বড় মুশকিল। উপজাতি সমস্যা শুধু এই ত্রিপুরাতেই জটিল নয় সারা ভারতবর্ষেই এই সমস্যা। কিন্তু কিভাবে উপজাতিদের ধ্বংস করা হচ্ছে সেটা আমরা লক্ষ্য করছি সারা ভারতেই। হরিজনদের উপর কিভাবে অত্যাচার হচ্ছে সংবাদপত্রে সেটাও নিশ্চয়ই আপনি দেখে থাকবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি কমিটি করার কথা বলেছেন। এইখানে একটা অ্যাডভাইজরি কমিটি আছে। সেটা কাদের নিয়ে গঠিত। একজনও উপজাতি সেখানে নেই। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি বলতে পারেন যাদের দিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে তারা ত্রিপুরার উপজাতি সম্পর্কে কতটুকু জানে এবং তারা উপজাতি সম্পর্কে কতটুকু চিন্তা করে। তারা আমাদের কাছ থেকে কোন যুক্তি পর্যন্ত চান নি। শুধু মাত্র কতগুলি পেটোয়া লোককে ভাওতা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের। তাই উপজাতিরা যখন সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের পেছনে গ্রামের বাঙালীরাও সমর্থন জানাচ্ছে, এই অবস্থা দেখে তিনি কমিটি করার কথা বলছেন এবং আন্দোলনকে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতে উপজাতিরা ক্ষান্ত হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কমিটি আমরা চাই না। এই কমিটি উপজাতীদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না, তাদের জমি রক্ষা করতে পারবে না, শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের দাবী হচ্ছে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কর এবং উপজাতি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে সেই কাউন্সিল কর এবং তাদের হাতে তাদের রাস্তাঘাট, শিক্ষা, দীক্ষার উন্নতি ছেড়ে দাও। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে আজকে উপজাতির সম্পর্কে বলব এই যে আইন ত্রিপুরা রাজ্যে এনেছে, সেই আইন দ্বারা উপজাতির উপর চরম আঘাত আনা হয়েছে। আমরা বলছি সেই পথ থেকে সরে অসুন। ওদের শান্তিপূর্ণ দাবীকে স্বীকার করুন। আমার প্রস্তাবের পক্ষে এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now discussion on the Resolution is over. Now Question before ehe House is the resolution moved by Shri Abhiram Deb Barma that this Assembly requests the Central Govt. to adopt necessary Legislative and Executive measures to declare the Tribal compact Area of Tripura, a scheduled and Reserved area for Tribals, and to transfer all developmental and cultural works to an elected council in that Reserved Area"

Mr. Speaker— As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voice--Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(Voice—Noes).

Mr. Speaker— NOES have it, NOES have it. NOES have it.

(From the Opposition Bench—'Ayes' have it Sir. We want division).

Mr. Speaker— I will again put this vote by voice vote.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—Ayes).

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(Voice—Noes).

Mr. Speaker. NOES have it, NOES have it, NOES have it.
(From the Opposition Bench.—We want division Sir.)

Mr. Speaker— Now I will take the decision of the House by show of hands. Now the Hon'ble Members may kindly stand on their legs and show their Hands.

Mr. Speaker— Hon'ble Members 18, in fevour of resolution and 31 against the resolution. So the resolution is lost. Here is an announcement for the House.

Hon'ble Members,

I have just now received a report from the Secretary that after the withdrwal of candidature there are 9 valid nomination papers each for the Committee on Estimates and the Committee on Public Accounts. As the number of presence is equal to the number of valid nominations papers the candidates are declared uncontested. I am reading out the names of the candidates of the 2 Committees.

Public Accounts Committee

1. Shri Nripendra Chakraborty.
2. Shri Abhiram Deb Barma.
3. Shri Anil Sarkar.
4. Shri Tarit Mohan Das Gupta.
5. Shri Jaduprasanna Bhattacharjee.
6. Shri Krishnadas Bhattacharjee.
7. Shri Hangsadhwaja Dewan.
8. Shri Jatindra Kr. Majumdar.
9. Shri Ajit Ranjan Ghosh.

Committee on Estimates

1. Shri Samar Choudhury.
2. Shri Bajuban Riyan.
3. Shri Abhiram Deb Barma.
4. Shri Kalipada Banerjee.
5. Shri Benode Behari Das.
6. Shri Nishi Kanta Sarkar.
7. Shri Maulana Abdul Latif.
8. Shri Naresh Ch. Roy.
9. Shri Anantahari Jamatia.

I appoint Shri Nripendra Chakraborty as Chairman of the Committee on Public Accounts and Shri Kalipada Banerjee as the Chairman of the Committee on Estimates. The other remaining Committees to be nominated by me, will be completed shortly and the Members would be intimated by Bulletin in due course.

I was told by the Leader of the Opposition that 3 (three) resolutions will not be moved by the Hon'ble Member.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—একটা রিজোলিউশান মুভড হয়ে থাকতে পারে। আমরা যখন আধ ঘন্টা টাইম পেয়েছি মুভড হয়ে থাকল তারপর (ইন্টারাপশান) মুভড হয়ে থাকুক না নেক্‌স্ট সেসানে উঠবে (ইন্টারাপশান) আমার আপত্তি নাই, যেহেতু সময় আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এতে খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না মাননীয় সদস্য। আবার আপনারা এই বিষয় জানতে পারবেন। (ইন্টারাপশান) দ্যাটস অল রাইট—নাও দি হাউস স্ট্যাণ্ডস এডজোণ্ড সাইনে ডাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 467

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর হইতে কদমতলা রাস্তায় যে সকল কৃষকের জমি পড়িয়াছে ঐ সকল কৃষক আজও ক্ষতিপূরণ পায় নাই ?

২) সত্য হইলে কৃষক ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারণ কি ; এবং

৩) কৃষকগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা বর্তমানে সরকার করিতেছেন ?

উত্তর

১। এবং ২। যাহারা মালিকানা ও সত্ত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম তাহাদেরই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইতেছে। কিছু সংখ্যক যাহারা সত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই।

৩) মালিকানা ও সত্ত্বাদি প্রমাণ সম্বন্ধীয় নিয়মানুযায়ী কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 951

By Shri Binode Behari Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) রুদ্দীজলা গাঁওসভা অন্তর্গত কেমতলী জুনিয়র বেসিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

খ) থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই তাহা কার্যকরী করার পরিকল্পনা আছে কিনা ;

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 952
By Shri Benode Behari Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) নরছর সিনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ;

খ) ঐ স্কুলটি হাইস্কুল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

গ) থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে কিনা ?

উত্তর

ক) ৭১৫ জন। তন্মধ্যে VI হইতে VIII এ ২১৬ জন।

খ) বর্তমানে নাই।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 963
By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ওয়াটার এরিয়া কি ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্ভে করা হইয়াছে ;

২) যদি হয়ে থাকে, কোন্ মহকুমায় কত ওয়াটারী এরিয়া আছে তার হিসেব ;

৩) ঐ ওয়াটারী এরিয়া মৎস্য চাষে আনার কি পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) কৃষি বিভাগের মৎস্যশাখা কর্তৃক ত্রিপুরার জলা এলাকার টেক্নিক্যাল সার্ভের কাজ চলিতেছে।

২) ১৯৭৪ ইংরেজীর ফেবরুয়ারী মাস পর্যন্ত টেক্নিক্যাল সার্ভেকৃত জলা এলাকার মহকুমা ভিত্তিক পরিমাণ এইরূপ :—

মহকুমার নাম	সার্ভেকৃত জলা এলাকার পরিমাণ
সদর—	১ হাজার ৩ শত ৮৩ দশমিক ৩১ একর (৫৫৩'৩২ হেক্টার)
সোনামুড়া—	২ হাজার ৯৭ দশমিক ৩৩ একর (৮৩৮'৯৩ হেক্টার)
খোয়াই—	৫ শত ৭৪ দশমিক ৩৬ একর (২২৯'৭৪ হেক্টার)
উদয়পুর—	৪ শত ৯৫ দশমিক ৭১ একর (১৯৮'২৮ হেক্টার)
অমরপুর—	১ শত ৭৩ দশমিক ৯১ একর (৬৯'৫৬ হেক্টার)
বিলোনীয়া—	২ শত ২৮ দশমিক ৭২ একর (৯১'৪৯ হেক্টার)
সাবরুম—	১ শত ৩ দশমিক ৮৮ একর (৪১'৫৫ হেক্টার)
ধর্মনগর—	৫ শত ২০ দশমিক ৬৩ একর (২০৮'২৫ হেক্টার)
কৈলাশহর—	৭ শত ২ দশমিক ৪২ একর (২৮০'৯৭ হেক্টার)
কমলপুর—	২ শত ৭৭ দশমিক শুন্য ৮ একর (১১০'৮৩ হেক্টার)
মোট—	৬ হাজার ৫ শত ৫৭ দশমিক ৩৫ একর (২,৬২২'৯২ হেক্টার)

৩) সমস্ত মৎস্যচাষোপযোগী অনাবাদী খাস জলাশয় সরাসরিভাবে সরকারী পর্য্যায়ে এবং জোত জলাশয় দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের মাধ্যমে ও মৎস্যবীজ সরবরাহ করিয়া ক্রমান্বয়ে মৎস্যচাষের আওতায় আনা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও আনার পরিকল্পনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 1014.

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার পদ সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) এইরূপ একটি পরিকল্পনার বিষয় চিন্তা করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 1015

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ওভারসিয়ার থেকে এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে প্রমোশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন Recruitment Rule আছে কিনা ?

২) থাকলে Recruitment Rule অনুসারে ওভারসিয়ার থেকে এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে promotion দেওয়া হয় কিনা ?

৩) না হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ।

২। Recruitment Rule মানিয়া চলা হইতেছে. তবে এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে ওভারশিয়ারদের প্রমোশান ১ : ১ অর্থাৎ ১ জন ডিপ্লোমা হোলডার : ১ জন ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রেজুয়েট এই অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই আনুপাতিক হার প্রকাশিত Recruitment Rule এতে উল্লেখ নাই।

৩। ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে ১ : ১ এই আনুপাতিক হার রক্ষা করিয়া চলা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে যাতে এই ডিপার্টমেন্টে কারিগরী কুশলতার উপযুক্ত সমতা রক্ষিত হয়।

STARRED QUESTION NO. 1076.

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গ বা বি. এম, পি, সি, আর, পি, ও বি, এস, এফ, এর নিয়মানুযায়ী রেশন সাপ্লাই করার কথা বিবেচনা করিতেছেন কি না ?

২। যদি হ্যাঁ হয়, তবে কবে নাগাদ বিবেচনা বাস্তবায়িত হবে ?

৩। যদি না হয়, তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। পশ্চিমবঙ্গ বিহার পৃথক পৃথক রাজ্য এবং সি, আর, পি ও বি, এস, এফ ভারত সরকারের পৃথক পৃথক সংস্থা। এমতাবস্থায় পৃথক পৃথক রাজ্যের বা পৃথক পৃথক সংস্থার সমস্ত নিয়মাবলী এই রাজ্যে চালু করার প্রশ্ন উঠে না। তবে ত্রিপুরা সরকার অন্যান্য রাজ্য সংস্থা বা প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের রেশন বা রেশন ভাতা দেওয়ার নিয়ম পর্য্যালোচনাপূর্বক এ রাজ্যের পুলিশ কর্ম্ম-চারীকে রেশন ভাতা দেওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

২। হ্যাঁ বিবেচনা করা হইতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 70

By Shri Radharaman Debndth

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। গত Survey & Settlement এর হিসেবে ১০ Standard acre এবং তার উপরে জমি আছে এমন রায়তের সংখ্যা কত তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ;

২। এই অংশের হাতে মোট কত পরিমাণ জমি আছে এবং মোট জমির শতকরা কত ভাগ আছে ;

৩। এই অংশ মোট রায়তের সংখ্যার কত ভাগ ; এবং

৪। ১০ একরের নীচে জমি আছে এমন রায়তের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১।
২।
৩। এরূপ কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না।
৪।

UNSTARRED QUESTION NO. 814.
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের ১৯৭৩-৭৪ সনের ক্ষুদ্র সেচ ও ভূমি উন্নয়ন খাতে ১৩,০০০ টাকা এবং ওভার প্লো টিউব-ওয়েল খাতে ৬৬,০০০ টাকা এবং জলের পাম্পের জন্য ৫২,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু এই আর্থিক বৎসরের ফেবরুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ এই সকল খাতে বরাদ্দের একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নি;

২। যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকগুলির জন্য ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে এই রকম অঙ্কের কোন বরাদ্দ নাই। ১৯৭৪ ইংরেজীর ফেবরুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐসব খাতে কোন খরচ হয় নাই ইহা ঠিক নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 1004.
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৪ই ফেবরুয়ারী এমপ্লয়িজ কো-অর্ডিনেশান কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বরাবরে কতগুলি দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘটের কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি না।

২। দেওয়া হয়ে থাকলে ঐ দাবীগুলির পূর্ণ বিবরণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। সারা ত্রিপুরায় ১৯৭৪ ইং সনের ১৫ই মার্চ একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করাহবে বলে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে একটি নোটিশ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

২। ঐ নোটিশে উল্লিখিত দাবীগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

(১) পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন যে হারে প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন সুপারিশ করিয়াছেন সে হারে বেতন দেওয়া। উক্ত সুপারিশ গ্রহণ স্বাপক্ষে সর্বনিম্ন বেতন ত্রিপুরা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১-১-১৯৭৩ ইং হইতে মঃ ২৫০৲ টাকা ধার্য্য করা।

(২) বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মং ৯০০৲ টাকা বেতন পর্য্যন্ত কর্মচারীদের জন্য নূতন মাগ্গীভাতা রীতিমত চালু করা এবং ৬ মাস অন্তর উহা পুনর্বিবেচনা করা। এই বতুন হারে মাগ্গীভাতা চালু সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ত্রিপুরার কর্মচারীদের ১-১-১৯৭৩ ইং হইতে মাগ্গীভাতা প্রদান করা।

(৩) ন্যনতম শতকরা বেতনের ৮'৩৩ হারে সকল কর্মচারীদের বোনাস প্রদান করা।

(৪) ভারতীয় সংবিধানে ৩১১ (২) (গ) ধারা বাতিল করা, এবং সারা ভারতে যে সমস্ত কর্মচারী এই ধারায় চাকুরীচ্যুত হইয়াছেন তাহাদিগকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা। যে সমস্ত কর্মচারী ভারত রক্ষা আইনে বা নিরাপত্তা আইনে ধৃত বা আটক আছেন তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া। ত্রিপুরায় যে সমস্ত কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুৎ করা হইয়াছে তাহাদিগকে পুনঃ চাকুরীতে বহাল করা। এসোসিয়েশনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রুদ্ধ করা হেতু বিহীন মামলা প্রত্যাহার করা।

(৫) সমস্ত কর্মচারী ও শিক্ষকদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দেওয়া এবং সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল বাতিল করা।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের হারে ১-৪-৭০ ইং হইতে কর্মচারীদের বেতন সংশোধন করা এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হারে ২৭-৫-৭০ ইং হইতে সংশোধিত বেতন প্রদান করা। সর্বক্ষেত্রে বেতনবৈষম্য দুর করা এবং বকেয়া বেতন ১-৫-৫৯ইং ১-৪-৬১ ইং হইতে প্রদান করা।

(৭) ক) মাসিক হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা এবং ঐ টাকার অতিরিক্ত কোন ব্যয় হইলে তাহা প্রেসক্রিপশন ও ক্যাশ মেমোর ভিত্তিতে প্রদান করা।

খ) শতকরা ২০৲ টাকা হারে যাহাদের মাসিক বেতন ৯০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাহাদের বাড়ী ভাড়া প্রদান করা।
সর্বনিম্ন বাড়ী ভাড়া কোন ক্ষেত্রেই মং ৫০ টাকার কম হইবে না।

গ) শতকরা ১৫ টাকা হারে পরিপূরক ভাতা বৃদ্ধি করা।

ঘ) ত্রিপুরা বিশেষ পরিপূরক ভাতা ১-৪-৬১ ইং হইতে বর্দ্ধিত হারে পুনঃ প্রবর্তন করা।

ঙ) দুর্গম এলাকার সীমা বর্দ্ধিত করা ও সকল শ্রেণীর কর্মচারীগণকে একই তারিখ হইতে দুর্গম ভাতা প্রদান করা।

চ) বর্দ্ধিত হারে ওয়াশিং এলাউন্স মঞ্জুর করা এবং উচ্চ মানের কাপড়ের পোষাক প্রদান করা।

(৮) বদলীর সুষ্ঠু নীতি চালু করা।

(৯) কনটিনজেন্ট; মাষ্টার রোল ও ওয়ার্কচার্জড ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মচারীগণকে নিয়মিত করা এবং নিয়মিত করা সাপেক্ষে উহাদের দৈনিক মজুরী বৃদ্ধি করা। পশ্চিমবঙ্গের মত শিক্ষকদের বয়স-সীমা বাড়ানো।

ক) যে সকল কর্মচারী দুই বৎসরের অধিক কাল চাকুরীতে রত আছেন তাহাদের স্থায়ী গণ্য করা।

খ) পদোন্নতির ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। চৌকিদার, নাইট গার্ড এবং অগ্নি নির্বাপক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কাজের সময় ৮ ঘন্টায় নির্দ্ধারণ করা। শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের বিচারেই প্রমোশন দেওয়া।

১০) ১৯৭০ ইং সালের ৩রা জুলাই, ১৯৭০ ইং সালের ৫ই আগষ্ট ও ১৯৭৩ইং সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী কর্ত্তিত বেতন পুনঃ প্রদান করা। সমস্ত প্রকার শাস্তি যাহা সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা। সারপ্লাস কর্মচারীদের বিকল্প ব্যবস্থা করা।

১১) নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের মূল্যস্তর কমানো। মূল্য বৃদ্ধি যথাযথভাবে রোধ করা এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিলি বন্টন করা।

১২) বেকারদের কর্মসংস্থান করা এবং উহা সাপেক্ষে বেকার ভাতা প্রদান করা। সমস্ত খালি পদ অবিলম্বে পুরণ করা সমস্ত শ্রেণীর চাকুরীতে শতকরা ১০ ভাগ আবকাশিক (Leave Reserve) পদ সৃষ্টি করা।

UNSTARRED QUESTION NO. 1052

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) **বিদ্যুৎ কর্মীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বেতন পর্যালোচনা কমিটির সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর প্রযোজ্য কিনা ;**

২) **প্রযোজ্য না হলে এর কারণ কি ?**

৩) **প্রযোজ্য হলে, বিদ্যুৎ কর্মীরা বাড়তি বেতন ভাতার ক্ষেত্রে কতটুকু সুবিধা-প্রাপ্ত হন ?**

উত্তর

১) না।

২) যেহেতু ত্রিপুরায় বেতন কমিশন বসান হইয়াছে, কেন্দ্রীয় বেতন কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার প্রশ্ন আসেনা।

৩) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 1053
By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় P. W. D.র বিভিন্ন কাজে বর্তমানে কতজন বহিরাগত ঠিকাদার কাজ করছেন ;

২) গত ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সালে ঐসব বহিরাগত ঠিকাদার কত টাকার কাজ পেয়েছেন বা করেছেন ;

৩) ত্রিপুরায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদার থাকা সত্ত্বেও সন্নিহিত রাজ্যগুলি হইতে ত্রিপুরায় ঠিকাদার নিয়োগের কারণ কি ?

উত্তর

১) ২১ জন।

২) ১৯৭২-৭৩ সালে ১,১৫,৮৪,৬৭৪ টাকা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ১,০৫,৮৫,৬৬৬ টাকা।

৩) কতকগুলি Major Works যেমন Dam তৈরী, ১৩২ কে. ভি. সাব ষ্টেশন স্থাপন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রেন্সমিশন লাইন টাওয়ার সরবরাহ ও স্থাপন ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদার এখনও পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় নাই। অধিকন্তু, কতকগুলি কাজের জন্য ডি, জি, এস, এণ্ড ডি, সর্ব্বভারতীয় টেন্ডার আহ্বান করিয়াছেন এবং যাহারা টেন্ডার দিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে ঠিকাদার নিয়োগ করিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 1060
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-১৯৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ (বর্তমান সময় পর্য্যন্ত) আর্থিক বৎসরে কোন্ কোন্ ব্লকে বি, ডি, ও.গণ কত টাকা রুরাল ক্র্যাশ এমপ্লয়-মেন্ট খাতে এ, সি, বিলে ড্র করেছেন ?

২। উল্লেখিত বৎসর সমূহে এই টাকার কত পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আর্থিক বৎসরের সময় সীমার মধ্যে খরচ করা হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

৩। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসর সমূহে ঐ টাকার কত পরিমাণ সরকারের তহবিলে ফেরৎ জমা না হয়ে বি, ডি, ও.দের হাতে জমা রেখে খরচ করা হয়েছে ?

৪। বর্তমানে কোন্ আর্থিক বৎসরের এ, সি, বিলে ড্র করা কত টাকা বি, ডি, ও-দের হাতে আছে এবং তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরকারের তহবিলে ফেরৎ জমা দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agarala.

TGPA—12-8-75—170